

ବେଦାନ୍ତ-ଦର୍ଶନम् ।

ପରମହଂସ ପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯଚ୍ଛନ୍ଦରଭଗବତ୍ପାଦକୃତ ଶାରୀରକ ଭାଷ୍ୟ—

ଶ୍ରୀମଦ୍ବାଚସ୍ପତି ମିଶ୍ରକୃତ ଭାସ୍ୟତୀ ନାମକତୃତୀକୋପେତମ୍—

ପଣ୍ଡିତବର କାଳୀବର ବେଦାନ୍ତବାଗୀଶ କୃତ

ସୂତ୍ରାର୍ଥସଂକ୍ଷେପ-ଭାଷ୍ୟାନୁବାଦସମେତମ୍

ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସାଂଖ୍ୟ-ବେଦାନ୍ତତୀର୍ଥେନ

ପ୍ରତିସଂସ୍କୃତଂ ସମ୍ପାଦିତଂ



ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରୋଦଚନ୍ଦ୍ର ଯଜୁରଦାରେଣ ଚ

ପ୍ରକାଶିତମ୍

କଲିକାତା ରାଜଧାନୀୟା ।

୧୧୧୧ ବାମାପୁରୁଷ ଲେନ ।

୧୯୭୧

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী ।

প্রথম পাদ ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

১ম সূত্র ।

- ১। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিচারিত ও সমর্থিত বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়সমূহের নাম নির্দেশ— ১—২

(পঞ্চায়ি-বিজ্ঞা অবলম্বনে জীবের পরজন্ম চিন্তা)

- ২। পূর্বপক্ষ—বর্তমান দেহ-ত্যাগের সময় ভাবো দেহ-নির্মাণের উপকরণ লইয়া যাওয়ার অনাবশ্যকতা সমর্থন— ২—৪
- ৩। সিদ্ধান্ত—দেহের উপাদানসহ গমন পক্ষসমর্থন— ৪—৭

২য় সূত্র ।

- ৪। দেহের ত্রিধাতুময়নিবন্ধন অপ-শব্দে দেহোপাদান সমস্ত ভূতের সংগ্রহ সমর্থন— ৭—৯

৩য় সূত্র ।

- ৫। জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি সময়ে তৎসঙ্গে প্রাণের গতিপ্রদর্শক ক্রতি প্রদর্শন— ৯—১০

৪র্থ সূত্র ।

- ৬। প্রাণাদি হিন্দ্রিয়গণের অগ্নি প্রভৃতিতে লয়াশকার খণ্ডন— ১০—১১

৫ম সূত্র ।

- ৭। পুনশ্চ অপ-শব্দবাচ্য ভূতবর্গের সহগমনে আশঙ্কা ও তাহার উত্তর— ১২—১৪

৬ষ্ঠ সূত্র ।

- ৮। আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন— ১৫—১৭

৭ম সূত্র ।

- ৯। কর্মাদিগের দেবভোগ্যতা শঙ্কা ও তাহার খণ্ডন ১৮—২১

৮ম সূত্র ।

(কর্মাদিগের স্বর্গভোগের পর আগমনকালীন অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা)

- ১০। পূর্বপক্ষে—নিরন্তররূপে কর্মাদিগের স্বর্গ হইতে প্রত্যবরোহণ সমর্থন ২১—২২
- ১১। সিদ্ধান্তে—কর্মাদিগের সাহুশয়রূপে (ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের নাম অহুশয়) প্রত্যবরোহণ সমর্থন— ২২—২৫
- ১২। ‘অহুশয়’ শব্দের অর্থভেদ নিরূপণ এবং অনারক-ফলক কর্মের ফলারম্ভা বিচার— ২২—৩৩

৯ম সূত্র।

- ১৩। 'চরণ' ও 'অম্মশয়' শব্দের অর্থভেদ সত্ত্বেও 'চরণ' শব্দে অম্মশয়ের
গ্রহণ সমর্থন— ৩৩—৩৪

১০ম সূত্র।

- ১৪। 'চরণ' শব্দের অম্মশয় অর্থ গ্রহণপক্ষে কারণ প্রদর্শন ৩৪—৩৬

১১শ সূত্র।

- ১৫। বাদরি আচার্য্যের মতে 'চরণ' শব্দের স্কৃত ও দ্রুত অর্থ নির্দেশ
৩৬—৩৭

১২শ সূত্র।

- ১৬। বাহারা যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অমুষ্ঠাতা নহে, তাহাদেরও চন্দ্রলোকে গমনশকা-
প্রদর্শন— ৩৭—৩৮

১৩শ সূত্র।

- ১৭। যজ্ঞাদি কৰ্ম্মরহিত লোকদিগের যমযাতনা ভোগের শেষে পুনরায় ইহ-
লোকে আগমন সমর্থন ৩৮—৪০

১৪শ সূত্র।

- ১৮। যমালয়ে গমন সম্বন্ধে স্মৃতিবচন প্রদর্শন— ৪০

১৫শ-১৬শ সূত্র।

- ১৯। নরকের সপ্ত সংখ্যা নির্দেশ এবং সেখানে যমরাজের প্রভুত্ব কীর্ত্তন
৪০—৩১

১৭শ সূত্র।

- ২০। উপাসনা ও কৰ্ম্মলভ্য দেবদান ও পিতৃদান ব্যতীত তৃতীয় পথে গমনশীল-
দিগের ক্ষুদ্র জীবনাব প্রাপ্তি কথন ৪১—৪৪

১৮শ সূত্র।

- ২১। উক্ত তৃতীয় স্থানে গমনে পক্ষাহতির অনাবশ্যকতা কথন ৪৫—৪৬

১৯শ-২০ সূত্র।

- ২২। উক্ত বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ ও লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ৪৬—৪৭

২১শ সূত্র।

- ২৩। স্বৈদজ্য দেহের উত্তিষ্ণে অন্তর্ভাব কথন ৪৭—৪৭

২২শ সূত্র।

- ২৪। চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণ কালে কৰ্ম্মদিগের আকাশাদি-সাম্য প্রাপ্তি
কথন— ৪৮—৪০

২৩শ সূত্র।

- ২৫। কৰ্ম্মদিগের চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ কালে কেবল ত্রীছাদিভাবে
ব্যতীত অন্তঃ অন্নকাল অবস্থিতি নিরূপণ ৫০—৫১

୨୫ଶ ସୂତ୍ର ।

- ୨୬ । ଚକ୍ରମଣ୍ଡଳାବରୋହୀଦିଗେର ବୃକ୍ଷାଦି ଦେହେ ଅଭିମାନଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଅବସ୍ଥିତି ଯାତ୍ରା
କଥନ— ୧୧—୧୫

୨୬ଶ ସୂତ୍ର ।

- ୨୭ । ବଜ୍ରାକ୍ଷ ହିଂସାୟ ପାପାତାବ କଥନ— ୧୫—୧୭

୨୬ଶ-୨୭ଶ ସୂତ୍ର ।

- ୨୮ । କର୍ମାଦିଗେର କ୍ରୀହାଦି ଭାବେର ପର ମହତ୍ତ୍ୱାଦି ଦେହେ ପ୍ରବେଶ, ଅନନ୍ତର ଜରାୟୁ
ସହସ୍ରବର୍ଷତଃ ଶରୀର ଲାଭ କଥନ ୧୭—୧୮

ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ।

(ଜୀବେର ଅବସ୍ଥାଭେଦ ସହକ୍ଷେ ଆଲୋଚନା)

୧ମ ଓ ୨ୟ ସୂତ୍ର ।

- ୧ । ଜାତ୍ରା ଓ ଅସୁସ୍ଥିର ମଧ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅପ୍ନାବସ୍ଥାୟ ଦୃଶ୍ୟପ୍ରପଞ୍ଚେର ସୃଷ୍ଟି କଥନ ଏବଂ
ଜୀବେର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସମର୍ଥନ ୧୯—୬୨

୩ୟ ସୂତ୍ର ।

- ୨ । ଅପ୍ନାବସ୍ଥାୟ ମାୟାମୟତ୍ୱ (ମିଥ୍ୟାତ୍ୱ) ସମର୍ଥନ ୬୩—୬୭

୪ର୍ଥ ସୂତ୍ର ।

- ୩ । ଅପ୍ନ ଦର୍ଶନେର ଭାବୀ ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଥନ ୬୭—୭୦

୫ମ ସୂତ୍ର ।

- ୪ । ଜୀବେର ଈଶ୍ୱରତାବ ଅବିଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ଥାଏ, ତନ୍ନିବନ୍ଧନ ବନ୍ଧ, ଆର
ପରମେଶ୍ୱରେର ଅଭିଧ୍ୟାନେ ଯୁକ୍ତି କଥନ ୭୧—୭୨

୬ଷ୍ଠ ସୂତ୍ର ।

- ୫ । ଜୀବେର ଈଶ୍ୱରତାବତ୍ତିରୋଧାନେ ଦେହସହକ୍ଷେର କାରଣତା ପ୍ରତିପାଦନ ୭୩—୭୫

୭ମ ସୂତ୍ର ।

- ୬ । ଅସୁସ୍ଥି ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୭୫—୮୫

୮ମ ସୂତ୍ର ।

- ୭ । ଅସୁସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାନେ ଆତ୍ମା ହିତେ ପ୍ରବୋଧ କଥନ ୮୫—୮୬

୯ମ ସୂତ୍ର ।

- ୮ । ଅସୁସ୍ଥି କ୍ଷେତ୍ରେ ସେହି ପୂର୍ବ ଜୀବେରହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମର୍ଥନ ୮୮—୯୧

୧୦ମ ସୂତ୍ର ।

- ୯ । ଯୁକ୍ତାବସ୍ଥା ବିଚାର— ୯୧—୯୫

୧୧ଶ ସୂତ୍ର ।

- ୧୦ । ଶକ୍ତେର ସବିଶେଷ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରପଦାଂଶକା, ଏବଂ ତନ୍ନିରାସପୂର୍ବକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟବରପଦ୍ୟ ସ୍ଥାପନ— ୯୬—୯୭

১২শ-১৩শ-১৪শ সূত্র।

- ১১। ভেদদর্শনের নিল্লাপ্রদর্শনপূর্বক ব্রহ্মের নির্বিশেষরূপতা (নির্বিশেষভাবে) সমর্থন— ১৭—১০১

১৫শ-১৮শ সূত্র।

- ১২। ব্রহ্মের নির্বিশেষভাবে থাকে আলোকের দৃষ্টান্ত ও চৈতন্যরূপত্ব প্রদর্শন এবং তদ্বিষয়ে ঋতি-স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা জলপ্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন— ১০২—১০৬

১৯শ-২১শ সূত্র।

- ১৩। জলস্বরূপাদি দৃষ্টান্তে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন, এবং তদনুকূল ঋতি-প্রদর্শন— ১০৭—১১২

২২শ সূত্র।

- ১৪। ব্রহ্মের মূর্ত্যামূর্ত রূপদ্বয় কখন ও তাহার নিবেদ্য প্রতিপাদন ১২০—১৩০

২৩শ সূত্র।

- ১৫। প্রপঞ্চপ্রতিষিদ্ধ ব্রহ্মের অব্যক্ত ভাব সমর্থন ১৩০—১৩১

২৪শ সূত্র।

- ১৬। আরাধনাকালে অব্যক্ত ব্রহ্মের মানস প্রত্যক্ষ-যোগ্যতা প্রদর্শন ১৩১—১৩২

২৫শ-২৬শ সূত্র।

- ১৭। বিবিধ উপাধিযোগে আলোকের ভেদ সম্পাদনের আয় আত্মার ভেদ ও পবিচ্ছেদ দর্শন, অথচ জ্ঞানদশায় আত্মার অনন্তত্ব সমর্থন ১৩৩—১৩৪

২৭শ-২৮শ সূত্র।

- ১৮। অহিকুণ্ডল দৃষ্টান্তে এবং প্রকাশ ও তদাশ্রয় সূর্য্যাদি দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের উভয়-রূপত্ব সমর্থন ১৩৪—১৩৬

২৯শ-৩০শ সূত্র।

- ১৯। উপাধিযোগেও ব্রহ্মের অবিশেষভাবে স্থিতি সমর্থন ১৩৬—১৩৭

৩১শ সূত্র।

- ২০। সেতু প্রভৃতি শ্রোত শব্দ দৃষ্টে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্বাশঙ্কা ১৩৮—১৪০

৩২শ সূত্র।

- ২১। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্বাশঙ্কা খণ্ডন ১৪০—১৪৩

৩৩শ-৩৫শ সূত্র।

- ২২। বুদ্ধ্যারোহেয় অথ সেতু প্রভৃতি শব্দে ভেদব্যপদেশ সমর্থন এবং প্রকাশাদি দৃষ্টান্ত ও তদনুকূল যুক্তিপ্রদর্শন ১৪৪—১৪৭

৩৬শ সূত্র।

- ২৩। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু সত্তা প্রতিষেধ দ্বারা স্বপক্ষে অভেদবাদ সমর্থন ১৪৭—১৪৮

৩৭শ সূত্র।

- ২৪। উক্তপ্রকার ভেদপ্রতিষেধও আরামাদি শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের ব্যাপকত্ব-
প্রতিপাদন— ১৪৮—১৪৯

৩৮শ-৩৯শ সূত্র।

(কর্মফল-বিচার—)

- ২৫। পরমেশ্বর হইতে কর্মফল প্রাপ্তি সমর্থন এবং কণ্ঠভঙ্গুর কর্ম হইতে
ফলোৎপত্তির অসম্ভাবনাঃসমর্থন ১৪৯—১৫২

৪০শ সূত্র।

- ২৬। জৈমিনির মতে কর্মের ফলপ্রদানশক্তি সমর্থন ১৫২—১৫৫

৪১শ সূত্র।

- ২৭। বাদরায়ণের মতে পরমেশ্বরেরই ফলদাতৃত্ব সমর্থন ১৫৫—১৫৮

তৃতীয় পাদ।

(বিভিন্ন বেদশাখায় বিভিন্ন প্রকারে উক্ত উপাসনাসমূহের
ভেদাভেদ বিচার)

১ম সূত্র।

- ১। উপদেশগত বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য না থাকিলে বিভিন্ন শাখোক্ত উপা-
সনার একত্ব ব্যবস্থাপন ১৫৯—১৬৭

২য় সূত্র।

- ২। উপাস্তগত গুণভেদে উপাসনার ভেদাশঙ্কা ও তাহার সমাধান ১৬৭—১৭১

৩য়-৪র্থ সূত্র।

- ৩। আথর্কগিক শিরোব্রত-বিধির অধ্যয়ন বিষয়ে ব্যবস্থাপন, এবং তদ্বিষয়ে
উদাহরণ প্রদর্শন— ১৭১—১৭৫

৫ম সূত্র।

- ৪। তুল্য প্রয়োজনে অভিহিত উপাসনাগুলির মধ্যে গুণোপসংহারের
আদেশ প্রদান— ১৭৫—১৭৭

৬ষ্ঠ সূত্র।

- ৫। ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়ি-শাখায় উক্ত উদ্গীথ-উপাসনায় ভেদাশঙ্কা ও
তাহার পরিহার কথন— ১৭৭—১৮০

৭ম-৮ম সূত্র।

- ৬। প্রকরণভেদ ও সংজ্ঞাভেদ অনুসারে উক্ত উপাসনায় অভেদাশঙ্কা নিরসন
১৮০—১৮৬

৯ম সূত্র।

- ৭। উদ্গীথোপাসনায় অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ পক্ষ আলোচনা-
পূর্বক বিশেষণ পক্ষের গ্রহণ— ১৮৬—১৯২

১০ম সূত্র।

- ৮। ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়ী শাখোক্ত প্রাণ-সংবাদে কথিত জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদি
গুণের অতীত ও সমান বিত্যাঙ্ক্যে উপসংহার সমর্থন ১০২—১০৫

১১শ সূত্র।

- ৮। আনন্দ বিজ্ঞানধনত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলির সর্বত্রই ব্রহ্মবিশেষণরূপে চিন্তনীয়ত্ব
প্রতিপাদন— ১০৫—১০৬

১২শ, ১৩শ সূত্র।

- ৯। প্রিয়শিরস্বাদি ধর্মগুলি ব্রহ্মধর্মরূপে সর্বত্র চিন্তনীয় নহে, কিন্তু আনন্দাদি
স্বভাব সর্বত্রই চিন্তনীয়, এই জন্ত উভয়ের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন
১০৭—১০৯

১৪শ সূত্র।

- ১০। “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হর্থাঃ” ইত্যাদি বাক্যে পুরুষপ্রাধান্য প্রতিপাদন
২০০—২০২

১৫শ সূত্র।

- ১১। শ্রৌত আত্ম-শব্দের প্রয়োগ দ্বারা উক্ত অর্থের সমর্থন ২০২—২০৩

১৬শ সূত্র।

- ১২। “আত্মা বা ইদমেক এব” ইত্যাদি বাক্যে ‘আত্মা’ শব্দে পরমাঙ্গার গ্রহণ
সমর্থন— ২০৪—২০৭

১৭শ সূত্র।

- ১৩। প্রাকরণিক অর্থ পরিত্যাগপূর্বক পরমাঙ্গা-অর্থ গ্রহণ পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন
২০৭—২১০

- ১৪। “কতম আত্মা”—এই বাক্যাবলম্বনে সূত্র বোজনা ২১০—২১৩

১৮শ সূত্র।

- ১৫। ভোক্ত্রনের পূর্বে ও পরে আচমনীয় জলের দ্বারা প্রাণের অনন্ততা সমপাদন
চিন্তা সমর্থন— ২১৩—২১৯

১৯শ সূত্র।

- ১৬। বাজসনেয়ী শাখায় অগ্নিরহস্তে উক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যা ও বৃহস্পত্য্যকোক্ত মনো-
ময়াদি গুণযোগে উপাসনা, উভয়ের একত্ব নির্ধারণ ২২০—২২৩

২০শ সূত্র।

- ১৭। উক্ত নিয়মাত্মসারে এক বিদ্যার সম্বন্ধস্থলে অতীতোক্ত গুণের অতীত
উপসংহার কর্তব্যতাশঙ্কা ২২৩—২২৪

২১শ, ২২শ সূত্র।

- ১৮। এক বিদ্যার সম্বন্ধমাত্রনিবন্ধন সর্বত্র গুণোপসংহার-ব্যবস্থা খণ্ডন এবং
তদ্বিষয়ে উদাহরণ প্রদর্শন ২২৫—২২৭

২৩শ সূত্র।

- ১৯। উক্ত কারণে 'সমুত্তি' ও 'দ্যব্যাপ্তি' গুণের অন্তঃসংহার সমর্থন ২২৭—২৩০

২৪শ সূত্র।

- ২০। রহস্য ব্রাহ্মণোক্ত পুরুষবিজ্ঞায় অন্তঃকোক্ত গুণের অন্তঃসংহার কথন ২৩০—২৩৪

২৫শ সূত্র।

- ২১। অর্থভেদনিবন্ধন ব্রহ্মাদি গুণের অন্তঃ অন্তঃসংহার কথন ২৩৪—২৩৮
২২। স্রুতি লিঙ্গাদির মধ্যে তর্কলঙ্ঘ প্রবলত্বাদি বিচার ২৩৮—২৪৬

২৬শ সূত্র।

- ২৩। নিঃস্রুতি বিজ্ঞাপ্রসঙ্গে পুণ্য পাপের হানিমাাত্র প্রবণত্বলো ও তদন্তয়ের গ্রহণ সমর্থন ও উদ্বিগ্নে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ২৪৬—২৫৫

২৭শ সূত্র।

- ২৪। জ্ঞানীর দেহত্যাগের পর পুণ্য পাপের কোন ফল না থাকায় দেহত্যাগের সমকালেই পুণ্য পাপ ত্যাগ কথন ২৫৫—২৫৭

২৮শ সূত্র।

- ২৫। সাধকবিশ্বায়ই পুণ্য পাপ-ক্ষয়হেতুর সম্ভাব কথন ২৫৮—২৫৯

২৯শ সূত্র।

- ২৬। জ্ঞানীর পক্ষে পুণ্য পাপ ত্যাগের সমকালে দেবদানপপ-প্রাপ্তির উভয়থা সার্থকতা প্রদর্শন— ২৫৯—২৬০

৩০শ সূত্র।

- ২৭। উভয়থা গতির সার্থকতা সমর্থন ২৬১—৩৬২

৩১শ সূত্র।

- ২৮। সমস্ত সগুণ বিজ্ঞায় দেবদানপথে অবিশেষে গতি সমর্থন ২৬২—২৬৬

৩২শ সূত্র।

- ২৯। সগুণ উপাসকের অধিকারামূরূপ দেহভোগের পর মুক্তি ও দেহান্তর প্রাপ্তির অন্তঃপত্তি প্রদর্শন ২৬৭—২৭০

- ৩০। জ্ঞানের কর্মদাহকতা প্রতিপাদন ২৭০—২৭৩

৩৩শ সূত্র।

- ৩১। অক্ষর ব্রহ্মপ্রতিপাদক শব্দের সর্বত্র উপসংহার্যতা কথন ২৭৩—২৭৬

৩৪শ সূত্র।

- ৩২। "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি বাক্যোক্ত বিজ্ঞার একত্ব প্রতিপাদন ২৭৬—২৮০

৩৫শ সূত্র।

- ৩৩। আত্মার সর্বান্তরত্ব কথন ২৮০—২৮২

৩৬শ সূত্র ।

৩৪ । উক্ত বিষয়ে আশঙ্কা ও তৎপরিহার কথন ২৮২—২৮৩

৩৫ । বিচার একই পক্ষে আশঙ্কা ও তাহার পরিহার ২৮২—২৮৩

৩৭শ সূত্র ।

৩৬ । ধ্যানের উপযোগী বলিয়া জীব ও ব্রহ্মের পরম্পর তাদাত্ম্যোপদেশ

২৮৪—২৮৬

৩৮শ সূত্র ।

৩৭ । “স যো হৈবম্” ইত্যাদি বাক্যে পূর্বোক্ত সত্যবিচার অভিধান প্রতিপাদন

২৮৬—২৮৯

৩৮ । উক্ত সূত্রার্থে মতভেদ প্রদর্শন

২৮৯—২৯০

৩৯শ সূত্র ।

৩৯ । একত্র উক্ত সত্যকামত্বাদি ধর্মের অন্তর্গত অতিদেশ নিরূপণ ২৯০—২৯৩

৪০শ, ৪১শ সূত্র ।

৪০ । বৈজ্ঞানিকবিজ্ঞান প্রাণহতির আবশ্যকতা নিরূপণ, এবং উপস্থিত অন্ন ইহাতেই তন্নিকাহ কথন ২৯৩—২৯৯

৪২শ সূত্র ।

৪১ । কর্ম্মজ উদগীথাদি উপাসনার আবশ্যকতা নিষেধ ২৯৯—৩০৪

৪৩শ সূত্র ।

৪২ । “বদিত্যামোবাং” ইত্যাদি বাক্যে বায়ু ও প্রাণের একই প্রতিপাদন

৩০৫—৩১০

৪৪শ সূত্র ।

৪৩ । বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণোক্ত ‘মনশ্চিৎ’ প্রভৃতি অগ্নির বিচাররূপ-প্রতিপাদন

৩১০—৩১২

৪৫শ, ৪৬শ সূত্র ।

৪৪ । পূর্বপক্ষ—ঐ সকল সাংকল্পিক অগ্নিরও ক্রিয়াজন্য সম্ভাবনা কথন ও তদ্বিষয়ে হেতু প্রদর্শন— ৩১২—৩১৫

৪৭শ, ৪৮শ সূত্র ।

৪৫ । সিদ্ধান্ত—মনশ্চিৎ প্রভৃতির বিচাররূপ নিরূপণ এবং প্রমাণ প্রদর্শন

৩১৫—৩১৬

৪৯শ, ৫০শ সূত্র ।

৪৬ । প্রকরণবাধাদি দোষের পরিহার কথন এবং হেতু প্রদর্শন ৩১৬—৩২৩

৫১শ সূত্র ।

৪৭ । মানস গ্রহদৃষ্টান্তের সমাধান

৩২৩—৩২৫

৫২শ সূত্র ।

৪৮ । পরবর্তী বাক্যেও শুদ্ধ বিজ্ঞা-বিধি প্রদর্শন

৩২৪—৩২৬

৫৩শ সূত্র।

৪৯। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব ও একত্ব স্থাপন এবং তদ্বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শন— ৩২৭—৩৩১

৫৪শ সূত্র।

৫০। আত্মার দেহব্যতিরিক্ততা সমর্থন ৩৩১—৩৩৬

৫৫শ সূত্র।

৫১। কৰ্ম্মাঙ্গ সম্পর্কিত উপাসনা সকলের সর্ব বৈদশাখ্য উপসংহর্তব্যতা প্রতিপাদন— ৩৩৬—৩৩৯

৫৬শ সূত্র।

৫২। মন্ত্রাদির দৃষ্টান্তে আশঙ্কিত বিরোধের পরিহার ৩৩৯—৩৪০

৫৭শ সূত্র।

৫৩। বৈশ্বানর উপাসনায় সাঙ্গোপাসনার প্রাধান্য কীর্তন ৩৪১—৩৪৫

৫৮শ সূত্র।

৫৪। বেদের অভেদ স্থলেও শব্দাদিগত ভেদনিবন্ধন বিজ্ঞাভেদ ব্যবস্থাপন ৩৪৫—৩৪৯

৫৯শ সূত্র।

৫৫। বিভিন্ন ক্রতিবিহিত অহং-গ্রহোপাসনার বৈকলিকত্ব প্রতিপাদন ৩৪৯—৩৫২

৬০শ সূত্র।

৫৬। কাণ্ড উপাসনায় ইচ্ছানুসারে এক হই বা বহু উপাসনার অন্তর্ভুক্ততা প্রতিপাদন— ৩৫২—৩৫৩

৬১শ, ৬২শ সূত্র।

৫৭। পূর্বপক্ষ—কৰ্ম্মাঙ্গ উপাসনার আশ্রয়ানুগতত্ব প্রতিপাদন এবং তদ্বিষয়ে শাস্ত্রানুশাসন প্রদর্শন ৩৫৩—৩৫৪

৬৩শ, ৬৪শ সূত্র।

৫৮। সমুচ্চয়ে উপাসনানুষ্ঠানে যুক্তি প্রদর্শন ৩৫৪—৩৫৬

৬৫শ সূত্র।

৬৯। সিদ্ধান্ত—পূর্বোক্ত সমুচ্চয়পক্ষের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন ৩৫৮—৩৫৯

— — —

চতুর্থ পাদ।

(আত্ম-জ্ঞানে কৰ্ম্মানুগতভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে পুরুষার্থলাভ হয়, এতদ্বিষয়ে বিচার)

১ম সূত্র।

১। বাদরায়ণের মতে—কৰ্ম্মসম্বন্ধবিহিত স্বতন্ত্র আত্মজ্ঞান হইতে পুরুষার্থ-সিদ্ধি প্রতিপাদন ৩৬০—৩৬২

২য় সূত্র।

২। জৈমিনির মতে—কৰ্ম্মাক্ষরূপ আত্মজ্ঞানের মুক্তি-সাধকতা প্রতিপাদন

৩৬২—৩৬৬

৩য়, ৪র্থ সূত্র।

৩। আত্মজ্ঞানের কৰ্ম্মাক্ষরূপে ফল দান বিষয়ে শিষ্টাচার ও শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন—

৩৬৬—৩৬৭

৫ম, ৭ম সূত্র।

৪। বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষে ‘সমস্বারজ্ঞ’ প্রভৃতি হেতু প্রদর্শন

৩৬৭—৩৬৯

৮ম সূত্র।

৫। বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষ খণ্ডন

৩৭০—৩৭২

৯ম, ১০ম সূত্র।

৬। সমুচ্চয় পক্ষে অভিহিত শিষ্টাচার ও শ্রোত নিয়মের ব্যতিচার প্রদর্শন

৩৭৩—৩৭৪

১১শ সূত্র।

৭। প্রয়াগকালে বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের সহিত জ্ঞানী ও কৰ্ম্মীর পৃথক্ ভাবে গমন-প্রতিপাদন

৩৭৫—৩৭৬

১২শ, ১৩শ সূত্র।

৮। কৰ্ম্মাত্মস্থানে জ্ঞানাপেক্ষার অভাব এবং জ্ঞানীর পক্ষেও কৰ্ম্মাত্মস্থান-নিয়ম প্রতিপাদন—

৩৭৬—৩৭৭

১৪শ সূত্র।

৯। জ্ঞানীর সম্বন্ধে কৰ্ম্মাত্মস্থানের উপদেশ কেবল বিজ্ঞার প্রশংসার্থপর, ইহা সমর্থন—

৩৭৭—৩৭৮

১৫শ, ১৬শ সূত্র।

১০। জ্ঞানীর কৰ্ম্মাত্মস্থানে স্বেচ্ছাতন্ত্রতা এবং জ্ঞানের কৰ্ম্মাভিভাবকতা প্রতিপাদন—

৩৭৮—৩৭৯

১৭শ সূত্র।

১১। উর্দ্ধরেতাদিগের কৰ্ম্মত্যাগবিধি প্রদর্শন

৩৭৯—৩৮১

১৮শ সূত্র।

১২। জৈমিনির মতে উর্দ্ধরেতা বা সন্ন্যাসাশ্রমের অবৈধতা সমর্থন

৩৮১—৩৮৪

১৯শ সূত্র।

১৩। বাদরায়ণ আচার্যের মতে সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতা সংস্থাপন

৩৮৪—৩৮৭

২০শ সূত্র।

১৪। শ্রোত ধারণের দৃষ্টান্তে সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতা সমর্থন

৩৮৭—৩৯৫

২১শ সূত্র।

১৫। উদগীথ-প্রকরণে পণ্ডিত—“স এষ রসানাং রসতমঃ” ইত্যাদি বাক্যের

স্ততিরূপতা খণ্ডন—

৩৯৫—৩৯৭

২২শ সূত্র।

- ১৬। ভাবনাবোধক শব্দ দ্বারা উক্ত বাক্যের বিধিক্রপতা সমর্থন ৩৯৭—৩৯৮
২৩শ, ২৪শ সূত্র।

- ১৭। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ প্রভৃতি শ্রোত আখ্যায়িকাসমূহের পারিপ্লবহ
পক্ষ নিষেধ, এবং উক্ত পক্ষে 'একবাক্যতা' হেতু প্রদর্শন ৩৯৯—৪০২
২৫শ সূত্র।

- ১৮। কর্ম্মানপেক্ষিত বিচার যজ্ঞান্ন অগ্নি প্রভৃতির অনাবশ্যকতা প্রদর্শন ৪০২
২৬শ সূত্র।

- ১৯। বিজ্ঞা সমুৎপাদনার্থ যথাসম্ভব যজ্ঞাদি কর্ম্মের আবশ্যকতা প্রদর্শন
৪০৩—৪০৬

২৭শ সূত্র।

- ২০। বিজ্ঞা সমুৎপাদনে শম দমাদি সাধনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন ৪০৬—৪০৯
২৮শ সূত্র।

- ২১। প্রাক্তন বিজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রাণাত্যয় সম্ভাবনায় সর্কীয়ভক্ষণের
অনুজ্ঞা সমর্থন— ৪০৯—৪১৪

২৯শ, ৩০শ সূত্র।

- ২২। উক্ত সিদ্ধান্তপক্ষে শাস্ত্রান্তরের অবিরোধ ও স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন
৪১৪—৪১৫

৩১শ সূত্র।

- ২৩। যথেষ্ট ভঙ্গ্যে শাস্ত্রীয় নিষেধ প্রদর্শন ৪১৫—৪১৬
৩২শ সূত্র।

- ১৪। অমুমুগু ব্যক্তির পক্ষেও আশ্রমবিহিত কর্ম্মাচুষ্ঠানের আবশ্যকতা সমর্থন
৪১৬—৩১৭

৩৩শ সূত্র।

- ২৫। আশ্রমবিহিত কর্ম্মের বিজ্ঞালাভে সহকারিতা প্রতিপাদন ৪১৭—৪১৯
৩৪শ সূত্র।

- ২৬। উভয় পক্ষেই অগ্নিহোতাদি কর্ম্মের স্বরূপগত ভেদ-নিষেধ জ্ঞাপন
৪২৯—৪২২

৩৫শ সূত্র।

- ২৭। সহকারিত্ব পক্ষ সমর্থন— ০—৪২২
৩৬শ, ৩৭শ সূত্র।

- ২৮। অন্তরালবর্তী অরূপসু প্রভৃতিরও বিজ্ঞালাভে অধিকার প্রতিপাদন ও
স্মৃতিবাক্য দ্বারা তাহার সমর্থন ৪২৩—৪২৪

৩৮শ সূত্র।

- ২৯। সেই সকল অন্তরালবর্তীর সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ অনুগ্রহ দর্শন ৪২৫—৪২৬

৩৯শ সূত্র।

৩০। অন্তরালবর্তী বিধুর অপেক্ষা আশ্রমবর্তীদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন ৪২৬—৪২৭

৪০শ সূত্র।

৩১। নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তির পুনরায় পূর্বাশ্রমে প্রত্যা-
বর্তনে নিষেধ জ্ঞাপন ৪২৮—৪২৯

৪১শ সূত্র।

৩২। তাহার পক্ষে জৈমিনীয় অধিকার-লক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অভাব সমর্থন ৪২৯—৪৩০

৪২শ সূত্র।

৩৩। মতভেদে ঐ পাতকের উপপাতকত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত সম্ভাবপ্রদর্শন ৪৩১—৪৩৩

৪৩শ সূত্র।

৩৪। উদ্ধরেতা বা সন্ন্যাসীর স্বাশ্রমচ্যুতি মহাপাতকই হউক, আর উপপাতকই
হউক শিষ্টাচার ও স্মৃতিশাসন অনুসারে তাহার সর্বথা বহিষ্কার কর্তব্যতার
উপদেশ— ৪৩৩—৪৩৪

৪৪শ সূত্র।

৩৫। যজ্ঞোপবীত উপাসনার ফল আত্রেয় আচার্য্যের মতে যজ্ঞমানগামী, ইহা প্রতি-
পাদন— ৪৩৫—৪৩৬

৪৫শ, ৪৬শ সূত্র।

৩৬। ওচুপোমীর মতে কর্মফলের ঋত্বিক-লভ্যতা কখন ও ক্রতি প্রমাণ প্রদর্শন ৪৩৬—৪৩৭

৪৭শ সূত্র।

৩৭। বিজ্ঞানাভের সহকারীরূপে যোন বা তুম্বীভাবের পান্থিক বিধি সমর্থন ৪৩৭—৪৪২

৪৮শ সূত্র।

৩৮। প্রাধান্তনিবন্ধন গার্হস্থ্যের উল্লেখ সমর্থন ৪৪২

৪৯শ সূত্র।

৩৯। যোন ও গার্হস্থ্যের জায় বাণপ্রস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের সমর্থন ৪৪২—৪৪৩

৫০শ সূত্র।

৪০। বাল্যশব্দে নিজ মহিমা অকীর্তনরূপ বাল্যধর্ম্ম নির্দেশ ৪৪৩—৪৪৬

৫১ম সূত্র।

৪১। প্রতিবন্ধকভাবে বিজ্ঞানকের ঐহিকত্ব সম্ভাবনা প্রদর্শন ৪৪৬—৪৪৯

৫২ম সূত্র।

৪২। ব্রহ্মবিজ্ঞায় কলীভূত মুক্তিতে উৎকর্ষাপকর্ষকৃত তারতম্যের অভাব
প্রতিপাদন— ৪৪৯—৪৫০

—:—

সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

বেদান্তদর্শনম্ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ

প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ॥ ৩ । ১ । ১ ॥ *

দ্বিতীয়েহধ্যায়ে স্মৃতিশ্রায়বিরোধো বেদান্তবিহিতে ব্রহ্মদর্শনে
পরিহৃতঃ, পরপক্ষাণাং চানপেক্ষত্বং প্রপঞ্চিতং, শ্রুতিবিপ্রতিষেধশ্চ
পরিহৃতং । তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি তদ্বানি জীবোপকরণানি
ব্রহ্মণো জায়ন্তইত্যুক্তম্ । অথেনাদানীমুপকরণোপহিতস্ত

দ্বিতীয়-তৃতীয়াধ্যায়য়োর্হেতু হেতুমদ্বাবলক্ষণং সম্বন্ধং দর্শয়ন্ সুখাবোধার্থমর্থ-
সংক্ষেপমাহ “দ্বিতীয়েহধ্যায়ে” ইতি । স্মৃতি-শ্রায়-শ্রুতিবিরোধপরিহারেণ হি
অনধাবসায়লক্ষণমপ্রামাণ্যং পরিহৃতং, তথাচ প্রামাণ্যে নিশ্চলীকৃতে তাত্ত্বীয়ো
বিচারো ভবতি, অতথা তু নির্বীজতয়া ন সিধ্যোদिति অবাস্তবসঙ্গতিং দর্শয়িতুং

ইতঃপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে—স্মৃতি ও শ্রায়সম্বন্ধ (সাংখ্য ও তর্কশাস্ত্রীয়)
সিদ্ধান্তানুসারে বেদান্ত-প্রতিপাদিত অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধান্তের উপর যে সমস্ত দোষ
বা বিরোধ আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সে সকলের পরিহার বা সমাধান করা হইয়াছে,
অধিকন্তু পরকীয় সিদ্ধান্ত (সাংখ্যাদি-সিদ্ধান্ত) যে, আদরণীয় নহে, তাহাও বিস্তৃত-
ভাবে দেখান হইয়াছে, এবং প্রতিপক্ষের উদ্ভাবিত শ্রুতিবিরোধেরও সমাধান
করা হইয়াছে ।

* তদন্তরপ্রতিপত্তৌ—দেহাৎ দেহান্তরপ্রাপ্তিসময়ে [জীবঃ] সম্পরিষক্তঃ—ভূতদৃশ্যবেষ্টিতঃ
সন্ রংহতি ৷ ছতি । কৃতঃ ? প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ শ্রুতাস্তাং প্রশ্নাং তদ্বিরূপণাং চ অবগম্যাতে
ইতি শেবঃ ৷

জীব দেহান্তরপ্রাপ্তির নিগিত গমন সময়ে ভূতদৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে, কেননা,
শ্রুতাস্তা প্রশ্ন ও তদন্তরপ্রাপ্তি হইতে এইরূপই জানা যায় ।

জীবন্ত সংসারগতিপ্রকারঃ, তদবস্থান্তরাণি, ব্রহ্মসতত্বং, বিদ্যা-
বিদ্যাভেদো, গুণোপসংহারানুপসংহারো, সমাগদর্শনাৎ পুরুষার্থ-
সিদ্ধিঃ, সমাগদর্শনোপায়বিধিপ্রভেদঃ, মুক্তিফলানিয়মশ্চ—ইত্যেত-
দর্থজ্ঞাতং তৃতীয়েহধ্যায়ে চিন্তয়িষ্যতে, প্রসঙ্গাগতং চ কিমপ্যন্যৎ ।
তত্র প্রথমে তাবৎ পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যামাশ্রিত্য সংসারগতি-
প্রভেদঃ প্রদর্শ্যতে—বৈরাগ্যাহেতোঃ, “তস্মাজ্জুগুপ্সেত” ইতি
চান্তে শ্রবণাৎ ।

জীবো মুখ্যপ্রাণসচিবঃ সেন্দ্রিয়ঃ সমনস্কোহবিদ্যা-কর্ম-পূর্ব্ব-
প্রজ্ঞাপরিগ্রহঃ পূর্ব্বদেহং বিহায় দেহান্তরং প্রতিপদ্যত ইত্যে-
তদবগতম্ “অথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি” ইত্যেবমাদেঃ—
“অন্যম্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে” ইত্যেবমন্তাৎ সংসার-
প্রকরণস্থাৎ শব্দাৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মফলোপভোগসম্ভবাচ্চ । স কিং

“তত্র চ জীব্যতিরিক্তানি তত্ত্বানি জীবোপকরণানি চ” ইত্যুক্তম্ । অব্যায়ার্থ-
সংক্ষেপমুক্তা পাদার্থসংক্ষেপমাহ “তত্র প্রথমে তাবৎ পাদে” ইতি । তস্মৈ প্রয়োজন-
মাহ “বৈরাগ্য” ইতি ।

পূর্ব্বাপরপরিশোধনায় ভূমিকামারচয়তি “জীবো মুখ্যপ্রাণসচিবঃ” ইতি ।
“করণোপাদানবদ্ভূতোপাদানশ্রুতত্বাৎ” ইতি । অত্র চ করণোপাদানশব্দো

সেখানে বলা হইয়াছে যে, জীব্যতিরিক্ত যে সকল তত্ত্ব (পদার্থ) জীবের ভোগ
সম্পাদনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, সে সমস্তই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই যে,
সে সকল পদার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।
অতঃপর ভোগোপকরণ-সমন্বিত জীবের সংসারগতির প্রণালী ও তাহার বিভিন্ন
প্রকার অবস্থাভেদ, ব্রহ্মতত্ত্ব, বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগ, উপাসনাবিশেষে উপাশ্রুত
গুণবিশেষের উপসংহার ও অনুপসংহতার নিয়ম, সমাগদর্শনে পরমপুরুষার্থ
(মুক্তি) লাভ, সমাগদর্শনের উপায়বিশেষে বিধিপ্রভেদ ও মুক্তি-ফলের
অনিয়ম, এই সকল বিষয় এবং প্রসঙ্গক্রমে অত্যাশ্রিত বিনয়ও এখন তৃতীয় অধ্যায়ে
আলোচিত হইবে । তন্মধ্যে প্রথম পাদে জীবের বৈরাগ্য-সমুৎপাদনার্থ ক্রতি-
বিহিত ‘পঞ্চাগ্নিবিদ্যা’ অবলম্বন পূর্ব্বক জীবের সংসারগতির প্রকারভেদ প্রদর্শন
করা যাইতেছে । ঐ প্রকরণেরই শেষভাগে “তস্মাজ্জুগুপ্সেত” এই ক্রটিতে
বৈরাগ্যের কথাই শ্রুত আছে । অতএব সংসার-গতি প্রদর্শন করা সঙ্গতই
হইয়াছে ।

এই পর্য্যন্ত বাক্যসন্দর্ভের ও ধর্ম্মাধর্ম্মফলের ভোগসম্ভাবনাসংস্থাপক মুক্তির দ্বারা
জানা যাইতেছে যে, প্রাণসহায় জীব পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করতঃ সেন্দ্রিয়,
সমনস্ক ও অবিদ্যা, কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ও জ্ঞানান্তরীয সংস্কারের সহিত অপর

দেহবীজৈভূতসূক্ষ্মরসম্পরিষক্ণে। গচ্ছতি? আহোশ্মিং
সম্পরিষক্ণ ইতি চিন্ত্যতে। ‘কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? অসম্পরিষক্ণ
ইতি। কুতঃ? করণোপাদানবদ্ ভূতোপাদানশ্চাত্ত্বাৎ।
“স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ” ইত্যত্র তেজোমাত্রাশব্দেন
করণানামুপাদানং সঙ্কীৰ্ত্তয়তি, বাক্যশেষে চক্ষুরাদিসঙ্কীৰ্ত্তনাৎ।
নৈবং ভূতমাত্রোপাদানসঙ্কীৰ্ত্তনমস্তু, স্তলভাশ্চ সৰ্বত্র ভূতমাত্রাঃ,
যত্রৈব দেহ আরম্ভস্যস্তত্রৈব সন্তি। ততশ্চ তাসাং নয়নং
ভৌতিকত্বাৎ করণানাং ভূতোপাদান-সিদ্ধিরিন্দ্রোপাদানান্তিরিক্ত-ভূতবিবক্ষ্যা-
ধিকরণান্তঃ। যদি ভূতাত্মাদায়গমিয়াৎ, তদা তদপি করণোপাদানবদেবা-
শ্রোষ্যৎ, ন চ শরতে। তস্মান ভূতপরিষক্ণো রংহতি, অপি তু করণমাত্রপরিষক্ণঃ।
ন হাগমৈকগম্যেহর্থে তদভাবঃ প্রমেয়াভাবঃ ন পরিচ্ছেদ্যমহতি। ন চ
দেহান্তরপ্ৰস্থানধারুণপত্যা ভূতপরিষক্ণশ্চ রংহণকল্পনেতি বুদ্ধিমিত্যাহ—“স্তলভাশ্চ
সৰ্বত্র ভূতমাত্রাঃ” ইতি।

“ত্ৰ্যপৰ্জ্জন্ত” ইতি। ইহ হি কায়ারম্ভমগ্নিতোত্রাপূৰ্ণপরিণামলক্ষণং শ্রদ্ধাদিভেদ
পঞ্চাশৎ প্রবিভক্ত্য পঞ্চম্য দ্ব্যপ্রভৃতিষগ্নিষু হোতবাহেনোপাসনমুত্তরমার্গপ্রতিপত্তি-
সাধনং বিবক্ষন্ত্যাহ ঐতিঃ—“অসৌ বাব লোকো গোতমাগ্নিঃ” ইত্যাদি। অত্র
সায়ং প্রাতরগ্নিহোত্রাহতী হতে পয়াদিসাধনে শ্রদ্ধাপূৰ্ণমাহবনীয়গ্নিসমিদ্ধ-
মাক্ষিরঙ্গারবিষ্ণুলিঙ্গভাবে কৰ্ম্মাদিকারকভাবে চাক্ষুরিক্ষং ক্রমেণোৎ-
ক্রাম্য ত্র্যালোকং প্রবিশন্ত্যো যক্ষ্মভূতে দ্রবদ্রব্যপয়ঃপ্রভৃত্যপ্ৰসবদপশব-
বাচ্যে, শ্রদ্ধাহেতুকত্বাচ্চ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যে, তরোরাহত্যাগ্নিধিকরণমগ্নিরন্ত্রে চ
সমিদ্ধমাক্ষিরঙ্গারবিষ্ণুলিঙ্গা রূপকত্বেন নিদিষ্টম্ভে,—“অসৌ বাব ত্র্যালোকো
গোতমাগ্নিঃ।” যথাগ্নিহোত্রাধিকরণমাহবনীয়ঃ, এবং শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যগ্নিহোত্রাহতি-
পরিণামাবস্থারূপাঃ যক্ষ্মা বা আপঃ শ্রদ্ধাভাবিতাঃ, তদধিকরণং ত্র্যালোকঃ। অশ্রা-
দিত্য এব সগিৎ, তেন হৌদ্ধোহসৌ ত্র্যালোকো দীপ্যতে, অতঃ সমিদ্ধনাৎ সগিৎ।

নূতন শরীর গ্রহণ করে। এই স্থানে সন্দেহ ও বিচার্য্য এই যে, তিনি যখন
এতদেহ ত্যাগ করতঃ দেহান্তর প্রাপ্তির উদ্দেশে গমন করেন, নূতন জন্ম লইবার
জগ্ৰ যান, তখন তিনি দেহবীজ ভূত-স্বপ্ন (ভূত-স্বপ্ন = পঙ্খীকৃত মহাভূতের স্বপ্ন
অংশ—যাহা ভাবিদেহের বীজস্বরূপ—ভবিষ্যতে বাহার পরিণামে অজ্ঞ শরীর
হইবে, তাহা হারা) সমালিঙ্গিত অর্থাৎ পরিবেষ্টিত হইয়া যান কি-না।
অর্থাৎ তৎসঙ্গে দেহবীজ ভূত-স্বপ্ন ও যায় কি-না। প্রথমতঃ পাওয়া যায়, জীব
দেহবীজ স্বপ্ন-ভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া যায় না, অর্থাৎ স্বপ্ন স্বপ্ন ভূতাত্ম
তৎসঙ্গে যায় না। হেতু এই যে, ঐতিহ্যে ইন্দ্রিয়গ্রহণের জায় ভূত-স্বপ্ন
গ্রহণের উল্লেখ নাই। ঐতিহ্য “সেই মুমূর্ষু জীব এই সকল তেজোমাত্রা অর্থাৎ
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতঃ—” এই সন্দেহে তেজোমাত্রা-শব্দিত ইন্দ্রিয়-

নিপ্রয়োজনম্। তস্মাদসম্পরিষক্তো যাতীত্যেবং প্রাপ্তে পঠ-
ত্যাচার্য্যঃ—“তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ” ইতি।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ দেহবীজৈ-

তত্ত্বাদিত্যস্ত রশ্ময়ো ধূমাঃ, ইক্ষুনাদিবাদিত্যাজশ্মীনাং সমুত্থানাং, অহরচ্চিঃ প্রকাশ-
সামান্তাদাদিত্যাকার্য্যাক্ষচ্চ। চন্দ্রমা অক্ষরোহচ্চিষঃ প্রশমেহ্ভিষাক্ষেঃ। নক্ষত্রা-
ণ্যস্ত বিষ্ণুলিঙ্গাশ্চন্দ্রমসোহঙ্গারস্তাবয়বা ইব বিপ্রকীর্তাসামান্তাধ্বিষ্ণুলিঙ্গাঃ।
তদেতন্নিম্নগ্নৌ দেবা যজমানপ্রাণা অগ্নাদিরূপা অদিদেবং শ্রদ্ধাং জুহ্বতি।
শ্রদ্ধা চোক্তা। পর্জন্তো বাব গৌতমাগ্নিঃ। পর্জন্তো নাম বৃষ্ট্যপকরণাভিমানী
দেবতাবিশেষঃ, অস্ত বায়ুরেব সমিৎ, বায়ুনা হি পর্জন্তোহগ্নিঃ সমিধ্যতে, পুরো-
বাতাদিপ্রাবল্যে বৃষ্টিদর্শনাং। অন্নং ধূমঃ, ধূমকার্য্যাহাং ধূমসাদৃশ্যচ্চ। বিদ্যা-
দচ্চিঃ, প্রকাশসামান্তাং। অশনিরঙ্গারাঃ কাঠিগ্নাধ্বিহ্যৎসম্বন্ধাচ্চ। গর্জ্জিতং
মেঘানাং বিষ্ণুলিঙ্গা বিপ্রকীর্তাসামান্তাং। তন্নিম্ন দেবা যজমানপ্রাণা অগ্নি-
রূপাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি, তস্ত সোমস্তাহতেক্বপং ভবতি। এতচ্ছবৎ ভবতি
—শ্রদ্ধাখ্যা আপো দ্র্যলোকমাহতিত্বেন প্রবিষ্ট চন্দ্রাকারেণ পরিণতাঃ সত্যো
দ্বিতীয়ে পর্যায়ে পর্জন্তগ্নৌ হতা বৃষ্টিত্বেন পরিণমন্ত ইতি। পৃথিবী বাব
গৌতমাগ্নিস্তস্ত পৃথিব্যাখ্যাত্যগ্নেঃ সম্বৎসর এব সমিৎ। সম্বৎসরেণ কালেন হি
সমিক্কা ভূমিব্রীহাদিনিপ্পত্তয়ে কল্পতে। আকাশো ধূমঃ পৃথিব্যগ্নেক্ষিত
ইবাকালো দৃশ্যতে, রাত্রিরচ্চিঃ পৃথিব্যাঃ শ্রামায়া অত্মরূপা শ্রামতয়া রাত্রিরগ্নেরিবা-
ত্মরূপমচ্চিঃ, দিশোহঙ্গারাঃ প্রগে রাত্রিরূপাচ্চিঃশমন উপশাস্তানাং প্রসন্নানাং দিশাং
দর্শনাং। অবান্তরাদিশো বিষ্ণুলিঙ্গাঃ ক্ষুদ্ররসামান্তাং। তন্নিম্নেতন্নিম্নগ্নৌ শ্রদ্ধা-
সোমপরিণামক্রমেণাগতা আপো বৃষ্টিরূপেণ পরিণতা দেবা জুহ্বতি, তস্তা
আহুতেরন্নং ব্রীহিযাদি ভবতি। পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্ত বাগেব সমিৎ।
বাচা থবয়ং তাবাস্তষ্টস্থানস্থিতয়া বর্ণপদবাক্যাভিয্যক্তিক্রমেণার্থজাতং প্রকাশয়ন্
সমিধ্যতে। প্রাণো ধূমো ধূমবম্প্রাণির্গমাং। জিহ্বাচ্চিলোহিতরসামাণ্যং, চক্ষুর-
ঙ্গারাঃ প্রভাশ্রয়ত্বাং। শ্রোত্রং বিষ্ণুলিঙ্গা বিপ্রকীর্তত্বাং। তা এবাপঃ শ্রদ্ধাদি-
পরিণামক্রমেণাগতা ব্রীহাদিরূপৈঃ পরিণতাঃ সত্যঃ পুরুষেহগ্নৌ হতাস্তাসাং
পরিণামো রেতঃ সম্ভবতি। বোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্ত উপস্থ এব সমিৎ। তেন
হি সা পূজাদ্র্যংপাদনায় সমিধ্যতে। বহুপমন্তয়তে, স ধূমঃ জ্বীসন্তবাহুপমন্তয়ন্ত।

নিচয়ের কীর্তন করিয়াছেন, কিন্তু ভূত-স্বপ্ন গ্রহণের কীর্তন করেন নাই।
ঐ সন্দর্ভের শেষভাগেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কীর্তন আছে, কিন্তু ভূতমাত্রার
(স্বপ্ন-ভূতের) কীর্তন নাই, না থাকাই সম্ভব। যেহেতু ভূতমাত্রা স্নলভ—
সর্বত্র পাওয়া যায়। যে স্থানে জন্মিবে, সেই স্থানেই স্বপ্ন-ভূত পাওয়া
বাইবে, অথবা আছে, স্বতরাং স্বপ্ন-ভূত সঙ্গে লওয়া নিপ্রয়োজন। অতএব,
জীব স্বপ্ন-ভূতে সমালিঙ্গিত না হইয়াই যায়। এতৎপ্রাপ্তে আচার্য্য ব্যাসদেব
বলিতেছেন,—জীব দেহান্তর পাইবার জন্য স্বপ্ন-ভূতে পরিষক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহ-

ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষক্তো রংহতি গচ্ছতীত্যবগম্যাম্ । কুতঃ ?
প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ । তথাহি প্রশ্নঃ “বেথ যথা পঞ্চম্যামাহতা-
বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইতি । নিরূপণঞ্চ প্রতিবচনং দুপজ্জন্ত-
পৃথিবী-পুরুষ-যোষিৎসু পঞ্চম্যমিষু শ্রদ্ধা-সোম-বৃষ্ট্যন্ন-রেতো-
রূপাঃ পঞ্চাহতীর্দর্শয়িত্বা “ইতি তু পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষ-

লোমানি বা ধূমঃ । বোনিরুচ্চিলোহিতস্বাৎ । যদন্তঃ করোতি মৈথুনং তেহ্কারাঃ,
অভিনন্দাঃ স্বথলবা বিষ্ণু লিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রস্বাৎ । তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি,
তস্তা আহতেগর্তঃ সম্ভবতি । এবং শ্রদ্ধা-সোম-বর্ষান্ন-রেতোহবনক্রমেণ যোষ্যিৎ
প্রাপ্যাপো গর্তাপ্য ভবন্তি । তত্রাপ্নমবায়িত্বাদাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি পঞ্চম্যা-
মাহতাবিতি । যতঃ পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি, তস্মাদদ্বিঃ
পরিবেষ্টিতো জীবো রংহতীতি গম্যতে । এতদুক্তং ভবতি—শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা
আপ ইত্যগ্রে বক্ষ্যতি । তাসাং ত্রিবৃৎকৃততয়া তেজোহন্নাবিনাভাবেনাব গ্রহণেন
তেজোহন্নয়োৰপি সংগ্রহ ইত্যেতদপি বক্ষ্যতে । যথ্যপ্যেতাবতাপি ভূতবেষ্টিতস্ত
জীবস্ত রংহণং নাবগম্যতে, তেজোহবন্নানাং পঞ্চম্যামাহতো পুরুষবচস্বমাত্রশ্রবণং,
তথাপীষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃনানেন যথা চক্রলোকপ্রাপ্তিকথনপরয়া
আকাশাচ্চক্রমসংঘেষ সোমো রাজ্যেতি ঐত্যা সহ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্তা আহতে:
সোমো রাজা সম্ভবতীত্যন্তাঃ ঐতে: সমানহাদ্ভ্যাম্যতে ভূতপরিষক্তো রংহতীতি ।
তথাহি—যা এবাপো হতা দ্বিতীয়স্ত্যামাহতো সোমভাবং গতঃ, তাভিরেষ পরিষক্তো
জীব ইষ্টাদিকারী চক্রভূয়ং গতচক্রলোকং প্রাপ্ত ইতি । নমু স্বতন্ত্রা আপঃ শ্রদ্ধা-
দিক্রমেণ সোমভাবমাপ্নুবন্ত, তাভিরপরিষক্ত এব তু জীবঃ সেন্দ্ৰিয়মাত্ৰো গতা
সোমভাবমহুভবতু, কো দোষঃ ? অয়ং দোষঃ । যতঃ ঐতিসামান্যাতিক্রম ইতি ।
এবং হি ঐতিসামান্যং কল্পেত, যদি যেন রূপেণ যেন চ ক্রমেণাপাং সোমভাবস্তে-
নৈব জীবস্তাপি সোমভাবো ভবেৎ, অতথা তু ন ঐতিসামান্যং স্তাৎ । তস্মাৎ
পরিষক্তাপরিষক্তরংহণবিশয়ে ঐতিসামান্যাত্মরোধেন পরিষক্তরংহণং নিশ্চীয়তে ।
অতো দধিপয়ঃপ্রভৃতয়ো দ্রবভূয়স্বাদাপো হতা: সূক্ষ্মভূতা ইষ্টাদিকারিণমাপ্রিতা

যীজ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভূতভাগে বেষ্টিত হইয়াই গমন করে, ইহা ঐত্যুক্ত প্রশ্ন ও নিরূপণ
দ্বারা জানা যায় । [তথাহি...গম্যতে] প্রশ্ন যথা—“অপ্ পাঁচ প্রকার অগ্নিতে
আহত (প্রক্ষিপ্ত) হইয়া যে-প্রকারে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়, অর্থাৎ মনুষ্যাকারে
পরিণত হয়—সেই প্রকারটী কি জান ?” (রাজা প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে এই প্রশ্ন
করিয়াছিলেন) । ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর—দিব, পজ্জন্ত, পৃথিবী, পুরুষ
ও যোষিৎ, এই পাঁচ অগ্নির শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেত, এই পাঁচটী আহতি,
ইহা বাক্য “এই প্রকারে অপ্ পঞ্চমী আহতিতে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়”

বচসো ভবন্তি” ইতি। তস্মাদন্তিঃ পরিবেষ্টিতো জীবো রংহতি ব্রজতীতি গম্যতে।

নব্বত্যা ঋতির্জলৌকাবৎ পূর্বদেহং ন মুঞ্চতি যাবন্ন দেহান্তরমাক্রমতীতি দর্শয়তি।—“তদ্যথা তৃণজলায়ুকা” ইতি। তত্রাপ্যহপ্পরিবেষ্টিতশ্চৈব জীবশ্চ কস্মোপস্থাপিত-প্রতিপত্তব্য-দেহবিষয়ক-ভাবনাদৌর্ঘ্যভাবমাত্রং জলায়ুকয়োপমীয়ত ইত্য-বিরোধঃ। এবং ঋতু্যক্তে দেহান্তরপ্রতিপত্তিপ্রকারে সতি যাঃ পুরুষমতিপ্রভবাঃ প্রকল্পনাঃ—ব্যাপিনাং করণানামান্বনশ্চ

নৈবনেন বিধিনা দেহে হুয়মানে হতাঃ সত্য আহতিমযা ইষ্টাদিকারিণং পরিবেষ্ট্য স্বর্গং লোকং নয়ন্তীতি।

চোদয়তি—“নব্বত্যা ঋতিঃ” ইতি। অয়মর্থঃ—এবং হি স্মৃদেহপরিষক্তো রংহেৎ, যতশ্চ স্থলং শরীরং রংহতো ন ভবেৎ। অস্তি তস্মৈ বর্তমান-স্থলশরীরযোগে আদেহান্তরপ্রাপ্তেস্তৃণজলায়ুকানিদর্শনে। তস্মাদ্ভিদর্শনশ্রুতিবিরোধায় স্মৃদেহপরিষক্তো রংহতীতি। পরিহরতি—“তত্রাপি” ইতি। ন তাবৎ পরমাত্মনঃ সংসরণসম্ভবঃ, তস্মৈ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাৎ, কিন্তু জীবানাম্। পরমাত্মৈব চোপাধিকরিতাবচ্ছেদো জীব ইত্যাত্মায়তে, তস্মৈ চ দেহেন্দ্রিয়াদেকপাথেঃ প্রাদেশিকত্বায় তত্র সন্দেহান্তরং গন্তুমর্হতি। তস্মাৎ স্মৃদেহপরিষক্তো রংহতি। কস্মোপস্থাপিতঃ প্রতিপত্তব্যঃ প্রাপ্তব্যো যো দেহঃ, তদ্বি-ষয়ান্না ভাবনান্না উৎপাদনান্না দৌর্ঘ্যভাবমাত্রং জলায়ুকয়োপমীয়তে। সাংখ্যানাং কল্পনামাহ—“ব্যাপিনাং করণানাম্” ইতি। আহকারিকত্বাৎ করণানাম্, অহঙ্কারশ্চ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা বুঝা যায় যে, জীব অপ-পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে অর্থাৎ দেহ হইতে বাহির্গত হয়।

[নব্বত্যা...ইত্যবিরোধঃ] যদি বল, অত্র এক ঋতি বলিয়াছেন, জীব জলৌকার ত্রায় যে-পর্য্যন্ত দেহান্তর না পায়, সে-পর্য্যন্ত পূর্বদেহ ত্যাগ করে না, যথা—“যেমন জলায়ুকা তৃণান্তর গ্রহণপূর্বক পূর্বগৃহীত তৃণ ত্যাগ করে, তেমনি, জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্বদেহ ত্যাগ করে।” ইহা স্বপক্ষের বিরোধী, এ বিষয়ে আমরা বলি, বিরোধী নহে। কারণ, মরণকালে অপ্পরিবেষ্টিত জীবের পূর্বকর্ম যে-ভবিষ্যদেহবিষয়ক ভাবনা জন্মায়—ভাবনাময় দেহবিশেষ জন্মায়, তাহাই উক্ত ঋতিতে জলৌকার সহিত তুলিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, আগে ভাবিদেহবিষয়ক-জ্ঞান বা ভাবনাময় দেহ হয়। অর্থাৎ আনি দেব বা মনুষ্য, ইত্যাকার স্বপ্নবৎ দর্শন ও তাহাতে গাঢ় অভিমান জন্মে। তৎপরে দেহপরিত্যাগ হয়। মরণ-যন্ত্রণা এতদেহের অভিমান ও কার্যকলাপ ভুলাইয়া দেয়, অনন্তর কর্ম-সংস্কার উষ্ম হইয়া ভাবিদেহবিষয়ক ভাবনা উৎপাদন করে), সুতরাং অবিরোধ—অল্পমাত্রও বিরোধ নাই। [এবং...বিরোধঃ] ঋতু্যুক্ত পুনর্জন্মগ্রহণপ্রণালী বিস্তারিত সত্ত্বে,

দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ কর্মবশাৎ বৃত্তিলাভস্তত্র ভবতি, কেবলশ্চৈব বা আত্মনো বৃত্তিলাভস্তত্র তত্র ভবতি, ইন্দ্রিয়াণি তু দেহবদভিন-
বান্ধেব তত্র তত্র ভোগস্থান উৎপদ্যন্তে, মন এব চ কেবলং
ভোগস্থানমভিপ্রতিষ্ঠতে, জীব এবোৎপ্লুত্যা দেহাদেহান্তরং
প্রতিপদ্যতে—শুক ইব বৃক্ষাং বৃক্ষান্তরমিত্যেবমাদ্যাঃ, তাঃ
সৰ্ব্বা এবানাদৰ্তব্যাঃ, শ্রুতিবিরোধাৎ ॥ ৩।১।১ ॥

ননুদাহতাত্যাং প্রশ্নপ্রতিবচনাত্যাং কেবলাভিরুদ্ভিঃ সম্পরি-
ষক্তো রংহতীতি প্রাপ্নোতি, অপ্ শব্দশ্রবণসামর্থ্যাৎ, তত্র কথং
সামান্যেন প্রতিজ্ঞায়তে—সৰ্ব্বেরেব ভূতনৃক্ষৈঃ সম্পরিষক্তো
রংহতীতি । অত উত্তরং পঠতি—

চ জগদ্ব্যপ্যাপিরাং করণানামপি ব্যাপিতেত্যর্থঃ । বৌদ্ধানাং কল্পনামাহ—
“কেবলশ্চৈব বাত্মনঃ” ইতি । অলয়বিজ্ঞানসন্তান আত্মা, তস্ত বৃত্তিঃ বট্ প্রবৃত্তি-
বিজ্ঞানানি, পঞ্চেন্দ্রিয়াণি তু চক্ষুরাদীনি অভিনবানি জায়ন্তে । কণভুক্তকল্পনামাহ—
“মন এব চ” ইতি । ভোগস্থানং ভোগায়তনং শরীরমভিনবমিতি যাবৎ ।
দিগন্তরকল্পনামাহ—“জীব এবোৎপ্লুত্যা” ইতি । আদিগ্রহণেন লোকায়তিকানাং
কল্পনাং সংগৃহ্যতি । তে হি শরীরাত্মবাদিনো ভদ্রীভাবমাশ্রয়্য আহন কল্প-
চিদগমনমিতি ॥ ৩।১।১ ॥

চোদয়তি—“ননুদাহতাত্যাং” ইতি । অত্র সূত্রেণোত্তরমাহ—

বুদ্ধিমান্ত্র-কল্পিত জন্মান্তর গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নালী শ্রুতিবোধিত বিধায়
আদরের অবোগ্য অর্থ্যং হয় । পুরুষবুদ্ধির উৎপ্রেক্ষিত জন্মান্তরগ্রহণবিষয়ক
ভিন্ন ভিন্ন মত যথা।—সাধ্যা বলেন, ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপক, আত্মাও ব্যাপক, কর্ম-
প্রভাবে যেখানে দেহ জন্মিবে, সেই স্থানেই সে সকল বৃত্তিনান্ (বৃত্তি = বিষয়-
গ্রহণ সামর্থ্যের আবির্ভাব) হয় । বুদ্ধ বলেন, অসত্যায় আত্মা দেহান্তর
প্রাপ্তে তদেহেই বৃত্তিলাভ করেন । যেমন দেহ নূতন হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়ও সেই
সেই দেহে নূতন উৎপন্ন হয় । এইমতে ধারাবাহিক নিরবিরাম (অহং অহং
ইত্যাকার) জ্ঞানের নাম আত্মা, তাহাতে শব্দাদি সবিকল্পক জ্ঞান হওয়া বৃত্তি-
লাভ । কণাদ বলেন, মন সঙ্গে যায়, অজ্ঞাত ইন্দ্রিয় তদেহে নূতন হয় । জৈনগণ
বলেন, পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যায়, সেইরূপ জীবও এ দেহ ত্যাগ
করিয়া দেহান্তরে গমন করে । এ সমস্তই শ্রুতিবোধিত, সূত্রায়ং অগ্রাহ ॥ ৩।১।১ ॥

[ননুদাহ...পঠতি] এক্ষণে বলিতে পার যে, যেরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন—
তাহাতে কেবল জলীয় স্ফুটান্ধসমেতই জীবের গমন প্রতীত হয় । প্রশ্ন-প্রতিবচন
শ্রুতিতে জগবাটী অপ্ শব্দেরই শ্রবণ আছে, অজ্ঞ ভূতের শ্রবণ নাই ? তবে
কি প্রকারে বলিলে, প্রতিজ্ঞা করিলে, জীব সমুদায়ভূতের স্ফুটান্ধ সহ গমন
করে ? সূত্রকাব ইহাব প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন—

ত্ৰ্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্বাৎ ॥ ৩।১।২ ॥ *

তুশব্দেন চোদিতামাশঙ্কামুচ্ছিনতি। ত্ৰ্যাত্মিকা হ্যাপঃ, ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ। তাস্মারন্তিকাস্বভ্যুপগতাস্থ ইতরদপি ভূত-
দ্বয়মবশ্যমভ্যুপগন্তব্যং ভবতি। ত্ৰ্যাত্মকশ্চ দেহঃ, ত্ৰয়াণামপি
তেজোহবমানাং তস্মিন্ কার্যোপলব্ধেঃ। পুনশ্চ ত্ৰ্যাত্মকস্ত্রিধা-
তুকত্বাৎ—ত্রিভির্বাতপিত্তশ্লেষ্মাভিঃ। ন স ভূতাস্তরাণি প্রত্যা-
খ্যায় কেবলাভিরন্তিরারকুং শক্যতে। তস্মাৎ ভূয়স্বাপেক্ষো-
হয়ম্ “আপঃ পুরুষবচসঃ” ইতি প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরপ্ধঃ, ন কৈব-
ল্যাপেক্ষঃ। সর্ববদেহেষু হি রসলোহিতাদিদ্রবভূয়স্বং দৃশ্যতে।

তেজসঃ কার্যামশিতপীতাহারপরিপাকঃ। অপাং কার্যাং শ্বেতশ্বেদাদি।
পৃথিব্যাঃ কার্যাং গন্ধাদি। যন্ত গন্ধশ্বেদপাকপ্রাণাবকাশাদানন্দেহস্ত পাক-
ভৌতিকত্বং পশ্যন্তেজোহবমানাত্বেন ত্ৰ্যাত্মকত্বে ন পরিতুষ্যতি, তৎ প্রত্যাহ—
“পুনশ্চ ত্ৰ্যাত্মকঃ” ইতি। বাতপিত্তশ্লেষ্মাভিঃ ত্রিভির্ভাতুভিঃ শরীরধারণাত্মকৈ-
ধাতুভ্যাং। অতো ন স দেহো ভূতাস্তরাণি প্রত্যাখ্যায় কেবলাভিরন্তিরারকুং
শক্যতে। অবগ্রহণনিয়মস্তর্হি কস্মাদিত্যত আহ—“তস্মাভূয়স্বাপেক্ষঃ” ইতি।

তু-শব্দের দ্বারা উক্ত আশঙ্কার উচ্ছেদ করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রোক্ত
আশঙ্কা অবকাশ পায় না, ইহাই তু-শব্দে বলা হইয়াছে। কারণ এই যে, সেই
অল্পগম্যমান জল ত্ৰ্যাত্মক, কেবলই জল নহে। ত্রিবৃৎকরণশ্রুতি তাহার
প্রমাণ। ত্রিবৃৎকৃত (পকীকৃত) ভূতই দেহাদির উৎপাদক, ইহা স্থির ও
স্বীকৃত আছে, সুতরাং জল-ভূতের আরম্ভকর স্বীকারে অল্প ভূতদ্বয়েরও আরম্ভকর
স্বীকার সুতরাংই হইয়া থাকে। দেহ ত্ৰ্যাত্মক—ভূতত্রয়ের পরিণাম। কারণ
এই যে, দেহে তেজ, জল ও পৃথিবী, এই তিনেবট কার্য দেখা যায়।
ত্ৰ্যাত্মকতার অল্প নিদর্শন—উহা ত্রিধাতু অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিনের
দ্বারা দেহ বিধৃত আছে। অতএব, যিনি ভূতাস্তরের যোগে কেবল জলে দেহ
জন্মিতে পারে না। দেহ যদি কেবল জলজ হইত, তাহা হইলে ইচ্ছাতে বায়ব্য
ও তৈজস কার্য থাকিত না, ইত্যাদিবিধ কারণে বৃদ্ধিতে হইবে, অপের পুরুষ-
শব্দবাচ্যতা অর্থাৎ শরীরাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হওয়ার কথা কেবল আধিকার
অল্পসারী অর্থাৎ জলের ভাগ অধিক বলিয়াই ঐ উক্তি অসঙ্গত নহে।
অতএব, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে যে, অপশব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা কেবল
জল বুঝাইবার জন্য নহে, কিন্তু জলের আধিক্য বুঝাইবার জন্য। দেখাও যায়,
সমুদায় দেহে রসরক্তাদি দ্রবপদার্থই অধিক।

* তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। কেবলাভিরন্তিঃ সম্পরিষক্তো রংহতীতি নাশকিত্বান্যম্। যন্তস্বাত্মা-
ন্তিকা। ত্ৰ্যাত্মকত্বেপি ভূয়স্বাৎ অবলাহল্যালাপ ইত্যুক্তিঃ।

এমন মনে কবিও না যে, কেবল জলীয় সন্ধ্যাশই সঙ্গে যায়। কেননা, জল-ভূতও ত্রিবৃৎকৃত

নমু পার্থিবো ধাতুভূয়িষ্ঠো দেহমূলক্ষ্যতে। নৈষ দোষঃ।
ইতরাপেক্ষয়াহপাং বাহুল্যং ভবিষ্যতি। দৃশ্যতে চ শুক্র-
শোণিতলক্ষণেইপি দেহবীজে দ্রববাহুল্যম্। কৰ্ম চ নিমিত্ত-
কারণং দেহান্তরারম্ভে, কৰ্ম্মাণি চাগ্নিহোত্রাদীনি সোমাজ্য-
পয়ঃপ্রভৃতি-দ্রবদ্রব্যব্যাপাশ্রয়াণি। কৰ্ম্মসমবায়িন্যুশ্চাপঃ শ্রদ্ধা-
শব্দোদিতাঃ সহ কৰ্ম্মভিচ্ছ্যলোকাথ্যেহ্মো হুয়ন্ত ইতি
বক্ষ্যতি। তস্মাদপ্যপাং বাহুল্যপ্রসিদ্ধিঃ। বাহুল্যাচ্চাপ্শব্দেন
সৰ্ব্বেষামেব দেহবীজানাং ভূতনৃক্ষাণামুপাদানমিতি নিরব-
দ্যম্ ॥ ৩। ১। ২ ॥

প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩। ১। ৩ ॥ *

প্রাণানাঞ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ গতিঃ প্রাব্যতে, “তন্মুৎ-

পৃথিবীধাতুবর্জমিতরতেজাঅপেক্ষয়া কার্য্যন্ত শরীরন্ত লোহিতাদি-দ্রবভূয়-
স্তাং, তৎকালপয়োশ্চোপাদাননিমিত্তয়োদ্রবভূয়স্তদপাং পুরুদবচস্বোক্তিঃ, ন
পুনর্ভূতান্তরনিরাসার্থী ॥ ৩। ১। ২ ॥

প্রাণানাং জীবদেহে শাস্ত্ররত্নমবগতম্। গচ্ছতি জীবদেহে তদন্তবিধায়িনঃ

[নমু...নিববত্তম] শরীরে পৃথিবীধাতুব আদিক্য দেখা যায় সত্য; পরন্তু
তাহা অত্যাপেক্ষা অধিক হইলেও, জলধাতু অপেক্ষা অধিক নহে। দেহের বীজ
শুক্রশোণিত, তাহাতেও দ্রববাহুল্য দেখা যায়। (ফলিতার্থ,) দেহে জলধাতুই
সর্বাপেক্ষা অধিক। সেই সকল ভূতস্বল্প দেহের উপাদান কারণ এবং কৰ্ম্ম
তাহার নিমিত্ত কারণ। অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম (তজ্জনিত অপূৰ্ণ বা শক্তিবিশেষ)
তৎকালে সোম, আপ্য (ঘৃত) দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি দ্রবদ্রব্য বা অপ্-এতৎ শাস্ত্রে
শ্রদ্ধা শব্দে কথিত হয় এন তাহাই কৰ্ম্মকারী পুরুষকে ছালোকাথ্য অগ্নিতে
প্রক্ষেপ করে (লইয়া যায়)। এই সকল কথা পরে বলা হইবে। এতদনুসারে
অপেরই আধিক্য প্রথিত হয়, সেই আধিক্য অনুসারেই অপ্-শব্দের কথনে
দেহবীজ সমুদায় ভূতস্বল্পের কথন সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩। ১। ২ ॥

দেহান্তর প্রাপ্তির জন্ত প্রাণেরাও জীবাত্মার সঙ্গে যায়, ইহা শ্রুতিও
অর্থব্যত্যাঙ্ক—জল, পৃথিবী, তেজ, এই তিনে মিশ্রিত, সূত্রাং জলের গমনে অজ্ঞ ভূএর গমনও
(সঙ্গে যাওয়া) সিদ্ধ হয়। আধিক্য অনুসারে নামোল্লেখ হইয়া থাকে; সূত্রাং জলের আধিক্য
থাকায় জলবাচী অপ্-শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। ঐ স্থলে ফলিতার্থ—এমন বুঝিতে হইবে না যে,
অপ্-স্বল্পঃ’শই সঙ্গে যায়, ভূতাস্তরের স্বক্ষাংশ যায় না। সমুদায় ভূতেরই স্বক্ষাংশ সঙ্গে যায়।

* দেহান্তরপ্রতিপত্ত্যর্থঃ প্রাণানাং গতিঃ প্রাব্যতে, তস্মাদপি ন কেবলাভিরস্তি পরিবেষ্টিতো
গচ্ছতাপি তু ভূতাস্তরৈঃ।

ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে প্রাণেরও গমন শুনা যায়। প্রাণের নিরাশ্রয় গতি সম্ভবে না; সূত্রাং
তদাশ্রয়ীভূত ভূতপঞ্চকের গমনও স্বীকার্য্য। (প্রাণ শব্দে ইন্দ্রিয়)।

ক্রামস্তং প্রাণোহনৃৎক্রামতি, প্রাণমনৃৎক্রামস্তং সর্বৈ প্রাণা
অনৃৎক্রামন্তি” ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ। সা চ প্রাণানাং গতির-
শ্রয়মন্তরেণ ন সম্ভবতীত্যতঃ প্রাণগতিপ্রযুক্তানাং তদাশ্রয়-
ভূতানামপ্যমপি ভূতান্তরোপস্থানাং গতিরবগম্যতে। ন
হি নিরাশ্রয়াঃ প্রাণাঃ কচিদগচ্ছন্তি তিষ্ঠন্তি বা, জীবতো-
হদর্শনাৎ ॥ ৩। ১। ৩ ॥

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন, ভান্ত্বাৎ

॥ ৩। ১। ৪ ॥*

স্বাদেতৎ, নৈব প্রাণা দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ সহ জীবেন
গচ্ছন্তি, “অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ”। তথাহি শ্রুতির্মরণকালে বাগা-

প্রাণা অপি গচ্ছন্তীতি দৃষ্টম্, অতঃ ষাট্ কৌশিকাদেহাহনৃৎক্রামস্তঃ কশ্চিৎশ্চিৎ-
ক্রামত্বাৎক্রামন্তি। স চৈষামনুবিধেয়ঃ স্কন্ধো দেহো ভূতেন্দ্রিয়ময় ইতি গম্যতে।
ন হীন্দ্রিয়মাত্রাশ্রয়মেষাং দৃষ্টং, বতন্তু আত্মাশ্রয়াণাং গতিরুপপত্তেতি ॥ ৩। ১। ৩ ॥

প্রাবিতেহপি স্পষ্টে জীবন্ত প্রাণৈঃ সহ গমনেহগ্ন্যাদিগতিশ্রুতীতি শ্রুতিবিরো-
ধনাইয়াহেন। যথা—“জীব উৎক্রমোদ্যত ইহিলে মুখ্য প্রাণ তাহার অহুগামী
হয় এবং মুখ্য প্রাণের উৎক্রমেণ্ডমে অন্তঃপ্রাণও উৎক্রমোদ্যত হয়।”
আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয় প্রাণগণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের গতি সম্ভব হয়
না; সুতরাং বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়রূপ ভূতান্তরপরিমিশ্রিত
জলভূত (স্থল) তৎসঙ্গে গমন করে। যখন জীবদেহায় প্রাণগণকে নিরাশ্রয়ে
অবস্থান ও গমন করিতে দেখা যায় না, তখন অল্প অবস্থাতেও তাহা হয় না,
ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩। ১। ৩ ॥

বদি বল, প্রাণাদি অগ্নিপ্রভৃতিতে গমন করে, এইরূপ শ্রুতি থাকায়
প্রাণেরা দেহান্তর-প্রাপ্তার্থ জীবের সহিত গমন করে না, মরণ কালে বাক্
প্রভৃতি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, তাহা শ্রুতিকর্তৃক
দর্শিত হইয়াছে, যথা—“তখন এই মৃত পুরুষের বাক্যেই অগ্নিদেবতায় ও

* অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতের্মরণকালে বাগদয়ঃ প্রাণা অগ্ন্যাদীন গচ্ছন্তীতি জবণাৎ প্রাণা ন
জীবেন সহ গচ্ছন্তীতি ন, কিম্ব গচ্ছন্ত্যেব। কঃ? ভাস্করাৎ। ভাস্কঃ হি প্রাণাদীনামগ্ন্যা-
দগমনঃ ন তু তল্লুপম্।

মরণ কালে বাগাদি ইন্দ্রিয় অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, এই শ্রুতি দেখিয়া সে সকল পুনর্জন্ম-
গ্রহণার্থী জীবের সহিত গমন করে না, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, ঐ উক্তি (প্রাণাদির
অগ্ন্যাদি দেবতায় যাওয়া) পৌণ, মুখ্য নহে। অর্থাৎ ঐ উক্তির অস্তিত্ব অল্পরূপ। (ভাষ্যানু-
বাদে ব্যক্ত আছে)।

দয়ঃ প্রাণা অগ্ন্যাदीन् देवान् गच्छन्तीति दर्शयति “যত্রাস্ত পুরু-
ষস্ত যতস্ত্যগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণঃ” ইত্যাদিনেতি চেৎ,
ন, “ভাক্ত্বাৎ” । বাগাদীনামগ্ন্যাদিগতিশ্রুতির্গৌণী, লোমস্তু
কেশেষু চাদর্শনাৎ । “ওষধীলোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ” ইতি
হি তত্রান্নায়তে । ন হি লোমানি কেশাশ্চোৎপ্লুতৌষধী-
র্বনস্পতীঃশ্চ গচ্ছন্তীতি সম্ভবতি । ন চ জীবস্ত প্রাণোপাধি-
প্রত্যখ্যানে গমননবকল্পতে । নাপি প্রাণৈর্কিনা দেহান্তর-
উপভোগ উপপদ্যতে । বিস্পষ্টঞ্চ প্রাণানাং সহ জীবেন
গমনমন্যত্র আবিতম্ । অতো বাগাত্ত্বিষ্ঠাত্ত্রীণামগ্ন্যাদিদেব-
তানাং বাগাত্ত্ব্যপকারিণীনাং মরণকাল উপকারনিবৃত্তিমাত্র-
মপেক্ষ্য বাগাদয়োহগ্ন্যাदीন্ গচ্ছন্তীত্ব্যপচর্য্যতে ॥ ৩।১।৪ ॥

মোখাপনার্থা । অত্র হি লোমকেশয়োরৌষধিবনস্পতিগমনং দৃষ্টবিরোধাত্তাক্তং
তাবদভ্যুপেষম্ । এবঞ্চ হন্যপ্যপত্তিত্বেন তেষামপি শ্রুতিবিরোধাত্তাক্তত্বমেবো-
চিতমিতি । ভক্তিশ্চোপকারনিবৃত্তিকল্পা ॥ ৩।১।৪ ॥

প্রাণ বায়ুদেবতার অগ্নয় (লয়প্রাপ্ত) হয় ।” ইহার প্রতিবাদ এই যে, ঐ
উক্তি (বাক্যাদি অগ্ন্যাদিদেবতার লীন হয়, এই কথন) ভক্তি অর্থাৎ গোণ
(আরোপিত) । [বাগাদীনাং...চর্য্যতে] যখন ওষধিতে ও বনস্পতিতে লোমের
ও কেশের গমন দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ লোমের ওষধিগমন ও কেশের বনস্পতিতে
গমন যখন গোণ—উপচার মাত্র, তখন অবশ্যই তৎসহপাঠিত বাক্যাদির
অগ্ন্যাদিগমনও গোণ (ভাক্ত্বা বা ঔপচারিক) । “অগ্নিং বাগপ্যেতি” ইত্যাদি
বাক্য যে স্থানে পঠিত হইয়াছে, সেই স্থানেই লোম সকল ওষধিতে ও কেশ
বনস্পতিতে গমন করে ।” এ বাক্যও উচ্চারিত হইয়াছে । লোম ও কেশ
কি চলিয়া গিয়া ওষধি ও বনস্পতিকে প্রাপ্ত হয় ? তাহা হয় না । তাহা
সম্পূর্ণ অসম্ভব । অপিচ, প্রাণ জীবের উপাধি, তাহার গমন না মানিয়া
কিরূপে জীবের গমন মাত্র করিবে ? কল্পনা করিবে ? প্রাণের গমন স্বীকার
না করিলে কোনও ক্রমে জীবের দেহান্তর-ভোগ উপপন্ন হইবেক না ।
প্রাণেরা যে জীবের সহিত যায়, অত্র শ্রুতি তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন ।
তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, জীবদশায় অগ্ন্যাদি দেবতা যে, বাক্যাদি ইন্দ্রি-
য়ের উপকার করে, তাহাদের স্বকার্য্যশক্তির সহায়তা করে, মরণকালে সে
সহায়তা বা সে উপকার থাকে না অর্থাৎ নিবৃত্ত হয় । শ্রুতি সেই নিবৃত্তিভাবেকেই
“অগ্নিং বাগপ্যেতি” ইত্যাদি ঔপচারিক শ্রয়োগে ব্যক্ত করিয়াছেন । ৩।১।৪ ॥

প্রথমেহশ্রবণাদিতি চেন্ন, তা এব

হ্যপপত্তেঃ ॥ ৩।১।৫ ॥ *

স্বাদেতৎ, কথং পুনঃ পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীত্যেতমিদ্ধারয়িতুং পার্থ্যতে, যাবতা নৈব প্রথমেহশ্রাবণাং শ্রবণমস্তু। ইহ হি দ্যুলোকপ্রভৃত্যঃ পঞ্চায়ঃ পঞ্চানামাহ-
তীনামাধারত্বেনাধীতাঃ, তেষাঞ্চ প্রমুখে “অসৌ বাব লোকো গোতমাগ্নিঃ” ইত্যুপন্যস্ত “তস্মিন্নেতস্মিন্নম্যৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি” ইতি শ্রদ্ধা হোম্য-দ্রব্যত্বেনাবেদিতাঃ, ন তত্রাপো হোম্যদ্রব্যতয়া শ্রুতাঃ। যদি নাম পর্জ্জন্মাদিসূক্তরেণ চতুষ-
গ্নিশ্রবণং হোম্যদ্রব্যতা পরিকল্প্যেত, পরিকল্প্যতাং নাম, তেষু হোতব্যতয়োপাত্তানাং সোমাদীনামবল্লভ্যোপপত্তেঃ।
প্রথমে হ্যম্যৌ শ্রুতাং শ্রদ্ধাং পরিত্যজ্যাশ্রুতা আপঃ পরিক-

পঞ্চম্যামাহতাবাপং পুরুষবচঃপ্রকারে পৃষ্টে প্রথম্যামাহতো অনপাং

স্বীকার করিলাম, বাক্য অগ্নিতে দাঘ—ইত্যাদি প্রয়োগ মুখ্য নহে, তাহা উপচারিক; কিন্তু ভূতান্তরসংযুক্ত অপ্ (জল-ভূত) পঞ্চমী আহুতির পর পুরুষাকার প্রাপ্ত হয় (দেহাকারে পরিণত হয়), ইহা তুমি কিসে নির্ধারণ করিতে পার? অর্থাৎ পার না। কেন-না, প্রথমাগ্নিতে অপের শ্রবণ নাই, তাহাতে শ্রদ্ধার শ্রবণ আছে। অর্থাৎ শ্রদ্ধাই প্রথমাগ্নির আহুতি, অপ্ নহে। শ্রুতি যেখানে আহুতিপঞ্চকের আধার দ্যুলোকপ্রভৃতি অগ্নি-পঞ্চকের বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে, প্রথমেই “হে গোতম, এই লোক অগ্নি” এইরূপ বলিয়া পরে বলিয়াছেন—“দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি প্রদান করেন।” এই শ্রুতি শ্রদ্ধাকেই প্রথমাগ্নির হোম্যদ্রব্য বলিয়াছেন, অপের আহুতিও বলেন নাই। [যদি...দোষঃ] যদিও পর্জ্জন্ম প্রভৃতি অজ্ঞাত অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতির শ্রবণ নাই, যদিও সে সকল অগ্নিতে অপ্-আহুতির শ্রবণ নাই, না থাকিলেও কল্পনার বলে তাহার (অপের) গ্রহণ করিতে পার। কেন-না, সে সকল অগ্নির হোম্যদ্রব্য

* প্রথমে প্রথম্যম্যৌ অশ্রবণাৎ অপাং হোম্যদ্রব্যতয়াহুতপত্তাসাৎ, নাপাং পুরুষবচঃসমিতি চেৎ যদি মন্তসে, তত্ত্ব মন্তব্যম্। হি যতঃ, তা এব তত্রাপ্যাপ এব পরিত্যক্তে এক্কাশকেনেতি পূরণীয়ম্। কূতঃ? উপপত্তেঃ। উপপত্তিতে রূপোগ্রহণাৎ পূর্বোত্তরগ্রহণম্ভেদঃ।

পঞ্চায়ের প্রথম অগ্নি এতল্লোক, তাহার আহুতি-দ্রব্য অপ্ নহে, কিন্তু শ্রদ্ধা, হুতরাং অপ্ পাঁচ অগ্নির আহুতি নহে। যদি তাহা না হইল, তবে অপের পুরুষশব্দবাচ্যতা অর্থাৎ পুরুষাকারে পরিণত হওয়ার কিরূপে সম্ভব বা সাধ্য হইতে পারে? এ প্রশ্ন করিতে পার না। কারণ, প্রথমাগ্নির হোম্যদ্রব্য শ্রদ্ধা সত্য; কিন্তু তাহার অর্থ অপ্। অপ্-অভিপ্রায়েই এক্কাশ-
শব্দের প্রয়োগ। অপ্ অভিপ্রায়ে এক্কাশকের প্রয়োগ, এইরূপ অর্থ হইলেই পূর্বাপর গ্রহণ সম্ভব হয়।

ল্যন্ত ইতি সাহসমেতৎ। শ্রদ্ধা চ নাম প্রত্যয়বিশেষঃ, প্রসিদ্ধি-
সামর্থ্যাৎ। তস্মাদযুক্তঃ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষভাব ইতি
চেৎ, নৈষ দোষঃ। হি যতস্তত্রাপি প্রথমেইদৌ তা এবাপঃ
শ্রদ্ধাশব্দেনাভিপ্রেয়ন্তে। কুতঃ? উপপত্তেঃ।

এবং হাদিমধ্যাবসানসংজ্ঞানাদনাকুলমেতদেকবাক্যমুপপদ্যতে।
ইতরথা পুনঃ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্বপ্রকারে পৃষ্ঠে
প্রতিবচনাবসরে প্রথমাহুতিস্থানে যদ্যনপো হৌম্যদ্রব্যং শ্রদ্ধাং
নামাবতারয়েৎ, ততোহন্থথা প্রমোহন্থথা প্রতিবচনমিত্যেকবা-
ক্যতা ন স্যাৎ—ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচসো ভব-
ন্তীতি চোপসংহরন্নেতদেব দর্শয়তি। শ্রদ্ধাকার্য্যঞ্চ সোম-
বৃষ্ঠ্যাদি স্থলীভবদবল্লং লক্ষ্যতে। সা চ শ্রদ্ধায়া অপ্তে

শ্রদ্ধায়া হোতব্যতাভিধানমসম্বন্ধমন্তপপন্নং। ন হি যথা পঞ্চাদিত্যো হৃদয়াদয়ো-
হবয়বা অবদায় নিষ্কৃতা হয়ন্তে, এবং শ্রদ্ধা বুদ্ধিপ্রসাদলক্ষণা নিষ্কণ্টঃ বা হোতুং বা
সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি—সে সকলে অপের আধিক্য আছে—আধিক্য থাকায় সে
কল্পনা (অপের কল্পনা) সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু প্রতিকথিত প্রথমায়ির
আহুতিদ্রব্য সে শ্রদ্ধা, তাহা তাগ করিয়া অপের গ্রহণ করা সাহস ব্যতীত অত্র কিছু
নহে। প্রসিদ্ধি আছে, শ্রদ্ধা একপ্রকার বিশ্বাস অর্থাৎ নিশ্চল জ্ঞানবিশেষ;
সুতরাং তাহার (শ্রদ্ধাশব্দের) অপ্ অর্থ গ্রহণার্থ লক্ষণার অবতারণা করা নিতান্ত
অগ্ৰাধ্য। এই সকল কারণে বলিয়াছি বা বলিতেছি, পঞ্চমী আহুতিতে অপের
পুরুষভাব, এই সিদ্ধান্ত স্তব্ধবহিত্ত, যদি কেহ একরূপ বলেন, আপত্তি করেন,
তবে তৎপ্রত্যুত্তরার্থ বলা যাইতেছে যে, ঐ উক্তি সন্দোষ অর্থাৎ স্তব্ধবহিত্ত নহে।
[হি...ভবতি] তৎপ্রতি হেতু এই-যে, সেই অপ্ ই প্রথমায়ির আহুতিতে শ্রদ্ধা-
শব্দে কথিত হইয়াছে এবং তাহাই উপপন্ন হয়।

অপ্-অর্থই শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ, ইহা স্বীকার করিলে প্রোক্ত প্রস্তাবের
উপক্রম, উপসংহার ও মধ্য, সমস্ত মিলিত হইয়া একবাক্য বা একার্থপ্রতিপাদক
হইতে পারে, নচেৎ একপ্রকার প্রশ্ন ও অত্রপ্রকার প্রত্যুত্তর হওয়ার ঐ বাক্য
প্রলাপোক্তি তুল্য হইবে। অপ্ সকল পঞ্চমী আহুতিতে কিপ্রকারে পুরুষশব্দবাচ্য
হয়? শ্রুতি যদি এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে প্রথমাহুতিস্থানে অপ্ নহে—এমন কোন
পদার্থ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই একপ্রকার প্রশ্ন ও অত্রপ্রকার প্রত্যুত্তর
হওয়ার একবাক্যতা ভঙ্গ ও ঐ বাক্য প্রলাপতুল্য হইবে। শ্রুতি “অপ্ পঞ্চমী
আহুতিতে পুরুষ শব্দ-বাচ্য হয়” এইরূপে উপসংহার করিয়া শ্রদ্ধাশব্দের অর্থার্থতাই
দেখাইয়াছেন। শ্রদ্ধাহুতি হইতে সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি জন্মে, সুতরাং সে সকল
শ্রদ্ধাজাত, এবং স্থল ভাবপ্রাপ্ত হইলে সে সকলে অপ্-বাহুল্য (জনীয়ভাগের
আধিক্য) দৃষ্ট হয়, তদনুসারে শ্রদ্ধাশব্দের গোণার্থ অপ্, কার্য্যমাত্রই কারণের

যুক্তিঃ। কারণানুরূপং হি কার্য্যং ভবতি। ন চ শ্রদ্ধাধ্যা-
 প্রত্যয়ো মনসো জীবন্ত বা ধর্ম্মঃ সন্ ধর্ম্মিণো নিষ্কৃষ্য হোমা-
 যোপাদাতুং শক্যতে—পশাদিভ্য ইব হৃদয়াদীনি, ইত্যাপ এব
 শ্রদ্ধাশব্দা ভবেয়ুঃ। শ্রদ্ধাশব্দশ্চাপ্ সূপপদ্যতে, বৈদিকাৎ
 প্রয়োগদর্শনাৎ “শ্রদ্ধা বা আপঃ” ইতি। তনুত্বঞ্চ শ্রদ্ধাসারূপ্যং
 গচ্ছন্ত্যাপো দেহবীজভূতা ইত্যতঃ শ্রদ্ধাশব্দাঃ স্যুঃ। যথা
 সিংহপরাক্রমো নরঃ সিংহশব্দো ভবতি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক-কর্ম্মসম-
 বায়াচ্চাপ্ শ্রদ্ধাশব্দ উপপদ্যতে, মঞ্চশব্দ ইব পুরুষেষু।
 শ্রদ্ধাহেতুত্বাচ্চ শ্রদ্ধাশব্দোপপত্তিঃ। “আপো হাস্মৈ শ্রদ্ধাং সং
 নমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩। ১। ৫ ॥

শক্যতে। ন চাপ্যেবমোৎসর্গিকী কারণানুরূপতা কার্য্যন্ত যুক্ত্যতে। তন্মাত্র-
 ক্রিয়ায়মপ্ শ্রদ্ধাশব্দঃ প্রযুক্ত ইতি। অত এবাহ শ্রুতিঃ “আপো হ”
 ইতি ॥ ৩। ১। ৫ ॥

অনুরূপ, কারণের বিরূপ নহে। (অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানাত্মক শ্রদ্ধা আহতির
 অধোগা, সূতরাং প্রোক্তস্থলে সে শব্দের গ্রহণ নহে)। [ন চ...ভবতি]
 শ্রদ্ধা-নামক জ্ঞান মনের অথবা জীবাত্মার (জ্ঞাদি মতে) ধর্ম্ম, তাহা কেহ মন
 হইতে অথবা আত্মা হইতে পশাদি হইতে মাংসোৎকর্ষনের জায় উৎকর্ষন করতঃ
 অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে পারে না; সে কারণেও বুঝা উচিত, ঐ শ্রদ্ধা-শব্দ জ্ঞান-
 বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, অপ্ অর্থেই প্রযোজিত হইয়াছে। বেদেও
 অপ্ অর্থে শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—“শ্রদ্ধাই অপ্।” শ্রদ্ধা
 হৃদয়, দেহবীজ অপ্ ও হৃদয়, তদনুসারে (হৃদয়তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া) শ্রদ্ধা-শব্দের
 অপ্-বোধকতা সাধু বলিয়া গণ্য। সিংহপরাক্রম মনুষ্যে সিংহশব্দের প্রয়োগ
 বদ্রূপ, শ্রদ্ধাসম হৃদয় অপে শ্রদ্ধা-শব্দের প্রয়োগও তদ্রূপ, অর্থাৎ উহা গোণ
 প্রয়োগ। [শ্রদ্ধা...শ্রুতেঃ] অপিচ, শ্রদ্ধাধ্য জ্ঞানের সহিত লৌকিক ও বৈদিক
 ক্রিয়ার হেতু-হেতুমত্বাব সম্বন্ধ আছে। সে কারণেও তদনুসারে অপ্ কে শ্রদ্ধা-শব্দে
 উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন পুরুষকে মঞ্চ-শব্দে উল্লেখ করা যায়, সেই
 রূপ। (মঞ্চস্থ পুরুষই শব্দ করে, কিন্তু লোকে বলে, মঞ্চ শব্দ করিতেছে)।
 উল্লিখিত অপ্ শ্রদ্ধা-মূলক, সে কারণেও অপে শ্রদ্ধা-শব্দের প্রয়োগ। শ্রুতিও
 বলিয়াছেন, “অপ্ ই পুণ্য কর্ম্মে যজমানের শ্রদ্ধা জন্মায়।” ইত্যাদি।

অশ্রুতবাদিতি চেম্বেষ্টাদিকারিণাং

প্রতীতেঃ ॥ ৩ । ১ । ৬ ॥ *

অথাপি স্মৃৎ, প্রক্সপ্রতিবচনাভ্যাগাপঃ শ্রদ্ধাদিক্রমেণ পঞ্চম্যামাহতৌ পুরুষাকারং প্রতিপদ্যেরন, ন তু তৎসম্পরিষক্তা জীবো রংহেয়ুঃ, “অশ্রুতবাদিঃ” । ন হ্যত্রোপামিব জীবানাং শ্রাব-
য়িতা কশ্চিচ্ছন্দোহস্তুি । তস্মাদ্ রংহতি সম্পরিষক্ত ইত্যুক্ত-
মিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ । কুতঃ ? “ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ” ।
“অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমন্তি-
সম্ভবন্তি” ইত্যুপক্রম্যেষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযানেন-

অস্বার্থঃ পূৰ্ণমেবোক্তঃ । অগ্নিহোত্রে ষট্-সংক্রান্তি-গতি-প্রতিষ্ঠা-তৃপ্তি-পুনরা-

অপ্ শ্রদ্ধাদিক্রমে পঞ্চমী আহতিতে পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রশ্ন ও প্রতি-
বচন-শ্রুতির দ্বারা নির্ণীত হইলেও, জীব যে, অপ্বেষ্টিত হইয়া দেহান্তর পাইবার
জন্ত গমন করে, তাহা নির্ণীত হয় না । কেন-না, তাহা অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে
তাদৃশ অর্থের বোধক শব্দ নাই । যেমন অপ্বেষ্টিত শব্দ আছে, তেমনি যদি
জীববোধক শব্দ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই উদ্ধারা জীবের অপের সহিত
গতি বুঝা যাইত, কিন্তু তাহা নাই । যেহেতু নাই, সেই হেতু “জীব অগ্নি-
ষক্ত হইয়া গমন করে” এ কথা অযুক্ত । এই আপত্তির প্রত্যুত্তর বা গণন এই
যে, সেক্ষপ শব্দ না থাকা দোষাবহ নহে । অর্থাৎ নিদর্শিত স্থলে সাক্ষাৎ তদর্থের
বোধক শব্দ না থাকিলেও “ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারী জীব চন্দ্রলোকে গমন করে”
এই বাক্যের দ্বারা তদর্থের প্রতীতি হয় । [অপ...সামান্যতঃ] “যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত
ও দান করে এবং তদর্থ উপাসনা (ধ্যান) করে, তাহারা প্রথমে ধূম অভিসম্বৃত্ত
অর্থাৎ ধূম প্রাপ্ত হয় ।” এই শ্রুতি বলিতেছেন, ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মকারী জীব (যজ্ঞাদি
উপলক্ষ্যে দান ইষ্ট । তত্ত্বিন্ন দান—বাণী কুপ তড়াগপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি—পূর্ত্ত)

* অন্ত নামাপাং গতির্নদাত্তঃ সহ জীবো রংহতি, অশ্রুতবাদিত্যাক্ষিপা সমাধন্তে । অশ্রুতবাদি
শব্দেবোদিতভাব জীবো নান্তিঃ সহ দেহান্তরপ্রতিপত্তরে রংহতীতি চেদ্রুচ্যতে, তদ্রোচ্যতাম্ ।
কুতঃ ? ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ । প্রতীতে ইষ্টাদিকারিণাং জীবানাংমন্তিঃ সহ গতিঃ অশ্রুত-
ব্যাক্যে । বিবরণং ভাব্যো ব্রহ্মণাম্ ।

অত্রাশঙ্কে অপ্ ও অপের পরিণাম পুরুষ, এতদ্বত্তর স্বীকার করিলেও অপের সহিত জীবের
গমন হয়, এ কথা অস্বীকার্য্য । কারণ, ঐ তত্ত্ব অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে তদ্বোধক শব্দ নাই ।
যদি কেহ এক্ষপ বলেন, তবে তদ্বত্তরে বলা যায় যে, তাহা নহে । অর্থাৎ সে কথা বলিবার উপায়
নাই । কারণ, ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্যকর্ম্মকারী জীব ধূমাদি অবলম্বনে—পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকে যার,
গমন করে, এই বাক্যে অপের সহিত জীবের গমন প্রতীক হয় । ভাস্ক দেখ, বিবরণ পাইবে ।

পথা চন্দ্রপ্রাপ্তিং কথয়তি—“আকাশাজ্জন্মসমেষ সোমো রাজা” ইতি, ত এবোহাপি প্রতীয়ন্তে “তস্মিন্নেতস্মিন্নম্মৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্মা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি” ইতি শ্রুতিসামান্যং।

তেষাঞ্চাগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদিকর্ষমাধনভূতা দধিপয়ঃ-প্রভৃতয়ো দ্রবদ্রব্যভূয়স্বাং প্রত্যক্ষমেবাপঃ সম্ভবন্তি, তা আহবনীয়ে হুতাঃ সূক্ষ্মা আহুতোহপূর্বরূপাঃ সত্যস্তানিষ্ঠাদিকারিণ আশ্রয়ন্তি। “তেষাঞ্চ শরীরং নৈধনেন বিধানেনান্ত্যোহগ্ন্যাবৃত্তিজো জুহ্বতি—“অসৌ স্বর্গায় লোকায স্বাহা” ইতি। ততস্তাঃ শ্রদ্ধাপূর্বক-কর্ষমমবায়িত্ব আহুতিমযা আপোহপূর্বরূপাঃ সত্যস্তানিষ্ঠাদিকারিণো জীবান্ পরিবেষ্ট্যামুং লোকং ফলদানায় নয়ন্তীতি যং, তদত্র জুহোতিনাভিধীয়তে—“শ্রদ্ধাং জুহোতি” ইতি। তথাচাগ্নিহোত্রে ঘটপ্রস্মানির্বচনরূপেণ

বৃত্তি-লোকপ্রভাখারিষ্মিন্মমিক মাচ্চিরঙ্গারবিন্দুলিঙ্গেণ প্রধাঃ ঘট, তেষাং যঃ সমাহারঃ বহ্নিঃ, সা ঘটপ্রস্মী, তস্মা নিরূপণং প্রতিবচনম্ ॥ ৩।১।৬ ॥

ধুমাদিক্রমে পিতৃদান পথে চন্দ্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমন করে। এ অর্থ “আকাশ হইতে চন্দ্রনা প্রাপ্ত হয়, ইনি সোমরাজ” এতৎকৃতিতেও প্রতীত হইতেছে। “দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাভূতি দান করেন, সেই আভূতি হইতে রাজা সোম উৎপন্ন (পরিপুষ্ট) হন” এ কৃতিতেও সোমবাহু-শব্দ থাকায় শ্রদ্ধা-শব্দ-কথিত অপের সহিত জীবের চন্দ্রলোকগতি প্রতীত হয়।

[তেষাঞ্চ জুহোতীতি] অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্মের সাধন (উপকরণ) দধি, দুগ্ধ ও সোমরস প্রভৃতি—সমস্তই দ্রববহুল, স্তবরাং সে সকল অপ্ বনিয়া গণ্য। হোমকর্ম্মের দ্বারা সে সকল যজ্ঞতা প্রাপ্ত অর্থাৎ পরমাণুভাবপ্রাপ্ত হয়, হইয়া অপূর্ব বা অদৃষ্টরূপে পরিণত হয়। অবশেষে তাহা যজ্ঞাদিকরীকে অশ্রয় করে। পুরোহিতগণ তাহাদের সেই শরীর মরণ-নিমিত্তক অস্ত্যেষ্টিবিধানে অস্ত্য অগ্নিতে (শাশানাগ্নিতে) হোম করে—মহুপাঠ-পূর্বক নিক্ষেপ করে। মহুের অর্থ এই—“এই যজ্ঞমান স্বর্গ উদ্দেশে গমন করিয়াছেন”। অনন্তর সেই শ্রদ্ধাপূর্বক পূর্বদেহাচ্যুত কষ্ম-সম্পর্কযুক্ত আহুতি-ময়ী সূক্ষ্ম অপ্, অপূর্ব, অদৃষ্ট বা পুণ্যরূপে (ভবিষ্যদ্ব্যবসায় বীজ বা ভবিষ্যৎ পরিণামের শক্তিবিশেষরূপে) পরিণত হইয়া তাহাকে বেঁধন করতঃ অম্বরূপ ফলদানার্থ (পুনর্ভোগ প্রদানার্থ) সেই সেই লোকে লইয়া যায়। অর্থাৎ তাহারই শক্তিতে জীব পুনরায় ভোগায়তন (দেহ) লাভ করে। এই তত্ত্বটী “শ্রদ্ধাং জুহোতি” এতৎকাকো জুহোতি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। [তথাচা...গ্নিস্নাতে]

বাক্যশেষেণ “তে বা এতে অহুতী হুতে উৎক্রামতঃ” ইত্যেব-
মাদিনাহ্মিহোত্রোহুতোঃ ফলারম্ভায় লোকান্তরপ্রাপ্তির্দর্শিতা।
তস্মাদাহুতিময়ীভিরস্তুঃ সম্পরিশুক্কা জীবা রংহস্তি স্বকর্মফলোপ-
ভোগায়েতি শ্লিষ্যতে ॥ ৩। ১। ৬ ॥

কথং পুনরিদমিচ্ছাদিকারিণাং স্বকর্মফলোপভোগায় রংহণং
প্রতিজ্ঞায়তে, যাবতা তেষাং ধূমপ্রতীকেন বহ্নানা চন্দ্রমসমধিতানা-
মমভাবং দর্শয়তি “এব সোমো রাজা, তদেবানামম্নং, তদেবা
ভক্ষয়ন্তি” ইতি। “তে চন্দ্রং প্রাপ্যাম্নং ভবন্তি, তাংস্তত্র দেবা
যথা সোমং রাজানমাপ্যাম্নাং পক্ষীয়স্বৈতোবমেতাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি”
ইতি চ সমানবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্। ন চ ব্যাত্রাদিভিরিব দেবৈর্ভক্ষ্য-
মাণানামুপভোগঃ সম্ভবতীত্যত উত্তরং পঠতি—

সূত্রান্তরমবতারয়িতুং শব্দে—“কথং পুনঃ” ইতি। সোমং রাজানমাপ্যাম্না-
ং পক্ষীয়স্বৈতি। এবমেতাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তীতি ক্রিয়ামম্ভিহারেণাপ্যায়নাপক্ষ্যৌ
যথা সোমঃ, তথা ভক্ষয়ন্তি। সোমনয়ান্ লোকানিতার্থঃ। অত উত্তরং পঠতি—

অগ্নিহোত্র প্রকরণের শেষে ছয়টি প্রশ্ন ও তাহাৰ প্রত্যুত্তরবাক্য আছে, * সে
বাক্যও প্রদর্শিত হইয়াছে, যজমানের ফলোপভোগার্থ অর্থাৎ ভূমিষাভোগার্থ
তৎসঙ্গে ফলভোগপ্রাপ্ত সেই সেই অগ্নিহোত্রোহুতিনিচয় লোকান্তরপর্যন্ত গমন
করে। এ সকল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, জীব অহুতিময়ী অপ্পরিবেষ্টিত
হইয়াই স্বকর্মফলভোগের নিমিত্ত গমন করে ॥ ৩। ১। ৬ ॥

[কথং...পঠতি] প্রশ্ন—ইচ্ছাদিকাৰী অর্থাৎ ঐ সকল পুণ্যকর্মকারী জীব
স্বকৃত কর্মের ফলভোগার্থ অপ্পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, এ প্রতিজ্ঞা কিরূপে
সমর্থিত হইতে পারে? অতঃ এক শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহারা ধূমাবলম্বনপূর্বক
পিতৃদান পথে গমন করতঃ চন্দ্র প্রাপ্ত হয়, তাহারা দেবগণের অন্ন (ভক্ষ্য) হয়।
যথা—“এই চন্দ্র রাজা, তিনি দেবতাদের অন্ন, দেবতারা ইহাকে ভক্ষণ করেন।”
“যাহারা চন্দ্রপ্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়, দেবতারা তাহাদিগকে চন্দ্রের জ্ঞায় পুনঃ পুনঃ
আস্বাদন করতঃ ভক্ষণ করেন।” এ শ্রুতিও পূর্ব শ্রুতির সহিত সমানার্থক।
অতঃএব, দেবতারা তাহাদিগকে ভক্ষণ করে—ব্যাত্রাদির জ্ঞায় উদয়স্থ করে, কি
প্রকারে তাহাদের স্বকর্মফলভোগ হইবে? ইহার প্রত্যুত্তর—

* মহারাজ জনক যাজ্ঞবলকে অগ্নিহোত্রোহুতি সম্বন্ধে ছয়টি প্রশ্ন করেন। তদ্বাচন—তুমি কি
সায়ংকালের ও শ্রাতৃকালের অহুতির উৎক্রান্তি, গতি, প্রতিষ্ঠা, তপ্তি, পুনরাগমন ও লোকের
অর্থাৎ ভোগান্তনের উপান (উৎপত্তি) জান? যাজ্ঞবল্য ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর দেন।
তদ্বাচন—সেই এই তাহুতিময় হবনের পর উৎক্রান্ত হয়, পরে তাহা অন্তরিক্ষপথে দ্রালোকে
যায়, দ্রালোকরূপ আহবনীকে প্রতিষ্ঠা করে,—দ্রালোকে পতিত্ব করে, পরে তাহা তথা

ভাস্কং বানাত্মবিজ্ঞাং তথা হি দর্শয়তি

॥৩।১।৭॥*

বাশব্দশ্চোদিত-দোষব্যাবর্তনর্থঃ। ভাস্কমেযামমত্বং, ন মুখ্যম্। মুখ্যে হ্রস্বত্বে “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যেবজ্ঞাতীয়কাধি-
কারশ্রুতিরূপরূপেত্যত। চন্দ্রমণ্ডলে চেদিষ্টাদিকারিণামুপ-
ভোগো ন স্ম্যৎ, কিমর্থমধিকারিণ ইষ্টাভ্যাসবচ্ছলং কৰ্ম্ম
কুৰ্য্যুঃ। অম্মশব্দশ্চোপভোগহেতুত্বসাগাভাদনম্হেপ্যুপচর্য্যমাণো
দৃশ্যতে—যথা “বিশোহমং রাজ্ঞাং, পশবোহমং বিশাম্” ইতি।
তস্মাদিষ্ট-স্রীপুত্র-মিত্রাদিভিরিব গুণভাবোপগতৈরিষ্টাদিকারিভি-

কৰ্ম্মজনিতফলোপভোগবর্তা। অধিকারী ন পুনরুপভোগ্যঃ। তস্মাচ্চন্দ্র-
সালোক্যামুপগতানাং, দেবাদিত্যভ্যন্তে স্বর্গকামা যজ্ঞেতেতি বাগভাবনাশ্চঃ কৰ্ণ-

বা-শব্দেব প্রয়োগে প্রদত্ত দোষেব নিষেধ দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ দোষ
বা ঐ আপত্তি হইতে পাবে না। কারণ, ঐ অম্ম-ক-ন মধ্য নহে, কিন্তু ভাস্ক
অর্থাৎ উপচারিক। ঐ অম্মই মধ্য হইলে অর্থাৎ চরিত্রপূর্ণক নিগবণীয়রূপ
হইলে (যেহা বা গলাবৎকরণ করা হইলে), “অধিকারী স্বর্গকামনাম বাগ কবি-
বেক” ইত্যাদি শ্রুতি নিকট্য তৎ। লোকসকল স্থপভোগেন লোভেই যৎ প্রবৃত্ত
হব, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে বা স্বর্গে গিয়া যদি শুধেব পরিবর্ত দেবতাব ভক্ষ্য হইতে
হয়, তাহা হইলে লোকে কিঞ্চিৎ ক্লেশকর যজ্ঞাদি করিবে ও কবিবে না। না
কবিলেই ঐ ঐ শব্দেব নিষেধ বা অনর্থক্য হইল। অতএব, বাস্তব সার্থক্য
রক্ষাব নিমিত্ত বলিতে হইবেক, মানিতে হইবেক, ঐ অম্ম শব্দ গোণ, মুখ্য নহে।
যেমন ভক্ষ্য দ্রব্য সকল ভোগেব সাধন (উপকরণ) তমনি, চন্দ্রলোকগত জীবেরাও
দেবগণের ভোগেব সাধন (উপকরণ)। শ্রুতি এই অভিপ্রায়েই চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত
জীবদিগকে দেবগণের অন্ন বলিয়াছেন। শত শত স্থানে ভোগোপকরণই বিধায়
অন্নপদার্থে ও অন্নশব্দেব উপচারিক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন বাজগণেব অন্ন
বৈজ্ঞ এবং বৈজ্ঞেব অন্ন পশু, ইত্যাদি। (বৈজ্ঞেবা বাজাদিগণেব ভোগেব উপায়,
সে বিধায় তাহাবা বাজাদিগণের অন্ন অর্থাৎ লোণের জিনিস)। [তস্মা - বাব-
য়তি] অতএব, ইহ-লোকে মনুষ্যেবা যেমন বার্তিত হই, পুত্র ও মিত্রাদি লইয়া
হইতে পুনরাগত ও, অনন্তর পুত্রবীত পুরুষে ও স্ত্রীদেহ হই হব, তৎপরে তাহা পুরুষাকায়ে
উচিত অর্থাৎ উপায় বা পরিণত হয়।

* “ত্বেষামন্নস্বকখন” ভাস্কং, ন হু চরিত্রনিগরণাধাং মুখ্যম্। হি বহুঃ শ্রুতিরপানাত্মবিজ্ঞানামনা-
ত্মবিজ্ঞাদেব তথা দর্শয়তি—পশুবন্দেবভোগাতাং ব্যাপয়তি, ন হু চরিত্রনিগরণাধাং মুখ্যম্।

চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত পুণ্যকর্ম্মকারী জীব দেবতার অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য, এ কথা মুখ্য নহে, কিন্তু ভাস্ক
অর্থাৎ উপচারিক। কেননা, তাহারা অনাত্মবিৎ—পকারিবিজ্ঞাধিদি নহে। যেহেতু তাহাবা
পকারিবিজ্ঞাধিদি নহে, সেই হেতু শ্রুতি তাহাদিগকে পশুব লায় দেবভোগ্য বলিয়াছেন।

যৎ স্ত্ববিহরণং দেবানাং, তদেবৈষাং ভক্ষণমভিপ্রেতং, ন মোদকাদিবচ্চর্ষণং নিগরণং বা । “ন বৈ দেবা অশ্মস্তি, ন পিবন্ত্যতদেবামৃতং দৃষ্ট্ৱা তৃপ্যন্তি” ইতি হি শ্রুতির্দেবানাং চর্ষণাদিব্যাপারং বারয়তি । তেষাঞ্চেষ্টাদিকারিণাং দেবান্ প্রতি গুণভাবোপগতানামপ্যুপভোগ উপপত্ততে রাজোপ-জীবিনামিব পরিজনানাম্ ।

অনাত্মবিদ্বাচ্ছেষ্টাদিকারিণাং দেবোপভোগ্যভাব উপপত্ততে । তথা হি শ্রুতিরনাত্মবিদাং দেবোপভোগ্যতাং দর্শয়তি—“অথ যোহন্তাং দেবতামুপাস্তেহন্তোহসাবন্তোহহমস্মীতি, ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্” ইতি । স চাশ্মিন্নপি লোক ইষ্টাদিভিঃ কর্ম্মভিঃ প্রীণয়ন্ পশুবদেবানামুপকরোতি, অশ্মিন্নপি লোকে পেক্ষিতোপায়তাকপ-বিধিষ্টিবিবোধাদয়গণকো ভোক্তৃণামেব সতাং দেবোপ-জীবিতামাত্রেন ভোক্তো গময়িতব্যঃ, ন তু চর্ষণনিগরণাভ্যাং মুখ্য ইতি ।

স্থখে বিহার কবে, সেই সেই স্বীপত্বাদি যেমন সেই বিহর্ত্তা পুরুষের ভোগের উপকরণ, তেমনি দেবতারও ইষ্টাপূর্ত্ত্ৱাদি পূণ্যকর্ম্মকাৰী সেই সেই জীবদ্ভিগকে লইয়া স্থখে বিহার কবেন, বদন্ত্যসাবে তাঁহারা দেবগণের ভোগের সাধন,—অন্নের জ্ঞায় উপকরণ,—সুতবাং অন্ন । প্রোক্তস্থলে ঐকপ অন্নই অভিপ্রেত, এবং ঐরূপ ভক্ষণই অন্ন-শ্রুতির তাৎপর্য্য । যে ভক্ষণ চর্ষণ ও নিগরণ (গিলিয়া ফেলা) দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, নিদর্শিত স্থল সেকপ ভক্ষণ নহে । মনুষ্য মোক্ষ চর্ষণ কবে, চর্ষণ করিয়া নিগরণ (গলাধঃকরণ) কবে, তাহাকেই লোকে মুখ্য ভক্ষণ বলে । কিন্তু দেবতারা চন্দ্রলোকগত জীবকে সেকপে ভক্ষণ কবেন না, সুতবাং তাঁহারা তাঁহাদের মোদকাদি জ্ঞায় অন্ন নহেন । “দেবতারা গলাধঃকরণরূপ ভক্ষণ ও পান করেন না, তাঁহারা সেই সেই অমৃত (সুপসাধন) দেখিয়াই তৃপ্ত হন ।” এ শ্রুতিও দেবগণের চর্ষণাদি ব্যাপার নাই বলিয়াছেন । [তেষাং...গম্যতে] যেমন রাজোপজীবী পরিজনগণের স্থখভোগ সম্ভবে ও উপপন্ন হয়, তেমনি, দেবভোগ্যমী ইষ্টাদিকারী জীবেরও স্বকর্ম্মফলভোগ সম্ভব ও উপপন্ন হয় ।

ইষ্টাদিকারীবা কর্ম্মী, তাহারা আয়ত্তহজ্ঞ নহে, সেই জন্ত তাহারা দেবগণের উপভোগ্য বা ভোগোপকরণ । শ্রুতিও অনাত্মজ জীবের দেবভোগ্যতা দেখাইয়া-ছেন । যথা—“যে উপাসক আত্মভিন্ন দেবতার উপাসনা করে, আমি এই ও ইনি আমার উপাস্ত, এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি অবলম্বন করে, সে আপনাকে জানে না অর্থাৎ সে অনাত্মজ । যজ্ঞ পশু ; সেও দেবগণের নিকট তজ্ঞপ ।” সে এ লোকে যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা দেবগণের সন্তোষ উৎপাদন করতঃ পশুর জ্ঞায় কৃত্তিকদ্বৈপ্যবোঙ্গী পশু (বলদ) যেমন গৃহস্থের ভোগ্য (ভোগসাধন), তেমনি অনাত্মজ লোকও দেবতাদের ভোগ্য অর্থাৎ হনিভোগসাধন ।

তদুপজীবী তদাদিক্ৰং ফলমুপভুঞ্জানঃ পশুবদেব দেবানামুপ-
করোতীতি গম্যতে ।

“অনাত্মবিদ্যাং তথা হি দর্শয়তি” ইত্যস্তাপরা ব্যাখ্যা ।
অনাত্মবিদো হেতে কেবলকর্ম্মিণ ইষ্টাদিকারিণো ন জ্ঞান-
কর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠায়িনঃ । পঞ্চাগ্নিবিদ্যামিহাত্মবিদোতু্যপচরন্তি,
প্রকরণাং । পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিহীনত্বাচ্ছেদমিষ্টাদিকারিণাং গুণ-
বাদেনান্নত্বমুদ্ভাব্যতে—পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রশংসায়ৈ । পঞ্চাগ্নিবিদ্যা
ইহ বিধিৎসিতা, বাক্যতাৎপর্য্যাবগমাৎ । তথা হি ক্রত্যন্তরং
চন্দ্রমণ্ডলে ভোগসম্ভাবং দর্শয়তি “স সোমলোকে বিভূতি-
মনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে” ইতি । তথান্যদপি ক্রত্যন্তরং “অথ যে
শতং পিতৃণাং ক্ষিতলোকানামানন্দাঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানামা-

অষ্টৈবাবর্থে ক্রত্যন্তরং সম্বজ্জত ইত্যাহ—“তথা হি দর্শয়তি” প্রতিবন্ধাত্মবিদাম-
নাত্মবিদ্বাদেব পশুবদেবোপভোগ্যতাং, ন তু চর্ম্মণীয়তয়া । যথা হি বলীবদ্ধাদয়ো
ভুঞ্জানো আপ স্বকলং স্বামিনো হলাদিবহনেনোপকূর্ক্কা ভোগাঃ, এবং পরমতত্ত্বম-
বিদ্যাং ইষ্টাদিকারিণ ইহ দ্বিবিপয়ঃপুরোডাশাদিনাহম্ম্যং লোকে পরিচারকতয়া
দেবানামুপভোগা ইতি ক্রত্যর্থঃ । অথ বা ‘অনাত্মবিদ্যাত্মা হি দর্শয়তীত্যস্তাত্মা
ব্যাখ্যা’ আত্মবিৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ, ন আত্মবিৎ অনাত্মবিৎ । যো হি পঞ্চাগ্নি-
বিদ্যাঃ ন বেদ, তং দেবা ভক্ষয়ন্তীতি নিন্দাতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং শ্রোতুং, তস্তা এব
উপকার করে, এবং পরলোকেও দেবোপজীবী ইহা দেবতাদের আদেশ প্রতি-
পালনপূর্ব্বক স্বোপার্জিত কর্ম্মের ফলভোগ ও পশুর জায় দেবোপকার করিতে
থাকে ।

[অনাত্ম...ষ্ঠায়িনঃ] অস্ত্র প্রকার ব্যাখ্যা এই যে, ইষ্টাদিকর্ম্মকারীরা
কেবল কর্ম্মী, আত্মবিৎ নহে, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয়ানুষ্ঠায়ী নহে । [পঞ্চাগ্নি...
দর্শয়তি] অনাত্মজ্ঞ জীব দেবভোগ্য হয়, এই বাক্যে যে, আত্মজ্ঞ বা আত্মবিদ্যা
অভিহিত হইয়াছে, প্রকরণ অল্পসারে তাহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে পর্য্যবসিত, অর্থাৎ
পঞ্চাগ্নিবিদ্যাই উপচার ক্রমে আত্মবিদ্যা-শব্দে কথিত হইয়াছে । ইষ্টাদিকারীরা
পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-বিহীন, অর্থাৎ তাহারা পঞ্চাগ্নি উপাসনায় অনভিজ্ঞ বলিয়া পঞ্চাগ্নি-
বিদ্যার প্রশংসার্থ ও তদনভিজ্ঞদিগের নিন্দার্থ ইষ্টাদিকর্ম্মকারীদিগকে দেবগণের
অন্ন বলা হইয়াছে । প্রোক্ত বাক্যের সেরূপ তাৎপর্য্য, তাহাতে স্থির হয়, পঞ্চাগ্নি-
বিদ্যাই ঐ প্রকরণের বিধিৎসিত । চন্দ্রমণ্ডলে যে, ভোগ আছে, তাহা ক্রত্যন্তরেও
প্রদর্শিত হইয়াছে । যথা—“সেই উপাসক জীব চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য্য অন্মতঃ করিয়া
পুনরাবর্ত্তিত হয় ।” এ কথা অস্ত্র শ্রুতিতেও আছে । যথা—“পিতৃলোকজয়ীদিগের যে
বেশত আনন্দ, তাহা কর্ম্মদেবদিগের এক আনন্দ । তাহারা কর্ম্মের দ্বারা দেবজাতি করে,

নন্দঃ—যে কৰ্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পাদ্যন্তে” ইতীষ্টাদিকারিণাং দেবৈঃ সহ সঙ্গসতাং ভোগপ্রীপ্তিং দর্শয়তি । এবং ভাক্তত্বাদন্ন-ভাববচনশ্চেষ্টাদিকারিণো জীবা রংহন্তীতি প্রতীয়ন্তে । তস্মাদ্ রংহতি সম্পরিস্কৃত ইতি যুক্তমেবোক্তম্ ॥ ৩। ১। ৭ ॥

কৃতাত্যয়েঃশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং

যথেষ্টমেনবঞ্চ ॥ ৩। ১। ৮ ॥ *

ইষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা বহ্নানা চন্দ্রমণ্ডলমধিক্রুতাণাং ভুক্তভোগানাং ততঃ প্রত্যবরোহ আশ্রায়তে “তস্মিন্ যাবৎ প্রকৃতত্বাৎ । তদনেনোপচারস্ত্রয়োজনমুক্তম্ । উপচারনিমিত্তামহুপপত্তি-মাহ—“তথা হি দর্শয়তি” প্রতিভোক্তৃদম্ । “স সোমলোকে বিভূতিমহু-ভূয়” ইতি । শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ৩। ১। ৭ ॥

“যাবৎ সম্পাত্তমুবিভা” ইতি । যাবৎপবঞ্চাৎ “যৎকিঞ্চৈহ কয়োত্যয়ম্” ইতি চ তাহারা কৰ্ম্মদেব ।” এ প্রতিভেও ইষ্টাদিকৰ্ম্মকারীৰ দেবগণেৰ লহিত বসতি ও স্বৰ্গভোগ শ্রুত হইতেছে । [এবং...যুক্তমেবোক্তম্] অতএব, শ্রুতি যে বলিয়া-ছেন, ইষ্টাদিকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া দেবগণেৰ অন্ন হয়, প্রদৰ্শিত কারণে তাহা মুখ্য নহে; কিন্তু ভাক্ত অৰ্থাৎ গৌণ । যেহেতু গৌণ, সেই হেতু হত্ৰকারেৰ “রংহতি সম্পরিস্কৃতঃ” এ কথা বলা যুক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে ॥ ৩। ১। ৭ ॥

ইষ্টাপূৰ্ণাদিকৰ্ম্মকারী ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে আরোহণ করে—স্বাৰা ভোগান্তে পুনরবতরণ করে, ইহা শ্রুতিকর্তৃক কথিত হইয়াছে । যথা—“যাবৎ কৰ্ম্ম, তাবৎ সেই চন্দ্রলোকে বাস করে ; পরে, যথাগত পথে এতলোকে পুনরাগত

* ইদানীমাগতিং নিরূপয়তি । কৃতস্ত্র অমুষ্টিপ্ত ইষ্টাদেঃ কৰ্ম্মণঃ অত্যয়ে ভোগেনোপকরে সতি, অশয়বান্ ভুক্তানশিষ্টকৰ্ম্মণা সহিতচন্দ্রলোকাধিমঃ লোকমবরোহত্যাগচ্ছতি পুনৰ্জন্ম-প্রতিপত্ত্ব ইত্যর্থঃ । সূত এতজ্জ্ঞায়তে ? তজ্জাহ দুষ্টেহি । প্রতিস্মৃতিভ্যানিভার্থঃ । কেন পৰাহবরোহতীত্যাপেক্ষায়ামাহ যথেনি । যথেনঃ যথাগতঃ যেন মার্গেণ গতবান্, তেনৈব মার্গেণ, অনেবঞ্চ তদ্বিপৰ্য্যয়েণ চ । বিপৰ্য্যয়েহধিকোহবজ্জাদিঃ ।

যাহারা এই লোকে ইষ্টাদিকৰ্ম্মেৰ দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে চন্দ্রলোকে গিয়াছে, তাহারা সে স্থানে নিরন্তর কৰ্ম্মাশ্রয় স্বরূপ ভোগসম্ভোগ করিতে থাকে । ভোগ করিতে করিতে ক্রমে পুণ্যক্ষয় হয় । পুণ্যক্ষয় হইলে সে স্থানে আর থাকিতে পারে না । কিছু দেশ থাকিতে থাকিতেই তাহারা পুনৰ্বার এতলোকে আগমন করে অৰ্থাৎ জন্মগ্রহণ করে । এ তথা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় প্রমাণে প্রসিদ্ধ । তাহারা যে পথে ও যে ক্রমে চন্দ্রারোহণ করিয়াছিল, অবতরণকালে সেই পথে ও সেই ক্রমে পৃথিবীতে আগমন করে । শ্রুতিতে আরোহণপথের স্বেৰূপ ক্রম বর্ণিত আছে, অবরোহণ-পথের ক্রমে তদপেক্ষা কিছু অধিক পদার্থ কথিত হইয়াছে । সে অধিক পদার্থ অজ্ঞ অৰ্থাৎ আকাশ প্রভৃতি কএকটি ।

সম্পাতমুষিত্বাৎ তেতমেবাধ্যানং পুনর্নিবর্তন্তে যথেষতম্” ইত্য-
 রভ্য যাবৎ “রমণীয়চরণা ব্রাহ্মণাদিযোনিমাপদ্যন্তে, কপুয়চরণাঃ
 শ্বাদিযোনিম্” ইতি। তত্রৈদং বিচার্যতে। কিং নিরমুশয়া ভুক্ত-
 কৃৎস্নকৰ্ম্মাণোহবরোহন্তি, আহোষিৎ সানুশয়া ইতি। কিস্তাবৎ
 প্রাপ্তম্? নিরমুশয়া ইতি। কুতঃ? যাবৎসম্পাতমিতি বিশে-
 ষণাৎ। ‘সম্পাত’শব্দেনাত্র কৰ্ম্মাশয় উচ্যতে—সম্পতন্ত্যনেনা-
 স্মাল্লোকাদমুং লোকং ফলোপভোগায়েতি। যাবৎ সম্পাতমুষি-
 ত্বেতি চ কৃৎস্নস্ত তস্ত কৃতস্ত তত্রৈব ভুক্ততাং দর্শয়তি। “তেষাং
 যদা তৎ পর্য্যবৈতি” ইতি চ শ্রুত্যান্তরেণৈষ এবার্থঃ প্রদর্শ্যতে।

স্মাদেতৎ। যাবদমুশ্লিলোকে উপভোক্তব্যং কৰ্ম্ম, তাবদুপ-
 ভুক্ত ইতি কল্পয়িষ্যামিতি, নৈবং কল্পয়িতুং শক্যতে, “যৎ
 কিঞ্চ” ইত্যন্যত্র পরামর্শাৎ।

যৎকিঞ্চই কৰ্ম্ম কুতঃ, তস্মাৎ প্রাপোতি শ্রবণাৎ। প্রায়শ্চৈকপ্রবট্টকেন
 সকলকৰ্ম্মাভিযুক্তকরাৎ। ন খব্ভিব্যক্তিিনিমিত্তস্ত সাধারণোহ্ভিব্যক্তিিনিয়মো যুক্তঃ।
 ফলদানাভিমুখীকরণকাভিযুক্তিঃ। তস্মাৎ সমস্তমেব কৰ্ম্মফলমুপভোক্তবৎ স্বফল-
 বিরোধি চ কৰ্ম্ম। তস্মাচ্ছূতৈরুপপত্তেঃচ নিরমুশয়ানামেব চরণাদাচারাদবরোহো
 ন কৰ্ম্মণঃ। আচারকৰ্ম্মণী চ শ্রুতে: প্রসিক্তভেদে। “যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি”
 ইত্যাদি। [তত্রৈদং...প্রদর্শ্যতে] এ বিষয়ে এই বিচার উপস্থিত হইতেছে যে,
 তাহারা নিঃশেষিতরূপে কৰ্ম্মফলভোগ করিয়া অবতরণ করে? কি কিছু শেষ
 থাকিতে অবতরণ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, নিরমুশয় হইলে অর্থাৎ সন্ধিতা-
 দৃষ্ট নিঃশেষিত হইলে অবতরণ করে। কেন-না, ঐ স্থানে “যাবৎ সম্পাতং”—
 সম্পাতন পর্য্যন্ত-চক্রলোকে বাস করে, এইরূপ উক্তি আছে। যাহার দ্বারা ফল-
 ভোগার্হ সম্যক পরিপতিত হয়, গমন করে, এই ব্যাপ্তিতে সম্পাতশব্দে কৰ্ম্মাশয়,
 স্তূতরাং “যাবৎসম্পাতং”—শ্রুতি সেখানে সমুদায় কৰ্ম্মের ফলভোগ বলিয়াছেন।
 “যখন সেই ইষ্টাদিপুণ্যকৰ্ম্মকারীদিগের কৰ্ম্ম (পুণ্য) পরিক্রম হয়—তখন তাহারা
 পুনরবার এই লোকে আইসে।” এ শ্রুতিও ঐ অর্থ দেখাইয়াছেন—বলিয়াছেন।

[স্মাদেতৎ...দর্শয়তি] যে পরিমাণ কৰ্ম্ম সেই লোকের উপভোগপ্রদানে
 শক্ত—সেখানে সেই পরিমাণ কৰ্ম্মের ফলভোগ হয়, এরূপ কল্পনা করিতে পার
 না। কারণ যে, অল্প শ্রুতিতে “যৎকিঞ্চ”—যে কিছু—এইরূপ বিশেষণ আছে।
 যথা—“জীব ইহলোকে যে-কিছু কৰ্ম্ম করে, ভোগের দ্বারা সে সমস্তের অল্প
 অর্থাৎ নাশ হইলে পুনঃ কৰ্ম্ম করিবার জন্ত ইহলোকে আগমন করে।” এই

“প্রাপ্যাস্তং কৰ্ম্মণস্তত্ত্ব যৎকিঞ্চৈহ কৰোত্যয়ম্।

তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কৰ্ম্মণে ॥”

ইতাপ্যপরা ঐতিৰ্য্যং কিঞ্চৈতাবিশেষপরামর্শেন কৃৎস্নস্তেহ-
কৃতস্য কৰ্ম্মণস্তত্ত্ব জয়িততাং দর্শয়তি। অপি চ, প্রায়শমনা-
রকফলস্য কৰ্ম্মণোহভিব্যঞ্জকম্। প্রাক্ প্রায়ণাদারকফলেন
কৰ্ম্মণা প্রতিবন্ধস্থাভিব্যক্ত্যনুপপত্তেঃ। তচ্চাবিশেষাৎ যাবৎ
কিঞ্চিদনারকফলং, তস্য সৰ্ব্বস্থাভিব্যঞ্জকম্। ন হি সাধারণে
নিমিত্তে নৈমিত্তিকমসাধারণং ভবিতুমর্হতি। ন হাবিশিষ্টে
প্রদীপসন্নিধৌ ঘটোহভিব্যজ্যতে, ন পট ইতু্যপপদ্যতে।
তস্মান্নিরনুশয়া অবরোহন্তীত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—কৃত-
ত্যায়েহনুশয়বানিতি।

ইতি। তথা চ বমণীয়চরণাঃ কণ্ঠ্যচরণা ইত্যচাবমেব যোনিমিত্তমুপদিষ্টা, ন
তু কৰ্ম্ম, ক্রান্তা বা বক্ষণীণে যোনিপাৰ্শ্বেমেণোপাস্তম্। যত্বেপ্যসিষ্টেপুত্রানৌ
অয়ং নিবৃত্তয়োভুক্তভোগদ্বাং, তথাপি পিতৃাদিগতাত্মবৎগতদ্বিপাকান্নোভ্যায়-
ভোগাংশ্চল্লোকাদববজ্ঞাতুভবিষ্যতি। অয্যতে হতস্ত স্ত্রুত্বং প্রাপ্তম্
তৎসম্বন্ধিনস্তৎ লোকাং—“পততাক্ষণবাবেণ নত্ৰ ভাষ্যা স্তাং পিতৃং”
ইত্যাদি। তথা শাক্তবৈখানবায়েষ্টাদেঃ পিতৃপুত্রদিগতফলভেদঃ। তদান-
যানং সম্প্রতিমিত্তাপক্রমাতুবাধাৎ যৎ কিঞ্চৈহ কৰোতীতি চ প্রাপ্ত্যনুশয়-
প্রতি নির্বিশেষকপে যৎকিঞ্চ—যে-কিছু—এককপ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে
দেখাইয়াছেন, জানাইয়াছেন, এতলোককৃত সমস্ত বস্তুই চক্রলোকে ভোগদ্বারা
কর্যপ্রাপ্ত হয়। [অপিচ..পদ্যতে] অতঃ হেতু এই যে, অর্থাৎ যে বিষয় যুক্তাক্ষর
এই যে, যবণ যাবন্ত অনারকফল কহে বা অভিব্যঞ্জক। যে সকল কৰ্ম্ম ফলদানে
উন্মুখ হয় নাই, সঞ্চিত বা স্তিমিত থাকে, যবণ উপলক্ষ্যে সে সকল ফলদানে
উন্মুখ বা উদ্যত হয়। অতএব, যবণের পূর্বে অনারকফল কৰ্ম্ম সকল আনন্ড-
ফল কৰ্ম্মে প্রতিবন্ধ থাকায় তৎকালে (যবণের পূর্বে) সে সকল কৰ্ম্ম অবিব্যক্তি
হওয়া অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। যখন কোন বিশেষাভিধান নাই, তখন ইচ্ছাই
বুঝিতে ইচ্ছাবে যে, যে-কিছু সঞ্চিত বা স্তিমিত (অনারকফল) কৰ্ম্ম আছে—যবণ
সে সমুদায়কে অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলদানে উন্মুখ কবে। নিমিত্ত বা কারণ সন্ধান-
রণ; নৈমিত্তিক বা কার্য্য অসাধারণ, ইচ্ছা কোনও ক্রমে সম্ভব হয় না। দীপের
নৈকট্যাঙ্গি সম্বন্ধে কোনকপ ইতব বিশেষ নাই, অথচ ঘট অভিব্যক্ত হয় ও পট
অভিব্যক্ত হয় না, এ বিষয় বা এ কথা সর্বথা অজ্ঞপন্ন। [তস্মান্নিরনুশয়া ..
বানিতি] এই সকল যুক্তিতে পাওয়া যায়, চক্রলোকের জীব অশ্রয়শূন্য হইয়া
(নিবরণে বস্তু ফল ভোগ করিয়া) এতলোকে আগমন করে। এককপ পুঙ্ক-

যেন কৰ্ম্মবৃন্দেন চন্দ্রমলমারুঢ়াঃ ফলোপভোগায়, তন্মিহু-
পভোগেন, কয়িতে তেবাং যদম্ময়ং শরীরং চন্দ্রমম্ময়পভোগায়ারকং,
তদুপভোগক্ষয়দর্শনজ-শোকাগ্নিসম্পর্কাৎ প্রবিলীয়তে—সবিতৃ-
কিরণসম্পর্কাদিব হিমকরকে, হৃতভুগচ্চিঃসম্পর্কাদিব চ যত-
কাঠিন্যম্। ততঃ কৃতাত্যয়ে—কৃতশ্চেচ্চাদেঃ কৰ্ম্মণঃ ফলোপ-
ভোগেনোপক্ষয়ে সতি সানুশয়া এবেমমবরোহন্তি। কেন হেতুনা ?
দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যামিত্যাহ। তথা হি প্রত্যক্ষা শ্রুতিঃ সানুশয়া-
নামবরোহং দর্শয়তি “তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে
রমণীয়াং যোনিমাপদ্যোরন্ ত্রাক্ষণ্যোনিং বা ক্ষত্রিয়য়োনিং বা
ণীয়চরণং সখ্যাস্তরগতমিষ্টাপূর্ত্কারিণি ভাক্তং গময়িতবাম্। তথা চ নিরন্তরশা-
নামেব ভুক্তভোগানামবরোহ ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

যেন কৰ্ম্মকলাপেন ফলমূপভোজিতং, তন্মিহুতীতেহপি সানুশয়া এব চন্দ্র-
মণ্ডলাদবরোহন্তি। কৃতঃ। দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্। প্রত্যক্ষদৃষ্টা প্রতিদৃষ্টশব্দাব্যায়।
স্মৃতিশোপভুক্তা। অথ বা দৃষ্টশব্দেনোচ্চাবচরূপো ভোগ উচ্যতে। অয়মতি-
সঙ্ঘিঃ—কপুয়চরণা রমণীয়চরণা ইত্যবরোহতামেতদ্বিশেষণম্। ন চ সতি মুখাধ-
সম্ভবে সখ্যক্ষিমাৎপ্রোপচরিতার্থং জ্ঞায়াম্। ন চোপক্রমবিরোধাক্ষতাস্তরবিরো-
রাচ্চ মুখার্থাসম্ভব ইতি সাম্প্রতম্। দত্তফলেষ্টাপূর্ত্তকৰ্ম্মাপেক্ষ্যাহপি যাদং-পদস্ত
যং কিঞ্চতি পদস্ত চোপপত্তেঃ। ন তি যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি যাবজ্জীব-
মাহারবিহারাদিসময়েহপি হোমঃ বিধতে, নাপি মধ্যাহ্নাদৌ, অপি তু সায়াংপ্রাতঃ-
কালাপেক্ষয়া। সায়াংপ্রাতঃকালবিধানসামর্থ্যাৎ কালস্ত চাত্তপাদেদেয়তয়াহ্নজ্ঞস্তাপি
প্রাপ্তে বলা বাইতেছে, জীব কৃতকৰ্ম্মের বিনাশ হইলে সানুশয় হইয়া অর্থাৎ যৎ-
কিঞ্চিৎ কল্পশেষ সহ এতলোকে অবতরণ করে, নিরন্তর হইয়া নহে।

[যেন...রোহন্তি] পৃণাকৰ্ম্মী জীব যে পৃণাকৰ্ম্মে চন্দ্রলোকগামী হইয়াছিল,
সে কৰ্ম্ম সেখানে ভোগদ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ভোগের নিমিত্ত সে
স্থানে তাহাদের যে জলময় শরীর হইয়াছিল, সে শরীর তখন ভোগক্ষয়-দর্শনেৎপন্ন
শোকাগ্নির দ্বারা বিগলিত হইতে থাকে—ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। যেমন সূর্য্য-
কিরণ-সম্পর্শে হিমসজাত ও করকা দ্রবীভূত হয়, অগ্নিশিখাসম্পর্কে ঘৃতকাঠিন্ত
বিগলিত হয়, তেমনি, ভোগনাশ দর্শনজ শোকাগ্নির দ্বারা চন্দ্রলোকবাসী কীণ-
কৰ্ম্মী জীবের জলময় শরীর দ্রবীভূত হয়। অনন্তর ইষ্টাদিকৰ্ম্মকারীর কৰ্ম্মফল
(পূণ্য)-ভোগ দ্বারা ক্ষয় হওয়ার সাহুশয় অর্থাৎ অভুক্ত কৰ্ম্মশেষ থাকা অবস্থায়
তাহারা এতলোকে পুনরাগত হয়। [কেন...স্মচয়তি] এ সিদ্ধান্তের হেতু
প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতিই সাক্ষাৎ প্রমাণ, তাহা সাহু-
শয় (কৰ্ম্মশেষযুক্ত) জীবের অবরোহণ বলিতেছে। যথা—“অবতরণকারী

বৈশ্ব্যোনিং বা । অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপূয়াং
যোনিমাপদ্যেরন্ স্ব্যোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা”
ইতি । চরণশব্দেনাত্মানুশয়ঃ সূচ্যত ইতি বর্ণয়িষ্যতে । দৃষ্টচায়াং
জন্মনৈব প্রতিপ্রাণ্যুক্তাবচরূপ উপভোগঃ প্রবিতজ্যমান আক-
স্মিকত্বাসম্ভবাদনুশয়সম্ভাবং সূচয়তি । অভ্যুদয়প্রত্যবায়য়োঃ
স্কৃততদুচ্চতহেতুত্বস্য সমান্যতঃ শাস্ত্রোপবগমিতত্বাৎ । স্মৃতি-
রপি “বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রত্যেক-কৰ্ম্মকলমনুভূয়

নিমিত্তানুপ্রবেশান্ত্রৈবমিতি চেৎ, ন, ইহাপি রমণীয়চরণা ইত্যাদেশু ব্যাৰ্থত্বানু-
রোধান্ত্রপপত্তেঃ । তৎ কিমিদানীমুপসংহারানুরোধেনোপক্রমঃ সঙ্কোচয়িতব্যঃ ।
নেতুচ্যতে । ন হ্যসাবপসংহারানুরোধেহ্যাসঙ্কুচ্যত্রিকপপদ্বুম্বর্তি । ন হি
যাবন্তঃ সম্পাতা যাবতাং বা পুসাং সম্পাতান্তে সূর্যে তদ্রেষ্টাদিকারিণা ভোগেন
কয়ং নীয়ন্তে, পুরুষান্তরাশ্রয়ণাং কৰ্ম্মাশয়ানাং তদ্বোগেন কয়েহিতিপ্রসঙ্গাৎ ।
চিরোপভূক্তানাঞ্চ কৰ্ম্মাশয়ানামসতাং চন্দ্রমণ্ডলোপভোগেনানপনয়নাং । তথা
চ স্বয়ং সঙ্কুচ্যতী যাবচ্চত্রিকপসংহারানুরোধপ্রাপ্তমপি সঙ্কোচনমন্তমন্ততে । এতেন
যৎ কিলেকহ করোতীতাপি ব্যাখ্যাতম্ । অপি চেষ্টাপূৰ্ত্তকারীহ জন্মনি কেবলং ন
তন্মাত্রমকারীৎ, অপি তু গোদোহনেনাপঃ প্রণয়ন্ পশুফলমপাশূৰ্কে সমচেষীৎ,
এবমহনিশঞ্চ বায়নঃশরীরচেষ্টাভিঃ পুণ্যাপুণ্যমিত্যমরোপভোগাঃ সঞ্চিতবতো ন
মৰ্ত্যালোকাদিভোগাঃ চন্দ্রলোকোপভোগাঃ ভবিষ্যম্বর্তি । ন চ স্বকলনিরোয়িনো-

জীবেন মথো যাতাবা পূৰ্বে এই কৰ্ম্মভূমিতে রমণীয়চাবী অর্থাৎ পুণ্যকৰ্ম্মা ছিল,
তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণ-যোমিতে অথবা বৈশ্ব্য-যোমিতে জন্ম-
গ্রহণ করে । যাহারা পাপাচারী ছিল, তাহারা পাপ-যোনি প্রাপ্ত হয় । হয়
কুকুর-যোমিতে না হয় শূকর-যোমিতে অথবা চণ্ডাল-যোমিতে উদ্ভূত হয় ।”
শ্রুতিতে যে, চরণ শব্দে আছে, তাহার দ্বারা অনুশয়ের সূচনা অর্থাৎ অনুমান
করিতে হইবে, সূত্রকার ইহা পরে বলিবেন । জন্মের দ্বারাই প্রাণিগণের উচ্চাচ
ভোগ হইতে দেখা যায়, তাহা আকস্মিক অর্থাৎ নিষ্কারণক নহে । আকস্মিক
কোন কিছু হওয়া অসম্ভব, সেই জন্তই উচ্চাচ বা বিচিত্র ভোগের কারণস্বরূপ
অনুশয়ের অস্তিত্ব সূচিত (অনুমিত) হয় । (মহন্ত জন্মে একরূপ ভোগ, পশু
জন্মে অন্তরূপ ভোগ, মহন্তের মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্মে একপ্রকার ভোগ, কত্রি জন্মে
অন্তপ্রকার ভোগ,—এ সকল বিভাগের বা তারতম্যের মূলে যে কারণ আছে, সে
কারণ অজ-কিছু নহে, কৰ্ম্মাশয়ই তাহার কারণ, ইহা অনুমান করা যাইতে
পারে) । [অভ্যুদয়...দর্শয়তি] অভ্যুদয়ের ও প্রত্যবায়ের অর্থাৎ মজলের
(অথবা সূখের ও দুঃখের) জনক হয় স্কৃত ও দুষ্কৃত, শাস্ত্র তাহা সামান্তা-
কারে বলিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বলেন নাই । অর্থাৎ অমুক স্কৃতে অমুক
স্বপ্ন—অমুক প্রকার অভ্যুদয়, একরূপ অজুলিনির্দেশস্তায় অবলবন করিয়া বলেন

ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তমুখ-
মেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে” ইতি সানুশয়ানামেবাবরোহঃ
দর্শয়তি।

কঃ পুনরনুশয়ো নামেতি। কেচিৎতাবদাহঃ স্বর্গার্থস্য কর্মণো
ভুক্তফলশ্রাবশেষঃ কশ্চিদনুশয়ো নাম ভাণ্ডানুসারিস্নেহবৎ।
যথা হি স্নেহভাণ্ডং রিচ্যমানং ন সর্বাত্মনা রিচ্যতে, ভাণ্ডানুসার্যেব
কশ্চিৎ স্নেহশেষোহবতিষ্ঠতে, তথানুশয়োহপীতি। ননু কার্য্য-
বিরোধিত্বাদদৃষ্টস্য ন ভুক্তফলশ্রাবশেষাবস্থানং ন্যায্যম্। নায়ং
দোষঃ। ন হি সর্বাত্মনা ভুক্তফলত্বং কর্মণঃ প্রতিজানীমহে।

ইদংশস্য স্মৃতে প্রায়শ্চিত্তাদায়ুজ্ঞানাদ্বাদভুক্তফলস্য ধ্বংসঃ সম্ভবতি। তস্মাত্তেনা-
নুশয়েনায়মনুশয়বান্ পরাবর্ত্তত ইতি স্মিষ্টম্। ন চৈকভবিকঃ কস্মাৎ ইত্যগ্রে
ভাণ্ডকৃৎক্যাতি।

অন্তে তু সকলকর্ম্মকরে পরাবৃত্তিশঙ্কা নির্বীজেতি যত্মানা অত্যাধিকরণঃ
বর্ণয়াকুরিত্যাহ—“কেচিৎতাবদাহঃ” ইতি। অনুশয়োহন্যদভুক্তফলস্য কর্ম্মণঃ শেষ
উচ্যতে। তত্রৈদমিহ বিচার্য্যতে। কিং দত্তফলানামিষ্টাপূর্ভককর্ম্মণামবশেষাদিহাবর্ত্তন্তে ?
উত তাহ্যপভোগেন নিরবশেষং ক্ষয়িত্বাহমুপভুক্তকর্ম্মবশাদিহাবর্ত্তন্তে ? ইতি।
তত্রৈষ্টাদীনং ভোগেন সমূলকায়ং কমিতহারিরমুশয়া এবামুপভুক্তকর্ম্মবশাদিবর্ত্তন্ত-
ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে,—“সানুশয়া এবমমবরোহস্মি” ইতি। কুতঃ। দৃষ্টান্তসারাং।
নাই। স্মৃতিও বলিয়াছেন, স্বকর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি বর্গ ও ব্রহ্মচার্য্যাদি আশ্রমী,
সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মালেশের সামর্থ্যে বিশিষ্ট
দেশে জাতিতে ও কুলে জন্মগ্রহণ করতঃ রূপবান্, দীর্ঘায়ু, অপাপ-ভাবন, পণ্ডিত
বা মেধাবী, সদাচারী, ধনৌ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া ওলাভ করে। স্মৃতি এইরূপ
বলিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, অনুশয়ী জীবেরই অবতরণ হয়, নিরনুশয়
অর্থাৎ নিরবশেষকর্ম্মীর নহে। নিঃশেষ কর্ম্মকরে মোক্ষ, তখন জন্মভাব।

[কঃ পুনঃ...৩পীতি] অনুশয় কি ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কেহ বলেন,
অনুশয় ভুক্তফল কর্ম্মের কোনও এক অবশেষ অংশ, তাহা ভাণ্ডানুগত স্নেহের
(যত তৈলাদির) অনুরূপ। যেমন স্নেহভাণ্ডং রিক্ত হইলেও (তন্মধ্যস্থ ঘৃতাদি নিষ্কা-
শিত হইলেও) তাহা নিঃশেষিত রূপে হয় না, কিছু শেষ ভাণ্ডাপ্রতি হইয়া
থাকেই, তেমনি, কর্ম্মবৃন্দ ভোগদ্বারা ক্ষয়িত হইলেও নিঃশেষিতরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়
না, কিছু না কিছু অবশেষ থাকেই। [ননু...জানীমহে] যদি বল, সেই অদৃষ্ট স্বর্গ-
ভোগেরই জনক ; সুতরাং তাহার অনুবৃত্তি বা অবশেষ মর্ত্ত্যভোগ জন্মাইবে কেন ?
তাহা অসম্ভব বা অযুক্ত ? এতদ্বত্তরে বলা যায়, তাহা অযুক্ত নহে। কেন-না,
সেই স্থানেই যে, সেই কর্ম্মের:সর্বাঙ্গিক বা নিরবশেষ ফলভোগ হয়, ইহা আগাদের

ননু নিরবশেষকৰ্মফলোপভোগায় চন্দ্রমণ্ডলমারুতাঃ। বাত্ম।
তথাপি স্নানকৰ্মাবশেষমাত্রেণ তত্রাবস্থাতুং ন শক্যতে। যথা কিল
কশ্চিৎ সেবকঃ সকলৈঃ সেবোপকরণৈ রাজকুলমুপসংগৃহীত-
প্রবাসাৎ পরিক্ষীগবহুপকরণশ্ছত্রপাদুকাदिमात्रাবশেষো ন
রাজকুলেহবস্থাতুং শক্নোতি, এবমনুশয়লেশমাত্রপরিগ্রহো ন
চন্দ্রমণ্ডলেহবস্থাতুং শক্নোতীতি।

ন চৈতদ্ যুক্তমিব। ন হি স্বর্গার্থস্য কর্মণো ভুক্তফল-
স্বাবশেষানুবৃত্তিরূপপত্ততে, কার্যাবিরোধিত্বাদিত্যুক্তম্। নম্বে-
তদপ্যুক্তং—ন স্বর্গফলস্য কর্মণো নিখিলস্য ভুক্তফলত্বং ভব-
তীতি। তদেতদপেশলম্। স্বর্গার্থং কিল কর্ম স্বর্গস্থস্থৈব

যথা ভাণ্ডে মধুনি সর্পিষি বা ফালিতেহপি ভাণ্ডেপকং তচ্ছেষং মধু বা
সর্পির্বা ন ফালয়িতুং শক্যমিতি দৃষ্টম্, এবং তদনুসারাদেতদপি প্রতিপত্তবাম্।
ন চাবশেষমাত্রাচ্চন্দ্রমণ্ডলে তিষ্ঠানমপি স্থাতুং পারয়তি। যথা সেবকো হান্তি-
কাস্মীরপদাতিব্রাতপরিগ্রহো মহারাজা সেবমানঃ কালবশাচ্ছত্রপাদুকাবশেষো
ন সেবিতুমর্হতীতি দৃষ্টং, তদুপা চ লৌকিকী স্থিতিরিতি দৃষ্টম্ভিত্তিভাঃ সাম্প্রদায়-
এবাবর্তন্ত ইতি।

তদেতদদৃশয়তি—“ন চৈতৎ” ইতি। এবকারে প্রয়োক্তব্যো ইবকারো
গুড়জিহ্বিকয়া প্রযুক্তঃ। শব্দৈকগমোহর্থং ন সামান্ততোদৃষ্টাভুমানাবসর
প্রতিজ্ঞাত নহে। [নতঃ শক্নোতীতি] জীব নিরবশেষ কর্মফল ভোগ করিবার
জন্তুই চন্দ্রলোকে যায়, ভোগ শেষ না হইলে আসিবে কেন? ইহা আমরাও
স্বীকার করি, কিন্তু কথা এই যে, জীব অবশেষ কর্ম লইয়া সেখানে থাকিতে
পারে না। কোন সেবক সেবার উপকরণ সমূহ লইয়া রাজকুলে সুখে বাস করে,
কিন্তু যখন তাহার সে সকলের অধিকাংশই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ছত্র পাদুকাदिमात्र
অবশেষ থাকে, তখন যেমন সে রাজকুলে অবস্থান করিতে শক্ত হয় না, তেমনি,
চন্দ্রমণ্ডলেও কর্মী জীব কর্মলেশ লইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।

[ন চৈতদ্...পেশলম্] সম্প্রদায়বিশেষের এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ
হয় না। কারণ, যে কর্মের ফল স্বর্গ, সে কর্ম স্বর্গভোগই প্রদান করিবে, ইহাই
সঙ্গত কথা। কিন্তু তাহার অবশেষ মর্ত্যাজ্ঞানে অনুবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ মর্ত্যফল
প্রদান করিবে, এ কথা সঙ্গত নহে এবং বিধিবিরোধ হেতু উপপন্নও হয় না। এ
কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। (স্বর্গফলের উদ্দেশে যাহার বিধান, তাহার শেষ
যদি মর্ত্যফল জন্মায়, তাহা হইলে ‘স্বর্গকামো যজ্ঞেত’ ইত্যাদি বিধির সার্থক্য ও
প্রামাণ্য থাকে না)। বলিয়াছিল যে, স্বর্গফলক কর্মের নিঃশেষ ভোগ হয় না,
সে কথা সন্তোষজনক নহে। [স্বর্গার্থং...কল্পতে] স্বর্গজনক কর্ম স্বর্গস্থ জীবের

স্বর্গফলং নিখিলং জনয়তি, স্বর্গচ্যুতস্তাপি কক্ষিৎ ফলশেষং
জনয়তীতি ন শব্দপ্রমাণকানামীদৃশী কল্পনাবকল্পতে ।
স্নেহভাণ্ডে তু স্নেহলেশানুবৃদ্ধির্দৃষ্টাচ্ছাপন্নতে । তথা
সেবকশ্রোপকরণ-লেশানুবৃদ্ধির্দৃশ্যতে । ন ত্বিহ তথা স্বর্গফলস্ত
কর্মণো লেশানুবৃদ্ধির্দৃশ্যতে, নাপি কল্পয়িতুং শক্যতে, স্বর্গ-
ফলত্বশাস্ত্রবিরোধাৎ । অবশ্যকৈতদেবং বিজ্ঞেয়ং, ন স্বর্গফলশ্রো-
ষ্টাদেঃ কর্মণো ভাণ্ডানুসারি-স্নেহবদেকদেশোহনুবর্তগানোহনু-
শয় ইতি । যদি হি যেন সূকৃতেন কর্মণেষ্টাদিনা স্বর্গমম্বভূবন,
তশ্চৈব কশ্চিদেকদেশোহনুশয়ঃ কল্পোত, ততো রমণীয় এবৈ-
কোহনুশয়ঃ স্যাৎ, ন বিপরীতঃ । তত্রৈয়মনুশয়বিভাগশ্রুতি-
রূপরূপোত “তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অথ য ইহ কপূয়চরণাঃ”
ইতি । তস্মাদামুগ্নিকফলে কর্মজ্ঞাতে উপভুক্তে অব-
শিষ্টমৈহিকফলং কর্মান্তরজাতমনুশয়ঃ, তদ্বস্তোহবরোহন্তীতি ।

ইত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্। পূর্বপক্ষহেতুমন্তুভাসতে “যদপ্যুক্তং প্রায়শম্” সমগ্র স্বর্গফল জন্মায় এবং স্বর্গচ্যুত হইলে তাহার শেষ মর্ত্যভোগ জন্মায়, এ কথা শব্দপ্রমাণবাদী মৌমাংসক বলিতে পারেন না। [স্নেহ... বিরোধঃ] তৈলভাগে তৈলের অল্পবর্জন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, সুতরাং সে স্থলে তাহা অল্পপপন্ন নহে। সেবক-পণেরও উপকরণ শেষের অল্পবর্জন থাকে, তাহা দেখাও যায়, কিন্তু স্বর্গজনক কর্মের শেষ অর্থাৎ স্বল্পশেষাশ যে অল্পবৃত্ত হয়, এবং তাহাই যে, মর্ত্যজন্মীয় ভোগ প্রদান করে, তাহা কেহ কখনও দেখে নাই এবং তাহা কল্পনারও (অনুমানেরও) অগোচর। তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা স্বর্গফলবোধক শাস্ত্রের বিরোধী। [অবশ্য... ইতি] ইহা নিশ্চিত জ্ঞানও যে, অল্পশয় স্বর্গফলক ইষ্টাদিকর্মের ভাণ্ডারগত তৈলাদির স্থায় শেষাল্পবর্জন নহে। জীব যে-স্বকৃতে—যে-ইষ্টাদিকর্মে স্বর্গ অল্প-ভব করিয়াছে, সেই স্বকৃতে—সেই কর্মের—শেষ ভাগকে অল্পশয় বলিতে গেলে রমণীয় ভাগকেই অল্পশয় বলিতে হয়, তদ্বিপরীত অর্থাৎ অরমণীয় বা পাপ-ভাগকে অল্পশয় বলা যায় না। পাপভাগ অল্পশয়মনো নিবিষ্ট না হইলে “যাহারা ইহ-লোকে রমণীয়চারা—আর যাহারা এতলোকে কপূষকারী অর্থাৎ অশোভনকর্ম-কারী”—এই অল্পশয়-বিভাগগুলির উপরোধ (পীড়া বা ব্যর্থতা) হয়। [তন্মা... হস্তীতি] অস্বতঃ সেই জগৎ বলা উচিত, স্বীকার করা উচিত, তল্লোকীয় ফলপ্রদ কর্মসমূহের ফলভোগ শেষ হইলে, এতলোকীয় ফলপ্রদ অবশিষ্ট কর্মনিচয়—যাহা তৎ-তৎকালে কর্মান্তরাবস্থানে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাই অল্পশয় এবং জীব তৎ-সহ অবরোধ করে অর্থাৎ সে লোক হইতে এ লোকে জন্মগ্রহণ করে।

যদুক্তং, যৎকিঞ্চৈত্যবিশেষপরামর্শাৎ সর্বশ্রেহকৃতস্য কর্মণঃ
ফলোপভোগেনাস্তং প্রাপ্য নিরনুশয়া অবরোহন্তীতি ।
নৈতদেবম্, অনুশয়সম্ভাবন্যাবগমিতত্বাৎ । যৎ কিঞ্চিদিহকৃত-
মামুশ্মিকফলং কর্ম্মারকভোগং, তৎ সর্বং ফলোপভোগেন ক্ষপ-
য়িত্তেতি গম্যতে । যদপ্যুক্তং, প্রায়ণমবিশেষাদনারকফলং কৃত-
স্মমেব কর্ম্মাভিব্যনক্তি । তত্র কেনচিৎ কর্ম্মণাহমুশ্মিন্ লোকে
ফলমারভ্যতে, কেনচিদম্মিন্নিত্যয়ং বিভাগো ন সম্ভবতীতি ।
তদপ্যানুশয়সম্ভাবপ্রতিপাদনেনৈব প্রত্যুক্তম্ ।

অপি চ, কেন হেতুনা প্রায়ণমনারকফলস্য কর্ম্মণোহভিব্যঞ্জকং
প্রতিজ্ঞায়ত ইতি বক্তব্যম্ । আরকফলেন কর্ম্মণা প্রতি-

ইতি । দুষয়াত—“তদপ্যানুশয়সম্ভাবে” ইতি । রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা
ইত্যাদিকরানুশয়প্রতিপাদনপরয়া শ্রুত্যা বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ।

“অপি চ” ইত্যাদি । ইহ জন্মনি হি পর্যায়েণ স্তম্ভত্বং ভুজ্যমানে
দৃশ্যতে । যুগপচ্ছেদেকপ্রঘট্টকেন প্রায়ণেন স্তম্ভত্বফলানি কর্ম্মাণি ব্যজ্যেয়ন,

[যদুক্তং...গম্যতে] বলিয়াছিল যে, শ্রুতিতে “যৎকিঞ্চ—যে কিছু” এই
সাধারণ কথা থাকায় ইচ্ছাই প্রতীত হয় যে, যখন সমুদায় কৃতকর্ম্ম ভোগ দ্বারা
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিছুমাত্র অবশেষ থাকে না, তখন জীব অবরোহণ করে, পুনর্জন্ম
গ্রহণ করে । সে কথা নিতান্ত অজ্ঞাত্য, অর্থাৎ তাহা হইতেই পারে না । অব-
রোহণকালে যে, অনুশয় (সঞ্চিত কর্ম্মের শেষ) থাকে, তাহা শ্রুতিকল্পক বোধিত
হইয়াছে । শ্রুতির তাৎপর্যে জানা যায়, পারত্রিক ফলপ্রদ ও আরকভোগ (যাহা
সে লোকে ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে), এমন যে-কিছু কর্ম্ম—সে সমস্তই
ফলভোগে ক্ষীণ হইলে জীবের ইহ-লোকে অবরোহণ হয় । [যদপ্যুক্তং...
প্রত্যুক্তম্] আরও এক কথা বলিয়াছিল যে, মরণ নির্বিশেষভাবে সমুদায় অনারক
(সঞ্চিত) কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক—মরণকালে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ
হয়, সে কথায় এই দোষ হয় যে, কোন কর্ম্ম পারত্রিক ফল জন্মায় এবং কোন
কর্ম্ম এতলৌকীয় ফল জন্মায়, এ বিভাগ অসম্ভব । মরণই সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্মের
অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং তাহা অনুশয় (অনারকফল কর্ম্ম-)
সম্ভাব প্রতিপাদনে প্রত্যুক্ত হইয়াছে ।

[অপিচ...পশমাং] অজ্ঞ কথা এই যে, মরণ সমুদায় অনারকফল কর্ম্মের
অভিব্যঞ্জক (ফলোন্মুখকারী), এ প্রতিজ্ঞা তুমি কোন হেতু অবলম্বনে (কোন
যুক্তিতে) করিতে পার, তাহা বলিতে হইবে । কিন্তু তাহা বলিতে পারিবে

বদ্ধশ্চেতরশ্চ বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তেস্তুচুপশমাং প্রায়ণকালে বৃত্ত্যুদ্ভবো
ভবতীতি যদ্যুচ্যেত, তত্র বক্তব্যম্—যথা তর্হি প্রাক্ প্রায়ণাদারক-
ফলেন কর্মণা প্রতিবদ্ধশ্চেতরশ্চ বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তিঃ, এবং প্রায়ণ-
কালেহপি বিরুদ্ধফলশ্চানেকশ্চ কর্মণো যুগপৎ ফলারম্ভাসম্ভ-
বাদ্ বলবতা প্রতিবদ্ধশ্চ দুর্বলশ্চ বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তিরিতি। নহ-
নারকফলত্বসামাশ্রয়েন জাত্যন্তরোপভোগ্যফলমপ্যনেকং কর্ম্মে-
কস্মিন্ প্রায়ণে যুগপদভিব্যক্তং সদেকাং জাতিমারভত ইতি
শকাৎ বক্তুম্, প্রতিনিয়তফলত্ববিরোধাৎ। নাপি কস্মচিৎ

যুগপদেব তৎফলানি ভুঞ্জ্যেত। তস্মাদুপভোগপর্যায়দর্শনাদ্ বলীয়সা
দুর্বলশ্চাভিভবঃ করনীয়ঃ। এবং বিরুদ্ধজাতিনিমিত্তোপভোগফলেহপি কর্ম্মত্ব
দ্রষ্টব্যম্। ন চাভিব্যক্তকর্ম্ম ফলং ন দত্ত ইতি চ সম্ভবতি। ফলোপজনাভিমুখ্যং
হি কর্ম্মণামভিব্যক্তিঃ। অপি চ প্রায়ণশ্চাভিব্যক্তকর্ম্মে স্বর্গনরকতিগ্গণ্যোনিগতানাং
জন্মূনাং তস্মিন্ জন্মনি কর্ম্মস্বনদিকারাপূর্ব্বকস্মোপজনাং, পূর্ব্বকৃতশ্চ কর্ম্মাশয়শ্চ
না, অর্থাৎ তাহার (মরণের) নিখিল কর্ম্মাভিব্যক্তকর্ম্ম পক্ষে কোনও পরিষ্কার
হেতু দেখাইতে পারিবে না। যে কর্ম্মের ফল আরক হইয়াছে, সে কর্ম্ম অনারক-
ফল কর্ম্মকে রুদ্ধ রাখে। রুদ্ধ রাখায় তাহার বৃত্তি (ফলাবস্থা প্রাপ্তি) হয় না,
তাহা উপশান্ত হই থাকে। [প্রায়ণ ..পত্তিরিতি] মরণকালে বৃত্ত্যুদ্ভব (অভিব্যক্তি)
হয় বলিলে, আমরা বলিব, যেমন মরণের পূর্ব্বে আরক ফলকর্ম্মে অনারকফল
(সঞ্চিত—যাহা পশ্চাৎ ফলপ্রদ হইবে, সেই) কর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ থাকায় বৃত্তিমান্ হয় না,
ফলপ্রসব করে না, তেমনি, মরণ সময়েও বিরুদ্ধফল বহু কর্ম্ম যুগপৎ (এক কালে
বা এক সময়ে) ফলপ্রসব করিতে বা ফলদানে উন্মুখ হইতে পারে না। বলবান্
দুর্ব্বলের অবরোধক, সুতরাং প্রবল কর্ম্মের দ্বারা দুর্ব্বল কর্ম্মের অবরোধ ঘটনা
হওয়ায় দুর্ব্বল তৎকালে বৃত্তিমান্ হইতে পারে না অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইতে
পারে না। এ বিচারের সার কথা এই যে, বিরুদ্ধ দিব্য-নারক-দেহোৎপাদক
বহুকর্ম্মে এক দেহের উৎপত্তি অসম্ভব। [ন হানারক...সম্ভাব্যতে] স্বর্গফল
আরক হয় নাই, নরকফলও আরক হয় নাই, অর্থাৎ সেই সেই দেহ উৎপাদন
করে নাই, এরূপ কর্ম্মনিবত্তের ইত্তর-বিশেষ তৎকালে বোধগম্য না হইলেও, যে
সকলের ফল দেহান্তরোপভোগা, সে সকল কর্ম্মও মরণে অভিব্যক্ত হয়, হইয়া
তদেহ উৎপাদন করে, এরূপ বলিতে পারি না। হেতু এই যে, তাহাতে
অনুগতফলত্বের বিরোধ আছে। (যে কর্ম্মে স্বর্গ হয়, সে কর্ম্মে নরক হয় না,
এবং যে কর্ম্মে নরক হয়, সে কর্ম্মে স্বর্গ হয় না। স্বর্গজনক কর্ম্মে স্বর্গই হয়, নরক
জনক কর্ম্মে নরকই হয়। ইহাই নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত; সুতরাং মরণে সমুদায়
সঞ্চিত কর্ম্মের অভিব্যক্তি হওয়া নিয়মবিরুদ্ধ অর্থাৎ হইতেই পারে না)। এমন

কৰ্মণঃ প্রায়ণেহ্ভিব্যক্তিঃ, কশ্চিচ্ছ্বেদ ইতি শক্যতে বক্তুন্ম,
ঐকান্তিকফলস্ববিরোধাৎ । 'ন হি প্রায়শ্চিত্তাদিভির্হেতুভি-
র্কিনা কৰ্মণামুচ্ছেদঃ সম্ভাব্যতে । শ্রুতিরপি বিরুদ্ধফলেন
কৰ্মণা প্রতিবদ্ধস্য কৰ্ম্মান্তরস্য চিরমপ্যবস্থানং দর্শয়তি—

“কদাচিৎ স্কৃতং কৰ্ম্ম কূটস্থমিহ তিষ্ঠতি ।

মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্ দুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥”

ইত্যেবঞ্জাতীয়া ।

যদি চ কৃৎস্নমনারকফলং কৰ্ম্ম একস্মিন্ প্রায়ণেহ্ভিব্যক্তং
সদেকাং জাতিমারভেত, ততঃ স্বর্গনরকতির্য্যগ্‌যোনিষধিকারা-
নবগমাদ্ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মানুৎপত্তৌ নিমিত্তাভাবামোত্তরা জাতিরূপপত্তেত,
ব্রহ্মহত্যাদীনাঞ্চৈকৈকস্য কৰ্ম্মণেহ্নেকজন্মনিমিত্তত্বং স্মর্য্যমাণ-
মুপরুধ্যেত । ন চ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ময়োঃ স্বরূপ-ফল-সাধনাদিসমধিগমে

প্রায়ণাভিব্যক্ততয়া কলোপভোগেন প্রক্ষয়ান্নস্তি তেষাং কৰ্ম্মাশয় ইতি ন তে
সংসরেয়ুঃ । ন চ মুচ্যেতন্নান্নজ্ঞানাবাদিতি কষ্টাংবতাবিষ্টা দশাম্ । ন চ

কথা বলিতে পারিবে না যে, মরণে কতকগুলি কৰ্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, ফলদানোন্মুখ
হয়, আর কতকগুলি বিলুপ্ত হয় । বলিলে কৰ্ম্মের ঐকান্তিকফলত্বনিয়ম (ফলের
অবশ্যস্তাব) থাকে না । প্রায়শ্চিত্তাদি নাশক হেতু (প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞান ও
ব্রহ্মধ্যান ও ভোগ) ব্যতীত অল্প কিছুতেই কৰ্ম্মের উচ্ছেদ (বিনাশ বা ক্ষয়)
হওয়ার সম্ভাবনা নাই । ফলিতার্থ—মরণ কোনও কালে কৰ্ম্মের নাশক হয় না ।
[শ্রুতি...জাতীয়া] কোন কৰ্ম্ম বিরুদ্ধফল কৰ্ম্মের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে—এক কৰ্ম্ম
অল্প কৰ্ম্মে প্রতিবদ্ধ হইলে, তাহা দীর্ঘকাল তদবস্থ থাকে, ফলোন্মুখ হয় না, এ
কথা শ্রুতিতেও আছে । যথা—“কখন কখন এমনও হয় যে, সংসারভোগকারী
জীবের যত কাল না সেই সেই দুঃখের অবসান হয়, পাপকৰ্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত
না হয়, তত কাল তাহার পূর্বোপার্জিত স্কৃত কৰ্ম্ম কূটস্থ (নির্ব্যাপার বা
স্তিমিত) থাকে ।”

[যদি চ...কল্পনঃ] মরণ যদি সমুদায় অনারকফল কৰ্ম্ম অভিব্যক্ত করিয়া
একটীমাত্র জন্ম আরম্ভ (এক দেহ উৎপাদন) করায়, তাহা হইলে স্বর্গীয়, নারক,
অথবা তির্য্যক্, এতদ্বোধো যে-কোন জন্ম হউক, সেই সেই জন্মে কৰ্ম্মে অনধিকার
থাকায়, সুতরাং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম উপার্জিত না হওয়ার, কারণের অভাবে তৎপরে অল্প
জন্ম হওয়া অবরুদ্ধ হয় । তাহা হইলে সংসারোচ্ছেদ হইবে । অপিচ, ঐ অৰ্থ
শ্রুতিবিরুদ্ধ (মরণকালে সঞ্চিত সমুদায় কৰ্ম্ম এক কালে ফলদানোন্মুখ হইয়া

শাস্ত্রাদতিরিক্তং কারণং শক্যং সম্ভাবয়িতুম্। ন চ দৃষ্টকলস্ত
কৰ্মণঃ কারীৰ্য্যাদেঃ প্রায়ণমভিব্যঞ্জকং সম্ভবতীত্যাব্যাপিকেষু
প্রায়ণশ্চাভিব্যঞ্জকত্বকল্পনা। প্রদীপোপন্যাসোহপি কৰ্মবলাবল-
প্রদর্শনেনৈব প্রতিনীতঃ, স্থূল-সূক্ষ্মরূপাভিব্যক্তিবচ্ছেদং দ্রষ্টব্যম্।
যথা হি প্রদীপঃ সমানেহপি সম্মিধানে স্থূলরূপমভিব্যনক্তি, ন
সূক্ষ্মম্, এবং প্রায়ণঃ সমানেহপ্যনারকফলস্ত কৰ্মজাতস্ত
প্রাপ্তাবসরস্তে বলবতঃ কৰ্মণো বৃত্তিমুদ্রাবয়তি ন দুৰ্বলস্তেতি।

তস্মাচ্ছ তিস্মৃতিশ্চায়বিরোধাদগ্নিস্কৌহ্মমশেষকৰ্ম্মাভিব্যক্ত্যভ্যু-
পগমঃ। শেষকৰ্ম্মসম্ভাবেহনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যয়মপ্যস্থানে
অসমবেতমেব প্রায়ণেনাভিব্যক্ত্যতেহপূৰ্ব্বং ন পরসমবেতং, যেন পিত্তাদিগতেন
কৰ্ম্মণাবর্তেরম্মিতি। শেষং সুগমম্ ॥ ৩। ১। ৮ ॥

তিথ্যক্ নারক অথবা স্বর্গীয় জন্ম উপস্থিত করিল, অনপিকারপ্রযুক্ত সে জন্মে
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সঞ্চিত হইল না, অথবা পূর্বতন কৰ্ম্মাশয় সমস্তই সেই জন্মের ভোগে
ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, সুতরাং তাহার আর পরজন্ম হওয়ার কারণ থাকিল না,
কারণ না থাকায় জন্মও হইল না, এবং জ্ঞান না থাকায় মোক্ষও হইল না।
প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক জন্ম ঐরূপ হইলে সংসার থাকে না, তাহাও কি হব ?
না সম্ভবপর ?। স্মৃতিতে আছে, ব্রহ্মহত্যাदि কৰ্ম্ম অনেক জন্মের কারণ।—
“ব্রহ্ম নরকভোগান্তে কুকুৰ, শূকর, গর্দভ, উষ্ট্র, গো, ছাগ, মেঘ, মৃগ,
পক্ষী, চণ্ডাল, পুংশ (নীচ জাতিবিশেষ), এই সকল যোনিতে উৎপন্ন হয়।”
শাস্ত্র ব্যতীত অন্ত কোন প্রমাণে কি ধৰ্ম্মের স্রুপ, ফল ও সাধন জানি যায় ?
নিশ্চয়ই জানা যায় না এবং জামিবার সম্ভাবনাও নাই। বে সকল কৰ্ম্মের ফল দৃষ্ট
—দেখা যায়—অর্থাৎ ঐহিক, মরণ সে সকল কৰ্ম্মেরও অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্ভাবিত
নহে। (বৃষ্টিকামনার কারীরা যাগ করে, ইন্দ্রিনেই তাহার ফল হয়, সুতরাং
তাহা মরণ প্রতীক্ষা করে না।) অতএব, মরণ সর্বকৰ্ম্মের অভিব্যঞ্জক, এ
কল্পনা সম্ভব নহে। [প্রদীপো...দুৰ্বলস্তেতি] প্রদীপ দৃষ্টান্তটী কেবল কৰ্ম্মের
প্রবল-দুৰ্বলভাব ব্রুতিবার জন্য, অন্ত কিছুই জ্ঞাত নহে। প্রদীপ যেমন স্থূলস্থল সমস্ত
রূপের অভিব্যঞ্জক ও অনভিব্যঞ্জক হয়, সেইরূপ। নৈকট্য সমান, অগচ প্রদীপ
স্থূল রূপ ব্যক্ত করে, সূক্ষ্ম রূপ ব্যক্ত করে না। সেইরূপ মরণও অনারকফল
কৰ্ম্মের মধ্যে যাহা প্রবল হইয়াছে, ফল দিবার অবসর পাইয়াছে, তাহাকেই
বৃত্তিমান্ করে—ফলদানার্থ উন্মুখ করে, কিন্তু যাহা দুৰ্বল থাকে, তাহাকে
উষ্ম করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে।

[তস্মা...রোধশ্চীতি] এই সকল কারণে, স্মৃতি স্মৃতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া,
মরণকালে সমুদায় কৰ্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, ইহা জন্মারম্ভ করে, এই মত অগ্রাহ্য।
কৰ্ম্মশেষ থাকিলে মোক্ষও অসম্ভব হয় অর্থাৎ মোক্ষ উৎপাদনার্থ কৰ্ম্মের একভবিক
নিয়ম স্বীকার করা কর্তব্য, এ আপত্তি বা এ সকল কথা একস্থানে আলোচনার

সম্ভ্রমঃ, গম্যাদর্শনাদশেষকর্মক্ষয়শ্রুতঃ। তস্মাৎ স্থিতমেতদনুশয়-
বন্তোহবরোহন্তীতি। তে চাররোহন্তো যথেষ্টমনেবং চ অব-
রোহন্তি। যথেষ্টমিতি যথাগতমিত্যর্থঃ। অনেবমিতি তদ্বি-
পর্যায়েনেত্যর্থঃ। ধূমাকাশয়োঃ পিতৃযাগেহধ্বমুপাস্তয়ো-
বরোহে সঙ্কীর্ণনাং ‘যথেষ্ট’-শব্দাচ্চ যথাগতমিতি প্রतीयতে।
রাত্ৰ্যাণ্ডসঙ্কীর্ণনাদব্ভ্রাছ্যপসঙ্খ্যানাচ্চ বিপর্যয়োহপি প্রতী-
য়তে ॥ ৩। ১। ৮ ॥

চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি

কার্কাঞ্জিনিঃ ॥ ৩। ১। ৯ ॥*

অথাপি স্মাৎ, যা শ্রুতিরনুশয়সম্ভাবপ্রতিপাদনায়োদাহৃত
“তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাঃ” ইতি, সা খলু চরণাদ বোন্তাপত্তিঃ

অনেন নিরনুশয়া এবাবরোহন্তীতি পূর্বপক্ষবীজং নিগূঢ়মুদ্যাট্য নিরন্ততি—
যত্বপি—

যোগ্য নহে। কেন-না, শ্রুতি বলিয়াছেন, সম্যক্জ্ঞানেই নিঃশেষিতরূপে কর্মনিবৃত্তি
হয়, অল্প কিছুতে হয় না। এত দূর বিচারের পর স্থির হইল যে, অনুশয়বিশিষ্ট
জীবেরই অবরোহণ এবং অভুক্ত বা সঞ্চিত কর্মের নাম অনুশয়। [তে...প্রতীয়তে]
তাহাদের অবরোহণ আরোহণক্রমে ও তদতিরিক্ত ক্রমেও হয়। ‘যথেষ্ট’
শব্দের অর্থ যথাগত। অভিপ্রায় এই যে, কর্মলোক যে প্রকারে বা যে
ক্রমে আরোহণ করিয়াছিল, সেই প্রকারে বা সেই ক্রমে। ‘অনেব’ শব্দে
—তদ্বিপরীত বা তদতিরিক্ত ক্রম বুঝায়। অবরোহণকালে পিতৃযান-পথে ধূমের
ও আকাশের কণন আছে, সে জন্ত, ‘যথেষ্ট’ শব্দে ‘যথাগত’ এই অর্থ প্রতীত
হয় এবং তাহাতে রাত্রির উল্লেখ না থাকায় ও মেঘের গ্রহণ থাকায় বিপরীত
ক্রমও প্রতীত হয় ॥ ৩। ১। ৮ ॥

“যাহারা ইহ-লোকে রমণীয় আচরণ করে” এই শ্রুতি অনুশয়ের অস্তিত্ব
প্রদর্শনার্থ আহরণ করিয়াছ, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ঐ শ্রুতি কেবল আচরণের

* চরণাৎ শীলাৎ বোনিপ্রাপ্তিনানুশয়াদিতি ন বক্তব্যম্। বক্তঃ সা চরণশ্রুতিঃ লক্ষণার্থেতি
কার্কাঞ্জিনৈবম্। স্মৃতিবাক্যোদাহৃতঃ শাস্ত্রার্থজ্ঞানরূপক শীলাৎ সর্বকর্মসমুদ্ভাং, তদ্বোধকং
চরণপদমজিনঃ শ্রোতাসিকর্মণো লক্ষকং “কর্মণ এবোত্তরাবহা বর্ণাধিক্যাদানাপূর্বম্” ইতি কর্মলক্ষণ-
তদভিপ্রায়পূর্ণাং অনুশয়নিকিরিতি কার্কাঞ্জিনিমতমিতি ভাবঃ।

রমণীয় চরণ, কপূরচরণ, ইত্যাদিসমূহে যে চরণ-শব্দ আছে, তাহার অর্থ আচরণ অর্থাৎ শীল।
তাহারই দ্বারা জীবের বোনিপ্রাপ্তি অর্থাৎ জন্মান্তরলাভ হয়। অনুশয়-শব্দ না থাকায়
অনুশয়ের দ্বারা বোনিপ্রাপ্তি, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণশূন্য : হুতরাং তাহা বলিতে পার না। কারণ,
অতিথি চরণ-শব্দ অনুশয়ের উপলব্ধক অর্থাৎ লক্ষণার দ্বারা অনুশয়ের বোধক, ইহা কার্কাঞ্জিনি
মনি বলিয়াছেন।

দর্শয়তি, নানুশয়াৎ। অন্তঃচরণমন্তোহনুশয়ঃ। চরণং চারিত্রমা-
চারঃ শীলমিত্যনর্থান্তরম্। অনুশয়স্তু ভুক্তকলাং কৰ্ম্মণোগতি-
রিত্তং কৰ্ম্মাভিপ্রেতম্। শ্রুতিশ্চ কৰ্ম্ম-চরণে ভেদেন ব্যপদি-
শতি “যথাচারী তথা ভবতি” ইতি, “যাত্নবত্যানি কৰ্ম্মাণি
তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যাত্নস্মাকং সূচরিতানি,
তানি হ্রয়োপাস্তানি” ইতি চ। তস্মাচ্চরণাদ্ যোন্তাপত্তিশ্রুতে-
নানুশয়সিদ্ধিরিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ। যতোহনুশয়োপলক্ষণার্থে-
বৈষা চরণশ্রুতিরিতি কাৰ্খাজিনিরাচার্যো মন্যতে ॥৩।১।৯॥

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥৩।১।১০॥*

স্বাদেতৎ। কৰ্ম্মাৎ পুনশ্চরণশব্দেন শ্রৌতং শীলং বিহায়

“অক্ৰোধঃ সৰ্ব্বভূতেষু কৰ্ম্মণা মনসা গিরা।

অনুগ্রহশ্চ জ্ঞানঞ্চ শীলমেতদ্বিহকূৰ্ণাৎ ॥”

ইতি স্মৃতেঃ শীলমাচারোহনুশয়াদ্বিরঃ, তথাপ্যাত্নশ্রুতানুশয়নোপলক্ষণং
কাৰ্খাজিনিরাচার্যো নেনে। তথা চ রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইতানেনানু-
শয়োপলক্ষণং সিদ্ধং সাত্বশয়ানামেবাবরোহণমিতি ॥ ৩।১।১০ ॥

“আচারহীনং ন পুনস্তি বেদাঃ” ইতি হি স্মৃত্য। বেদপদেন বেদার্থমূলকরম্ভা

দ্বারাই যেনি বা জন্মবিশেষ প্রাপ্তি দেপাইয়াছেন, অনুশয়েব দ্বারা নহে। অনুশয়
ও আচরণ এক পদার্থ নহে; প্রত্যুত বিভিন্ন। চরণ, আচরণ, আচার, শীল,
চারিত্র বা চরিত্র, এ সকলের অর্থপ্রভেদ নাই। অনুশয়শব্দ ভুক্তকল কৰ্ম্মের
অতিরিক্ত কৰ্ম্মের (যাহার ভোগ হয় নাই, তাহার) অতিপ্রায়ে প্রসেস্জিত হয়।
শ্রুতিও কৰ্ম্মকে ও আচরণকে বিভিন্নরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—
“যেমন আচরণ—তেমনি গতি।” “যে সকল কৰ্ম্ম অনিন্দিত, সেই সকলের
সেবা করিবেক। নিন্দিত কৰ্ম্মের সেবা করিবেক না। যাহা আমাদের
শোভন চরিত্র, তুমি তাহারই উপাসনা করিবে।” ইত্যাদি। অতএব, আচার-
নিমিত্তক ষোনিপ্রাপ্তি, এতদ্রূপ শ্রবণ (শ্রুতি) থাকায় অনুশয় থাকা অসিদ্ধ
বলিতে পারিবে না। কারণ, ঐ চরণ-শ্রুতি অনুশয় অর্থের উপলক্ষক, ইহা
কাৰ্খাজিনি আচার্য্যের অভিমত। (কৃতকৰ্ম্মের উত্তরাবস্থার অজ্ঞ নাম
অপূৰ্ব্ব, যাহার বিভাগ ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম এবং তাহাই এতন্মতে অনুশয়। এই
অনুশয় কৰ্ম্ম-বাচক চরণ-শব্দের লক্ষণালভ্য অর্থ অর্থাৎ ঐ অর্থ লক্ষণা পুস্তির
দ্বারা লব্ধ হয়) ॥ ৩।১।১০ ॥

মানিলাম, চরণ-শব্দের অনুশয় অর্থ কাৰ্খাজিনির অভিমত। কিন্তু

* চরণ-শব্দেন চেৎ লাক্ষণিকোহনুশয়ো গৃহ্যতে, তর্হি শীলবিধানানর্থক্যমিতি ন বক্তব্যম্।
কৃতঃ? তদপেক্ষত্বাৎ; শ্রৌতাদিকৰ্ম্ম হি শীলাপেক্ষম্। শীলন্ত সৰ্ব্বকৰ্ম্মাঙ্গত্বাৎ তত্র পৃথক-
কলাপেক্ষাচক্ষিলেনার্থবহারিতি ত্বাং।

লাক্ষণিকোহনুশয়ঃ প্রত্যাঘ্যতে । ননু শীলশ্চৈব তু শ্রোতস্ব
বিহিতপ্রতিষিদ্ধস্য সাধ্বসাধুরূপস্য শুভাশুভযোন্ত্যাপত্তিঃ ফলং
ভবিষ্যতি । অবশ্যঞ্চ শীলস্যাপি কিঞ্চিৎ ফলমভ্যুপগম্যব্যম্ ।
অন্যথা হানর্থক্যমেব শীলস্য প্রসজ্যেতেতি চেৎ, নৈষ
দোষঃ । কুতঃ ? তদপেক্ষত্বাৎ । ইষ্টাদি হি কৰ্ম্মজাতং চরণা-
পেক্ষম্ । ন হি সদাচারহীনঃ কশ্চিদধিকৃতঃ স্যাৎ কৰ্ম্মণি ।
“আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ” ইত্যাদিস্মৃতিভাঃ । পুরুষার্থবাদ-
প্যাচারস্য নানর্থক্যম্ । ইষ্টাদৌ হি কৰ্ম্মজাতে ফলমারভমাণে
তদপেক্ষ এবাচারস্তত্ৰৈব কক্ষিদতিশয়মারপ্যতে । কৰ্ম্ম চ
বেদার্থানুষ্ঠানশেষত্বমাতারন্ত্ৰোক্তং, ন তু স্বতন্ত্র আচারঃ ফলস্য সাধনম্ । তেন
বেদার্থানুষ্ঠানোপকারকতয়াচারস্য নানর্থক্যং ক্ৰত্বম্ । তদনেন সমিাদিবেদা-
চারস্য ক্ৰত্বমমুক্তম্ । সম্প্রতি প্রানাদিবৎ পুরুষার্থদে পুরুষসংস্কারত্বেহপ্যদোষ
ইত্যাহ—“পুরুষার্থবাদপ্যাচারস্ত” ইতি । তদেবং চবর্ণশব্দেনাচারবাচিনা সর্বো-
হুশয়ো লক্ষিত ইত্যুক্তম্ ॥ ৩।১।১০ ॥

কি কারণে চরণ-শব্দের অন্তর্ভুক্ত শীল (সদাচার) অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণা-বস্তুর
দ্বারা অনুশয় অর্থ গ্রহণ কর ? প্রত্যুক্ত সাধু ও অসাধুরূপ বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ
শীল + কি শুভাশুভ জন্মরূপ ফলদানে সমর্থ নহে? অবশ্যই শীলের
কোনরূপ ফল থাকে মানিতেই হইবেক । না মানিলে নিশ্চয়ই শীল-বিধানের
অনর্থক্য হইবে । যদি কেহ এরূপ বলেন, বা আপত্তি করেন, তাহা হইলে
তত্ত্বতঃপার্শ্ব বলা যাইতেছে, ঐ দোষ অর্থাৎ শীলবিধানের অনর্থক্য দোষ হয় না ।
কেন-না, শ্রোত ও স্মৃতি প্রত্যেক কৰ্ম্মই শীল-সাপেক্ষ । [ইষ্টাদি...প্রসিদ্ধিঃ] ইষ্ট ও
পূৰ্ত্ত প্রভৃতি কৰ্ম্মসমূহ সমস্তই চরণাপেক্ষ অর্থাৎ শীলসাপেক্ষ । কেহই সদাচার-
বিহীন হইয়া শ্রোত স্মৃতি কৰ্ম্মে অধিকার লাভ করে না । কদাচার পুরুষ সে
সকল কৰ্ম্মে অনধিকারী, ইহা স্মৃতির দ্বারাও প্রমাণিত হয় । যথা—“বেদ
আচারবিহীনকে পবিত্র কবেন না ।” ইত্যাদি । আচার কৰ্ম্মকর্ত্তা পুরুষের
সংস্কার সাধন করে, সে ভাবেও তাহার সাফল্য আছে । ইষ্টাদি কৰ্ম্ম আরম্ভ
হইলে তৎসঙ্গে যে সদাচার অন্তর্ভুক্ত হয়, সে অন্তর্ভুক্ত প্রকৃত বা অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মের
কোন-না কোন অতিশয় (উৎকণ্ঠ) জন্মায় । কৰ্ম্মই সর্বার্থকারী, ইহা প্রতিতে

যদি চরণ-শব্দের মুখ্য আচারার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণ অনুশয়ার্থ গ্রহণ কর, তবে, জিজ্ঞাসা হইবে
যে, আচার-বিধানের আরোহণ কি ? কোম্বলের জন্ত আচারের বিধান ? অর্থাৎ সদাচার বিধান
নিরর্থক । এতদন্তরে বলা যায়, আচার বিধান নিরর্থক নহে, কেন-না, শ্রোত-স্মৃতি সমুদায় কৰ্ম্মই
শীল বা সদাচার-সাপেক্ষ । আচারপূত, না হইলে কৰ্ম্মাধিকার হয় না, এবং কৃতকৰ্ম্মের ফলও হয়
না । (ভাষা দেখ) ।

† কার-মনোবাক্যে সর্বভূতের অপকারবর্জন, অনুগ্রহ ও জ্ঞান (শারীরজ্ঞান), এ সকল
বিহিত শীল এবং শোভন । ক্রোধ, অমৃত ও পাকষাদি নিষিদ্ধ শীল, অতঃপাশ্বে সে সকল অশোভন ।

সর্বার্থকারীতি ঋতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিঃ । তস্মাৎ কৰ্ম্মৈব শীলোপ-
লক্ষিতমনুশয়ভূতং যোন্ত্যাপত্তৌ কারণমিতি কাৰ্ষাজিনে-
শ্রুতম্ । ন হি কৰ্ম্মণি সম্ভবতি শীলাদ যোন্ত্যাপত্তিযুক্তা । ন হি
পদ্য্যং পলায়িতুং পারয়মাণো জ্ঞানুভ্যাং রংহিতুমর্হতীতি
॥ ৩।১।১০ ॥

সুকৃত-দুষ্কৃতে এবতি তু বাদরিঃ ॥৩।১।১১॥*

বাদরিস্ত্রাচার্য্যঃ সুকৃতদুষ্কৃতে এব চরণশব্দেন প্রত্যায্যোতে—
ইতি মন্যতে । চরণমনুষ্ঠানং কৰ্ম্মৈত্যনর্থান্তরম্ । তথাহি অবি-
শেষেণ কৰ্ম্মামাত্রৈ চরতিঃ প্রযুক্ত্যমানো দৃশ্যতে । যো হীক্টা-
দিলক্ষণং পুণ্যং কৰ্ম্ম করোতি, তং লৌকিকা আচক্ষতে ধৰ্ম্মাঙ্ক-
রত্যেব মহাশ্বেতি । আচারোহপি ধৰ্ম্মবিশেষ এব । ভেদব্যপ-
দেশস্ত কৰ্ম্মচরণয়োত্রাঙ্গণপরিব্রাজকন্ত্যয়েনাপ্যুপপদ্যতে ।

বাদরিস্ত্র মুখ্য এব চরণশব্দঃ কৰ্ম্মণীত্যাহ—

ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্ত্যয়ো গোবলীবর্দন্ত্যয়ঃ । শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥৩।১।১১॥

ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ । [তস্মাৎ...মর্হতীতি] অতএব, কৰ্ম্ম ই শীলসহ অহুষ্ঠিত
হইয়া অবশেষে অনুশয়ই প্রাপ্ত হয় এবং সেই অনুশয়ই যোনিপ্রাপ্তির (ভিন্ন ভিন্ন
যোনিতে জন্মগ্রহণ করার) কারণ, ইহা কাৰ্ষাজিনি মুনির মত । কৰ্ম্মের
প্রভাবে যোনিলাভ হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও শীলের দ্বারা যোনিলাভ হওয়ার
কল্পনা যুক্তিবিহীন । পদসঞ্চালনে পলায়ন করিতে পারিলে জ্ঞানুর দ্বারা পলায়ন
করা সম্ভব হয় না ॥ ৩।১।১০ ॥

বাদরি মুনিও বলিয়াছেন, চরণ-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত বুঝায় । চরণ, অহুষ্ঠান,
কৰ্ম্ম, এ সকল শব্দ একার্থক । লোকদিগকেও কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না করিয়া
কেবলমাত্র বা সামান্ততঃ কৰ্ম্ম-অর্থে চরণ-ধাতুর প্রয়োগ করিতে দেখা যায় ।
যাহারা ইষ্টাদি পুণ্য কৰ্ম্ম করে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, ইহারা
ধৰ্ম্মাচরণ করিতেছে এবং ইহারা মহাত্মা । [আচারো...নির্ণয়ঃ] আচারও এক
প্রকার ধৰ্ম্ম । তবে-যে, কোন কোন স্থলে কৰ্ম্মের ও চরণের (আচারের)
প্রভেদ কখন দেখা যায়, তাহা ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-দৃষ্টান্তে সঙ্গত হয় । যে পরিব্রাজক,
(সে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ । এতদৃষ্টান্তে বাহ্য কৰ্ম্ম, তাহাই চরণ অর্থাৎ সদাচার) ।

* বাদরিস্ত্র আচার্য্যঃ সুকৃত-দুষ্কৃতে এব চরণশব্দেন বোধ্যোতে ইত্যাহ ।

বাদরি আচার্য্য বলিয়াছেন, চরণ-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত কৰ্ম্ম বুঝায় ।

তস্মাদ্রমণীয়চরণাঃ প্রশস্তকৰ্ম্মাণঃ, কপূয়চরণা নিন্দিতকৰ্ম্মাণ
ইতি নির্ণয়ঃ ॥ ৩। ১। ১১ ॥

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥ ৩। ১। ১২ ॥†

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীত্যুক্তম্, যে দ্বিতরে
অনিষ্টাদিকারিণঃ, তেহপি কিং চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি, উত ন গচ্ছ-
ন্তীতি চিন্ত্যতে । তত্র তাবদাহ—ইষ্টাদিকারিণ এব চন্দ্রমসং
গচ্ছন্তীত্যেতন্ম । কস্মাৎ ? যতোহনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্র-
মণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতম্ । তথা হ্রবিণেমণেণ কৌষীতকিনঃ

“যে বৈ কে চান্মালোকায় প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্কে গচ্ছন্তি” ইতি
কৌষীতকিনাং সমান্নানাদেহারম্ভস্ত চ চন্দ্রলোকগমনমন্তরেণানুপপত্তেঃ, পঞ্চম্যা-
মাহতাবিত্যাহতিসংখ্যাননিয়মাৎ । তথাহি—ছা-সোন-বৃষ্টায়-রেতঃপরিণামক্রমেণ তা
এবাপো যোষিদমৌ হতাঃ পুরুষবচসো-ভবন্তীত্যবিশেষেণ শ্রুতম্ । ন চৈতন্মহ-
ষ্যাতিপ্রায়ং “কপূয়চরণাঃ স্বধোনিম্” ইত্যনমুযাস্তাপি শ্রবণাৎ । গমনাগমনায় চ
দেবযানপিতৃযানয়োরেব মার্গয়োরাঙ্গানাং, পথ্যন্তরস্তাক্রতেজ্জায়ন্ত-স্মিয়ন্তেতি
তৃতীয়ং স্থানমিতি চ স্থানত্বমাত্রেনাবগমাৎ পণ্ডিতেনাপ্রতীতেঃ । চন্দ্রলোকাদ-
বতীর্ণানামপি চ তৎস্থানত্বসম্ববাদসম্পূরণেন প্রতিবচনোপপত্তেঃ, অনন্তমার্গ-
তয়া চ তদ্ভোগবিরহিণামপি গ্রামং গচ্ছন্ বৃক্ষম্ভাষ্যাপসর্পতীতিবৎ সংযমনাদিষু
যমবশতায়ৈ চন্দ্রলোকগমনোপপত্তেঃ । “ন কতরেণচন” ইত্যাস্তাসম্পূরণপ্রতি-
পাদনপরতয়া মার্গদ্বয়নিষেধপরত্বাভাবাৎ অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রলোক-
গমনে প্রাপ্তেহতিবীয়তে । সত্যং স্থানত্বাহবগতস্ত ন মার্গত্বং, তথাপি “বেথ
যথাহসৌ লোকো ন সম্প্রযাতে” ইত্যস্ত প্রতিবচনাবসরে মার্গদ্বয়নিষেধপূর্ব্বং

অতএব, শ্রুতম্ রমণীয়চরণ শব্দের অর্থ প্রশস্ত কৰ্ম্মকারী এবং কপূয়চরণ শব্দের
অর্থ নিন্দিতকৰ্ম্মকারী ॥ ৩। ১। ১১ ॥

বলা হইয়াছে যে, ইষ্টাপূর্হাদি পুণ্যকৰ্ম্মকারীরা চন্দ্রলোকে গমন করে, কিন্তু
যাহারা ভদ্রিপরীতকারী অর্থাৎ অনিষ্টাদিকারী (নিন্দিতকৰ্ম্মকারী) তাহারা
কোথায় যায় ? তাহারাও কি চন্দ্রলোকে যায় ? অথবা যায় না ? এই প্রশ্নের
প্রথম পক্ষে বলা যায়, কেবল ইষ্টাদিকারীরাই যে চন্দ্রলোকে যায়, এমন নহে,
অনিষ্টকারীরাও যায় । কেন-না, চন্দ্রমণ্ডল অনিষ্টকারীদিগেরও গন্তব্য, ইহা শ্রুত
আছে (শ্রুতিতে উক্ত আছে) । যথা—“যে কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে,
তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায় ।” কৌষীতকি-ব্রাহ্মণের এই শ্রুতি ইষ্টকারী পুরুষ

† পূর্ব্বপক্ষপুত্রমেতৎ । অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রমণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতিমিতি দ্ব্যর্থঃ ।

“যে-কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে” এই শ্রুতিতে “যে-কেহ” এইরূপ সাধারণ উল্লেখ থাকায়
বলিতে পারি, যাহারা শাস্ত্র-নির্নিত কৰ্ম্ম করে, তাহারাও চন্দ্রলোকে যায় ।

সমামনন্তি “যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বৈ গচ্ছন্তি” ইতি। দেহারন্তোহপি চ পুনর্জন্মমানানাং নান্তরেণ চন্দ্রপ্রাপ্তিমবকল্লোত, পঞ্চম্যামাহুতাবিত্যাহুতি-সজ্জানিয়মাৎ। তস্মাৎ সর্ব এব চন্দ্রমসমাসীদেয়ুঃ। ইষ্টাদি-কারিণামিতরেষাঞ্চ সমানগতিত্বং ন যুক্তমিতি চেৎ, ন, ইত-রেষাং চন্দ্রমণ্ডলে ভোগাভাবাৎ ॥ ৩। ১। ১২ ॥

সংযমেনে ত্রুভুয়েতরেষামারোহাবরোহৌ

তদাতীদর্শনাৎ ॥ ৩। ১। ১৩ ॥ *

তুশব্দঃ পঞ্চং ব্যাবর্তয়তি। নৈতদন্তি--সর্বৈ চন্দ্রমসং

তৃতীয়ং স্থানমভিষদন্ অসম্পূরণায় তৎপ্রতিপক্ষমাচক্ষীত। যদি পুনশ্চেনৈব মার্গেণাগত্য জন্মমরণপ্রবন্ধবৎ স্থানমধ্যাসীত, নৈততৃতীয়ং স্থানং ভবেৎ। ন হীষ্টাদিকারিণঃ চন্দ্রমণ্ডলাদবরুহঃ রমণীয়াঃ নিমিত্তাঃ বা যোনিঃ প্রতিপত্তমান-তৃতীয়ং স্থানং প্রতিপত্তন্তে। তৎকস্তু হেতোঃ। পিতৃঘানেন পথাবরোহাৎ। ওদ্যদি ক্ষুদ্রজন্তুবোহপ্যানেনৈব পথাবরোহেয়ুঃ, নৈতদেবাং জন্মমরণপ্রবন্ধবৎ তৃতীয়ং স্থানং ভবেৎ। ততোহবগচ্ছামঃ, সংযমনঃ সপ্ত চ বাতনাতৃমীর্ষমবশ-তয়া প্রতিপত্তমানা অনিষ্টাদিকারিণো ন চন্দ্রমণ্ডলাদবরোহন্তীতি। তস্মাৎ “যে বৈ কে চ” ইতিষ্টাদিকারিবিশয়ং, ন সর্ববিষয়ং, পঞ্চম্যামাহুতাবিতি চ স্বার্থবিধান-পরং ন পুনরপঞ্চম্যাহুতিপ্রতিষেধপরমপি, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। “সংযমেনে ত্রু-ভুয়” ইতি সূত্রেণাবরোহাপাদানতয়া সংযমনস্তোপাদানাত্চন্দ্রমণ্ডলাপাদাননিষেধ-আগমঃ, তথা চ সিদ্ধাস্তসূত্রসেব। পূর্বপক্ষসূত্রে তু শব্দান্তরাধাহারেণ কথ-ক্ষিপ্তমস্মিতব্যম্। জীবজং জরায়ুজম্। সংশোকজং সংস্বেদজম্ ॥ ৩। ১। ১২ ॥

[রত্নপ্রভা। সিদ্ধাস্তসূত্রং ব্যাচষ্টে—তুশব্দ ইত্যাদিনা। সংযমেনে যমলোকে

যায়, আর অনিষ্টকারী যায় না, এমন কোন অবধারণ বাক্য বলেন নাই, সামান্ততই বলিয়াছেন। [দেহারন্তো...বাতাং] আরও দেখ, বাহারা পুনর্বার জন্মিবে, তাহাদের দেহোৎপত্তি চন্দ্রগমন ব্যতীত হয় বলিতে পার না। কারণ, “পঞ্চমী আহুতিতে—” এই শ্রুতিতে আহুতি-সংখ্যার নিয়ম আছে। অতএব, সাধারণতঃ সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইহা অবগত স্বীকর্তব্য। যদি বল, ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী উভয়ের সমান গতি হওয়া উচিত নহে, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, অনিষ্টকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে যায় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহাদের সুখভোগ হয় না। ইহাই বিশেষ (পূর্বপক্ষ) ॥ ৩। ১। ১২ ॥

তু-শব্দ পূর্বপক্ষের নিষেধক। অর্থাৎ সকলেই যে, চন্দ্রমণ্ডলে যায়, তাহা

* তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবর্তকঃ। সর্বৈ চন্দ্রমণ্ডলং ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। সংযমেনে যমপু-র-ধামী: বাতনা অগুভুয় ইতরেবাং অনিষ্টকারিণাং অবরোহন্তীত্যেবমারোহাবরোহৌ জয়েতে ইতি-প্ৰত্যাৰ্থঃ।

গচ্ছন্তীতি । কস্মাৎ ? ভোগায়ৈব হি চন্দ্রারোহণং, ন নিস্প্র-
য়োজনং, নাপি প্রত্যবরোহায়ৈব । যথা কশ্চিদৃ বৃক্ষমারোহতি
পুষ্পফলোপাদানায়, ন নিস্প্রয়োজনং, নাপি পতনায়ৈব ।
ভোগশ্চানিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমসি নাস্তীত্বাস্তম্ । তস্মাদি-
ষ্টাদিকারিণ এব চন্দ্রমসমারোহন্তি, নেতরে । ইতরে তু সংয-
মনং যমালয়মবগাহ স্বল্পকৃতানুরূপা যামীর্থাতনা অনুভূয়
পুনরেবেমং লোকং প্রত্যবরোহন্তি । এবমুতো তেষামারো-
হাবরোহৌ ভবতঃ । কুতঃ ? তদগতিদর্শনাৎ । তথাহি যম-
বচনস্বরূপা শ্রুতিঃ প্রয়তামনিষ্টাদিকারিণাং যমবশ্চতাং
দর্শয়তি—

যমকৃত্য যাতনা অনুভূয়াবরোহন্তীত্যেবং আরোহাবরোহাবিতি যোজনা স্বত্র-
জ্ঞেয়া । যমবশ্চতাং মুহা গচ্ছতাম্ । সম্যক্ পরন্তাৎ প্রাপ্যত ইতি সম্প্রায়ঃ
পরলোকঃ, তদুপায়ঃ সাম্প্রায়ঃ, বালমজ্জঃ, বিশেষতো বিত্তরাগেণ মৃতঃ,
যোহাৎ প্রমাদং কুর্কন্তঃ প্রতি ন ভাতি । স চ বালঃ অয়ং স্রীবিহাঙ্গিলোকো-

যায় না । কেন ? তাহা বিবেচনা কর । চন্দ্রে আরোহণ অর্থাৎ চন্দ্রলোকে
যাওয়া ভোগের নিমিত্ত, স্বতরাং তাহা নিস্প্রয়োজন নহে । লোকে যেমন
ফল-পুষ্পাদি গ্রহণের নিমিত্তই বৃক্ষারোহণ করে, কিন্তু নিস্প্রয়োজনে কিংবা
পড়িবার জন্য বৃক্ষারোহণ করে না ; তেমনি, জীবও ভোগের উদ্দেশ্যেই চন্দ্র-
রোহণ করে, নিস্প্রয়োজনে অথবা পতনের জন্য চন্দ্রারোহণ করে না । সেখানে
(চন্দ্রলোকে) তাহাদের ভোগ হয় না, এ কথা পূর্বে বলিয়াছি, স্বীকার
করিয়াছি, সে কারণে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য হইবে যে, ইষ্টাদিকারীরাই চন্দ্র-
লোকে যায়, বিপরীতকারীরা যায় না । যাহারা নিমিত্তকর্মকারী তাহারা
ষগলয়ে গমনপূর্ব্বক সেখানে সেই সেই দ্রুত কণ্ঠের অনুরূপ যমপ্রদত্ত যাতনা
অনুভব করিয়া তৎপরে ইহ লোকে প্রত্যাগমন করে । [এবমুতো...ভবতি]
তাহাদের যে, কথিতপ্রকার আরোহণাবরোহণ হয়, তাহা যমবচনরূপা শ্রুতিতে
উক্ত আছে । তাহাদের তদুপ গতি অর্থাৎ যমবশ্চতা শ্রুতিকর্তৃক উক্ত হইয়াছে ।
নমের উক্তি যথা—“সাম্প্রায়ের অর্থাৎ পরলোকের প্রকৃততত্ত্ব অজ্ঞের—বিশেষতঃ

সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইষ্টানিষ্টকারীর বিশেষ নাই, এ পক্ষ অগ্রাহ্য । কারণ, শ্রুতিতে
অনিষ্টকারীর আরোহণাবরোহ নিম্নলিখিত প্রকারে অভিহিত হইয়াছে । যথা—অনিষ্টকারীরা যমপূরে
আরোহণ করে, সেখানে যমকৃত যাতনা ভোগ করিবা ভোগান্তে পুনররোহণ অর্থাৎ পুনর্দেহ
গ্রহণ করে ।

“ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং

প্রমাদন্তং বিভ্রমোহেন মুঢ়ম্।

অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী

পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥” ইতি

“বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং” ইত্যেবঞ্জাতীয়কঞ্চ বহ্বেব
যমবশ্তাপ্রাপ্তিলিঙ্গং ভবতি ॥ ৩। ১। ১৩ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ৩। ১। ১৪ ॥ #

অপি চ, মনুব্যাসপ্রভৃতয়ঃ শিষ্টাঃ সংযমনে পুরে যমায়ত্তং
কপূয়কর্ষবিপাকং স্মরন্তি নাটিকেতোপাখ্যানাদিষু ॥ ৩। ১। ১৪ ॥

অপি চ সপ্ত ॥ ৩। ১। ১৫ ॥ †

অপি চ, সপ্ত নরকা রৌরবপ্রমুখা দুষ্কৃতফলোপভোগ-

হস্তি ন পরলোকোহস্তীতি মানী, স মে যম যমস্ত বশমাপ্রোভীত্যর্থঃ। পাপিনাং
যমবশ্তাবাদি-বিশেষশ্রুতিস্মৃতিবলাৎ “বে বৈ কেচ” ইত্যবিশেষশ্রুতিরিষ্টাদিকারি-
বিষয়ত্বেন ব্যাখ্যেয়েতিভাৱঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ১। ১৩ ॥]

(সংযমনে তদাখ্যায়া প্রসিদ্ধে যমপুরে। কপূয়কর্ষবিপাকং পাপকর্ষজং
ফলম্। নাটিকেতা নাম ঋষিস্তমদিকৃত্য প্রবৃত্তং উপাখ্যানং নাটিকেতোপাখ্যা-
নম্ ॥ ৩। ১। ১৪ ॥)

ধনমুৎসের নিকট প্রতিভাত (প্রকাশিত) হয় না। তাহার কারণে করে, এই
লোকই আছে, ঐ লোক অর্থাৎ পরলোক নাই। সেই জন্তই তাহার পুনঃপুনঃ
আমার বশতা প্রাপ্ত হয়। “যমলোক পাপিজনের গমনীয়” এইরূপ ও অন্তরূপ
অনেক বাক্য আছে—যাহাতে পাপীর যমবশতা প্রাপ্তির বোধক কথা
আছে ॥ ৩। ১। ১৩ ॥

মহু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও নাটিকেত উপাখ্যানাদিতে যমের সংযমননামক
পুরে যমপ্রদত্ত পাপ-কর্ম্মের ফলভোগ বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৩। ১। ১৪ ॥

দৌবাণিকেরাও দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলভোগস্থান রৌরবপ্রভৃতি সপ্তসংখ্যক

* সংযমনাখ্যো যমপুরে যমায়ত্তং পাপিনাং পাপকর্ষবিপাকমিতি পুরণীয়ম্।

মহু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও যমপুরে পাপীর পাপকর্ম্মের ফলভোগ হওয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

† সপ্ত নরকাঃ সস্তীতি শেখঃ। তে চ দুষ্কৃতকর্ম্মফলভোগভূময় ইতাভিপ্রাচঃ।

রৌরব মহারৌরব প্রভৃতি সাত প্রকার নরক স্থান আছে। সেই সকল স্থানে পাপীর গমন ও
দুষ্কৃতকর্ম্মের ফলভোগ হয়, ইহা পুবাণাদিতেও বর্ণিত আছে।

ইত্যশ্চ প্রশ্নশ্চ প্রতিবচনাবসরে শ্রুয়তে “অথৈতয়োঃ পথোর্ন
কতরেণচন, তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি
জায়ন্ত ত্রিযশ্চেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং, তেনাসৌ লোকো ন
সম্পূর্য্যতে” ইতি । তত্রৈতয়োঃ পথোরিতি বিদ্যাকৰ্ম্মণোরি-
ত্যেতৎ । কস্মাৎ ? প্রকৃতত্বাৎ । বিদ্যাকৰ্ম্মণী হি দেবযান-
পিতৃযানয়োঃ পথোঃ প্রতিপত্তৌ প্রকৃতে । “তদ্ য ইথং
বিদুঃ” ইতি বিদ্যা, তয়া প্রতিপত্তব্যো দেবযানঃ পস্থাঃ প্রকী-
ৰ্ত্তিতঃ । “ইষ্টাপূৰ্ত্তে দত্তম্” ইতি কৰ্ম্ম, তেন প্রতিপত্তব্যঃ পিতৃযানঃ
পস্থাঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । তৎপ্রক্রিয়াম্, “অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ-
মার্গপ্রতেরিত্যাহ—বিদ্যাকৰ্ম্মণোরিতি । মার্গদ্বিতয়োক্তানন্তরঃ তৃতীয়মার্গোক্তসমা-
বৃত্তার্থঃ প্রতাবশ্যমঃ । এতয়োৰ্দ্ধিষ্টাকৰ্ম্মণোঃ পথিদ্বয়সাধনমেনন্ততরেণাপি
সাধনেন যে নরা ন যুগ্মাঃ, তে জন্মমরণাবৃত্তিরূপতৃতীয়মগন্তানি ভূতানি ভবন্তি ।
ক্রিয়াবৃত্তৌ লোট্ । তেন পাপিনাং চক্ৰগতাভাবাচ্চক্ৰলোকো ন সম্পূর্য্যতে
ইতি ক্তার্থঃ । প্রতিপত্তাবিতি প্রাপ্তিসাধনে ইত্যর্থঃ ।

অপি চ, পাপিনাং চক্ৰগতৌ ‘অসৌ লোকঃ সম্পূর্য্যতে, অতঃ ন সম্পূর্য্যতে’
ইত্যেতৎ প্রতিবচনং বিরুদ্ধং প্রশংসোক্তভাষ্যঃ । অববোধাদসম্পূর্ণবশতঃ ন
কল্যাণ, শ্রুতহাত্যাপত্তেরিত্যাহ—নাশ্রুতবাদিতি । অববোধে এব তৃতীয়ং স্থানং
যে-প্রকারে চক্ৰলোক পূর্ণ হয় না ?” এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শুনা যায়—“যে সকল
জীব দেবযান ও পিতৃযান, এই দুই পথের অন্ততর পথেরও অন্তপনক্ত, তাহারা
পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণ-মুক্ত তৃতীয় স্থানস্থ এই সকল ক্ষুদ্র জীবভাব (দংশমশকাদি জন্ম)
হয় । ইহারা জন্মে, আবার শীঘ্রই মরে । উহারা তৃতীয় স্থান অর্থাৎ প্রোক্ত
পথদ্বয়ান্তিরিক্ত তৃতীয় স্থানেই থাকে, চক্রে গমন করে না । (ফলিতার্থ—পাপী
চক্ৰলোকে গতি হয় না, সেই কারণে সে লোক পূর্ণ হয় না) ।” এই ক্ষতিতে যে,
এই দুই পথের—“কথা আছে, তাহার অর্থ তদভ্য পথের সাধন—বিদ্যা ও কৰ্ম্ম ।
উহা প্রকৃত অর্থাৎ জ্ঞানকৰ্ম্ম প্রকরণে কথিত । (বিদ্যা + শ্রুতম্) । সেখানে
নিষ্ঠা (জ্ঞান বা উপাসনা) ও কৰ্ম্ম এই দুইটা যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান
পথের প্রাপক বা প্রাপ্তিসাধন, এই প্রস্তাব কৃত হইয়াছে । “বাহারা এই
প্রকারে জানে” এই বাক্যে নিষ্ঠার কথন, তাহাদের দেবযানপথ প্রাপ্তব্য ।
(ফলিতার্থ—জ্ঞানই দেবযান পথে লইয়া যায়) । “ইষ্ট, আপত্তি ও দত্ত,
পথদ্বয়সাধনয়োঃ” ইথমর্থঃ কাব্যঃ । কৃতঃ ? প্রকৃতহাং তৎপ্রক্রিয়াসমুক্তভাদিত্যর্থঃ । অন্তঃ ভাস্যে
দ্রষ্টব্যম্ ।

শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান এই দ্বিবিধা গতি বলিয়া তৃতীয় গতি বলিবার সম্ভব ‘অথ’ শব্দের
প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তৎপ্রস্তাব অনুসারে “এতয়োঃ পথোঃ” এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ “সেই দুই
পথের প্রাপক বিদ্যা ও কৰ্ম্ম ।”

চন” ইতি শ্রুতম্ । এতদুক্তং ভবতি, যে চ ন বিদ্যাসাধনেন দেবযানে পথ্যধিকৃতাঃ, নাপি কৰ্ম্মণা পিতৃযানে, তেষামেষ ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণোহসকৃদাবর্তী তৃতীয়ঃ পন্থা ভবতীতি । তস্মাদপি নানিষ্টাদিকারিভিশ্চন্দ্রমাঃ প্রাপ্যতে ।

আদেতৎ । তেহপি চন্দ্রবিশ্বমাকুহ ততোহবরুহ ক্ষুদ্রজন্তুং প্রতিপৎস্বত ইতি । তদপি নাস্তি, আরোহানর্থক্যাৎ । অপি চ, সৰ্ব্বেষু প্রয়ৎসু চন্দ্রলোকং প্রাপুবৎসমৌ লোকঃ প্রয়ন্তিঃ সম্পূর্য্যোত—ইত্যতঃ প্রশ্নবিরুদ্ধং প্রতিবচনং প্রসজ্যেত । তথা হি প্রতিবচনং দাতব্যং, যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে । অবরো-হাভ্যাপগমাদসম্পূরণোপপত্তিরিতি চেৎ, ন, অশ্রুতত্বাৎ । সত্য-মবরোহাদপ্যসম্পূরণমুপপত্ততে, শ্রুতিস্তু তৃতীয়স্থানসম্বীৰ্ত্তনে-নাম্পূরণং দর্শয়তি “এতৎ তৃতীয়ং স্থানং, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে” ইতি । তেনানারোহাদেবাসম্পূরণমিতি যুক্তম্ ।

শতাক্রমিত্যত আহ—অবরোহশ্রুতিঃ । ইমমস্থানং পুননিবৰ্ত্তন্ত ইতি ইষ্টাদিকা-রিণামবরোহোক্তেরনিষ্টাদিকাবিণামপি অবরোহস্থাপনিক্কাৎ পুনকাক্ষিকার্থে-এ সকল কৰ্ম্ম । এ সকলের দ্বারা পিতৃযান পথ প্রাপ্তবা । কৰ্ম্মই পিতৃযান পথে লইয়া যায়) । ইহারই পরে শ্রুতি “অথ” বলিয়াছেন “এই দুই পথের” ইত্যাদি । ঐ অথ-শব্দের দ্বারা তৃতীয় পথ বা তৃতীয়স্থান সূচিত হইয়াছে, তাহা এদণ্ডিত পথের অতিরিক্ত । [এত...প্রাপ্যতে] ঐ শ্রুতিতে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, যাহারা বিদ্যাসাধন দেবযানে পথের অনধিকারী, অথবা যাহারা কৰ্ম্মসাধন পিতৃযান পথের অধিকারী নহে, তাহারা এই সকল শীঘ্র জন্ম-মরণ শীল ক্ষুদ্র জন্তুরূপ তৃতীয় স্থান বা তৃতীয়া গতি প্রাপ্ত হয় । ঐ সকল কারণে সিদ্ধান্ত হয় যে, অনিষ্টাদিকারীরা চন্দ্রলোকে যায় না ।

[আদেতৎ...প্রসঙ্গাৎ] যদি বল, এক্ষণ হইলেও ত হইতে পারে যে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণপূৰ্ব্বক পরে তথা হইতে আগমন করতঃ ক্ষুদ্রজন্তু প্রাপ্ত হয় ? ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে, অর্থাৎ তাহা হয় না । কেন-না, ভোগ না থাকায় আরোহণ নিষ্পয়োজন । আরও দেখ, সকলেই যদি মরিয়া চন্দ্রলোকে যায়, তাহা হইলে চন্দ্রলোকের পূর্ণতাই স্থির থাকে, সুতরাং “পূরণ হয় না কেন ?” এ প্রশ্ন হইতে পারে না । অতএব, ঐ অর্থ প্রশ্নবিরুদ্ধ । (প্রশ্ন হইল—সম্পূরণ হয় না কেন ? ‘সম্পূরণ হয় না, ইহাই স্থির’, কিন্তু “কেন ?” ইহা অস্থির বা সংশয়িত । সেই জন্তই তদ্বিনয়ক প্রশ্ন অসম্ভব) । সম্পূরণ হয় না কেন ? তাহাই বলিতে হইবে, সম্পূরণের প্রকার বলিতে হইবে না । যদি বল,

অবরোহশ্চৌদিকারিষ্যপ্যবিশিষ্টে সতি তৃতীয়স্থানোক্ত্যা-
নর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ । তুশব্দস্ত শাখাস্তরীয়বাক্যপ্রভবামশেষগমনা-
শঙ্কামুচ্ছিন্তি । এবং সত্যধিকৃতাপেক্ষঃ শাখাস্তরীয়ে বাক্যে
সর্ব্বশাকৌহবতিষ্ঠতে,—যে বৈ কেচিদধিকৃতা অস্মাল্লোকাৎ
প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বৈ গচ্ছন্তীতি ॥ ৩ । ১ । ১৭ ॥

যৎ পুনরুক্তং দেহলাভোপপত্তয়ে সর্ব্বৈ চন্দ্রমসং গচ্ছন্তমহন্তি,
পঞ্চম্যামাহুতাবিত্যাহুতিসম্ব্যানিয়মাদিতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে—

তার্থঃ । অঐতয়োরিতি মার্গান্তরোপক্রমবাহুত্বভৌ সশব্দবাহুশ্চেত্যতঃ স্থান-
শব্দো মার্গলক্ষক ইতি দৃষ্টব্যম্ ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩ । ১ । ১৭ ॥

[রত্নপ্রভা । এবমবিশেষকৃতেশ্বার্গাভাবাচ্চেতি পূর্ব্বপক্ষবীজদ্বয়ঃ নিরস্ত
তৃতীয়বীজনিরাসার্থং স্বত্রমাহ—যৎপুনরিত্যাदिना—

অবরোহণ স্বীকার করায় অসম্পূরণ বলা হয়, বস্তুতঃ তাহা হয় না । কারণ, তাহা
অশ্রুত অর্থ্যৎ ঐতি তাহা বলেন নাই, এবং সেক্ষেপ প্রসঙ্গ করেন নাই । অবরোহণ
(তথা হইতে নামিয়া আসা) স্বীকারে অসম্পূরণ উপপন্ন হয় সত্য ; কিন্তু ঐতি
সেক্ষেপে অসম্পূরণ দেখান নাই । ঐতি তৃতীয়স্থান কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন ও
দেখাইয়াছেন, পাপীরা চন্দ্রলোকে যায় না, তাই চন্দ্রলোকের পূরণ হয় না ।
যথা—“ইহা তৃতীয় স্থান অর্থাৎ কথিত দেবদান গতির ও পিতৃদান গতির অতি-
রিক্তা তৃতীয়া গতি । সেই কারণে এই চন্দ্রলোক সম্পূর্ণ হইতে পারে না । (খালি
থাকে) । অতএব, অবরোহণাবরোহণ ব্যতীত প্রকারান্তরে অসম্পূরণ হওয়াই
ঐতির ও যুক্তির অল্পমত । অবরোহণপ্রযুক্ত অসম্পূরণ, ইহা স্বীকার করিতে
গেলে ইষ্টাদিকারীর সহিত অবিশেষ ঘটনা হয় এবং তৃতীয় স্থান কণনের
প্রয়োজন থাকে না । [তুশব্দ... ইতি] অত্র শাখাস্তরীয়ে ঐতিতে যে সমুদায়
জীবের চন্দ্রগতি শুনা যায়, তৎ শ্রবণে যে সমুদায় জীবের চন্দ্রগতি হওয়ার আশঙ্কা
জন্মে—স্বত্রকার সে আশঙ্কা তু-শব্দে প্রয়োগে বিদূরিত করিয়াছেন । তাহাতে
বুঝিতে হইবে, শাখাস্তরীয় বাক্যে যে, সর্ব্বশব্দ আছে, তাহা অধিকৃতাপেক্ষ
অর্থাৎ তাহার অর্থ অধিকারী সকল । ফলতঃ এই যে, যে সকল অধিকারী
(চন্দ্রলোকে বাইবার যোগ্য) এতলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই
চন্দ্রপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩ । ১ । ১৭ ॥

[যৎপুন ..প্রত্যুচ্যতে] বলিয়াছিল যে, ‘আভতিসংখ্যার নিয়ম থাকায়
(চতুর্থী আহুতির পর পঞ্চমী আভতিতে পুরুষশব্দবাচ্য অর্থাৎ দেহোৎপত্তি
হওয়ার নিয়ম থাকায়) সকলকেই চন্দ্রলোকে গাইতে হয়, স্বত্রকার এক্ষণে তাহার
প্রতিবন্ধ বলিতেছেন । (পঞ্চমী আভতি—স্বীকৃতোক্তিতে নিষ্কিপ্ত হওয়া । চন্দ্র-
লোকে না গেলে বর্ষাদির দ্বারা পৃথিবীতে আসা ঘটে না এবং যেতে বা রক্তে
বাস করাও ঘটে না) । এক্ষণে স্বত্রের দ্বারা ঐ আপত্তির প্রত্যাগতি প্রদর্শিত
হইতেছে—

ন তৃতীয়ে তথোপলক্ষেঃ ॥ ৩ । ১ । ১৮ ॥ *

ন তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায় পঞ্চসংখ্যানিয়ম আত্মী-
নামাদর্শব্যঃ । কৃতঃ ? তথোপলক্ষেঃ । তথা হস্তরেণৈবাহু-
তিসংখ্যানিয়মং বর্ণিতেন প্রকারেণ তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরূপল-
ভ্যতে “জায়স্ব ত্রয়স্ব” ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানমিতি । অপি চ,
“পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইতি মনুষ্য-
শরীরেহতুত্বেনাহুতিসংখ্যা সঙ্কীৰ্ত্ত্যতে, ন কীটপতঙ্গাদিশরীর-
েহতুত্বেন । পুরুষশব্দস্য মনুষ্যজাতিবচনত্বাৎ । অপি চ,
পঞ্চম্যামাহুতাবাপাং পুরুষবচনমুপদিশ্যতে, নাপঞ্চম্যামাহুতৌ
পুরুষবচনং প্রতিষিধ্যতে, বাক্যস্য দ্ব্যর্থতাদোষাৎ । তত্র
যেসামারোহাবরোহৌ সম্ভবতন্তেষাং পঞ্চম্যামাহুতৌ দেহ

বিদ্যাকল্পশৃঙ্খলাঃ ক্রমিকীটাদিভাবেন জায়ন্তেত্যাদিপ্রত্যয়ানিরন্তরভঙ্গ-
মরণোপলক্ষেনাহুতিসংখ্যান্যাদর ইত্যর্থঃ । পুরুষশব্দটিচৈবমিত্যাহ—অপি চেতি ।
ইতি বহুপ্রভা ॥ ৩ । ১ । ১৮ ॥]

তৃতীয় স্থানে শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত আত্মতির ও আত্মতিসংখ্যার নিয়ম
নাই । শ্রুতাক্ত ঐ আত্মতিসংখ্যা তৃতীয়স্থানে আদর্শব্য নহে । কেন-না,
তাহাই উপলক্ষ (প্রতীতি) হয় । নিষ্মিত আত্মতিসংখ্যা ব্যতীত কথিত
প্রকারে অর্থাৎ “জন্মে আব মনে ; জন্মে আর মরে।” এইরূপে তৃতীয়স্থান
লাভ হওয়া প্রতীত হয় । [অপিচ আরভ্যতে] “অপ্ পঞ্চমী আত্মতিতে
পুরুষ-শব্দেব বাচ্য হয়” এই যে, শ্রুতাক্ত আত্মতি-সংখ্যার নিয়ম, এ নিয়ম কেবল
মানব-শরীরবিষয়ে, কীট-পতঙ্গাদি শরীরবিষয়ে নহে । কারণ, ঐ পুরুষ-শব্দ—
মহমাজ্জাতিসহ বোধক, কীট পতঙ্গাদির বোধক নহে । আরও দেখ, শ্রুতি
পঞ্চমী আত্মতিতে অপের পুরুষপদবাচ্য হওয়ার উপদেশ করিয়াছেন সত্য ;
কিন্তু অপঞ্চমী আত্মতিতে তাহার নিষেধ করেন নাই । (পঞ্চম আত্মতিস্থান
ব্যতীত পুরুষপদেহ হইবে না, এমন কথা বলেন নাই) । ঐ একই বাক্যের বিধি
নিষেধ উভয়ার্থ স্বীকার করিতে গেলে, তাহার দ্ব্যর্থতা দোষ স্বীকার করিতে
হইবে । (এক বাক্যে দুই অর্থ প্রতীত হয় না । তাহা বলাও অজ্ঞান) । অত-
এব, বুদ্ধিতে হইবে, বাহাদের আরোহাবরোহ সম্ভব, অপ্ পঞ্চমী আত্মতিতে
তাহাদেরই দেহ জন্মায়, তদ্বিন্ন জীবের দেহ বিনা আত্মতিতে ভূতাত্তর সংস্কে

* তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায়ত্মতিসংখ্যানিয়মো নাপেক্ষিতঃ । কৃতঃ ? তথোপলক্ষেঃ ।
বিশালি হি পঞ্চমীমাহুতিঃ জায়স্ব ত্রয়স্ব ইত্যেতৎপ্রকারেণৈব তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরূপলভ্যঃ ইতি
প্ৰস্তাব্যর্থঃ ।

তৃতীয় স্থান প্রাপ্তিতে অর্থাৎ কীটপতঙ্গাদি শরীর লাভের নিমিত্ত আত্মতিনিয়ম নাই । কেন-
না, বিনা আত্মতিতেও ঐ সকল জীবের দেহ হইতে দেখা যায় । [ভাষ্যানুবাদ দেখ ।]

উদ্ভবিষ্যতি, অন্তেষাম্স্ত বিনৈবাহুতিসম্ব্যয়া ভূতান্তরোপস্থিষ্ঠাভির-
স্থির্দেহ আরভ্যতে ॥ ৩। ১। ১৮ ॥

স্বর্য্যতেহপি চ লোকে ॥ ৩। ১। ১৯ ॥ *

অপি চ স্বর্য্যতে লোকে দ্রোণধ্বক্ষ্যম্ভূতীনাং সীতা-
দ্রৌপদীপ্রভৃতীনাঞ্চাযোনিজত্বম্। তত্র দ্রোণাদীনাং যোষি-
দ্বিষয়ৈকাত্বতিনাস্তি, ধ্বক্ষ্যাদীনাং যোষিৎপুরুষবিষয়ে দ্বে
অপ্যাহুতী ন স্তঃ। যথা চ তত্রাহুতিসম্ব্যয়ানাদরো ভবতি,
এবমন্তত্রাপি ভবিষ্যতি। বলাকাপ্যস্তরেণৈব রেতঃসেকং গর্ভং
ধত্ত ইতি লোকে রুঢ়িঃ ॥ ৩। ১। ১৯ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৩। ১। ২০ ॥†

অপি চ, চতুর্বিধে ভূতগ্রামে জরায়ুজাণ্ডজশ্বেদজোদ্ভি-

[রত্নপ্রভা। মহামুদেহস্তাপি নাহুতিসম্ব্যয়ানিয়ম ইত্যাহ—অপিচেত্যাদিনা।
বিধিনিষেধরূপার্থস্বরে বাক্যভেদঃ স্তাদিত্যর্থঃ। অনিয়মে হুতিসম্বাদার্থং সূত্রম্।
স্বর্য্যতেহপিতি। লোক্যতেহনেনেতি লোকো ভারতাদিক্রুতঃ। মুখ্যার্থমপ্যাহ—
বলাকেতি। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ১। ১৯ ॥]

[রত্নপ্রভা। অণ্ডজানি চ জরায়ুজানি চ শ্বেদজানি চ উদ্ভিজ্জানি চেতি।

অপের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সে সকল শরীর আহুতিসংখ্যার নিয়ম
বহির্ভূত ॥ ৩। ১। ১৮ ॥

অন্ত শরীরের কথা দূরে থাকুক, নম্রনাশনীরোৎপত্তিতেও যে, আহুতি-
সংখ্যার নিয়ম নাই, তাহা ভারতাদিগ্রন্থে দ্রোণ ধ্বক্ষ্যাম্, সীতা ও দ্রৌপদী
প্রভৃতির অযোনিজত্ব কথন দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রোণাদির জন্মে যোষিদিব-
স্বক একটা আহুতির অভাব, এবং ধ্বক্ষ্যাদির স্ত্রীপুং-সংসর্গরূপ আহুতিঘষের
অভাব আছে। যেমন সে সকল দেহে আহুতিসংখ্যানিয়মের অভাব আছে,
তেমনি, দেহান্তরেও তাহার অভাব দেখা যায়। বকী (স্ট্রীবক) বিনা রেতঃসেকে
গর্ভিণী হয়, এ সংবাদ লোক-সমাজে প্রসিদ্ধ। (ঋতুমতী বকী মৈথুন-ধর্মে
গর্ভিণী হয় না, মেঘগর্জন শ্রবণে গর্ভিণী হয়) ॥ ৩। ১। ১৯ ॥

অপিচ, জরায়ুজ (১) অণ্ডজ (২) শ্বেদজ (৩) ও উদ্ভিজ্জ (৪), এই চতু-

* লোক্যতেহনেনেতি লোকো ভারতাদিঃ।

ঋষি ভারতাদি গ্রন্থে আহুতিসংখ্যার আদরাভাব স্মরণ করিরাছেন, এবং জীবলোকেও তাহার
উদাহরণ দেখা যায়।

† বিনাপি গ্রামধর্ম্মমুৎপত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ।

চতুর্বিধ ভূত জ্ঞানের মধ্যে বিবিধ ভূতের গিনা মৈথুনধর্মে স্বেছোৎপত্তি হইতে দেখা যায়।

জলক্ষেপে শ্বেদজোষ্টিজ্জয়োরন্তরেণৈব গ্রাম্যধর্ম্মমুংপত্তিদর্শ-
নাদাহতিসংখ্যানাদরো ভবতি, এবমন্তত্রাপি ভবিষ্যতি ॥৩।১।২০॥

নমু “তেমাং খল্বেমাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—
অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্” ইত্যত্র ত্রিবিধ এব ভূতগ্রামঃ স্ফরতে,
কথং চতুর্বিধত্বং ভূতগ্রামস্য প্রতিজ্ঞাতমিত্যত্রোচ্যতে—

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥৩।১।২১॥*

“অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্” ইত্যত্র তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দে-
নৈব শ্বেদজোপসংগ্রহঃ কৃতঃ প্রত্যেতবাঃ, উভয়োরপি শ্বেদ-
জোদ্ভিজ্জয়োভূম্যাদকোম্ভেদপ্রভবত্বস্য তুল্যত্বাৎ। স্বাবরো-
দ্ভেদান্তু বিলক্ষণো জঙ্গমোদ্ভেদ ইত্যত্র শ্বেদজোদ্ভিজ্জয়ো-
র্ভেদবাদ ইত্যবিরোধঃ ॥ ৩।১।২১ ॥

প্রত্যবষ্টেত্ত্বেন সূত্রং ব্যাচষ্টে—অপি চেতি। অন্তরাপ্যনিষ্টাদিকাবিশিষ্টার্থঃ।
বহুপ্রভা ॥ ৩।১।২০ ॥]

অনয়া শ্রুত্যা চাতুর্বিধ্যং কথমুক্তং, শ্রুতান্তরে ত্রীণ্যেবেত্যবধানবিরোধাদিতি
শব্দান্তরত্বেন সূত্রমাদত্তে—নস্থিত্যাদিনা।

জীবজং জরাযুজং মনুষ্যাদি, ভূমিমুদ্ভি জায়তে বৃক্ষাদিকং, উদকং তিস্তা
জায়তে শৃঙ্গাদিজঙ্গমমিতি ভেদঃ। সংশোকঃ শ্বেদঃ। ইতি বহুপ্রভা ॥৩।১।২১॥]

কিঞ্চ জীবজাতির বা ভূত গ্রামের মধ্যে শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জের বিনা গ্রাম্যধর্মে
উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। তাহাতে বুঝিতে হইবে, তাহাদের সহজে অহতি-
সংখ্যা অনিয়মিত। যখন শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জের জন্মে অহতিসংখ্যার অনাদর দেখা
যায়, তখন যে, অন্তের জন্মেও অহতিসংখ্যাব অনাদর থাকিবেক, তদ্বিনয়ে আর
কথা কি ॥ ৩।২।২০।

[নমু...মিত্যত্রোচ্যতে] যদি বল, শ্রুতি ত্রিবিধ ভূতগ্রাম বা জীবজাতির
কথা বলিয়াছেন, যথা—“অণ্ডজ (১) জীবজ বা জরাযুজ (২) ও উদ্ভিজ্জ (৩)।”
কিন্তু ভূমি বলিতেছ, ভূতজাতি চতুর্বিধ। ইহার কারণ কি? সূত্রকার এ প্রশ্নের
প্রত্যুত্তর দিতেছেন—

“অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ” এই শ্রুতিতে যে, তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ আছে,
ঐ উদ্ভিজ্জ শব্দে শ্বেদজের সংগ্রহ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক। কেননা,
শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুইটির মধ্যে ভূমি ও জলউদ্ভেদ-পূরক উৎপন্ন হওয়ার
প্রণালী তুল্য। স্বাবরোদ্ভেদের লক্ষণ জঙ্গমোদ্ভেদে নাই, সে কারণেও তদ্বয়ের
ভেদবাদ অবিরুদ্ধ ॥ ৩।১।২০ ॥

* তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দেন সংশোকজস্য শ্বেদজস্য অবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ, অতোহি শব্দঃ।

শ্রুতি উদ্ভিজ্জ শব্দে শ্বেদজ জাতির সংগ্রহ কবিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবেক।

সাত্ত্বাব্যাপ্তিরূপপত্তেঃ ॥ ৩ । ১ । ২২ ॥ †

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসমাসাগ্র “তস্মিন্ যাবৎ সম্প্রতি-
মুঘিহ্না ততঃ সানুশয়া অবরোহন্তি” ইত্যুক্তম্ । অথাবরোহ-
প্রকারঃ পরীক্ষ্যতে । তদ্রেয়মবরোহশ্রুতির্ভবতি “অথৈতমেবা-
ধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে যথৈতম্—আকাশমাকাশদ্বায়ুং বায়ুভূত্বা ধূমো
ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো
ভূত্বা প্রবৰ্ষতি” ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমাকাশাদিস্বরূপ-
মেবাবরোহন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে কিং বাকাশাদিসাম্যমিতি । তত্র
প্রাপ্তং তাবদাকাশাদিস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্ত ইতি । কুতঃ ?
এবং হি শ্রুতির্ভবতি, ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ । শ্রুতি-লক্ষণা-
বিশয়ে চ শ্রুতির্ন্যায়া, ন লক্ষণা । তথা চ “বায়ুভূত্বা ধূমো

যত্মপি “যথৈতমাকাশমাকাশদ্বায়ুং” ইত্যতো ন তাদাত্ম্যং ক্ষুটমবগম্যতে, তথাপি
বায়ুভূত্বোত্যাদেঃ ক্ষুটতরতাদাত্ম্যাবগমাদ্ যথৈতমাকাশমিত্যেতদপি তাদাত্ম্য
এবাবতিষ্ঠতে । ন চাত্ম্যন্তত্ত্বাবাবুপপত্তিঃ । মনুষ্যশরীরস্ত নদিকৈশ্বরস্ত দেবদেহ-
রূপপরিণামস্বরূপাং, এবং দেবদেহস্ত চ নহমস্ত তিথ্যকৃষ্ণরূপাং । তস্মান্মুখ্যার্থ-
পরিভাষেন ন গোণী বৃত্তিরাশ্রয়ণীয়া । গোণীয়াস্ত বৃত্তৌ লক্ষণাশব্দঃ প্রযুক্তৌ গুণে
লক্ষণায়াঃ সম্ভবাং । যথাহঃ—“লক্ষ্যমাণগুণৈর্গোণাদবৃত্তিরিষ্টা তু গোণতা” ইতি ।
এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—“সাত্ত্বাব্যাপ্তিঃ” ।

ইষ্টাদিপুণ্যকর্মকারীরা চন্দ্রমা প্রাপ্ত হইয়া পতনের পূর্বপর্ষ্যন্ত সে স্থানে বাস
করিয়া অবশেষে অভুক্ত কর্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে অর্থাৎ পুনর্বার
এতল্লোকে জন্ম গ্রহণ করে, ঠৈ বলা হইল । এক্ষণে কি রূপে অবরোহণ করে,
তাহা বিচারিত হইবে । অবরোহণবিষয়িণী শ্রুতি এইরূপ—“অনন্তর তাহার
যথাগত পথে পুনরাগমন করে । ভোগান্তে শরীর দ্রবীভূত হইলে তাহার প্রথমে
আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুপ্রাপ্ত, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূমের পর
অভ্র হয়, অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে ।” ইত্যাদি । [তত্র...
ইতি] এখানে সংশয় এই যে, অবরোহণকারীরা কি আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত
হয় ? অথবা আকাশাদির তুল্যতা প্রাপ্ত হয় ? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, আকাশাদির
স্বরূপ প্রাপ্ত হয় । তাহাই শ্রুতির অর্থ, অন্তথা শ্রুত্যাৰ্থে লক্ষণা করিতে হয় ।
(মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা অত্যাশা) । সে স্থানে শ্রোত
অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ ও লক্ষণা-জনিত অর্থ উপস্থিত থাকে, সে স্থানে আক্ষরিক

† সমানো ভাবো ধর্মো যন্ত স সাত্ত্ববস্ত্ত ভাবঃ সাত্ত্বাব্য সাম্যমিত্যর্থঃ । সাম্যাপত্তির্ভবতি, ন
তু তত্ত্বাব্যাপ্তিরিত্যভিপ্রায়ঃ । তদেব ছাপপত্ততে ন দৃষ্টম্ ।

অবরোহণকারীরা অবরোহণ কালে আকাশাদির সমান হয়, আকাশাদি হয় না । কেননা,
আকাশাদি সমান হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ ।

ভবতি” ইত্যেবমাদীশ্বরাক্ষরাণি তৎস্বরূপোপপত্তাবেব কল্পন্তে।
তস্মাদাকাশাদিস্বরূপোপপত্তিরিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ,—আকা-
শাদিসাম্যং প্রতিপদ্যন্ত ইতি।

চন্দ্রমণ্ডলে বদন্ত্যয়ং শরীরমুপভোগার্থমারুহঃ, তদুপভোগক্ষয়ে
সতি প্রবিলীয়মানং সূক্ষ্মমাকাশসমং ভবতি, ততো বায়োর্বিশ-
মেতি, ততো ধূমাদিভিঃ সংসৃজ্যত ইতি। তদেতদুচ্যতে
“যথেষ্টমাকাশমাকাশাদ্বায়ুম্” ইত্যেবমাদিনা। কুত এতৎ?
উপপত্তেঃ। এবং হেতুপদ্যতে। ন হ্যন্যস্তান্যভাব
উপপদ্যতে। আকাশস্বরূপপ্রতিপত্তৌ চ বায়াদিক্রমেণাবরোধো

সমানো ভাবো রূপং যেষাং, তে সভাবান্তেষাং ভাবঃ সাভাব্যং সাক্ষপাং
সাদৃশ্যমিতি বাবৎ। কুতঃ? উপপত্তেঃ। এতদেব ব্যতিরেকমুখেন ব্যাচষ্টে—“ন
হ্যন্যস্তান্যভাব উপপত্ততে”। যুক্তমেতদ্, যদেবশরীরমজ্জগরভাবেন পরিণমতে, দেব-
দেহসময়েজ্জগরশরীরস্তাভাব্যং। যদি তু দেবজ্জগরশরীরে সমসময়ে স্তাভাব্যং,
ন দেবশরীরমজ্জগরশরীরং শিল্লিশতেনাপি ক্রিয়তে। ন হি দধিপয়সী সমসময়ে
পরম্পরাস্থনী শক্যে সম্পাদয়িতুং, তথেষাপি সূক্ষ্মশরীরাকাশয়োর্ব্গপত্তাবান্ন
পরম্পরাস্থদ্বয়ং ভবিতুমর্হতি। এবং বায়ুর্দিদৃশ্যং যোজ্যম্। তথা চ তদ্বাবস্ত-
অর্থেনই গ্রহণ হয়, অত্যা বলিয়া লাক্ষণিক অর্থেন গ্রহণ হয় না। লাক্ষণিক
অর্থেন গ্রহণ না হইলেই “বায়ু হইয়া ধূম হয়” এইরূপ এইরূপ পাঠ সেই সেই
পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্তি বোধক হইয়া থাকে; সূত্রের পান্ডিয়া গেল, অবরোধ-
কারীরা অবরোধকালে আকাশাদির স্বরূপ হয়, আকাশাদির তুল্য হয় না।
স্বরূপের এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বসিতেছেন, তাহার আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত
হয় না; কিন্তু আকাশাদির সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হয়।

[চন্দ্রমণ্ডলে...উপপত্ততে] ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে যে জলময় ভোগদেহ
উৎপন্ন হইয়া থাকে, ভোগ সনাপ্তিতে তাহা বিলীন হইয়া যায়। বিলীন বা বিজ্ঞত
হইয়া (গলিয়া গিয়া) সূক্ষ্ম আকাশের সমান হয়। আকাশের স্তায় সূক্ষ্ম ও লঘু
হয় বলিয়া বায়ুর বশ্ত হয়, বায়ুবশ্ত হইয়া ধূমাদির সহিত সংসৃষ্ট (মিশ্রিত) হয়।
এতরূপ ক্রমে অব্ভ্রপ্রবিষ্ট (জলগর্ত মেঘ অব্ভ্র এবং বর্ষণকারী মেঘ মেঘ।
মেঘের সঞ্চাবস্থা অব্ভ্র, আর বর্ষণাবস্থা মেঘ)। তৎপরে বৃষ্টিজলে প্রবিষ্ট, তৎপরে
পৃথিবীতে আসিয়া দাঙাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। শ্রুতি এই তথ্যটী “যথাগত আকাশকে
প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ হইতে বায়ু প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি শব্দে বলিয়াছেন।
ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গতার্থ। ঐরূপ হইলেই শ্রুতার্থও ঠিক থাকে, অত্যা মুখ্যা-
র্থের অবরোধ হয়, অর্থাৎ উক্ত স্থলে মুখ্যার্থ অসম্ভব বা অনুপপন্ন হয়। [আকাশ-
স্বরূপ...গ্যতে] ক্রীণ আকাশই প্রাপ্ত হইলে, তাহার বায়ু-আদিক্রমে অবরোধ

নোপপত্তে। বিভূত্বাচ্চাকশেন নিত্যসম্বন্ধত্বাৎ তৎসাদৃশ্য-
পত্তেরন্যন্তংসম্বন্ধো ঘটতে। শ্রুতাসম্ভবে চ লক্ষণাশ্রয়ণং
ন্যায্যমেব। অত আকাশাদিতুল্যতাপত্তিরেবাত্রাকাশাদিভাব
উত্থাপচর্য্যতে ॥ ৩। ১। ২২ ॥

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ৩। ১। ২৩ ॥ *

তত্রাকাশাদিপ্রতিপত্তৌ প্রাগ্ভীহাদিপ্রতিপত্তেৰ্ভবতি
বিশয়ঃ—কিং দীৰ্ঘং কালং পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বসাদৃশ্যেনাবস্থায়োত্তরোত্ত-
রসাদৃশ্যং গচ্ছন্তি, উতাল্লমল্লমিতি। তত্রানিয়মঃ, নিয়মকারিণঃ
শাস্ত্রস্তাভাবাৎ—ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—নাতিচিরেণেতি।

সাদৃশ্যেনোপচারিকো ব্যাখ্যেয়ঃ। নবাকাশভাবেন সংযোগমাত্রং লক্ষ্যতাং, কিং
সাদৃশ্যেনেত্যত আহ—“বিভূত্বাচ্চাকশেন” ইতি ॥ ৩। ১। ২২ ॥

হ্রিন্প্রপত্তরমিতি দুঃখেন নিঃসরণং ক্রতে, ন তু বিলম্বেনেতি মন্ততে পূৰ্ব্ব-
উপপন্ন হয় না। আকাশ বিভূ, তাহার সতিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ। সে কারণ,
আকাশ-সদৃশ হওয়া ব্যতীত অল্প সম্বন্ধ ক্ষত হয় না। যেখানে শ্রুতার্থের অর্থাৎ
আক্ষরিক অর্থের অসম্ভাবনা, সেখানে লক্ষণের আশ্রয়ই ত্যাগ। সেই জন্তই বলি,
শ্রুতি আকাশসাম্য হওয়াকেই উপচারক্রমে আকাশভাব প্রাপ্তি বলিয়া-
ছেন ॥ ৩। ১। ২২ ॥

বলা হইল, অনুশয়া জীব আকাশাদিপ্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া
ধাতাদিভাব প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে সংশয়, ধাতাদিভাব প্রাপ্তির পূর্বে
যে, আকাশাদিভাব প্রাপ্তির ক্রম আছে, সে ক্রম কি শীঘ্র সমাপ্ত হয়?
কিংবা বিলম্বে সমাপ্ত হয়? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূর্ব পূর্ব পদার্থের সাদৃশ্য-
বিশিষ্ট থাকিয়া পর পর পদার্থের সদৃশ হয়? কিংবা অল্প কালে হয় অর্থাৎ শীঘ্রই
পূর্বপূর্ব সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া পর পর সদৃশ হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ
করে? সংশয়ের পর পূর্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, এ বিষয়ে কোন নিয়ম
নাই। কেন-না, নিয়মকারী শাস্ত্র নাই; (অতএব বিলম্বেও হইতে পারে, শীঘ্রও
হইতে পারে)। এই পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ “নাতিচিরেণ” শব্দ বলা হইল।

* নাতিচিরেণ অনতিবিলম্বেনাকাশাদিসাম্যেনাবস্থায় ভুবমাপত্তস্থীতি শেষঃ। তত্র বিশেষা-
দিত্তি ভেদ্যঃ। বিশিনষ্টি হি শ্রুতিত্রীহাদিভাবাপত্তিং “অতোবে হ্রিন্প্রপত্তরং” ইত্যাদিনা সম্মর্তেণ।
অত্র দুঃখেন ত্রীহাদিভাবান্নিঃসরণমুক্তম্। তেনাত্যন্তং স্বপ্নেনাকাশাদিভাবান্নিঃসরণস্তবতীতি, তদেব
চ বিশেষদর্শনমিতি।

অনুশয়া জীব অল্পে-অল্পে বা শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে আইসে।
পৃথিবীতে আসিলে যে শস্তাদিভাব প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থা শীঘ্র যায় না, এ কথা শ্রুতি বলিয়াছেন।
শ্রুতির সে কথায় বুঝা যায়, পূর্ব পূর্ব অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়, কেবল শস্তাদি অবস্থা
বিলম্বে অতিক্রান্ত হয়।

অল্পমল্লং কালমাকাশাদিভাবেনাবস্থায় বর্ষধারাভিঃ সহেমাং
ভুবমাপত্তি। কুত এতৎ। বিশেষদর্শনাৎ। তথা হি ত্রীহা-
দিভাবাপত্তেরনন্তরং বিশিনষ্টি “অতো বৈ খলু দুর্নিশ্পতরম্”
ইতি। তকার একচ্ছান্দস্তাং প্রক্রিয়ায়াং লুপ্তো মন্তব্যঃ।
দুর্নিশ্পততরং দুর্নিশ্পতমতরং দুঃখতরমস্তাং ত্রীহাদিভাবান্নিস-
রণং ভবতীত্যর্থঃ। তদত্র দুঃখং নিশ্পতনং প্রদর্শয়ন্ পূর্বেষু
সুখং নিশ্পতনং দর্শয়তি। সুখদুঃখতাবিশেষশ্চায়াং নিশ্পত-
নস্ত কালান্তত্বদীর্ঘত্বনিমিত্তঃ। তস্মিন্মবধৌ শরীরানিশ্পত্তেরূপ-
ভোগাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ ত্রীহাদিভাবাপত্তেঃ প্রাগল্লেনৈব
কালেনাবরোহঃ স্ফাদিতি ॥ ৩। ১। ২৩ ॥

অন্যাদিচ্ছিতে পূর্ববদভিলাপাৎ ॥ ৩। ১। ২৪ ॥*

তস্মিন্নেবাবরোহে প্রবর্ণনানন্তরং পঠ্যতে “ত ইহ ত্রীহিষবা
পক্ষী। বিনা স্থলশরীরং ন স্পন্দশরীরে তুঃখভাগিতি দুর্নিশ্পতরং বিলম্বং
লক্ষয়তীতি বাক্যান্তঃ ॥ ৩। ১। ২৩ ॥

আকাশসাক্ষ্যং বায়ুদান্দিস্পর্কোৎসর্গশয়িনামুক্তঃ, ইহেদানীং ত্রীহিষবা
অর্থ এষ্টে যে, অল্পকাল নগ্ন আকাশাদিভাবে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারাদির
সহিত এষ্ট পৃথিবীতে অবতরণ করে। বিশেষ দর্শন থাকাতেই উক্ত সিদ্ধান্ত
অনিচাল্য। [তথাহি...স্মৃতি] বিশেষ কি? তাহা বলিতেছি। ধাত্বাদি-
শব্দভাব প্রাপ্ত হইলে সে অবস্থা যে পূর্বাবস্থাপেক্ষা বিশিষ্ট, এতি তাহা
দেখাইয়াছেন। যথা—“তৎ। ইহেতে দুর্নিশ্পতরং তরং।” বৈদিকপ্রক্রিয়া
অনুসারে একটি ‘ত’ লুপ্ত হইয়াছে। উহার অর্থ দুর্নিশ্পতর অর্থাৎ জীব অতি
দুঃখে ত্রীহাদি ভাব ইহেতে নিজস্ব হয়। এই দুঃখনিশ্পতই পূর্ব পূর্ব অবস্থার
সুখনিশ্পত্তি বলিতেছে। নিশ্পত্তির সুখদুঃখ—কালের অল্পত্ব দীর্ঘত্ব ঘটত।
অর্থাৎ অল্পকালে নিজস্ব হওয়াই সুখ, আর দীর্ঘকাল ত্রীহাদিভাবে থাকাই
দুঃখ। সে সময়ে শরীরানিশ্পত্তি হয় না, সুতরাং তদবস্থায় উপভোগ
অসম্ভব। এষ্ট সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থির হয় যে, অনুশয়ী জীব যত দিন
না দাশ্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়, তত দিন নীচ নীচ আকাশাদিভাব ইহেতে
নিজস্ব হইয়া অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আইসে ॥ ৩। ১। ২৩ ॥

অতি স্বর্গচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বলিতে বাইয়া বৃষ্টিধারাবর্ণ পর্যন্ত

* অল্পেণ জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে জাতিহাবরে ত্রীহাদৌ সংসর্গমাত্রমশ্বশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্ত ইতি
পূরণীয়ম্। কুত এতৎ? তদাহ পূর্ববদিত। অত্রাপি পূর্ববৎ বায়ুদান্দৈ অভিলাপঃ—প্রোতঃ
সদ্বীর্ঘনমতীতি।—

স্বর্গচ্যুত কর্ণশেখী জীবেরা জাতিহাবর হয় না। জীবান্তরাদিষ্ঠিত জাতিহাবরে সংস্রবমাত্র

ওষধিবনম্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে” ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমশ্মিন্নেবাবধৌ স্বাবরজাত্যাপমাঃ স্বাবরসুখদুঃখভাজো-
হনুশয়িনো ভবন্তি? আহোষিৎ ক্ষেত্রজাস্তরাধিষ্ঠিতেষু স্বাবর-
শরীরেষু সংশ্লেষমাত্রং গচ্ছন্তীতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? স্বাবরজাত্যাপমাস্তংসুখদুঃখভাজোহনুশয়িনো ভবন্তীতি। কুত
এতৎ। জনেশ্মুখ্যার্থত্বোপপত্তেঃ, স্বাবরভাবস্তা চ ঋতি-
স্মৃত্যোরূপভোগস্থানত্বপ্রসিদ্ধেঃ, পশুহিংসাদিযোগাচ্ছেদ্যাদেঃ
কর্মজাতস্তানির্কফলত্বোপপত্তেঃ। তস্মান্মুখ্যমেবানুশয়িনাং
ব্রীহাদিজন্য স্বাদিজন্যবৎ। যথা স্বযোনিং বা শূকরযোনিং
বা চণ্ডালযোনিং বেতি মুখ্যমেবানুশয়িনাং স্বাদিজন্য তৎসুখ-
দুঃখাশ্রিতং ভবতি, এবং ব্রীহাদিজন্যাপীতি। এবং প্রাপ্তে
ক্রমঃ।

ওষধিবনম্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্ত ইতি জায়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিমশু-
শয়িনাং ভোগাধিষ্ঠানং ব্রীহিষবানয়ঃ স্বাবরা ভবন্ত্যাহোষিৎ ক্ষেত্রজাস্তরাধি-
ষ্ঠিতেষু সংসর্গমাত্রমন্ত্ৰভবন্তীতি। তত্র মনুষ্যো জায়তে দেবো জায়ত ইত্যাদৌ
প্রয়োগে জনেঃ শরীরপরিগ্রহে প্রসিদ্ধবাদত্ৰাপি ব্রীহাদিশরীরপরিগ্রহ এব
জনিমুখ্যার্থ ইতি ব্রীহাদিশরীরো এবানুশয়িন ইতি যুক্তম্। ন চ রমণীয়চরণাঃ
কণীয়চরণা ইতিবৎ কর্মবিশেষাসদ্বীর্জনাত্তদভাবে ব্রীহাদীনঃ শরীরভাবভাবাৎ
বলিয়া বলিয়াছেন “তাহারা ধাতু, দ্বব, ওষধি, বনম্পতি, তিল, মাষ,—
ইত্যাদি ইত্যাদি হয়।” এখানে সংশয় এই যে, স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্বাবর-জাতি
প্রাপ্ত হইয়া স্বাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়? অথবা জীবাত্মরাধিষ্ঠিত সেই
সেই স্বাবরশরীরে অবেশনাত্র লাভ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, স্বাবর-
জাত্যাপন্ন কর্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্বাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়। ইহা
কেন বলি? না, ঐরূপ হইলেই জন-ধাতুর অর্থের মুখ্যতা থাকে। স্বাবরভাব
যে, সুখদুঃখভোগের স্থান, তাহা ঋতি-স্মৃতি উভয়ই প্রসিদ্ধ। অপিচ, ইন্দ্রা-
পূর্তাদিকর্মে পশুহিংসাদির সংযোগ থাকায় সে সকলের তাদৃশ অনিষ্টকল
হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব, কর্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের সে, ধাত্বাদি
জন্য হয়, অবশ্যই তাহা কুকুরাদি জন্মের জায় মুখ্য জন্ম। [যথা...জন্মাপীতি]
“কুকুর-যোনি, শূকর-যোনি, চণ্ডাল-যোনি” ইত্যাদিস্থলে যেমন তত্তৎ সুখ-
দুঃখাশ্রিত মুখ্য কুকুরাদি যোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধাত্বাদি জন্মও
সেইরূপ জানিবে।

[এবং...পূর্ববৎ] ঐরূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইল, স্বর্গচ্যুত
লাভ করে। কারণ এই যে, ঋতি ব্রীহাদি জন্মেও পুঙ্কের জায় বায়ু ধূমাদিভাব প্রাপ্তির
চ্যুততা বলিয়াছেন।

অষ্টৈজ্জীবৈরধিষ্ঠিতেষু ত্রীছাদিষু সংসর্গমাত্রমনুশয়িনঃ
প্রতিপত্তস্তে, ন তৎসুখদুঃখভাজো ভবন্তি পূর্ববৎ । যথা বায়ু-
ধূমাদিভাবোহনুশয়িনাং তৎসংশ্লেষমাত্রম্, এবং ত্রীছাদিভাবোহপি
জাতিস্বাবরৈঃ সংশ্লেষমাত্রম্ । কুত এতৎ । তদ্বদেবেহাপ্যভি-
লাপাৎ । কোহভিলাপস্ত তদ্বদ্বাবঃ । কর্মব্যাপারমন্তরেণ
সঙ্কীর্তনম্ । যথাকাশাদিষু প্রবর্ষণান্তেষু ন কঞ্চিৎ কর্মব্যাপারং
পরামুশতি, এবং ত্রীছাদিজন্মন্তপি । তস্মান্নাস্ত্যত্র সুখদুঃখভাক্ত-
মনুশয়িনাম্ । যত্র তু সুখদুঃখভাক্তমভিপ্রৈতি, পরামুশতি তত্র
তত্র কর্মব্যাপারং “রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণাঃ” ইতি ।

অপি চ, মুখ্যেহনুশয়িনাং ত্রীছাদিজন্মানি ত্রীছাদিষু লূয়মানেষু
কণ্ডমাণেষু ভজ্যমানেষু পচ্যমানেষু ভক্ষ্যমাণেষু চ তদভিমানি-

ক্ষেত্রজাতরাধিষ্ঠিতানামেব তৎসম্পর্কমাত্রমিতি সাম্প্রতম্ । ইষ্টাদিকারিণামি-
ষ্টাদিকর্মসঙ্কীর্তনাদিষ্টাদেচ হিংসাদোষদূষিতত্বেন সাবশ্যকলতরা চন্দ্রলোক-
ভোগানন্তরং স্বাবরশরীরভোগ্যদুঃখফলহস্তাপ্যপপত্তেঃ । ন চ ন হিংস্তাং সর্কা
ভূতানীতি সামান্ত্রশাস্ত্রাণ্যিষোমীয়পণ্ডিৎসাবিষয়বিশেষণাত্ত্বেন বাধনং, সামা-
ন্ত্রশাস্ত্রাণ্যি হিংসামাত্রদ্বারেণ বিশেষোপনর্পনং বিলম্বেনেতি সাক্ষাৎশিষ্যবাস্পৃশঃ
শাস্ত্রাং শীঘ্রতরপ্রবৃত্তাদহর্কসংবাদিতি সাম্প্রতম্ । ন হি বলবদিত্যেব দুর্কলং
কর্মশেষা জীব জীবান্তরাধিত ধাত্বাদিতে অর্থাৎ বায়ু ধূমাদির জায় স্বাবর ভূতে
সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হয়; সুতরাং স্বাবর-সুখদুঃখভাগী হয় না । [যথা...শয়িনাম্]
অনুশয়ী অর্থাৎ কর্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের বায়ু ধূমাদিভাব যেমন প্রকৃত বায়ু-
ধূমাদিভাব নহে, সংশ্লেষমাত্র, সেইরূপ, ধাত্বাদিভাবও জাতিস্বাবরের সহিত
সংশ্লেষমাত্র । ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রোত কথনের তদ্বদ্বাবের দ্বারা জানা
যায় । অভিলাপের তদ্বদ্বাব = কর্মব্যাপারের অকীর্তন । শ্রুতি যেমন
আকাশাদি প্রবর্ষণ পর্যন্ত অবস্থায় কোনরূপ কর্মব্যাপার বলেন নাই, তেমনি,
ত্রীছাদিজন্মেও কর্মব্যাপার বলেন নাই । (কর্মব্যাপার = পুণ্যপাপের
অনুযায়ী জন্মপ্রণালী) । অতএব, স্বর্গচ্যুত অনুশয়ী জীব ধাত্বাদিভাব প্রাপ্তিতে
তজ্জাতীয় সুখদুঃখভাগী হয় না । [যত্র তু...ভবতি] যেস্থলে সুখদুঃখভাগিতা
ও জন্মবিশেষ কর্ম-বিশেষ উল্লেখে কথিত হয়, সেই স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে ।
যেমন, বলা হইয়াছে—রমণীয়াচারী রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয় এবং নিম্নিতাচারী
নিম্নিত যোনি লাভ করে । [অপিচ...] আরও দেখ, যদি অনুশয়ীদিগের
ধাত্বাদি জন্ম মুখ্যই হয়, তাহা হইলে তদভিমানী অনুশয়ীরা অবশ্যই ধাত্বাদির

নোহনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুঃ। যো হি জীবো যচ্ছরীরমভিগম্যতে, স তস্মিন্ পীড়্যমানে প্রবসতীতি প্রসিদ্ধম্। তত্র ত্রীহাদিভাবাদ্ রেতঃসিগ্ভাবোহনুশয়িনাং নাভিলপ্যেত। অতঃ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনামন্যাধিষ্ঠিতেষু ত্রীহাদিষু ভবতি। এতেন জনেন্মুখ্যার্থত্বং প্রতিক্রিয়াং—উপভোগস্থানত্বঞ্চ স্বাবরভাবস্ত। ন চ বয়মুপভোগস্থানত্বং স্বাবরভাবস্তাবজানীমহে। ভবত্বশ্চেষাং জন্তু নামপুণ্যসামর্থ্যেন স্বাবরভাবমুপগতানামেতদুপভোগস্থানম্, চন্দ্রমসস্তবরোহন্তোহনুশয়িনো ন স্বাবরভাবমুপভুঞ্জত ইত্যচক্ষমহে ॥ ৩.১।২৪॥

বাধতে, কিন্তু সতি বিরোধে। ন চেহান্তি বিরোধো ভিন্নগোচরচারিত্বাৎ। অগ্নীবোমীয়ং পশুমালাভেভেতি হি ক্রতুপ্রকরণে সমান্নাতং ক্রত্বর্থতামস্ত গময়তি, ন ত্বপনয়তি নিবেদ্যপাদিতামস্ত পুরুষং প্রতানর্থহেতুতাম্। তেনাস্ত নিবেদ্যদস্ত পুরুষং প্রতানর্থহেতুতা বিধেচ্চ ক্রত্বর্থতা, কো বিরোধঃ? যথাহঃ—

“যো নাম ক্রতুমধ্যস্থঃ কলগাদীনি ভক্ষয়েৎ।

ন ক্রতোস্তত্র বৈগুণ্যং যথা চোদিতসিদ্ধিতঃ ॥” ইতি।

তস্মাজ্জনেমুখ্যার্থত্বাদত্রীহাদিশরীরে অনুশয়িনো জায়ন্ত ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

ছেদনে, কুটনে, ভর্জনে, পচনে ও ভক্ষণে অর্থাৎ খাওয়াদি দেহের নাশে তদেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, ইহা মানিতে হইবেক। (মানিলে রেতঃসেক-যোগে মনুশ্যাদিদেহোৎপত্তি, এ নিকান্ত বিদ্যিত হইবেক) প্রসিদ্ধই আছে যে, যে জীব যে দেহের অভিমানী, সে সে দেহের পীড়নে প্রবণ করে অর্থাৎ সে দেহ ত্যাগ করিয়া যায়। খাওয়াদি জন্ম মুখ্য জন্ম হইলে শ্রুতি খাওয়াদিভাবপ্রাপ্তিপূর্বক রেতঃসেকযোগে দেহোৎপত্তি হয়, একপ বলিবেন কেন? এই সকল কারণে স্থির হয়, জীবাস্তর্যাবিষ্ঠিত স্বাবর দেহে চক্ষুঃশব্দগূঢ়াত অনুশয়াদিগের কেবলমাত্র সংশ্লেষ হয়, মুখ্য খাওয়াদি জন্ম হয় না। [এতেন...চক্ষুঃ] এই বিচারের ফলিতার্থে বলিতে হইবেক, প্রতিবাদ করিতে হইবেক যে, ঐ জন্ম-শ্রুতি মুখ্য নহে এবং সেই স্বাবরভাব তাহাদের মুখ্য ভোগায়তনও নহে। আমরা সামান্ততঃ স্বাবরভাবের ভোগস্থানতার প্রতিবাদ করি না। পাপপ্রভাবে অন্ত্যজ জীব স্বাবর প্রাপ্ত হইলে তাহাদের দেহ সেই সেই পাপভোগের আয়তন হয় ইউক্, কিন্তু বাহারা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে, করিয়া স্বাবরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্বাবরে সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, সুতরাং সেই সেই স্বাবরদেহ তাহাদের ভোগায়তন নহে, ইহাই আমাদের ঐ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ॥ ৩।১।২৪ ॥

অশুদ্ধামিতি চেম শব্দাৎ ॥ ৩। ১। ২৫ ॥

যৎ পুনরুক্তং, পশুহিংসাদিযোগাদশুদ্ধমাধ্বরিকং কৰ্ম, তস্থানিষ্ঠমপি ফলমবকল্পতে—ইত্যতো মুখ্যমেবেহাশুশয়িনাং ব্রীহাদিজনাস্তু, তত্র গোষ্ঠী কল্পনানর্থিকেতি, তৎ পরিত্রীয়তে। ন। শাস্ত্রেহেতুত্বাদ্ব্যাদ্ব্যধ্ববিজ্ঞানস্ত। অয়ং ধর্মোহয়মধর্ম ইতি শাস্ত্রমেব বিজ্ঞানে কারণং, অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োঃ, অনিয়তদেশকাল-নিমিত্তত্বাচ্চ। যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ যো ধর্মোহ-নুষ্ঠীয়তে, স এব দেশকালনিমিত্তান্তরেষধর্মো ভবতি। তেন ন

ভবেদেতদেবং, যদি রমণীয়চরণাঃ কপূরচরণা ইতিবদব্রীহাদিষ্মশুশয়বতাং কৰ্মবিশেষঃ কীর্ত্যেত। ন চৈতদপ্তি। ন চেষ্টাদেঃ কৰ্মণঃ স্বাবরণরীরো-পভোগাৎখফলপ্রসবহেতুত্বাৎ সম্ভবতি। তস্ত ধর্ময়েন সূধৈকহেতুত্বাৎ। ন চ তদভাভায়াঃ পশুহিংসায় ন হিংস্তাদিতি নিষেধাৎ ক্রত্বার্থায়া অপি দুঃখফল-সম্ভবঃ। পুরুষার্থায়া এব ন হিংস্তাদিতি প্রতিষেধাৎ। তথাহি ন হিংস্তাদিতি নিষেধস্ত নিষেধাধীননিরূপণতয়া তদর্থং নিষেধাৎ, তদর্থ এব নিষেধো বিজ্ঞা-য়তে। ন চৈতৎ “নানুতং বদেৎ” “ন তৌ পশৌ করোতি” ইতিবং কত্চিৎ প্রকরণে সমান্নাতং, যেনানুতবদনবদস্ত নিষেধস্ত ক্রত্বার্থে নিষেধোহপি ক্রত্বঃ স্তাৎ। পশৌ নিষিদ্ধয়োরাভ্যাভাগয়োঃ ক্রত্বার্থেন নিষেধস্তাপি ক্রত্বার্থং ভবেৎ। এবং তি সত্যভ্যাভাগরহিতৈতরপাক্ষান্তরৈরাভ্যাভাগসাধাঃ ক্রত্বপকারো বিজ্ঞায়তে।

বলা হইয়াছে যে, পশুহিংসাদি সম্পর্ক থাকায় যজ্ঞকার্য্য অশুদ্ধ; সেই কারণে তাহা অনিষ্ট কল প্রসব করিতে সমর্থ এবং সেই হেতু চন্দ্রলোকচ্যুত অশুশয়ীদিগের ধাত্তাদি জন্ম মুখ্য, গৌণ নহে। ধাত্তাদিজন্যের গৌণত্ব কল্পনা নিরর্থক। এই হুত্রে সেই পূর্বোক্ত দোষবাদের পবিহার। [ন...বক্তুম্] যজ্ঞাদি-জনিত অপূর্ণ (ধর্ম) অশুদ্ধ অর্থাৎ ছুরিতাপূর্ণমিশ্রিত নহে। কারণ এই যে, তদ্বিজ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ ধর্ম্যধর্ম্যজ্ঞানের প্রতি একমাত্র শাস্ত্রই হেতু (গমক বা বোধক)। ধর্ম্যধর্ম্য অতীন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিসম, সুতরাং শাস্ত্র ব্যতীত তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই। বিশেষতঃ তদ্ব্যয়ের দেশকালাদির নিয়ম নাই। সে দেশে যে কালে ও যে উপলক্ষ্যে বা যে নিমিত্তের বশে যাহা ধর্ম্য বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই আবার দেশান্তরে কালান্তরে ও নিমিত্তান্তরের বশে অধর্ম্য হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং

* অশুদ্ধঃ অনর্থকত্বেন ছুরিতাপূর্ণেন মিলিতমাধ্বরিকং কৰ্ম হিংসাদিযোগাদিতি ন। হেতুনাহ শব্দাদিতি। শব্দাৎ। শাস্ত্রাদেব হি তস্ত শুদ্ধতমবধায়াতে।

জ্যোতিষানাদি যোগ পশুহিংসাধা, সে কারণ তৎপ্রতি অপূর্ণ (ধর্ম) অশুদ্ধ (অধর্ম-মিশ্রিত), সেই কারণে চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত জীব ধর্মকলভোগান্তে অধর্মকল ভোগার্থ হাবর জন্ম পায়, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে, যজ্ঞীয় হিংসার ছুরিতাপূর্ণ জন্মে না অর্থাৎ অধর্ম হয় না। যদি তাহা না হয়, তবে তৎফলভোগার্থ হাবর হইবে কেন?

শাস্ত্রাদৃতে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিষয়ং বিজ্ঞানং কশ্চিৎদন্তি। শাস্ত্রাচ্চ হিংসা-
অগ্রহাদ্ব্যকো জ্যোতিষ্ঠৌমো ধৰ্ম্ম ইত্যবধারিতম্। স কথম-
শুদ্ধ ইতি শক্যতে বক্তুম্। ননু “ন হিংস্যাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি” ইতি
শাস্ত্রমেব ভূতবিষয়ায়াং হিংসায়ামধৰ্ম্ম ইত্যবগময়তি। বাচ্যম্।
উৎসর্গস্ত সঃ, অয়ঞ্চাপবাদঃ—অমীষোমীষং পশুমালভেতেতি।
উৎসর্গাপবাদয়োশ্চ ব্যবস্থিতবিষয়ত্বম্। তস্মাদ্বিশুদ্ধং বৈদিকং
কৰ্ম্ম, শিষ্টৈরনুষ্ঠীয়মানত্বাদনিন্দ্যমানত্বাচ্চ। তেন ন তস্ম প্রতি-

তস্মাদন্যভ্যাদীতেন ন হিংসাদিত্যানেনাভিহিতস্ত বিধূপহিতস্ত পুরুষ-
ব্যাপারস্ত বিধিবিভক্তিবিরোধাদ্ভূতঃ শাস্ত্রকপ্রকৃতার্থহিংসাকৰ্ম্মভাব্যপরিভাষ্যেণ
পুরুষার্থ এব ভাব্যোহবতিষ্ঠতে। আখ্যাতানভিহিতস্তাপি পুরুষস্ত কৰ্ত্তব্যাপারা-
ভিধানদ্বারেনোপস্থাপিতত্বাৎ কেবলং তস্ত রাগতঃ প্রাপ্তভাবদ্বয়বাদেন নঞর্থং
বিধিরূপসংক্রামতি। তেন পুরুষার্থো নিষেধ্য ইতি তদধীননিরূপণো নিষে-
ধোহপি পুরুষার্থো ভবতি। তথা চায়মর্থঃ সম্পত্ততে—যৎ পুরুষার্থং হননং,
তন্ন কুর্যাদিতি ক্রত্বশ্চাপি চ নিষেধে হিংসয়াঃ ক্রত্বপকারকত্বমপি ক্রম্যত।
ন চ দৃষ্টে পুরুষোপকারকত্ব ইতি প্রত্যাখিনি সতি তৎ কল্পনাস্পদম্। ন চ স্বাত-
ন্ত্র্যপারতন্ত্ৰ্যে অসাত সংযোগপৃথক্বে, খাদিরতাদিবদেকত্র সম্ভবতঃ। তস্মাৎ-
পুরুষার্থপ্রতিষেধো ন ক্রত্বত্বমপ্যাস্বন্দভীতি শুদ্ধত্বফলহমেবেষ্টাদীনং, ন
স্বাবরশরীরোপভোগ্যভূতঃ ফলভ্বমপীতি। আকাশাদিষিব কৰ্ম্মব্যাপারমন্তরেণা-
ভিলাপাৎ। অমূল্যশিন্যং ব্রীহাদিসংযোগমাত্রং, ন তু দেহত্বমিতি।

অয়মেবার্থ উৎসর্গাপবাদকথনে নোপলক্ষিতঃ। “অপি চ মুখ্যেহমূল্যশিন্যং

শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত কোনও ব্যক্তির ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মিতে
পারে না। তাদৃশ শাস্ত্রে ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে, হিংসাদি-অগ্রহীত
অথবা হিংসা ও অগ্রহাদিযুক্ত (যজ্ঞে হিংসাও আছে, অগ্রহও আছে)
জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ধৰ্ম্ম (ধৰ্ম্মজনক)। অতএব, শাস্ত্রাবধৃত যজ্ঞকৰ্ম্মকে কি-
রূপে অন্তর্ভুক্ত বলিতে পার? [নহু...স্বাবরত্বম্] বলিতে পার যে, “সর্বভূতে
অহিংসা করিবেক” এই নিষেধ শাস্ত্র ভূত- (ভূত=প্রাণি)-বিষয়ক হিংসার
অধৰ্ম্মজনকতা জানাইতেছে। স্বীকার করি, উহাও শাস্ত্র, কিন্তু উহা উৎ-
সর্গ অর্থাৎ সামান্ত্র শাস্ত্র। ঐ সামান্ত্র শাস্ত্রের অপবাদক অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র
এই—“অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুঘাত করিবেক।” সামান্ত্র ও
বিশেষ—দ্বিবিধ দর্শন হইলে বিষয়ভেদে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষের
অবিষয় স্থলগুলিতেই সামান্ত্র শাস্ত্রের অধিকার নির্ণীত হয়। (তাৎপর্য্য এই যে,
অবৈধ হিংসার অধৰ্ম্ম, আর বৈধ হিংসার ধৰ্ম্ম)। অতএব, বৈদিক কৰ্ম্মকলাপ
অশুদ্ধ নহে, কিন্তু শুদ্ধ। শুদ্ধ বলিয়াই শিষ্টগণ তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং
কোনও শাস্ত্রে ঐ সকল কৰ্ম্মের নিন্দা অভিহিত হয় নাই। যদি তাহা অশুদ্ধ

রূপং ফলং জ্ঞাতিস্বাবরত্বম্। ন চ স্বাদিজন্মবদপি ত্রীহাদিজন্ম
ভবিতুমর্হতি। তন্ধি কপুয়চরণানধিকৃত্যোচ্যতে, নৈবমিহ
বৈশেষিকঃ কশ্চিদধিকারোহস্তি। অতশ্চন্দ্রশ্বলাং স্থলিতানাম-
নুশয়িনাং ত্রীহাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাব ইত্যুপচর্য্যতে ॥ ৩।১।২৫ ॥

রেতঃসিগ্ যোগোহথ ॥ ৩।১।২৬ ॥*

ইতশ্চ ত্রীহাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাবঃ ; যৎকারণং ত্রীহাদি-
ভাবস্থানন্তরমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্ভাব আশ্রয়তে “যো যো
হুম্মত্তি যো রেতঃ সিগ্ভতি, তদুয় এব ভবতি” ইতি। ন চাত্রে
মুখ্যো রেতঃসিগ্ভাবঃ সম্ভবতি। চিরজাতো হি প্রাপ্তযৌবনো
রেতঃসিগ্ভবতি, কথমিবানুপচরিততদ্ভাবমগ্রমানামানুগতোহনুশয়ী

ত্রীহাদিজন্ম” ইতি ত্রীহাদিভাবমাপন্নঃ শব্দনুশয়িনঃ পুরুষৈরুপভুক্তা রেতঃসিগ্-
ভাবমগ্রভবত্বাতি ক্ষয়তে। তদেতদ্ভীহাদিদেহেহনুশয়িনাং নোপপত্ততে।
ত্রীহাদিদেহেহে হি ত্রীহাদিস্থ নুনেশবহন্তিনা ফলীকৃতেশ্চ চ ত্রীহাদিদেহবিনাশাদনুশ-
য়িনঃ প্রবসেশ্বরিতি কথমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্ভাবঃ। সংসর্গমাত্রে তু সংসর্গিণ
ত্রীহাদিস্থ নষ্টেষপি ন সংসর্গিণোহনুশয়িনঃ প্রবসেশ্বরিতি রেতঃসিগ্ভাব উপ-
পত্ততে। শেষমুক্তম্। (প্রবাসো নির্গমঃ) ॥ ৩।১।২৪-২৫ ॥

সংজ্ঞাজাতো হি ষাণো ন রেতঃসিগ্ ভবতাপি তু চিরজাতঃ প্রৌঢ়যৌবনঃ, ত-
না হয়, তবে, কি-ক্স তাহার জ্ঞাতিস্বাবরত্ব ফল হইবে? [ন চ...চর্য্যতে]
ধাত্তাদিজন্ম কুকুরাদিজন্মের সমান হইতেই পারে না। কেন-না, সে সকল
পাপকর্ম্মাচরণ উপলক্ষ্যে কথিত হইয়াছে। এ স্থলে কোন বিশেষ অধিকার বা
উপলক্ষ্যও নাই। উল্লিখিত হেতুসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, চন্দ্রলোকচ্যুত অনু-
শয়বান্ জীব ত্রীহিপ্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, ত্রীহিযবাদি ভাব প্রাপ্ত হয় না।
শ্রুতি সেই সংশ্লেষভাবকেই উপচারবাক্যে ত্রীহাদিভাব-শব্দে বলিয়াছেন
॥ ৩।১।২৫ ॥

ত্রীহাদিসংশ্লেষই ত্রীহাদিভাব, এতৎপ্রতি অগ্র কারণ এই যে, ত্রীহাদি-
ভাবের পর অনুশয়ী রেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্ত (রেতঃসেক্তা) হয়। এতদর্থে
শ্রুতি এই যে “যেযে অগ্র ভক্ষণ করে, এবং রেতঃসেক করে, পুনর্বার সেই ভাব
সে প্রাপ্ত হয়।” বিবেচনা কর, এখানে মুখ্য রেতঃসিগ্ভাব সম্ভব হয় না। যে
জন্মিয়া অনেক কাল অতিবাহন করিয়াছে, প্রাপ্ত-যৌবন হইয়াছে, সে-ই
রেতঃসেক্তা হয়। অতএব, উপচার বা রূপক কল্পনা ব্যতীত অগ্রভূত অনু-
শয়ী জীব কিরূপে মুখ্য রেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে? এ স্থলে ইহা
অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, রেতঃসিক্সন্ধ হওয়াই রেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্তি

* অথ ত্রীহাদিভাবপ্রাপ্তানন্তরং রেতঃসিগ্ভোগঃ ত্রীহাদিনামিতি বোজন।

অনুশয়ী ত্রীহাদিভাব প্রাপ্তির পর রেতঃসিক্সন্ধ প্রাপ্ত হয়। (ফলিতার্থ ভাষ্যে ব্যক্ত
হইয়াছে)।

প্রতিপদ্যতে। তত্র তাবদবশ্যং রেতঃসিগ্‌যোগ এব রেতঃসিগ্‌-
ভাবোহ্‌ভূপগম্যব্যঃ। তদ্বৎ ত্রীহাদিভাবোহ্‌পি ত্রীহাদিযোগ
এবেত্যবিরোধঃ ॥ ৩। ১। ২৬ ॥*

যোনেঃ শরীরম্ ॥ ৩। ১। ২৭ ॥

অথ রেতঃসিগ্‌ভাবানন্তরং যোনৌ নিষিক্তে রৈতসি
যোনেরধি শরীরমনুশয়িনামনুশয়কলোপভোগায় জায়ত ইত্যাহ
শাস্ত্রং “তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাঃ” ইত্যাদি। তস্মাদপ্যবগম্যাতে
নাবরোহে ত্রীহাদিভাববসরে তচ্ছরীরমেব স্বখদুঃখাশ্রিতং
ভবতীতি। তস্মাৎ ত্রীহাদিসংশ্লেষমাত্রমনুশয়িনাং তজ্জন্মেতি
সিদ্ধম্ ॥ ৩। ১। ২৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছরীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদকৃতে,
তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩। ১ ॥

স্মাদপি সংসর্গমাত্রমিতি গম্যতে। তৎ কিমিদানাং সর্বত্রৈবানুশয়িনাং সংসর্গ-
মাত্রং। তথা চ রমণীয়চরণা ইত্যাদিষু তথাভাব আপত্ত্যেতেতি, নেতাহ ॥গা১২আ
সুগমম্ ॥ ৩। ১। ২৭ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতায়াঃ ভাস্কর্য্যং তৃতীয়স্তাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।
[এবং কণ্ঠিণাং গতাগতিসংসারো দুর্কার ইত্যনুসন্ধানাৎ কর্মফলাদৈরাগ্যতত্ত্বজ্ঞান-
সাধনং সিদ্ধমিতি পাদার্থমুপসংহরতি—ইতি সিদ্ধমিতি। ইতি রত্নপ্রভা ॥৩।১।২৭]
(অভিপ্রায় এই যে, দেহ বিচূর্ণিত হইলে সে দেহে জীব থাকে না, বহির্গত
হইয়া যায়, সুতরাং দেহমাত্র ভক্ষণে ভক্ষক জীবের সহিত সম্বন্ধ ঘটে না।
সংশ্লেষ স্বীকার করিলে তৎসংশ্লিষ্ট ত্রীহাদিদেহ ভক্ষণেও সম্বন্ধ সম্ভব হয়।)
এবং দৃষ্টান্তে ত্রীহাদি সংশ্লিষ্ট হওয়াই ত্রীহাদিভাব প্রাপ্তি; এইরূপেই বিরোধ
ভঞ্জন হইতে পারে ॥ ৩। ১। ২৬ ॥

রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তির পর যোনিনিষিক্ত রেতে যোনির অভ্যন্তরে
অনুশয়ীদিগের ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ জন্মে। এ কথাও “যাহা বা ইহলোকে
রমণীয়চরণ করে” ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ও জানা
যায়, অবরোধকালে যে, ত্রীহাদি প্রাপ্তি হয়, তাহা বা দেহ ত্রীহাদি
শরীর তৎসম্বন্ধী সুখদুঃখাশ্রিত নহে। প্রদর্শিত হেতুবাদের দ্বারা সিদ্ধ
হইতেছে যে, অনুশয়ীদিগের ত্রীহাদিজন্ম প্রকৃত জন্ম নহে, তৎসংশ্লিষ্ট
হওয়াই উপচারক্রমে তজ্জন্ম নামে কথিত হইয়াছে ॥ ৩। ১। ২৭ ॥

* যোনেঃ শরীরমিতি ক্রতেন ত্রীহাদিশরীরবহনশয়িনামিতি শূদ্রাঃ।

রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তির পর যোনিদেশে ও রেতঃউপাধানে অনুশয়ীদিগের অভ্যন্তরে পেষ কর্ত্তব্য
কলতোপযোগ্য শরীর জন্মে। (কথান্তিলি বস্তু ভাষ্য ব্যাপ্যায় ব্যক্ত আছে)।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

সক্কো সৃষ্টিরাহ হি ॥ ৩।২।১ ॥*

অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চাশ্চবিদ্যামুদাহৃত্য জীবন্ত সংসারগতি-
প্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ, ইদানীং তস্মৈবাবস্থাভেদঃ প্রপঞ্চ্যতে ।
ইদমামনন্তি “স যত্র প্রদ্বপিতি” ইত্যুপক্রম্য “ন তত্র রথা ন
রথযোগা ন পস্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে”
ইত্যাদি । তত্র সংশয়ঃ— কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেহপি

ইদানীং তস্মৈব জীবন্তাবস্থাভেদঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্টসিদ্ধার্থঃ প্রপঞ্চ্যতে—
“কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেহপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোষ্মিমায়াসময়ী” ইতি । যত্বপি
ত্রকণোহন্তান্তানির্কাচ্যতয়া জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাগতয়োক্তয়োরাপি সর্গয়োর্মায়াময়ত্বং
তথাপি যথা জাগ্রৎসৃষ্টিব্রহ্মাভাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাগমুদ্বর্ত্তে, ত্রক্সাভাব-
সাক্ষাৎকারাত্ত নিবর্ত্ততে, এবং কিং স্বপ্নসৃষ্টিরাহোষ্মিং প্রতিদিনমেব নিবর্ত্তত
ইতি বিমশার্থঃ । “দ্ববোধঃ” ইহলোকপরলোকস্থানয়োঃ সক্কো ভবং সন্ধ্যম্ ।
ঐহলৌকিকচক্ষুরাদ্যাব্যাপারাদ্রূপাদিসাক্ষাৎকারোপজননাননৈহলৌকিকং, পার-
লৌকিকেন্দ্রিয়াদিব্যাপারস্ত চ ভবিষ্যতোহপ্রত্যুৎপত্তয়েন ন পারলৌকিকম্ ।
নচ ন রূপাদিসাক্ষাৎকারোহস্তি স্বপ্নরূপা, তন্মাদ্ভবলৌকিকয়োঃস্তরালভবিত্তি
ত্রক্সাভাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ তথাক্রূপেব সৃষ্টির্ভবিতুমর্থতি ।

অব্যবহিত পূর্বপাদে পঞ্চাশ্চবিদ্যাব উদাহরণে জীবের নানাপ্রকার
সংসার-গতি সবিস্তরে বলা হইয়াছে; এক্ষণে এই পাদে তাহার (জীবের)
অবস্থাভেদ (বিবিধ অবস্থা) বলা হইবেক ।

[ইদ...সৃষ্টিরিতি] ঋতি “সেই জীব যাহাতে স্পৃগু হয়” এই উপক্রমে
বলিয়াছেন—“সেখানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই এবং পথ নাই । জীব রথ,
রথযোগ (অশ্ব) ও পথ সৃজন করেন ।” এখানে সংশয় এই যে, বাস্তবিক সৃষ্টি
কি জাগ্রৎ সৃষ্টির ত্রায় পারমার্থিক?—সত্য? অথবা মায়াসময়ী?—রজু

* স্বয়ংলৌকিকস্থানয়োঃজাগ্রৎস্বপ্নস্থানয়োর্কা সক্কো অন্তরালে ভবং সন্ধ্যম্ বধঃ । তদ্বিন্দ
বা সৃষ্টিঃ, সা তথ্যরূপা ভবিতুমর্থতি । হি বতঃ, আহ ঋতিরিতি শেষঃ । পূর্বপক্ষসূত্রমেতৎ ।

ইহ-পর-লোকের সন্ধিতে (সরণ হইয়াছে, জন্ম হয় নাই, এই অন্তরালাবস্থার) অথবা জাগ্রৎ
স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নস্থান, তদ্রূপ সৃষ্টি জাগ্রৎসৃষ্টির ত্রায় সত্য । এ কথা বলিবার কারণ এই
যে, ঋতি তাহাই বলিয়াছেন । (এটা পূর্বপক্ষ সূত্র) ।

পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোষিগ্নায়াময়ীতি । তত্র তাৎ প্রতিপত্তে—
সঙ্কো সৃষ্টিরিতি । সঙ্ক্যমিতি স্বপ্নস্থানমাচক্ষে, বেদে প্রয়োগ-
দর্শনাৎ “সঙ্ক্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্” ইতি । দ্বয়োলৌকস্থানয়োঃ
প্রবোধসম্প্রসাদস্থানয়োর্বী সঙ্কো ভবতীতি সঙ্ক্যং, তস্মিন্ সঙ্কো
স্থানে তথ্যরূপৈব সৃষ্টির্ভবতুমহিতি । কৃতঃ ? যতঃ প্রমাণভূতা

অয়মভিসন্ধিঃ—ইহ হি সঙ্কাণ্যেব মিথ্যাজ্ঞানানুদাহরণং, তেষাং সত্যং
প্রতিজ্ঞায়তে । প্রকৃতোপযোগিতয়া তু স্বপ্নজ্ঞানমুদাহৃতম্ । জ্ঞানং স্বার্থ-
মববোধয়তি, স তথৈবেতি যুক্তম্ । তথাভাবস্ত জ্ঞানারোহাৎ । অতথাস্ত
তৃতীয়মানস্ত তথাভাবপ্রমেয়বিরোধেন কল্পনানাম্পদহাৎ । বাধকপ্রত্যয়াদতথ্য-
মিতি চেৎ, ন, তস্ত বাধকত্বাসিদ্ধেঃ । সমানগোচরে হি বিরুদ্ধার্থোপসংহারিণী
জ্ঞানে বিরুদ্ধোতে । বলবদবলবদ্বানিশ্চয়াচ্চ বাধ্যবাধকভাবং প্রতিপত্তেতে ।
ন চেহ সমানবিষয়ত্বম্ । কালভেদেন ব্যবস্থোপপত্তেঃ । তথাহি ক্ষীরং দৃষ্টং
কালান্তরে দধি ভবতি, এবং রজতং দৃষ্টং কালান্তরে শুক্লিভবৎ । নানারূপং বা
তদ্বস্ত । তদ্যস্ত তীত্রাতপক্লাস্তিসহিতং চক্ষুঃ, স তস্ত রজতরূপতাং গৃহ্ণতি । যস্ত
তু কেবলমালোকমাত্রোপকৃতং, স তথৈব শুক্লিরূপতাং গৃহ্ণতি । এবমুৎপল-
মপি নীললোহিতং দিবা সৌরীভির্ভিরভিব্যক্তং নীলতয়া গৃহ্যতে । প্রদীপা-
ভিব্যক্তস্ত নক্তং লোহিততয়া । এবমসত্যং নিদ্রায়াং সত্যোহপি রথাদীন
ন গৃহ্ণতি, নিদ্রাণস্ত গৃহ্ণতীতি সানগ্রীভেদাদ্বা কালভেদাদ্বা বিরোধভাবঃ ।
নাপি পূর্বোত্তরয়োর্বলবদবলবদ্বনির্ণয়ঃ । দ্বয়োরপি অগোচরচারিতয়া সমান-
ত্বেন বিনিগমনাহেতোরভাবাৎ । তন্মাদিপ্যবস্তমবিরোধো ব্যবস্থাপনীয়ঃ । তৎ
সিদ্ধমেতৎ । বিবাদাম্পদং প্রত্যযাঃ সম্যকঃ প্রত্যয়রাজ্ঞাগ্রাস্তস্তাদিপ্রত্যয়ব-

সর্পাদির জ্ঞায় মিথ্যা ? এই সংশয়ের পূর্বপক্ষ কোটাতে পাওয়া যায়,
সঙ্ক্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানীয় সৃষ্টি সত্য । [সঙ্ক্য...মহিতি] সঙ্ক্য-শব্দে স্বপ্নস্থান ।
বেদেও স্বপ্নস্থান-অর্থে সঙ্ক্য-শব্দের প্রয়োগ দেথা যায় । যথা—“তৃতীয়
স্বপ্নস্থান; তাত সঙ্ক্য আখ্যায় অভিহিত ।” যাহা দুই লোকের + (ইহ-
পরলোকের) অথবা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন, এই দুই অবস্থার সন্ধিতে বা
অন্তরালে হয়, তাহা সঙ্ক্য । এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও সঙ্ক্য-শব্দে স্বপ্ন । এই
স্বপ্নস্থানের সৃষ্টি (স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহা) বস্তুভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ
সৃষ্টির জ্ঞায় সত্য । [কৃতঃ...গম্যতে] সত্য বলিবার কারণ এই যে,

† ইহ পর-লোকের অন্তরালে বা সন্ধিতে জীবের এক প্রকার দর্শন অথবা স্বপ্ন-সদৃশ প্রতীতি
উপস্থিত হয় । তাহা কানিচৎক ও নিত্যস্বপ্নের জ্ঞায় সঙ্ক্য । সুত্বকালে বগন সমুদায় ইন্দ্রিয়
নির্কীপায় হয়, তখন আর সে এ লোক অনুভব করে না । তখন সে বাসনা বা সংস্কারমাত্র
অবলম্বনে এতলোক অতি অস্পষ্টরূপে দ্রব করিতে থাকে । ঐ সময়ে তাহার পূর্বকর্মে-বলে মানস
পরলোকের স্বপ্নরূপ জ্ঞান উদিত হইতে থাকে । অর্থাৎ সে পরলোকে যেরূপ হইবেক, সেইরূপ
তাহার ভাবনা পথে আইসে । এই ভাবনাময় জ্ঞান স্বপ্নসদৃশ বলিয়া স্বপ্ন । এই স্বপ্ন উক্ত প্রকারে
লোকত্বের সন্ধিতে হয় বলিয়া সঙ্ক্য ।

শ্রুতিরেবমাহ “অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইত্যাদি।
“স হি কৰ্ত্তা ইতি” চোপসংহারাদেবমেবাবগম্যতে ॥ ৩।২।১।

নিৰ্ম্মাতারক্ৰৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ৩।২।২ ॥*

অপি চ, একে শাখিনোহি স্মিমেব সঙ্কো স্থানে কামানাং
নিৰ্ম্মাতারমাত্মানমামনন্তি “য এস সৃশ্বেষু জাগতি কামং কামং
পুরুষো নিৰ্ম্মিমাণঃ” ইতি। পুত্রাদয়শ্চ তত্র কামা অভিপ্রেয়ন্তে-
—কাম্যন্ত ইতি। ননু কামশব্দেনেচ্ছাবিশেষা এবোচ্যেরন,
ন; “শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ” ইতি প্রকৃত্য, অন্তে “কামানাং
দিতি। ইমমর্থঃ শ্রুতিরপি দর্শয়তি—“অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইতি।
ন চ “ন তত্র রথান্ রথযোগান্ ন পশ্যানো ভবন্তি বিরোধাতুপচরিতার্থী সৃজত-
ইতি শ্রুতিক্রিয়াণ্যেয়া, সৃজত ইতি হি শ্রুতেঃ। বহুশ্রুতিসম্বাদাৎ প্রমাণান্তর-
সম্বাদাচ্চ। বলীয়স্বেন তদন্তুগুণতয়া ন তত্র রথা ইত্যাত্মা ভাক্ত্বেন ব্যাখ্যা-
নাং জাগ্রদবহাদর্শনযোগ্যা ন সন্তি, ন তু রথা ন সন্তীতি। অতএব কৰ্ত্তৃশ্রুতিঃ
শাখান্তরশ্রুতিরূপদাহতা। প্রাজ্ঞকৰ্ত্তৃকত্বাচ্ছা পারমার্থিকত্বং বিয়দাদিসর্গবৎ।
ন চ জীবকৰ্ত্তৃকত্বায় প্রাজ্ঞককৰ্ত্ত্বমিতি সাম্প্রতম্। অত্র ধৰ্ম্মাদন্ত্রাধৰ্ম্মাদিতি
প্রাজ্ঞশ্চৈব প্রকৃতত্বাৎ। জীবকৰ্ত্তৃকত্বেনপি চ প্রাজ্ঞাদভেদেন জীবন্ত প্রাজ্ঞত্বাৎ।

অপি চ জাগ্রৎপ্রত্যয়দ্বাদবস্তোহপি স্বপ্নপ্রত্যয়াঃ কেচিদ্বশন্তে। তদ্বশা—
স্বপ্নে শুক্রাধরপরঃ শুক্রমাল্যানুলেপনো ব্রহ্মণায়নঃ প্রিহত্বং প্রত্যাহ—প্রিয়ব্রত
পঞ্চমেহহনি প্রাতরেবোৰ্ষরাপ্রায়ভূমিদানেন নরপতিত্বাৎ মানস্মিত্যভীতি। স চ
জাগ্রৎপ্রত্যয়ানো মাননমুভূয় স্বপ্নপ্রত্যয়াং সত্যমভিমুত্তে। তস্মাৎ সঙ্কো পারমার্থিকী
সৃষ্টিরिति প্রাপ্তে উচ্যতে ॥ ৩।২।১।

[কিক, স্বপ্নার্থাঃ সত্যাঃ প্রাজ্ঞনির্ম্মিতত্বাৎ আকাশাদিবদিতি সূত্রার্থমাহ—
প্রমাণরূপা শ্রুতি তাহাকে সত্য বলিয়াছেন। যথা—“অনন্তর রথ, রথ-
যোগ ও পথ সৃজন করেন।” “তিনিই কৰ্ত্তা অর্থাৎ সৃষ্টি করেন” এই শেষ
বাক্যেও উহার সত্যতা প্রতীত হয় ॥ ৩।২।১ ॥

আরও দেখ, কোন কোন শাখায় কথিত আছে, সঙ্ক্য অর্থাৎ স্বপ্ন-
স্থানে কাম্যনিবহের অর্থাৎ অভীপ্সিত পুত্রাদি পদার্থের সৃজনকৰ্ত্তা আত্মা।
যথা—“ইন্দ্রিয়গণ সূপ হইলে যে পুরুষ কাম অর্থাৎ বাঞ্ছিত পদার্থ সৃষ্টি
করতঃ জাগ্রৎ থাকেন—” ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে যে কাম-শব্দ আছে,
তাহার অর্থ পুত্রাদি কাম্য পদার্থ। যাহা কামের অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয়
তাছাড়া কাম। [ননু...ইতি] কাম-শব্দের দ্বারা ইচ্ছা-বিশেষই কথিত হয়,

* একে শাখিনঃ কামানাং নিৰ্ম্মাতারমাত্মানমামনন্তি কাম্যাক পুত্রাদয়ঃ। কাম্য ইত্যঙ্গি-
শব্দে কামা ইতি।

কোনকোন শাখা (বেদভাগ) বলিয়াছেন, সঙ্ক্যস্থানে যে কাম নিৰ্ম্মাণ হয়, তাহার কৰ্ত্তা
আত্মা। আত্মাই সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ দেখেন।

ত্বা কামভাজং করোমি” ইতি প্রকৃতেষু তত্র পুত্রাদিষু কামশব্দস্য
প্রযুক্তত্বাৎ। প্রাজ্ঞঃ চৈনং নির্মাতারং প্রকরণবাক্যশেষাভ্যাং
প্রতীমঃ। প্রাজ্ঞস্য হীদং প্রকরণং “অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাদধর্মীৎ”
ইত্যাদি। তদ্বিষয় এব চ বাক্যশেষোহপি—

“তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।

তস্মিন্লোকাঃ স্রিতাঃ সর্বৈ তদ্ব নাত্যেতি কশ্চন ॥” ইতি।

প্রাজ্ঞকর্তৃকা চ সৃষ্টিস্থথ্যরূপা সমধিগতা জাগরিতাশ্রয়া,
তথা স্বপ্নাশ্রয়াপি সৃষ্টিভবিতুমর্হতি। তথা চ শ্রুতিঃ “অথো
খল্বাহুর্জাগরিতদেশ এবাশ্রয় ইতি, যানি হেব জাগ্রৎ পশ্যতি
তানি স্বপ্নপুংঃ” ইতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ সমানত্বায়তাং শ্রাবয়তি।
তস্মাৎ তথ্যরূপৈব সক্ষ্যে সৃষ্টিরিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ ॥ ৩।২।২॥

অপি চেত্যাদিনা। কৃতিশব্দস্য প্রকরণমিরশ্রুতি—নবিত্যাদিনা। যঃ স্বপ্নেষু
করণেষু জাগর্তি, তদেব শুক্রং স্বপ্রকাশং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। স্বপ্নস্ত জাগ্রদর্থঃ সমান-
দেশব্রহ্মতেরভেদশ্রুতেঃ সত্যেব তাত্পর্যমিত্যাহ—অথো খল্বাহিরিতি। ইতি
রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।২ ॥]

অত্র কিছু কথিত হয় না, তাহা নহে। কেন-না, “তুমি শতবর্ষজীবী
পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর” এই প্রক্রমের পর “শেষে তোমাকে কামভাগী অর্থাৎ
পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট করিব” এই বাক্যে প্রস্তাবিত পুত্রপৌত্রাদি পদার্থে
কাম-শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। অপিচ, প্রকরণ ও প্রস্তাবের
শেষ বাক্য, এই ত্রয়ের দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রাজ্ঞ আত্মাই ঐ সক্ষ্যস্থানীয়
পদার্থের নির্মাতা অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্তা। প্রকরণটি প্রাজ্ঞদ্বিষয়ক। কেন-না,
উহা “যাহা ধর্মাতীত, অধর্মাতীত, কার্যাকারণের অতীত, তাহা বল—”
ইত্যাদিবাক্যের পর উক্ত হইয়াছে। প্রকরণের শেষেও ধর্মাতীত প্রাজ্ঞ
আত্মার কথন আছে। যথা—“সেই বস্তুই শুক্র অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম
অর্থাৎ নিরতিশয় বৃহৎ, অমৃত অর্থাৎ মুক্ত। এই সমুদায় লোক তাহাতেই
আশ্রিত (স্থিত) এবং কেহই তদ্বস্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।”

[প্রাজ্ঞ...প্রত্যাহ] বেহেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞের প্রস্তাবে কথিত,
সেই হেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞ। জাগ্রৎ সৃষ্টি যখন সত্য;
তখন ঐহার স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য। এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও আছে।
যথা—“পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই জাগ্রৎ স্থানও ইহার। ইনি জাগ্রৎস্থানে
যাহা দেখেন, তাহাই স্বপ্ন অর্থাৎ স্বপ্ন-স্থানস্থিত হইয়া দেখেন।” এই
শ্রুতি স্বপ্নের ও জাগ্রতের সান্য দেখাইয়াছেন। অতএব, সক্ষ্য-সৃষ্টিও
জাগ্রৎসৃষ্টির স্থায় তথ্যরূপ। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে সৃজকর প্রত্যুত্তর
বলিতেছেন— ॥ ৩।২।২ ॥

মায়ামাত্রস্তু কাংশ্চৈনানভিব্যক্ত-

স্বরূপত্বাৎ ॥ ৩।২।৩ ॥*

তুশকঃ পক্ষঃ ব্যাবৰ্ত্তয়তি। নৈতদস্তু—যদুক্তং সঙ্ক্ষে
সৃষ্টিঃ পারমার্থিকীতি। মায়াময়েব সঙ্ক্ষে সৃষ্টিন’ তত্র পর-
মার্থগন্ধোহপ্যস্তু। কৃতঃ। কাংশ্চৈনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।
ন হি কাংশ্চৈনান পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণাভিব্যক্তস্বরূপঃ স্বপ্নঃ। কিং
পুনরত্র কাংশ্চৈনানভিপ্রেতম্? দেশকালনিমিত্তসম্পত্তিরবাধশ্চ।
ন হি পরমার্থবস্তুবিষয়াণি দেশকালনিমিত্তান্ভবাধশ্চ স্বপ্নে
সম্ভাব্যতে। ন তাবৎ স্বপ্নে রথাদীনামুচিতো দেশঃ সম্ভবতি।
ন তাবৎ সংবৃতে দেহদেশে রথাদয়োহবকাশঃ লভেরন্।

ইদমত্রাকৃতম্। ন তাবৎ স্বীরশ্চৈব দধি, রজতস্ত পরিণামঃ শুক্টিঃ সম্ভবতি।
ন হি জাতীস্বরূপে চিরস্থিতাত্তপি রজতভাজনানি শুক্টিভাবমহুভবন্তি দৃষ্টান্তে।
ন চেতনস্ত রজতাহুভবসময়েহন্তোহনাকুলেন্দ্রিয়ো ন তস্ত শুক্টিভাবমহুভবতি
প্রত্যোতি চ। ন চোক্ষরূপং বস্তু। সামগ্রীভেদাত্ত কদাচিদস্ত তোরভাবোহন্ত-
ত্বতে কদাচিন্নরীচিতেতি সাপ্ততম্। পারমার্থিকে হস্ত তোরভাবে তৎ-
সাধ্যামুদত্তোপশমনলক্ষণার্থক্রিয়াং কুর্য্যানরীচিসাধ্যামপি রূপপ্রকাশলক্ষণাম্। ন
মরীচিভিঃ কস্তচিৎক্ষণা উদত্তোপশাম্যতি। ন চ তোরমেব দ্বিবিধমুদত্তোপশমন-
তদলক্ষণমনমিতি যুক্তম্। তদর্থক্রিয়াকারিহব্যাপ্তং তোরত্বং মাত্রায়াপি তামকুর্ত্তোর-
মেব ন ত্বাৎ। অপি চ তোরপ্রত্যয়-সমীচীনদ্বায়াহস্ত বৈবিধ্যমভ্যুপেয়তে,
তচ্ছাভ্যুপগমেহপি ন সেকু মরীতি। তথা হুমমর্থবিয়া তোরমেতদিতি মন্বানো ন

স্বপ্ন তু-শক উদঘাটিত পূর্বপক্ষের নিরাসক। বলিয়াছিল যে, স্বাপ্নিক
সৃষ্টি জাগ্রৎসৃষ্টির ত্রায় সত্য। তাহা নহে। স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়াময়ী।
তাহাতে সত্যের নাম গন্ধও নাই। কারণ এই যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে
অভিব্যক্ত নহে। সত্য বস্তুর যে যে ধর্ম্ম, সে সকল ধর্ম্ম স্বপ্নের স্বরূপে
প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না। দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধরাহিত্য, এই গুলি
স্বপ্ন স্বপ্ন কাংশ্চৈনান-শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিবে। সত্যবস্তুর দর্শনবিষয়ক দেশ, কাল,
নিমিত্ত ও বাধ-রাহিত্য, এ সকল স্বাপ্ন পদার্থে সম্ভাবিত নহে। [ন তাবৎ...
লভেরন্] স্বপ্নস্থানে কি রথাদি থাকিবার যোগ্য দেশ আছে? না এই

* তু-শব্দে ন পূর্বপক্ষঃ নিবেদতি। সঙ্ক্ষে সৃষ্টিন’ পারমার্থিকীতি বাবৎ। সা মায়ামাত্রঃ
মায়াময়েব। বতঃ সা কাংশ্চৈনান দেশকালনিমিত্তাদিরূপেণ পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণ অভিব্যক্ত-
ভবতি, ততঃ সা সৃষ্টিন’ পরমার্থরূপা, কিন্তু মায়াময়ী। জাগ্রদর্থস্ত সত্যভব্যাপকো বো বো ধর্ম্মঃ,
স্বপ্নে তদন্তাবো দৃশ্যত ইতি নির্ধঃ।

স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎসৃষ্টির ত্রায় তথাকার নহে। তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা জাগ্রৎপদার্থে
ধর্ম্ম সত্যের দ্বারা অভিব্যক্ত নহে অর্থাৎ প্রকাশিত নহে। (ভাষ্যাসুবাদ দেখ)।

শ্রাদেতৎ । বহির্দেহাৎ স্বপ্নং দ্রক্ষ্যতি, দেশান্তরিতদ্রব্যগ্রহণাৎ ।
দর্শয়তি চ শ্রুতির্বহির্দেহাৎ স্বপ্নং—

“বহিঃ কুলায়াদমৃতশচরিত্বা

স ঐয়তে অমৃতো যত্র কামম্”। ইতি ।

স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদশ্চ নানিচ্ছান্তে জন্তো সামঞ্জস্যমশ্ব-
বীতেতি ।

নেতুচ্যতে । ন হি সপ্তম জন্তোঃ ক্ষণমাত্রেন যোজন-
শতাস্তরিতং দেশং পর্য্যেতুং বিপর্য্যেতুঞ্চ ততঃ সামর্থ্যং সম্ভাব্যতে ।
কচিচ্চ প্রত্যাগমনবর্জিতং স্বপ্নং শ্রাবয়তি—কুরুষহং শয্যায়াং
শয়ানো নিদ্রয়াভিপ্লুতঃ স্বপ্নে পঞ্চালানভিগতশ্চাস্মিন্ প্রতি-

তুষ্যাপি মরীচিতোয়মভিধাবেৎ, যথা মরীচীনমুভবন্ । অথশব্দং শব্দমভিমত-
মানোহভিধাবতি । কিমপরাস্থং মরীচিযুতোয়বিপর্য্যাসেন সার্কজ্ঞানীনেন, যত-
মতিলজ্জ্যা বিপর্য্যাসান্তরং কল্পাতে । ন চ ক্ষরদধিপ্রত্যয়বদাচার্য্যামাতুলব্রাহ্মণ-
প্রত্যয়বদা ভোয়মরীচিবিজ্ঞানে সমুচিতাবগাহিনী, স্বাহুভবাৎ । পরম্পর-
বিকল্পয়োর্কীথাবাধকভাবাবভাসনাং । তত্রাপি রজতজ্ঞানাং পূর্ব্বমুৎপন্নং বাধ্যমুত্তরম্
বাধকং শুক্লিজ্ঞানাং, প্রাপ্তিপূর্ব্বকর্য্যং প্রতিবেদ্যত্বং । রজতজ্ঞানাং প্রাক্ প্রাপক-
ভাবেন শুক্লেরপ্রাপ্ত্যয়াঃ প্রতিবেদ্যাসম্ভবাৎ পূর্ব্বজ্ঞানপ্রাপ্তস্ত রজতঃ শুক্লিজ্ঞানম-
পবাধিতুমর্হতি । তদপবাধাস্বকঞ্চ স্বাহুভবাদবদীয়তে । বধাৎ :—

“আগামিত্ত্বাদবাধিত্বা পরং পূর্ব্বং হি জায়তে ।

পূর্ব্বং পুনরবাধিত্বা পরং নোৎপত্ততে কচিং ॥”

সঙ্কুচিতঃ দেহস্থানে রথাদি পর্য্যাপ্ত ইয় ? [শ্রাদেতৎ...বীতেতি] আচ্ছা,
এমন হইবেও ত পারে যে, জীব দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে ? জীব
যখন দেশান্তরীর দ্রব্য দর্শন করে, তখন কেন না মনে করিব যে, জীব
দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বপ্ন সন্দর্শন করে ? শ্রুতিও দেহের বাহিরে যাও-
য়ার কথা বলিয়াছেন । যথা—“সেই অমৃত পুরুষ (আত্মা) কুলায়ের অর্থাৎ
দেহ-গৃহের বাহিরে যথা ইচ্ছা তথায় ইচ্ছামুরূপ বিহার করেন ।” আরও
দেখ, জীব যদি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হয়, তাহা হইলে স্থিতি, গতি
ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কারণ (অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছি, যাইতেছি ও
অমুক দেশের অমুক পদার্থ দেখা হইল, এ সকল বা ইত্যাদি প্রকার স্বপ্ন)
সঙ্গত হয় না ।

[নেতুচ্যতে...কলয়েৎ] প্রশ্নকারীর এই প্রশ্ন সাধু বা সঙ্গত নহে । কেন ?
তাহা বিবেচনা কর । স্বপ্ন জীব কি ক্ষণকালমধ্যে শত যোজন দূরে গিয়া

বুদ্ধশ্চ’ ইতি। দেহাচ্ছেদপেয়াং, পঞ্চালেষেব প্রতিবুধ্যত—
তানসাবভিগত ইতি, কুরুষেব তু প্রতিবুধ্যতে। যেন চায়ং
দেহেন দেশান্তরমগ্নুবানো মন্যতে, তমন্তো পার্শ্বাঃ শয়নদেশ
এব পশ্যন্তি। যথাভূতানি চায়ং দেশান্তরানি স্বপ্নে পশ্যতি, ন
তানি তথাভূতান্যেব ভবন্তি। পরিধাবংশেচং পশ্যেজ্জাগ্রদ্বৎ,
বস্তু ভূতমর্থমাকলয়েৎ। দর্শয়তি চ ঋতিবিস্তারের দেহে স্বপ্নং
“স যত্রৈতৎ স্বপ্নয়াচরতি” ইত্যুপক্রম্য “সে শরীরে যথাকামং
পরিবর্ততে” ইতি। অতশ্চ ঋতু্যপপত্তিবিরোধাদ্বহিঃ কুলায়-
ঋতিগৌণী ব্যাখ্যাতব্যা—“বহিরিব কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা’
ইতি। যো হি বসন্তপি শরীরে ন তেন প্রয়োজনং কৰোতি,
স বহিরিব শরীরাস্তবতীতি।

ন চ বর্তমানরজতাবভাসি জ্ঞানং ভবিষ্যত্তমস্তা গোচরয়ন্ন ভবিষ্যতা
স্বসময়বর্জিনাং শুক্লিং গোচরয়তা প্রত্যয়েন বাধ্যতে, কালভেদেন বিরোধাত্তা-
বাদিত যুক্তম্। মা নানাহস্তাজ্ঞাসীং প্রত্যক্ষং ভবিষ্যত্ত্বং, তৎপৃষ্ঠতাবিত্যু-
মানমুপকারহেতুভাবনিবাসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে হেমানমাকলয়তি।
অসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে রজতমিদং স্থিরং রজতহানমুভূতপ্রত্যভি-
জ্ঞাতরজতবৎ। তথা চ ভবিষ্যজ্জুক্তিকাজ্ঞানকালং রজতং ব্যাপ্তুয়াদিতি বিরোধঃ
তুক্তিজ্ঞানেন বাধ্যতে। যথাহ :—

“রজতং গৃহ্মণং হি চিরস্থায়ীতি গৃহ্মতে।

ভবিষ্যজ্জুক্তিকাজ্ঞানকালং ব্যাপ্নোতি তেন তৎ ॥” ইতি

পুনরুদার ফিরিয়া আসিতে পারে? না তাহার তাদৃশ সামর্থ্য সম্ভাবিত? (তাহা
কি যুক্তির দ্বারা বুদ্ধিস্ব করা যায়?) আবার এমন স্বপ্নও আছে, যাহা প্রত্যা-
গমনবর্জিত। ঋতিও ঐরূপ একটা স্বপ্ন শুনাইয়াছেন। যথা—“আমি
কুরুদেশে শয়ন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নবোগে পাকাল-
দেশে গেলাম এবং তন্মুহূর্ত্তে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। (সে দেশ হইতে আর
প্রত্যাবর্তন করা ঘটিল না,)” জীব যদি সত্য সত্যই পঞ্চালদেশে বাইত,
তাহা হইলে পঞ্চালদেশেই থাকিত, পঞ্চালদেশেই আগ্রং হইত, কিন্তু
সে পঞ্চালদেশে থাকে নাই, আগ্রংও হয় নাই, সে সেই কুরুদেশেই আছে
ও আগ্রং হইয়াছে। সে স্বপ্নকালে যে-দেহে দেশান্তরে গিয়াছিল, পার্শ্ব
লোক তাহার সে দেহ শয্যাতেই অবস্থিত দেখিয়াছিল। অপিচ, স্বপ্নে যে-
প্রকার দেশান্তর দেখে, সে দেশান্তর ঠিক প্রকার নহে। বাহিরে গিয়া
দেখিলে, স্বপ্নে অবস্থাই আগ্রদর্শনের সমান দর্শন হইত; কিন্তু তাহা হয়
না। স্বপ্নে অনেক বিপর্যয় ও অস্পষ্ট দর্শনও হয়। [দর্শয়তি...ভবতি ইতি]
দেহের মধ্যেই স্বপ্ন দর্শন হয়, ইহা ঋতিও বলিয়াছেন। যথা—“ধাতাতে

স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদোহপ্যেবং সতি বিপ্রলম্ব এবাভ্যুপগম্যব্যঃ ।
কালবিসম্বাদোহপি চ স্বপ্নে ভবতি, রজন্যাং স্রপ্তো বাসরং ভারতে
বর্ষে মন্যতে, তথা মুহূর্তমাত্রপ্রবর্ত্তিনি স্বপ্নে কদাচিৎ বহুন্
বর্ষপুগানতিবাহয়তি । নিমিত্তান্যপি চ স্বপ্নে ন বুদ্ধয়ে কৰ্ম্মণে
বোচিতানি বিদ্যন্তে । করণোপসংহারাদ্বি নান্য রথাদিগ্রহণায়
চক্ষুরাদীনি সন্তি । রথাদিনির্ব্বর্ত্তনেনহপি কুতোহস্ম নিমেষমাত্রেন
সামর্থ্যং, দারুণি বা । বাধ্যন্তে চৈতে রথাদয়ঃ স্বপ্নসৃষ্টাঃ প্রবোধে ।
স্বপ্ন এব চৈতে স্থলভবাধা ভবন্তি, আদ্যন্তয়োৰ্ব্ব্যভিচারদর্শনাৎ ।
রথোহয়মিতি হি কদাচিৎ স্বপ্নে নির্ধারিতঃ ক্ষণেন মনুষ্যঃ সম্প-

প্রত্যক্ষেন চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত ইতি কেচিদ্ভাষ্যকৃতে, তদন্তম্ । যদি চির-
স্থায়িত্বং যোগ্যতা, ন সা প্রত্যক্ষগোচরঃ, শক্তেরতীজিবদ্ব্যং । অথ কালান্তর-
ব্যাপিত্বং, তদপ্যন্তং, কালান্তরেণ ভবিষ্যতেজ্জিয়স্ম সংযোগ্যগোচরং, ততপ-
হিতসীম্নো ব্যাপিহস্তাতীজিবদ্ব্যং । ন চ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়বদভ্যাপ্তি সংসারঃ
সহকারী, যেনাবর্ত্তমানমপ্যাকলয়েৎ । তস্মাদত্যস্তাভ্যাসবশেন প্রত্যক্ষানন্তরং
গীত্বতরোৎপন্নবিনশাদবস্থানুমানসহিতপ্রত্যক্ষাভিপ্রায়মেব চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত-
ইতি মন্তবাম্ ।

অত এবৈতৎ সূত্রতরং কালব্যবধানমবিবেচয়ন্তঃ সৌগতাঃ প্রাচঃ—দ্বিবিদো হি

দর্শন হয়" এই উপক্রমে বলা হইয়াছে "তিনি স্বীয় শরীরেই কামান্তরূপ
পরিবর্ত্তিত হন ।" অতএব, জীব নিজ দেহের বাহিরে স্বপ্ন দর্শন করে, এট
প্রতির গোণ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে আর প্রতি-যুক্তি-বিরোধ
হইবে না । সে গোণ ব্যাখ্যা এই—"অমৃত (আত্মা), যেন শরীরের বাহিরে
গিয়া—" ইত্যাদি । সে শরীরে থাকিয়াও শরীর ছাড়া প্রয়োজন সাধন করে
না, সে অবশ্যই শরীরবহিবর্ত্তীর জায় হয় ।

[স্থিতি...বাহ্যমিতি] স্বপ্নে অবস্থান ও বাহ্য প্রভৃতিও একরূপ অর্থাৎ গোণ
(যেন দাইতেছে, ইত্যাদিবিধ) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । স্বপ্নেতে কালের
বিরুদ্ধতাও দেখা যায় । রজনী সময়ে স্বপ্নগত হইবামাত্র স্বপ্নদৃষ্টার এই ভারত-
বর্ষেই দিবস দর্শন হয় । আরও দেখ, স্বপ্ন মুহূর্ত্তমাত্র প্রবর্ত্তিত, কিন্তু স্বপ্নদৃষ্টা
কখন কখন দেখে, শত শত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে । [নিমিত্তান্যপি...বক্ষঃ]
স্বপ্নবিদগিণী বুদ্ধির অপবা ক্রিয়ার উপযুক্ত নিমিত্তও থাকে না, (নিমিত্ত = কারণ) ।
তৎকালে ইজ্জিয়গণ স্রপ্ত, স্তত্রাং তপন রথাদি দর্শনের উপযুক্ত চক্ষুরাদি
ইজ্জিয় নাই । জীবের কি নিমেষকালমধ্যে রথাদি প্রস্থত করিবার সামর্থ্য
আছে ? না, তথায় কাষ্ঠাদি উপকরণ জুধ্য আছে ? তাহা নাই । আরও
দেখ, স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি-জাঘদশায় : জুসপের জায় বাদিত হয় অর্থাৎ থাকে

দ্রুতে। মনুষ্যোহয়মিতি বা নির্ধারিতঃ ক্ষণেন বৃক্ষঃ। স্পষ্ট-
কথাভাং রথাদীনাং স্বপ্নে আবয়তি শাস্ত্রং “ন তত্র রথা ন রথ-
যোগা ন পস্থানো ভবন্তি” ইত্যাদি। তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্ন-
দর্শনম্ ॥ ৩।২।৩ ॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩।২।৪॥*

মায়ামাত্রত্বাৎ তর্হি ন কশ্চিৎ স্বপ্নে পরমার্থগন্ধ ইতি।
নেতুচ্যতে। সূচকশ্চ হি স্বপ্নে ভবতি ভবিষ্যতোঃ সাধ্ব-
সাধুনোঃ। তথা হি শ্রুয়তে—

বিষয়ঃ প্রত্যক্ষশ্চ—গ্রাহ্যশ্চাপাবদেয়শ্চ। গ্রাহ্যক্ষণ একঃ স্বলক্ষণোহ্যাবসেয়শ্চ সন্তান
ইতি। এতেন স্বপ্নপ্রত্যয়ো মিথ্যারেন বাধ্যতঃ। বস্তু সত্যং স্বপ্নদর্শনমুক্তং,
তথাপ্যাপ্যাত্মা ব্রাহ্মণায়নেনাপ্যাত্মে সন্মাদিতাবৎ। প্রিয়ব্রতত্যাগাতসম্বাদস্ব
কাকতাদীয়ো ন স্বপ্নজ্ঞানং প্রমাণিতুমর্হত। তাদৃশশ্রব বহুলং বিসম্বাদদর্শনাৎ।
দর্শিতশ্চ বিসম্বাদো ভাষ্যকৃতঃ কাংক্ষোন্নানভিব্যক্তিঃ বিরূপতা—রজন্যাং স্তম্ভ
ইতি। রজনীসময়েহপি হি ভবতাত্ত্বগন্তরে কেতুমালাদৌ বাসরো ভবতীতি
ভারতে বর্ণ ইত্যুক্তম্ ॥ ৩।২।৩ ॥

দর্শনং সূচকম্। তচ্চ স্বপ্নপেণ সং, অসত্ত্ব, দুগ্ধম্। অত এব স্বীদর্শন-

না, অদর্শনপ্রাপ্ত হয়। অধিক কি, স্বপ্নকালেও তাহা বাধিত (লুপ্ত)
হয়। স্বপ্নে নিশ্চয় হটল, এটা রথ, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাহা আর রথ
রহিল না। রথের পরিবর্তে তাহা মনুষ্য হটল, দেখিতে দেখিতে তাহা
আবার বৃক্ষ হইল। [স্পষ্টক...দর্শনম্] অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির অভাব
স্পষ্টরূপে শুনাইয়াছেন। বলা—“সমানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই, পথও নাই।”
ইত্যাদি। এই সকল কারণে স্থির হয়, স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়িক* অর্থাৎ
মায়াময়।

স্বপ্ন মায়িক (সম্ভাবন-সহায় অজ্ঞানের পরিণামবিশেষ), তাই বলিয়া যে,
তাহাতে সত্যের লেশ নাই, সত্যের সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক নাই,
এমত নহে। স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচকও হয়। এ কথা শ্রুতিতেও শুনা
যায় এবং স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও সে কথা বলেন। শ্রুতি বলা—“যদি

* মায়িকোহপি স্বপ্নঃ সাধ্বসাধুনোভবিষ্যতোঃ সূচকোহনুমাণকঃ, অতস্তত্র পরমার্থগন্ধো
নাভীতি ন বক্তব্যম্। শ্রুয়তে হি স্বপ্নতত্ত্ব ভবিষ্যৎসাধ্বসাধ্বসূচকম্। তদ্বিদঃ স্বপ্নদিক
আচক্ষতে চ।

সত্য বটে, স্বপ্ন মায়ামাত্র। কিন্তু তাহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক—অনুমাণক। কেন-না,
শ্রুতি ও স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্বপ্নের তজ্জনতা বলিয়াছেন।

“যদা কৰ্ম্মসু কাম্যেষু ত্রিয়ং স্বপ্নে যু পশ্যতি ।

সমুদ্বিগ্নং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥” ইতি ।

তথা “পুরুষঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণদন্তঃ পশ্যতি, স এনং হস্তি” ইত্যেবমাদিভিঃ স্বপ্নৈরচিত্রজীবিত্বমাবেদ্যত ইতি শ্রাবয়তি । আচক্ষতে চ স্বপ্নাধ্যায়বিদঃ “কুঞ্জরারোহণাদীনি স্বপ্নে ধন্যানি, খরযানাদীন্যধন্যানি” ইতি । মন্ত্রদেবতাদ্রব্যবিশেষনিমিত্তাশ্চ কেচিৎ স্বপ্নাঃ সত্যার্থগন্ধিনো ভবন্তীতি মন্যন্তে । তত্রাপি ভবতু নাম শূচ্যমানস্ত বস্তনঃ সত্যত্বং, সূচকস্ত তু জ্ঞীদর্শনাদে-
ৰ্ভব্যত্যাং বৈতথ্যাং, বাধ্যমানত্বাদিত্যাভিপ্রায়ঃ ।

তস্মাদুপপন্নং স্বপ্নস্ত মায়ামাত্রত্বম্ । বহুত্বম্ “আহ হীতি, তদেবং সতি ভাস্তং ব্যাখ্যাতব্যং, যথা লাস্তলং গবাদীনুদ্বহতীতি । নিমিত্তমাত্রত্বাদেবমুচ্যতে, ন তু প্রত্যক্ষমেব লাস্তলং গবাদী-
নুদ্বহতি । এবং নিমিত্তমাত্রত্বাৎ স্তপ্তো রথাদীন্ সৃজতে, স হি

স্বরূপসাধ্যাশ্চরমধাতুবিসর্গাদয়ো জাগ্রদবস্থায়ামনুবর্তন্তে । জ্ঞীসাধ্যাস্ত মাল্য-
বিলেপনদন্তক্ষতাদয়ো নানুবর্তন্তে ।

স্বপ্নে কাম্যকৰ্ম্মবিষয়ে জ্ঞী দর্শন করে, তাহা হইলে জানিবে, সেই স্বপ্ন-
দর্শনের দ্বারা সে কার্য্যের সমুদ্বিগ্ন বা সুসুদ্বিগ্ন হইবে। “স্বপ্নে যদি কৃষ্ণ-
দন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয়, তবে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ তাহাকে বিনষ্ট করে।”
ইত্যাদিবিধ স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার মরণের নৈকট্য জানায় । [আচক্ষতে...প্রায়ঃ]
স্বপ্নাধ্যায়-(শাস্ত্রবিশেষ) বেতুগণও বলিয়াছেন, স্বপ্নে কুঞ্জরারোহণাদি শুভ, আর
গর্দভারোহণাদি অশুভ । মন্ত্রের দ্বারা, দেবতাসমুদ্রের দ্বারা ও ঔষধবিশেষ
সেবনের দ্বারা যে সকল স্বপ্নবিশেষ দৃষ্ট হয়, সে সকলের অনেকগুলি সত্য ।
(এতাবত এই বলা হইল যে, স্বপ্ন নিজে মিথ্যা হইলেও তাহা ভবিষ্যৎ সত্য
ঘটনার বোধক হয়) । কলিতার্থ বা অভিপ্রায় এই যে, শূচ্যমান বস্ত্র সত্য হয়
হউক, সূচক জ্ঞীদর্শনাদি মিথ্যা ।

[তস্মা...সৃজতি] প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা স্বপ্নের মায়িকত্ব উৎপন্ন
হয় । স্বপ্নের তথাক্রমতা পক্ষে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহা গৌণ অর্থে বোঝনা
কর । যেমন নিমিত্তমাত্র লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, লাস্তল গো প্রভৃতিতে
চলাইতেছে, বস্ত্রতঃ লাস্তল গবাদির চালক নহে ; তেমনি, নিমিত্তসামান্য লক্ষ্য
করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, স্তপ্তব্যক্তি রথাদি সৃষ্টি করে এবং স্তপ্ত রথাদির সৃজন-

কর্তেতি চোচ্যতে, ন তু প্রত্যক্ষমেব সুপ্তো রথাদীন্ সৃজতি ।
 নিমিত্তত্বস্তস্য রথাদিপ্রতিভাননিমিত্ত-মোদত্রাসদর্শনাং তন্নিমিত্তভূ-
 তয়োঃ স্কৃতত্বক্ তয়োঃ কর্তৃত্বেনেতি বক্তব্যম্ । অপি চ, জাগ-
 রিতে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদিত্যাদিজ্যোতির্ব্যতিকরাজ্জা-
 ত্বনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্কঃ দ্রষ্টুর্দুর্কিবেচনমিতি তদ্বিবেচনায়
 স্বপ্ন উপন্যস্তঃ । তত্র যদি রথাদিসৃষ্টিবচনং শ্রুত্যা নোচ্যেত,
 স্বয়ংজ্যোতিষ্কঃ ন নির্ণীতঃ স্যাৎ । তস্মাদ্রথাদ্যভাববচন-
 শ্রুত্যা রথাদিসৃষ্টিবচনং ভাক্তমিতি ব্যাখ্যেয়ম্ । এতেন
 নির্মাণশ্রবণং ব্যাখ্যাতম্ ।

যদপ্যুক্তং “প্রাজ্ঞমেনং নির্মাতারমামনন্তি” ইতি, তদপ্যসং ।
 শ্রুতাস্তরে “স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্মায় স্মেন ভাসা স্মেন জ্যোতিবা
 প্রস্রপতি” ইতি জীবব্যাপারশ্রবণাৎ । ইহাপি চ “য এষ

ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেহপি প্রাজ্ঞব্যাপার ইতি । প্রাজ্ঞব্যাপারস্মেন পারনার্থি-
 ক দ্রষ্টমানং প্রত্যক্ষেণ বাধকপ্রত্যয়েনাবিকল্প্যমানং নাস্মাৎ লভত ইতি ভাবঃ ।
 বঙ্গমোক্ষয়োরাস্তুরালিকং তৃতীয়মৈশ্বর্যমিতি ॥ ৩।২।৪ ॥

কর্তা কিম্ব তি নি বাস্তব পক্ষে রথাদি সৃজন করেন না । [নিমিত্তত্ব...ব্যাখ্যাতম্]
 স্বপ্নেও রথাদি দর্শনের পর ইহবিষয়াদি হয় । তাহাতে বিবেচনা করিতে হইবে,
 মানিতে হইবে যে, সেই সেই স্বপ্নদর্শনের কারণীভূত স্কৃত তত্ত্ব (পুণ্য-
 পাপ) সেই সেই স্বপ্নদর্শনের প্রয়োজক নিমিত্ত কারণ । অল্প কথা এই যে,
 জাগ্রৎকালে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ থাকে এবং আদিত্যাदि প্রকাশক পদার্থের
 ব্যতিকর (মিশ্রণ, স্পষ্ট সম্পর্ক বা প্রকাশ) থাকে, সেই কারণে আত্মার
 স্বপ্নপ্রকাশতা তৎকালে দুর্কিবেচনীয় হয় । আত্মার সেই দুর্কিবেচ্য স্বপ্ন-
 প্রকাশতাকে সুবিবেচ্য বা সুপ্রবোধ্য করিবার জন্য শ্রুতি কথিতপ্রকার স্বপ্ন বর্ণন
 করিয়াছেন । শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষ্য তদ্বোধক শব্দ আছে বলিয়া ‘যদি রথাদি-
 সৃষ্টিবাক্যের মুখার্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আত্মার স্বপ্নপ্রকাশতা সুপ্রনির্ণীত
 হইবে না । অতএব, রথাদির অভাববাদিনী শ্রুতির সাহায্যে রথাদিসৃষ্টি-
 বাক্যের গোণার্থ গ্রহণ করা উচিত । রথাদিসৃষ্টিশ্রুতির ভ্রাম নির্মাণশ্রুতিরও
 গোণার্থ করা হইয়াছে ।

[যদপ্যুক্তং...বিক্রম্যতে] বলিয়াছিল যে, স্বপ্ন পদার্থের নির্মাণ-কর্তা প্রাজ্ঞ
 আত্মা, তাহা সাধু নহে । কেন-না, অল্প শ্রুতিতে শুনা যায়, তাহা জীবেরই
 ব্যাপারবিষয় । যথা—“জীব বিহত্য করিয়া অর্থাৎ জাগ্রদেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া
 নিজ বাসনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নির্মাণ করতঃ স্বীয় বা স্বাপ্রিত বুদ্ধিবৃত্তির
 (বুদ্ধিবৃত্তি—বুদ্ধির এক প্রকার অবস্থা) ও স্বরূপ চৈতন্তের দ্বারা স্বপ্নাভূতব

স্বপ্নেষ্ণু জাগর্তি” ইতি প্রসিদ্ধানুবাদাজ্জীব এবায়াং কামানাং
নিৰ্মাতা সক্ষীৰ্ত্যতে। তস্য তু বাক্যশেষেণ “তদেব শুক্লশুদ্ধব্রহ্ম”
ইতি জীবভাবঃ ব্যাবর্ত্য ব্রহ্মভাব উপদিশ্যতে—“তত্ত্বমসি”
ইত্যাদিবদিত্বি ন ব্রহ্মপ্রকরণত্বং বিরুদ্ধ্যতে। ন চাস্মাভিঃ
স্বপ্নেহপি প্রাজ্ঞব্যাপারঃ প্রতিষিধ্যতে। তস্য সৰ্বৈশ্বরত্বাৎ
সৰ্ববিশ্বপ্যবস্থাস্বধিষ্ঠাতৃত্বোপপত্তেঃ। পারমার্থিকস্তু নায়াং সক্ষ্যা-
শ্রয়ঃ সৰ্গো বিয়দাদিসৰ্গবদিত্যেতাভ্যং প্রতিপাद्यতে। ন চ
বিয়দাদিসৰ্গশ্রাপ্যাত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তু। প্রতিপাদিতং হি
“তদনন্তত্বমারম্ভগণকাদিভ্যঃ” ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়া-
মাত্রত্বম্। প্রাক্ চ ব্রহ্মানুদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো
ভবতি, সক্ষ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইত্যতো বৈশে-
ষিকমিদং সক্ষ্যস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্ ॥ ৩। ২। ৪ ॥

“পর্যভিধানাত্ত্ব তিরোহিতং, ততো হুত্ব বক্বিপর্যায়ৌ।” “দেহযোগাচ্ছা
সৌহপি” ইতি সূত্রদ্বয়ং কৃতোপপাদনমস্মাভিঃ প্রথমমুদ্রা। নিগদব্যাপ্যাত্ত্ব
চৈতন্যোভাষামিতি ॥ ৩। ২। ৭-৬ ॥

করেন।” কঠকথিতং “ইন্দ্রিয়গণ স্বপ্ন হইলে, এই যে ইনি জাগ্রৎ থাকেন”
এতদভিধেয় প্রসিদ্ধ জীবাত্মার অনুবাদে জীবেরই কাম্য বস্তু, ই অর্থাৎ স্বপ্ন-
পদার্থের নিৰ্মাতৃত্ব কথিত হইয়াছে। পরে “তিনিই শুক্ল ও ব্রহ্ম” এই শেষবাক্যে
জীবের জীবত্ব নিবেদন পূৰ্ব্বক ব্রহ্মত্বের উপদেশ হইয়াছে। “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি
স্থলে বৈদ্যন প্রসিদ্ধ জীবাত্মবাদের পর জীবভাব নিবেদন ও তাহার ব্রহ্মভাবের
উপদেশ হইয়াছে, প্রদর্শিত স্থলেও সেইরূপ জানিবে এবং তাহাতেই ব্রহ্ম-
প্রকরণের বিরোধ বা বাধ হয় না। [ন চাস্মাভিঃ...মুদিতম্] স্বপ্নে প্রাজ্ঞ আত্মার
যে, কোনও ব্যাপার নাই, এমন কথা আমরাও বলি না। তিনি সৰ্বৈশ্বর।
সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাপ্রাপ্ত সৃষ্টি
আকাশাদি সৃষ্টির জ্ঞায় পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য নহে; এই মাত্র অভিপ্রেত বা
প্রতিপাদ্য। আকাশাদি সৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই। সমুদায় প্রপঞ্চই
মায়িক, মিথ্যা, এ সকল “তদনন্তত্বম্” সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাবৎ
না ব্রহ্মানুদর্শনকার হয়, তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ বধাবস্থিতরূপে থাকে;
কিন্তু স্বপ্নাপ্রাপ্ত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত (অন্তথা হয়), এইমাত্র বিশেষ বা
প্রভেদ ॥ ৩। ২। ৪ ॥ .

পরাত্তিধানাত্ত তিরোহিতং ততো

হস্ত বন্ধ-বিপর্যায়ো ॥৩২।৫॥*

অথাপি স্মাৎ—পরশ্চৈব তাবদাত্তনোহঃশো জীবোহগ্নেরিব
বিস্মুলিঙ্গঃ । তত্রৈবং সতি যথ্যগ্নিস্মুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহন-
প্রকাশনশক্তিী ভবতঃ, এবং জীবেশ্বরয়োঃপি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিী ।
ততশ্চ জীবশ্চৈশ্বর্য্যবশাৎ সাক্ষল্লিকী স্বপে রথাদিসৃষ্টির্ভবিষ্যতীতি ।

অত্রোচ্যতে—সত্যপি জীবেশ্বরয়োঃশাংশীভাবে প্রত্যক্ষমেব
জীবশ্চৈশ্বর্য্যবিপরীতধর্ম্মত্বং । কিং পুনর্জীবশ্চৈশ্বর্য্যসমানধর্ম্মত্বং
নাস্ত্যেব ? ন নাস্তীতি । বিদ্যমানমপি তু তৎ তিরোহিতং
অবিদ্যাব্যবধানাৎ । তৎ পুনস্তিরোহিতং সং পরমেশ্বরমভিধায়তো

[পূর্বে কপুসমগ্র্যভাবাৎ স্বপ্নো মাঘেহুত্বং, তচ্চাগুত্বং, সাক্ষল্লিক্যত্রোপা-
সত্যসৃষ্টিসম্ভবাৎ—ইতি শব্দাৎ কৃত্য পরিহবন্ স্বত্বং ব্যাচটে—তথাপি স্মাদিত্যা-
দিনা । সত্যসকলস্ত চি সঙ্কল্পাৎ সৃষ্টিঃ সত্য ভবতি, জীবস্ত অসত্যসকলস্ত
প্রত্যক্ষমিতি পরিহারার্থঃ । তর্হি বিরুদ্ধধর্ম্মবদ্বাজীবশ্চৈশ্বর্য্যত্বং নাস্ত্যেবেতি
শব্দতে—কিমিতি । নাস্তীতি ন, কিম্বাবৃতমস্তি, তৎপুনরীশ্বরপ্রসাদাৎ কস্তচিৎ
ব্যক্তাত ইত্যাহ—ন নাস্তীতি । বিদ্যুতদ্ব্যস্তস্ত নিষ্পাপস্ত সংসিক্তস্তাবিমানি-
বিশিষ্টেভ্যেভ্যঃ । ব্রহ্মৈবাহমিতি দেবা জ্ঞাতা সাক্ষাৎকৃত্য সর্কপাশানানবিদ্যা-
দিক্লেপানামপক্যানিরপক্যস্তুত্বয়ো ভবতি । ক্ষৌণিশ্চ ক্রৌণিশ্চ কার্গ্যজন্মবর্ণা-

বিস্মুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীব তেমনি পরমেশ্বরের অংশ । যেমন
দাহ-প্রকাশশক্তি উভয়েরই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিও জীবেশ্বরের সমান ।
জীব যখন ঈশ্বরংশ ও ঈশ্বর্য্য-বিশিষ্ট, তখন একরূপ হইতেও পারে যে, ঈশ্বর্য্যবলে
জীবের সৃষ্টি-সকল হয়, সেই সকলে সত্য স্বপ্ন-রথাদির সৃষ্টি হয় । (ফলিতার্থ—
সত্যসকল পবমেশ্বরের সকলে সত্য সৃষ্টির সম্ভব আছে) ।

[অত্রোচ্যতে...জন্ম নাম্] এই আপত্তির প্রত্যাপত্তিতে বলা যায়, অংশাংশি-
ভাব থাকিলেও জীবেশ্বরের বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তা প্রত্যক্ষ । জীব অসত্যসকল, কিন্তু
ঈশ্বর সত্যসকল ইত্যাদি । তবে কি জীবের ঈশ্বরত্ব নাই ? নাই বলা যায় না,

* ঈশ্বরংশো জীবস্ততশ্চ তয়োজ্ঞানৈশ্বযো সমানে ইতি মহাহ পুরুষাকী পরেতি । তৎসমা-
ধানমাহ—তিরোহিতমিতি । তুঃ পরাত্তিধানতপক্ষবাবৃত্যর্থঃ । পরাত্তিধানাৎ পরমেশ্বরসকল্যাৎ সা
সত্যোতিপক্ষে ন সাধোয়ানিবার্থঃ । যত্বেপি জীবশ্চৈশ্বর্য্যসমানধর্ম্মত্বমস্তি, তথাপি তৎ তিরোহিত-
মাবৃত্তেনোভ্যাবিদ্যয়া । ততস্তদ্বাদেব নিমিত্তাদীশ্বররূপাদস্ত জীবস্ত বন্ধবিপর্যায়ো বন্ধমোক্ষো
ভবতঃ ।

জীবই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, তাঁহার সকলে সত্য সৃষ্টি না হইবে কেন ? এ আশঙ্কা করিতে
পার না । কেন-না, জীব ঈশ্বর হইলেও জীবের ঈশ্বর্য্য-শক্তি অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত আছে
এবং বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই ঈশ্বরনিমিত্তক । ভাব্য বাণ্যাব বিশদার্থ-বলা চইয়াছে ।

যতমানস্য জ্যোতির্বিধৃতধ্বাস্তস্য তিমিরতিস্কৃতেব দৃকশক্তিরৌষধ-
বীৰ্য্যাৎ, ঐশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কশ্চিদেবাবির্ভবতি, ন স্বভাবত
এব সর্বেষাং জন্তু নাম্। কুতঃ। ততো হি—ঐশ্বরাক্ষেতোরস্য
জীবস্য বন্ধমোক্শৌ ভবতঃ। ঐশ্বরস্য স্বরূপাপরিজ্ঞানাবন্ধঃ, তৎ-
স্বরূপপরিজ্ঞানাতু মোক্ষঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—

“জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ,

ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ।

তস্মাভিধানাং তৃতীয়ং দেহভেদে,

বিশেষার্থ্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥”

ইত্যেবমাশ্রা ॥ ৩।২।৫॥

অকবন্ধবৎস ইতি নিগুণবিদ্যাফলমুক্তং, সগুণবিদ্যাফলমাহ তন্ত্বেতি।
পরমাত্মমুখ্যোনাংগ্রহেণ ধ্যানাবন্ধমোক্ষাপেক্ষয়া মন্ত্রোক্তহানিঘ্নাপেক্ষয়া বা
তৃতীয়ং বিশেষার্থ্যমগ্নিমাদিরূপং মর্ত্যাদেহপাতে সতি সিদ্ধদেহে ভবতি, তজ্জোগা-
নস্তরমাত্মজ্ঞানং, কেবলো বৈতশূন্য আপ্তকামঃ প্রাপ্তার্থঃ জ্যোতিরানন্দো
ভবতীতি ক্রমমুক্তিরিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।৫।]

আছে, কিন্তু তাহা অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত (প্রতিবন্ধ বা
অনভিব্যক্ত) আছে। আবরণ-বিধ্বস্ত হইলেই তাহা অভিব্যক্ত বা প্রকাশ প্রাপ্ত
(কার্য্যকর) হয়। যে জীব পরমেশ্বরের অহংগ্রহ উপাসনায় রত থাকে,
নিম্পাপ, বর্তমান অর্থাৎ বৈরাগ্যবিশিষ্ট, ঐশ্বরপ্রসাদে সেই জীবেরই অবিদ্যাবরণ
তিরোহিত হয়, তখন তাহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি যথাবৎ আবির্ভূত হয়।
যেমন তিমিরযোগে দৃকশক্তি তিরোহিত থাকে, পরে ঐশ্বর্য্য সেবার তিমির বিনষ্ট
হয়, তখন পূর্ববৎ দৃকশক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ। অতএব, থাকিলেও
স্বভাবতই যে, সর্ব জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য একটি প্রাপ্ত থাকে, তাহা থাকে না। [কুত-
স্ততো...মাশ্রা] সেই কারণেই ঐশ্বর-নিমিত্তক বন্ধভাব ও মুক্তভাব।
ঐশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞাত থাকায় বন্ধ, পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ। এ কথা
শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—“সেই দেবকে অহংজ্ঞানে জানিলে সমুদায় পাশের
অর্থাৎ বন্ধন-রজ্জুর (অনিষ্টাদি ক্লেশ-পঞ্চকের) বিনাশ হয়, ক্লেশ সকল ক্ষয়
প্রাপ্ত হইলে তজ্জনিত জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনও প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয়।” তাহার
অভিধ্যানে মর্ত্যাদেহ পাত ও সিদ্ধদেহ লাভ হইলে (অহংগ্রহ উপাসনায়) বন্ধ-
মোক্ষ অপেক্ষা তৃতীয় অগ্নিমাদিরূপ অষ্টৈশ্বর্য্য (অগ্নিমা ও লগ্নিমা প্রভৃতি ৮
প্রকার শক্তি) লাভ হয়, তৎপরে (ভোগান্তে) সে কেবল অর্থাৎ বৈতরহিত ও
আপ্তকাম (স্বান্নানন্দ প্রাপ্ত) হয়। (এই শেষোক্ত সগুণ-জ্ঞানের ক্রমমুক্তিফল
বলা হইল এবং পূর্বার্ছে নিগুণজ্ঞানের মোক্ষফল বলা হইয়াছে, ইহা স্মরণ
করিতে হইবেক) ॥ ৩।২।৫ ॥

দেহযোগাদ্বা সোহপি ॥ ৩।২।৬ ॥

কস্মাৎ পুনর্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সংস্তিরস্কৃতজ্ঞানৈ-
শ্বৰ্য্যো ভবতি ? যুক্তস্তু জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যায়োরতিরস্কৃতত্বং—বিশ্বুলিঙ্গ-
শ্চেব দহন-প্রকাশয়োঃ। অত্রোচ্যতে—সত্যমেবৈতৎ, সোহপি
তু জীবন্ত জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যতিরোভাবো দেহযোগাদ্বেহেন্দ্রিয়মনো-
বুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাস্তবতি। অস্তি চাত্রোপমা, যথাগ্নে-
র্দহনপ্রকাশনসম্পন্নস্থাপ্যারণিগতস্ত দহন-প্রকাশনে তিরো-
ভবতঃ, যথা বা ভস্মনাচ্ছন্নস্ত, এবমবিভ্রাপ্রত্যুপস্থাপিত-নাম-
রূপকৃতদেহাত্ম্যপাধিযোগাৎ তদবিবেকভ্রমকৃতো জীবন্ত জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য-
তিরোভাবঃ। বাশব্দো জীবৈশ্বর্য্যোরন্তত্বাশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ।

নহন্ত এব জীব ঈশ্বরাদন্ত, তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বৰ্য্যত্বাৎ, কিং
দেহযোগকল্পনয়া। নেতুচ্যতে। ন হন্তত্বং জীবশ্চেশ্বরাত্ম-

[রহস্তভা। উক্তৈশ্বৰ্য্যতিরোভাবে দেহাভিমানো হেতুরিতি কথনার্থং সূত্রং।
তন্নিত্তাশঙ্কামাহ কস্মাদিতি। সত্যাবরণং নাস্তীত্যস্বীকৃত্য কল্পিতাবরণং সাধয়তি
—অবোচ্যত ইত্যাদিনা।

জীবশ্চেশ্বরত্বমস্বীকৃত্যাবরণকল্পনাৎ বরনন্যত্বকল্পনেত্যাশঙ্কামুদ্ভাব্য সত্য

জীব পরমাত্মাংশ, অথচ তাঁহার জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য বিলুপ্ত, ইহার কারণ কি ?
যেমন বিশ্বুলিঙ্গের দাহ-প্রকাশ-শক্তি অতিরস্কৃত থাকে, তেমনি, জীবেরও
জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য অতিরস্কৃত থাকা উচিত। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা
সত্য বটে; কিন্তু দেহসম্বন্ধ থাকায়—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়াভূতব,—
এই সকল থাকায়—তাঁহার (জীবের) জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য তিরোভূত হইয়া থাকে।
[অস্তি...ভাবঃ] ইহার দৃষ্টান্তও আছে। যদ্রূপ দাহ-শক্তি ও 'প্রকাশশক্তি'
থাকিলেও কাষ্ঠান্তর্গত বহ্নির ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির তাহা তিরোভূত থাকে,
তদ্রূপ-জীবেরও অবিভ্রাজনিত নামরূপকৃত দেহাদি সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য তিরোভূত
(বিলুপ্ত) হয়। [বা...বৃত্ত্যর্থঃ] জীব ও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন, এ আশঙ্কা
নিবারণার্থ সূত্রে বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

[নশন্ত...যটতে] যদি বল, জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, তাহাতেই জীবের জ্ঞানৈ-
শ্বৰ্য্য অল্প; দেহ-সম্পর্ক বশতঃ জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যের তিরোভাব হয়, এ কল্পনার প্রয়োজন

* কিঞ্চ, সঃ জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যতিরোভাবঃ দেহযোগাৎ দেহাদিসম্পর্কাৎ ভবতীতি শেবঃ।

জীব ঈশ্বর সত্য; কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ ঘটনা হওয়ার তাঁহার
জ্ঞান ও ঈশ্বৰ্য্য অভিকৃত হইয়া আছে।

পপদ্বতে, “সেয়ং দেবতৈকত” ইত্যুপক্রম্য “অনেন জীবেনাত্ম-
নানুপ্রবিষ্ট” ইত্যাত্মশব্দেন জীবন্ত পরামর্শাৎ। “তৎ সত্যং, স
আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” ইতি চ জীবায়াপদিশতীশ্বর-
াত্মম্। অতোহনন্ত এবেশ্বরাদ জীবঃ সন্ দেহযোগাৎ তিরো-
হিতজ্ঞানৈশ্বর্যো ভবতি। অতশ্চ ন সাক্ষিলিকী জীবন্ত স্বপ্নে
রথাদিসৃষ্টিসিদ্ধির্ঘটতে। যদি চ সাক্ষিলিকী স্বপ্নে সৃষ্টিসিদ্ধিঃ
স্যাৎ, নৈবানিষ্টং কশ্চিৎ স্বপ্নং পশ্যেৎ। ন হি কশ্চিদনিষ্টং
সঙ্কল্পয়তে। যৎ পুনরুক্তং—জাগরিতদেশশ্রুতিঃ স্বপ্নস্ত সত্যত্বং
খ্যাপয়তীতি, ন তৎ সাম্যাবচনং সত্যহ্যুতিপ্রায়ং, স্বয়ংজ্যোতি-
ক্‌বিরোধাৎ, শ্রুতৈব চ স্বপ্নে রথাদ্যভাবস্ত দর্শিতত্বাৎ।

নিরন্তরিত্ব—নহিত্যাদিনা। স্বপ্নেহপ্যালোকাদেঃ সত্যত্বে জাগ্রতীবাশ্রয়ঃ
স্বপ্রকাশমক্ষুৎপাদ্যং, প্রাতিভাসিকত্বে জ্বালোকেন্দ্রিয়াদ্যসত্ত্বৈপার্যাপারোক্ষ্যামা-
জ্যোতিষ এবৈতি ক্ষুৎ সিদ্ধাতি। তদ্বাদেশাদিসাম্যাবচনং স্বপ্নস্ত জাগ্রতুল্য-
ভাবাভিপ্রায়মিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ২। ৬ ॥]

কি? প্রশ্নোজ্ঞান আছে। জীবকে ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিবার বাধা
আছে। জীবের আত্যন্তিক ঈশ্বরভিন্নতা উপপন্ন হয় না। কেন? তাহা
বলিতেছি। “সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন।” এই উপক্রমের পর
বলা হইয়াছে, “জীবরূপী আত্মা হইয়া অনুপ্রবেশপূর্বক—”। এই শ্রুতি
আত্মশব্দের দ্বারা জীবের অনুসন্ধান (উন্মেষ) করিয়াছেন। (ইহাতেও
স্থির হইতেছে যে, পরামাশ্রয়ী জীবরূপে দেহাদিতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন)।
এতদভিন্ন অল্প শ্রুতিও আছে। যথা—“হে শ্বেতকেতো, তুমিই সত্য,
তিনিই ‘আত্মা’, তুমিও তিনিই।” এ শ্রুতিও জীবের উদ্দেশ্য করিয়া তাহারই
ঈশ্বরাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ জীবেশ্বরের অভেদ বর্ণন করি-
য়াছেন। এই জন্তই বলিতে হয়, মানিতে হয়, জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন
হইলেও, ভিন্ন না হইলেও, দেহযোগ হওয়ায় বিলুপ্তজ্ঞানৈশ্বর্য হইয়াছেন।
যেহেতু জীব তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য—সেই হেতু তিনি স্বপ্নে সংকল্পের দ্বারা সত্য
রথাদি সৃজন করিতে পারেন না। [যদি চ...মাত্রত্বম্] বিশেষতঃ স্বাপ্নিক সৃষ্টি
সঙ্কল্পপূর্বক হইলে কোনও ব্যক্তি অনিষ্ট স্বপ্ন সন্দর্শন করিত না। কে আপনার
অনিষ্ট সঙ্কল্প করে? আরও বলিয়াছিলে যে, জাগরিত-দেশ-শ্রুতি অর্থাৎ স্বপ্ন
জাগ্রতের সমান, এই শ্রোত উক্তি স্বপ্নের সত্যতা স্থাপন করিবে। বস্তুতঃ তাহাও
করিবে না। সত্যতা অভিপ্রায়ে ঐ সাম্য অভিহিত হয় নাই। স্বপ্ন জাগ্রৎবাসনা-
(সংস্কার-)প্রভব; সেই কারণে স্বপ্নকে জাগ্রতুল্য বলা হইয়াছে। অতথা আত্মার

জাগরিতপ্রভব-বাসনানিমিত্তত্বাত্ত্ব স্বপ্নস্ত তত্ত্বল্যানির্ভাসত্বাভি-
প্রায়ং তৎ। তস্মাদুপপন্নং স্বপ্নস্ত মায়ামাত্রম্ ॥৩২৬॥

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ তেরাত্মনি চ

॥ ৩।২।৭ ॥*

স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষিতা, সুপ্তাবস্থেদানীং পরীক্ষ্যতে।
তত্রৈতাতঃ সুপ্তবিষয়াঃ শ্রুতয়ো ভবন্তি। কচিং শ্রুয়তে “তদ্
যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানতি, আস্ত
তদা নাড়ীষু স্পষ্টো ভবতি” ইতি। অতএব তু নাড়ীরেবানুক্রম্য
শ্রুয়তে “তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে” ইতি। তথান্য-
ত্রাপি নাড়ীরেবানুক্রম্য “তাস্ত তদা ভবতি, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং

ইহ হি নাড়ীপুরীতং পরমাত্মানো জীবন্ত সুপ্তাবস্থায়ানং স্থানত্বেন শ্রুয়ন্তে।
তত্র কিমেবাং স্থানানাং বিকল্পঃ? আহোশ্বিং সমুচ্চয়ঃ? কিনতঃ যন্তেবং?
এতদতো ভবতি। যদা নাড়্যো বা পুরীতবা সুপ্তস্থানাং, তদা বিপরীতগ্রহণনিবৃত্তা-
বপি ন জীবন্ত পরমাত্মভাব ইতি। অবিত্তানিবৃত্তাবপি জীবন্ত পরমাত্মভাবায়
কারণান্তরমপেক্ষিতব্যম্। তচ্চ কঠোর ন তু তত্ত্বজ্ঞানং, বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তি-
মাদ্বেণ তন্ত্রোপযোগীং। বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেচ্চ বিনাপি তত্ত্বজ্ঞানং সুপ্তাবপি

স্বপ্নপ্রকাশতার ব্যাঘাত ও শক্তিকর্তৃক স্বপ্ন রথাদির নিপাত্য কখন বাধিত
হইবেক। উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে স্বপ্ন মায়াময়, সত্য
নহে ॥ ৩।২।৬ ॥

স্বপ্নাবস্থা বিচারিত হইল, এক্ষণে সুপ্তাবস্থা বিচারিত হইবে। সুপ্তি-
বিষয়ে এই সকল প্রতি আছে। এক স্থানে শুনা যায়, “যে প্রকারে সুপ্ত
হয়, সেই প্রকারে এই জীব যখন সুপ্ত হয়, সমস্ত অর্থাৎ বাহ্য করণবর্গ নির্কোপার
হয়, এবং সম্প্রসন্ন অর্থাৎ মনোহয় হেতু প্রসন্ন (শান্ত শিব ও অদৈতপ্রায়) হয়, জীব
তখন নাড়ীস্থানগত থাকে।” অত্র স্থানেও নাড়ী অনুক্রমের পর অভিহিত
হইয়াছে, “সেই সকল নাড়ীর দ্বারা প্রত্যবসর্গপূর্বক পুরীতং নামী নাড়ীতে
শয়ন করেন।” অত্র শ্রুতিতেও নাড়ী উল্লেখের পর কথিত হইয়াছে—“যখন
সুপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্নসন্দর্শন করেন না, তখন, অভিহিত নাড়ীস্থানে
থাকেন। অনন্তর প্রাণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন।” আবার শ্রুত্যন্তরে এইরূপ

* তদভাবঃ স্বপ্নদর্শনভাবঃ সুপ্তমিতি বাবৎ। স চ নাড়ীদ্বাত্মনি চেতি ভবতীতি শেক্ষঃ।
কৃতঃ? তচ্ছ তেঃ। শ্রুতৌ সুপ্তস্ত তথাবিধিত্বাচ্চ ইত্যর্থঃ। অনেন নাড়ীদ্বীপাঃ সমুচ্চয় উক্তঃ।

জীব নাড়ী সম্বন্ধ দ্বারা আত্মাতে (আপন স্বরূপে) সুপ্ত হয়, ইহা শ্রুতির দ্বারা জানা
যাইতেছে।

ନ କଞ୍ଚନ ପଶ୍ଚାତି, ଅଥାସ୍ମିନ୍ ପ୍ରାଣ ଏବେକଧା ଭବତି” ଇତି । ତଥାନ୍ତ୍ରାପି “ସ ଏସୋହନ୍ତୁହୃଦୟ ଆକାଶନ୍ତସ୍ମିନ୍ ଶେତେ” ଇତି । ତଥାନ୍ତ୍ର “ସତା ମୋନ୍ୟ ତଦା ସମ୍ପନ୍ନୋ ଭବତି—ସ୍ବମଣୀତୋ ଭବତି” ଇତି । ତଥା “ପ୍ରାଞ୍ଜେନାଭ୍ଯନା ସମ୍ପରାମ୍ପରାନ୍ତୋ ନ ବାହ୍ୟଃ କିଞ୍ଚନ ବେଦ ନାନ୍ତରମ୍” ଇତି ଚ । ତତ୍ର ସଂଶୟଃ—କିମେତାନି ନାଡ୍ୟାଦୀନି ପରମ୍ପରାନିରପେକ୍ଷତୟା ଭିନ୍ନାନି ସ୍ବପ୍ତିସ୍ଥାନାନି ? ଆହୋ ସ୍ବିଃ ପରମ୍ପରାପେକ୍ଷତୟେକଂ ସ୍ବପ୍ତିସ୍ଥାନମ୍ ? ଇତି ।

କିନ୍ତାବଂ ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ? ଭିନ୍ନାନୀତି । କୁତଃ ? ଏକାର୍ଥତ୍ବାଂ । ନହୋକାର୍ଥାନାଂ କଚିଂ ପରମ୍ପରାପେକ୍ଷତ୍ବଂ ଦୃଶ୍ଯତେ ତ୍ରୌହିୟବାଦୀନାମ୍ । ନାଡ୍ୟାଦୀନାଞ୍ଜେକାର୍ଥତା ସ୍ବପ୍ତିସ୍ଥୋ ଦୃଶ୍ଯତେ “ନାଡ଼ୀସ୍ବ ସ୍ବପ୍ତିସ୍ଥୋ ଭବତି, ପୁରୀ-

ସନ୍ତବାଂ । ତତଃ କର୍ମଣେବାପବର୍ଗୋ ନ ଜ୍ଞାନେନ । ଯଥାହଃ—“କର୍ମଣେବ ତୁ ସଂସିଦ୍ଧି-
ମାସ୍ତିତା ଜନକାଦୟଃ” ଇତି । ଅଥ ତୁ ପରମାତ୍ମେବ ନାଡ଼ୀ-ପୁରୀତଂସ୍ବପ୍ତିସ୍ଥାସ୍ବପ୍ତି-
ସ୍ଥାନଂ, ତତୋ ବିପରୀତଜ୍ଞାନନିବୃତ୍ତେରସ୍ତି ମାତ୍ରସ୍ତା ପରମାତ୍ମଭାବୋପଯୋଗଃ । ତସ୍ଯା ହି
ତାବଦେଶ ଜୀବସ୍ତଦବସ୍ଥାନୋ ଭବତି କେବଳମ୍, ତଦ୍ବଜ୍ଞାନାଭାବେନ ସମ୍ବଳକାଷୟବିହୀନା
ଅକାଶାଂ ଜାଗ୍ରତ୍ସ୍ବପ୍ନଲକ୍ଷଣଂ ଜୀବସ୍ତ ସ୍ଥାନଂ ଭବତି । ତସ୍ଯାଂ ପ୍ରୟୋଜନବତ୍ୟୋନା
ବିଚାରେଣେତି ।

କିଂ ତାବଂ ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ? ନାଡ଼ୀପୁରୀତଂପରମାତ୍ମସ୍ବ ସ୍ଥାନେନ୍ ସ୍ବପ୍ତିସ୍ତ ଜୀବସ୍ତ ନିରଗ୍ରନଂ
ଐତି ବିକଳଃ । ଯଥା ବହୁଂ ପ୍ରାସାଦେଷେକୋ ନରେନ୍ଦ୍ରଃ କଦାଚିଂ କଚିନ୍ମିଳୀୟତେ, କଦାଚିଂ
କଚିଦନ୍ତତ୍ର, ଏବମେକୋ ଜୀବଃ କଦାଚିନାଡ଼ୀସ୍ବ କଦାଚିଂ ପୁରୀତତି କଦାଚିଦବ୍ରଜ୍ୟମୀତି ।
ଯଥା ନିରପେକ୍ଷା ତ୍ରୌହିୟବା କ୍ରତୁସାଧନୀଭୂତପୁରୋଡାଶପ୍ରକୃତିତୟା ଶ୍ରୀତା ଏକାର୍ଥା ବିକଳାନ୍ତେ,

ଶୁନା ଯାଃ—“ଏହି ସେ ଯଦୟାତରସ୍ତ ଆକାଶ (ବ୍ରହ୍ମ), ଏହି ଆକାଶେ ଧ୍ୟାନ କରେନ ।”
ଆବାର ଅନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀତିତେ ଅନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରଂ ଶୁନା ଯାଃ । ଯଥା—“ହେ ମୋନ୍ୟ ସ୍ବେତକେତୋ,
ସେହି ସମୟେ ସଂସମ୍ପର (ବ୍ରହ୍ମସମ୍ପର) ହୟ ।” “ସେହି ସମୟେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଆତ୍ମାସ
ସମାକ୍ ପରିସକ୍ତ (ଏକତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ) ହଠାତ୍ ବାହ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତର କିଛିହି ଜ୍ଞାନିତେ ପାରେ ନା—
ବିଭେଦଜ୍ଞାନ ଥାକେ ନା ।” [ତତ୍ର...ତୁଲ୍ୟତ୍ବାଂ] ଏହି ସକଳ ଶ୍ରୀତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାର୍ଥେ
ସଂଶୟ ଏହି ସେ, ଏତୁଲ୍ୟ ନାଡ଼ୀ, ପୁରୀତଂ ଓ ବ୍ରହ୍ମ—ଏଗୁଣି କି ପରମ୍ପର
ନିରପେକ୍ଷରୂପେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ସ୍ବପ୍ତିସ୍ଥାନ ? ଅର୍ଥାଂ କଞ୍ଚନ ନାଡ଼ୀତେ, କଞ୍ଚନ
ପୁରୀତତେ ଅଥବା କଞ୍ଚନଓ ବ୍ରହ୍ମେ ଧ୍ୟାନ କରେନ ? ଅଥବା ପରମ୍ପରାପେକ୍ଷରୂପେ ଏକହି
ସ୍ବପ୍ତିସ୍ଥାନ ? (ତାବାର୍ଥ ଏହି ସେ, ଜୀବ କି ଐ ସକଳ ପୂର୍ବକ୍ ପୃଥକ୍ ସ୍ଥାନେ
ବିକଳେ ସ୍ବପ୍ତି ହନ ? ଅଥବା ନାଡ଼ୀପଥେ ପୁରୀତତେ ଗମନ କରତଃ ବ୍ରହ୍ମେ
ଧ୍ୟାନ ହନ ?)

ପୂର୍ବପକ୍ଷେ ପାଠସ୍ଯା ଯାଃ, ଐ ସକଳ ସ୍ବପ୍ତିସ୍ଥାନ ପରମ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ଅର୍ଥାଂ ସ୍ବାଧୀନ ବା
ଭିନ୍ନ, ଅର୍ଥାଂ ବୈକଲ୍ଯିକ । ଭିନ୍ନ ବା ବୈକଲ୍ଯିକ ହୈଲେ ଐ ସକଳେର ଏକାର୍ଥତା
ହିର ଥାକିତେ ପାରେ । ସେ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଏକାର୍ଥ—ଏକ ପ୍ରୟୋଜନେର ନିମିତ୍ତ କଥିତ,

ততি শেতে” ইতি চ, তত্র তত্র সপ্তমীনির্দেশস্ত তুল্যত্বাৎ ।
ননু নৈবঃ ‘সতি’ সপ্তমীনির্দেশো দৃশ্যতে—“সতা সোম্য তদা
সম্পন্নো ভবতি” ইতি । নৈব দোষঃ । তত্রাপি সপ্তম্যর্থস্ত
গম্যমানত্বাৎ । বাক্যশেষে হি তত্রায়তনৈবী জীবঃ সচুপস-
পতি—ইত্যাহ । “অন্যত্রায়তনমলক্ । প্রাণমেবোপশ্রয়তে”
ইতি প্রাণশব্দেন তত্র প্রকৃতস্ত সত উপাদানাৎ । আয়তনঞ্চ
সপ্তম্যর্থঃ । সপ্তমীনির্দেশোহপি তত্র বাক্যশেষে দৃশ্যতে
“সতি সম্পন্ন ন বিদুঃ সতি সম্পন্নামহে” ইতি । সর্বত্র চ

এবং সপ্তমীশ্রুত্যা বায়তনশ্রুত্যা বৈকলিয়নার্থাঃ পরস্পরানপেক্ষা নাড়্যান্নয়োহপি
বিকল্পমর্হতি । যত্রাপি নাড়ীতিঃ প্রত্যবস্থাপ্য পুরীততি শেত ইতি নাড়ীপুরীততোঃ
সমুচ্চয়শ্রবণং, তথা “তাসু তদা ভবতি বদা স্তপ্তঃ স্বপ্নঃ ন কঞ্চন পশুতি, অথান্নিন্
প্রাণ এবৈকধা ভবতি” ইতি নাড়ীএকগোরাধারয়োঃ সমুচ্চয়শ্রবণং প্রাণশব্দঞ্চ ব্রহ্ম,
অথান্নিন্ প্রাণে ব্রহ্মণি স জীব একধা ভবতীতি বচনাৎ, তথাপ্যাসু তদা নাড়ীসু
স্থপ্তো ভবতীতি চ, পুরীততি শেত ইতি চ নিরপেক্ষয়োনাড়ীপুরীততোরাদারভেদেন
নির্দেশান্নিরপেক্ষয়োরেবাধারহন । ইয়াংস্ত বিশেষঃ—কদাচিন্নাড়্য এবাধারঃ

সে সকল পদার্থের পরস্পর নিরপেক্ষতা অর্থাৎ বিকল্প দৃষ্ট হয় । যেমন ত্রীহি
ও ঘন প্রভৃতি । (পুরোডাশ শ্রুত করণার্থ ত্রীহিবের উপদেশ, সে নিমিত্ত
তাহাদের পরস্পরানপেক্ষতা নাই । উহারা কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না,
তাহাতেই তাহাদের বিকল্প হয় । বিকল্প হয় অর্থ—ত্রীহির ঘারাও হয়, ঘবের
ঘারাও হয়, ইহা মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত ।) সেইরূপ, শ্রুতিতেও নাড়ী প্রভৃতির
একার্থতা দেখা যায় । নাড়ীতে গমন করেন, পুরীততে শয়ন করেন, এ সকল
স্থলে তুল্যরূপে সপ্তমী বিভক্তির বিকাশ আছে । (তাহাতে স্থির হয়, বুঝা যায়,
স্থিতিরূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত এই সকল স্থান তুল্যরূপে অবস্থিত । অর্থাৎ নাড়ী-
গত হইলেও স্থপ্তি হয়, পুরীততে শয়ন করিলেও স্থপ্তি হয় এবং ব্রহ্মে একত্র
প্রাপ্ত হইলেও স্থপ্তি হয় ।) [ননু...বিশিষ্যতে] যদি বল “সতা সোম্য তদা—”
এ শ্রুতিতে সপ্তমী বিভক্তি নাই, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি আছে । তাহার প্রত্যুত্তরে
আমরা বলি, সপ্তমী বিভক্তি না থাকিলেও দোষ হইতেছে না । কেননা,
ঐ তৃতীয়া সপ্তমীরই অর্থে ব্যবহাশিত । ঐ বাক্যের শেষে আছে, “জীব
আয়তনান্বেষী হইয়া সতে (ব্রহ্মে) উপগত হয় ।” “অন্য কোথাও আশ্রয় লাভ
না করিয়া প্রাণে উপগত হয় ।” (প্রাণ—সৎ বা ব্রহ্ম) । আয়তন বা আশ্রয়
সপ্তমী বিভক্তিরই অর্থ । বাক্যশেষে স্পষ্ট সপ্তমী বিভক্তিও আছে । বথা—
“সতে সম্পন্ন (একীভূত) হইয়াও তাহারা জানে না যে, আমরা সতে অর্থাৎ
ব্রহ্মে সম্পন্ন (একত্র প্রাপ্ত) হইয়াছি ।” বিশেষ বিজ্ঞানের অর্থাৎ বৈজ্ঞানের

বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং স্বষুপ্তং ন বিশিষ্ট্যতে। তস্মাদে-
কার্থত্বান্নাড্যাदीनां विकल्पेन कदाचित् किञ्चित् स्थानं स्वापा-
योपसर्पतीत्येवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते—“तदभावो नाडी-
श्चास्ति च” इति।

তদভাব ইতি, তস্মাৎ প্রকৃতস্য স্বপ্নদর্শনশ্রাব্যঃ স্বষুপ্তমিত্যর্থঃ।
নাড়ীস্বাত্মনি চেতি সমুচ্চয়েনৈতানি নাড্যাदीনি স্বাপায়োপৈতি, ন
বিকল্পেনেত্যর্থঃ। কৃতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। তথা হি সর্বেষামেষাং
নাড্যাदीনাং তত্র তত্র স্থপ্তিস্থানত্বং ক্ষয়তে, তচ্চ সমুচ্চয়ে
সংগৃহীতং ভবতি। বিকল্পে হ্যেমাং পক্ষে বাধঃ স্রাৎ।
নন্বেকার্থত্বাদ্বিকল্পো নাড্যাदीনাং ত্রীহিযবাদিবদিত্যুক্তম্।

কদাচিৎনাড়ীভিঃ সঞ্চরমাণস্ত পুরীতদেব। এবং তাভিরেব সঞ্চরমাণস্ত কদাচিদ-
ব্রহ্মৈবাবধার ইতি সিদ্ধমাধারত্বে নাড়ীপুরীতং পরমাশ্রয়ানামনপেক্ষত্বম্। তথাচ
বিকল্পো ত্রীহিযববদন্তহদ্রথস্তরবধেতি প্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে। জীবঃ সমুচ্চয়েনৈবৈতানি নাড্যাदीনি স্বাপায়োপৈতি,
ন বিকল্পেন। অগমতিসন্ধিঃ—নিত্যবদান্নাতানাং যং পাক্ষিকত্বং নাম, তদগত্যন্তরা-
ভাবে কল্যাতে। যথাচঃ—

“এবমেষোহষ্টদোষোহপি যদ্বত্রীহিযবব্যাক্যোঃ।

বিকল্প আশ্রিতস্তত্র গতিরন্তা ন বিদ্যতে ॥” ইতি।

প্রকৃতক্রতুসাধনীভূতপুরোডাশদ্রব্যপ্রকৃতিতয়া হি পরম্পরানপেক্ষো ত্রীহিযবো
বিহিতৌ, শব্দত্বশ্চৈতৌ প্রত্যেকং পুরোডাশমভিনির্ভর্যমিত্যুতম্। তত্র যদি মিশ্রাভ্যাং
পুরোডাশোহভিনির্ভর্যেত, পরম্পরানপেক্ষত্রীহিযববিধাতৃণী উভে অপি শাস্ত্রে
বাধ্যয়্যাতাম্। ন চৈতৌ প্রয়োগবচনঃ সমুচ্চেষ্টমহীতি। স হি যথাবিহিতাশ্রয়জ্ঞাতি-
সমীক্ষ্য প্রবর্তমানো নৈতান্তত্ত্বগণিতুং শক্নোতি, মিশ্রণে চাত্তথায়মেতেষাম্। ন

উপশম ইওয়ার নাম স্থপ্তি, তাহা সর্বত্রই সমান। (নাড়ীস্থানে, পুরীততে ও
ব্রহ্মে, সর্বস্থানেই সমান, ইতর-বিশেষ নাই)। [তস্মাৎ...স্রাৎ] ঐ সকল দেখিয়া
বলা যায়, জীব স্বপ্নস্তির উদ্দেশে নাড়ী, পুরীতং ও পরমাশ্রয় এই তিনের বিকল্পিত
বা অন্ততম স্থানে উপসর্পিত হন। এই পূর্বপক্ষের উপর বলা হইয়াছে, তদভাব
নাড়ীতে ও আশ্রায় ঘটিত হয়।

তদভাব শব্দের অর্থ স্বপ্নদর্শনের অভাব অর্থাৎ স্বপ্নস্তি। তাহা নাড়ী ও আশ্রয়
উভয়সমুচ্চিত স্থানে হয়, অর্থাৎ জীব স্বপ্নস্তির জন্ত একযোগে নাড়ী প্রভৃতিতে
উপগত হন। বিকল্পে অর্থাৎ কখন নাড়ীতে ও কখন পুরীতং প্রভৃতিতে, একপে
উপগত হন না। কেন-না, প্রতি ঐরূপ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। নাড়ী,
পুরীতং ও সং (ব্রহ্ম), এই তিনই স্থপ্তিস্থান বলিয়া প্রতিতে অভিহিত আছে।
সে অভিধান বা সে সকল সমুচ্চয় পক্ষেই সঙ্গত, বিকল্প পক্ষে বাধিত। [নন্ব-

নেতৃত্বাচ্যতে । ন হ্যেকবিভক্তি নির্দেশমাত্রৈণৈকার্থত্বং বিকল্প-
শ্চাপততি । নানার্থত্ব-সমুচ্চয়য়োরপ্যেকবিভক্তি নির্দেশদর্শনাৎ—
প্রাসাদে শেতে, পর্য্যঙ্কে শেত ইত্যেবমাদিষু । তথেষাপি নাড়ীষু
পুরীততি ব্রহ্মণি চ স্থপিতীত্যেতদুপপদ্যতে সমুচ্চয়ঃ । তথা চ
শ্রুতিঃ “তাসু তদা ভবতি, যদা স্পৃগঃ স্পৃগং ন কঞ্চন পশ্যতি,
অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি” ইতি সমুচ্চয়ং নাড়ীনাং প্রাণস্ত চ

চাক্ষুরোরোধেন প্রধানাভ্যাসো গোসবে উভে কুর্যাদিতিবদযুক্তঃ । অত্রতো হত্র
প্রধানাভ্যাসোহিঙ্গুরোধেন চ সোহস্তায়াঃ । ন চাস্তত্বৈতজ্ঞবায়বাদিগ্রহাহুরোধেন
যথা প্রধানস্ত সোমবাগস্তাবুত্তিরেবমত্রাপীতি যুক্তম্ । সোমেন যজ্ঞেভেতি হি
তত্রাপূর্ব্ববাগবিধিঃ । তত্র চ দশমুষ্টিপরিমিতস্ত সোমদ্রব্যস্ত সোমমভিবৃণোতি,
সোমমভিপ্লাবয়তীতি চ বাক্যান্তরাহুলোচনয়া রসবারেণ বাগসাধনীভূতশ্চেজ্জবায়-
দ্যাদেশেন প্রাদেশমাত্রেষু স্বপাত্রেসু গ্রহণানি পৃথক্ প্রকল্পনানি সংস্কারা বিধীয়ন্তে,
ন তু সোমবাগাদেশেনেজ্জবায়াদয়ো দেবতাশ্চোক্তন্তে, যেন তাসাং বাগনিপ্তি-
লক্ষণেকার্পণেন বিকল্পঃ স্তাৎ । ন চ প্রাদেশমাত্রমেকৈকমুর্দ্ধপাত্রং দশমুষ্টিপরিমিত-
সোমরসগ্রহণায় কল্পতে, যেন তুল্যার্থতয়া গ্রহণানি বিকল্পোন্নয়ন । ন চ যাবদ্রা-
মুর্দ্ধপাত্রং ব্যাপ্নোতি, তাবদ্রাত্রং গৃহীত্বা পবিশিষ্টং ত্র্যজ্যোতেতি যজ্ঞাতে । দশমুষ্টি-
পরিমিতোপাদানশ্রাদ্ধার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ । এবং তদ্বৃষ্টার্থং ভবেদ, যদি তৎ সর্ব্বং বাগ-
উপযজ্যেত । ন চ দৃষ্টে “সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা ত্রায়া । তস্মাৎ সকলস্ত সোমরসস্ত
বাগশেষত্বেন সংস্কারাইবাদেকেন চ গ্রহণেন সকলস্ত সংস্কর্তৃমশক্যাত্মান্দবয়বতৈ-
কেন সংস্কারেহবয়বান্তরস্ত গ্রহণান্তরেণ সংস্কার ইতি কার্য্যভেদাদগ্রহণানি সমুচ্চী-
রন্ । অতএব সমুচ্চয়দর্শনং “দশৈতানধ্বর্য্যুঃ প্রাতঃসবনে গ্রহান্ গৃহ্ণাতি” ইতি ।
সমুচ্চয়ে চ সতি ক্রমোহুপাপগন্ততে । আশ্বিনো দশমো গৃহ্ণতে তৃতীয়ে হুয়তে ।
তথৈবৈজ্জবায়বাপ্রাণ গ্রহান্ গৃহ্ণাতীতি । তেষাঞ্চ সমুচ্চয়ে সতি যাবদ্যদ্যদেশেন
গৃহীত্বং, তাবৎ তন্ত্ৰৈ দেবতায়ৈ ত্যক্তব্যমিতার্থাদ্ধাগস্ত ব্রত্যা ভবিতব্যম্ । যদি
পুনঃ পৃথক্কৃতান্ত্রপ্যেকীকৃত্য কাঞ্চন দেবতামুদ্ভিত্য ত্যজেরন, পৃথক্করণানি চ দেব-
কার্থত্বাৎ... ইত্যত্র] এক প্রয়োজনে কথিত ত্রীহিবাদির ত্রায় সুপ্তিরূপ এক
প্রয়োজনে কথিত নাড়্যাদির বিকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে । এক বিভক্তির নির্দেশ
থাকিলেই যে, একার্থ (একপ্রয়োজন) ও বিকল্প হয়, তাহা হয় না । নানার্থতা
(অনেক প্রয়োজন বা অনেক উদ্দেশ্য) ও সমুচ্চয় (যদ্বারা একই কার্য্য হুয়
বা ততোধিক পদার্থের যোগ) এই উভয়স্থলে এক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় ।
প্রাসাদেশয়ন করে ও পর্য্যঙ্কে শয়ন করে, ইত্যাদির ত্রায় (কখন প্রাসাদে,
কখন পর্য্যঙ্কে, একরূপ বিকল্প নহে,) নাড়ীতে পুরীততে ও ব্রহ্মে স্পৃগ হয়, এইরূপ
সমুচ্চয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত । শ্রুতিও সুস্পৃগিতে নাড়ীর ও প্রাণের (ব্রহ্মের)
সমুচ্চয় শুনাইয়াছেন । যথা—“যখন সেই নাড়ীসমূহে থাককন, তখন স্পৃগ হন,

স্বপ্নোপ্তৌ শ্রাবয়তি, একবাক্যোপাদানাৎ। প্রাণশ্চ চ ব্রহ্মহং সমধিগতং “প্রাণস্থথানুগমাৎ” ইত্যত্র।

যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ স্থপ্তিস্থানত্বেন শ্রাবয়তি “আস্থ তদা নাড়ীষু সৃপ্তৌ ভবতি” ইতি, তত্রাপি প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধস্ত ব্রহ্মণোহপ্রতিষেধান্নাড়ীদ্বারেণ ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠত ইতি প্রতীয়তে। ন চৈবমপি নাড়ীষু সপ্তমী বিরুদ্ধ্যতে। নাড়ীভিরপি ব্রহ্মো-পসর্পন্ সৃপ্ত এব নাড়ীষু ভবতি। যো হি গঙ্গয়া সাগরং গচ্ছতি, গত এব স গঙ্গয়াং ভবতি। অপি চ, অত্র রশ্মিনাড়ীদ্বারাজ্ঞকশ্চ

তোদেশাশ্চাদৃষ্টার্থা ভবেয়ুঃ। ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা ভ্রাতব্যত্মকম্। তস্মাৎ তত্র সমুচ্চরন্তাবশ্রম্ভাবিষাদ্গুণাহুরোধেনাপি প্রধানভ্যাস আস্থীয়তে। ইহ স্ব-ভ্যাসকল্পনারাং প্রমাণাভাবাৎ পুরোধাসম্ভবাস্ত চানিয়মেণ প্রকৃতভ্রব্যো বস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ প্রাপ্ত এতৈক্য। পরম্পরানপেক্ষা ত্রীহিষ্ণুতির্যবশ্রুতিচ নিয়ামিতৈক্যার্থ-তয়া বিকল্পমর্থতঃ। ন তু নাড়ীপূরীতং-পরমানন্দনামজ্ঞোজ্ঞানপেক্ষাণামেকনিলয়-নার্থব্রহ্মসম্বৎ, যেন বিকল্পো ভবেৎ। ন হ্যেকবিত্ত্বিক্তিনির্দেশমাত্রেণৈক্যার্থতা ভবতি, সমুচ্চিত্তানামণ্যেকবিত্ত্বিক্তিনির্দেশদর্শনাৎ, পর্যায়ে শেতে প্রসাদে শেত ইতি।

তস্মাদেকবিত্ত্বিক্তিনির্দেশস্তানৈকান্তিকত্বাদম্ভতো বিমিগমনা বক্তব্য। সা চোক্তা ভাব্যকৃতা “যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ স্থপ্তিস্থানত্বেন শ্রাবয়তি” ইত্যাদিনা। নাপেক্ষপ্রত্যাহুরোধেন নিরপেক্ষশ্রুতিনেতব্যোত্যর্থঃ। শেষমতিরোধিতার্থম্। নহু বদ্বি ব্রহ্মৈব নিলয়নস্থানাং তাবদ্ব্যাহুরমুচ্যতাং, কৃতং নাড়্যুপভাসেনেত্যত আহ—“অপি চাত্রেতি”। অপিচেতি সমুচ্চয়ে, ন বিকল্পে। এতদ্ব্যপত্তিসহিতা পূর্বোপ-

কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন না। অনন্তর এই প্রাণে (পরমানন্দ) একীভূত হন।” এখানে একবাক্যে উভয়ের গ্রহণ হওয়ায় সমুচ্চর অর্থই প্রতীত হইতেছে। শ্রুতিস্থ প্রাণ-শব্দ যে, ব্রহ্মের বোধক, তাহা “প্রাণস্থথানুগমাৎ” সূত্রে পাওয়া গিয়াছে।

[যত্রাপি...ভবতি] যে শ্রুতিতে নাড়ী নিরপেক্ষ (ভিন্ন বা স্বতন্ত্র) স্থপ্তিস্থান বলিয়া প্রতীত হয়, যথা—“সেই সময়ে তিনি এই সকল নাড়ীতে স্থপ্ত হন, অর্থাৎ সংকল্পন করেন” ইত্যাদি, সে সকল শ্রুতির অর্থগ্রহণকালে বুঝিতে হইবে, শ্রুতান্তর-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের নিবেদনা থাকায় জীব নাড়ীসংকল্পনপূর্বক ব্রহ্মে গিয়া স্থপ্ত হন। এরূপ অর্থ সপ্তমী বিভক্তির বিরুদ্ধ নহে। ফলিতার্থ—নাড়ীপথে ব্রহ্মে উপসর্পিত (অবস্থিত) হইয়া যেন নাড়ীতেই আছেন। যে গঙ্গা দিয়া সাগরে যায়, অবশ্যই তাহাকে গঙ্গাগত বলা যায়। [অপি চাত্রে...ইত্যর্থঃ] ঐ সকল শ্রুতির এরূপ তাৎপর্যও হঠাৎ পাবে যে, ব্রহ্মলোকের পথ নাড়ীকার রশ্মি অথবা রশ্মিসদৃশ

ব্রহ্মলোকমার্গস্ত বিবক্ষিতত্বান্নাভীস্তুত্বার্থং সৃষ্টিসকীর্ণন-
নাভীষু সৃষ্টৌ ভবতীত্যুক্ত। “অতন্তং ন কশ্চন পাপা স্পর্শজি”
ইতি ব্রবন্ নাভীঃ প্রশংসতি। ব্রবীতি চ পাপাস্পর্শাভাবে হেতুঃ
“তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি” ইতি। তেজসা নাভীগতেন
পিত্তাখ্যেনাভিবাগ্ধকরণো ন বাহ্যাম্ বিষয়ান্নীকৃত ইত্যর্থঃ।
অথবা ‘তেজসা’ ইতি ব্রহ্মণ এরায়ং নির্দেশঃ। ঐক্যস্থরে
“একৈব তেজ এব” ইতি তেজঃশব্দস্ত ব্রহ্মণি প্রযুক্তত্বাৎ।
ব্রহ্মণা হি তদা সম্পন্নো ভবতি নাভীদ্বারেন, অতন্তং ন কশ্চন
পাপা স্পর্শজীত্যর্থঃ। ব্রহ্মসম্পত্তিশ্চ পাপাস্পর্শাভাব-
হেতুঃ সমধিগতঃ “সর্বৈ পাপানোহতো নিবর্তন্তে। অপহত-

পত্তিরর্থসাধিনীতি। মার্গোপদেশোপসক্তানাং নাভীনাং স্বত্বার্থমত্র নাভীসকীর্ণন-
মিত্যর্থঃ। পিত্তেনাভিবাগ্ধকরণো ন বাহ্যাম্ বিষয়াম্ বেদেতি তদ্বারা স্বত্বত্বা-
ভাবেন তৎকাবণপাপাদর্শনে ন নাভীস্বতিঃ। যদা তু তেজো ব্রহ্ম, তদা স্বপ্নম্।
অপি চ, নাভ্যঃ পূর্বদ্বা জীবন্তোপাধাধার এব ভবতীত্যর্থঃ। অত্যাণেতা
জীবন্তাধেয়দিসমুদ্ভবম্। পনমার্থতস্ত ন জীবন্তাধেয়ত্বম্। তথাহি—নাভ্যঃ
পূর্বদ্বা জীবন্তোপাধাধা কবণানামাশ্রয়ঃ। জীবন্ত ব্রহ্মাবতিরেকাৎ স্বহি-
প্রতিষ্ঠঃ। ন চাপি এক্যজীবন্তোপাধাধা, বিকল্পা চ ব্যতিবেকং ব্রহ্মণ আধাব-
নুচ্যতে জীবন্ততি। তথা চ সৃষ্টাবস্থানুপাধীনামসমুদাচারাজীবন্ত ব্রহ্মস্ব-
ভাটীকপ পথ।*

সেই কাবণে নাভীর প্রশংসার্থ একপ নাভী সৃষ্টির কথন
হইয়াছে। এতি “নাভীতে সৃষ্ট জন” এই কথার পর “সেই কারণে কোনও পাপ
তাঁহাকে স্পর্শ কবে না” এইরূপ বলিয়া নাভীরই প্রশংসা করিয়াছেন। যে কারণে
পাপস্পর্শ হয় না, তাহাও বলিয়াছেন। যথা—“সেই কালে তিনি তেজঃসম্পন্ন
জন।” অভিপ্রায় এই যে, নাভীগত পিত্তনামক তেজোদ্বারা তাহাব ইঞ্জির
সমুদায় অভিভূত হয়, সেই কাবণে সে ছাব বাহ্যিক বিষয় ঈক্ণে সমর্থ থাকে
না, অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান-রহিত হয়। অথবা একপ বলিতেও পাব যে,
তেজঃ শব্দে এক, নাভী সঞ্চয়ণ কবিতে করিতে তাঁহাতে সম্পন্ন অর্থাৎ
একই প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না,
(বৈত বিজ্ঞানও রহিত হয়)। তেজঃ-শব্দের ব্রহ্মার্থতা ঐক্যত্বপ্রসিদ্ধ।
দেখ, “ব্রহ্মই তেজ।” এই প্রতিতে ব্রহ্মে তেজঃ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।
[ব্রহ্ম...ঐতিভ্যঃ] পাপ স্পর্শ না হওয়ার কারণ ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া।
ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না, এ তথ্য “যেহেতু এই

* যদ্ব্যবহার নিয়মকালে একটি ব্রহ্ম ভিত্তি আছে, তাহার নাম ব্রহ্মরত্ন। ঐ ব্রহ্মরত্ন, বিদ্যা
সর্বদাই ব্রহ্মনাভীসদৃশ জ্যোতিঃ বিঃসৃত হইতেছে। সেই জ্যোতিঃের নাভী স্বর্গলোক পর্ষাদ
স্পর্শ করিতেছে (স্বর্গকিরণস্পর্শ দ্বারা)। যোগীরা আশ্রয় পূর্বক এই ব্রহ্মরত্ন, বিদ্যা নাভী
পাপ পরলোকগামী হন, চইবা পৃথাদি ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করেন।

পাপ্য। হেয ব্রহ্মলোকঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। এবঞ্চ সতি প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধেন ব্রহ্মণা স্থপ্তিস্থানেনানুগতো নাড়ীনাং চয়ঃ সমাশ্রিতো ভবতি। তথা পুরীততোহপি ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং সঙ্কীৰ্ত্তনাং তদনুগুণমেব স্থপ্তিস্থানত্বং বিজ্ঞায়তে। “য এষো-
হস্তহৃদয় আকাশস্তগ্নিন্ শেতে” ইতি হৃদয়াকাশে স্থপ্তিস্থানে প্রকৃতে ইদমুচ্যতে “পুরীততি শেতে” ইতি। পুরীতদিতি হৃদয়-
পরিবেষ্টনমুচ্যতে, তদন্তর্কর্ষতিশ্চপি হৃদয়াকাশে শয়ানঃ শক্যতে
পুরীততি শেত ইতি বক্তৃম্। প্রাকারপরিষ্কিণ্ডেহপি হি পুরে
বর্তমানঃ প্রাকারে বর্তত ইত্যুচ্যতে। হৃদয়াকাশস্ত চ ব্রহ্মত্বং
সমধিগতং “দহর উত্তরেভ্যঃ” ইত্যত্র। তথা নাড়ীপুরীতৎ-
সমুচ্চয়োহপি “তাভিঃ প্রত্যবস্প্য পুরীততি শেতে” ইত্যেক-
বাক্যোপাদানাদবগম্যতে। সৎ-প্রোজ্ঞয়েশ্চ প্রসিদ্ধমেব ব্রহ্মত্ব-
মেতাস্থ শ্রুতিষু। ত্রীণ্যেব স্থপ্তিস্থানানি সঙ্কীৰ্ত্তিতানি—নাড়্যঃ
পুরীতব্রহ্ম চেতি। তত্রাপি চ দ্বারমাত্রং নাড়্যঃ পুরীতচ্চ,
ব্রহ্মৈব ত্বেকমনপায়ি স্থপ্তিস্থানম্।

মেব ব্রহ্মাধারত্বং, ন তু নাড়ীপুরীতদাধারত্বম্। তদুপাদিকরণমাত্রাধারতয়া তু
স্বপ্তদশারম্ভায় জীবন্ত নাড়ীপুরীতদাধারত্বমিত্যুক্ত্যর্থতয়া ন বিকল্প ইতি।

ব্রহ্মলোক নিষ্পাপ, সেই হেতু সমুদায় পাপ তঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়।” এই
শ্রুতির দ্বারা জানা গিয়াছে। [এবঞ্চ...ইত্যত্র] তাহাতে সিদ্ধান্তলাভ হয় যে,
প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মই স্থপ্তিস্থান, নাড়ীসমূহ তাহার অন্তর্ভুক্ত (সহায়) মাত্র।
অপিচ, ব্রহ্মের প্রস্তাবে পুরীতভেদ কখন থাকায় জানা যায়, পুরীতৎ স্থপ্তিস্থানটী
ব্রহ্মলভেরই অন্তর্গত (ব্রহ্ম গমনের উপায়)। “এই যে, হৃদয়াস্তর্কর্ষী আকাশ, জীব
এই আকাশে স্থপ্ত হয়।” শ্রুতি এইরূপে হৃদয়াকাশকে স্থপ্তিস্থান বলিয়া প্রস্তাব
করিয়াছেন; পরে ঐ প্রস্তাবেই বলিয়াছেন “পুরীততে শয়ন করে ও স্থপ্ত হয়।”
পুরীতৎ শব্দে হৃদয়বৈষ্টন। সে তন্মধ্যগত আকাশে শয়ন করে, অবশুই বলা যায়
সে পুরীততে শয়ন করে। সে প্রাকীরপরিবেষ্টিত পুরে বিরাজ করে, অবশুই
বলা যায়, সে প্রকারে বিরাজ করে। হৃদয়াকাশ-শব্দে ব্রহ্ম, ইহা “দহর উত্তরেভ্যঃ”
সূত্রে পাওয়া গিয়াছে। [তথা...স্থানম্] “নাড়ীর দ্বারা প্রতিগমন করে,
করিয়া পুরীততে স্থপ্ত হয়।” এই শ্রুতিতে একত্র কখনহেতু নাড়ী ও পুরীতভেদ
সমুচ্চয়ই প্রতীত হয়, বিকল্প প্রতীত হয় না। সূতের ও প্রোজ্ঞের ব্রহ্মতা সর্বত্র
প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সমুদায় স্থলেই সৎ-শব্দে ও প্রোজ্ঞ-শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়। ঐ সকল
শ্রুতিতে নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, এই তিনই স্থপ্তিস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে
সত্য; কিন্তু তন্মধ্যে নাড়ী ও পুরীতৎ এই দুইটী স্থপ্তিস্থান ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার-

অপি চ, নাড্যঃ পুরীতত্বা জীবস্তোপাধ্যাধার এব ভবতি, তত্রাস্ত করণানি বর্তন্ত ইতি । নহ্যুপাধিসম্বন্ধমন্তরেণ স্বত এব জীবস্তাধারঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি, ত্রক্ষাব্যতিরেকেণ স্বমহিমপ্রতি-
ষ্ঠিতত্বাৎ । ত্রক্ষাধারত্বমপ্যস্ত অযুগ্মে নৈবাধারাধেয়ভেদাভি-
প্রায়েণোচ্যতে, কথং তর্হি ? তাদাত্ম্যাবিপ্রায়েণ । যত আহ
“সতা সোম্য, তদা সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি” ইতি ।
স্বশব্দেনাত্মাভিলপ্যতে, স্বরূপমাপন্নঃ অযুগ্মো ভবতীত্যর্থঃ । অপি
চ, ন কদাচিচ্ছীভবস্ত ত্রক্ষণা সম্পত্তির্নাস্তি, স্বরূপস্তানপায়িত্বাৎ ।
স্বপ্নজাগরিতয়োস্তু পাধিসম্পর্কবশাৎ পররূপাপত্তিমিবাপেক্ষ্য তদু-
পশমমাত্রাৎ অযুগ্মে স্বরূপাপত্তির্বিবক্ষ্যতে । অতশ্চ অযুগ্মা-
বস্থায় কদাচিৎ সতা সম্পন্নতে, কদাচিৎ ন সম্পন্নতে ইত্যুক্তম্ ।

“অপি চ ন কদাচিচ্ছীভবস্ত” ইতি । ত্রৈসর্গিকং ব্রহ্মস্বরূপদ্বং জীবস্তাসতি
জাগ্রৎস্বপ্নদশারূপেণ্যবাদে অযুগ্মাবস্থায় নাগ্ধয়িত্বং শক্যমিত্যর্থঃ । অপি চ,
যেহপি স্থানবিকল্পমাবিষ্যত, তৈরপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমনলক্ষণা অযুগ্মাবস্থাস্তী-
কর্তব্যম্ । ন চেয়মাত্মতাদাত্ম্যং বিনা নাড্যাধিসু পরমাত্মব্যতিরিক্তেষ্ণ স্থানেষপ-
পত্ততে । তত্র হি স্থিতোহয়ং জীব আত্মব্যতিরেকমানী সমবস্তু বিশেষজ্ঞানবান্
ভবেৎ । তথাহি শ্রুতিঃ “যত্র বাস্তবিত্বং সত্যত্বাত্তোহন্তং পশ্বেৎ” ইতি । আত্মস্থানভে-
দেদোষঃ । “যত্র বস্তু সর্বমাত্মৈবাত্মং তং কেন কং পশেদ্বিজ্ঞানীয়াৎ” ইতি শ্রুতেঃ ।
স্বরূপ । বস্তুতঃ ব্রহ্মত্বং অস্তিব অনপায়ী (অনশ্বর) মুখ্য বা অদ্বিতীয় স্থান ।
[অপিচ...ভবতীত্যর্থঃ] আরও দেখ, নাড়ীই হউক, আর পুরীত-ই হউক, বাহ্য
জীবোপাধির আধার বলিয়া স্বীকার্য হইবে, অবশ্যই তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বিস্তমান
থাকিবেক । কিন্তু উপাধিসম্বন্ধ ব্যতীত জীবের স্বতঃ আধারতা অসম্ভব । কারণ,
জীব উপাধিশূন্য হইলেই ব্রহ্মভিন্ন হয় এবং ব্রহ্মও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত (বিরা-
জিত) । (অভিপ্রায় এই যে, অযুগ্মে উপাধির লয় হয়, সুতরাং ব্রহ্ম ব্যতীত
অন্ত কিছু—পুরীত অথবা নাড়ী মুখ্য অস্তিত্বস্থান হইতে পারে না) । বলিতে
পার যে, জীবের ব্রহ্মাধারত্বও সম্ভবে না । কেন-না, যে জীব, সেই ব্রহ্ম, অথচ
অযুগ্মে উপাধারাধেয়ভাবের ভেদকখন দৃষ্ট হয় । সে ভেদ প্রকৃত হইলে
তাদাত্ম্য-প্রতির গতি কি হইবে ? তাদাত্ম্য বা অভেদ-প্রতি বধা—“হে সোম্য,
জীব সেই সময়ে সত্যের (ব্রহ্মের) সহিত সম্পন্ন বা অভিন্ন হয়—স্বরূপ প্রাপ্ত
হওয়ার স্তূপ হয় ।” [অপিচ...ইত্যুক্তম্] অন্ত কথা এই যে, বাহ্য যাহার স্বরূপ,
তাহা তাহা হইতে চ্যুত হয় না বলিয়া যে, কোন কালেও জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হওয়া
নাই, এমন নহে । স্বপ্নে ও জাগ্রতে উপাধিসম্পর্ক থাকায় পররূপাপত্তির জ্ঞান
থাকে, কিন্তু অযুগ্মে তাহার উপশম (অভাব) হয় । তাহাই তাহার স্বরূপ-
প্রাপ্তি ও সংসম্পন্ন হওয়া এবং তাহাই শ্রুতির বিবক্ষিত । অতএব, অযুগ্মাবস্থায়

অপি চ, স্থানবিকল্পভূত্যাগমেহপি বিশেষবিজ্ঞানোপশম-
লক্ষণং তাৎস্বিকং ন কচিৎপ্রতিপাদ্যতে। তত্র সতি সম্পন্ন-
স্তাবদেকত্বাৎ ন বিজ্ঞানাতীতি যুক্তং, “তৎ কেন কং বিজ্ঞানীয়াৎ”
ইতি শ্রুতেঃ। নাড়ীষু পুরীততি চ শয়ানস্তা ন কিঞ্চিদবিজ্ঞানে
কারণং শক্যং বিজ্ঞাতুং, ভেদবিষয়ত্বাৎ, “যত্র বাস্তবিত্ব-
তত্ত্বোক্তোহস্তাৎ পশ্যেৎ” ইতি শ্রুতেঃ।

ননু ভেদবিষয়স্থাপ্যতিদূরাদিকারণমবিজ্ঞানে স্তাৎ।
বাচ্যমেবং স্তাৎ, যদি জীবঃ স্বতঃ পরিচ্ছিন্নোহভূত্যাগমেত,
যথা বিষ্ণুমিত্রঃ প্রবাসী স্বগৃহং ন পশ্যতীতি, ন তু জীবস্তোপাধি-

তদ্বাদপ্যাত্মস্থানবৃত্ত দ্বারং নাড়্যাদীত্যাহ—“অপি চ স্থানবিকল্পভূত্যাগমেহপি”
ইতি। অত্র চৌদ্বয়তি—“ননু ভেদবিষয়স্থাপি” ইতি। ভিদ্ধ্যত ইতি ভেদঃ।
ভিদ্ধ্যমানস্থাপি বিষয়স্তোক্তার্থঃ।

পরিহরতি—“বাচ্যমেবং স্তাৎ” ইতি। ন তাবচ্ছবিত্বাৎ স্বতঃপরিচ্ছেদস্তস্ত
ব্রহ্মাত্মত্বেন বিভূত্যাৎ। ঔশাদিকে তু পরিচ্ছেদে যতোপাধিরসম্বন্ধিতস্তাত্মত্বং ন
জানীয়ান তু সর্বম্। ন হুসম্বন্ধানাং হুমেকমবিধানং দেবদত্তঃ সম্বন্ধিতমপি ন
কখন সংসম্পন্ন ও কখন সংসম্পন্ন নহে, এ কথা অসম্ভব অর্থাৎ অসম্ভব। [যখন
নাড়ীতে ও পুরীততে স্থিতি, তখন জীব সংসম্পন্ন নহেন)।

[অপিচ...শ্রুতেঃ] ইচ্ছা হয়, স্থানবিকল্প [হয় নাড়ী স্থানে, না হয় পুরীততে
স্থিতি হয়, ইহা] স্বীকার কর, কিন্তু তাহাতে বিশেষবিজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ সূক্ষ্মপ্তির
বিশেষ (ভেদ) হইবে না। সর্বত্রই একত্ব ও সংসম্পন্নতা হেতু বিশেষবিজ্ঞান
রহিত হয়, ইহাই যুক্তি ও শ্রুতি উভয়সিদ্ধ। শ্রুতি কথা—“সে সময়ে কে কি
দিয়া কি দেখিবে ?” ইত্যাদি। নাড়ীতে ও পুরীততে (হৃদয়বেষ্টনাত্মকত্বের) শয়ন
করিলে যে বিশেষবিজ্ঞান থাকিবে না, তৎপ্রতি কোন কারণ নাই ; আত্মৈকত্ব
ব্যতীত অস্ত সমস্তই ভেদের বিষয়—ভেদজ্ঞানের স্থান। শ্রুতিও বলিয়াছেন,
“আত্মা যে-সময়ে অস্তের স্থায় থাকেন বা হন, সেই সময়ে অস্ত হইয়া অস্ত দর্শন
করেন।” [ননু ভেদ...যুক্তম্] যদি বল, ভেদজ্ঞানের প্রতি দূরত্বাদি কারণ
থাকিতে পারে, দূরত্বাদি দোষেই দৈত্ব অজ্ঞাত থাকিতে পারে।

তাহাতে আমরা বলিব, তাহা সভ্য বটে ; কিন্তু জীবের সম্বন্ধে তাহা
স্বাভাবিক নহে। বিষ্ণুমিত্র দূরদেশে, সে অস্ত সে আপন গৃহ দেখে না। কিন্তু
জীব সেক্ষণে দূরবর্তী নহে। জীবের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, দৃশ্য হইতে যে উত্তর
দূরবর্তীত্ব, তাহা উপাধিক। কেন-না, জীব স্বতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে ; উপাধির দ্বারা
পরিচ্ছিন্ন। যদি উপাধি-নিষ্ঠ দূরত্ব তাৎক্ষণিক অবিজ্ঞানের কারণ, ইহা স্বীকার কর,
তাহা হইলে মানিতে হইবেক, প্রদর্শিত স্থলে উপাধি নাই। উপাধি উপাধি

ব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদো বিদ্যতে । উপাধিগতমেবাতিদুরাদি-
 কারণমবিজ্ঞান ইতি যদ্যুচ্যেত, তথাপ্যুপাধেরূপশাস্ত্রজ্ঞাং সত্যেব
 সম্পন্নো ন বিজ্ঞানাতিতি যুক্তম্ ।

ন চ বয়মিহ তুল্যবৎ নাড্যাদিসমুচ্চয়ং প্রতিপাদয়ামঃ । নহি
 নাড্যঃ স্থপ্তিস্থানং পুরীতক্ষেত্যানেন বিজ্ঞানেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজন-
 মস্তি । নহেতদ্বিজ্ঞানপ্রতিবন্ধং ফলং কিঞ্চিৎ ক্ষয়তে । নাপ্যেত-
 দ্বিজ্ঞানং ফলবতঃ কশ্চিৎসমুপদিশ্যতে । ব্রহ্ম স্থনপায়ী স্থপ্তি-
 স্থানমিত্যেতৎ প্রতিপাদয়ামঃ । তেন তু বিজ্ঞানেন প্রয়োজন-
 মস্তি—জীবন্ত ব্রহ্মাত্মবোধারণং স্বপ্নজাগরিতব্যবহারবিমুক্তত্বা-
 বধারণঞ্চ । তস্মাদাত্মৈব স্থপ্তিস্থানম্ ॥ ৩।২।৭ ॥

বেদ । তস্মাৎ সৰ্ব্ববিশেষবিজ্ঞানপ্রত্যাস্তময়ীং স্থপ্তিঃ প্রসাধয়তা তদাস্ত সর্বো-
 পাধুপসংহারো বক্তব্যঃ । তথা চ সিদ্ধমস্ত তদা ব্রহ্মাত্মমিত্যর্থঃ ।

গুণপ্রধানভাবেন সমুচ্চয়ো ন সমপ্রধানভায়েয়াদিবদিত্তি বদন বিকল্পমপা-
 পাকরোতি । “ন চ বয়মিহ” ইতি । স্বাধ্যাত্মাধ্যয়নবিধ্যাপাদিত-পুরুষার্থত্বস্ত বেদ-
 রাশেরেকেনাপি বর্ণনে নাপুরুষার্থেন ভবিতুং যুক্তম্ । ন চ স্থপ্তাবস্থায়াজীবন্ত
 স্বরূপেণ নাড্যাদিস্থানপ্রতিপাদনে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং, ব্রহ্মভূমপ্রতিপাদনে হস্তি ।
 তস্মাৎ সমপ্রধানভাবেন সমুচ্চয়ো নাপি বিকল্প ইতি ভাবঃ । নীতার্থমন্তঃ ॥৩।২।৭॥

হইয়াছে, সুতরাং সংসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হওয়ায় বৈতাভাব বশতই তৎকালে
 বৈতজ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকে না ।

[ন চ...স্থপ্তিস্থানম্] শেষ কথা এই যে, আমরা নাড়ী প্রভৃতির
 সমুচ্চয়তা মুগ্ধরূপে প্রতিপাদন করি না । কেন-না, নাড়ী স্থপ্তিস্থান ?
 কি পুরীতং স্থপ্তিস্থান ? ইহা জানিবার অল্পমাত্রও প্রয়োজন নাই । তদ্বিজ্ঞানের
 কোনরূপ ফলও নাই এবং তাহা কোন ফলপ্রদ পদার্থের অঙ্গও নহে । একমাত্র
 ব্রহ্মই অনপায়ী স্থপ্তিস্থান, এতাবৎমাত্র তত্ত্ব আমাদের প্রতিপাত্ত এবং তাহাই
 জানিবার প্রয়োজন । উহাতেই জীবের ব্রহ্মাত্মতা নিশ্চয় ও স্বপ্ন-জাগ্রৎব্যবহার
 হইতে তিনি মুক্ত হন, এ নিশ্চয়, এই দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় । এই সকল কারণে
 স্বীকার্য্য হয়, আত্মাই স্থপ্তিস্থান ॥৩।২।৭॥

অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ ॥ ৩।২।৮ ॥*

যস্মাচ্চাত্মৈব স্পৃশ্টিস্থানম্, অত এব কারণাৎ নিত্যবদেবা-
স্মাদাত্মনঃ প্রবোধঃ স্বাপাধিকারে শিষ্যতে । “কৃত এতদাগাৎ”
ইত্যশ্চ প্রশ্নশ্চ প্রতিবচনাবসরে “যথায়েঃ ক্ষুদ্রো বিস্মূলিক্সা
ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্বের প্রাণাঃ” ইত্যাদি । “সত
আগম্য ন বিহুঃ সত আগচ্ছামহে” ইতি চ । বিকল্যমানেষু তু
স্পৃশ্টিস্থানেষু কদাচিৎ নাড়ীভ্যঃ প্রতিবুধ্যতে, কদাচিৎ পুরীততঃ,
কদাচিদাত্মন ইত্যশাসিষ্যৎ । তস্মাদপ্যাত্মৈব (তু) স্পৃশ্টিস্থান-
মিতি ॥ ৩।২।৮ ॥

[রত্নপ্রভা । কিক, ব্রহ্মণঃ সকাশাচ্ছীবস্তোথানশ্রুতের্বৈকৈব স্পৃশ্টিস্থানমিত্যাহ
স্বত্রকারঃ—“অতঃ প্রবোধঃ” ইতি । নাড়ীপুরীততোঃ কাপ্যুথানাপাদানতাপ্রবণাৎ
ন স্পৃশ্টিস্থানমিত্যর্থঃ । তস্মাদপাধিলয়ে জীবন্ত ব্রহ্মভেদাদৌপাদিক এব ভেদ
ইতি বিবেকাদ্যাক্যার্থভেদসিদ্ধিরিতি স্থিতম্ । ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।৮ ॥

যেহেতু আত্মাই স্পৃশ্টিস্থান, সেই হেতু বা সেই কারণে ক্রটি স্পৃশ্টিস্থানমিত্যাহ
নিত্য নিয়মিতরূপে আত্মা হইতে প্রবুদ্ধ (জাগ্রৎ অবস্থা) হওয়ার উপদেশ
করিয়াছেন । “এ সকল আবার কোথা হইতে আসিল ?” এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর
প্রসঙ্গে ক্রটি বলিয়াছেন “যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মূলিক্স বহির্গত হয়,
সেইরূপ, আত্মা হইতে এই সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়) বহির্গত হয় ।” ইত্যাদি ।
“সৎ (ব্রহ্ম) হইতে আসিয়াও জানিতে পারে না যে, আমরা সৎ হইতে
আসিয়াছি ।” ইত্যাদি । [বিকল্য...স্থানমিতি] স্পৃশ্টিস্থান যদি বিকলিত হইত,
পৃথক্ পৃথক্ হইত (কখনও নাড়ী, কখনও বা পুরীতং হইত), তাহা হইলে
শাস্ত্রও বলিতেন যে, কখনও নাড়ীস্থান হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উখিত হয়, কখনও বা
পুরীতং হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উখিত হয় । কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন নাই । অতএব,
আত্মাই স্পৃশ্টিস্থান, ইহা অশংসনীয় সিদ্ধান্ত ॥৩২৮॥

* অতঃ অস্মাৎ কারণাৎ আত্মনঃ স্পৃশ্টিস্থানবাদিত্যর্থঃ । অস্মাৎ আত্মন এব প্রবোধঃ
তাদিতি বোজনম্ ।

যেহেতু আত্মাই স্পৃশ্টিস্থান—আত্মাতে (আপনার স্বরূপে) স্পৃশ্টি হয়, সেই হেতু আত্মা
হইতেই প্রবুদ্ধ বা উখিত হয় ।

স এব তু কৰ্মানুস্মৃতি-শব্দবিধিত্যঃ ॥৩২।৯॥

তস্মাঃ পুনঃ সংসম্পত্তেঃ প্রতিবুধ্যমানঃ, কিং য এব সং-
সম্পন্নঃ, স এব প্রতিবুধ্যতে? উত স বাস্তো বা? ইতি চিন্ত্যতে ।
প্রাপ্তং তাবৎ অনিয়ম ইতি । কুতঃ? যদা হি জলরাশৌ কশ্চি-
জ্জলবিন্দুঃ প্রক্ষিপ্যতে, জলরাশিরেব স তদা ভবতি । পুনস্ত-
ত্বদ্ধরণে স এব জলবিন্দুর্ভবতীতি ছঃসম্পাদম্ । তদ্বৎ স্পৃশ্যঃ
পরেণৈকত্বমাপন্নঃ সম্প্রসীদতি, ন স এব পুনরুৎপাতুমর্হতি ।
তস্মাৎ স এবেশ্বরো বাস্তো বা জীবঃ প্রতিবুধ্যত-ইত্যেবং প্রাপ্ত-
ইদমাহ ।

যদ্যপীশ্বরাদভিন্নো জীবস্বত্বাপ্যাপাধাবচ্ছেদেন ভেদঃ বিবক্ষিত্বাহনিকবর্ণাস্তরা-
রম্ভঃ । স এবোতি ছঃসম্পাদমিতি স বাস্তো বেতীশ্বরো বেতি সম্ভবমাত্মেনোপভাসঃ ।
নহি তত্ত্ব শুদ্ধমুক্ত্যভাবস্তাবিদ্যাকৃতবুখানসম্ভবঃ । অত এব বিনশ্যবসনো-
হস্তান্তরপত্তাসঃ ।

বলা হইল, জীব স্মৃতিতে সংসম্পন্ন হয় অর্থাৎ ত্রক্ষেপ সহিত এক হইয়া যায়,
এবং পুনর্বার তাঁহা হইতে উদ্ধৃত বা প্রতিবুদ্ধ হয় । এই স্থানে প্রশ্ন এই যে,
যে সংসম্পন্ন হয়, সে-ই কি প্রতিবুদ্ধ হয়? অথবা অত্বে কেহ হয়? পূর্বপক্ষে
পাওয়া যায়, অনিয়ম—ভাষার কোন নিয়ম নাই । কেন? তাহা বলিতেছি ।
[যদা...মাহ] যখন কোন জলরাশিতে বিন্দুপরিমিত জল প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন
সেই প্রক্ষিপ্ত জল জলরাশিতে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ জলরাশিই হইয়া যায় । পুনঃ যদি
সেই জলরাশি হইতে জলবিন্দু উঠান যায়, তাহা হইলে সে জলবিন্দু—যে জলবিন্দু
পূর্বপ্রক্ষিপ্ত, সেই জলবিন্দু, অত্বে জলবিন্দু নহে, তাহা নিশ্চয় করা ছঃসাধ্য, অর্থাৎ
সে জলবিন্দু উঠে না । এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি স্মৃতি জীব সংসম্পন্ন অর্থাৎ
পরমাত্মার সহিত একীভূত হওয়ার পর যখন প্রতিবোধ বা পুনর্জাগ্রৎ (উত্থান)
আইসে, তখন, যে স্মৃতি হইয়াছিল, সে-ই যে প্রতিবুদ্ধ বা উদ্ধৃত হয়, তাহা
হয় না ।

এই পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ এই সূত্র (স এব—ইত্যাদি) বলা হইল ।

* যঃ সংসম্পন্নঃ স্তাৎ, স এবোতিতঃ প্রতিবুদ্ধঃ স্তাদিতি কৰ্মানুস্মৃত্যাদিতিক্ৰিয়াজতে ।
কৰ্মণোহনুস্মরণাৎ শব্দাৎ (শব্দঃ শাস্ত্রং) বিভাবিধেন্চেতি বিভাগঃ ।

যে সংসম্পন্ন হয়, পরমাত্মার একীভূত বা মীন হয়, সে-ই উদ্ধৃত হয়, অত্বে কেহ নুন্ন হয় না ।

স এব তু জীবঃ স্পৃগুঃ স্বাস্থ্যং গতঃ পুনরুত্তিষ্ঠতি, নান্যঃ।
 কস্মাৎ ? কৰ্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ। বিভজ্য হেতুন্ দর্শয়িষ্যামি।
 কৰ্ম্মশেষানুষ্ঠানদর্শনাৎ তাবৎ স এবোৎখাতুমর্হতি, নান্যঃ। তথা
 হি পূৰ্বেছ্যন্নুষ্ঠিতস্য কৰ্ম্মণোহপরেছ্যঃ শেষম্নুষ্ঠিতন্ দৃশ্যতে। ন
 চান্মেন সামিকৃতস্য কৰ্ম্মণোহন্তঃ শেষক্রিয়ায়াং প্রবর্তিতুমর্হতি,
 অতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদেক এব পূৰ্বেছ্যন্নপরেছ্যশ্চৈকস্য কৰ্ম্মণঃ
 কৰ্ত্তেতি গম্যতে। ইতশ্চ স এবোত্তিষ্ঠতি, যৎকারণমতীতেহ-
 হন্ত্যহমদোহদ্রাক্ষমিতি পূৰ্ব্বানুভূতস্য পশ্চাৎ স্মরণমন্ত্যস্তোথানে
 নোপপত্ততে। নহন্তদৃষ্টমন্ত্যোহনুস্মর্ত্তুমর্হতি। ‘সোহহমস্মি’ ইতি
 চান্নানুস্মরণমাত্মান্তরোথানে নাবকল্পতে। শব্দেভ্যশ্চ তস্মৈ-
 বোৎখানমবগম্যতে। তথা হি “পুনঃ প্রতিজ্ঞায়াং প্রতিযোন্তাদ্রবতি

বন্ধি স্বাহাদিনির্কর্ত্তনীয়মেবমন্ত্য পুংসশ্চোদিতং কৰ্ম্ম, তস্য পূৰ্বেছ্যন্নুষ্ঠিতত্বাচ্চি
 ত্তিরিতি বক্তব্যোহন্তঃ প্রত্যভিজ্ঞানসূচনার্থঃ। অতএব সোহহমস্মীত্যুক্তম্। “পুনঃ
 প্রতিজ্ঞায়াং প্রতিযোন্তাদ্রবতি” ইতি। অয়নম্ আয়ঃ। নিয়মেন গমনং জায়ঃ।
 ভাবঃ প্রতিজ্ঞায়াং সম্প্রসাদে স্তম্ভপ্ৰাবহায়াং বুদ্ধ্যন্ত্যাদ্রবতি আগচ্ছাত। প্রতিযোনি
 [স এব...দর্শয়িষ্যামি] সেই জীবই অগ্রে স্পৃগু, পরে স্বাস্থ্যলাভ কবিয়া
 পুনঃ প্রবুদ্ধ বা পুনরুৎখিত হয়। অস্ত্র অভিনব কেহ উদ্ভূত হয় না।
 তৎপ্রতি হেতু কৰ্ম্ম, অনুস্মরণ, শব্দ ও বিধি (কৰ্ম্মের ও উপাসনাবিধান)।
 এই সকল হেতু বিভাগপূৰ্ব্বক দর্শিত হইতেছে। [কৰ্ম্ম .গম্যতে] যেহেতু
 কৰ্ম্মের শেষ অনুষ্ঠান কবিতো দেখা যায়, সেই হেতু তাহাবই উৎখান,
 অস্ত্র নহে। দেখ, যে পূৰ্ব্ব দিবসে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান বা আনন্ত্র কবিয়াছে, পর
 দিবসে সেই সে কৰ্ম্মের শেষ কবে। অস্ত্র ও কৰ্ম্মের শেষ কবিতো অগ্রেব প্রবৃদ্ধি
 হইবে কেন? তন্ন বলিলে অতিবাপ্তি দোষ হইবেক। ‘অতএব, পূৰ্ব্বাপন দিবসে
 অকৃত্তিত একই কৰ্ম্ম এবং তাহান কর্ত্তাও এক। [ইতশ্চ...কল্পতে] যে স্পৃগু হয়,
 সেই যে, পুনরুৎখিত হয়, এতৎ প্রতি অস্ত্র হেতু এই যে, পূৰ্ব্ব-দিবসে ‘আমি দেখি-
 য়াছি,’ এতদ্রূপ অন্ত্রভব কবিয়া পর দিবসে তাহার স্মরণ কবে—“আমি ইহা
 দেখিয়াছিলাম।” এ অনুস্মরণ অস্ত্রের উৎখানে সঙ্গত হয় না। একের দৃষ্ট বস্তু
 অস্ত্রে স্মরণ করিতে পারে না। “সেই আমি—সেই আমি ‘আজও আমি’ এই যে
 আত্মানুস্মরণ, এ অনুস্মরণও আত্মান্তরের উৎখানে উপগম্য হইতে পারে না।
 [শব্দেভ্যশ্চ...বায়ুঃ] স্পৃগু আত্মারই উৎখান, আত্মান্ত্রের নহে, ইহা শব্দ অর্থাৎ
 প্রতিবাক্যের দ্বারাও জানা যায়। যথা—“স্পৃগু পুরুষ জগদ্রূপেব উদ্ভেদ্যে পুনর্জায়
 যেক্ষণে সেই সেই ‘উদ্ভিন্নস্থানে গমন কবে, সেইরূপে’ প্রতিযোনিতে আগমন

বুদ্ধান্তায়ৈব”, “ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজা অহবহৰ্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্ম-
লোকং ন বিন্দন্তি । ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো
বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ-
যন্তবন্তি, তন্তদা ভবন্তি” ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ স্বাপ্রবোধাদিকারে
পঠিতা নান্নাস্তরোথানে সামঞ্জস্যমীযুঃ । কৰ্মবিদ্যাবিধিত্যৈশ্চব-
মেব গম্যতে । অন্যথা হি কৰ্মবিদ্যাবিধয়োহনর্থকাঃ স্যুঃ ।
অন্যোথানপক্ষে হি স্মৃপ্তমাত্রে মূঢ়ত ইত্যাপদ্যেত । এবং
চেৎ স্মৃৎ, বদ কিং কালান্তরফলেন কৰ্মণা বিদ্যা বা কৃতং স্মৃৎ ।

অপি চ, অন্যোথানপক্ষে, যদি তাবচ্ছরীরান্তরে ব্যবহরমাণো
জীব উদ্ভিষ্ঠেৎ, তন্তদ্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ স্মৃৎ । অথ তত্র স্মৃপ্ত
উদ্ভিষ্ঠেত, কল্পনানর্থক্যং স্মৃৎ । যো হি যস্মিন্ শরীরে স্মৃপ্তঃ,
স তস্মিন্নোদ্ভিষ্ঠতি, অস্মিন্ শরীরে স্মৃপ্তোহস্মিন্মু তিষ্ঠতি ইতি

—যোহি ব্যাঘ্রবোনিঃ স্মৃপ্তো বুদ্ধান্তমাগচ্ছন্ স ব্যাঘ্র এব ভবতি, ন জাত্যন্তরম্ ।
তদিদমুক্তম্ । “ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা” ইতি ।

“অথ তত্র স্মৃপ্ত উদ্ভিষ্ঠতি” ইতি । যো হি জীবঃ স্মৃপ্তঃ স শরীরান্তর উদ্ভিষ্ঠতি ।
শরীরান্তরগতস্ত স্মৃপ্তজীবসম্বন্ধিনি শরীর উদ্ভিষ্ঠতি । ততশ্চ ন শরীরান্তরে
ব্যবহারলোপ ইত্যর্থঃ ।

করেন ।” “এই সকল প্রজা প্রত্যহই এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছে, অথচ জানে
না যে, আমরা ব্রহ্মলাভ করিতেছি ।” পূৰ্ব্বপ্রবোধে যে বেক্রপ ছিল,—সিংহ, ব্যাঘ্র,
বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক,—যে বেক্রপ ছিল, পরপ্রবোধে সে তাহাই
হয় ।” স্মৃপ্ত্যাদিকারে পরপঠিত এই সকল শব্দ আত্মান্তরের উত্থানে সঙ্গত হয়
না । [কৰ্ম ..কৃতং স্মৃৎ] কৰ্মের ও উপাসনার বা জ্ঞানের বিধাম থাকাতোও
স্মৃপ্তের উত্থান নিশ্চিত হয় । যদি স্মৃপ্তের উত্থান না হইয়া আত্মান্তরের উত্থান
নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে কৰ্মবিধি ও বিদ্যাবিধি বার্থ হইবে । যাহাদের মতে
অন্তের উত্থান, তাহাদের কৰ্ম অথবা জ্ঞান কিছুই প্রয়োজন হয় না । কেননা,
স্মৃপ্তি হইলেই মুক্তি (পুনৰ্জন্মনাশ) হয় । স্মৃপ্তিই শেষ, একরূপ হইলে কালান্তর-
ফলক কৰ্মের ও উপাসনার প্রয়োজন কি ? লোকে কেন সে সকল কষ্টকর
অচেষ্টানে প্রবৃত্ত হইবে ।

[অপি চাত্তো...নাত্ত ইতি] যে স্মৃপ্ত হয়, তাহার উত্থান হয় না, ন্তনের
উত্থান হয়, এতৎপক্ষে—শরীরান্তর-ব্যবহারী জীবেরই উত্থান সম্ভব, স্মৃতারং সে
পক্ষে ব্যবহার-লোপ প্রাপ্তি দোষ আছে । যদি বল, তাহা নহে, স্মৃপ্ত জীবই উঠে,

কোহিষ্ঠাং কল্পনায়াং লাভঃ স্যাৎ । অথ মুক্ত উক্তিষ্ঠেৎ, অস্ত-
বান্মোক্ষ আপদ্যেত । নিবৃত্তাবিচ্ছা চ পুনরুত্থানমনুপপন্নম্ ।
এতেনেশ্বরোত্থানং প্রত্যুক্তম্, নিত্যনিবৃত্তাবিচ্ছাত্মকং । অকৃতা-
ভাগম-কৃতবিপ্রণাশৌ চ দুর্নিবারাব্যোত্থানপক্ষে স্যাতাম্ । তস্মাৎ
স এবোক্তিষ্ঠতি নান্ত ইতি । যৎ পুনরুক্তং, যথা জলরাশৌ
প্রক্ষিপ্তো জলবিন্দুনৌদ্ধর্তুং শক্যতে, এবং সতি সম্পন্নো জীবো
নোৎপতিতুমহীতি, তৎ পরিত্রিয়তে । যুক্তং তত্র বিবেক-
কারণাভাবাজ্জলবিন্দোরনুদ্বরণম্, ইহ তু বিদ্যতে বিবেক কারণং

“অপি চ ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরম্মাৎ” ইতি । যথা ঘটাকাশো নাম ন পরমা-
কাশাদভ্যঃ । অথ চাত্ত্ব ইব যাবদঘটমভ্যবর্ততে । ন চাসৌ দুর্জিবেচস্তদুপাধেষ্টম্
বিবিক্তম্ । এবমনাত্মনির্কটনীয়বিচ্ছোপধানভেদোপাদিকল্পিতো জীবো ন বস্তুতঃ
পরমাত্মনো ভিদ্যতে, তদুপাধ্যস্তভাতিভবাত্ম্যং চোদ্ভূত ইবাভিভূত ইব প্রতীয়তে ।

প্রবন্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ কল্পনা নিরর্থক হইবে । যে যে-শরীরে সুপ্ত হয়—সে
যদি সেই শরীর লইয়াই উঠে, তাহা হইলে এক শরীরে সুপ্ত হইয়া অল্প শরীরে
উঠে, এরূপ কল্পনা করার প্রয়োজন ? তাহাতে লাভ কি ? মুক্তাস্থার উত্থান হয়
বলিলে মোক্ষের বিনাশিত্ব-আপত্তি হইবে । অপিচ, যাহার অবিচ্ছাবিনাশ হই-
য়াছে, তাহার উত্থান উপপন্ন হইত না । মুক্তাস্থার উত্থান-নিষেধ দ্বারা ঈশ্বরাস্থার
উত্থান পক্ষও নিষিদ্ধ জানিবে । তিনি নিত্যমুক্ত—কোনও কালে তিনি অবিচ্ছা-
স্পৃষ্ট নহেন । অল্প আস্থার উত্থান (জাগ্রৎ) পক্ষে অকৃতাভাগম ও কৃতপ্রণাশ
এই দুই দোষ দুর্নিবার্য্য । (সুপ্ত আস্থা কৃতকর্মের ফলভোগ করিল না, আর
প্রবন্ধ বা উত্তিত আস্থা কিছু না করিয়াও ভোগ করিল, এ নিশ্চয় বা এ সিদ্ধান্ত
সুস্তিবিহীন) । এই সকল কারণে, যে আস্থা সুপ্ত হয়, সেই আস্থাই উঠে—
প্রবন্ধ হয় । [যৎপুন...বিবেচনম্] বলিয়াছিল যে, যেমন জলরাশিতে জলবিন্দু
প্রক্ষিপ্ত হইলে সে জলবিন্দু উদ্ধার (উঠান) অশক্য, তেমনি, জীব সতে (ব্রহ্মে)
একীভূত হইয়া যাপ্তয়ায় সে জীবের উত্থান অসম্ভব । এই আপত্তির নিরাস
এইরূপে হইতে পারে । জলরাশি-মধ্যগত জলবিন্দুর উদ্ধার অশক্য সত্য ;
কেন-না, সে স্থলে বিবেক-কারণের অভাব আছে, (পৃথক করিবার বা জানিবার
উপায় নাই) । কিন্তু প্রকৃত স্থলে (দাষ্টীস্তুিকে অর্থাৎ সুপ্ত জীবের উত্থান পক্ষে)
তাহার অভাব নাই । প্রকৃতস্থলে বিবেক-কারণ বিশেষরূপে বিদ্যমান আছে ।
(ইহা সেই জীবই, এরূপ চিনিবার ও নির্দেশ করিবার বিস্পষ্ট উপায় আছে) ।
জীবের কর্ম ও বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, এই দু-এর দ্বারা সেই কি-না, তাহা বিবেচিত
হইতে পারে । অতএব, জলরাশিতে জলবিন্দুর প্রবেশ, আর পরমাত্মার জীবের
প্রবেশ সমান নহে, তাহা পরিমিশ্রিতরূপ নহে । ক্ষীর-নীর হইতে ক্ষীর উদ্ধৃত
করিবার কমতা অসম্ভব নহে না থাকিলেও তাহা হংসজাতীয় জীবের আছে ।

কর্ম চ বিদ্যা চেতি বৈষম্যম্ । দৃশ্যতে চ তুর্বিবেচনয়োরপ্য-
হ্মজ্জাতীয়ৈঃ কীরোদকয়োঃ সংসৃষ্টয়োহংসেন বিবেচনম্ ।

অপি চ, ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরম্বাদাত্মনোহন্তো বিদ্যাতে,
যো জলবিন্দুরিব জলরাশেঃ সতো বিবিচ্যেত । সদেব তুপাধি-
সম্পর্কাজ্জীব ইত্যুপচর্য্যত ইত্যসকুৎ প্রপঞ্চিতম্ । এবং সতি
যাবদেকোপাধিগতা বন্ধানুরক্তিস্তাবদেকজীবব্যবহারঃ । উপাধি-
স্তরগতায়ান্ত বন্ধানুরক্তৌ জীবান্তরব্যবহারঃ । স এবায়মুপাধিঃ
স্বাপপ্রবোধয়োর্বীজাকুরন্ত্যায়েনেত্যতঃ স এব জীবঃ প্রতিবুধ্যত-
ইতি যুক্তম্ ॥ ৩।২।৯ ॥

মুক্তেহর্কসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩।২।১০॥*

অস্তি মুক্তো নাম—যং মুচ্ছিত ইতি লৌকিকাঃ কথয়ন্তি ।

ততস্ত স্মৃষ্টাদাবপ্যভিত্ত ইব জাগ্রদবস্থাভিমুদুত ইব, তস্ত চাবিদ্যাতত্বাননোপা-
ধেরনাদিতয়া কার্য্যাকারণভাবেন প্রবর্ততঃ স্তবিবেচতয়া তদুপহিতোজীবঃ স্তবিবেচ
ইতি ॥ ৩।২।৯ ॥

বিশেষবিজ্ঞানাতাবান্ধুর্চ্ছা জাগ্রদবস্থাবস্থাত্যাং ভিদ্যাতে, পুনরুৎপাদিত মরণা-
বস্থায়াঃ । অতঃ স্মৃপ্তিরেব মুচ্ছা, বিশেষজ্ঞানাতাবাবিশেষাৎ । চিরানুচ্ছাদ-
স-

[অপিচ...প্রপঞ্চিতম্] অত্র কথা এই যে, পরমাত্মা হইতে পৃথক্, এমন
কোন জীবনামক পদার্থ নাই যে, তাহাকে জলরাশি হইতে জলবিন্দুর তায় পৃথক্
করিবার চেষ্টা করিবে । পরমাত্মাই উপাধিসম্পর্ক কল্পনায় জীব নাম প্রাপ্ত
হইয়াছেন, ইহা বার বার বলা হইয়াছে—দেখান হইয়াছে । [এবং...যুক্তম্]
অতএব, যাবৎ এক উপাধিতে বন্ধের অনুবর্তন, তাবৎ এক জীব বলিয়া ব্যবহার
এবং উপাধ্যস্তরে অর্থাৎ অত্র উপাধিতে বন্ধানুবর্তন হইলে তাহা অত্র জীব বলিয়া
ব্যবহৃত হয় । বীজাকুরসমান স্মৃপ্তি ও জাগ্রৎ এই দু'এর মধ্যে একই উপাধি
বিद्यমান, অতরাং সেই একই জীব উভয়বস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ যে স্মৃপ্ত হয়, সেই
জীবই প্রবুদ্ধ হয়, এ নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত ॥ ৩।২।৯ ॥

মুক্ত-নামক একটা অবস্থা আছে, লোকে বাহাকে মুচ্ছা বলে । সম্প্রতি সেই
অবস্থার পরীক্ষা হইবেক । শরীরস্থ জীবের প্রধানতঃ তিনটা অবস্থা প্রসিদ্ধ ।

* পরিশেষাৎ জাগ্রদাবিবলকপাৎ মুক্তে মুচ্ছিতেহর্কসম্পত্তিঃ সর্বস্মৃষ্টাদিধর্ম্মৈরসম্পন্নতা
জ্ঞাতয়া । সর্বৈঃ স্মৃপ্তিধর্ম্মৈরসম্পন্নো মুক্তঃ স্মৃপ্তো ন ভবতি, সর্বৈঃ স্মরণাবস্থাবৈরসম্পত্তেঃ-
মৃতোহপি ন, কিন্তুবস্থান্তরং গত ইতি ভাবঃ ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্মৃপ্তি, মরণ, এই চার অবস্থা হইতে মুক্ত অর্থাৎ মুচ্ছিত অবস্থাটি অতিরিক্ত ।
কেননা, ইহাতে অর্কসম্পন্নতা দৃষ্ট হয় । (কোব কোন জাগ্রৎ-স্বপ্ন দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন
স্মৃপ্তাদিধর্ম্মও দৃষ্ট হয়, অতরাং মুচ্ছা অর্কসম্পত্তি বলিয়া গণ্য) ।

ন তু কিমবস্থ ইতি পরীক্ষায়ামুচ্যতে—তিস্রস্তাবদবস্থাঃ শরীরস্থ জীবস্থ প্রসিদ্ধাঃ—জাগরিতং স্বপ্নঃ সুষুপ্তমিতি । চতুর্থী শরীর-দপস্থিতিঃ, ন তু পঞ্চমী কাচিদবস্থা জীবস্থ শ্রুতৌ স্মৃতৌ বা প্রসিদ্ধাস্তি । তস্মাচ্চতসৃণামেবাবস্থানামন্যতমাবস্থা মূর্ছেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ ।

ন তাবনুষ্ঠো জাগরিতাবস্থো ভবিতুমর্হতি । ন হ্রয়মিন্দ্রিয়ৈ-র্বিষয়ানীকতে । স্মাদেতৎ । ইষুকারন্ত্যেন মুক্কো ভবিষ্যতি । যথেষুকারো জাগ্রদপি ইদ্বাসক্তমনস্তয়া নান্যান্ বিষয়ানীকতে, এবং মুক্কো মুশলসম্পাতাদিজনিত-দুঃখানুভবব্যগ্রমনস্তয়া জাগ্রদপি নান্যান্ বিষয়ানীকত ইতি । ন, অচেতয়মানত্বাৎ । ইষুকারো হি ব্যাপৃতমনা ত্রবীতীষু মেবাহমেতাবস্তুং কালমুপলভমানোহভূব-মিতি, মুক্কস্ত লব্ধসঞ্জে ত্রবীত্যক্চে তমস্মাহমেতাবস্তুং কালং

বেপথুপ্রভৃত্যস্ত স্পেরবাস্তরভেদাঃ । তদযথা কশ্চিৎ স্পোথিতঃ প্রাহ স্মখ-মহমস্বাপ্নং লঘুনি মে গাত্রাণি প্রশম্নং মে মন ইতি । কশ্চিৎ পুনর্দুঃশমস্বাপ্নং শুক্লনি মে গাত্রাণি ভ্রমত্যানবাস্ততং মে মন ইতি । ন চৈতাবতা সুষুপ্তির্ভিদ্ভ্যতে । তথা বিকারান্তরেহপি মুক্কো ন সুষুপ্তির্ভিদ্ভ্যতে । তস্মাল্লোকপ্রসিদ্ধাভাবায়ৈয়ং পঞ্চম্যবস্থেতি প্রাপ্তম্ ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি । এতদ্বিন্ন আর একটি অবস্থা আছে, তাহা শরীর হইতে অপসর্পণ (মরণ) । এ অবস্থাটী চতুর্থী বলিয়া গণ্য । জীবের এই চারি অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে প্রখ্যাত নাই । সেই কারণে পাণ্ডবা যায়, বলা যায়, মুক্ক বা মুচ্ছিতাবস্থাটী ঐ চারির মধ্যে একটি । এতৎ প্রাপ্তে বলা হইল “মুক্কেহর্কসম্পত্তিঃ” ।

[ন তাবনুষ্ঠো... নীকতে] মুক্কাবস্থাটী জাগ্রদবস্থামধ্যে নিবিষ্ট নহে । কেন-না, মুচ্ছিত পুরুষ তৎকালে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ানুভব করে না । (যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তু জানা যায়, সেই অবস্থার নাম জাগ্রৎ । এ লক্ষণ মুক্ক অবস্থায় নাই) । [স্মাদেতৎ... জাগতি] আচ্ছা, এমনও হইতে পারে যে, মুক্ক ইষুকারের ভ্রাস? (ইষুকার = শরনির্দ্বাতা শিল্পী) । ইষুকার যেমন জাগ্রৎ থাকিয়াও শরাসক্তচিত্ত হওয়ার বিষয়ান্তর দর্শন করে না, তেমনি, মুচ্ছিত ব্যক্তিও প্রহার-জনিত দুঃখানুভব-নিমগ্ন থাকায় বিষয়ান্তর দর্শন করিতে পারে না । এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর—তাহা নহে । কেন-না, মুক্কের চৈতন্ত থাকে না—চৈতন্ত লুপ্ত থাকে । ইষুকার ইষুনির্দ্বাণ ব্যাপারে নিমগ্ন থাকে বটে ; কিন্তু সে বিয়তব্যাপার

প্রক্ষিপ্তোহুৎসবং, ন কিঞ্চিন্ময়া চেতিতমিতি । জাগ্রতশৈচক-
বিষয়াসক্তচেতসোহপি দেহো বিদ্রীয়তে, মুগ্ধস্ত তু দেহো ধরণ্যাং
পততি, তস্যাং ন জাগর্তি । নাপি স্বপ্নান্ পশ্যতি, নিঃসঞ্ছত্বাৎ ।
নাপি মৃতঃ, প্রাণোন্মণ্ডোৰ্ভবাৎ । মুগ্ধে হি জন্তৌ মৃতোহয়ং স্থাৎ
ন বা মৃত ইতি সংশয়ানা উন্মাস্তি নাস্তীতি হৃদয়দেশমালাভস্তে
নিশ্চয়ার্থং, প্রাণোহস্তি নাস্তীতি চ নাশিকাদেশম্ । যদি প্রাণো-
ন্মণোরস্তিত্বং নাবগচ্ছন্তি, ততো মৃতোহয়মিত্যধ্যবসায় দহনায়ারণ্যং
নয়ন্তি, অথ তু প্রাণমুন্ম্যাণং বা প্রতিপদ্যন্তে, ততো নায়ং মৃত
ইত্যধ্যবসায় সঞ্ছালাভায়াভিষজ্যন্তি । পুনরুত্থানাস্ত ন দিষ্টং
গতঃ । ন হি যমং গতৌ যমরাষ্ট্রাং প্রত্যাগচ্ছতি । অস্ত তর্হি
স্বপ্নপুং, নিঃসঞ্ছত্বাদমৃতত্বাচ্চ । ন, বৈলক্ষণ্যাৎ । মুগ্ধঃ
কদাচিচ্চিরমপি নোচ্ছৃমিতি, সবেপথুরস্ত দেহো ভবতি, ভয়ানকঞ্চ

এবম্প্রাপ্ত উচ্যতে । যদ্যপি বিশেষজ্ঞানোপপন্নমেন মোহমুপপন্নয়োঃ সাম্যং,
তথাপি নৈক্যম্ । ন হি বিশেষবিজ্ঞানসম্ভাবসাম্যমাত্রেন স্বপ্নজাগরয়োরভেদঃ ।
বাহ্যেজ্ঞয়ব্যাপারভাবাভাবাত্ম্যভেদে তয়োঃ স্বপ্নমোহয়োরপি প্রয়োজনভেদাৎ
কারণভেদালক্ষণভেদাচ্চ ভেদঃ । শ্রমাপনুত্তার্থা হি ব্রহ্মণা সম্পত্তিঃ স্বপ্নপুং ।
শরীরত্যাগার্থা তু ব্রহ্মণা সম্পত্তিস্থোহঃ । যদ্যপি সত্যপি মোহে ন মরণং, তথাপ্য-
হইলে বলে, এত ক্ষণ আমি ইম্মাত্র দেখিতেছিলাম, অল্প কিছু দেখি নাই,
কিন্তু মূচ্ছিত পুরুষ সংজ্ঞালাভের পর বলে, এ পর্যন্ত আমি ঘোর অজ্ঞানাক্রকোরে
নিপতিত ছিলাম, অচেতন ছিলাম । (আমার কিছু মাত্র চৈতন্ত ছিল না) ।
আরও দেখ, জাগ্রৎকালে চিত্ত একবিষয়াসক্ত থাকিলেও তাহার দেহ বিধৃত থাকে
কিন্তু মূচ্ছিতের দেহ ধরণীতে নিপতিত হয় । প্রদর্শিত কারণে মুগ্ধ পুরুষ জাগ্রৎ
নহে । [নাপি...প্রত্যাগচ্ছতি] মুগ্ধাবস্থা স্বপ্নাবস্থাও নহে । তৎপ্রতি হেতু সংজ্ঞা-
ভাব । স্বপ্নাবস্থায় সংজ্ঞা থাকে, জ্ঞান থাকে, মূচ্ছিতের তাহা থাকে না । মূচ্ছিত
মৃতও নহে । তৎপ্রতি কারণ, মূচ্ছিতের দেহে প্রাণ ও উন্ম থাকে । 'জন্তু মূচ্ছিত
হইলে, জীবিত আছে কি মৃত হইয়াছে বলিয়া লোকে সংশয় করে, অনন্তর প্রাণও
উন্ম (তাপ) আছে কি-না জানিবার জন্ত তাহার নাসিকায়ও হৃদয়দেশে হস্তাণ্ণ
করে । যদি প্রাণের ও উন্মার অস্তিত্ব অনুভূত না হয়, তবে তখন তাহারা নিশ্চয়
করে, এ ব্যক্তি মৃত হইয়াছে । তখন তাহার দেহ দাহার্থে শ্মশানভূমিতে লইয়া যায় ।
যদি তাহার প্রাণের ও উন্মার অস্তিত্ব জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় করে যে,
এ মরে নাই, জীবিত আছে । তখন তাহারা তাহার সংজ্ঞালাভার্থে যত্নবান হয় ।
অপিচ, মুগ্ধের পুনরুত্থান হয়, মরণ হইলে তাহা হয় না । যে যমলোকে গিয়াছে,
সে কি আর তৎকালে যমলোকে হইতে প্রত্যাগত হয় ? [অস্ত...যাতেনাপি]
মূচ্ছাকালে সংজ্ঞা থাকে না, স্বপ্নস্থমুক্তিও হয়, স্বভাব মূচ্ছা স্বপ্নপুংমধ্যে

বদনং, বিস্ফারিতে নেত্রে । স্বষুপ্তস্ত প্রসন্নবদনস্তল্যাকালং পুনঃ
পুনরুচ্ছসিতি, নিমীলিতে অস্থ নেত্রে ভবতঃ । ন চাস্ত দেহো
বেপতে । পাণিপেষণমাত্রেণ চ স্বষুপ্তমুখ্যাপন্নতি, ন তু মুঞ্চং
মুদারঘাতেনাপি । নিমিত্তভেদশ্চ ভবতি মোহস্বাপয়োঃ,
মুশলঘাতাদিনিমিত্তত্বান্মোহস্ত, শ্রমনিমিত্তত্বাচ্চ স্বাপস্ত । ন চ
লোকেহস্তি প্রসিদ্ধিস্মৃদ্ধঃ স্বপ্ত ইতি । পরিশেষাদর্কসম্পত্তিস্মৃদ্ধ-
তেত্যবগচ্ছামঃ । নিঃসজ্জত্বাং সম্পন্নঃ, ইতরস্মাচ্চ বৈলক্ষণ্যাদ-
সম্পন্ন ইতি । কথং পুনরর্কসম্পত্তিস্মৃদ্ধতেতি শক্যতে বক্তুম্ ।
যাবতা স্বপ্তং প্রতি তাবদুক্তং শ্রুত্যা “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো-
ভবতি । অত্র স্তেনোহস্তেনোভবতি । নৈনং সেতুমহোরাত্রে
তরতঃ । ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন স্কৃতং ন দুষ্কৃতম্”
ইত্যাদি । জীবে হি স্কৃততদুচ্ছ্রুতয়োঃ প্রাপ্তিঃ স্থিতিত্বঃস্থিতি-

সতি মোহে ন মরণমিতি মরণার্থো মোহঃ । মুশলসম্পাতাদিনিমিত্তত্বান্মোহস্ত,
শ্রমাদিনিমিত্তত্বাচ্চ স্বপ্তস্ত, মুখনেত্রাদিবিকারলক্ষণত্বান্মোহস্ত, প্রব্রবদনবাদি-
লক্ষণভেদাচ্চ স্বপ্তস্ত । স্বপ্তস্ত অবাস্তরভেদেহপি নিমিত্তপ্রয়োজনলক্ষণাভেদা-

নিবিষ্ট হউক ? তাহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে । কেন-না, তদুত্তরের মধ্যে বৈলক্ষণ্য
আছে । মুচ্ছিত বস্তুর যখন দীর্ঘকাল রুদ্ধশ্বাস থাকে, তাহার দেহ অনেক সময়ে
সকম্প থাকে, তাহার মুখ ভীষণদৃশ্য হয়, নেত্রও বিস্ফারিত হয় ; কিন্তু স্বপ্তের
বদন প্রসন্ন, নেত্র নিমীলিত এবং দেহ নিষ্কম্প এবং তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস সমান
নিয়মে নির্বাহিত হয় । অপিচ, হস্তাবমর্ষণ দ্বারা স্বপ্তকে উত্থাপিত করা যায়,
কিন্তু মুদারপ্রহারেও মুচ্ছিতের উত্থান হয় না । [নিমিত্ত...ইতি] মুচ্ছার ও
স্বপ্তির কারণও এক নহে, কিন্তু ভিন্ন । প্রহারাদিকারণে মুচ্ছা হয়, ঐচ্ছিক শ্রম
কারণে স্বপ্তি হয় । অপিচ, কোনও লোকে মুচ্ছিতকে স্বপ্ত বলে না । এই
সকল কারণে, পরিশেষপ্রযুক্ত, মুচ্ছতা অর্কসম্পত্তি বলিয়া গণ্য । (সম্পন্নও বটে,
অসম্পন্নও বটে । এক অংশে সম্পন্ন, অন্য অংশে অসম্পন্ন, স্তবরাং অর্কসম্পন্ন),
সংজ্ঞাপ্রত্যুত্তর বিধায় সম্পন্ন এবং স্বপ্তি ও মরণ ইহাতে বৈলক্ষণ্য থাকার অসম্পন্ন ।
[কথং...সম্পত্তিরিতি] যদি বল, মুচ্ছা অর্কসম্পত্তিরূপা, এ কথাও বলিতে পার
কৈ ? শ্রুতি স্বপ্তি বর্ণনার বলিয়াছেন—“তখন সংসম্পন্ন হয়” “ঐ সময়ে চোরও
অচোর হয় ।” “দিন ও রাত্রি ঐ মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করে না” “অরা, বৃত্তা, শোক,
স্কৃত, হৃদত, এ সকল কিছুই থাকে না ।” ইত্যাদি । জীব যে স্কৃত হৃদত
অর্থাৎ পুণ্যাপাণ প্রাপ্ত-হয়, তাহা স্থিতি দুঃস্থিতি জ্ঞানপূর্বক । কিন্তু স্বপ্তিতে

প্রত্যয়োৎপাদনে ন ভবতি । ন চ স্থখিত্বপ্রত্যয়ো দুঃখিত্বপ্রত্য-
য়ো বা স্থবুপ্তে বিদ্যতে । মুক্তেহপি তৌ প্রত্যয়ো নৈব বিদ্যতে ।
তস্মাদুপাধ্যাপশমাং স্থবুপ্তবস্তুম্বেহপি কুৎসসম্পত্তিরেব ভবিতু-
মহতি, নার্কসম্পত্তিরিতি । অত্রোচ্যতে—

ন ক্রমো মুক্তেহর্কসম্পত্তির্জীবন্ত ব্রহ্মণা ভবতীতি । কিং
তর্হি ? অর্কেন স্থবুপ্তপক্ষস্ত ভবতি মুক্তত্বম্, অর্কেনাবস্থান্তরপক্ষ-
শ্চেতিক্রমঃ । দর্শিতে চ মোহস্ত স্বাপেন সাম্যবৈষম্যো । দ্বার-
কৈতন্মরগস্ত । যদাস্ত সাবশেষং কস্ম ভবতি, তদা বাহ্যানসে প্রত্যা-
গচ্ছতঃ, যদা তু নিরবশেষং কস্ম ভবতি, তদা প্রাণোদ্রাণাবপ-
গচ্ছতঃ । তস্মাদর্কসম্পত্তিং ব্রহ্মবিদ ইচ্ছন্তি । যত্ত্বকুৎ, ন
পক্ষমী কাচিদবস্থা প্রসিদ্ধাস্তীতি, নৈব দোষঃ । কাদাচিৎকীয়-
মবশ্বেতি ন প্রসিদ্ধা স্যাৎ । প্রসিদ্ধা চৈষা লোকাযুক্তৈর্দেয়োঃ ।
অর্কসম্পত্ত্যভ্যুপগমাচ্চ ন পক্ষমী গণ্যত ইত্যনবত্তম্ ॥ ৩২। ১০ ॥

দেবত্বম্ । তস্মাৎ স্থবুপ্তমোহাবস্থয়োত্রহ্মণা সম্পত্তাবপি স্থবুপ্তে বাদশী সম্পত্তিন-
তাদৃশী মোহ ইত্যর্কসম্পত্তিক্রক ।

সাম্যবৈষম্যাত্যামর্কত্বম্ । যদা চৈতন্যবস্থান্তরং, তদা ভেদাৎ তৎপ্রবিলম্বায়
যত্নান্তরমাস্থেয়ম্ । অভেদে তু ন যত্নান্তরমিতি চিগ্তপ্রয়োজনম্ ॥ ৩২। ১০ ॥
স্থখিত্ব জ্ঞান থাকে না, দুঃখিত্ব জ্ঞানও থাকে না । অতএব, উপাধি উপশান্ত
(নিরুত) হওয়ার মুচ্ছাও স্থবুপ্তির ত্যায় পূর্ণসম্পত্তি, অর্কসম্পত্তি নহে ।

[অত্রোচ্যতে...ইচ্ছন্তি] ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা এমন কথা বলি না যে,
মুচ্ছাকালে জীবের ব্রহ্মে অর্কসম্পত্তি হয়, কিন্তু আমরা বলি, মুচ্ছায় স্থবুপ্তি পক্ষের
অর্কলক্ষণ ও অবস্থান্তরের অর্ক লক্ষণ আছে । মুচ্ছার ও স্থবুপ্তির বৈষম্য দেখান
হইয়াছে । এই মুক্তত্ব মরণের দ্বার স্বরূপ । যদি তাহার (মুচ্ছিতের) কস্মণ্যে
থাকে, তবে তাহার বাক্য ও মন প্রত্যাগমন করে, নচেৎ উহা হইতে প্রাণ ও উদ্রা
পর্যন্ত অপগত হয় । সেই কারণে ব্রহ্মজগৎ অর্কসম্পত্তি বলিতে ইচ্ছা করেন ।
[যত্ত্বকুৎ...ইত্যনবত্তম্] বলিয়াছিল যে, পক্ষমী অবস্থার প্রসিদ্ধি নাই, তাহার
প্রত্যুত্তর এই যে, প্রসিদ্ধি না থাকায় কি দোষ হইতেছে ? মুচ্ছিতাবস্থা নিত্যবৎ
নহে, কদাচিৎ হয়, তাহাতেই উহার তত প্রসিদ্ধি নাই । অপিচ, ক্রটিতে ও
স্বভিতে উহার প্রসিদ্ধি না থাকিলেও লোক ও আয়ুক্তেই উহার প্রসিদ্ধি
আছে । অপিচ, অর্কসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ার উহা পক্ষমস্থানে গণ্য হইতে
পারে না ॥ ৩২। ১০ ॥

ন স্থানতোহপি পরশ্চোভয়লিঙ্গং

সর্বত্র হি ॥ ৩।২।১১ ॥*

যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্তাদিষু জীব উপাধ্যাপশমাং সম্পদ্যতে, তদ্ব্যবধানীং স্বরূপং প্রতিবশেন নির্ধার্যতে । সম্ভ্যভয়লিঙ্গাঃ প্রতিযোগে ব্রহ্মবিষয়াঃ “সর্বকৰ্ম্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ” ইত্যেবমাচ্চাঃ সর্বিশেষলিঙ্গাঃ, অস্থূলমনহ্রস্বমদীৰ্ঘম্” ইত্যেবমাচ্চাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ । কিমাস্থ প্রতিষ্ঠভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্ ? উতান্তরলিঙ্গম্ ? যদাপ্যন্তরলিঙ্গং, তদাপি সর্বিশেষমুত নির্বিশেষম্-ইতি গীমাংস্মতে । তত্রোভয়লিঙ্গপ্রত্যক্ষ-গ্রাহ্যভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ,—

অবাস্তবসঙ্গতিমাহ—“যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্তাদিষু” ইতি । যত্বপি “তদনন্তত্বমারম্ভণ-শব্দাদিত্যঃ” ইত্যত্র নিশ্চয়পক্ষমেব ব্রহ্মোপপাদিতং, তথাপি প্রপঞ্চলিঙ্গানাং বহ্বীনাং প্রতিভীনাং দর্শনাস্তবতি পুনর্নির্বাচিকংসা, ততস্তত্ত্ববিবারণায়ারম্ভঃ । তন্ত চ তত্ত্বজ্ঞানম-পবর্গোপযোগীতি প্রয়োজনবান্ বিচারঃ । তত্রোভয়লিঙ্গপ্রবণাহুতরূপত্বং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তম্ । তত্রাপি সর্বিশেষত্ব-নির্বিশেষত্বয়োর্নিরোধাৎ স্বাভাবিকহাত্তপপত্রেয়কং স্বতঃ, অপরক পবতঃ । ন চ যৎ পরং, তদপারমার্থিকম্ । ন হি চক্ষুরাদীনাং স্বতঃ-প্রমাণভূতানাং দোষতোহপ্রামাণ্যমপারমার্থিকম্ । বিপর্যয়জ্ঞানলক্ষণকর্ত্যাত্মং-

সুষুপ্তাদিতে উপাধি-বিলয়হওয়ায় জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন (যে ব্রহ্মের সহিত একী-ভূত) হয়, ইদানীং প্রতিপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ করা হইতেছে । প্রতিতে সর্বিশেষ ও নির্বিশেষ এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের বোধক বাক্য আছে । “তিনি সর্বকৰ্ম্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস” ইত্যাদি বাক্য সর্বিশেষ ব্রহ্মের বোধক, এবং “তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন” ইত্যাদি বাক্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের বোধক । [কিমাস্থ...বিরোধাৎ] এই সকল প্রতি দেখিয়া কি বুঝিব ? “ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ ? (সর্বিশেষ ও নির্বিশেষ এই দ্বিরূপ ?) না অন্তর-লিঙ্গ ? (হয় সর্বিশেষ, না হয় নির্বিশেষ এই দু'এর মধ্যে এক, এইরূপ বুঝিব কি ?) যদি অন্তররূপ বুঝিতে হয়, তবে ইহাও নিচাৰ্ঘ্য হইবে যে, তাহা কোন-রূপ ?—সর্বিশেষ রূপ ? না নির্বিশেষ রূপ ? এক্ষণে এই সংশয়িত পক্ষদ্বয়ের নীমাংসা করা যাইতেছে । প্রথমতঃ দেখা যায়, পাওয়া যায়, উভয়চিহ্নাধিত

* পরস্ত পরমাত্মনঃ স্থানতোহপি উপাধিতোহপি উভয়লিঙ্গং সর্বিশেষনির্বিশেষোভয়রূপত্বং ন সম্ভবতি । হি যতঃ সর্বস্য সর্বান্ প্রতিষ্ঠ নিয়ন্তসমন্তনিষেধং ব্রহ্মোপদিগ্যতে । অতস্তৎ সর্ব-দৈবকরূপমিতি প্রতিপদানামর্থঃ ।

সপ্তম নিষ্ঠা এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম বুঝা যায়, একরূপ চিহ্নের অনেক কথা আছে সত্য ; কিন্তু তিনি উপাধির দ্বারাও উভয়রূপী নহেন । সমুদায় প্রতিতে সর্বদা একরূপ ব্রহ্মের উপদেশ দেয়া যায় । (ভাস্করানুবাদ দেখ) ।

ন তাবৎ স্বত এব পরস্ত ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গদ্বয়পপদ্যতে। ন
হেংকং বস্তু স্বত এব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতক্ষেত্ৰ-
ভূয়গন্তং শক্যং, বিরোধঃ। অস্ত তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাভ্য-
পাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপদ্যতে। নহ্যপাধিযোগাদিপা-
ত্বাদৃশস্ত বস্তুনোহিতাদৃশস্বভাবঃ সম্ভবতি। ন হি স্বচ্ছঃ সন্
ফটিকোহলক্তকাত্যপাধিযোগাদম্বচ্ছে। ভবতি, ভ্রমমাত্রহাদ-
স্বচ্ছতাভিনিবেশস্ত। উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রতাপস্থাপিতত্বাৎ। অত-
পাদপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাত্তত্ত্বলিঙ্গকশাস্ত্রপ্রামাণ্যাহতব্ধরূপতা ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকীতি
প্রাপ্ত উচ্যতে—

ন স্থানতঃ উপাধিতোহপি পরস্ত ব্রহ্মণ উভয়চিহ্নবস্তুবঃ। একং হি পার-
মার্থিকমন্তদধারোপিতম্। পারমার্থিকত্বং হ্যপাধিজনিতস্ত রূপস্ত ব্রহ্মণঃ পরিণামো
ভবেৎ, স চ প্রাক্ প্রতিবিদ্ধঃ। তৎপারিশেষত্বাৎ ফটিকমণেরিব স্বভাবস্বচ্ছধবলস্ত
লাক্ষ্যন্যাবসেকোপাধিরূপাণ্য—সর্বগন্ধাদিরোপাধিকো ব্রহ্মণ্যস্ত ইতি পশ্যামঃ।
নির্কিংশেষতাপ্রতিপাদনার্থত্বাচ্চতীনাং। সবিশেষতায়ামপি “বশ্যায়মন্তাং পৃথিব্যাং
তেজোময়ঃ” ইত্যাদীনাং শ্রুতীনাং ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরহাদেকত্বনানাস্বরোশ্চৈ-
কশ্চিন্নসম্বাদেকত্বাঙ্কত্বেনৈব নানাহপ্রতিপাদনপর্যাবসানং। নানাস্ত প্রমাণাস্তর-
সিদ্ধঃ স্ত্রায়বাস্তবহাদেকত্বচানুধিগতেকিংশেষরোপপত্তেভেদদর্শননিবন্ধা চ সাক্ষাদ্ভূত-
নীতিঃ ক্ষতিভিন্নভেদপ্রতিপাদনাদাকারবদব্রহ্মবিষয়গাঞ্চ কাসাঞ্চিচ্চ তীনামুপাসনা-
পরত্বমস্মিৎ বাধকেহত্বপরাদ্ভবনং প্রতীয়মানমপি গৃহ্যতে। যথা দেবতানাং বিগ্রহ-
বস্তুম্। সন্তি চ’ত্র সাক্ষাদ্ভূতাপবাদেনাদৈতপ্রতিপাদনপর্যায়ঃ শতশঃ শ্রুতয়ঃ।
কাসাঞ্চিচ্চ দ্বৈতাত্তিধায়িনীনাং তৎপ্রবিলম্বপরত্বম্। তস্মাৎনির্কিংশেষমেকরূপং
ক্ষতিবাক্যের অনুরোধে ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ সবিশেষ নির্কিংশেষ এই দ্বিরূপ
হইলেও হইতে পারে। এই প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে দ্ব্যত্রকার বলিতেছেন,—

পরব্রহ্মণ স্বতঃ উভয়লিঙ্গতা অর্থাৎ সবিশেষ-নির্কিংশেষ এই বৈরূপ্য উপপন্ন
হয় না। বস্তু এক অথচ তাহা বিশেষ বিশেষ রূপাদিযুক্তও বটে, এবং তদ্বিপরীত
অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বা নির্কিংশেষও বটে; ইহা কোনও ব্যক্তির স্বীকার্য্য নহে।
কেন-না, তাহা বিবুদ্ধ। [অস্ত...স্থাপিতত্বাৎ] এক বস্তু স্বতঃ দ্বিরূপ না হউক,
কিন্তু স্থানাদি উপাধির দ্বারা দ্বিরূপ হইতে ত পারে? দেখিতে গেলে তাহাও
অনুপপন্ন বা অনুপদ্যক্ত। উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অন্ত প্রকার হয় না।
হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। স্বচ্ছস্বভাব ফটিক কি কখনও অলক্তকাদি (অলক্তক =
আলতা) উপাধির যোগে (মেলনে) অস্বচ্ছস্বভাব হয়? তবে যে রক্ত-ফটিক
বলিয়া প্রতীতি হয়, সে প্রতীতি ভ্রম (মিথ্যা)। পরমাত্মার উপাধি অবিভা ও
অবিভাজনিত পদার্থ; সে ব্রহ্ম সে সকল মিথ্যা। মিথ্যার দ্বারা কেবল আবরণ
ব্যতীত সত্যের অন্ত কোন বৈপরীত্য ঘটে না। [অশশ্চা...দিশ্যতে] অতএব,

শ্চান্তরলিঙ্গপরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্পকমেব
ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্”
ইত্যেবমাদিষ্পাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ॥৩২।১১॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমত-

দ্ব্যচনাৎ ॥ ৩।২।১২ ॥*

অথাপি স্মাৎ, যদুক্তং নির্বিকল্পকমেকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম, নাস্ত
স্বতঃ স্থানতো বোভয়লিঙ্গত্বমস্মীতি, তন্মোপপদ্যতে। কস্মাৎ ?
ভেদাৎ। ভিন্না হি প্রতিবিদ্যাং ব্রহ্মণ আকারা উপদিশ্যন্তে—
চতুর্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকলং ব্রহ্ম, বামনীত্বাদিলক্ষণং ব্রহ্ম,
ত্রৈলোক্যেশরীরবৈশ্বানরশব্দোদিতং ব্রহ্ম—ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ।
তস্মাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোহভ্যুপগন্তব্যম্।

চৈতন্ত্বকরসং সদব্রহ্ম। পরমার্থতোহবিশেষাশ্চ সর্বগন্ধর-বামনীহাদয় উপাধি-
বশাদধ্যস্তা ইতি সিক্তম্। শেষমতিরোহিতার্থম্।

অত্র কেচিদ্ধে অধিকরণে কল্পয়ন্তীতি—কিং সল্লক্ষণঞ্চ প্রকাশলক্ষণঞ্চ ব্রহ্ম ?
কিং সল্লক্ষণমেব ব্রহ্মোক্ত প্রকাশলক্ষণমেবেতি। তত্র পূর্বপক্ষং গৃহ্ণাতি ॥৩২।১১॥

[রত্নপ্রভা। ভিন্নতঃ ইতি ভেদো বিশেষঃ। নির্বিশেষত্বতাবপি বিশেষস্তাপি
প্রত্যেকভয়রূপত্বং স্মাদিতি শব্দাৎ ব্যাচষ্টে—অথাপি স্মাদিতি !

অন্ততর রূপ স্বীকার করিতে হইলে নির্বিশেষরূপই স্বীকার্য অর্থাৎ সর্বপ্রকার
বিশেষরহিত নির্বিকল্পক ব্রহ্মই উপাসকের ক্ষেত্র, এই পক্ষই শ্রেয়ঃ। ব্রহ্মস্বরূপ
প্রতিপাদক “তিনি অশব্দ, অরূপ, অস্পর্শ” ইত্যাদি সমুদায় বেদান্ত-বাক্যে
নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই উপদেশ হইয়াছে। সেই সকল উপদেশ ঐ সিদ্ধান্তের (পক্ষের)
পোষক প্রমাণ ॥ ৩।২।১১ ॥

যদি এমন বল যে, ব্রহ্মকে নির্বিকল্পক একরূপ এবং তাঁহার কি স্বতঃ কি
পরতঃ (উপাধিবোধে) কোনও রূপে ভেদ নাই বলা হইল, কিন্তু তাতা উপপন্ন
হয় কৈ ? প্রতি উপাসনাতেই যে, বিভিন্নাকারে ব্রহ্মের উপদেশ আছে, যথা—
চতুর্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকল ব্রহ্ম, বামনীত্বাদিগুণযুক্ত ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যেশরীর ব্রহ্ম, বৈশ্বা-
নর ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রকারে অনেক প্রকার ভেদ কথন আছে ; সুতরাং ঐ সকল
অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষত্বও স্বীকার্য।

* ভেদাৎ প্রত্যো ভিন্নাকারতয়া ব্রহ্মণ উপদেশাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোহস্বীকর্তব্যমিতি ন।
হেতুমা—প্রতি। প্রত্যেকং প্রত্যাধিভেদং অন্তত্বচনাৎ অভেদকথনাৎ। উপাধিভেদেনাভি-
হিতেহপি ভেদেভেদ এব ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রীয় ইতি তাৎপর্যার্থঃ।

প্রতিতে বিভিন্নাকার ব্রহ্মের উপদেশ থাকিলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব অস্বীকার্য নহে। কারণ,
ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ থাকিলেও সে সকল অন্তত্ব অর্থাৎ ভিন্নবাচক নহে।
অভিপ্রায় এই যে, অভেদ (নির্বিশেষ) উপদেশেই সে সকলের তাৎপর্য।

ননৃত্তং নোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতীতি । অয়মপ্যবিরোধঃ, উপাধিকৃতত্বাদাকারভেদস্ত । অন্যথা হি নির্বিষয়মেব ভেদশাস্ত্রং প্রসজ্যেতেতি চেৎ ; নেতি ক্রমঃ । কৃতঃ ? প্রত্যেকমতত্বচনাৎ । প্রত্যাধিভেদং হ্যভেদমেব ব্রহ্মণঃ আবয়তি শাস্ত্রং “যশ্চায়মশ্রাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীর-স্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ, যোহয়মাত্মা” ইত্যাদি । অতশ্চ ন ভিন্নাকারযোগো ব্রহ্মণঃ শক্যতে বক্তুন্ । ভেদস্তো-পাসনার্থত্বাদভেদে তাৎপর্যাৎ ॥ ৩।২।১২ ॥

অপি চৈবমেকে ॥ ৩।২।১৩ ॥*

অপি চ, এবং ভেদদর্শননিন্দাপূর্বকমভেদদর্শনমৈবৈকে শাখিনঃ সমামনস্তি—

পূর্বোক্তং বিরোধং আরয়তি—ননৃত্তমিতি । ভেদপ্রতিপ্রামাণ্যার্থমোপাধিক-রূপভেদস্বীকারাদবিরোধ ইতি সমাধার্থঃ । কিমুপাধিগত এব রূপভেদো ব্রহ্মণুপ-চর্যতে ধ্যানার্থমুতোপাধিযোগাৎ সত্যবিকল্পরূপবত্তয়া ব্রহ্মণো ভেদো ভবতীতি । আত্মেহমদিষ্টসিদ্ধিঃ, দ্বিতীয়ে ভেদপ্রত্যা দৃশ্যতি নেতি ক্রম ইতি ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।১২ ॥

[রত্নপ্রভা । দ্বৈতনিন্দাপূর্বকমভেদোক্তেণ নির্বিষেব তত্ত্বমিতি হত্বার্থমাহ—

[ননৃত্তং...বচনাৎ] যদি বল, ব্রহ্মের যে, দ্বৈরূপ্য অসম্ভব, সে কথা বলা হই-
য়াছে, দেখান হইয়াছে ; তাহার প্রত্যুত্তর—সেকরূপ দ্বৈরূপ্য বা সেকরূপ ভেদ বিরুদ্ধ
নহে । কেন না, তাহা উপাধিকৃত । (ভেদ উপাধিক, অভেদ বাস্তব) । ইহা
অস্বীকার করিলে ভেদবাদী শাস্ত্রের স্থল থাকে না । এই মতের প্রতিবাদার্থ
স্বত্রকার বলেন, তাহাও নহে । কারণ, শাস্ত্র প্রত্যেক উপাধিকভেদে ভেদবিপ-
রীত (অভেদ) বলিয়াছেন । [প্রত্যাধি...ইত্যাদি] ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক
উপাধি অনুসারে ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন আকার উপদিষ্ট হইলেও অভেদপক্ষেই প্রতি-
তাৎপর্য এবং প্রতি সাক্ষ্যং অভেদবোধক-শব্দেও তাহা সনাইয়াছেন । যথা—
“যিনি এই পৃথিবীতে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, যিনি এই শরীরে আধ্যাত্মিক
তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, তিনি এই—যিনি এই আত্মা ।” ইত্যাদি ।
[অতশ্চ...তাৎপর্যাৎ] এতদ্বারা ব্রহ্মের ভিন্নাকার সম্বন্ধ শাস্ত্রীয় নহে, এ কথা
বলা হইল না ; বলা হইল, ভিন্নাকার যোগ পারমার্থিক নহে । ভেদের কথন
উপাসনার্থ, কিন্তু তাহার তাৎপর্য অভেদে ॥ ৩।২।১২ ॥

এক শাখা (বেদভাগ) ভেদদর্শনের নিন্দা ও অভেদ-দর্শনের উপদেশ

* একে শাখিনঃ, এবং ভেদদর্শননিবেধপূর্বকমভেদং আত্মঃ ।

কোন কোন শাখা ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিতা অভেদদর্শনের উপদেশ করিয়াছেন ।

“মনসৈবেদমাণ্ডব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥” ইতি ।

তথ্যশ্চোহপি—

“ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা,

সৰ্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্ম মে তৎ ॥”

ইতি সমস্তস্য ভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃলক্ষণস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মৈক-
স্বভাবতামধীয়তে ॥ ৩।২।১৩ ॥

কথং পুনরাকারবহুপদেশিনীষনাকারোপদেশিনীষু চ ব্রহ্ম-
বিষয়াস্তু ঋতিষু সতীষনাকারমেব ব্রহ্মাবধারণ্যতে, ন পুনর্কি-
পরীতমিত্যেতদ্বত্তরং পঠতি—

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥৩২।১৪॥ *

রূপাদ্যাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারণ্যিতব্যং, ন রূপাদিমৎ ।

কস্মাৎ ? তৎপ্রধানত্বাৎ—

অপি চেতি । ভোক্তা জীবঃ, ভোগ্যং শব্দাদি, তয়োঃ প্রেরিতারমীশ্বরং চ মত্বা
বিচার্য মে মম প্রোক্তং তৎ সৰ্বং ত্রিবিধং ব্রহ্মৈবেতি জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥
ইতি রত্নপ্রভা ॥৩২।১৩॥

[রত্নপ্রভা । ত্রিবিধঋতিষু সতীষু নির্কিংশেষে কিং নিয়ামকমিতি শব্দতে । কথং
করিয়াছেন । যথা—“এই ব্রহ্ম হুসংস্কৃত মনের প্রাপ্য । ইহাতে কোনও রূপ
নানাস্ব (ভেদ) নাই । যে ইহাতে রূপা নানাস্ব দেখে, সে মৃত্যুর পর মরণ
প্রাপ্ত হয় ।” “জীব, জীবদৃশ্য শব্দাদিবিষয় ও তত্ত্বত্বের নিয়ন্তা ঈশ্বর, এই
তিনুকে মনন (বিচার) করিলে মহত্ত্ব ত্রিবিধ ব্রহ্ম জানিতে পারিবেক ।”
এই ঋতি ভোগ্য ভোক্তা ও নিয়ন্তা,—এতলক্ষণ প্রপঞ্চের ব্রহ্মস্বভাবতা
বলিয়াছেন ॥ ৩।২।১৩ ॥

[কথং...পঠতি] যদি কেহ বলেন, সাকার নিরাকার উভয়বোধক ঋতি-
বাক্যই আছে, অথচ নিরাকার ব্রহ্ম স্থির করা হয়, সাকার স্থির করা হয় না,
এতৎ প্রতি কারণ ? স্বত্রকার তাহার উত্তর দিতেছেন—

ব্রহ্ম রূপাদি রহিত, ইহাই স্থির করা কর্তব্য । রূপাদিমৎ অর্থাৎ সাকার স্থির
করা কর্তব্য নহে । কারণ এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সেই সেই বাক্যানিচয় তৎ-

* ব্রহ্ম অরূপবদেব রূপাদিরহিতমেব । হি বতঃ, তৎপ্রধানত্বাৎ রূপাদিরহিতব্রহ্মত্বাৎপৰ্য্য-
কত্বাৎ ঋতীনামিতি শেষঃ ।

ব্রহ্ম রূপাদিবর্জিত । হেতু এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক ঋতিসমূহ, সমস্তই অরূপব্রহ্মপ্রধান অর্থাৎ
নিগূঢ় ব্রহ্মই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের তাৎপৰ্য্য ।

“অস্থূলমনগুহুস্বমদীর্ঘম্”, “অশব্দম্পর্শমরূপমব্যয়ং”,
 “আকাশোবৈ নামরূপয়োনির্ব্বিহিতা, তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম”,
 “দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হৃদ্যঃ”, “তদেতদ্ ব্রহ্মা-
 পূর্ব্বমনপরমনস্তরমবাহম্”, “অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ” ইত্যেব-
 মাদীনি হি বাক্যানি নিম্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্তত্ত্বপ্রধানানি নার্থান্তর-
 প্রধানানীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” ইত্যত্র ।

তস্মাদেবজ্ঞাতীয়কেষু বাক্যেষু যথাক্রমং নিরাকারমেব
 ব্রহ্মাবধারণিতব্যম্, ইতরাণি স্বাকারবদ্বন্ধবিষয়াণি বাক্যানি ন
 তৎপ্রধানানি । উপাসনাবিধিপ্রধানানি হি তানি । তেষ্বসতি
 বিরোধে যথাক্রমোপায়িতব্যম্, সতি তু বিরোধে তৎপ্রধানাত্ত-
 তৎপ্রধানেভ্যো বলীয়াংসি ভবন্তীতি—এষ বিনিগমনায়াং হেতুঃ—
 যেনোভয়াস্বপি ক্রতিষু সতীষ্বনাকারমেব ব্রহ্মাবধারণ্যতে, ন
 পুনর্বিপরীতমিতি ॥ ৩ । ২ । ১৪ ॥

কা তর্হ্যাকারবদ্বিষয়াণাং ক্রতীনাং গতিরিত্যত আহ—

পুনরিতি । তৎপরাত্তৎপরবিরোধে তৎপরং বলবদ্বিত্তি হ্যায়ো নিরামক ইত্যাহ
 অরূপবদেবেতি । উপাসনপরবাক্যেষু আকারে তাৎপর্যাভাবেহপি দেবতাবিগ্রহ-
 বদাকারসিদ্ধিমাশঙ্ক্য নিম্প্রপঞ্চপরক্রতিবিরোধাত্ত নৈবমিত্যাহ—তেষ্বসতীতি ॥
 ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩ । ২ । ১৪ ॥

প্রধান অর্থাৎ নিরাকারব্রহ্মপ্রধান । সে সকল বাক্য নিরাকার ব্রহ্মই মুখ্যরূপে
 প্রতিপাদন করে । “তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম (পরমাণুতুল্য ক্ষুদ্র) নহেন, হ্রস্ব
 নহেন, দীর্ঘও নহেন”, “অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়” “প্রসিদ্ধ আকাশ নামের
 ও রূপের নির্ব্বাহক । নাম ও রূপ যাহার অন্তরে, তিনি ব্রহ্ম”, “তিনি দিব্য, মুর্ত্তি-
 হীন, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, স্তুরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞান-
 রহিত”, “সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ”, “এই আত্মা ব্রহ্ম ও
 সকলের অহুত্বত্বরূপ”, এই সকল বাক্য যে, মুখ্যরূপে নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্তত্ত্বাব-
 বোধ করায়, তাহা “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” শূত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে ।

[তস্মা...আহ] সেই জন্তই বলি, ঐ সকল ক্রতিতে শব্দরূপাদি নিরাকার
 ব্রহ্মপ্রধান এবং সাকারব্রহ্মবোধক বাক্য-রাশিকে উপাসনা-বিধি-প্রধান বলিয়া
 অবধারণ কর । অপিচ, সে সকলের মধ্যে বিরোধ না থাকে ত যথাক্রম অর্থ
 গ্রহণ কর । বিরোধ থাকিলে তৎপ্রধান বাক্যের বলবত্তা আশ্রয় কর । এই
 বিনিম্বের প্রতি হেতু—সাকার নিরাকার এই বিবিধ ব্রহ্মবোধক ক্রতি থাকি-
 লেও নিরাকার ক্রতিতে নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণ ॥ ৩ । ২ । ১৪ ॥

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ৩।২।১৫ ॥*

যথা প্রকাশঃ সৌরশ্চান্দ্রমসো বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠমানো-
হঙ্গুল্যাভ্যুপাধিসম্বন্ধান্তেষু ঋজুবক্রাদিভাবস্প্রতিপত্ত্যমানেষু তদ্বাব-
মিব প্রতিপত্ততে, এবং ব্রহ্মাপি পৃথিব্যাভ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তদাকার-
মিব প্রতিপত্ততে। তদালম্বনো ব্রহ্মণ আকারবিশেষোপদেশ
উপাসনার্থো ন বিরুদ্ধ্যতে। এবমবৈয়র্থ্যমাকারবদব্রহ্মবিষয়াণা-
মপি বাক্যানাং ভবিষ্যতি। ন হি বেদবাক্যানাং কশ্চচিদনর্থবদ্বৎ
কশ্চচিদনর্থবদ্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্তুং, প্রমাণত্বাবিশেষাৎ। নম্বেব-
মপি যৎ পুরস্তাৎ প্রতিজ্ঞাতং—নোপাধিযোগাদপুণ্ডরলিঙ্গত্বং
ব্রহ্মণোহস্তীতি, তদ্বিরুদ্ধ্যতে। নেতি ক্রমঃ। উপাধিনিমিত্তশ্চ
বস্তুধর্ম্যতানুপপত্তেঃ। উপাধীনাঞ্চাবিচ্ছাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ।
সত্যমেব চ নৈসর্গিক্যামবিচ্ছায়াং লোকবেদব্যবহারাবতার ইতি
তত্র তত্রাবোচাম ॥ ৩।২।১৫ ॥

চকারাং সচ্চ। “অবৈয়র্থ্যাৎ” ব্রহ্মণি সচ্চতেঃ ॥ ৩।২।১৫ ॥

বলিতে পার যে, তবে সাকার-বোধিকা ক্রতির গতি কি? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ
বলিতেছেন—

যেমন সূর্য্যসম্বন্ধীয় অথবা চন্দ্র-সম্বন্ধীয় আলোক আকাশ ব্যাপিরা অবস্থান
করিলেও, তাহা ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্ত অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধির সংসর্গে (সম্পর্কে)
ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্তের স্থায় হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মও পৃথিব্যাदि-উপাধি-সংসর্গে
পৃথিব্যাদির আকার-প্রাপ্তের স্থায় হন। অতএব, উপাসনার উদ্দেশে পৃথিব্যাদি
উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মের যে, আকার-বিশেষ উপনিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ বা
বিরুদ্ধ নহে। সাকারব্রহ্মবোধক ক্রতিবাক্য সকল ঐরূপে অব্যর্থ অর্থাৎ সার্থক
জানিবে। বেদবাক্যের কতক সার্থক, কতক নিরর্থক, এরূপ বিবেচনা করা
অসম্ভব। সমস্ত বেদবাক্যই প্রমাণ। সে বিষয়ে কোনরূপ ইতর-বিশেষ নাই।
[নম্বেবমপি...বোচাম] যদি এমন বল যে, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ

* একরূপোহিপ্যালোকে। যথোপাধিসম্প্রকাশত্বধর্ম্যবানিব ভবতি, তথা ব্রহ্মাপ্যুপাধিসম্প্রকা-
ত্বধর্ম্যবদিব ভবতীতি প্রতিপত্তবাং, অবৈয়র্থ্যাৎ সাকারবিষয়কবাক্যানানর্থবদ্বাদর্থবদ্ব্যগেতি যাবৎ।

সাকার ব্রহ্মবোধক ক্রতিবাক্য নিরর্থক নহে, তাহাও সার্থক। সেই সার্থক্যের দ্বারা পাণ্ডুরা দ্বার,
জানী দ্বার, ব্রহ্ম উপাধিপক্ষপাতী আলোকের সমান। অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধি বধন যেরূপ হয় বা
থাকে, আলোকও তখন তদাকারাকারিতরূপে দৃষ্ট হয়। এইরূপ ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধির
অনুরূপে অনুভূত হন।

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ৩।২।১৬ ॥*

আহ চ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্বিশেষং ব্রহ্ম “স যথা সৈন্ধবঘনোহনস্তরোহবাহুঃ কৃৎস্নো রসঘন এব,এবং বা অরেহয়মাত্মানস্তরোহবাহুঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব” ইতি । এতদ্ব্যুতং ভবতি—নাস্তাত্মনোহস্তর্বহির্বা চৈতন্যাদন্য-দ্রুপমন্তি, চৈতন্যমেব তু নিরন্তরমস্মৈ স্বরূপম্ । যথা সৈন্ধবঘন-

সিদ্ধান্তয়তি—

প্রকাশমাত্রম্ । ন হি সঙ্ঘং নাম প্রকাশরূপাদন্য—যথা সর্বগন্ধহাদয়ঃ, অপি তু প্রকাশরূপমেব । সদিতি নোভয়রূপত্বং ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ । তদেতদনেনোপভূতম্ । সত্তাপ্রকাশয়োরেকত্বে নোভয়লক্ষণম্ । ভেদে ন স্থানভৌতপীতি নিরাকৃতমিতি নাধিকরণান্তরং প্রযোজয়তি । পরমার্থতত্ত্বভেদ এব প্রকর্ষপ্রকাশ-বদিতি । সর্বেষাঞ্চ সাধারণে অবিলম্বার্থত্বে সতি “অরূপবদেব হি তৎপ্রধানম্” বিনিগমনকারণবচনমনবকাশঃ স্ত্যাহ । এবং হি তত্ত্বাবকাশঃ স্ত্যাহ, যদি কাশিচ-ছূপাসনাগরতয়া রূপমাচক্ষীরন্, কাশিচক্ষীরূপ-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরা ভবেয়ুঃ । সর্বা-সাত্ত্ব অবিলম্বার্থত্বেন নীরূপব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থত্বে উক্তো বিনিগমনতত্ত্বম্ স্ত্যাদি-ত্যাঃ । একবিনিয়োগপ্রতীতে: প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যবদিত্যাধিকারাদিপ্রাপ্তম্ । অত্বেবক্তভেদাত্ম ভিন্নোহনয়োরপি নিয়োগ ইতি ॥ ৩।২।১৫ ॥

ভাষ্যতী—॥৩।২।১৬॥

উপাযোগেও পরব্রহ্মের উভয়চিহ্নতা (সাকার ও নিরাকার এই বৈকল্য) অসম্ভব, সম্প্রতি আবার বলা হইল, পৃথিব্যাदि উপাদিসংসর্গে ব্রহ্ম তদাকার প্রাপ্তের জায় হন, সুতরাং পূর্বাগর বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইল, এ বিষয়ে আমরা বলি, বিরুদ্ধ হয় নাই । কেননা, যাহা উপাদিসমূহের নিমিত্ত (কারণ), তাহা বস্তুর ধর্ম (স্বভাব) নহে ; তাহা অবিচ্ছিন্নকৃত । উপাদিমাতেই অবিচ্ছিন্নকর্তৃক উপস্থাপিত । স্বাভাবিকী অবিচ্ছিন্ন থাকাতাই লৌকিক ব্যবহার ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার অবতারিত হইয়াছে বা আছে, এ কথা তত্ত্বপ্রসঙ্গে বলা হইবে ও হইয়াছে ॥ ৩।২।১৫ ॥

শ্রুতিও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, একাকার ও কেবল চৈতন্য । যথা—“যজ্ঞরূপ লবণপিণ্ড অনন্তর, অবাহ, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তদ্রূপ এই আত্মা ও অনন্তর, অবাহ, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন (কেবল চৈতন্য) ।” ইহাতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আত্মার অন্তর্কীহ নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ বা আকার নাই । নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সাক্ষরকালিক রূপ । যজ্ঞরূপ লবণপিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে

* তন্মাত্রং চৈতন্যমাত্রং আহ শ্রুতিরিত্যে শেবঃ ।

শ্রুতিও ব্রহ্মকে চৈতন্যরূপ বলিয়াছেন ।

স্বাস্তব্বহিচ্চ লবণরস এব নিরন্তরো ভবতি, ন রসান্তরন্তথৈবায়-
মপীতি ॥ ৩।২।১৬ ॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩।২।১৭ ॥

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেনৈব ব্রহ্ম নির্বিশেষঃ
“অথাৎ আদেশো নেতি নেতি।” “অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো
অবিদিতাদধি” ইতি। “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা
সহ” ইত্যেবমাগ্ধা। বাঙ্কলিনা চ বাঙ্কঃ (ধঃ) পৃষ্ঠঃ সম্ভবচনেনৈব
ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রুয়তে “স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।
স তুষ্ণীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ—
ক্রমঃ খলু, ব্রহ্ম ন বিজানাত্যপশাস্তোহয়মাত্মা” ইতি। তথা
স্মৃতিষপি পরপ্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যতে—

[রত্নপ্রভা। বিষ্ণু শ্রুতিস্মৃত্যোঃ পরনিষেধেন ব্রহ্মোপদেশাৎ নিম্প্রপঞ্চ
ব্রহ্মেত্যাহ—দর্শয়তি চেতি। অথ বৈতোক্ত্যানন্তরং জ্ঞানহেতুস্মার্ত্তে নেতু্যপদেশঃ
ক্রিয়তইত্যর্থঃ। অথি অন্তঃ। পুনঃ পুনরধীহি ভো ইতি নির্বাক্যকারিণঃ তং দ্বিতীয়ে
তৃতীয়ে চ প্রপ্নে তুষ্ণীস্তাবং তাক্কা উবাচ। উপশাস্তো নিরন্তরৈতঃ। অতন্তস্ত
তুষ্ণীস্তাব এবোত্তরমীতি। সৌবশ্চ অথোপশাস্তার্থকঃ। আদিমৎকার্য্যং তন্ন
লবণরস, রসান্তর নাই, তদ্রূপ, আত্মাও অন্তরে ও বাহ্যরে চৈতন্তরূপী, তাঁহাতে
চৈতন্ত্যতিরিক্ত রূপ নাই।

শ্রুতি পর-রূপ প্রতিষেধ দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—
“দ্বৈত কথনের পর জ্ঞান কারণ বলিয়া না, না, অর্থাৎ ইহা নহে তাহাও ব্রহ্ম নহে,
এইরূপে উপদেশ করা হয়।” “তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও
উপন্যে—পৃথক্।” “বাক্য ও মন ঐহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাক্য ঐহাকে
বলিতে ও মন ঐহাকে মনন করিতে পারে না তিনিই ব্রহ্ম” ইত্যাদি। [বাঙ্ক-
লিনা...ইতি] শ্রুতিতে আরও শুনা যায়, বাঙ্কলি-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাঙ্ক
নিরন্তরতার দ্বারা ব্রহ্মত্ব বলিয়াছিলেন। বাঙ্কলি “হে ভগবন, ব্রহ্ম অধায়ন
করান।” এইরূপ প্রশ্ন করিলে বাঙ্ক নিরন্তর থাকিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়
বার “ব্রহ্ম বলুন” বলিলে তিনি বলিলেন, “আমিত নিশ্চয় বলিতেছি, তুমিই জানিতে
পারিতেছ না সে, এই আত্মা উপশাস্ত অর্থাৎ অখণ্ডৈকরস অধৈত।” (অভিপ্রাস
এই সে, নির্বিশেষতা হেতু তাহা বাক্যপথের অতীত, বলিবার অযোগ্য, স্তরতঃ
নিরন্তরতাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর।) [তথা...মাত্মাত্ম] স্মৃতিতেও
রূপপ্রতিষেধপূর্বক ব্রহ্মোপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা—“বাহা জ্ঞেয়,

* দর্শয়তি শ্রুতিঃ। অথো অপি স্মর্য্যতে স্মৃতিবুদ্ধিমিত্যর্থঃ।

শ্রুতি তদ্রূপ ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন এবং স্মৃতিও তাহা বুলিয়াছেন।

“জ্যেষ্ঠং যং তং প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞাত্মাত্মতমশ্চুতে।

অনাদিমং পরং বুদ্ধ ন সত্তমাসচ্চ্যতে ॥”

ইত্যেবমাশ্বাস। তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদ-
ম্বাচেতি স্মর্যতে—

“মায়া হেয়া ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশুসি নারদ।

সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥” ইতি ॥৩২।১৭॥

অত এব চোপমা সূর্য্যাকাশবিবং ॥৩২।১৮॥*

যত এব চায়মায়া চৈতন্যস্বরূপো নির্বিশেষো বাহ্যনসাতীতঃ
পরপ্রতিষেধেনোপদেশ্যঃ, অত এব চাত্মোপাধিনিমিত্তামপার-
মার্থিকৌ বিশেষবস্তামভিপ্রেত্য জলসূর্য্যাকাশবিবদিত্যুপমোপাদীয়তে
মোক্শশাস্ত্রেণ—

ভবতীত্যনাদিমং। সৎ ইন্দ্রিয়বেত্তম্। অসৎ পরোক্ষক ন, স্বপ্রকাশবাদিতার্থঃ।
সর্বভূতগুণৈর্দেব্যাগন্ধাদিভিযুক্তং মাং মূর্ত্তিমন্তং পশুসীতি যং, মা মায়া। অত
এবং সঙ্ঘতো ভগবানিতি মাং দ্রষ্টুং নাইসি,।বস্ততো বৈতাতীতবাদিতার্থঃ ॥ ইতি
রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।১৭ ॥]

[রত্নপ্রভা। কিং, যথা জলদ্যুপাধিকরিতঃ সূর্য্যাক্ষাদের্ভেদচলনাদিধর্ম্মঃ, এব-
মাশ্বান ইতি দৃষ্টান্তঃ। প্রত্যেক নির্বিশেষং তত্ত্বমিত্যাহ—অত এব চোপমেতি।

তাহা বলিতেছি। যাহার জ্ঞানে জীব মুক্তিলাভ করে, তাহাই জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ পর
ব্রহ্ম অনাদি। তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন, এইরূপে অবিহিত হন।” (সৎ =
প্রত্যক্ষ। অসৎ = পরোক্ষ। [তথা...ইতি] সূত্রান্তরে বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে
বলিতেছেন—“তুমি যে আমাকে দিব্যাগন্ধাদিযুক্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখিতেছ,
ইহা মায়া। ইহা আমারই সৃষ্ট। একপ (মাগিকরূপধারী) না হইলে আমাকে
জানিতে পারিতে না” ॥ ৩।২।১৭।

যেহেতু আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, নির্বিশেষ, বাক্য মনের অগোচর, এবং পররূপ
(অনাত্মরূপ) প্রতিষেধ দ্বারা উপদেশ্য, সেই হেতু মোক্ষশাস্ত্রে তাহার উপাধিকৃত
মিথ্যা বিশেষভাব প্রদর্শনার্থ জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। যথা—“যদ্রূপ
এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইলেও বহু জলপূর্ণ ঘটে অল্পগত (প্রতিবিম্বিত)
হওয়ায় বহুর জ্ঞায় হন, তদ্রূপ, এই জ্ঞানাদিরহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও

* নির্বিশেষমেন তত্ত্বমিত্যাদেব কারণং জলসূর্য্যাকাশবিবদিত্যুপমা দৃষ্টান্ত উপাদীকৃত
মোক্শশাস্ত্রেণিতি যোজনা।

যেহেতু নির্বিশেষ ব্রহ্মই তত্ত্ব, সেই হেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। (জলসূর্য্য
—জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব। সূর্য্য এক, কিন্তু বহু জলরূপ উপাধির দ্বারা তাহার বহুত্ব জন্ম হয়।
এতদদৃষ্টান্তে অল্প ব্রহ্মেরও বুদ্ধাদি উপাধির দ্বারা বহুত্ব জন্ম নিশ্চিত হয়)।

“যথা হুয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্থা-

নপো ভিন্না বহুধৈকোহনুগচ্ছন্।

উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো

দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজোহুয়মাভ্যা” ॥ ইতি ।

“এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥”

ইতি চৈবমাদিবু ॥ ৩।২।১৮ ॥

অত্র প্রত্যবস্থায়তে—

অনুবদগ্রহণাত্ম ন তথাত্ম ॥ ৩।২।১৯ ॥

ন জলসূর্যাদিতুল্যত্বমিহোপপদ্যতে, তদ্বদগ্রহণাৎ । সূর্য্যা-
দিভ্যো হি মূর্ত্তেভ্যঃ পৃথগ্ভূতং বিপ্রকৃষ্টদেশং মূর্ত্তং জলং গৃহ্যতে,

জলবিষয়াকারেণ সূর্য্যভাসহৃদোভনায় সূর্য্যকেতি ক-প্রত্যয়ঃ । যথায়ং
জ্যোতির্ভ্যো বিবস্থান্ স্বত একোহপি ঘটভেদেন ভিন্না অপোহনুগচ্ছন্ বহুধা
ক্রিয়তে, এবমজোহুয়মাভ্যা দেবঃ স্বপ্রকাশ একোহপ্যুপাধিনা মায়য়া ক্ষেত্রে-
ষনুগচ্ছন্ ভেদরূপঃ ক্রিয়ত ইতি যোজনা ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২।৩।১৮ ॥

[রত্নপ্রভা । ইহাশ্রুত্যানুদৃষ্টান্তবৈবশ্যশঙ্কাস্বত্রম্ অনুবদিতি । আশ্রনোহরূপভাৎ

মায়্যাক্রপ উপাদির দ্বারা বহু ক্ষেত্রে (বহু দেহে) অনুগত হওয়ায় বহুর ভাষ্য
হইতেছেন । “একই ভূতাত্মা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন ভূতে (দেহে) অবস্থিত
হইয়া জলচন্দ্রের ভাষ্য (জলে যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই এ স্থলে জলচন্দ্র)
এক ও বহু প্রকারে দৃশ্য হন ।” ইত্যাদি ॥ ৩।২।১৮ ॥

পূর্কপক্ষকারিগণ এই স্থানে মন্তকোত্তোলন করেন অর্থাৎ আপত্তি করেন—
আত্মাতে জলসূর্য্যের সাদৃশ্য অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না । কারণ এই বে,
সে প্রকারে তাঁহার গ্রহণ (জ্ঞান) হয় না । জল মূর্ত্ত, সূর্য্যও মূর্ত্তপদার্থ, পরন্তু
সূর্য্যাদি মূর্ত্তপদার্থ হইতে মূর্ত্ত জল পৃথক্ ও দূরদেশস্থ বলিয়া গৃহীত হয় । (জলকে

* জলং যথা গৃহ্যতে জ্ঞানেন বিবর্ত্তীকৃত্যতে, ন তদাত্মা । তস্মাৎ ন তথাত্মোপাধিকভেদনবৎ
প্রত্যোভনায়, অরূপভাৎ দূরদোপাধাত্বাচ্চ । মায়য়া বুদ্ধাদিভ্যঃ প্রতিবিম্বভেদো ন বৃক
ইত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তবৈবশ্যগ্রন্থনেন তৎ ।

আত্মা জলের ভাষ্য মূর্ত্তপদার্থ নহেন, সে জন্ত তাঁহাতে প্রোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না । দৃষ্টান্ত
সঙ্গত না হওয়ার তাঁহার ঔপাধিক ভেদ অগ্রাহ্য হয় । (এটা পূর্কপক্ষ-সত্র) *

তত্র যুক্তঃ সূর্যাদিপ্রতিবিশ্বোদয়ঃ ন স্বাক্ষাহমূর্তঃ, ন চান্মাৎ
পৃথগ্ভূতা বিপ্রকৃষ্টদেশাশ্চোপাধয়ঃ, সর্বগতত্বাৎ সর্বানন্ত-
ত্বাচ্চ। তস্মাদযুক্তোহয়ং দৃষ্টান্ত ইতি ॥ ৩।২।১৯ ॥

অত্র প্রতিবিধীয়তে—

বুদ্ধি-হ্রাসভাক্তমন্তর্ভাবাত্তয়সামঞ্জস্য-

দেবম্ ॥ ৩।২।২০ ॥*

যুক্ত এব স্বয়ং দৃষ্টান্তঃ; বিবক্ষিতাংশসম্ভবাৎ। ন হি দৃষ্টান্ত-
দার্ষ্টান্তিকয়োঃ কচিৎ কিঞ্চিদ্বিবক্ষিতমংশঃ যুক্ত। সর্বসারূপ্যং
কেনচিদদর্শয়িতুং শক্যতে। সর্বসারূপ্যে হি দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিক-
ভাবোচ্ছেদ এব স্যাৎ। ন চেদং স্বমনীষিকয়া জলসূর্য্যাদি-

দূরহোপাধ্যভাবাচ্চ মায়ায়া বুদ্ধাদিসু প্রতিবিষভেদো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ইতি
বক্তব্রভা ॥ ৩।২।১৯ ॥]

[উপাধ্যস্তর্ভাবেন তৎকল্পিতধর্মবস্তুমত্র বিবক্ষিতাংশঃ, তেন সামান্য সমাধান-
হরম্—বুদ্ধিহ্রাসেতি। দৃষ্টান্তনামোহপি নীরূপাত্মনঃ প্রতিবিষ্যৎ স্ববুদ্ধ্যা কথং

পৃথক্ ও দূরত্ব রূপে জানা যায়)। অতএব জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্বের উদয় সঙ্গত
অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু আত্মা অমূর্ত এবং তাহা হইতে পৃথক্ ও দূরত্ব কোনও
উপাধি নাই। না-পাকার কারণ, তিনি সর্বগত ও সর্বাভিন্ন। সেই জন্তই বলা
হইল, আত্মায় জলস্থলের দৃষ্টান্ত অযুক্ত, অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত নহে।
বিষয় দৃষ্টান্তে অভ্রান্ত অনুমান হয় না ॥ ৩।২।১৯ ॥

এই আপত্তির সমাধান এই—

ঐ দৃষ্টান্ত স্মায়া। হেতু এই যে, উক্ত দৃষ্টান্তের বিবক্ষিতাংশ সুসম্ভব।
বিবক্ষিতাংশ ব্যতীত দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সর্বসারূপ্য অর্থাৎ সর্বাংশে সমানতা
কদাপি কেহ দেখাইতে পারিবেন না। সর্বাংশে সমান হইলে এক হইয়া যায়,
কে দৃষ্টান্ত, কে বা দার্ষ্টান্তিক, তাহা জানা যায় না; সুতরাং দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভাব
উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। [নচেদন...মিতি] অপিচ, ঐ যে জলস্থল্যক-দৃষ্টান্ত, ঐ

* অন্তর্ভাব্য উপাধ্যস্তর্ভাবাৎ উপাধিবিশ্রামুবিধাধিহাদিতি যাবৎ বুদ্ধিহ্রাসভাক্তমিত্যুপ
লক্ষণমুপাধিবস্তুভান্বিতমিতি পরমার্থঃ। উপাধেঃ লভ্য বুদ্ধৌ প্রতিবিষয়কঃ সূর্য্যো যথা বুদ্ধি-
ভক্তে ন তু সূর্য্যভাবদুপাধের্কেহাদেববুদ্ধৌ প্রতিবিষয়কঃ ব্রহ্ম (জীবাত্মা) বুদ্ধিভাক্ত ভবতি ন তু
ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ। সমাধানহরমেতৎ। উপাধ্যস্তর্ভাবেন তৎকল্পিতধর্মবস্তুমত্র বিবক্ষিতাংশতেন
সামান্যভাবেন সমাধানসূত্রভাবপার্থম্।

উপরের পদার্থ উপাধিবর্ধের অনুসারী, তদনুসারেই সূর্য্যের ও ব্রহ্মের হ্রাসবুদ্ধাদিভান্বিত
উপচরিত, সে অংশে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের সাম্য আছে, সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত অবিকল অর্থাৎ অসম
নহে।

দৃষ্টান্তপ্রণয়নম্, শাস্ত্রপ্রণীতস্য ত্বস্য প্রয়োজনমাত্রমুপস্থ্যস্বতে ।
 কিং পুনরত্র বিবাক্তং সারূপ্যমিতি । তদুচ্যতে—বুদ্ধিহ্রাস-
 ভাক্তমিতি । জলগতং হি সূর্য্যপ্রতিবিম্বং জলবৃদ্ধৌ বর্দ্ধতে,
 জলহ্রাসে হ্রসতি, জলচলনে চলতি, জলভেদে ভিঙ্বতে—ইত্যেবং
 জলধর্ম্মানুবিধায়ি ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ সূর্য্যস্য তথাহ্মম্ভি,
 এবং পরমার্থতোহবিকৃতমেকরূপমপি সৎ ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যস্ত-
 র্ভাবাৎ ভজত ইবোপাধিধর্ম্মান্ বুদ্ধিহ্রাসাদীন্ । এবমুভয়োদৃষ্টান্ত-
 দাক্ষিণ্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যাদবিরোধঃ ॥ ৩।২।২০ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৩।২।২১ ॥*

দর্শয়তি চ প্রকৃতিঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণো দেহাদিসুপাধিধর্ম্মস্বরূ-
 প্রবেশঃ—

কল্মষ ইত্যত্রাহ—ন চেদমিতি । কল্মষে ন কল্মষ ইত্যর্থঃ । প্রতদৃষ্টান্তস্য
 সূর্য্যাদিবিম্ব ইত্যুপস্থ্যাসেন কিং ফলমিত্যত আহ—শাস্ত্রেতি । আত্মনো নির্কি-
 শেষত্বং ফলমিত্যর্থঃ । অবিরোধ ইতি ন বৈষম্যমিত্যর্থঃ । আত্মা প্রতিবিম্বশূন্যঃ
 নীকপদ্মবদ্ব্যং বায়ুবং ইত্যনুমানেন আকাশে ব্যভিচাবঃ । অন্নজলে বিদুরাকাশ-
 প্রতিবিম্বদর্শনাৎপাদিরূপস্থহমপি কচিদনপেক্ষিতমিতি ভাবঃ ॥ ইতি রত্ন-
 প্রভা ॥ ৩।২।২০ ॥]

দৃষ্টান্ত অঙ্গাদির করিত নহে, উহা শাস্ত্রপ্রণীত । স্বত্রে ঐ শাস্ত্রপ্রণীত দৃষ্টান্তের
 প্রয়োজন মাত্র অভিহিত হইয়াছে । যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ সারূপ্য
 বিবাক্ত ? (শাস্ত্র কোন অংশ বলিতে ইচ্ছুক ?) সেই জন্ত বলিতেছেন, বুদ্ধি-
 হ্রাসভাক্তমিতি । [জলগতং...অবিরোধঃ] জল বাড়িলে বা বিকৃত হইলে
 জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জল হ্রস্ব বা অন্ন হইলে অন্ন বা হ্রস্ব হয় ।
 জলের কম্পনে কম্পিত হয় এবং জলের নানাভেদে নানা (অনেক) দেখায় ।
 এইরূপে সূর্য্য জলধর্ম্মানুযায়ী, কিন্তু পরমার্থপক্ষে সূর্য্য যেমন তেমনই থাকেন,
 উল্লিখিত প্রকারের কোনও প্রকার হন না । এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমন, পর-
 মার্থপক্ষে ব্রহ্ম এক অদ্বিত ও একরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির ক্রোড়গত
 হওয়ায় উপাধিধর্ম্মের হ্রাসবৃদ্ধাদি ভজনা করেন, এতাবম্মাত্র বিবাক্ত এবং
 ঐরূপেই দৃষ্টান্তদ্বাষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য হওয়ায় অবিরোধ অর্থাৎ অবৈষম্য
 হয় ॥ ৩।২।২০ ॥

প্রতি দেহাদি উপাধির মধ্যে পরস্পরের অন্তপ্রবেশ দেখাইয়াছেন । যথা—
 “সেই ঈশ্বর পূর্বে বিপদের অর্থাৎ মৃত্যুাদির দেহ স্বজন করিলেন । চতুস্পদের

* প্রত্যেক পদার্থাবিকৃততয়া ব্রহ্মণো দেহাদিষুপাধিধর্ম্মস্বরূপ্রবেশদর্শনাদিতি বোক্তবা ।

প্রতিভে অবিকৃত পরস্পরেরই পরীরাভঃপ্রবেশ কথিত থাকাতোও ব্রহ্ম কেবল চিন্ময় ও একরূপ,
 ইহা অবধারিত হয় ।

“পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।

পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশাৎ ॥” ইতি
“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য” ইতি চ। তস্মাদ্ যুক্তমেতৎ—
অত এবচোপমা সূর্য্যাদিবিদিতি। তস্মাৎ নির্বিকল্পকৈকলিঙ্গ-
মেব ব্রহ্ম, নোভয়লিঙ্গং, ন বিপরীতলিঙ্গক্ষেতি সিদ্ধম্।

অত্র কেচিৎ বে অধিকরণে কল্পয়ন্তি। প্রথমং তাবৎ—কিং
প্রত্যস্তমিতাশেষপ্রপঞ্চমেকাकारং ব্রহ্ম? উত প্রপঞ্চবদনেকা-
কারোপেতম্? ইতি। দ্বিতীয়ন্তু—স্থিতে প্রত্যস্তমিতপ্রপঞ্চত্বে কিং
সল্লক্ষণং ব্রহ্ম? উত বোধলক্ষণম্? উতোভয়লক্ষণম্? ইতি। অত্র
বয়ং বদামঃ—সর্ব্বথাপ্যানর্থক্যমধিকরণান্তরারম্ভশ্চেতি। যদি
তাবদনেকলিঙ্গত্বং পরশ্চ ব্রহ্মণো নিরাকর্তব্যমিত্যয়ং প্রয়াসঃ, তৎ
পূর্বেণৈব—“ন স্থানতোহপি” ইত্যনেনাধিকরণেন নিরাকৃতমিত্যু-
ত্তরমধিকরণং “প্রকাশবচ্চ” ইতি ব্যর্থমেব ভবেৎ। ন চ সল্লক্ষণ-

পুর অর্থাৎ পশুদেহ সৃজন করিলেন। করিয়া চক্ষুরাদির অভিযুক্তির পূর্বে
পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গশরীরী হইয়া ঐ সকল পুরে অর্থাৎ ঐ সকল দেহে আবিষ্ট
হইলেন। দেহপ্রবিষ্ট হইলেও তিনি পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ।” জীবরূপে আত্মারূপে
অনুপ্রবেশপূর্ব্বক—” ইত্যাদি। অতএব, “সূর্য্যের ত্বায়” এই উপমা ত্বায়
উপমা, সূত্ররং ব্রহ্ম একরূপ নির্বিশেষ, দ্বিরূপ ও বহুরূপ নহেন। ইহা প্রদর্শিত
প্রক্রিয়ায় নির্ণীত হইতেছে।

[অত্র...মিতি] কোন কোন ব্যাখ্যাকার এইস্থানে দুইটা বিচার পক্ষ কল্পনা
করেন। প্রথম বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম কি নিশ্চয়পঞ্চ একরূপ? অথবা
সপ্রপঞ্চ অনেকরূপ? দ্বিতীয় বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম নিশ্চয়পঞ্চ একরূপ,
ইহা সিদ্ধ হইলেও তাহার নির্দিষ্ট লক্ষণ অন্বেষণীয়। তাহাতে এই জিজ্ঞাস্তা বে,
তিনি কি সংস্করণ? না বোধরূপ? অথবা সত্তা ও বোধ উভয়রূপ? [অত্র...
দিগ্বেত] এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য—বিচার দ্বয়ের আরম্ভ সর্ব্বপ্রকারে
নিষ্ফল—নিশ্চয়োজনায। যদি ব্রহ্মের অনেকলিঙ্গতা (অনেকরূপিতা) নিরা-
করণের জন্য ঐ প্রয়াস (বিচার) স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সূত্ররং
তাছাও ব্যর্থ। কেন-না, তাহা “ন স্থানতোহপি” এই পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা নিরাকৃত
হইয়াছে। পরে যে “প্রকাশবচ্চ” এই সূত্রে দ্বিতীয় বিচার আরম্ভ হইয়াছে, সে
বিচার কার্য্যেও ব্যর্থ বা নিশ্চয়োজনীয় হইতেছে। ব্রহ্ম কেবল সং অর্থাৎ
নিরবচ্ছিন্ন সত্তারূপ, বোধলক্ষণ বা বোধরূপ নহেন, একপু বলিতে পার না। না

মেব ব্রহ্ম, ন বোধলক্ষণমিতি শক্যং বক্তুম্, “বিজ্ঞানঘন
এব” ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। কথং বা নিরন্তরৈতৎ
ব্রহ্ম চেতনশ্চ জীবশ্চাত্ত্বেনোপদিশ্যেত। নাপি বোধ-
লক্ষণমেব ব্রহ্ম, ন সল্লক্ষণমিতি শক্যং বক্তুম্, “অস্তীত্যেবো-
পলব্ধব্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। কথং বা নিরন্ত-
রসত্তাকো বোধোহভ্যুপগম্যেত। নাপ্যভ্যুপগমমেব ব্রহ্মেতি
শক্যং বক্তুম্, পূর্বাভ্যুপগমবিরোধপ্রসঙ্গাৎ। সত্তাব্যাবৃতি
বোধেন বোধব্যাবৃত্তয়া চ সত্তয়োপেতং ব্রহ্ম প্রতিজ্ঞানানশ্চ
তদেব পূর্বাধিকরণপ্রতিষিদ্ধং সপ্রপঞ্চত্বং প্রসজ্যেত। ঐত-
দ্বাদদোষ ইতি চেৎ, ন, একস্থানেকস্বভাবত্বানুপপত্তেঃ। অথ
সত্বেব বোধঃ, বোধ এব চ সত্তা, নানয়োঃ পরস্পরব্যাবৃতির-
স্তীতি যদ্ব্যচ্যেত, তথাপি কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম? উত বোধলক্ষণং?
উতোভয়লক্ষণম্? ইত্যয়ং বিকলো নিরালম্বন এব স্যাৎ।
সূত্রাগি ত্বেকাধিকরণত্বেনৈবাস্মাভিনীতানি।

পারিবার কারণ এই যে, তাগাতে “বিজ্ঞানঘন” ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্যভঙ্গ হয়।
এরূপ হইলে শ্রুতিই বা কেন নিরন্তরৈতৎ অর্থাৎ বোধরূপতা বিহীন পরব্রহ্মকে
চেতন জীবের আত্মা বলিয়া উপদেশ করিবেন? [নাপি...গম্যেত] বোধই
ব্রহ্মের লক্ষণ, সত্তা নহে, ইহাও বলিতে পার না। বলিতে গেলে—“অস্তি”—
“আছেন, এতদ্রূপে উপলব্ধব্য” ইত্যাদিশ্রুতির সার্থক্য নষ্ট হইবেক। যাতার সত্তা
নাই, বাহার সত্তা অস্বীকৃত, কি-প্রকারে তাদৃশ বোধ স্বীকার করিতে পার? [নাপ্যভ্যুপ-
গম...প্রসজ্যেত] সত্তা ও বোধ এই দুইটাই ব্রহ্মের লক্ষণ, এমন কথাও
বলিতে পার না। কেননা, তাহা পূর্বস্বীকৃতির বিরোধী। যে ব্যক্তি সত্তা-
বিহীন বোধকে অথবা বোধবিহীন সত্তাকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিতে প্রবৃত্ত, সে
ব্যক্তির সম্বন্ধে বাহা পূর্ববিচারে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রতিষিদ্ধ সপ্রপঞ্চতা
দোষ আপত্তিত হয়। (অভিপ্রায় এই যে, নিম্প্রপঞ্চ একরূপ, এতৎসিদ্ধান্ত
বিষটিত হয় এবং ইহার ভিন্নোভয়রূপত্ব পক্ষের প্রতিষিদ্ধক বা বাধাদায়ক হয়,
অর্থাৎ পূর্বপঞ্চই হয় না।) [ঐতদ্বাদ...নীতানি] শ্রুতি বলিয়াছেন, সত্তার
নির্দোষ, এ কথাও বক্তব্য নহে। কারণ এই যে, একের অনেকস্বভাবতা
অসিদ্ধ। যদি এমন বল যে, সত্তাই বোধ, বোধই সত্তা, তদ্ব্যবহার পরস্পর
ব্যাবৃতি (ভেদ) নাই, তথাপি, অর্থাৎ তাহা বলিলেও ব্রহ্ম কি সঙ্গী অথবা
বোধরূপী? এই বিকল (সংশয়) নিরালম্বন (বিষয়শূন্য) হইয়া পড়ে। এই
সকল কারণে, আমরা ঐ করেকটা সূত্রে এক বিচারের অন্তর্গত করিয়াছি।

অপি চ, ব্রহ্মবিষয়াহু ঋতিষ্যাকারবদনাকারপ্রতিপাদনেন
বিপ্রতিপন্নাহু অনাকারে ব্রহ্মনি পরিগৃহীতেহবশ্যং বক্তব্যেতরাশাং
ঋতীনাং গতিঃ । তাদর্থ্যেন প্রকাশবচ্চেত্যাঙ্গীনি সূত্রার্থবক্ত-
রাণি সম্প্রস্তুস্তে । যদপ্যাহুরাকারবাদিন্যোহপি ঋতয়ঃ প্রপঞ্চ-
প্রবিলয়মুখেনানাকারপ্রতিপত্ত্যর্থ্য এব, ন পৃথগর্থ্য ইতি, তদপি
ন সমীচীনমিব লক্ষ্যতে । কথম্ ? যে হি পরবিজ্ঞাধিকারে
কেচিৎ প্রপঞ্চা উচ্যন্তে “যথা যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতা দশেত্যয়ং
বৈ হরয়োহয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহুনি চানন্তানি চ” ইত্যেব-
মাদয়ঃ, তে ভবন্তু প্রবিলয়ার্থাঃ, “তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বগনপরগন-
স্তরমবাহুং” ইত্যুপসংহারাত্ ।

যে পুনরুপাসনাধিকারে প্রপঞ্চা উচ্যন্তে, যথা “মনোময়ঃ
প্রাণশরীরো ভারূপঃ” ইত্যেবমাদয়ঃ, ন তেষাং প্রবিলয়ার্থত্বং
শ্রীয়াং, “স ক্রতুং কুব্বীত” ইত্যেবজ্ঞাতীয়কেন প্রকৃতেনৈবোপা-
সনবিধিনা তেষাং সম্বন্ধাৎ । ঋত্যা চৈবজ্ঞাতীয়কানাং গুণানা-

[আপচ...সম্প্রস্তুস্তে] অস্ত কপা এই যে, ব্রহ্মবিষয়ক ঋতিবাক্যের মধ্যে যে
সকল বাক্য সন্ধিগ্ধাধ, অনাকার ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইলে সে সকলের কোন একটা
গতি বলিতে হইবেক । সেই গতি বলিবার জন্তই “প্রকাশবচ্চ” ইত্যাদি শব্দের
উপান এবং তাহাতেই সে সকলের সার্থক্যাসিদ্ধি । [যদপ্যাহুঃ...সম্বন্ধাৎ] অস্ত
এক টীকাকার বলেন, সাকার ব্রহ্মবাদিনী ঋতিগণও প্রপঞ্চ বিলয় দ্বারা নিরাকার
ব্রহ্মের বোধক হয়, সে জন্ত সে সকল ঋতির পৃথক্ অর্থ নাই । এ ব্যাখ্যাও
সমীচীন নহে । পরবিজ্ঞাধিকারে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের প্রকরণে যে প্রপঞ্চ
পরিপঠিত, প্রপঞ্চ-বিলয় অর্থে সে সকলের সমাধান হইতে পারে । যেমন, “এই
জীবভাব প্রাণ দৈশ্বরের দশটা হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় । এই জৈশ্বরই ঐ দশ, শত ও
সহস্র হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় (প্রাণীর একত্র বিবক্ষ্য দশ, অনেকত্র বিবক্ষ্য শত,
সহস্র ও অনন্ত)” ইত্যাদি, এ সকল ও সে সকল ঋতির তাৎপর্য্য প্রবিলয়, ইহা
হইতেও পারে । কেননা, ঐ প্রস্তাব “সেই এট ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর, অনন্তর
ও অবাহুঃ—” এইরূপে অনাকারব্রহ্মতাৎপর্য্যে উপসংহৃত (সমাপ্ত) হইয়াছে ।

কিন্তু যে সকল প্রপঞ্চ উপাসনাধিকারে পঠিত, অথবা তিনি মনোময়, প্রাণ-
শরীর ও দীপ্তরূপ ইত্যাদি,—এ সকল ও সে সকল প্রপঞ্চের বিলয়ার্থতা জাহ্য
নহে । কেননা, “সেই উপাসক ক্রতু (উপাসনা—ধ্যান) করিবেক” এইরূপ
এইরূপ প্রকৃত (বাহার জন্ত প্রস্তাবারম্ভ, তাহা প্রকৃত) উপাসনা বিধির সহিতই
ঐ সকলের সম্বন্ধ বা অম্বয় । [ঋত্যা...বাক্যত্বম্] যদি শকার্থের দ্বারা ঐ সকল

মুপাসনার্থত্বেহবকল্প্যামানে ন লক্ষণয়া প্রবিলয়ার্থত্বমবকল্পতে ।
সর্বেষাঞ্চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থত্বে সতি “অরূপবদেব হি তৎপ্রধান-
ত্বাৎ” ইতি বিনিগমনকারণবচনমনবকাশং স্মৃৎ । ফলমপ্যেবাং
যথোপদেশঃ কচিৎ ছুরিতক্ষয়ঃ, কচিদ্দেশস্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ, কচিৎ
ক্রমমুক্তিরিত্যবগম্যত এবেতি । অতঃ পার্থগর্য্যমেবোপাসনা-
বাক্যানাং ব্রহ্মবাক্যানাঞ্চ স্মৃত্যং, নৈকবাক্যত্বম্ ।

কথঞ্চৈষামেকবাক্যতোংপ্রেক্ষ্যতেতি বক্তব্যম্ । একনিয়োগ-
প্রতীতেঃ প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যবদिति চেৎ, ন, ব্রহ্মবাক্যে
নিয়োগাভাবাৎ । বস্তুমাত্রপর্য্যবসায়ীনি হি ব্রহ্মবাক্যানি ন
নিয়োগোপদেশীনীতি । এতদ্বিস্তরেণ প্রতিপাদিতং “তত্ত্ব
সমম্বয়াৎ” [বেদাং অং ১ । পাং ১ । সূং ৪] ইত্যত্র ।

শুণের (ব্রহ্মধর্মের) উপাসনার্থতা সিদ্ধ, হয় তাহা হইলে আর লক্ষণাবৃত্তি আশ্রয়
করিয়া সে সকলের লয়প্রয়োজনতা কল্পনা করিতে পার না । সমুদায় শুণেরই
সাধারণরূপে বিলয়ার্থতা নিশ্চিত হইলে “অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ” এই সূত্র
নির্বিষয় হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ ঐ সূত্র বলিবার আর প্রয়োজন হয় না, অথবা
উহার উল্লেখ নিরর্থক হয় । ঐ সকল উপাসনার ফলও উপদেশানুসারে
কোথাও পাপক্ষয়, কোথাও ঐশ্বর্য্য (অগ্নিমাধিক্য) লাভ, কোথাও বা ক্রম-
মুক্তি । অতএব, উপাসনাবাক্যের ও ব্রহ্মবোধক বাক্যের পৃথক্ অর্থ হওয়াই
চায়া, একবাক্য বা একার্থ হওয়া চায়া নহে ।

[কথঞ্চৈষা...ইত্যত্র] কি-প্রকারেই বা একবাক্যতার উন্নয়ন করিবে ?
তাহা বলিতে হইবে । এক নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস
* বাক্যের চায়া একবাক্য বা একার্থ (উপাসনাবাক্য ও ব্রহ্মবাক্য মিলিয়া এক
ব্রহ্মার্থবোধক) হইবে বলিলে, তাহা বলিতে পারিবে না ! কেননা, ব্রহ্মবোধক-
বাক্যে নিয়োগ † নাই—নিয়োগ অসম্ভব । ব্রহ্মবাক্য কেবল মাত্র ব্রহ্মবস্তুর
বোধ জন্মায়, সে কারণে সে সকল বাক্য নিয়োগের উপদেশক নহে । এ সকল
সবিস্তরে “তত্ত্ব সমম্বয়াৎ” সূত্রে বলা হইয়াছে ।

* ক্রতির এক স্থানে পঠিত আছে, দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক বাগ করিবেক । অস্ত্র স্থানে আছে,
প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতি করিবেক । ইহাতে মীমাংসাপরিশোধিত মত এই যে, ঐ সকল বাক্য
মিলিত হইয়া এক দর্শপৌর্ণমাস বাগের বোধক হইবে ।

† প্রপক বিলয়বাদীর অভিপ্রায় এই যে, তন্মাত্র আকার ব্যতীত অস্ত্র আকারের বিলয় করাই
সেই সেই আকারাদিনী ক্রতির তাৎপর্য্য । মনোময়, এ উপদেশের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, তিনি
মনোহতিরিক্ত উপাধিশূন্য । এইরূপ, প্রাণাতিরিক্ত উপাধিশূন্য । (উপাসকের চিন্তাবৃত্তি যেন
তন্মাত্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, অস্ত্রাকার গ্রহণ না করে, ইহাই ঐ সকল নিয়োগের তাৎপর্য্য) এবং
এং ক্রমে বখন শরীর ও প্রাণ নিবারিত হইতেছে, তখন বৃত্তিতে হইবে, ঐ নিবেধে মনেরও নিবেধ
হইয়াছে ; সুতরাং ঐ সমুদায় বাক্য চরমে নিরাকার ব্রহ্মেরই বোধক হইবে ।

কিংবিষয়কশ্চাত্ত্র নিয়োগোহভিপ্রেত ইতি বক্তব্যম্। পুরুষো
 হি নিযুক্ত্যমানঃ কুর্বিতি স্বব্যাপারে কস্মিংশ্চিৎ নিযুক্ত্যতে। ননু
 দ্বৈতপ্রপঞ্চপ্রবিলয়ো নিয়োগবিষয়ো ভবিষ্যতি, অপ্রবিলাপিতে হি
 দ্বৈতপ্রপঞ্চে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ন ভবতীত্যতো ব্রহ্মতত্ত্বাববোধ-
 প্রত্যনীকভূতো দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ প্রবিলাপ্যঃ। যথা স্বর্গকামস্ত
 যাগোহমুষ্ঠাতব্য উপদিশ্যতে, এবমপবর্গকামস্ত প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ।
 যথা চ তমসি ব্যবস্থিতং ঘটাদিতত্ত্বং অববুভুৎসমানেন তৎপ্রত্য-
 নীকভূতং তমঃ প্রবিলাপ্যতে, এবং ব্রহ্মতত্ত্বমববুভুৎসমানেন তৎ-
 প্রত্যনীকভূতঃ প্রপঞ্চঃ প্রবিলাপয়িতব্যঃ। ব্রহ্মস্বভাবো হি
 প্রপঞ্চে ন প্রপঞ্চস্বভাবং ব্রহ্ম। তেন নামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলাপ-
 নেন ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ভবতীতি।

অত্র বয়ং পৃচ্ছামঃ—কোহয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো নাম। কিমগ্নি-
 প্রতাপসম্পর্কীৎ যতকাঠিণ্যপ্রবিলয় ইব প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ কর্তব্যঃ,

“কোহয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ” ইতি। বাস্তবস্ত বা প্রপঞ্চস্ত প্রবিলয়ঃ সপ্তিষ
 ইবাগ্নিসংযোগাৎ, সমাবেপিতস্ত বা ব্রহ্মা সর্পভাবস্তেব ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানাৎ। ন

[কিং...নিযুক্ত্যতে] অপিচ, কোন বিষয়ে বা কিকূপে নিয়োগ অভিপ্রেত,
 তাহা নিয়োগবাদিকে বলিতে হইবে। কেননা, যে “কর” ইত্যাদি প্রকারে
 নিযুক্ত্যমান হয়, সে নিয়োগের সমর্থ-কোন এক নিজ ব্যাপারেই নিযুক্ত হয়;
 সুতরাং উদাহৃত স্থলে কথিতপ্রকার নিয়োগ অভিপ্রেত কি-না, তাহা বলা
 আবশ্যক, কিন্তু বলিবের বা দেখাইবার উপায় নাই। (ব্যাপারের অযোগ্য বা
 অসাধ্য পদার্থে নিয়োগ হইতে পারে না।) [ননু...ভবতীতি] যদি বল,
 দ্বৈতপ্রপঞ্চবিলয় উক্ত নিয়োগের বিষয়, কেননা, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলাপিত (বিলীন)
 না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না, সেই কারণে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধের শক্তস্বরূপ
 দ্বৈতপ্রপঞ্চ প্রবিলাপিত করিতে হয়। যাগ যেমন স্বর্গকামী পুরুষের অমুষ্ঠাতব্য,
 প্রপঞ্চ-বিলাপনও তেমনি মুমুকুর কর্তব্য। ঘট আছে, কিন্তু অঙ্ককার নিবন্ধন
 তাহার জ্ঞান হইতেছে না। এই বিশ্বাসের অমুঘলে ঘটতত্ত্ব জিজ্ঞাসু
 যেমন ঘটতত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অঙ্ককার বিলাপিত করে (আলোকের
 উদয় করিয়া), তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসুও ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের
 প্রতিবন্ধক মিথ্যাপ্রপঞ্চ বিলাপিত করিবেন। প্রপঞ্চই ব্রহ্মস্বভাব, কিন্তু ব্রহ্ম
 প্রপঞ্চস্বভাব নহেন। তাই নামরূপপ্রপঞ্চবিলীন হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের বোধগম্য হয়।

[তত্র ..ভবিষ্যৎ] যাহারা এইরূপ বলেন, ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা
 করি, প্রপঞ্চবিলয় কথার অর্থ কি? (অর্থাৎ কিকূপ বিলয়?) অগ্নিসম্পর্কে যে,

আহোশ্বিদেকস্মিন্ চন্দ্রে তিমিরকৃতানেকচন্দ্রপ্রপঞ্চবদবিজ্ঞাতো ব্রহ্মণি নামরূপপ্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবিলাপয়িতব্য ইতি । তত্র যদি তাবদ্বিহমানোহয়ং প্রপঞ্চো দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিকো বাহ্যশ্চ পৃথিব্যাদিলক্ষণঃ প্রবিলাপয়িতব্য ইত্যুচ্যেত, স পুরুষ-মাত্রাংশক্যঃ প্রবিলাপয়িতুমিতি তৎপ্রলয়োপদেশোহংশক্যবিষয় এব স্ম্যৎ । একেন চাদিমুক্তেন পৃথিব্যাদিপ্রবিলয়ঃ কৃতঃ, ইদানীং পৃথিব্যাदिশূন্যং জগদভবিষ্যৎ ।

অথাবিদ্যাধ্যস্তো ব্রহ্মণ্যেকস্মিন্নয়ং প্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবিলাপ্যত ইতি ক্রিয়াৎ, ততো ব্রহ্মৈবাবিদ্যাধ্যস্ত-প্রপঞ্চপ্রত্যখ্যানেনাবেদয়িতব্যং “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” “তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি” ইতি । এবমাবেদিতে তস্মিন্বিদ্যা স্বয়মেবোৎপদ্যতে, তয়া

তাবছাস্তবঃ সর্বসাধারণঃ পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চঃ পুরুষমাত্রাংশক্যঃ সমুচ্ছেদ্যতুম্ । অপি চ প্রক্লাদশুকাদিভিঃ পুরুষধোরৈঃ সমুলমুলিতঃ প্রপঞ্চ ইতি শূন্যং অগদভবেৎ । ন চ বাস্তবং তত্ত্বজ্ঞানেন শক্যং সমুচ্ছেদ্যতুম্ । আরোপিতরূপ-বিরোপিতাত্ত্বজ্ঞানস্তেতু্যক্তম্ । সমারোপিতরূপস্য প্রপঞ্চো ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানপট্টবস্ত্রবাতৈক্যব্রহ্মতত্ত্বমববোধনদ্বিঃ শক্যঃ সমুচ্ছেদ্যতুমিতি কৃতমত্র বিধিনা । ন হি বিধিশতেনাপি বিনা তত্ত্বাববোধনং প্রবর্তনাত্ত্বজ্ঞান ইতি বা, কুরু প্রপঞ্চপ্রবিলয়মিতি বেতি প্রবর্তিতঃ শক্যোতি প্রপঞ্চপ্রবিলয়ং কৰ্ত্তুম্ । ন চাত্মজ্ঞানবিধিং বিনা বেদান্তার্থ-ব্রহ্মতত্ত্বাববোধনো ন ভবতি । নৌলিকস্ত স্বপ্নায়াধ্যয়নবিধেবেব বিবক্ষিতার্থতয়া

দ্ব্যতকাঠিন্তবিলীন হয় (গলিয়া যায়), জগৎপ্রপঞ্চকে কি তাহার জায় বিলাপিত করিতে হইবে? অথবা চন্দ্রে নেত্রদোষজনিত দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন হইলে তাহার বিলাপন যদ্রূপ, ব্রহ্মে অবিজ্ঞানদোষজনিত নামরূপপ্রপঞ্চের বিলাপনও তদ্রূপ করিতে হইবে? এই দৃশ্যমান দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিক-প্রপঞ্চ ও পৃথিব্যাদিলক্ষণ বাহ্য-প্রপঞ্চ, এই দ্বিবিধপ্রপঞ্চকে যদি দ্ব্যতকাঠিন্ত-বিলাপনের জায় বিলাপিত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা কোনও ব্যক্তির শক্য নহে; সুতরাং প্রপঞ্চবিলয়করণের উপদেশ (বিধান) নির্দ্বিগম অর্থাৎ প্রলাপতুল্য নিরর্থক । অপিচ, প্রথম মুক্ত পুরুষের দ্বারা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চের বিলয় সাধিত হওয়ায় ইদানীং পৃথিব্যাদি-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব না থাকাই উচিত ।

[অথাবিজ্ঞা...জায়েত] যদি এমন বলা হয় যে, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ অথবা ব্রহ্মে অবিজ্ঞান দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত, (যদ্রূপ ব্রহ্মতে সর্ব আরোপিত, তদ্রূপ আরোপিত), সুতরাং এই আরোপিত প্রপঞ্চ বিজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞানের) দ্বারা

চাবিদ্যা বাধ্যতে, ততশ্চাবিদ্যাধ্যন্তঃ সকলোহয়ং নামরূপপ্রপঞ্চঃ
স্বপ্নপ্রপঞ্চবৎ প্রবিলীয়তে । অনাবেদিতে তু ব্রহ্মণি ব্রহ্মবিজ্ঞানং
কুরু, প্রপঞ্চপ্রবিলয়ক্ষেতি শতকৃদ্বোহপ্যুক্তে ন ব্রহ্মবিজ্ঞানং
প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো বা জায়েত । নম্বাবেদিতে ব্রহ্মণি, তদ্বিজ্ঞান-
বিষয়ঃ প্রপঞ্চবিলয়বিষয়ো বা নিয়োগঃ স্তাৎ, ন, নিম্প্রপঞ্চ-
ব্রহ্মাত্তত্ত্বাবেদনেনৈবোভয়সিদ্ধেঃ ; রজ্জুস্বরূপপ্রকাশনেনৈব হি
তৎস্বরূপ-বিজ্ঞানমবিদ্যাধ্যন্ত-সর্পাদিপ্রপঞ্চপ্রবিলয়শ্চ ভবতি । নচ
কৃতমেব পুনঃ ক্রিয়তে । নিয়োজ্যোহপি চ প্রপঞ্চাবস্থায়ঃ

সকলস্ত বেদরাশেঃ ফলবদর্থাববোধনপরতামাপাদয়তো বিদ্যমানত্বাৎ, অন্যথা কল্প-
বিধিবাক্যানাপি বিধ্যস্তরমপেক্ষেরনিতি । ন চ চিত্তাসাক্ষাৎকারয়োবিস্থিরিতি তত্ত্ব-
সমীক্ষায়ামম্বাভিক্রুপপাদিতম্ । বিস্তরেণ চায়মর্থস্তত্রৈব প্রপঞ্চিতঃ । তস্মাক্স-
ত্বিলম্বাধা জুহুয়াদিতিবদ্ বিধিসরূপা এতে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদয়ো
ন ঔ বিধয় ইতি । তদিদমুক্তং দ্রষ্টব্যাদিশব্দা অপি তদ্ব্যভিমুখীকরণপ্রধানা
ন তদ্ব্যববোধবিধিপ্রধানা ইতি । অপি চ একতত্ত্বং নিম্প্রপঞ্চমুক্তং, ন তত্র
নিয়োজ্যঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি । ভাবো হি নিয়োজ্যো ভবেৎ, স চেৎ প্রপঞ্চপক্ষে
বর্ত্ততে, কো নিয়োজ্যস্তস্তোচ্ছিন্নত্বাৎ । অথ ব্রহ্মপক্ষে, তথাপ্যনিয়োজ্যঃ,
একগোহনিয়োজ্যত্বাৎ । অথ ব্রহ্মগোহনগ্ৰোহপ্যবিজ্ঞানত্বাৎ ইবেতি নিয়োজ্যস্তদ-
যুক্তম্ । ব্রহ্মভাবং পারমার্থিকমবগময়ত্বাগমেনাবিভায়া নিরস্তত্বাৎ । তস্মারি-

বিলাপিত করিতে হইবেক, একপ হইলে ব্রহ্ম এক ও দ্বিতীয়রহিত, তিনিই সত্য,
তাহাই আত্মা এবং তিনিই ভূমি, ইত্যাদিপ্রকারে অবিজ্ঞাধ্যাত প্রপঞ্চের নিষেধ
করিয়া ব্রহ্মবাদার্থ্য উপদেশ করা অর্থাৎ অধিকারী উপাসককে জ্ঞান-তম করা
শাস্ত্রের কর্তব্য । ব্রহ্মবাদার্থ্য জ্ঞানগোচর করাইতে পারিলে আপনা হইতেই
বিশ্বোৎপত্তি হইবেক, সেই বিশ্বা অবিজ্ঞা বিদূরিত করিবেক, অবিজ্ঞার অভাব
হইলেই তৎকৃত সমুদায় নামরূপপ্রপঞ্চ স্বাপ্ন পরার্থের ভ্রায় বিলীন হইবেক । ব্রহ্ম
যদি বিজ্ঞাত না হন, অথচ “ব্রহ্মজ্ঞান কর” “প্রপঞ্চবিলয় কর” এই দুই কথা শত
বার বল, তাহা হইলে কন্মিন্‌কালেও ব্রহ্মবিজ্ঞান জন্মিবে না এবং প্রপঞ্চ
বিলয়ও হইবে না । [নম্বাবেদিতে...ক্রিয়তে] যদি ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হন, তাহা
হইলে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান ও প্রপঞ্চের বিলয়, এই দুই বিষয়ের নিয়োগ (বিধান)
নিম্প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ তাহা “কর” বলিয়া করাইতে হয় না । কেননা,
নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের যথার্থ্য প্রতীতি হইলে উক্ত উভয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয় ।
যেমন রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) হইলে রজ্জুযথার্থ্যের জ্ঞান ও
তরিল্লি মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্বিত সর্পাদিপ্রপঞ্চের বিলয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়, ব্রহ্ম
বিজ্ঞাত হইলেও সেইরূপ । বাহ্য কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ, তাহা কৃত্তির (গড়ের বা
চেষ্টার) অবিষয় । (ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিয়োগসাপেক্ষ নহে, কিন্তু
ক্রমনিবারক উপদেশসাপেক্ষ) । [নিয়োজ্যোহপি...এব] অপিচ, ব্রহ্মজ্ঞানে

যোহবগম্যতে জীবো নাম, স প্রপঞ্চপঞ্চশ্চৈব বা শ্যৎ ? ব্রহ্মপঞ্চ-
শ্চৈব বা ? প্রথমে বিকল্পে নিশ্প্রপঞ্চব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদনেন
পৃথিব্যাদিবজ্জীবশ্যাপি প্রবিলাপিতত্বাৎ কশ্চ প্রপঞ্চপ্রবিলয়ে
নিয়োগ উচ্যেত, কশ্চ বা নিয়োগনিষ্ঠতয়া মোক্ষোহবাণ্ডব্য
উচ্যেত । দ্বিতীয়েহপি ব্রহ্মৈবানিযোজ্যাস্বভাবং জীবশ্চ স্বরূপম্ ।
জীবত্বং ত্ববিদ্যাকৃতমেবেতি প্রতিপাদিতে ব্রহ্মণি নিযোজ্যাত্বাৎ
নিয়োগাভাব এব । দ্রষ্টব্যাদিশব্দা অপি পরবিদ্যাধিকারপঠিতা-
স্তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধানা । ন তদ্বাববোধবিধিপ্রধানা ভবন্তি ।
লোকেহপি ইদং পশ্চেদমাকর্ণয়েতি চৈবজ্ঞাতীয়কেষু নির্দেশেষু
প্রণিধানমাত্রং কুর্বিষ্যুচ্যতে, ন সাক্ষাৎ জ্ঞানমেব কুর্বিষতি ।
জ্ঞেয়াভিমুখশ্যাপি জ্ঞানং কদাচিৎজায়তে, কদাচিৎ ন জায়তে,

যোজ্যাত্বাদপি ন নিয়োগঃ । তদ্বদমুক্তং “জীবোনাম স প্রপঞ্চপঞ্চশ্চৈব” ইতি ।
অপি চ জ্ঞানবিধিপরত্বে তন্মাত্রাত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রত্বপত্তেস্তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ ।
তত্র বরং তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমেবাস্ত, তত্ত্বাবগ্ভাভ্যুপগম্যত্বেনোভয়বাদিসিদ্ধত্বাৎ ।
এবঞ্চ কৃতং তত্ত্বজ্ঞানবিধিনেত্যাহ—“জ্ঞেয়াভিমুখশ্যাপি” ইতি । ন চ জ্ঞানাদানে
ক্রিয়াকাণ্ডীয় নিযোজ্যেয় ত্রায় নিযোজ্য থাকা অসম্ভব । কেন ? তাহা বলিতেছি ।
ব্রহ্মজ্ঞানের যে নিযোজ্যব্যক্তি প্রপঞ্চাবস্থায় ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ করিব, সেই নিযোজ্য
কে ? সে নিযোজ্য জীব । ইহা স্বীকৃত হইলেই জিজ্ঞাস্য হইবে,—জীব কি
প্রপঞ্চান্তর্গত ? না ব্রহ্মস্বরূপ ? প্রপঞ্চান্তর্গত হইলে জীব নিশ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদ-
নের দ্বারা পৃথিব্যাদির ত্রায় নিজেও বিলাপিত হইবে । জীব বিলাপিত (লয়প্রাপ্ত)
হইলে কে তখন প্রপঞ্চবিলয় করিবে ? কেই না নিয়োগনিষ্ঠ থাকিয়া অর্থাৎ বিধান
প্রতিপালন করতঃ মুক্ত হইবে ? জীব যদি প্রপঞ্চান্তর্গত না হয়—ব্রহ্মই হয়,
তবে সে পক্ষেও প্রসঙ্গের অনিযোজ্যতা আছে । অর্থাৎ নিষ্কর্গ-নিষ্ক্রিয় নিরূপ-
স্বভাব ব্রহ্ম নিয়োগার্হ নহেন । তাঁহার যে জীবত্ব-তাহা অবিকারিত ;
স্বতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞাপনের নিযোজ্য না থাকায় নিয়োগেরও অভাব আছে ।
তাৎপর্য্য এই যে, নিয়োগের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় না । “ব্রহ্মবিজ্ঞান কেন,
যেটা বিজ্ঞানও নিয়োগের অনধীন । [দ্রষ্টব্যাদি...মুৎপত্ততে] ব্রহ্মবিদ্যাশ্রকরণে
“দ্রষ্টব্য” অর্থাৎ বিধিপ্রত্যয়যুক্ত শব্দ পঠিত হইলেও সে সকল তত্ত্বজ্ঞানের বিধায়ক
নহে । সে সকল তত্ত্ববিষয়ে প্রণিধায়ক মাত্র । “ইহা দেখ” “ইহা শুন” “তাহাই
জ্ঞান” এইরূপ এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও কেবল প্রণিধান করিতে বলা হয়,
অন্ত কিছু অর্থাৎ “জ্ঞান কর” এরূপ বলা হয় না । জ্ঞেয় পদার্থ সম্মুখে থাকি-
লেও কখন কখন প্রতিবন্ধক বশতঃ জ্ঞান হয় না, কখন বা প্রতিবন্ধকতাবে

তস্মাত্তং প্রতি জ্ঞানবিষয় এব দর্শয়িতব্যো জ্ঞাপয়িতুকামেন।
তস্মিন্ দর্শিতে স্বয়মেব যথাবিষয়ং যথাপ্রমাণঞ্চ জ্ঞানমুৎপত্ততে।

ন চ প্রমাণান্তরেণান্যথাপ্রসিদ্ধেহর্থেহন্যথাজ্ঞানং নিযুক্ত-
স্থাপুপপত্ততে। যদি পুনর্নিযুক্তোহহমিত্যান্যথা জ্ঞানং কুর্যাৎ,
ন তু তজ্জ্ঞানম্, কিং তর্হি? মানসী সা ক্রিয়া। স্বয়মেব
চেদন্যথোৎপত্তেত, ভ্রান্তিরেব স্যাৎ। জ্ঞানস্ত প্রমাণজ্ঞানং যথাভূত-
বিষয়ঞ্চ, ন তন্নিয়োগশতেনাপি কারয়িতুং শক্যতে, ন হি তৎ পুরুষ-
তত্ত্বম্। বস্তুতত্ত্বমেব ইহ তৎ। অতোহপি নিয়োগাভাবঃ।
কিঞ্চান্য—নিয়োগনিষ্ঠতয়েব পর্যাবসৃত্যান্মায়ে যদভ্যুপগতম-
নিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং জীবন্ত, তদপ্রমাণকমেব স্যাৎ।

প্রমাণানপেক্ষান্তাপ্ত কশ্চিত্তপযোগো বিধেঃ, এবং হি তত্তপযোগো ভবেদ্ব্যক্তন্যথা-
কারং জ্ঞাতম্যন্যাদদীত।

ন চ তচ্ছক্যং বাপি যুক্তমিত্যাহ—“ন চ প্রমাণান্তরেণ” ইতি। কিঞ্চান্য-
নিয়োগনিষ্ঠতয়েব চ পর্যাবসৃত্যান্মায়ে যদভ্যুপগতং ভবতিঃ। শাস্ত্রপর্যালোচনয়াহ-
নিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং জীবন্তেতি, তদেতচ্ছাস্ত্রবিরোধাদপ্রমাণকম্।

জ্ঞান হয়। সেই কারণে, জ্ঞাপক পুরুষ জিজ্ঞাসু পুরুষকে জ্ঞানের বিষয় দেখা-
ইয়া দেয়, বিষয় দেখান হইলেই তাহার আপনা আপনি জ্ঞান জন্মে।

[ন চ...নিয়োগাভাবঃ] বস্তু চাক্ষুষাদি প্রমাণে যে-আকারে প্রসিদ্ধ, নিযুক্ত
(শাস্ত্রের নিকট আজ্ঞাপ্রাপ্ত) পুরুষ তদ্বস্তুরকে অন্য আকারে জানিবে, ইহা অচুপ-
পন্ন অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত। আমি শাস্ত্রকঙ্ক নিযুক্ত—শাস্ত্র আমাকে শালগ্রাম
শিলায় বিষ্ণুজ্ঞান উৎপাদন করিতে বলিতেছেন, এই জ্ঞানের বস্তু হইয়া যদি
কোন শাস্ত্রনিযুক্ত পুরুষ চেষ্টার দ্বারা শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপ্রকারক জ্ঞান
জন্মান, উৎপাদন করেন, তবে, সে স্থলে তাহা জ্ঞানপদবাচ্য হইবেক না;
তাহা এক প্রকার মানসী ক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইবেক। আর যদি স্বয়ং অর্থাৎ
বিনা চেষ্টায়, আপনা আপনি, ঐরূপ অন্তথা জ্ঞান জন্মে, তবে, সে স্থলে তাহা
ভ্রান্তি বলিয়া গণ্য হইবে। জ্ঞান, বিষয় ও প্রমাণের (ইন্দ্রিয়াদিজনিত
বিষয়াকারা মনোবৃত্তির) দ্বারাই জন্মে, এবং তাহা যথাবস্থিত বস্তুর আকারেই
উৎপন্ন হয়, অন্তথা হয় না; সুতরাং শত শত নিয়োগও তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইতে
পারে না এবং শত শত নিবেদনও নিবারণ করিতে শক্ত হয় না। (ফলিতার্থ
এই যে, প্রমাণ-পাত হইলেই প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান হইবেক)। জ্ঞান পুরুষের
অধীন নহে, তাহা বস্তুর অধীন। বস্তু যেমন, তেমনি জ্ঞান হইবেই হইবে, পুরুষ
তাহার অন্তথা করিতে পারিবেন না। এই জ্ঞাই বলি, জ্ঞানে নিয়োগ নাই।
নিয়োগ কেবল অজ্ঞের বা কর্তব্য পদার্থেই সম্ভবে। [কিঞ্চান্য...শক্যাঃ]

অথ শাস্ত্রমেবানিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং ব্যাচক্ষীত, তদববোধে চ পুরুষং নিযুঞ্জীত, ততো ব্রহ্মশাস্ত্রশ্চৈকশ্চ দ্ব্যর্থপরতা বিরুদ্ধার্থ-পরতা চ প্রসজ্যেয়াতাম্। নিয়োগপরতায়াক্ষরপ্রতাহানিরপ্রত-কল্পনা কৰ্ম্মফলবম্মোক্ষফলশ্রাদৃষ্টফলত্বমনিত্যত্বক্ষেতোবমাদয়ো দোষা ন কেনচিৎ পরিহৰ্ত্তুং শক্যাঃ। তস্মাদবগতিনিষ্ঠান্তেব ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগনিষ্ঠানি। অতশ্চৈকনিয়োগপ্রতীতেরেক-বাক্যতেত্যযুক্তম্। অভ্যুপগম্যমাণেহপি চ ব্রহ্মবাক্যেযু নিয়োগ-সম্ভাবে তদেকত্বং নিম্প্রপঞ্চোপদেশেষু সপ্রপঞ্চোপদেশেষু বা অসিদ্ধম্। ন হি শব্দান্তরাভিঃ প্রমাণৈর্নিয়োগভেদেহবগম্যমানে সৰ্ব্বত্রৈকোনিয়োগ ইতি শক্যমাশ্রয়িতুম্। প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যেযু ত্বধিকারাংশেনাভেদাদ্ যুক্তমেকত্বম্। ন ত্বিহ সগুণ-নিগুণচোদনাস্ত

তথৈতচ্ছাস্ত্রমনিযোজ্যব্রহ্মাত্মক জীবন্ত প্রতিপাদয়তি, জীবক নিযুক্তং, ততো দ্ব্যর্থক বিরুদ্ধার্থক শ্রাদিত্যাহ—“অথ” ইতি। দর্শপৌর্ণমাসাদিবাক্যেযু জীবন্তানিযোজ্যত্বপি বস্তুতো ইধ্যন্তনিযোজ্যতাবস্ত নিযোজ্যতা যুক্তা। ন হি তদ্ব্যক্যং তন্ত নিযোজ্যতামাহ, অপি তু লৌকিকপ্রমাণসিদ্ধাঃ নিযোজ্যতামা-শ্রিত্য দর্শপূর্ণমাসৌ বিধত্তে। ইদম্ নিযোজ্যতামপনয়তি চ নিযুক্তং চেতি হৃৎটমিতি ভাবঃ। “নিয়োগপরতায়াক্ষর” ইতি। পৌৰ্ণমাস্যালোচনয়া বেদান্তানাং তত্ত্বনিষ্ঠতা প্রত্যা, ন প্রত্যা নিয়োগনিষ্ঠত্বত্যাঃ। অপি চ নিয়োগনিষ্ঠত্ব বাক্যন্ত দর্শপৌর্ণমাসকৰ্ম্মণ ইবাপূৰ্ণবাস্তবব্যাপারাদাত্মজ্ঞানকৰ্ম্মণোহ্যপূৰ্ণবাস্তবব্যাপার-দেব স্বর্গাদিকবাবম্মোক্ষস্তানন্দরূপফলন্ত সিদ্ধিঃ। তথা চানিত্যত্বং সাত্ত্বিকত্বক অধিক কি বলিব, সমুদায় বেদকে যদি নিয়োগপ্রধান বল, তাহা হইলে, বেদে যে জীবের অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মতা কখন আছে, তাহা নিরর্থক ও নিম্প্রমাণ হইবে।

যদি এমন হয় যে, শাস্ত্র অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মত্ব বলেন ও তজ্জ্ঞাপনার্থ পুরুষকে (জ্ঞান কর, বলিয়া প্রেরণ) করেন, তাহা হইলে এক ব্রহ্মশাস্ত্রের (বেদান্ত-শাস্ত্রের) স্বক্কে বিরুদ্ধ দুইটী অর্থ বলার, বা বিরুদ্ধ দুইটী প্রতিপাদ্য প্রতি-পাদন করার দোষ অর্পণ করা হয়। ব্রহ্মশাস্ত্রকে নিয়োগপ্রধান বলিতে গেলে প্রত-হানি-দোষ, অপ্রতকল্পনা-দোষ, কৰ্ম্মফলের জ্ঞায় হোক্তের অনুষ্ঠোৎপাদ্যতা ও অনিত্যতা এই দুই দোষ, এবং ঐরূপ অজ্ঞাপ অপরিহার্য অনেক প্রকার দোষ হইবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। [তস্মা...মাশ্রয়িতুম্] অতএব, সমুদায় বেদান্তবাক্য অবগতি-অৰ্থেই পর্য্যবসিত, নিয়োগ অৰ্থে নহে। বেদান্তবাক্য নিয়োগবাদী নহে বলিয়াই বাদীর পূর্বোক্ত “এক নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় একবাক্য হইবে, একার্থ প্রতিপাদক হইবে” এই কথা অসঙ্গত বা যুক্তিবাহিত্ব হইতেছে। বেদান্তবাক্যে নিয়োগ (বিধি, কর্তব্যভ্যাক্রমে উপদেশ বা আজ্ঞা) স্বীকার করিলেও, তাহার

কচ্চিদেকস্বাকারঃশোহন্তি। ন হি ভারূপস্বাদয়ো গুণাঃ প্রপঞ্চ-
বিলয়োপকারিণো ভবন্তি। নাপি প্রপঞ্চবিলয়াদয়ো গুণা ভারূপ-
স্বাদিগুণোপকারিণঃ, পরম্পরবিরোধিত্বাৎ। ন হি কুৎস-
প্রপঞ্চপ্রবিলাপঃ প্রপঞ্চকদেশোপেক্ষণৈকগ্মিন্ ধন্নিগি যুক্তঃ
সমাবেশয়িতুম্। তস্মাদস্মদুক্ত এব বিভাগ আকারবদনাকারো-
পদেশানাং যুক্ততর ইতি ॥ ৩। ২। ২১ ॥

অগ্ৰবস্তবেদিত্যাহ—“কৰ্ম্মকসবদ” ইতি। “অপি চ ব্রহ্মবাক্যো” ইতি। সপ্রপঞ্চ-
নিপ্রপঞ্চোপদেশেষু হি সাধ্যাত্মবস্তভেদাদেকনিয়োগসমীক্ষাঃ, দৰ্শপূৰ্ণমাস-
প্রবাস্তবাক্যো হু বস্তপাত্মবস্তভেদস্তথাপাদিকারোপদেশ সাধ্যাত্ম ভেদাভাবভেদ
ইতি ॥ ৩২। ১ ॥

একই স্বীকার তর্কট। নিগুণের অথবা সগুণের যে কোন প্রকারের
উপদেশ হউক, বেদান্তবাক্যে নিয়োগের একই (এক নিয়োগ) সিদ্ধ
হয় না। অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মবোধক বাক্যসমূহকে আকার বিলয়ন দ্বারা
নিরাকারে স্থাপন করা ও নিরাকার বাক্যের সহিত একার্থ করা তর্কট
হয়। শব্দভেদ প্রভৃতির দ্বারা * বিভিন্ন নিয়োগ (বিধি) প্রতীত হয়
সত্য; কিন্তু তাহা সাক্ষরিক নহে। সর্বত্র একাকার নিয়োগ প্রথা অবলম্বিত
হইতে পারে না। কেন-না, তাহা অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। [প্রবাস্ত...
সমাবেশয়িতুম্] প্রবাস্ত ও দর্শপূর্ণমাস স্থলে ঐ অধিকারোপদেশের টীকা থাকায়
একবাক্যতা যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু বেদান্তের সগুণ-নিগুণ-উপদেশস্থলে কোনও
রূপ একাংশ নাই। (একের সহিত অপনের ঐক্য করিয়া একার্থ করিবার
উপায় নাই)। বিবেচনা কর, দীপ্তিরূপ স্তম্ভকে † প্রপঞ্চবিলয়ন ও
প্রপঞ্চবিলয়কে দীপ্তিরূপ স্তম্ভের উপকারী (অঙ্গ) বলা যায় কি? তাহা
যায় না। কারণ এই যে, ঐ স্তম্ভের পরম্পরবিরোধী। বিরুদ্ধতা বিধায়
এক বস্তুতে বা একাধারে নিখিল প্রপঞ্চের অভাব ও প্রপঞ্চমধ্যপাতী
একাংশ বা অংশবিশেষ স্থাপন করিতে পার না। [তস্মাদ...ইতি] অতএব,
সাকার নিরাকার উপদেশ সমূহের মধ্যে সত্ত্বের কথিত বিভাগ অপেক্ষা
অস্বীয় বিভাগই যুক্ততর ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২২ ॥

* ত্রিবিধিবাচী শব্দ—শব্দভেদ। নিগুণ সগুণ ইত্যাদি রূপভেদ। প্রকরণভেদ ফলভেদ,
অর্থাৎ কোন উপাসনার ফল মুক্তি, কোন উপাসনার ফল অভ্যাস (দুর্গতি)। এই সকল অবস্থানে
যে যুক্তি পণ্ডিত হয়, তাহাও প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

† প্রবাস্ত—দর্শপূর্ণমাসনামক বাগের একটি অঙ্গ। দশ ও পূর্ণমাস, এতদ্ব্যতীত দুইটি বাগে
একটি প্রধান বাগ নিম্নলিখিত হয়। প্রবাস্ত ও অনুবাস্ত প্রভৃতি তাহার অবয়ব বা অঙ্গ। গণেশ-
পূজা যেমন সমুদায় প্রধান পূজার অঙ্গ, প্রবাস্ত অনুবাস্তও তেমনি দর্শপূর্ণমাস বাগের অঙ্গ।
পূর্ণমাসসংসার ঐ সকলের বোধক অতি একত্রিত করিয়া একমাত্র প্রধান বাগের বোধক করা হয়।
বেদান্তোক্ত নিগুণ সগুণ উপাসনাবোধক বাক্য সমূহকে সরূপ করিবার উপায় নাই।

‡ পরমাস্তা দীপ্তিরূপী। ইত্যাদিক্রমে একটি উপাসনা কথিত হইয়াছে। ঐ উপাসনার

প্রকৃতেতাবস্থং হি প্রতিষেধতি ততো

ত্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ৩।২।২২ ॥*

“হে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যাকামূর্ত্তঞ্চ স্থিতঞ্চ
যচ্চ সচ্চৈতচ্চ” ত্যচ্চ ইত্যাশ্রয়্য পঞ্চ মহাভূতানি দ্বৈরা-

অধিকরণবিষয়মাহ—“হে বাব ব্রহ্মণো রূপে” ইতি । হে এব ব্রহ্মণো রূপে ।
ব্রহ্মণঃ পরমার্থতোহরূপস্তাধারোপিতে হে এব রূপে, তাভ্যাং হি তদ্রূপাতে ।
তে দর্শয়তি—“মূর্ত্তৈবামূর্ত্তঞ্চ” । সমুচ্চীয়মানাবধারণম্ । অত্র পৃথিব্যাগ্নে-
জাংসি জ্রীণি ভূতানি ব্রহ্মণো রূপং মূর্ত্তং মূর্ত্তিতাবয়বমিতরেতরাহুপ্রবিষ্টাবয়বং
কঠিনমিতি যাবৎ । তত্শেব বিশেষণান্তরাণি মর্ত্ত্যং মরণধর্ম্মকং স্থিতমবাপি
অবচ্ছিন্নমিতি যাবৎ । সং অন্ত্রেভ্যো বিশিষ্যমাণমসাধারণধর্ম্মবদिति যাবৎ ।
গন্ধস্বেচ্ছোষ্ণতাচাত্তোত্ত্বব্যবচ্ছেদহেতবোহসাধারণধর্ম্মান্ত্ৰৈতত্ত্ব ব্রহ্মরূপস্ত
তেজোহবন্নস্ত চতুর্কিংশেষণশ্চেষ রসঃ সারঃ, য এষ সবিতা তপতি । অথামূর্ত্তং
বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চ । তচ্চি ন কঠিনমিত্যমূর্ত্তমেতদমৃতমরণধর্ম্মকম্ । মূর্ত্তং হি
মূর্ত্ত্যন্তরেণাভিহৃত্যমানমবয়ববিশ্লেষাদধঃসতে, ন তু তথাভাবেঃ সম্ভবতামূর্ত্তস্ত ।
এতদ্ব্যংএতি গচ্ছতি ব্যাপ্রোতীতি এতত্যাং নিত্যপরোকমিত্যর্থঃ । তত্শ্চৈতন্ত-
মূর্ত্তশ্চৈতন্তামূর্ত্তসৈতন্তস্ত নত এতন্ত তাত্শেষ রসো য এষ এতন্মিন্ সবিতৃমণ্ডলে
পুরুষঃ । করণাত্মকো হিরণ্যগর্ভপ্রাণাস্থয়ন্তস্ত হেষ রসঃ সারো নিত্যপরোকতা
চ সামান্যমিত্যধিদেবতম্ । অথাধ্যাত্মনিদমেব মূর্ত্তং যদন্তং প্রাণান্তরাকাশাভ্যাং
ভূতত্বয়ং শরীরান্তর্যকমেতন্মর্ত্ত্যমেতং স্থিতমেতং সং তত্শ্চৈতন্ত মূর্ত্তশ্চৈতন্ত

“ব্রহ্মের দুইটা রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত । (পরমার্থকরে তিনি অরূপ ;
পরন্তু উপাধি অনুসারে তাঁহার আরোপিত রূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত । মূর্ত্ত =
মূর্ত্তিমং অর্থাৎ স্থূল । অমূর্ত্ত = তদ্রহিত অর্থাৎ হৃদয় । পৃথিবী, জল ও
তেজ, এই ভূতত্রয় ব্রহ্মের মূর্ত্ত রূপ এবং বায়ু ও আকাশ এই ভূতদ্বয় অমূর্ত্ত রূপ),
মূর্ত্ত রূপটী মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল—নশ্বর । অমূর্ত্তরূপটী অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী ।
স্থিত অর্থাৎ অব্যাপী বা পরিচ্ছিন্ন । সং অর্থাৎ অত্মাপেক্ষা বিশেষ বা অসাধারণ-
ধর্ম্মবিশিষ্ট । ত্যাং ও এতং অর্থাৎ নিত্যপরোক ।” অতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ
ও পঞ্চ মহাভূতকে মূর্ত্তামূর্ত্ত রাশিষদে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন, “অমূর্ত্ত
ভূতদ্বয়ের সার লিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভ—যিনি ঐ স্বর্ধ্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা ও পুরুষ ।
মূর্ত্ত ভূতত্রয়ের সার এই দক্ষিণ চক্ষুঃ—এতদধিষ্ঠিত পুরুষ অমূর্ত্তভূতের সার ।

পরমাত্মা দীপ্তিরূপে উপাস্ত । এই দীপ্তিরূপত্ব গুণ প্রপঞ্চবিলয়ের বিরোধী ; হুতরাং তাহার
সহিত প্রপঞ্চবিলয়ের ঐক্য হইবে না । অন্তান্ত গুণেও এইরূপ জানিবে ।

* হি স্বপ্নাং প্রকৃতং যৎ এতাবয়ং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং রূপং, তৎ প্রতিষেধতি । যথা ভূয়ঃ পুনরপি
পরমভূতী ত্রবীতি প্রতিরিত্তি শেষঃ । ততস্তস্মাৎ ব্রহ্মণো ন কেবলং নির্কিংশেচিদ্ভিন্নাত্বমপি তু
সর্ব্বনিষেধাবধিহীন সত্ত্বপঙমিতি স্থিতিঃ ।

বেহেতু প্রতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠিত বৈরূপা (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত) নিষেধ করতঃ বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম

শ্চেন প্রবিভজ্যামূর্ত্তরসস্ত চ পুরুষশব্দোদিতস্ত মাহারজনাদীনী
রূপাণি দর্শয়িত্বা পুনঃ পঠ্যতে, “অথাৎ আদেশো নেতি নেতি ।
ন হেতস্মাদব্রক্ষণো নেত্যন্তং পরমস্তি” ইতি । তত্র কোহস্ত

মূর্ত্তাস্তত্ত্ব স্থিতৈস্তত্ত্ব সত এব রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হ্রেষ রস ইতি । অথামূর্ত্ত
প্রাণশ্চ যশায়মন্তরাশ্রন্যাকাশঃ । এতদমৃতমেতদ্যদেতাত্যং, তৈস্তত্ত্বামূর্ত্তস্যা-
তত্ত্বামৃততৈস্তত্ত্বা যত এতস্ত ত্যৈস্তব রসো যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষুঃ পুরুষস্তৈস্তব
রসঃ । লিঙ্গস্ত হি করণাশ্রকস্ত হিরণ্যগর্ভস্ত দক্ষিণমক্ষাধিষ্ঠানং ঋতেরধিগতম্ ।
তদেবং ব্রক্ষণ উপাধিক্যৈরমূর্ত্তামূর্ত্তয়োরাধ্যাত্মিকাদিদৈবিকয়োঃ কার্যাকারণ-
ভাবেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ সত্যাদ্শবদ্যচ্যয়োঃ । অথেনানীং তত্ত্ব করণাশ্রনঃ
পুরুষস্ত লিঙ্গস্ত রূপং বক্তব্যম্ । মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়ং বিচিত্রং মায়াম-
হেজ্জ্বালোপমং তদ্বিচিত্রৈজ্জ্বলৈষ্টাস্তবাদর্শয়তি তদ্বৎ “মাহারজনম্” ইত্যাদিনা ।
এতদ্বক্তং ভবতি । মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়স্ত বিচিত্রং রূপং লিঙ্গত্বেনি ।
তদেবং নিরবশেষং সবাসনং সত্যরূপমুক্তা যন্তং সত্যস্ত সত্যমুক্তং ব্রক্ষ তৎ-
স্বরূপাবধারণার্থবিদমারভ্যতে । যতঃ সত্যস্ত রূপং নিঃশেষমুক্তমতোহবশিষ্টে
সত্যস্ত যং সত্যং তস্তানন্তরং তদ্ব্ত্তিহেতুকং স্বরূপং বক্তব্যমিত্যাহ—“অথাৎ
আদেশঃ” । কথম্ । সত্যাসত্যস্ত পরমান্বনস্তমাহ—“নেতি নেতি” । এত-
দর্থকথনার্থমিদমধিকরণম্ । নন্ত কিমেতাবদেবাদেস্তমুতেতঃ পরমস্তদপ্যস্তীত্যত
আহ—“ন হেতস্মাদব্রক্ষণঃ” ইতি । নেত্যাদিষ্টাদন্তং পরমস্তি যদাদেস্তং ভবেৎ ।

তাহা প্রাণ বা লিঙ্গায়া । এইরূপে ঐতি পরমান্বার উপাদি আধ্যাত্মিক ও
আধিদৈবিক মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগ কথনপূর্ব্বসর লিঙ্গায়া অর্থাৎ ইজ্রিয়ায়া উপদেশ
করিয়াছেন । অনন্তর তাঁহার রূপবর্ণনা করিয়াছেন । রূপবর্ণনাকালে
মাহারজনাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । যেমন মাহারজন বস্ত্র, যেমন পাণ্ডুবর্ণ আবিক
বাস, যেমন ইজ্রগোপ, তিনিও তেমনি, ইত্যাদি । তাঁহার রূপ বাসনাময় ; স্মৃতরাং
স্বাপ্নিক বা মায়িক ; সেই জন্ত তাঁহার স্বরূপ বিচিত্র । (মহারজন = হরিজ্ঞা,
পাণ্ডু = শ্বেত । আবিক = পশম) । ফলিতার্থ এই যে, মূর্ত্তামূর্ত্ত পদার্থের
সংস্কারীজাত বিজ্ঞান বিচিত্র, তাহাই আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও লিঙ্গায়া, ইজ্রিময়
আজ্ঞার, অথবা হিরণ্যগর্ভ নামক স্ত্রীজ্ঞার স্বরূপ । সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,
“অন্তঃপর ঐ সকল কারণে আদেশ অর্থাৎ কথন বা বলা যায়, তাহা নহে—
তাহা নহে । (ফলিতার্থ এই যে, যাহা বলা হইল, পরমার্থ পক্ষে তাহা ব্রক্ষ
নহে ; তাহা ব্রক্ষের উপাধিমাাত্র ।) যাহা প্রকৃত আদেশ, তাহা “তাহা নহে”
“তাহা নহে” এই নিষেধের নিষেধ্য হইতে ভিন্ন, পর বা পরম ও অন্তিরূপ
(সত্ত্বাত্মক) । * [তত্র...দিশু] এখানে জিজ্ঞাসা এই যে, “না বা নহে” এই

এতদভিরুক্তও আছেন”, সেই হেতু হির হস্ত, পরমার্থ কল্পে অস্ত কিছু নাই এবং তাঁহার রূপাদিও
পরমার্থকল্পে নাই । তিনি কেবল সজ্ঞ । (বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্যানুবাদে পাইবেন) ।

* ঐতি ব্রক্ষ বুঝাইবার উদ্দেশে প্রথমে মূর্ত্তামূর্ত্ত-বাসনা-বিজ্ঞানময় লিঙ্গায়া স্বরূপ বলিয়াছেন ।
পরে বলিয়াছেন, এ সকল সত্য । তৎপরে বলিয়াছেন, যাহা এই সত্যের সত্য, তাহা ব্রক্ষ ।

প্রতিষেধস্ত বিষয় ইতি জিজ্ঞাসামাহে । ন হ্যত্রেদং তদিত্তি বিশেষিতং কিঞ্চিং প্রতিষেধ্যমুপলভ্যতে । ইতি-শব্দেন ত্বত্র প্রতিষেধ্যং কিমপি সমর্প্যতে—নেতি নেতীতি, ইতি-শব্দপরত্বান্নপ্রয়োগস্ত । ইতি-শব্দশচাযং সন্নিহিতালম্বন এবং-শব্দ সমানবৃত্তিঃ প্রযুক্ত্যমানো দৃশ্যতে ‘ইতি হ স্রোপাধ্যায়ঃ কথয়তি’ ইত্যেবমাদিষু । সন্নিহিতঞ্চাত্ৰ প্রকরণসামর্থ্যাদ্ রূপদ্বয়ং সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণঃ । তচ্চ ব্রহ্ম, যস্ত তে দ্বৈ রূপে । তত্র নঃ সংশয় উপজায়তে—কিময়ং প্রতিষেধো রূপে রূপবচোভয়মপি প্রতিষেধতি ? আহোষিদেক-তরম্ ? যদাপ্যেকতরং, তদাপি কিং ব্রহ্ম প্রতিষেধতি, রূপে

তস্মাদেতাবদেবাদেশঃ নাপরমস্তীত্যর্থঃ । অত্রৈবমর্থে নেতিনা যৎ সন্নিহিতং পরামৃষ্টং, তন্নিষিধ্যতে নঞা । সন্নিহিতঞ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তসবাসনং রূপদ্বয়ম্ । তদ-বচ্ছেদকত্বেন চ ব্রহ্ম । তত্রৈদং বিচার্যতে । কিং রূপদ্বয়ং সবাসনং ব্রহ্ম চ সর্বমেব চ প্রতিষিধ্যত, উত ব্রহ্মৈবাথ সবাসনং রূপদ্বয়ম্, ব্রহ্ম তু পরিনিষ্যত-ইতি । যত্চপি তেহু তেহু বেদান্তপ্রদেশেষু ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদিতং, তদসম্ভাব-জ্ঞানঞ্চ নিন্দিতমস্তীত্যেবোল্লেক্য ইতি চাস্ত সঙ্কমবধারিতং তথাপি সন্দো-ধ-রূপং তদ্ব্রহ্ম সবাসনমূর্ত্তামূর্ত্তরূপসাধারণতয়া চ সামান্তং, তস্ত চৈতে বিশেষা মূর্ত্তামূর্ত্তাদয়ঃ, ন চ তত্ত্ববিশেষনিষেধে সামান্তমবস্থাতুর্হিতি, নির্কিংশেষস্ত

নিষেধের বিষয় বা নিষেধ্য কি ? শ্রুতি ঐ নিষেধবাক্যে কাহার নিষেধ করিয়া-ছেন ? সংশয় হইবার কারণ এই যে, ঐ স্থানে কোনরূপ নাম-নির্দিষ্ট নিষেধের উল্লেখ নাই । ইহা, তাহা বা অমুক এরূপ কোন কথা নাই । না থাকায় ঐ নিষেধের কোনরূপ নির্দিষ্ট নিষেধ্য উপলব্ধ হয় না । কেবল ন+ইতি=নেতি—এইরূপে ঐ ন-কারের পর ‘ইতি’ শব্দ থাকায় সেই “ইতি” শব্দে সামান্ততঃ কোন এক অনির্দিষ্ট নিষেধ্য সমর্পিত হয়, (প্রতীত) করায় । ইতি-শব্দ সন্নি-হিতবাচী । যেমন এবং-শব্দ, তেমনি ইতি-শব্দ । বেদেও এবং-শব্দের অর্থে ইতি-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । যথা—“উপাধ্যায় ইতি অর্থাৎ এইরূপ বলিয়াছেন ।” ইত্যাদি । [সন্নিহিতঞ্চাত্ৰ...মতিঃ] অতএব, যাহা সন্নি-

এই বিচারটী সেই শ্রুত্যুক্ত সত্য-সত্য ব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণার্থ অবতারণিত । শ্রুতি যে নিখিল সত্তারূপ বলিয়া সত্য-সত্যের স্বরূপ বিজ্ঞাপনার্থ “নেতি” “নেতি” বলিয়াছেন, অর্থাৎ “না” “না” এই নিষেধবাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাতে সহসা সত্য-সত্যের স্বরূপ প্রতীত হয় না, প্রত্যুত নানাধিকার সংশয় আগমন করে । কেননা, প্রোক্ত নিষেধের নিষেধ্য ঐ স্থলে অভিহিত নাই । নিষেধের অভিধান না থাকায় ব্রহ্মপদ্যন্ত নিষেধ্যাস্তগত হইবার সম্ভাবনা ; হুতরাং প্রত্যাবের পূর্ক্যাপর পধ্যালোচনাপূর্কক বিচার পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা ঐ তত্ত্বের নির্ণয় করা আবশ্যক, হুতরাং বিচারারম্ভ শিরষক নহে ।

পরিশিনষ্টি ? আহোশ্বিক্রপে প্রতিষেধতি, ব্রহ্ম পরিশিনষ্টি ? ইতি ।
তত্র প্রকৃতত্বাবিশেষাদুভয়মপি প্রতিষেধতীত্যাহ্বামহে । দ্বৌ তৌ
প্রতিষেধৌ, দ্বিনেতি-শব্দপ্রয়োগাৎ । তয়োরেকেন সপ্রপঞ্চং
ব্রহ্মণো রূপং প্রতিষিধ্যতে, অপরেণ রূপবদ্ব্রহ্মেতি ভবতি মতিঃ ।
অথবা ব্রহ্মৈব রূপবৎ প্রতিষিধ্যতে । তন্নি বাঙ্গনসাতীতত্বাদ-
সম্ভাব্যমানসম্ভাবং প্রতিষেধার্থঃ, ন তু রূপপ্রপঞ্চঃ প্রত্যক্ষাদিগোচর-
ত্বাৎ প্রতিষেধার্থঃ । অভ্যাসস্বাদরার্থঃ—ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

সামান্ত্রাযোগাৎ । যথাহঃ—‘নির্কিংশেষং ন সামান্ত্রং ভবেচ্ছবিষাণবৎ’ ।
ইতি । তস্মান্তদ্বিশেষনিষেধেহপি তৎসামান্ত্রস্ত ব্রহ্মণোহনবস্থানাং সৰ্ব্বশ্রেণ্যবহয়ং
নিষেধঃ । অতএব ন হ্যেতস্মাদিতি নেতান্ত্রং পরমস্বীতি নিষেধাৎ পরং নাস্তীতি
সৰ্ব্বনিষেধমেব তদ্ব্যম্ভিঃ প্রতিঃ । অস্তীত্যেবোপলব্ধ্য ইতি চোপাসনাবিধান-
বশেয়ং, ন তন্ত্ৰিত্ত্বমেবাস্ত তদ্ব্যম্ভিঃ । তৎপ্রশংসার্থক্যাসম্ভাবজ্ঞাননিব্ধা । যচ্চাত্তত্র
ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনং তদপি মূর্ত্তামূর্ত্তরূপপ্রতিপাদনবিনিবেশার্থমসম্বিতোহপি
চ তত্র নিষেধো যোগ্যত্বাৎ সম্বন্ধস্ততে । যথাহঃ—‘যেন যস্তাভিসম্বন্ধো দূরস্থ-
স্তাপি তেন সঃ’ ইতি । তস্মাৎ সৰ্ব্বশ্রেণ্যবাহবিশেষেণ নিষেধ ইতি ‘প্রথমঃ
পঞ্চঃ । অথবা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চস্ত সমস্তস্ত প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধত্বাদ্ ব্রহ্মণস্ত
বাঙ্গনসাগোচরতয়া সকলপ্রমাণবিরহাৎ কতরস্তাস্ত্র নিষেধ ইতি বিশয়ে প্রপঞ্চ-
প্রতিষেধে সমস্তপ্রত্যক্ষাদিব্যাকোপপ্রসঙ্গাদব্রহ্মপ্রতিষেধে অব্যাকোপাদ-
ব্রহ্মৈব প্রতিষেধেন সম্বধ্যতে যোগ্যত্বাৎ প্রপঞ্চস্তদ্বৈপরীত্যাৎ । বীক্ষ্য তু তদ-
ত্যস্তাভাবচিনায়েতি মধ্যমঃ পঞ্চঃ । তত্র প্রথমং পঞ্চং নিরাকরোতি—

হিত—পূৰ্ব্বকথিত, তাহাই ইতি-শব্দের বোধ্য । সম্বন্ধানে অর্থাৎ পূৰ্বে
ব্রহ্মের রূপদ্বয় বর্ণিত আছে । তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপদ্বয় গ্রাহ্যর, এইরূপে বর্ণিত
আছে ; সুতরাং সংশয় হয় । সংশয়ের আকার এই যে, ঐ নিষেধ কি রূপ-
দ্বয় ও রূপদ্বয়যোগী ব্রহ্ম,—উভয়ের নিষেধক ? অথবা একতরের নিষেধক ?
যদি একতরের নিষেধক হয়, তবে, তদ্বারা কি ব্রহ্মেরই নিষেধ হইয়াছে ?
(ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে ?) না কেবল রূপদ্বয়ের নিষেধ হইয়াছে ? (ব্রহ্মের
রূপ নাই বলা হইয়াছে ?) প্রকৃতে বিশেষোক্তি না থাকায় অর্থাৎ প্রকরণে
উভয়ের প্রস্তাব থাকায় উভয়েরই নিষেধাশঙ্কা হয় । অপিচ, দুই বার
“নেতি” শব্দের প্রয়োগ থাকাতে মনে হয়, ঐ স্থলে দুইটি নিষেধ । একটীর
দ্বারা ব্রহ্মগত প্রপঞ্চরূপের ও অতটীর দ্বারা রূপবদব্রহ্মের নিষেধ হইয়াছে ।
[অথবা...প্রসঙ্গাৎ] অথবা গ্রাহ্যর মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ বলা হইয়াছে, তাঁহারই—সেই
ব্রহ্মেরই—নিষেধ হইয়াছে (ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে) । তিনি বাক্যও মনের
অগোচর, সেই কারণে তাঁহার সম্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব অসম্ভাব্যমান । অতএব,
নির্কিংশেষ ব্রহ্মই নিষেধের যোগ্য, সবিশেষ ব্রহ্ম নিষেধের যোগ্য নহে । রূপ-
প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ, সুতরাং তাহা নিষেধের অব্যোগ্য । (মোহা চক্ষে দেখা যায়,

ন তাবদুভয়প্রতিষেধ উপপত্ততে, শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ । কিঞ্চিচ্ছি
পরমার্থমালম্ব্যাপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে, যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ ।
তচ্চ পরিশিষ্যমাণে কস্মিন্শ্চিন্দ্রাব্যেহবকল্পতে । কুৎসপ্রতিষেধে
হি কোহন্তো ভাবঃ পরিশিষ্যেত । অপরিশিষ্যমাণে চান্ত্যগ্নিন্ য
ইতরঃ প্রতিষেক্ষুমারভ্যতে, তস্য প্রতিষেক্ষুমশক্যত্বাৎ তস্মৈব
পরমার্থতাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ । নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপ-
পত্ততে, “ব্রহ্ম তে ব্রবাণি” ইত্যুপক্রমবিরোধাৎ । “অসম্ভব

“ন তাবদুভয়প্রতিষেধ উপপত্ততে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ” ইতি । অয়মভিসন্ধিঃ—
উপায়ো হস্ত পৃথিব্যাদয়োহবিজ্ঞাকল্পিতাঃ ন তু শোণ-কর্কাদয় ইব বিশেষা
অন্বস্তা । ন চোপাধিবিগমে উপহিতস্তাব্যাবোহপ্রতীতির্কী । ন হ্যুপাধীন্য
দর্পণমণিকুপাণাদীনামপগমে মুখস্তাব্যাবোহপ্রতীতির্কী । তস্মাদুপাধিনিষেধেহপি
নোপহিতস্ত শব্দবিবাণায়মানতা অপ্রত্যয়ো বা । ন চ ইতীতি সন্নিধানাবিশেষাৎ
সর্বস্ত প্রতিষেধাভিমতি যুক্তম্ । ন হি ভাবমহুপাশ্রিত্য প্রতিষেধ উপপত্ততে,
কিঞ্চিচ্ছি কচিচিষিধ্যতে । ন হ্যনাশ্রয়ঃ প্রতিষেধঃ শক্যঃ প্রতিপত্তুম্ । তদিদমুক্তম-
পরিশিষ্টমাণে চান্ত্যগ্নিন্ য ইতরঃ প্রতিষেক্ষুমারভ্যতে, তস্য প্রতিষেক্ষুমশক্যত্বাৎ
তস্মৈব পরমার্থতাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ ।

মধ্যমং পক্ষং প্রতিক্ষিপতি । নাপি ব্রহ্মনিষেধ উপপত্ততে । যুক্তং
যন্নৈসর্গিকাবিভাষাপ্রাপ্তঃ প্রপঞ্চঃ প্রতিষিধ্যতে, প্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্ত ।
ব্রহ্ম তু নাবিভাষাসিদ্ধং নাপি প্রমাণান্তরাৎ । তস্মাৎ শব্দেন প্রাপ্তং প্রতিষেধ-
নীয়ম্ । তথা চ দত্তস্ত শব্দঃ প্রাপকঃ, স তৎপর ইতি স ব্রহ্মণি প্রমাণ-
মিতি কথমন্ত নিষেধোহপি প্রমাণবান্ । ন চ পর্য্যদাসাধিকরণপূর্ব-
পক্ষস্তায়েন বিকল্পঃ, বস্তুরি সিদ্ধবভাবে তদনুপপত্তেঃ । ন চাব্যয়নসগোচরো
বুদ্ধাবালিখিতুং শক্যঃ । অশক্যশ্চ কথং নিষিধ্যতে । প্রপঞ্চস্তন্যন্তবিজ্ঞাসিকো-
হনন্ত ব্রহ্মণি প্রতিষিধ্যত ইতি যুক্তম্ । তদিদমানুপপত্তিমভিপ্রোক্তোক্তং “নাপি
ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপপত্ততে” ইতি । হেবস্তুরমাহ—“ব্রহ্ম তে ব্রবাণি” ইতি । “উপ-

তাহা নাই বলা যায় না ; সুতরাং তাহা নিষেধের গোচ্য নহে) । হুই বার
নিষেধ অর্থাৎ নেতি-শব্দের উল্লেখ আছে সত্য ; তাহার এক উল্লেখের আদ-
রার্থতা ব্যতীত অর্থ অর্থ নাই । অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন বাক্য ও মনের অগোচর,
তখন তাঁহাকে নাই বলাই শ্রেয়ঃ ও আদরণীয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ দ্বিকৃতি ব্রহ্ম
হইয়াছে । এই আশঙ্কার বা এই পূর্বপক্ষের উপর বলা যায়, উভয়নিষেধ
যুক্তিসিদ্ধ নহে । উভয়নিষেধে শূন্যবাদ আইসে ।

[কিঞ্চিচ্ছি...প্রসঙ্গাচ্চ] যদুপ রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পাদির নিষেধ, সেইরূপ,
কোন এক পরমার্থসংস্কার আধার অবলম্বন করিয়া তাহাতে অপরমার্থের (মিথ্যার)
নিষেধ হইয়া থাকে । নিষেধ সঙ্গত বা সাধু হইতে পারে, যদি কিছু অব-
শেষ থাকে । সর্বনিষেধ হইলে কোনও বস্তু অবশিষ্ট থাকিবেক না । যদি

স ভবত্যসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ” ইত্যাদিনিন্দাবিরোধাৎ,
 “অস্তাত্যেবোপলব্ধব্যঃ” ইত্যবধারণবিরোধাৎ, সর্ববেদান্ত-
 ব্যাকোপপ্রসঙ্গাচ্চ । বাহ্যনসাতীতত্বমপি ব্রহ্মণো নাভাবা-
 ভিপ্রায়েণাভিধীয়তে । ন হি মহতা পরিকরবন্ধেন “ব্রহ্মবিদা-
 ন্নোতি পরং” “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যেবমাদিনা বেদা-
 ন্তেষু ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য, তত্শেব পুনরভাবোহভিলপ্যেত, “প্রক্ষা-
 লনাক্ষি পক্ষশ্চ দূরাদম্পর্শনং বরম্” ইতি শ্রীয়াৎ । অতঃ প্রতি-
 পাদনপ্রক্রিয়া ত্বেষা “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা

ক্রমবিরোধাৎ” ইতি । উপক্রমপরামর্শোপসংহারপর্যালোচনয়া হি বেদান্তানাং
 সর্বেষামেব ব্রহ্মপরম্পূর্ণপাদিতং প্রথমেহধ্যায়ে । ন চাসত্যামাকাজ্জায়াং দূরতর-
 শ্চেন প্রতিষেধে নৈবাং সম্বন্ধঃ সম্ভবতি । যচ্চ বাহ্যনসাতীতত্বয়া ব্রহ্মণস্তৎপ্রতি-
 ষেধশ্চ ন প্রমাণান্তরবিরোধ ইতি । তত্রাহ—“বাহ্যনসাতীতত্বমপি” ইতি । প্রতি-
 পাদয়ন্তি বেদান্তা মহতা প্রয়ত্নেন ব্রহ্ম । ন চ নিষেধায় তৎপ্রতিপাদনমনুপপত্তে-
 রিত্যুক্তমধ্যস্তাৎ । ইদানীন্ত নিম্প্রয়োজনমিত্যুক্তং, প্রক্ষালনাক্ষি পক্ষশ্চেতি শ্রীয়াৎ ।
 তস্মাদ্বেদান্তবাচা মনসি সন্নিধানাদ্ ব্রহ্মণো বাহ্যনসাতীতত্বং নাঙ্গমম্, অপি তু প্রতি-
 অবশেষ না থাকে, কিছুই না থাকে, তাহা হইলে বাহাতে অন্তের নিষেধ
 অর্থাৎ বাহাতে “নাই” বলিবে, তাহাও নিষেধের অবিষয় হইবে । তাহা হইলে
 সর্বনিষেধ সিদ্ধ হইবে না । কেননা, এক পরমার্থ সং থাকায় তাহার নিষেধ
 যুক্তিবহির্ভূত হয় । অপিচ, ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে তাহা উপপন্ন হইবে
 না ; কেননা, তাহা “তোমাকে ব্রহ্ম বলিব” এই উপক্রমের বা প্রতিজ্ঞার-
 বিরুদ্ধ এবং তাহা “সেও অসৎ হয়—যে ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে।”
 ইত্যাদি বাক্যে যে, অসদ্ব্রহ্মবাদীর নিন্দা অভিহিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধও
 বটে । “অস্তি—আছেন, এইরূপে তিনি উপলব্ধব্য।” এই যে, অবধারণ
 অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মনিষেধপক্ষ তাহারও বিরোধী । অধিক কি বলিব,
 ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে সমুদায় বেদান্তের অবমাননা করা হইবে ।
 (অতএব, লৌকিক প্রমাণপ্রাপ্ত বৈতটী উক্ত নিষেধের নিষেধ; বেদান্ত-
 প্রথিত অদ্বয় ব্রহ্ম নিষেধ্য নহে) । [বাহ্যনসা...বেধভীতি । শ্রুতি ঠাহাকে
 বাক্যমনের অগোচর বলিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহাতে ঠাহার অভাব অর্থাৎ
 নাস্তিত্ব কথিত হয় নাই । অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই, এ অভিপ্রায়ে বাক্যাদির
 অগোচর বলা হয় নাই । প্রমাণভূতা শ্রুতি মহা আত্মত্বের “ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত
 হন” “ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দ ও অনন্ত” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন
 করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম নাই বলিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব । ঐরূপ বলিবার
 প্রয়োজনও নাই । শরীরে পাক মাখিয়া তাহা খোত করা অপেক্ষা পাক না মাখাই

সহ” ইতি । এতদুক্তং ভবতি—বান্ধনসাতীতমবিষয়াস্তঃপাতি-
প্রত্যগাত্মভূতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মেতি । তস্মাৎ
ব্রহ্মণো রূপপ্রপঞ্চং প্রতিষেধতি, পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেত্যবগন্ত-
ব্যম্ । তদেতদুচ্যতে—“প্রকৃতৈতাবদ্বং হি প্রতিষেধতি” ইতি ।

প্রকৃতং যদেতাবদ্বং পরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো রূপং,
তদেষ শব্দঃ প্রতিষেধতি । তন্নি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ পূর্ব্বস্মিন্
ঐত্বেহিধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ । তজ্জনিতমেব চ বাসনালক্ষণমপরং
রূপমমূর্ত্তরসভূতং পুরুষশব্দোদিতং লিঙ্গাত্মব্যাপাশ্রয়ং মাহা-
রজনাভ্যুপমাভির্দর্শিতম্, অমূর্ত্তরসস্য চ পুরুষস্য চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপ-

পাদনপ্রক্রিয়োপক্রম এষঃ । যথা গবাদয়ো বিষয়াঃ সাক্ষাচ্ছগ্রাহিকয়া প্রতি-
পাত্তস্তে প্রতীয়ন্তে চ, নৈবং ব্রহ্ম । যথাহঃ—ভেদপ্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ চ
নিরূপণমিতি ।

নমু প্রকৃতপ্রতিষেধে ব্রহ্মণোহপি কস্মিন্ন প্রতিষেধ ইত্যত আহ—“তন্নি
প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ” ইতি । প্রধানং প্রকৃতং, প্রপঞ্চচ প্রধানং ন ব্রহ্ম । তস্মৈ
ষষ্ঠ্যন্ততয়া প্রপঞ্চাবচ্ছেদকত্বেনাপ্রধানত্বাদিত্যর্থঃ ।

ভাল, ইহা সামান্ত্র লৌকিক পুরুষেরাও বুঝে। “বাক্য ও মন যাহাকে না
পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বাক্য যাহাকে বলিতে, কিংবা মন যাহাকে
মনন করিতে পারে না”, এ শ্রুতি তাঁহার অভাব বলেন নাই; কিন্তু ব্রহ্ম
প্রতিপাদনের প্রক্রিয়া বা প্রণালী মাত্র বলিয়াছেন। উহাতে ইহাই উক্ত
হইয়াছে যে, ব্রহ্মরূপটী বাক্যমনের অতীত অর্থাৎ অবিষয়। প্রত্যগাত্মা
অবিষয় ও নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। বুঝিতে হইবে যে, ঐ নিষেধ—ঐ “নেতি
নেতি” বাক্য—রূপপ্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মকে পরিশেষিত করিয়াছেন।
অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, অথ কিছু নাই, ইহা বলিয়াছেন। সূত্রকারও
“প্রকৃতৈতাবদ্বং প্রতিষেধতি” এই অংশের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন।

[প্রকৃতং...রূপভেদঃ] যে এতাবদ্ব প্রস্তাবিত অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রস্তাবে যে,
ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ “নেতি” শব্দে তাহা-
রই নিষেধ হইয়াছে। অর্থাৎ তাহা পরমার্থকল্পে নাই, ইহাই ঐ শব্দে
বলা হইয়াছে। যাহা প্রকৃত, তাহা পূর্বে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভেদে
ষিভাবে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। তজ্জনিত বাসনাশ্রয়ক অপর একটা রূপ—
যাহা অমূর্ত্তরূপের রস অর্থাৎ সার, তাহা পুরুষ ও লিঙ্গাত্মা-শব্দে শব্দিত
হইয়াছে এবং সেরূপটী মাহারজন অর্থাৎ হরিজ্ঞাত বস্ত্র প্রভৃতি উপমান
দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে (শ্রুতিকর্তৃক)। অমূর্ত্তভূতের সারস্বরূপ মূর্ত্ত-
বাসনাময় হিরণ্যগর্ভের চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপ নাই বলিয়াই উপমান দ্বারা বুঝাইতে

যোগিহানুপপত্তেঃ । তদেতৎ সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং সন্নি-
হিতালম্বনেতি-করণেন প্রতিষেধক-নঞঃ প্রত্যুপনীয়ত ইতি
গম্যতে । ব্রহ্ম তু রূপবিশেষণত্বেন ষষ্ঠ্যা নির্দিষ্টং পূর্বস্মিন্
গ্রন্থে, ন স্বপ্রধানত্বেন । প্রপঞ্চিতে চ তদীয়ে রূপদ্বয়ে, রূপবতঃ
স্বরূপজিজ্ঞাসায়ামিদমুপক্রান্তং “অথাৎ আদেশো নেতি
নেতি” ইতি । তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপা-
বেদনমিদমিতি নির্ণীয়তে । তদাস্পদং হীদং সমস্তং কার্যং
নেতি নেতীতি প্রতিষিদ্ধম্ । যুক্তঞ্চ কার্যস্য বাচারম্ভগণ-
নাদিত্যোহসম্বন্ধমিতি “নেতি নেতি” ইতি প্রতিষেধনং, ন তু
ব্রহ্মণঃ, সর্বকল্পনামূলত্বাৎ ।

ন চাত্রেয়মাশঙ্কা কর্তব্য।—কথং হি শাস্ত্রং স্বয়মেব ব্রহ্মণো
রূপদ্বয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মেব পুনঃ প্রতিষেধতি “প্রকালনাক্ষি পঞ্চস্য

“ততোহন্তদব্রবীতি” ইতি নেতি নেতীতি প্রতিষেধাদন্তদ্বয়ো ব্রবীতীতি,
তন্নির্বচনম্, “ন হেতুস্বাদিত্যস্ত যদা ন হেতুস্বাদিতি নেতি নেত্যাদিষ্টাদব্রহ্মণো-
হইয়াছে । [তদেতৎ...মূলত্বাৎ] এই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপ ইতি-শব্দে উপস্থাপিত
হইয়া নিষেধার্থক ন-কারে উপনীত অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইয়াছে । পূর্বগ্রন্থস্থ ব্রহ্ম-
শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি থাকায় ব্রহ্ম বিশেষণভাবে অর্থাৎ অপ্রধানভাবে প্রদর্শিত
হইয়াছেন । রূপদ্বয় (মূর্ত্তামূর্ত্ত) প্রপঞ্চিত হওয়ায়, রূপবানের অর্থাৎ
খাঁহার সেই দুই রূপ—উাহার অর্থাৎ তদ্ব্যয়ক জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা)
স্বতই উৎপন্ন হয়, তৎপরিপূর্ণার্থ “অথাৎ আদেশো নেতি নেতি” এক্ষপে
উপক্রম । ঐ উপক্রমবাক্যে ব্রহ্মের কল্পিত রূপ প্রত্যাখ্যান ও স্বরূপের
বিজ্ঞাপন, এই দুই তত্ত্ব নির্ণীত হয় । এই যে-কিছু কার্য—যে-কিছু জন্মবান্
বস্তু—সমস্তই ব্রহ্মাশ্রিত । সেই কারণে এ সকল ব্রহ্মে নিষিদ্ধ । তাৎপর্য্য
এই যে, অবিচারিত জ্ঞানে এ সকল ব্রহ্মাস্পদ, কিন্তু পরমার্থজ্ঞানে এ সকল মিথ্যা
অর্থাৎ আদৌ অসত্য । কার্য (জন্মবস্তু) মাত্রই বাক্য্যরূক অর্থাৎ কথা মাত্র,
বস্তুসৎ নহে, ইত্যাদি শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা কার্য্যের মিথ্যাত্ব প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং
তাহারই নিষেধ যুক্তিযুক্ত । ব্রহ্ম সমুদায় কল্পনার মূল ; সুতরাং ব্রহ্ম নিষেধের
অর্থাৎ ব্রহ্মকে নাই বলার উপায় নাই ।

[ন চাত্রেয়...নিবর্ত্ততে] শাস্ত্র ব্রহ্মের রূপদ্বয় দেখাইয়া নিষেধ করিলেন
কেন ? কর্ত্তম মাথিয়া যৌতকরণ অপেক্ষা কর্ত্তম না মাথাই-ত ভাল ? এ আশঙ্কা
কর্ত্তব্য নহে । তৎপ্রতি হেতু এই যে, শাস্ত্র ব্রহ্মের ঐ রূপদ্বয় প্রতিপাত্তভাবে

দূরাদম্পর্শনং বরম্” ইতি। যতো নেদং শাস্ত্রং প্রতিপাদ্যত্বেন
ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং নির্দিশতি, লোকপ্রসিদ্ধাস্ত্বিদং রূপদ্বয়ং কল্পিতং
পরামুশতি প্রতিষেধাত্মায় শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায় চেতি
নিরবদ্যম্। দ্বৌ চৈতো প্রতিষেধৌ যথাসম্বন্ধাভায়েন হে অপি
মূর্ত্তামূর্ত্তে প্রতিষেধতঃ। যদ্বা, পূর্ব্বঃ প্রতিষেধো ভূতরাশিঃ
প্রতিষেধতি, উত্তরো বাসনারাশিম্। অথবা “নেতি নেতি”
ইতি বীপ্সেয়মিতীতি যাবৎ কিঞ্চিছুৎপ্রেক্ষ্যতে, তৎ সর্ব্বং ন
ভবতীতি তদর্থঃ। পরিগণিতপ্রতিষেধে হি ক্রিয়মাণে, যদি নৈতদ্
ব্রহ্ম, কিমন্যদ্ ব্রহ্ম ভবেদিতি জিজ্ঞাসা স্মাৎ, বীপ্সায়াস্তু সত্যং
সমস্তস্য বিষয়জাতস্য প্রতিষেধাদবিষয়ঃ প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মেতি
জিজ্ঞাসা নিবর্ত্ততে। তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতি-
ষেধতি, পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ। ইতশ্চৈষ এব নির্ণয়ো
যতঃ, ততঃ প্রতিষেধাদুয়ো ব্রুবীতি—‘অন্যৎ পরমস্তু’ ইতি।

হতং পরমস্তুতীতি ব্যাখ্যানং, তদা প্রপঞ্চপ্রতিষেধাদন্তু হ্রৈব ব্রুবীতীতি ব্যাখ্যেয়ম্।

উল্লেখ করেন নাই, বলেন নাই, লৌকিক প্রমাণ প্রাপ্ত অর্থাৎ বিচারিত জ্ঞানা-
ভাব-প্রযুক্ত কল্পিত তদ্ব্যয়ের অনুবাদ বা অনুসন্ধান মাত্র করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তামূর্ত্ত
রূপদ্বয়ের পরামর্শ (অনুসন্ধান) ও নিষেধাত্মা কখন শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন
উদ্দেশ্যেই কৃত হইয়াছে। ঐ প্রতিষেধদ্বয় যথাসম্বন্ধা ভায়ে অর্থাৎ যথাক্রমে মূর্ত্তা-
মূর্ত্ত রূপের প্রতিষেধ করে। অথবা প্রথম নিষেধে ভূতরাশির এবং দ্বিতীয়
নিক্ষেপে বাসনারাশির নিষেধ হইয়াছে। কিম্বা “নেতি” “নেতি” এই দ্বিকল্প
প্রয়োগ বীপ্সা। বীপ্সা প্রয়োগের ফল বা উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মে যে কিছু উৎ-
প্রেক্ষিত হয় ও হইতে পারে, সে সমস্তই তাঁহাতে নাই। “ইহা নহে” এতাবৎ-
মাত্র পরিগণিত নিষেধে জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে, তবে কি
অন্ত কিছু ব্রহ্ম? এইরূপ জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়। আর বীপ্সা হইলে সমুদায়
বিষয়ের ব্রহ্মই নিষেধ হয়, তাহাতে অবিসয় প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মতা নিশ্চিত হয়।
নিশ্চয় জ্ঞান হইলেই জিজ্ঞাসা ও সংশয় থাকে না। [তস্মাৎ...ক্রয়ং] প্রদর্শিত
যুক্তিতে সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে, শ্রুতি ব্রহ্মের রূপপ্রপঞ্চ নিষেধ করিয়া কেবল
ব্রহ্মকে অবশেষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই পরমার্থ সং বস্ত্র আছেন, আর
সকল নাই বা মিথ্যা। অন্ত হেতুতেও ঐ নির্ণয় লব্ধ হয়। সে হেতু এই—
শ্রুতি ঐ প্রতিষেধের পর অর্থাৎ “ইহা নহে ইহা নহে” এইরূপ নিষেধ করিয়া
বলিয়াছেন “যাবৎ নিষেধা ভিন্ন পরমাত্মা আছেন।” সমুদায় নিষেধযোগ্যের

অভাবাবসানে হি প্রতিষেধে ক্রিয়মাণে কিমন্ত্যং পরমস্তুতি
ক্রিয়াৎ ।

তত্রৈকাক্ষরযোজনা—নেতি নেতীতি ব্রুদাদিশ্চ তমেবাদেশং
পুনর্নির্ব্বক্তি । নেতি নেতীত্যস্ত কোহর্থঃ ? ন হ্যেতস্মাৎ
ব্রুদাণো ব্যতিরিক্তমস্তুতি, অতো নেতি নেতীত্ব-
চ্যতে, ন পুনঃ স্বয়মেব নাস্তীত্যর্থঃ । তচ্চ দর্শয়তি ‘অন্ত্যং
পরমপ্রতিষিদ্ধং ব্রহ্মাস্তি’ ইতি । যদা পুনরেবমক্ষরাণি
যোজ্যন্তে—ন হ্যেতস্মাদিতি নেতি নেতি প্রপঞ্চপ্রতিষেধরূপা-
দেশনাদন্ত্যং পরমাদেশনং ন ব্রহ্মণোহস্তুতি, তদা “ততো
ব্রবীতি চ ভূয়ঃ” ইত্যেতন্মামধেয়বিষয়ং যোজয়িতব্যম্ । “অথ
নামধেয়ং সত্যস্ত সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেভ্যমেব সত্যম্”
ইতি হি ব্রবীতি ইতি । তচ্চ ব্রহ্মাবসানে প্রতিষেধে সমঞ্জ-

যদা তু ন হ্যেতস্মাদিতি সর্ব্বনাম্মা প্রতিষেধো ব্রহ্মণ আদেশঃ পরায়ুক্ততে, তদপি
প্রপঞ্চপ্রতিষেধমাত্রং ন প্রতিপত্তব্যম্, অপি তু তেন প্রতিষেধেন ভাবরূপং
ব্রহ্মোপলক্ষ্যতে । কস্মাদিত্যত আহ—“ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ” ইতি । যস্মাৎ
প্রতিষেধস্ত পরস্তাদপি ব্রবীতি, অথ ব্রহ্মণো নামধেয়ং—নাম সত্যস্ত সত্যমিতি,
তস্মাচ্চষ্টে শ্রুতিঃ “প্রাণা বৈ সত্যম্” ইতি । মাহারজনাত্ম্যমিতং লিঙ্গমুপলক্ষয়তি ।
তৎ খলু সত্যমিতরূপেক্ষয়া, তস্মাপি পরং সত্যং ব্রহ্ম । তদেবং যতঃ প্রতিষেধস্ত
নিষেধ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম অর্থাৎ যাহা নিষেধের অযোগ্য,
অণ্ডচ যাহা নিষেধসীমা, তাহাই ব্রহ্ম । নিষেধ করিতে করিতে যদি কিছু না
থাকে, যদি সর্ব্বাভাবই অভিপ্রেত হয়, তবে, শ্রুতি “পরমস্তুতি” শব্দে কাহাকে
বলিলেন ?

[তত্রৈকাক্ষর...ইতি] এই ব্যাখ্যা অল্পসারে সূত্রস্থ পদের অর্থ এইরূপ—শ্রুতি
নেতি নেতি—ব্রহ্ম একপ সেরূপ নহে, এইরূপে ব্রহ্মোপদেশ করিয়া পুনর্বার
ঐহাকে ব্রুদাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—নেতি নেতি—একপ নহে । একপ
নহে, এ কথার অর্থ কি ? অর্থ এই যে, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বা ব্রহ্মভিন্ন অস্ত কিছু
নাই ; সুতরাং নেতি নেতি বলা হইল । ঐ কথার, নেতি নেতি কথার, এমন
অর্থ হয় না যে, তিনি স্বয়ং নাস্তি । তাহা বা সেই তাৎপর্য্যই ঐ বাক্যে দর্শিত
হইয়াছে । অর্থাৎ “অনিষিদ্ধ—নিষেধের অযোগ্য ব্রহ্ম আছেন ।” [যদা...
স্মারঃ] একপ যোজনাও (সূত্রার্থ) করিতে পার । যথা—নেতি নেতি এই
প্রপঞ্চনিষেধাত্মক উপদেশ ব্যতীত পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উপদেশ (ব্রহ্মবিষয়ক)
আর নাই । এই ব্যাখ্যায় “ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ” এই সূত্রশেষকে নাম-কথন
অর্থে যোজনা করিতে হইবে । অর্থাৎ সেই জন্তই শ্রুতি ঐহার তদর্থবোধক

সম্ভবতি। অভাবাবসানে তু প্রতিষেধে কিং সত্যস্ত সত্যমি-
ত্যাচ্যেত। তস্মাদ্ ব্রহ্মাবসানোহয়ং প্রতিষেধো নাভাবাবসান
ইত্যধ্যবস্থাঃ ॥ ৩। ২। ২২ ॥

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ৩। ২। ২৩ ॥*

যৎ প্রতিষিদ্ধাৎ প্রপঞ্চজাতাদন্যৎ পরং ব্রহ্ম, তদস্তি
চেৎ কস্মাৎ ন গৃহ্যত ইতি। উচ্যতে—তদব্যক্তমনিদ্রিয়-
গ্রাহ্যং, সর্বদৃশ্যসাক্ষিত্বাৎ। আহ হেবং শ্রুতিঃ “ন চক্ষুষা
গৃহ্যতে, নাপি বাচা নানৈন্দ্রির্দেবৈস্তপসা কৰ্ম্মণা বা। স এষ
নেতি নেত্যাভা, অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে।” “যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্।”

পরস্মাদ্ভবীতি, তস্মাদ্ প্রপঞ্চপ্রতিষেধমাত্রং ব্রহ্ম, অপি তু ভাবরূপমিতি। তদেবং
পূর্বস্মিন্ ব্যাখ্যানে নির্বচনং ভবীতীতি ব্যাখ্যাতম্, অস্মিন্ সত্যস্ত সত্যমিতি
ভবীতীতি ব্যাখ্যেয়ম্। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ৩। ২। ২২ ॥

[রত্নপ্রভা। অগ্রাহ্যত্বং ব্রহ্ম নাস্তীতি শঙ্কানিরাসার্থং সূত্রং ব্যাচষ্টে—যৎ-

নামসমূহ বলিয়াছেন। তদ্ব্যথা—“ব্রহ্ম সত্যের সত্য, প্রাণই সত্য (প্রাণ=
ব্রহ্ম), তত্তাবত্তের মধ্যে ব্রহ্মই সত্য” ইত্যাদি। নিষেধপক্ষ যদি ব্রহ্মে অবসান
প্রাপ্ত হয়, তবেই ঐ নামকথন সম্ভব হয়। সর্বনিষেধে বা অভাববাদে উহা
সম্ভব হয় না। যে নিষেধের চরমে অভাব, সে নিষেধ অভিপ্রেত হইলে “সত্যের
সত্য” বলিবেন কেন? অতএব, বুঝিতে হইবে, ঐ নিষেধ ব্রহ্মাবসান, অভাবা-
বসান নহে ॥ ৩। ২। ২২ ॥

বলা হইল, নিষিধ্যমান প্রপঞ্চের অতিরিক্ত ব্রহ্ম আছে। যদি থাকেন, ত
গৃহীত হন না কেন? জ্ঞান-বিষয় না হন কেন? তাহা বলিতেছি। তিনি অব্যক্ত
অর্থাৎ অনিদ্রিয়গ্রাহ্য, (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত প্রমাণ-গ্রাহ্য।
সে প্রমাণ ধ্যান-ধারণা-সমাপি-সংস্কৃত-মানস জ্ঞানবিশেষ।) তৎপ্রতি হেতু এই
যে, তিনি নিখিল দৃশ্যের সাক্ষী অর্থাৎ জট্টা (প্রকাশক)। এ কথা শ্রুতিও
বলিয়াছেন। যথা—“চক্ষুঃ তাঁহাকে গ্রহণ করে না, অস্ত্রাঙ্ক ইন্দ্রিয়ও তাঁহাকে
গ্রহণ করে না। তপস্কার ও কর্ম্মের দ্বারাও তিনি বিজ্ঞাত হন না।” “আত্মা

* তৎ ব্রহ্ম অব্যক্তং রূপাঙ্কভাবাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং, ন ভবদ্বাদিতি ভাবঃ। হি আহ ভবীতি ব্রহ্মণ
ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বাৎ শ্রুতিরिति শেষঃ।

প্রতিষেধ-যোগ্যেই প্রতিষেধ হয়, এই দৃষ্ট প্রপঞ্চ সমুদায়ই প্রতিষেধ্য, যদি এতদতিরিক্ত ব্রহ্ম
থাকেন, তবে দৃষ্ট হন না কেন? তাহা বলিতেছি। তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অগম্য;
সেই জন্যই তিনি ইন্দ্রিয়পঞ্চ-ব্যক্ত হন না।

“যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাশ্চ্যেহনিরুজ্জ্বেহনিলয়নে”
ইত্যাদ্যা। স্মৃতিরপি “অব্যাক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যো-
হয়মুচ্যতে” ইত্যেবমাচ্চা ॥ ৩।২।২৩ ॥

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানু-

মানাত্যাম্ ॥ ৩।২।২৪ ॥*

অপি চ, এনমাত্মানং নিরন্তরমন্তপ্রপঞ্চমব্যক্তং সংরাধনকালে
পশুন্তি যোগিনঃ। সংরাধনং ভক্তিদ্ব্যানপ্রণিধানাচ্চনুষ্ঠানম্।
কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে পশুন্তীতি? প্রত্যক্ষানুমানা-
ভ্যাং ঐতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। তথাহি ঐতিঃ—

প্রতিষিদ্ধাদিতি। রূপাভাবাদব্যক্তমিঞ্জিয়াগ্রাহ্যং, ন বসদ্বাদিত্যর্থঃ। অষ্টেদৈবৈরি-
ন্দিয়াস্তরৈর্ন গৃহত ইত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।২৩ ॥]

[রত্নপ্রভা। তহি কদা গ্রাহ্যমিতি শব্দোত্তরং সূত্রং ব্যাখ্যাতি—অপি চৈন-
মিতি। চত্বর্থঃ, ইন্দিয়ৈর্ন গৃহতে, অপি তু সংরাধনে ন শাস্ত্রসংস্কৃতমনসেত্যর্থঃ।
ভক্তিদ্ব্যানাভ্যাং প্রত্যগাশ্রয়নশিচ্ছে প্রকর্ষণে নিধানং স্থাপনং প্রণিধানং। জপ-
নমস্কারাদিরাদিশকার্থঃ। স্বয়মুদ্বীকরঃ। ধানীন্দিয়াণি। পরাক্রি অনাশ্রয়গ্রাহকণি
কৃত্বা ব্যতৃণং নাশিতবান্। স হি তেষাং নাশো যদসমর্থগ্রাহিতয়া সর্জ্ঞনং, তস্মাৎ
একরূপ নহে সেরূপ নহে। “যেহেতু আত্মা ইন্দিয়াদির দ্বারা গৃহীত হন না, সেই
হেতু তিনি অগৃহ্য অর্থাৎ গ্রহণীয় নহেন”, “তাহা অদৃশ্য ও অগ্রহণীয়।”
“যখন এই স্প্রশিক্ষ, অদৃশ্য, অনাশ্রয় ও নির্বচনের অব্যোগ্য আত্মা—ইত্যাদি।
ইহার অনুরূপা স্মৃতি ঐ কথাই বলিয়াছেন। যথা—“তব্রজকর্ক কথিত
হইয়াছে, ইনি অব্যক্ত, চিন্তার অপ্রাপ্য এবং অবিকার্য্য।” ইত্যাদি ॥ ৩।২।২৩ ॥

যোগীরাই সংরাধনকালে (আরাধনার সময়) এই অব্যক্ত ও নিঃস্পৃহ
আত্মাকে জ্ঞানক্ষেপে দর্শন করেন। চিত্ত ভক্তি ও ধ্যান দ্বারা বিনষ্টরূপ হইলে
তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মভাব স্থাপন করার নাম প্রণিধান। এই ভক্তি-ধ্যান-
প্রণিধান ও নামজপ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে রত থাকার নাম ‘সংরাধন’ বা
আরাধনা। যদি বল, যোগীরা যে, আরাধনা কালে তাহাকে দেখিতে পান,
তাহা তোমরা কিসে জানিলে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, ঐতিপ্রমাণে ও
স্মৃতিপ্রমাণে জানিয়াছি। ঐতিপ্রমাণ যথা—

* সংরাধনমারাধনমিত্যনর্থান্তরম্। আরাধনকালে এনমাত্মানং পশুন্তি যোগিন ইতি পুরণীয়ম্।
স আত্মা ভক্তিদ্ব্যানপ্রণিধানাচ্চনুষ্ঠানসংস্কৃতমনসৈব গৃহতে, ন তিদ্ভিঃ। একচ্চ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং
বিজ্ঞায়তে। প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ঐতিস্মৃতিভ্যাম্।

এই নিঃস্পৃহ আত্মা ইন্দিয়ের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ বিজ্ঞাত হন না। ঐতির ও স্মৃতির দ্বারা
জানা যায় যে, ইনি আরাধনাকালে আরাধকের ভক্তিবিহীন চিত্তে বিজ্ঞাত অর্থাৎ প্রকাশিত হন।

“পরাক্রি খানি ব্যতৃণং স্বয়ন্তু-
স্তম্মাং পরাঙ্ পশ্চতি নান্তরাঅনু।

কশ্চিক্কীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দারুত্তচক্ষুরয়তত্বমিচ্ছন্ ॥” ইতি।

“জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধমত্তঃ,
ততস্ত তং পশ্চতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।”

ইতি চৈবমাছা। স্মৃতিরপি—

“যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।

জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুগ্মানান্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ ॥

যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥”

ইতি চৈবমাছা ॥ ৩। ২। ২৪ ॥

ননু সংরাদ্যসংরাদকভাবাত্ম্যপগমাৎ পরাপরাত্মানোরন্তত্বং
স্বাদিতি। নেতুচ্যতে—

তেষাং তথাস্থষ্টত্বাং সর্বো লোকঃ পরাগর্থমেব পশ্চতি, নান্তরাঅনাম্। কশ্চিৎ
ধীরো ধীমানাবৃত্তচক্ষুর্নিরুদ্ধেন্দ্রিয়ঃ শুদ্ধে চেতসি প্রত্যগাত্মানং শাস্ত্রেণ পশ্চতি
মোক্ষার্থীত্যর্থঃ। ততঃ কৰ্ম্মণা বিশুদ্ধচিত্তো জ্ঞানাধ্যাসছোৎকর্ষণে ধ্যায়ন্তং নিষ্কলং
পশ্চতীত্যর্থঃ। বিনিদ্রা বিত্তমস্থাঃ। তত্র হেতুর্জিতশ্বাসঃ প্রাণায়ামনিষ্ঠত্বম্।
যুগ্মান ধ্যায়িনঃ। যোগলভ্য আত্মা যোগাত্মা ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ২। ২৪ ॥

“স্বয়ন্তু অর্থাৎ পরমেধর ইন্দ্রিয়দিগকে পরাগদর্শী অর্থাৎ অনাঅদর্শী করিয়া
নিগৃহীত করিয়াছেন। সেই কারণে তাহার (ইন্দ্রিয়েরা) অনাঅ (বাহ্য) বস্তুই
দেখে, অন্তরাঅকে দেখিতে পায় না। সেই জন্ত, কোন কোন ধীর (মোক্ষার্থী)
তাঁহাকে ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক কেবলমাত্র জ্ঞানধ্যানাদি-সংস্কৃত চিত্তে শাস্ত্রবাক্যা-
বলম্বনে দেখিতে পান।” “কামনা বর্জনপূর্ব্বক কৰ্ম্মাশুষ্ঠান করিতে করিতে
যে সর্ব্বভুক্তি হয়, (বুদ্ধি নির্মলা হয়), তাহার অন্ত নাম জ্ঞানপ্রসাদ (জ্ঞান প্রসন্ন
অর্থাৎ নির্মল হওয়ার নাম জ্ঞানপ্রসাদ)। যোগী জ্ঞানপ্রসাদবিশিষ্ট অর্থাৎ
জ্ঞানাধ্যাসছোৎকর্ষণ-বিশিষ্ট ও ধ্যানরত হইয়া সেই নিষ্কল (নিরাকার) পুরুষকে
দর্শন করেন।” ইত্যাদি। স্মৃতিপ্রমাণ যথা—“ব্রাহ্মজয়ী অর্থাৎ প্রাণায়াম-তৎপর
তমোগুণবর্জিত, সুত্তরাং সন্তুষ্ট ও সংযতেন্দ্রিয় যোগীরা ধ্যানযোগে যে জ্যোতিঃ
দর্শন করেন, সেই যোগলভ্য জ্যোতির (আত্মার) উদ্দেশে আমার নমস্কার।”
“যোগীরাই সেই সনাতন ভগবানকে অর্থাৎ যৈড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরকে দেখিতে
পান।” ইত্যাদি ॥ ৩। ২। ২৪ ॥

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আরাধ্য-আরাধকভাব (সেবাসেবক-ভাব)
স্বীকার করিতে গেলে জীবপরমাখ্যার ভেদ স্বীকার করিতে হয় কি-না। স্ত্রদ্ধকার
তত্ত্বস্বার্থ বলিতেছেন যে, না, হয় না—

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ

কৰ্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ৩।২।২৫ ॥*

যথা প্রকাশাকাশসবিত্তপ্রভৃতয়োহঙ্গুলিকরকোদকপ্রভৃতিষু
কৰ্ম্মসূপাধিভূতেষু সবিশেষা ইবাবভাসন্তে, ন চ স্বাভাবিকীম-
বিশেষায়তাং জহতি, এবমুপাধিনিমিত্ত এবায়মাত্মভেদঃ, স্বত-
স্বৈকাত্ম্যমেব । তথা হি বেদান্তে স্বভ্যাসেনাসকৃজীবপ্রাপ্তয়ো-
ভেদঃ প্রতিপাদ্যতে ॥ ৩।২।২৫ ॥

অতোহনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ৩।২।২৬ ॥*

অতশ্চ স্বাভাবিকত্বাদভেদশ্চাবিদ্যাকৃতত্বাচ্চ ভেদশ্চ

[রত্নপ্রভা । যথা প্রকাশাদয় উপাধিষু ভিত্তস্তে, ন স্বতঃ, এবং প্রকাশচিদা-
ত্ম্যপি ধ্যানাদিকৰ্ম্মণ্যুপাধৌ ভিত্ততে, স্বতস্বত্বাবৈশেষ্যমেকরসত্বমেব তত্ত্বমসীত্যভ্যাস-
সাদিত্তি সূত্রযোজনা ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।২৫ ॥]

যেমন প্রকাশস্বভাব সৌর কিরণ প্রভৃতি অঙ্গুলি, করক (বর্ষোপল) ও সে
সকলের প্রচলনাদিক্রিয়াক্রম উপাধিতে সবিশেষের ত্রায় (সবিশেষ = বিভিন্নাকার)
দৃষ্ট হয়, তাহাতে সূর্যাদির স্বাভাবিক একরূপতা পরিত্যক্ত হয় না; সেইরূপ,
এই আত্মাও উপাধি অল্পসারে সেই সেইরূপে পরিদৃষ্ট হন । কিন্তু আত্মার একতাই
স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ । আত্মার সেই স্বাভাবিক ঐকাত্ম্য প্রদর্শনার্থ
বেদান্তে অভ্যাস-(অভ্যাস = পুনঃ পুনঃ কথন)-বাক্যে (তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে)
জীবাত্ম-পরমাত্মার অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩।২।২৫॥

অভেদের স্বাভাবিকতা ও ভেদের আবিদ্যকতা আছে বলিয়াই জীব
বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবারণ করিতে পারে এবং অবিদ্যা নিবারিত হইলেই

* যথা প্রকাশাদয় উপাধিষু ভিত্তস্তে, ন স্বতঃ, এবং প্রকাশচিদাত্ম্যপি ধ্যানাদিকৰ্ম্মণ্যুপাধৌ
ভিত্ততে ন স্বতঃ । অস্ত চাবৈশেষ্যং একরসত্বমভ্যাসাৎ তত্ত্বমস্যাধিশাস্ত্রান্ধীয়ত্ব ইতি
যোজনা ।

আরাধ্য-আরাধকভাব নাস্ত্ব করিলেই যে, জীবপরমাত্মার বাস্তব ভেদ স্বীকৃত হয়, তাহা হয় না ।
প্রকাশ অর্থাৎ আলোক যেমন উপাধিভেদে ভিন্নপ্রায় হয়, প্রকাশস্বভাব চিদাত্মাও সেইরূপ চিত্তো-
পাধির দ্বারা ভিন্নপ্রায় অর্থাৎ উপাস্য-উপাসকভাব প্রাপ্তের স্থায় হন । বস্তুতঃ তিনি অবিশেষ
অর্থাৎ একরস । তাহার একরসত্ব “তত্ত্বমসি” শাস্ত্রের অভ্যাস অর্থাৎ বার বার কথন দ্বারা জ্ঞাত
হওয়া গিয়াছে ॥

* অত ইতি । ভেদমস্যাভিত্তকত্বাদভেদমস্যা স্বাভাবিকত্বাদিত্যর্থঃ । জীবোহনন্তেন ব্যাপিনা
পরমাত্মনৈক্যং গচ্ছতীতি পুরণীয়ম্ । লিঙ্গং জাপকং ব্রহ্মাত্মত্বফলশ্রুতিরূপম্ ।

বেহেতু ভেদ আভিত্তক—অভিত্তাকৃত এবং অভেদ স্বাভাবিক, সেই হেতু জীব অবিদ্যাবিনাশের
পর অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার একত্ব প্রাপ্ত হয় । এ বিষয়ে লিঙ্গ অর্থাৎ তত্ত্ববোধক শ্রুতিবাক্য
আছে । (অতিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের ব্রহ্মাত্মত্বপ্রাপ্তি রূপ ফল ওনা যায়, তাহাতে তেমনার
উপাধিকত্ব ও অভেদের স্বাভাবিকত্ব অঙ্গুণিত হইতে পারে) ।

বিদ্যায়াহবিদ্যাং বিধূয় জীবঃ পরেণানন্তেন প্রাজ্ঞেনাত্মনৈকতাং
গচ্ছতি। তথা হি লিঙ্গং “স যো হ বৈতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ,
ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি” ইত্যাদি ॥৩।২।২৬॥

উভয়ব্যাপদেশাৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ৩।২।২৭ ॥

তন্নিম্নেব সংরাদ্য-সংরাদ্যকভাবে মতাস্তরমুপশ্চাশ্চতি স্বমত-
বিশুদ্ধয়ে। কচিজীবপ্রাজ্ঞয়োর্ভেদো ব্যাপদিশ্যতে “ততস্ত-
তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ” ইতি ধাতৃধ্যাতব্যাত্মেন দ্রষ্ট-
দ্রষ্টব্যাত্মেন, “পরং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং” ইতি গন্ত-
গন্তব্যাত্মেন, “যঃ সর্বানি ভূতান্শস্তরো যময়তি” ইতি নিয়ন্ত-

[রত্নপ্রভা। জীবন্ত ব্রহ্মাত্মত্বফলশ্রুতিরূপলিঙ্গাদপি ভেদ উপাধিক এবত্যাহ
সূত্রকারঃ। অতোহনন্তেনেতি। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।২৬ ॥]

অনেনাহিরূপেণাভেদঃ কুণ্ডলাদিকূপেণ তু ভেদ ইত্যুক্তং, তেন বিষয়ভেদা-
দ্ভেদাভেদায়োরবিরোধ ইত্যেকবিষয়ত্বেন বা সর্বদোপলব্ধেরবিরোধঃ। বিরুদ্ধ-
সে অপরিমিত পরমাঙ্গার সহিত এক হয়। ইহার নিদর্শন অর্থাৎ অনুমাপক
শাস্ত্র এই—“যে এই পরব্রহ্মকে জানে, সে পরব্রহ্ম হয়।” “উপাসক
জীব পূর্বেও ব্রহ্ম ছিলেন, এখনও ব্রহ্ম জানিয়া ব্রহ্ম হইলেন।” ইত্যাদি।
(ব্রহ্মভাব অজ্ঞাত ছিল, জ্ঞান হওয়ায় সে অজ্ঞতা নিবারিত হইল, সূত্ররূপে সে
এখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল) ॥ ৩।২।২৬ ॥

স্বমত পরিশোধনার্থ উল্লিখিত আরাধ্য-আরাধকভাব-বিষয়ে অত্র এক
মত উত্থাপিত হইতেছে। কোন শ্রুতিতে জীব-পরমাত্মার ভিন্নতা-কথন
আছে। যথা—“ধ্যানকারী সেই নিষ্কল পরমাত্মাকে দেখিতে পায়।”
এই শ্রুতিতে ধ্যানকর্তার ও ধ্যাতব্য পরমাত্মার পৃথক্ ব্যাপদেশ দেখা যায়,
এবং ঐ শ্রুতি দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্যভাবেও জীবপরমাত্মার ভেদ বলিতেছেন। আবার
অপর এক শ্রুতি প্রাপ্যপ্রাপকভাব এবং অস্ত শ্রুতি নিয়মা-নিয়ামকভাব
দেখাইয়া তত্ত্বত্বের ভিন্নতা বলিয়াছেন। তদ্যথা—“উপাসক সেই দিব্য
পর্যাপ্ত পুরুষকে প্রাপ্ত হন। “বিনি অন্তরে অবস্থান করতঃ সমুদায় ভূতকে
অর্থাৎ প্রাণিসমূহকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করিতেছেন, অথবা নিয়মের অধীন

* উভয়ব্যাপদেশাচ্ছেতোঃ অহিকুণ্ডলিত্বায়েন সিদ্ধান্তয়িতব্যঃ। যথা সর্গদেহনাভেদঃ, কুণ্ডলাখ্যস্য
সর্গাবস্থাবিশেষস্য কুণ্ডলিহেন ভেদঃ, এবং জীবাখ্যব্রহ্মদেহনাভেদো জীবত্বেন চ ভেদ ইতি
সূত্রাত্মপদ্যম্।

যেহেতু তিন্ন ও অতিন্ন এই বিবিধ উপদেশ দৃষ্ট হয়, সেই হেতু অহিকুণ্ডলের অনুরূপ সিদ্ধান্ত
করা কর্তব্য। অর্থাৎ সর্গভাব গ্রহণে অভেদ, কিন্তু তাহারই কুণ্ডলাকারাদি অবস্থা ভেদ অনুসারে
ভিন্নত্ব। (কুণ্ডল—বলয়াকার অবস্থা। তিন্ন—নানা। সর্গ, কুণ্ডলী, ইত্যাদি)। এইরূপ জীবও
ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম এবং জীবত্বের ব্রহ্ম ও নানা।

নিয়ন্তব্যত্বেন চ । কচিৎ তয়োরেবাভেদো ব্যপদিষ্ঠতে—
“তদ্ব্যমসি” “অহং ব্রহ্মাস্মি” “এষ ত আত্মা সর্বাস্তরঃ” “এষ ত-
আত্মাহস্তর্য্যাম্যমৃতঃ” ইতি । তত্রৈবমুভয়ব্যপদেশে সতি যদ্বভেদ
এবৈকান্তঃ পরিগৃহ্যেত, ভেদব্যপদেশো নিরালম্বন এব স্মাৎ ।
অত উভয়ব্যপদেশদর্শনাদহিকুণ্ডলবদত্র তদ্বং ভবিতুমর্হতি । যথা
অহিরিত্যভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি চ ভেদঃ, এব-
মিহাপীতি ॥ ৩।২।২৭।

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্বাৎ ॥ ৩।২।২৮ ॥*

অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্ । যথা প্রকাশঃ
সাবিত্তস্তদাশ্রয়শ্চ সবিভা নাত্যন্তভিন্নো, উভায়োরপি
মিতি হি নঃ ক সস্ত্রত্যয়ো ন যৎ প্রমাণেনোপলভ্যতে । আগমতশ্চ প্রমাণা-
দেকগোচরাবপি ভেদাভেদো প্রতীয়মানো ন বিরোধমাবহতঃ—সবিত্তপ্রকাশয়ো-
রিব প্রত্যক্ষাৎ প্রমাণান্তেদাভেদাবিতি ॥ ৩।২।২৭ ॥

রাখিয়াছেন” ইত্যাদি । এতদ্বিন্ন, স্রত্যন্তরে অভেদ কখনও আছে । যথা—
“তিনিই তুমি” “আমি ব্রহ্মই” “ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই সকলের অন্তরে—”
“এই আত্মাই অন্তর্গামী ও অমৃত (অবর বা মুক্ত) ।” [তত্রৈব...হাপীতি]
শাস্ত্রে ঐ দ্বিপ্রকার ব্যপদেশ (কোন কোন শাস্ত্রে জীবপরমাঙ্গার ভেদ,
আবার অত্রাঙ্গ শাস্ত্রে অভেদ, এই দ্বিপ্রকার উল্লেখ) দৃষ্ট হয় । যদি অভেদ-
পক্ষকে ঐকান্তিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভেদবাদিনী স্রুতি আলম্বন-
শূন্য অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া পড়ে । এ নিমিত্ত, উভয়বিধ উল্লেখ থাকায় তাহার
তত্ত্ব (যাথার্থ্য অহিকুণ্ডলের অমুরূপ হইতে পারে । যেমন সর্পত্বপ্রকারে স্রপের
অভেদ—একত্ব, আর কুণ্ডলাকারত্ব, আভোগত্ব, প্রাংশুত্ব ও উপগতমুখত্বপ্রকারে ভেদ
অর্থাৎ ভিন্নত্ব, তেমনি, জীবও ব্রহ্মত্বপ্রকারে অভিন্ন, কিন্তু জীবত্বপ্রকারে ভিন্ন ।
(কুণ্ডলাকার=বলয়াকার অবস্থা । আভোগ=ফণা । প্রাংশুত্ব=দীর্ঘদণ্ডাকার
অবস্থা । ফলিতার্থ—অবস্থাতেভেদে ভিন্ন ; অবস্থা নগণ্য করিলে অভিন্ন । একই
সর্প অবস্থাতেভেদে কুণ্ডলী ও ফণী প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হয়) ॥৩।২।২৭॥

জীব-পরমাঙ্গার ভেদাভেদ প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়ের অমুরূপ জানিবে । যেমন
সূর্যালোক ও সূর্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উভয়ই তেজস্ব (তেজোরূপে) সমান,

* যথা সূর্য্যপ্রকাশরোরেকতেজস্বৈকধর্ম্মাবচ্ছেদেন ভেদাভেদাৎ জীবপরমাঙ্গানোরপ্যেকেনৈ-
বাত্তত্বধর্ম্মেণ ভেদাভেদো স্রুতিবলাৎ স্বীকৃত্যেতে ইতি বোজনা ।

যেমন একবার তেজোরূপ ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভেদ ও অভেদ, উভয়রূপতা (সূর্য্য ও আলোক)
গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ, আত্মত্ব ধর্ম্ম লইয়া ব্রহ্মেরও ভেদাভেদ (ব্রহ্ম ও জীব) স্রুতিবলে স্বীকৃত
হইতে পারে ।

তেজস্ব্যবিশেষাৎ, অথ চ ভেদব্যাপদেশভাজো ভবতঃ,
এবমিহাপীতি ॥ ৩।২।২৮ ॥

পূর্ববদ্বা ॥ ৩।২।২৯ ॥*

যথা বা পূর্বমুপপত্তন্তুঃ প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতি, তথৈবৈ-
তদ্বিত্তুমহতি । তথা হবিদ্ব্যাকৃতত্বাদ্বক্স্য বিদ্বয়া মোক্ষ
উপপত্ততে । যদি পুনঃ পরমার্থত এব বদ্ধঃ কশ্চিদাত্মা অহি-
কুণ্ডলন্ত্যয়েন বা পরমাত্মনঃ সংস্থানভূতঃ প্রকাশাশ্রয়ন্ত্যয়ে-
নৈবৈকদেশভূতোহভ্যুপগম্যোত, ততঃ পারমার্থিকস্য বদ্ধস্য

প্রকারান্তরেণ ভেদাভেদয়োরবিরোধমাহ— ॥ ৩।২।২৮ ॥

তদেবং পরমতমুপপত্তন্তু স্বমতমাহ—

অনুমতিসন্ধিঃ।—যন্ত মতং বস্তুনোহহিভেদভেদঃ কুণ্ডলন্ত্যয়েন ভেদ ইতি, স
এবং ত্রুবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে, কিমহিৎকুণ্ডলন্ত্যয়ে বস্তুনো ভিন্নে উভাভিন্নে ইতি ।
যদি ভিন্নে অহিৎকুণ্ডলন্ত্যয়ে, ভিন্নে ইতি বক্তব্যং, ন তুবস্তুনস্তাত্ম্যভেদাভেদো । ন
হন্তভেদাভেদাত্ম্যমন্তত্বিন্নমভিন্নং বা ভবিতুমহতি, অতি প্রসঙ্গঃ । অথ বস্তুনো
ন ভিন্নেভেৎ অহিৎকুণ্ডলন্ত্যয়ে, তথা সতি কো ভেদাভেদয়োর্কিষয়ভেদঃ, তয়োর্কিস্ব-
নোহনন্ত্যয়েনোভেদঃ । ন চৈকবিষয়হেতুপি সদাভূত্বমানন্ত্যয়েনোভেদয়োর-
বিরোধঃ । স্বরূপবিকল্পয়োরপ্যবিরোধে ক নাম বিরোধো ব্যবহিষ্টেত । ন চ
সদানুভূতমানং বিচারসহং ভাবিকং ভবিতুমহতি । দেহান্ধ্যভাবস্তাপি সর্বদানু-
অথচ উক্ত উভয় ভিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয় ; সেইরূপ, জীব পরমাত্মা অত্যন্ত ভিন্ন
না হইলেও কাল্পনিক ভেদব্যবহারের আশ্পদ হয় ॥ ৩।২।২৮ ॥

অথবা, ইতিপূর্বে যে “প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যম্” স্তত্র বলা হইয়াছে, তদনুসারে
উক্ত ভেদাভেদ ব্যবহারকে সম্ভব বলিতে পার । তাহার বিবরণ বা ফলিতার্থ এই
যে, বন্ধন অবিত্যাকৃত, সেই জন্তই বিচার দ্বারা মোক্ষ হয় । জীব যদি সত্য সত্যই
ব্রহ্মস্বভাব হয়, তাহা হইলে বন্ধন অহিৎকুণ্ডলের দৃষ্টান্তে পরমাত্মার অবস্থা বিশেষ
হইতে পারে, প্রকাশাশ্রয়ের দৃষ্টান্তে একদেশরূপীও হইতে পারে । কিন্তু তদভয়
পক্ষে বন্ধনের তিরস্কার হইতে পারে না । বন্ধনের তিরস্কার (মোচন) ব্যতীত
মোক্ষশাস্ত্রের সার্থক্য থাকে না । (মোক্ষ শাস্ত্রের সার্থক্য বা প্রামাণ্য রক্ষার্থ
বন্ধনের অসত্যতাই স্বীকার্য্য) । শ্রুতি ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার বলিয়াছেন

† সিদ্ধান্তসূত্রমতঃ । পূর্ববৎ প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতিবৎ । যথা প্রকাশাকাশদ্বয়ঃ
স্বরূপেণৈকরূপাঃ উপাধিভিন্ন, বিভিন্নরূপাঃ এবমাত্মা স্বরূপেণৈকরূপ উপাধিভিন্ন জীবাত্মনৈকরূপ
ইতি নির্গলিতার্থঃ ।

কোন কোন শাস্ত্রে জীবপরমাত্মার অভেদ কখন ও শাস্ত্রান্তরে ভেদ কখন থাকায় সেই বিসম্বাদ
ভগ্ননার্থ পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেও পার, অর্থাৎ প্রকাশাদির দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতেও
পার । যেমন আলোক স্বরূপতঃ এক বা অভিন্ন, কিন্তু উপাধিযোগে ভিন্ন, তেমনি, আত্মাও স্বরূপতঃ
অভিন্ন (জীব ও পরম এক), পরন্তু বুদ্ধাদিযোগে ভিন্ন । (জীব অন্ত ও পরমাত্মা অন্ত) ।

তিরস্কৃতমশক্যত্বান্মোকশাস্ত্রবৈয়র্থ্যং প্রসজ্যেত। ন চাত্তো-
ভাবপি ভেদাভেদৌ শ্রুতিস্তুল্যব্যবহ্যপদিশতি। অভেদমেহ হি
প্রতিপাদ্যত্বেন নিদ্দিশতি, ভেদস্ত পূর্বপ্রসিদ্ধমেবানুবদত্য-
র্থাস্তরবিবক্ষয়া। তস্মাৎ প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যমিত্যেষ এব
সিদ্ধান্তঃ ॥ ৩।২।২৯ ॥

প্রতিবেদাচ্চ ॥ ৩।২।৩০ ॥*

ইতশ্চৈষ এব সিদ্ধান্তঃ, যৎকারণং পরম্বাদান্ননোহন্ত্যৎ
চেতনং প্রতিমেধতি শাস্ত্রং “নান্তোহতোহস্তি দ্রষ্টা” ইত্যেব-
মাদি। “অথাৎ আদেশো নেতি নেতি।” “তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব-
মনপরমনস্তরমবাহুৎ” ইতি চ। ব্রহ্মব্যতিরিক্তপ্রপঞ্চনিরাকর-
ণাৎ ব্রহ্মমাত্রপরিণেশমিচ্ছৈষ এব সিদ্ধান্ত ইতি গম্যতে ॥ ৩২।৩০ ॥

ভূমানন্ত ভাবিকপ্রসঙ্গাৎ। প্রপঞ্চতর্কেতদস্মাতিঃ প্রথমমূত্র টিতি নেহ প্রপঞ্চ-
তম্। তস্মাদনাগ্ৰবিজ্ঞাবিক্রাডিতমেবৈকন্ত্যান্নো জীবভাবভেদো ন ভাবিকঃ।
তথা চ তত্ত্বজ্ঞানাদবিশ্বানিবৃত্তাবপবর্গসিদ্ধিঃ। তাহিকত্বে দ্বস্ত ন জ্ঞানান্নিবৃত্তি-
সম্ভবঃ। ন চ তত্ত্বজ্ঞানাদগুদপবর্গসাধনমস্তু। যথাহ শ্রুতিঃ—“তমেব বিদিত্বাতি-
মুদ্যামেতি। নাগ্ৰঃ পশ্য বিদ্যতেহরনায়” ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ৩২।২৯ ॥

(ব্রহ্মমাত্রপরিণেশে হেতুস্বরমহ প্রতীতি। প্রতিবেদাৎ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-
প্রপঞ্চনিরাকরণাৎ শ্রুত্যেতি শেষঃ ॥ ৩।২।৩০ ॥)

সত্য; পরন্তু তাহা তুল্যরূপে বলেন নাই (তুল্যরূপে বলিলেও উভয়সত্যতা
স্বীকার্য্য হইতে পারে না। যেহেতু তাহা বিরুদ্ধ। একের তাদৃশ বৈরূপ্য অবশ্যই
যুক্তিবিরুদ্ধ।) শ্রুতি অভেদকেই প্রতিপাদ্যরূপে বলিয়াছেন। ভেদ ত লোকসিদ্ধ,
সুতরাং অগ্ন উদ্দেশে তাহার অনুবাদমাত্র করিয়াছেন। অতএব, প্রকাশের
জায় অভেদ, এই সিদ্ধান্তই সংসিদ্ধান্ত। (প্রকাশ স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক-
রূপ, কিন্তু উপাধিযোগে ভিন্ন অর্থাৎ নানারূপ। জীব ও পরমাত্মার ভেদাভেদ
ইহারই অনুরূপ)।

এ হেতুতেও ঐ সিদ্ধান্ত সাধু—যেহেতু “ইহা হইতে ভিন্ন, এমন দ্রষ্টা নাই”
এই শাস্ত্র পরমাত্মা ব্যতীত অগ্ন চেতন নাই বলিয়াছেন। “অনন্তর উপদেশ এই
যে, ইহা নহে, ইহা নহে। সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব (অনাদি), অনপর (অনন্ত),
অনন্তর (ভেদশূন্য) ও অবাহ অর্থাৎ একরস।” এ শাস্ত্রও ব্রহ্মাতিরিক্ত
চেতনের অস্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন। প্রপঞ্চ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্মাতিরিক্ত
প্রপঞ্চের অনস্তিত্ব, ব্রহ্মই নিষেধের সীমা, ব্রহ্মই নিষেধ ভূমিকায় অবশেষিত হন,
এইরূপ এইরূপ শাস্ত্র থাকায় প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই সাধু বলিয়া গণ্য হয় ॥ ৩২।৩০ ॥

* নান্তোহতোহস্তি শ্রুত্যাধিশাস্ত্রাদপাহভেদবাদঃ সাধারানীতি সূত্রার্থঃ।

পরমতঃ সেতুমান-সম্বন্ধ-ভেদ-

ব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩ । ২ । ৩১ ॥*

যদেতন্নিরন্তরমন্তপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম নির্দ্বারিতম্, অত্রাস্মাৎ পরমন্ত্যৎ
তদ্ব্যমস্তি নাস্তীতি অতিবিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। কানিচিদ্ধা-
ক্যান্যাপাতেনৈব প্রতিভাসমানানি ব্রহ্মণোহপি পরমন্ত্যৎ
তদ্বং প্রতিপাদয়ন্তীব। তেবাং পরিহারমভিধাতুময়মুপক্রমঃ
ক্রিয়তে। পরম্ অতো ব্রহ্মণোহন্ত্যৎ তদ্বং ভবিতুমহঁতি।
কুতঃ? সেতুব্যপদেশাৎ, উন্মানব্যপদেশাৎ, সম্বন্ধব্যপদেশাৎ,
ভেদব্যপদেশাচ্চ।

সেতুব্যপদেশস্তাবৎ “অথ য আত্মা স সেতুর্নিবৃদ্ধিতিঃ”
ইত্যাত্মশব্দাভিহিতস্য ব্রহ্মণঃ সেতুত্বং সঙ্কীর্তয়তি। সেতুশব্দশ্চ
হি লোকে জলসন্তানবিচ্ছেদকারকে যুদ্ধাৰ্কাদিপ্রচয়ে প্রসিদ্ধঃ।

যত্বপি অতিপ্রাচুর্যাদব্রহ্মব্যতিরিক্তং তদ্বং নাস্তীত্যবধারণতঃ, তথাপি
সেত্বাদিশ্রুতীনাং পাততন্ত্বদ্বিরোধদর্শনাৎ তৎপ্রতিসমাপানার্গময়মারম্ভঃ।

পরমাশ্রুত্ব ইহাতে পর অর্থাৎ ভিন্ন এমন তব্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত অতিবিরোধ
ধাকায় সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্ত অসম্ভব মনে হয় না। (ইহা পূর্বপক্ষ)। কোন
কোন অতিরিক্ত শ্রবণমাত্রে প্রতীতি হয়, সে সকল অতি যেন ব্রহ্মভিন্ন তব্ব
(জীব) আছে বলিতেছে। তৎপরিপোষনার্থ বা সে সকল অতিরিক্ত তাৎপর্য
নিরূপণার্থ এতৎ সূত্রের অবতারণা। উল্লিখিত সংশয়ের পর পূর্বপক্ষে
এইরূপ পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম ইহাতে ভিন্ন, একুপ তদ্ব্যস্তর আছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম-
ভিন্ন জীবনামক অপর একটি পদার্থ আছে। [কুতঃ...দেশাচ্চ] কেন-না, অতিতে
সেতুর ব্যপদেশ, উন্মানের ব্যপদেশ, সম্বন্ধের ব্যপদেশ ও ভেদের ব্যপদেশ
(উল্লেখ) দেয়া যায়।

[সেতু...গম্যতে] সেতুর ব্যপদেশ যথা—“যিনি আত্মা, তিনিই লোকমধ্যাদা-
বিধারক সেতু।” এই অতি আত্মশব্দে ব্রহ্মকে বলিয়াছেন, এবং তাঁতাকে সেতু

“ইহা ইহাতে ভিন্ন উষ্ট্র নাই” ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবজাতের পারমার্থিকতার নিষেধ থাকতে অভেদ
পক্ষই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রামাণিক হয়।

* পুনঃ পূর্বপক্ষস্বত্বম্। অতঃ অন্ত্যৎ পরমন্ত্যনঃ পরঃ অন্ত্যৎ তব্বঃ জীবাত্ম্যমস্তীতি সেতু-
ব্যপদেশাৎ উন্মানব্যপদেশাৎ সম্বন্ধব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশাচ্চাবগম্যমিতি।

পরমাত্মাতিরিক্ত তব্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধশূন্য নহে। কারণ এই যে, অতি সেতু অতিরিক্ত
দৃষ্টান্তে তদ্ব্যবস্থার করতে পুনরাত্মাতিরিক্ত তব্বের (জীবের) পৃথক অস্তিত্ব প্রতীতি কবাইয়াছেন।

ইহ চ সেতুশব্দ আত্মনি প্রযুক্ত ইতি লৌকিক-সেতোরিবাস্ত্ব-সেতোরন্যস্ত বস্তুনোহস্তিত্বং গময়তি। “সেতুং তীৰ্হা” ইতি চ ‘তরতি’শব্দপ্রয়োগাৎ। যথা লৌকিকং সেতুং তীৰ্হা জাঙ্গল-মসেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে, এবমাত্মানং সেতুং তীৰ্হা হনাত্মানম-সেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে।

উন্মানব্যপদেশশ্চ ভবতি “তদেতৎ ব্রহ্ম চতুস্পাদঋশফং ষোড়শকলং” ইতি। যচ্চ লোকে উন্মিতমেতাবদিদমিতি পরিচ্ছিন্নং কাৰ্ষাপণাদি, ততোহন্যদ্বস্ত্বতীতি প্রসিদ্ধং, তথা ব্রহ্ম-

“জাঙ্গলং” স্থলম্। প্রকাশবদনস্তবজ্জ্যোতিষদায়তনবদিতি ‘পাল ব্রহ্মণশ্চয়র-স্তেবাং পাদানামন্ধাত্তষ্ঠী শকাঃ।’ তেহষ্টাবস্ত ব্রহ্মণ ইত্যষ্টশফং ব্রহ্ম। ষোড়শ কলা অস্ত্রোতি ষোড়শকলম্। তদযথা প্রচীপ্রতীচাদক্ষিণোদীচীতি চতস্রঃ কলা অবয়বা ইব কলাঃ, স প্রকাশবায়ান পাদঃ। এতদুপাসনায় প্রকাশবান্ যথো ভবতীতি প্রকাশবান্ নাম পাদঃ। অগাপরা পৃথিব্যস্তরিক্ষং ত্তোঃ সমুদ্র ইতি

বলিয়া কৌতন করিয়াছেন। লোক সকল জলপ্রবাহবিচ্ছেদকারক মৃত্তিকারচিত অথবা কাষ্ঠাদিরচিত স্বনামপ্রসিদ্ধ পদার্থকে সেতু বলে। প্রদর্শিত স্থলে শ্রুতি আত্মাকে সেতু বলিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লৌকিক সেতুর সদৃশ আত্মসেতু এবং তদতিরিক্ত পদার্থান্তর বিদ্যমান আছে। শ্রুতিতে “সেতুং তীৰ্হা”—সেতু উত্তীর্ণ হইয়া, এরূপ প্রয়োগও আছে। লোকসকল ব্রহ্মপ লৌকিক সেতু অতিক্রম করিয়া (পার হইয়া) জাঙ্গল (স্থল ভূমি) প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, সাধকও আত্মসেতু উত্তরণ করিয়া অনান্যপদার্থ প্রাপ্ত হয়।

[উন্মান...গম্যতে] ব্রহ্মবিজ্ঞানোপদেশে উন্মানের ব্যপদেশও দেখা যায়। (উন্মান=পরিমিত প্রমাণ)। যথা—“সেই ব্রহ্ম চতুস্পাদ, ঋশফ ও ষোড়শ কলায়ক।” * লোক মধ্যে যে-কিছু বস্তু উন্মিত অর্থাৎ এত বড় বা ঈর্ষৎ-সংখ্যক, ইত্যাদি প্রকারে পরিগণিত বা পরিমিত (পরিচ্ছিন্ন) বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সে সকল ছাড়া যে, অন্য বস্তু আছে, তাহা সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ

* চারিটি দিক্ চারিটি কলা (অংশ)। ইহা ব্রহ্মের প্রকাশবান্ পাদ। পৃথিবী, অন্তরিক, দিব (স্বর্গলোক) ও সমুদ্র, এই কলাচতুষ্টয় তাঁহার অনন্তবান্ নামক পাদ। অগ্নি, বৃধা, চন্দ্র: বিজ্ঞাৎ, এই চারিটি কলা এবং ইহা তাঁহার জ্যোতিষান্ নামক পাদ। চক্ষুঃ স্রোত্র, বাক ও জ্ঞান, ইহা অপর কলাচতুষ্টয়—এই কলাচতুষ্টয় তাঁহার আয়তনবান্ নামক পাদ। ব্রহ্ম এইরূপে চতুস্পাদ। চারি পাদের অর্ধেককে অর্ধেক ৮ আটটি শব্দ অর্থাৎ কুর। কোন্ পদার্থকে শব্দ বলা হইয়াছে, তাহা উপনিষদ দেখিলে প্রতীত হইবে। ভামতী দেখুন, উপনিষদবাক্যের একাংশ পাইবেন। প্রাচ্যাদি ও পৃথিব্যাদি দুই দুই পাদার্থে এক একটা শব্দ। এরূপ শব্দ-কল্পনা উপাসনার প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক পাদে ৪টি কলা, তদনুসারে চতুস্পাদে ১৬ কলা।

গোহপ্যুস্মানাং ততোহন্যেহ বস্তুনা ভবিতব্যমিতি গম্যতে । যথা
সম্বন্ধব্যপদেশো ভবতি “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি,”
“শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিস্বক্ৰঃ” ইতি চ । মিতা-
নঞ্চ মিতেন সম্বন্ধো দৃষ্টঃ, যথা নরাণাং নগরেণ ।
জীবানাঞ্চ ব্রহ্মণা সম্বন্ধঃ ব্যপদিশতি স্মৃশুপ্তৌ, অতন্ততঃ
পরমশ্রুদমিতমস্তীতি গম্যতে । ভেদব্যপদেশশ্চৈচনমর্থং গময়তি ।
তথাহি “অথ য এষোহস্তুরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে”
ইত্যাদিত্যাধারমীশ্বরং ব্যপদিশ্য, ততো ভেদেনাক্যাধারমীশ্বরং
ব্যপদিশতি “অথ য এষোহস্তুরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে” ইতি ।

অতিদেশকাস্থামুনা রূপাদিষু কৰোতি “তস্মৈতস্ম তদেব

চতস্রঃ কলাঃ এব দ্বিতীয়ঃ পাদোহনস্তবান্নাম, সোহয়মনস্তবহেন গুণেনোপাস্তমানো-
হনস্তবমুপাসকস্তাবহতীত্যানস্তবান্ পাদঃ । অথাগ্নিঃ সূৰ্য্যশ্চন্দ্রমা বিদ্যাদিতি চতস্রঃ
কলাঃ, স জ্যোতিষ্মান্নাম পাদদ্বিতীয়ঃ, তদুপাসনাঙ্জ্যোতিষ্মান্ ভবতীতি জ্যোতিষ্মান
পাদঃ । অথ ব্রাহ্মশব্দক্ৰঃ শ্রোত্রং বাগিতি চতস্রঃ কলাশ্চতুর্থঃ পাদ আয়তনবান্নাম ।
এতে ব্রাহ্মাদয়োহি গন্ধাদিবিষয়া মন আয়তনমাশ্রিত্য ভোগমাদনং ভবন্তীত্যায়ন-
বান্নাম পাদঃ । তদেবং চতুর্পাদব্রহ্মাষ্টশব্দং যোড়শকলমুন্নিমিত্তং প্রত্য্য । অত-
কথনের দ্বারাই প্রতীত হয় । তদুপাঙ্গে ব্রহ্মেণ নির্দিষ্ট পরিমাণের কথন
থাকায় ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব লক্ষ হইতে পারে । [তথা...গম্যতে]
এতদ্বিন্ন, সম্বন্ধের উল্লেখও আছে । যথা—“ত সোম্য, যথৈকৈকো, সেই
সময়ে জীব সংসম্পন্ন হয় ।” (সং = ব্রহ্ম, সম্পত্তি = তদ্ব্যবপ্রাপ্তি) “তখন
এই শারীর আত্মা অর্থাৎ জীব প্রাজ্ঞে অর্থাৎ ব্রহ্মে পরিবর্ত্ত হয় । সেই
কারণে সে বাহ্যিক ও আন্তরিক কোনও জ্ঞেয় বস্তু জানে না ।” যেনন নরের সহিত
নগরের সম্বন্ধ, তেমনি, এই সকল প্রতীতে পরিমিতের সহিত পরি-
মিতের (ব্রহ্ম পরিমিত, জীবও পরিমিত) সম্বন্ধ-বিবেচন হওয়া বর্ণিত
হইয়াছে । প্রতি যখন স্মৃশুপ্তিকালে জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হওয়া
বর্ণন করিয়াছেন, তখন কেননা বুলিব যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন আরও এক
পদার্থ (জীব) আছে । [ভেদ...প্রতিপত্তিতে] প্রতিতে যে, ভেদব্যপ-
দেশ আছে, তাহাও ঐ অর্থেই বোধক । ভেদব্যপদেশ যথা—“আদিত্যের
অন্তরে ঐ যে হিরণ্ময় পুরুষ দেখা যায়—” এইরূপে প্রতি আদিত্যাধার
ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়া নেত্রাধার ঈশ্বরকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন
করিয়াছেন । যথা—“এই যে চকুর অন্তরে পুরুষ—” ইত্যাদি ।

তাহার পরে প্রতি আদিত্যাধার পুরুষের রূপাদি নেত্রাধার পুরুষে অতিদেশ

রূপং যদমুখ্য রূপং, যাবমুখ্য গেষ্যো তৌ গেষ্যৌ, যন্মাম তন্মাম” ইতি। সাবধিকক্ষেত্ৰত্বমুভয়োৰ্ব্যপদিশতি “যে চামুখ্যাং পরাক্ষো লোকান্তেষাক্ষেষ্টে দেবকামানাক্ষ” ইত্যেকস্ত। “যে চৈতস্মাদৰ্ব্যাক্ষো লোকান্তেষাক্ষেষ্টে মনুষ্যকামানাক্ষ” ইত্যেকস্ত। যথৈদং মাগধস্ত রাজ্যমিদং বৈদেহস্যেতি ॥ ৩। ২। ৩১ ॥

এবমেতেভ্যঃ সেত্বাদিব্যপদেশেভ্যো ব্রহ্মণঃ পরমস্তীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপত্তে—

সামান্যাত্ম ॥ ৩। ২। ৩২ ॥*

তু-শব্দেন প্রদর্শিতাং প্রাপ্তিং নিরূপক্ৰি। ন ব্রহ্মণোহিত্যং স্ততো ব্রহ্মণঃ পরমতদন্তি। স্তাদেতৎ। অস্তি চেৎ পরিসংখ্যায়োচ্যাতামেতব-
দিতি, অত আহ—“অমিতমস্তীতি” প্রমাণসিদ্ধং, ন হেতাবদিত্যর্থঃ। ভেদব্যপ-
দেশচ ত্রিঃপ্রকারঃ। আধারতত্ত্বাতিদেশতচ্চাবধিতশ্চ ॥ ৩। ২। ৩১ ॥

জগতন্তুস্বাধ্যাদানাক্ষ বিধারকত্বং সেতুসামান্যত্ম। যথা হি তন্তবঃ পটং বিধার-
করিয়াছেন। যথা—“এই চাক্ষুষপুরুষের সেইরূপ রূপ, যাহা আদিত্য-পুরুষের রূপ, অক্ষিপুরুষেরও সেই রূপ। আদিত্য-পুরুষের যে গেষ্য, অক্ষি-পুরুষেরও সেই গেষ্য। আদিত্য পুরুষের যে নাম, অক্ষিপুরুষেরও সেই নাম।” ইত্যাদি। শ্রুতি আদিত্যাদি ঈশ্বরের এবং নেত্রাদি ঈশ্বরের সীমাবদ্ধ ঈশ্বর বলিয়াছেন, অসীম ঈশ্বরের কথা বলেন নাই। যথা—“সেই লোকের উপর যে দেব-
ভোগ্য লোক, এই আদিত্যপুরুষ সেই দেবভোগ্য লোকের নিয়ন্তা।” “বাহা তাহা হইতে মনুষ্যভোগ্য নিয় লোক, এই অক্ষিপুরুষ তাহার নিয়ন্তা।” লোকে যেমন লৌকিক ঈশ্বরের (রাজার) সীমাবদ্ধ ঈশ্বর বর্ণন করে, যেমন বলে, এই রাজ্য মগধরাজের এবং এই রাজ্য বিদেহরাজের ইত্যাদি; তেমনি শ্রুতিও একের অসীমতা ও অপরের সসীমতা উপদেশ করিয়াছেন। অতএব, শ্রুতি যখন সেতু প্রভৃতি নিদর্শনের দ্বারা তত্ত্ব বর্ণন করিয়া-
ছেন, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মভিন্ন অন্য তত্ত্বও আছে ॥৩২।৩১॥

এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তিতে পঠিত হয়—(ঐ সেত্বাদি ব্যাপদেশ সামান্যতঃ অর্থাৎ গোণ ; মুখ্য নহে।)

প্রাপ্ত পূর্বপক্ষ—বাহা দেখান বা বলা হইল, তাহা তু-শব্দের দ্বারা

* সেতুসামান্যত্ম সেতুব্যপদেশ ইতি বোদ্ধব্য। জগতন্তুস্বাধ্যাদানাক্ষ বিধারকত্বং সেতু-
সামান্যত্ম।

শ্রুতিতে সেতুব্যপদেশ অর্থাৎ আত্মায় যে সেতুশব্দের প্রয়োগ, তাহা কোন এক সেতুভাবমাত্র
অবলম্বনে, ইহা বুঝিতে হইবে। সাদৃশ্য এই যে, তিনি সেতু নহেন, কিন্তু সেতুর মত
মর্যাদাবিধারক (সীমাসংস্থাপক)।

কিঞ্চিদ্বিভূমহতি, প্রমাণাভাবাৎ। ন হ্যানুশ্চাস্তিত্বে কিঞ্চিৎ
প্রমাণমুপলভামহে। সর্বশ্চ হি জনিমতো বস্তুজাতশ্চ জন্মাদি
ব্রহ্মণো ভবতীতি নির্ধারিতম্, অনন্যত্বঞ্চ কারণাৎ কার্যশ্চ। ন
চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদজং সম্ভবতি, “সদেব সোম্যেদমগ্র-
আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং” ইত্যবধারণাৎ। একবিজ্ঞানেন চ
সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ। ন চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুস্তিত্বমব-
কল্পতে।

ননু সেকাদিব্যপদেশাঃ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং তদ্বৎ সূচয়ন্তীত্যুক্তম্।
নেতু্যচ্যতে। সেতুব্যপদেশস্তাবৎ ন ব্রহ্মণো বাহ্যশ্চ সম্ভাবং
প্রতিপাদয়িতুং ক্ষমতে ‘সেতুরাত্মেতি হ্যাহ, ন পুনস্ততঃ
পরমস্তি’ ইতি। তত্র পরশ্চিন্নমসতি সেতুত্বং নাবকল্পত ইতি
পরং কিমপি কল্পেত, ন চৈতন্মায়াম্। হঠো হ্যপ্রসিদ্ধকল্পনা।

রস্তি, তদুপাদানহাৎ এবং ব্রহ্মাপি অগরিধারয়তি, তদুপপাদকত্বাৎ। তদ্ব্যবধানাঞ্চ
বিধারকং ব্রহ্ম। ইতরথাহতিচপলস্থূল বলবৎকল্লোলমালাকলিলো জলনিধিরিলা-

বিদূরিত করা যাইতেছে। বিশদার্থ এই যে, প্রমাণ না থাকায় কিছুই
ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। আমরা ব্রহ্মাতির পদার্থের অস্তিত্বে প্রমাণ থাকা দেখিতে
পাই না। ব্রহ্ম হইতেই সমুদায় জন্মবান্ পদার্থের জন্মাদি হয়, এবং
যাহা যাহা জন্মে, তাহা তাহাই কারণের অনতিরিক্ত (যট যেমন সৃষ্টিকার
অনতিরিক্ত), ইহা অবধারিত। [ন চ...কল্পতে] ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ
অর্থাৎ নিত্যবস্তু অসম্ভব। “সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সং-ই ছিল”
এই অবধারণ ও একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞার দ্বারা
ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অর্থাৎ পৃথক্ সত্তা বিদূরিত হয়।

[নহ...কল্পনা] বলিতে পার, সেতুব্যপদেশ প্রভৃতি ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্বের
সূচক। ব্রহ্মপে সূচক—অনুমানক হয়, তাহা বলা হইয়াছে, তদন্তরে বলিতেছি
তাহা নহে। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যপদেশ ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর পারমার্থিক অস্তিত্বের
অনুমানক নহে। সেতুব্যপদেশ (সেতুরূপে ব্রহ্ম কথন) একবহির্ভূত বস্তুর
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে পারে না। “ঋষি বলিয়াছেন, আত্মা সেতুরূপ,
তাহার পর অর্থাৎ তদতিরিক্ত বস্তু নাই।” এই প্রত্যস্তর তাহার পোষক
প্রমাণ। পর অর্থাৎ বস্তুস্তর না থাকিলে সেতুত্ব কল্পনা হয় না, তদ-
নুরোধে যে, অস্ত্র কিছুই বাস্তব কল্পনা করিবে, তাহা অস্বাভাৱ্য। অপ্রসিদ্ধ
কল্পনা হঠ অর্থাৎ বলপ্রকাশ মাত্র।

অপি চ, সেতুব্যপদেশাদাত্মনো লৌকিকসেতুনিদর্শনে
সেতুবাহ্যবস্তুতাং প্রসঞ্জয়তা মুদারুময়তাপি প্রাসঞ্চেত। ন চ
তন্মাত্ম্যম্, অজ্ঞাদিশ্রুতিবিরোধঃ। সেতুসামান্যাতু সেতুশব্দ
আত্মনি প্রযুক্ত ইতি শ্লিষ্যতে, জগতন্তম্মর্যাদানাঞ্চ বিধারকত্বং
সেতুসামান্যমাত্মনঃ। অতঃ সেতুরিব সেতুরিতি প্রকৃত আত্মা
স্তুয়তে। “সেতুং তীৰ্ণা” ইত্যপি তরতেরতিক্রমাসম্ভবাৎ
প্রাপ্নোত্যর্থ এব বর্ততে। যথা ব্যাকরণং তীর্ণ ইতি—প্রাপ্ত-
ইত্যাচ্যতে, নাতিক্রান্তস্তদ্বৎ ॥ ৩। ২। ৩২ ॥

বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ ॥ ৩২ ৩৩ ॥*

যদপ্যুক্তম্, উন্মানব্যপদেশাদস্তু পরমিতি, তত্রাভিধীয়তে।

পরিমণ্ডলমবগিলেৎ। বড়বানলো বা বিষ্ণু জ্বিতজ্বালাজটিলো জগন্তম্মসাম্যাবহেৎ।
পবনঃ প্রচণ্ডো বাহুকাণ্ডমেব ব্রহ্মাণ্ডং বিঘট্টয়েদিতি। তথা চ শ্রুতিঃ—‘ভীষ্মাস্মা-
দ্বাতঃ পবতে’ ইত্যাদিকা ॥ ৩। ২। ৩২ ॥

মনসো ব্রহ্মপ্রতীকস্ত সমারোপিতব্রহ্মভাবস্ত বাগ্ভাষণশব্দকুঃ শোরমিতি চদ্বারঃ

[অপিচ...স্তুয়তে] সেতুব্যপদেশ আছে, তাহা দেখিবা যদি অত্মাকে
বাহ্যবস্তুবিশিষ্ট বল, (সেতু বলিলেই, লোকে বুকে, সেতুভিন্ন স্থলাস্তর আছে;
সুতরাং সেতুশব্দ সেতুর বহিঃস্থ পদার্থের জ্ঞাপক। যদি একরূপ বল,) তবে, তৎ-
সঙ্গে ইহাও বল বা কল্পনা কর যে, অত্মাও মূন্ময় অথবা কাষ্ঠময়। (সর্বত্রাংশে
সমান বলিতে গেলে কাষেই ঐরূপ বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে)। পরন্তু
তাহা ত্রায়সঙ্গত নহে। তাহাতে “আত্মা অনাদি অজব অমর” এই শ্রুতির বিরোধ
আছে। অতএব, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আত্মায় যে সেতু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে,
তাহা সেতুসামান্য অর্থাৎ কোন এক অংশে সেতুভাব লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে।
জগৎ ও তদন্তর্গত মর্যাদা আত্মার দ্বারা বিধৃত ও সংরক্ষিত হইতেছে, সেই
কারণে তিনি সেতু। অর্থাৎ তিনি জগৎ-বিধারণে সেতুর মত। আত্মা সেতুর
ত্রায় বিধারক ও মর্যাদারক্ষক, শ্রুতি এই কথার দ্বারা প্রস্তুতাবিত পরমাত্মার স্তব
করিয়াছেন মাত্র, বস্তুস্তরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন নাই। [সেতুং...তদ্বৎ]
“সেতুং তীৰ্ণা”—সেই আত্ম সেতু উত্তরণ করিয়া এই বাক্যে যে উত্তরণ শব্দ আছে,
এ স্থলে তাহার অতিক্রমার্থ অসম্ভাবিত। কাষেই প্রাপ্তি অর্থ স্বীকার্য। ব্যাকরণ
উত্তীর্ণ, এ শ্রোণে যেমন তৃ-ধাতুর প্রাপ্তি অর্থ, তেমনি, “আত্মসেতুং তীৰ্ণা,” এ
প্রাণেও তৃ-ধাতুর প্রাপ্তি অর্থ স্বীকার কর ॥ ৩। ২। ৩২ ॥

বলিয়াছিলে, শ্রুতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণের কখন থাকায় পরমাত্মা হইতে পৃথক পদার্থ

* বুদ্ধার্থঃ জ্ঞানার্থঃ উপাসনার্থ ইতি ধাবৎ। যথা লৌকিকে কাষাপণানো পাদবিভাগো
দৃশ্যতে, এবমিহাপি।

উন্মানব্যপদেশোহপি ন ব্রহ্মব্যতিরিক্তত্বপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। কিমর্থস্তর্হি ? বুদ্ধার্থ উপাসনার্থ ইতি যাবৎ। চতুষ্পাদকৌশলং ষোড়শকলমিত্যেবংরূপা বুদ্ধিঃ কথং নু নাম ব্রহ্মণি স্থিরা স্খাদিতি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উন্মানকল্পনৈব ক্রিয়তে। ন হ্রবিকারেহনশ্চে ব্রহ্মণি সর্কৈঃ পুস্তিঃ শক্যা বুদ্ধিঃ স্থাপয়িতুম্, মন্দ-মধ্যোত্তমবুদ্ধিহাৎ পুংসামিতি। পাদবৎ। যথা মন-আকাশয়োঃরধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ ব্রহ্মপ্রতীকয়োঃরান্নাতয়োঃচত্বারে! বাগাদয়ো মনঃসম্বন্ধিনঃ পাদাঃ কল্প্যন্তে, চত্বারশ্চাগ্নাদয় আকাশ-সম্বন্ধিন আধ্যানায়, তদ্বৎ। অথবা পাদবদিতি—যথা কার্যাপণে পাদবিভাগে ব্যবহারপ্রাচুর্য্যায় কল্প্যতে। নহি সকলেনৈব

পাদাঃ। মনোহি বক্তব্যস্তাতব্যত্রৈব্যশ্রোতব্যান্ গোচরান্ বাগাদিভিঃ সঞ্চরতীতি সঞ্চরনসাধারণতয়া মনসঃ পাদান্তদিনমধ্যাত্মম্। আকাশস্ত ব্রহ্মপ্রতীকস্তাগ্নিবায়ু-রাদিত্যো দিশ ইতি চত্বারঃ পাদাঃ। তে হি ব্যাপিনো নভস উদর ইব গোঃ পাদা বিলগ্না উপলক্ষ্যন্ত ইতি পাদাঃ। তদিদমধিদৈবতম্। তদনেন 'পাদবদিতি'

থাক। প্রতীত হয়, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে। সেই নির্দিষ্ট পরি-মাণের কখন ব্রহ্মভিন্নের অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে। তাহার কখন কেবল জ্ঞানের অর্থাৎ উপাসনার জন্ত; সুতরাং তাহা উপাসনারই প্রতিপাদক। [চতু...মিতি] যদি বলা, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টেশক ও ষোড়শকল, † ব্রহ্মে এতদ্রূপ জ্ঞান কিরূপে স্থির থাকিবে? সত্য হইবে? ব্রহ্ম অনন্ত; তাহাতে ঐরূপ পরিমাণ কি বাস্তব হয়? ইহার প্রত্যুত্তর—ব্রহ্মে পরিমাণ কল্পনা বিকারবহুত অর্থাৎ ব্রহ্মজাত পদার্থ বহুত। নচেৎ কোনও পুরুষ নির্মিকার অনীম ব্রহ্মে ঐ রূপ বিশেষ জ্ঞান স্থাপন করিতে সমর্থ নহেন। [পাদবৎ...দিত্যর্থঃ] ব্রহ্মধ্যানের প্রতীক মন ও আকাশ (আধ্যাত্মিক প্রতীক মন, অধিদৈব, প্রতীক আকাশ। প্রতীক=আলম্বন)। যেমন ধ্যানের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞের পাদ কল্পনা করা হয়, (বাক্য, ব্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, এই চারিটি মনের এবং অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্, এই চারিটি আকাশের পাদ), সেইরূপ, ধ্যানার্থ ব্রহ্মেরও পাদ, শব্দ ও কলা প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে। অথবা যেমন লৌকিক ব্যবহারে কার্যাপণ প্রভৃতির পাদ কল্পনা দৃষ্ট হয়, তেমনি, (উত্তমাদমমধ্যম উপাসকের) ধ্যানসৌকর্য্যার্থ অপরিমিত ব্রহ্মে ঐরূপ পরিমাণ-বিশেষ কল্পিত হইয়া থাকে। ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ নিশ্চিত না থাকায় সকল ব্যক্তি সকল সময়ে কার্যাপণ লইয়া ক্রয়বিক্রয় সমাধা করিতে পারে না, সেই

পরিমাণব্যপদেশ বস্তুরপ্রতিপাদক নহে। তাহা কেবল উপাসনার্থ, অথবা হ্রদ্ব্যবহার্য জানিবে।

† ইহা এক প্রকার উপাসনার বিবরণ। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, পরেও বলা হইবেক। আরণ্যক শ্রুতিতে ইহাও বর্ণিত উপদেশ আছে।

কার্ষাপণেন সর্বদা সর্বৈ জনা ব্যবহর্তু মীশতে ক্রয়বিক্রয়পরিমাণা-
নিয়মাৎ, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩ । ২ । ৩৩ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩ । ২ । ৩৪ ॥*

ইহ সূত্রে দ্বয়োরপি ব্যাপদেশয়োঃ পরিহারোহভিধীয়তে ।
যদপ্যুক্তং সম্বন্ধব্যাপদেশোন্তেদব্যাপদেশোচ্চ পরমতঃ স্খাদিতি ।
তদপ্যসৎ । যত একস্তাপি স্থানবিশেষাপেক্ষয়া এতৌ
ব্যাপদেশৌবুপপদ্যেতে । সম্বন্ধব্যাপদেশে তাবদয়মর্থঃ—বুদ্ধ্যা-
দ্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাদুদ্ভূতস্ত বিশেষবিজ্ঞানস্তোপাধ্যুপশমে য
উপশমঃ, স পরমাশ্রুনা সম্বন্ধ ইতু্যুপাধ্যাপেক্ষয়োপচর্য্যতে, ন

বৈদিকং নিদর্শনং ব্যাখ্যায় লৌকিকক্ষেপং নিদর্শনমিত্যাহ—“অথবা পাদব-
দিতি” । “তদ্বৎ” ইতি । ইহাপি মন্দবুদ্ধীনামাধ্যানব্যবহারায়ৈত্যর্থঃ ॥ ৩ । ২ । ৩৩ ॥

বুদ্ধ্যুপাধিবিশেষযোগাদুদ্ভূতস্ত জাগ্রৎস্বপ্নয়োর্কিংশেষবিজ্ঞানস্তোপাধ্যুপ-

কারণে, কার্ষাপণেন পাদ কল্পনা (পাদ = ৪ চারি ভাগের এক ভাগ) হইয়াছে ;
সেইরূপ, সকল উপাদক ব্রহ্মের পূর্ণতা ধারণা ও মনন করিতে পারে না বলিয়াই
তাহাদের জ্ঞান ঐ সকল কল্পনা উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩ । ২ । ৩৩ ॥

এই সূত্রে অত্র দুইটি ব্যাপদেশের পরিহার দেখান হইয়াছে । (সম্বন্ধব্যাপ-
দেশেব ও ভেদব্যাপদেশের) । বলিয়াছিল যে, শাস্ত্রে সম্বন্ধের ও ভেদের
উল্লেখ আছে, সুতরাং জীবতির পরমাশ্রু আছে, সে কথা অসৎ । কেননা, এক
বস্তুর ও স্থান-বিশেষ অল্পসারে ঐরূপ ব্যাপদেশ (ভেদ ও সম্বন্ধ ব্যবহার) হইতে দেখা
যায় । [সম্বন্ধ...পেক্ষয়া] সম্বন্ধ প্রদর্শক বাক্যের অর্থ এই যে, বুদ্ধাদি উপাধির
যোগেই বিশেষ বিজ্ঞান (ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান) জন্মে, সুতরাং সেই সকল উপাধির অভাবে
একাধৈত্যভাবই অবশিষ্ট হয় । ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, একই পরমাশ্রু বুদ্ধাদি-
স্থানসম্পর্কে জীবাদি নানাভাব প্রাপ্তের জ্ঞান হই, তাঁহার সহিত বুদ্ধাদির
যে সম্বন্ধ, তাহা ঔপচারিক । অর্থাৎ উপচারক্রমেই তদ্রূপ সম্বন্ধের ব্যাপদেশ হয় ।
অপিচ, সে ব্যাপদেশ বুদ্ধাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অধীন । কথাগুলির অভিপ্রায়
এই যে, বুদ্ধি ও মন প্রভৃতি পদার্থ পরিমিত ও নানা, তৎসম্পর্কে ব্রহ্মও তদ্রূপ-

* স্থানং উপাধিবুদ্ধ্যাদিঃ । বিশেষো ভেদঃ । তন্ময়ং ক্ষতান্তসম্বন্ধভেদাবুপচারেণ সঙ্গচ্ছেতে
ইতি শেখঃ । প্রকাশাদিবদিতি, -যথা সৌরালোকাদেবদুল্লাছাপাধিনা ভিন্নস্তোপাধিব্যাপণেন
সম্বন্ধোপচারস্তথাইচকুযোঃ স্থানয়োর্ভেদাৎ হিরণ্ময়পুরুষাদিভেদকল্পনেনৈত্যর্থঃ ।

স্থানবিশেষ অর্থাৎ উপাধিভেদ-অনুসারে সৌরালোকাদির ভেদ ও সম্বন্ধকল্পনার জ্ঞান একের
সম্বন্ধ ও ভেদকল্পনা উপচারক্রমে সঙ্গত হইতে পারে ।

পরিমিতত্বাপেক্ষয়া। তথা ভেদব্যপদেশোহপি ব্রহ্মণ উপাধি-
ভেদাপেক্ষ্যৈবোপচর্য্যতে, ন স্বরূপভেদাপেক্ষয়া।

প্রকাশাদিবদিত্যুপমোপাদানম্। যথৈকস্য প্রকাশস্ত সৌর্য্যস্ত
চান্দ্রমসস্ত বোপাধিযোগাদুপজাতবিশেষস্তোপাধ্যাপশনাং সম্বন্ধব্য-
পদেশো ভবতি, উপাধিভেদাচ্চ ভেদব্যপদেশঃ। যথা বা
সূচ্যাকাশাদিষু পাদ্যপেক্ষ্যৈবৈতৌ ভেদব্যপদেশৌ ভবতঃ,
তদ্বৎ ॥ ৩। ২। ৩৪ ॥

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩৫ ॥ *

উপপদ্যতে চাত্রেদৃশ এব সম্বন্ধো নান্যাদৃশঃ। যথা
“স্বমপীতো ভবতি” ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধেনেমাগমন্তি। স্বরূপস্ত

শমেহভিভবে স্বযুগাবস্থানমিতি। তথা ভেদব্যপদেশোহপি ত্রিবিধো ব্রহ্মণ
উপাধিভেদাপেক্ষ্যেতি।

যথা সোধজালমার্গনিবেশিতঃ সবিভাসো জালমার্গোপাধিভেদান্তিমা ভাসন্তে,
তদ্বিগমে তু গভস্তিমণ্ডলেনৈকীভবন্ত্যতন্তেন সম্বন্ধ্যন্ত ইব, এবমিহাপীতি ॥৩১২৩৪॥

স্বাদেতৎ। একীভাবঃ কস্মাদিহ সম্বন্ধঃ কণ্ঠকিদ্ভাষ্যায়তঃ, ন যুগ্য এব
ইত্যেতৎ স্বত্রেণ পরিহরতি।

প্রায় হন। [তথা...সৃষ্টং] ভেদব্যপদেশও উপাধিভেদ অন্তরায়ী, সুতরাং উপ-
চারিক। ফলতঃ ত্রিনি উপাধিভেদে ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক।

যেমন একই সৌরালোক অথবা চন্দ্রালোক অমূল্যাদি উপাধির দ্বারা বিশেষ-
ভাব (ভিন্ন ভিন্ন আকার) প্রাপ্ত হয়, আবার উপাধি-বিগমে নির্কির্শেষ
অর্থাৎ একরূপ হয়। সেস্থলে যেমন সে সকলের সম্বন্ধ ও ভিন্নতা কেবল সেই সেই
উপাধির যোগে পরিকল্পিত, তেমনি, আত্মবিষয়ক সম্বন্ধ এবং ভেদও উপাধিযোগেই
পরিকল্পিত ॥ ৩। ২ ৩৪ ॥

ব্রহ্মবিষয়ে ঐরূপ (ভেদনিবৃত্তিরূপ) সম্বন্ধই উপপন্ন হয়, অত্ৰ কোনরূপ মূখ্য
(সংযোগাদি) সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। “স্বযুপ্তিকালে আপনাতৈ লয়প্রাপ্ত হন”
এই শ্রুতি স্বরূপ সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন। স্বরূপ অনস্বর; অতএব, নরের
সহিত নগরের যেরূপ সম্বন্ধ, সেরূপ সম্বন্ধ জীব-পরমাশ্রায় ঘটনা হয় না। উপাধির

* উপপত্তেরূপি ভেদনিবৃত্তিরূপঃ সম্বন্ধো জ্ঞেয়ো ন তু মূখ্যঃ সংযোগাদিঃ, বস্তুত্বমসংযাৎ।
ভেদোহপি ন যত একত্বশ্রুতেরিতি নির্দ্বন্দ্বঃ।

সম্বন্ধকথন ও ভেদবর্ণন মূখ্য নহে, কিন্তু গৌণ। কেননা, সৌণ পক্ষই উপপন্ন অর্থাৎ বৃত্তিলভ্য।
বস্তুত্ব ন বাকার মূখ্য সংযোগাদিসম্বন্ধ ও মূখ্যভেদ উপপন্ন হয় না।

চানপায়িত্বাৎ ন নর-নগরন্যায়েন সম্বন্ধো ঘটেতে। উপাধিকৃত-
স্বরূপতিরোভাবাত্তু “স্বমপীতো ভবতি” ইত্যুপপদ্যতে। তথা
ভেদোহপি নান্যাদৃশঃ সম্ভবতি, বহুতরশ্রুতিপ্রসিদ্ধৈকেশ্বরত্ব-
বিরোধাৎ। তথা চ শ্রুতিরেকশ্রুতাপ্যাকাশস্ত স্থানকৃতং ভেদ-
ব্যপদেশমুপপাদয়তি “যোহয়ং বহির্দ্বী পুরুষাদাকাশো যোহয়মন্তঃ
পুরুষ আকাশঃ” “যোহয়মন্তঃ হৃদয় আকাশঃ” ইতি চ ॥ ৩২। ৩৫ ॥

তথ্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩। ২। ৩৬ ॥ *

এবং সেহাদিব্যপদেশাৎ পরপক্ষহেতুভূম্যর্থ্য সম্প্রতি স্বপক্ষং
হেতুস্তুরেণোপসংহরতি—‘তথা অন্যপ্রতিষেধাৎ’ অপি ন ব্রহ্মণঃ
পরং বস্তুস্তুরমন্তীতি গম্যতে। তথা হি “স এবাধস্তাদহমেবাধস্তা-

“স্বমপীতঃ” ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধং ক্রুতে। স্বভাবশ্চেদনেন সম্বন্ধয়েন স্পষ্টকৃতঃ
স্বাভাবিকস্তাদান্যাত্মাতিরিচাত ইতি তর্কপাদ উপপাদিতমিত্যর্থঃ। তথা ভেদো-
হপি ত্রিবিধো নান্যাদৃশঃ স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ ॥ ৩। ২। ৩৫ ॥

সুগমেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩। ২। ৩৬ ॥

[ব্রহ্মপ্রভা। স্বরূপেণ ব্রহ্মণা জীবন্ত সম্বন্ধো ভেদনিবৃত্তিরূপো যুক্ত্যতে ন মুখ্যঃ
দ্বারা প্রকৃপ প্রচ্ছন্ন থাকায় “আপনাতো অপ্যয় অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হন” এ কথা সহ-
জেই উপপন্ন হইতে পারে। [তথা...ইতি চ] ভেদও উপাধিকৃত, স্বরূপতঃ
নহে। কেননা, তাহা একেশ্বরবাদিনী বহু শ্রুতির বিরুদ্ধ। শ্রুতি একই আকা-
শের স্থানকৃত ভেদ উপপাদন করিয়াছেন। যথা—“এই যে পুরুষের বহির্দ্বী
আকাশ, এই যে পুরুষের অন্তর্দ্বী আকাশ, এবং এই যে হৃদয়ান্তর্গত আকাশ”
ইত্যাদি। ঐ দৃষ্টান্তেই এক পরমাত্মার উপাধিকৃত ভেদ (নানাভাব) উপপন্ন
হয় ॥ ৩। ২। ৩৫ ॥

পরকীয় মত উত্থানের কারণীভূত শ্রুতিস্ব সেহাদি-ব্যপদেশের যুক্তিযুক্ত সমা-
ধান সমাধা করিয়া সূত্রকার হেতুস্তুর আহরণপূর্বক স্বমতের উপসংহার করিতে-
ছেন। ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ থাকাতোও ব্রহ্মভেদবিশিষ্ট কোন বস্তু নাই
বলিয়া প্রতীত হয়। যথা—“তিনিই নিজে, আমিও নিজে, আত্মাই নিজে, সমস্তই
নিজে। ব্রহ্ম ভাষার দূরে যান—যে এ সমুদায়কে আত্মাতিরিক্ত বলিয়া জানে”।
“এ সমস্তই ব্রহ্ম।” “এ সমস্তই আত্মা।” “এই ব্রহ্মে নানাভাব নাই”। “এমন

* অন্যপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মভিন্নত্ব বস্তুস্তুরত্ব প্রতিষেধাৎ পরমার্থস্বনিবারণাৎ।

পরপক্ষীয় মতের উত্থাপক সেহাদিপ্রয়োগের পরপক্ষীয় ব্যাখ্যায় দোষ দেখান হইয়াছে।
এতদ্বিন্ন, শ্রুতিতে বস্তুস্তুরের অস্তিত্ব-নিষেধও আছে। বস্তুস্তুরের প্রতিষেধ থাকাতোও ব্রহ্মভিন্ন
পদার্থের অনতিদূর জানা যায়।

দাত্তৈবাস্তাৎ”, “সর্বং তং পরাদাদ্যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ।”
 “ত্রৈকৈবেদং সর্বমাত্তৈবেদং সর্বম্।” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।”
 “তদেতদ্ভ্রক্ষাপূর্বমনপরমনস্তরমবাহম্” ইত্যেবমাদিবাক্যানি
 স্বপ্রকরণস্থান্যান্যার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যানি ভ্রক্ষব্যতিরিক্তং বস্তুস্তরং
 বারয়ন্তি। সর্বান্তরশ্রুতেশ্চ ন পরমাত্মনোহন্তরোহন্য আত্মা-
 হন্তীত্যবগমতে ॥ ৩। ২। ৩৬ ॥

অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিত্যঃ ॥ ৩। ২। ৩৭ ॥*

অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন অন্তপ্রতিষেধসমাশ্রয়ণেন
 চ সর্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ সিদ্ধং ভবতি। অন্যথা হি তন্ম সিন্ধ্যৎ।

সেত্বাদিব্যপদেশেষু হি মুখ্যেষু স্পষ্টক্রিয়মাণেষু পরিচ্ছেদ আত্মনঃ

সংযোগাদিঃ, বস্তুদ্বয়াসত্ত্বাৎ। তথা ভেদোহপি ন স্বতঃ, একত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ।
 ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ২। ৩৬ ॥]

ভ্রক্ষারৈতদ্বিদ্ধাবপি ন সর্বগতত্বং সর্বব্যাপিতা সর্বশ্চ ভ্রক্ষণা স্বরূপেণ রূপবৎ
 সিধ্যতীত্যত আহ—“অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন” পরন্তুনিরাকরণে-

কিছুই নাই—যাহা তাঁহা হইতে পর।” “সেই এই ভ্রক্ষ অনাদি (অকারণ),
 অনপর, অনস্তর ও অবাহু অর্থাৎ টাঁহার পর নাই, বিচ্ছেদ নাই এবং বাহিরেও
 কিছু নাই।” ইত্যাদি। এই সকল বাক্য ভ্রক্ষপ্রকরণে পঠিত; সুতরাং অন্ত
 কোনরূপ অর্থে যোজন্য করিবার অযোগ্য। যদি ঐ সকল বাক্যের অন্তপ্রকার
 অর্থ না থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ কর যে, ঐ সকল বাক্য ভ্রক্ষব্যতিরিক্ত পদার্থের
 অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন, “তিনিই সকলের অন্তরে—” এই সর্বাস্তর-
 শ্রুতির দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, প্রাণিদেহে পরমাত্মা ব্যতীত আত্মাস্তর
 নাই। অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে পরমাত্মা ব্যতীত জীব বা অন্ত কিছুই নাই ॥ ৩। ২। ৩৭ ॥

সেতু প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে যে পরমত উৎপাদিত হইয়াছিল, তাহার নিরাস
 ও বস্তুস্তরের অস্তিত্ব প্রতিষেধ, এই দুয়ের দ্বারা আত্মার সর্বব্যাপিতাও সিদ্ধ হই-
 য়াছে। কেননা, ঐ সকলের নিষেধ ব্যতীত আত্মার সর্বগতত্ব সিদ্ধ হয় না।
 সেত্বাদিব্যপদেশের মুখ্যার্থ স্বীকার করিতে গেলে আত্মার পরিচ্ছেদ প্রাপ্তি হয়,
 অর্থাৎ সর্বব্যাপিতা ভঙ্গ হয়। কেননা, সেতুপ্রভৃতি তদাত্মক অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন

* অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন বস্তুস্তরপ্রতিষেধেন চাত্মনঃ সর্বগতত্বদ্বিসিদ্ধিব্যতীতি
 শেষঃ। আয়ামশব্দাভ্যোহপি। আয়াম শব্দঃ ব্যাপ্তিবাচী শব্দঃ। আদিশব্দাৎ নিত্যাদিশ্রীঃ।
 কথিত বিচারের দ্বারা, ও ব্যাপ্তিবাচী আয়ামশব্দের দ্বারা আত্মার সর্বগতত্বও সিদ্ধ হয়।

প্রসজ্যেত, সেত্বাদীনাংমেবমাত্মকত্বাৎ । তথান্যপ্রতিষেধেহ্যপ্যসতি
বস্তু বস্তুস্তরাহ্যাবর্তত ইতি পরিচ্ছেদ এবাত্মনঃ প্রসজ্যেত ।
সর্বগতত্বকাশ্রায়ামশব্দাদিভ্যোহবগম্যতে । আয়ামশব্দো ব্যাপ্তি-
বচনঃ শব্দঃ । “যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোহন্তর্হৃদয় আকাশঃ”,
“আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ”, “জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানা-
কাশাৎ” “নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ম্” ইত্যেবমাদয়ো হি
শ্রুতিস্মৃতিভাষ্যঃ সর্বগতত্বমাত্মনোহববোধয়ন্তি ॥ ৩ । ২ । ৩৭ ॥

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩ । ২ । ৩৮ ॥ *

তস্মৈব হি ব্রহ্মণো ব্যবহারিক্যাগীশিত্রীশিতব্যবিভাগাবস্থায়-
ময়মন্যঃ স্বভাবো বর্ণ্যতে । যদেতদিষ্টানিষ্টব্যাগিশ্রলক্ষণং

নান্যপ্রতিষেধসমাপ্রয়ণেন চ স্বসাপনোপজ্ঞাসেন চ সর্বগতত্বমপ্যাশ্রয়ঃ সিদ্ধং
ভবতি । অষ্টেষু সিদ্ধে সর্বোহয়মনির্বচনীয়ঃ প্রপঞ্চবতাসো ব্রহ্মাধিষ্ঠান ইতি
সর্বশ্চ ব্রহ্মসম্বন্ধাদব্রহ্ম সর্বগতমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩ । ২ । ৩৭ ॥

সিদ্ধান্তোপক্রমমিদমধিকরণম্ । শ্রাদেতৎ । নিত্যত্ববুদ্ধমুক্ত্যভাবস্ত ব্রহ্মণঃ
কৃত ঈশ্বরত্বং কৃতশ্চ ফলহেতুত্বমপীত্যত আহ—“তস্মৈব ব্রহ্মণো ব্যবহারিক্যাম্”
পদার্থ । [তথা...গম্যতে] বস্তুস্তরের নিষেধ না থাকিলেও, অর্থাৎ অষ্টেষু পক্ষ
ব্যতীত ষষ্ঠপক্ষেও এক বস্তু অস্ত্র বস্তু হইতে ব্যবহৃত (ভিন্নতাপ্রাপ্ত) হয় ;
সুতরাং পরমাশ্রয় ও পরিচ্ছিন্নতা ঘটনা হয় । এ দিকে, আয়ামাদি শব্দ থাকাতে
পরমাশ্রয় সর্বব্যাপিতা অবগত হওয়া যায় । [আয়াম...বোধয়ন্তি] আয়ামশব্দ
অর্থাৎ ব্যাপ্তিবাচী শব্দ (সর্বগতত্ববোধক বাক্য) । যথা—“এই আকাশ যদ্রূপ,
হৃদয়ান্তরস্থ আকাশও তদ্রূপ” (হৃদয়ান্তরস্থ আকাশ = আত্মা) । “ইনি আকা-
শের ত্রায় সর্বগত ও নিত্য ।” “দিব্ (আকাশপর্যায়ক অন্তরিক্ষ) অপেক্ষা
বড়, আকাশ অপেক্ষা বড় ।” “নিত্য সর্বগত, স্থিতিশীল ও অচল অর্থাৎ কূট-
বৎ নির্বিকার ।” ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও ত্রায় (বৃত্তি) আশ্রয় সর্ব-
ব্যাপিতা বোধ করায় ॥ ৩ । ২ । ৬৭ ॥

এক্ষের আর একটি ব্যবহারিক বিভাগ আছে, তাহা ঈশ্বর ও ঈশিতব্য নামে
প্রসিদ্ধ । এই জগৎ ও জগৎস্থ জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ নিয়ম্য, এবং ঈশ্বর ইহার
নিয়ন্তা ! এই যে ব্যবহারিক বিভাগ, সম্প্রতি এ বিভাগেব্রহ্মের অস্ত্র একটি স্বভাব
বর্ণিত হইবে । সংসারে জীবমাত্রেই ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও

* অতঃ অন্তঃ ঈশ্বরাৎ ফলং জীবানাং কর্ণাহুরূপো ভোগো ভবতি । কর্ণাদিকং বিশিষ্ট-
দেশকালকর্ণাভিজ্ঞদাতৃকং কর্ণফলদায়ং সেবাকলবদিত্যুপপত্তিঃ ।

ঈশ্বর কর্ণকলগতা, জীব সকল ঈশ্বর হইতেই কর্ণফল প্রাপ্ত হয়, অস্ত্র কিছু হইতে নহে, ইহা
উপপত্তিবলে অর্থাৎ বৃত্তিবলে পাওয়া যায় ।

কৰ্মফলং সংসারগোচরং ত্রিবিধং প্রসিদ্ধং জন্তু নাম, কিমেতৎ কৰ্মগো ভবতি ? আহোম্বিদীশ্বরং ? ইতি ভবতি বিচারণা। তত্র তাবৎ প্রতিপদ্যতে—ফলমতঃ—ঈশ্বরাস্তুবিতুমর্হতি। কুতঃ ? উপপত্তেঃ। স হি সৰ্ব্বাধ্যক্ষঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্ বিচিহ্নান্ বিদধদেধকালবিশেষাভিজ্ঞতাং কৰ্মিণাং কৰ্মানুরূপং ফলং সম্পাদয়তীত্যুপপদ্যতে। কৰ্মগন্ত্বক্ষকবিনাশিনঃ কালান্তরভাবি ফলং ভবতীত্যনুপপন্নম্, অভাবাৎ ভাবানুৎপত্তেঃ।

স্বাদেতৎ। কৰ্ম বিনশ্চৎ স্বকাল এব স্বানুরূপং ফলং জনয়িত্বা বিনশ্চতি, তৎ ফলং কালান্তরিতং কত্র। ভোক্ষ্যত ইতি, তদপি ন পরিশুধ্যতি। প্রাক্ ভোক্তৃসম্বন্ধাৎ ফলত্বানুপপত্তেঃ।

ইতি। নাস্ত পারমার্থিকং রূপমাত্রিত্যেতচ্চিন্ত্যতে, কিন্তু সাধ্যবহারিকম্। এতচ্চ “তপসা চীরতে ব্রহ্ম” ইতি ব্যাচক্ষাণৈরস্মাভিরূপপাদিতম্। ইষ্টং ফলং স্বর্গঃ। যথাহঃ—

“ধর্ম দুঃখেন সন্তিরং ন চ গ্রস্তমনস্তরম্।

অভিলাষোপনীতক সুখং স্বর্গপদাম্পদম্॥” ইতি।

অনিষ্টমবীচ্যাদিহানভোগ্যম্। ব্যামিশ্রং মনুষ্যভোগ্যম্। তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ফলমতঃ ঈশ্বরং কৰ্মভিরারাদিতাম্বিতুমর্হতি। অথ কৰ্মণ এব ফলং কস্মান্ ভবতীত্যত আহ—“কৰ্মগন্ত্বক্ষকবিনাশিনঃ” প্রত্যক্ষবিনাশিন ইতি।

চোদয়তি—“স্বাদেতৎ কৰ্ম বিনশ্চৎ” ইতি। উপাস্তমপি ফলং ভোক্তৃম-যোগ্যত্বাৎ কৰ্মান্তরপ্রতিবন্ধাৎ ন ভুজাত ইত্যর্থঃ। পরিহরতি—“তদপি ন পরি-ব্যামিশ্র কৰ্মফল ভোগ করে, ইহা সৰ্ববিদিত। এই সৰ্ববিদিত সুপাদি ফল কি কেবল কৰ্মপ্রভাবেই উপস্থিত হয়? না তাহা ঈশ্বর হইতে সমুৎপন্ন হয়? কৰ্মই কৰ্মফলদাতা? কি ঈশ্বর কৰ্মফলদাতা? একরূপ বিচারণা উপস্থিত হইয়া থাকে। বিচারে পাওয়া যায়, জীব সুখদুঃখাদি ফল ঈশ্বরের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের দ্বারা ফলপ্রাপ্ত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। [স হি...হুৎপত্তেঃ] ঈশ্বর সৰ্বাধ্যক্ষ, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-যুক্ত বিচিত্র বিখের বিধাতা, স্রষ্টা, তিনিই সকলের দেশ-কাল-কৰ্ম জ্ঞাত আছেন, সুতরাং কৰ্মিগণের কৰ্মানুরূপ ফল তাহা হইতেই সম্পন্ন হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। কৰ্ম যে ক্ষণবিনাশী, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ (প্রত্যক্ষসিদ্ধ); সুতরাং অভাবগ্রস্ত কৰ্ম হইতে কালান্তর-ভাবী ফল হওয়া যুক্তিবাহিত। কোনও কালে অভাব ভাবপদার্থের জনক নহে।

[স্বাদেতৎ...স্তৌকিকাঃ] যদি বল, এমনও হইতে পারে যে, কৰ্ম আপন আপন অবস্থানকালের মধ্যে অনুরূপ ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়, অনন্তর কৰ্মকর্তা তাহা যথাকালে ভোগ করে, এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐ ব্যবস্থা পরিত্যক্ত নহে।

যৎকালং হি যৎ সুখং দুঃখং বা আত্মনা ভুজ্যতে, তস্মৈব লোকে
ফলত্বং প্রসিদ্ধম্ । ন হ্যসম্বন্ধস্তাত্মনা সুখস্য দুঃখস্য বা ফলত্বং
প্রতিযন্তি লৌকিকাঃ । অথোচ্যেত—মাতৃং কৰ্ম্মানন্তরং
ফলোৎপাদঃ, কৰ্ম্মকার্য্যাদপূৰ্ব্বাস্তুবেদিতি, তদপি নোপপত্ততে ।
অপূৰ্ব্বস্থাচেতনস্য কাৰ্ঠিলোষ্ট্রসমস্য চেতনেনাপ্রবর্তিতস্য প্রবৃত্ত্যানু-
পপত্তেঃ, তদন্তিহে চ প্রমাণাভাবাৎ । অৰ্থাপত্তিঃ প্রমাণমিতি
চেৎ, ন, ঈশ্বরসিদ্ধেরর্থাপত্তিক্রিয়াৎ ॥ ৩।২।৩৮ ॥

স্ত্যতি” ইতি । ন হি স্বৰ্গ আত্মনাং লভতামিত্যধিকারিণঃ কাময়ন্তে, কিন্তু
ভোগ্যোহস্মাকং ভবন্বিতি । তেন বাদশ্রমেভিঃ কামাতে, তাদৃশস্ত ফলমিতি
ভোগ্যত্বমেব মৎ ফলমিতি । ন চ তাদৃশং কৰ্ম্মানন্তরমিতি কথং ফলং—সদপি
স্বল্পপেণ । অপি চ স্বৰ্গনরকৌ তীত্রতমে সুখদুঃখে ইতি তদ্বিষয়েণামুভবেন
ভোগাপরনামাহবশ্যং ভবিতব্যম্ । তস্মাদমুভবযোগে অনমুভুয়মানে শশশ্চব্র
স্ত ইতি নিশ্চীয়তে । চোদয়তি—“অথোচ্যেত, মাতৃং কৰ্ম্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ,
কৰ্ম্মকার্য্যাদপূৰ্ব্বাস্তুবেৎ” ইতি । পরিহরতি । “তদপি ন” ইতি । যদ্যদচেতনং
তত্ত্বং সৰ্ব্বং চেতনাধিষ্ঠিতং প্রবর্তত ইতি প্রত্যক্ষাগমাত্ম্যমবদারিতম্ । তস্মাদ-
পূৰ্ব্বোক্তাপ্যচেতনেন চেতনাধিষ্ঠিতেনৈব প্রবর্তিতব্যং, নান্থেত্যর্থঃ । ন চাপূৰ্ব্বং
প্রামাণিকমপীত্যাহ—“তদন্তিহে চ” ইতি ॥ ৩।২।৩৮ ॥

অৰ্থাৎ ঐ কথা নির্দোষ নহে । কেন-না, যাবৎ না আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয়,
তাবৎ তাহা ফল বলিয়া গণ্য হয় না । যে সুখ ও যে দুঃখ সে কালে আত্মা ভোগ
করেন, সেই কালের সেই সুখ ও সেই দুঃখই ফল, ইহা সৰ্ব্ববিদিত । আত্মার
সহিত অসম্বন্ধ এমন সুখকে অথবা দুঃখকে কেহই ফল বলিয়া স্বীকার করে না,
করিতে পারেও না । [অর্থো...ক্ষয়াৎ] কেহ কেহ বলেন বটে যে, কৰ্ম্মজন্ম অপূৰ্ব্ব
হইতেই ফলের জন্ম হয়, (কৰ্ম্ম আত্মায় অপূৰ্ব্ব নামক শক্তি জন্মায়, পরে সেই
শক্তি ফল জন্মায়), কিন্তু তাহাতেও ফলভোগ উপপন্ন হয় না । অপূৰ্ব্ব অচেতন,
কাৰ্ঠিলোষ্ট্রের সমান, চেতনকর্ত্তক প্রেরিত না হইলে তাহার প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব
(প্রবৃত্তি = ফলদানে উন্মুখ হওয়া । তাহা ঈশ্বরের বিনা অধিষ্ঠানে অসম্ভব) ।
(অপিচ, তাদৃশ অপূৰ্ব্বের অস্তিত্বে প্রমাণও নাই । ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধ না
হইলে অৰ্থাপত্তি প্রমাণও ক্ষীণ অৰ্থাৎ কার্য্যকর হয় না । (যাগ ক্ষণস্থায়ী, তাহা
থাকে না, অথচ শ্রুতি বলেন, যাগ স্বৰ্গ জন্মায় । শ্রুতি মিথ্যা বলেন না, সেই
বিশ্বাসে উভয়ের মধ্যে শক্তিবিশেষ উৎপন্ন হওয়া স্বীকৃত হয় । এই কল্পনামূলক
স্বীকার অৰ্থাপত্তিপ্রমাণ নামে খ্যাত) । কৰ্ম্মের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বর সদাকাল
আছেন । জীব তাঁহার দ্বারা কৰ্ম্মফল লাভ করে, এই কল্পনাই প্রবল, সুতরাং
পূৰ্ব্বোক্ত কল্পনা অৰ্থাৎ অৰ্থাপত্তি প্রমাণ দুৰ্ব্বল, (দুৰ্ব্বল বলিয়া তাহা প্রবলের
দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩।২।৩৮ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩।২।৩৯ ॥*

ন কেবলমুপপত্তেরেবেশ্বরং ফলহেতুং কল্পয়ামঃ। কিং
তর্হি? শ্রুতত্বাদপীশ্বরশ্চেব ফলহেতুং মন্যামহে। তথা হি
শ্রুতির্ভবতি “স বা এষ মহানজ আত্মানাদো বহুদানঃ”
ইত্যেবঞ্জাতীয়কা ॥ ৩।২।৩৯ ॥

ধর্ম্যং জৈমিনিরত এব ॥ ৩।২।৪০ ॥†

জৈমিনিস্বাচার্য্যো ধর্ম্যং ফলশ্চ দাতারং মন্যতে। অতএব

“অন্নাদঃ” অন্নপ্রদঃ ॥ ৩।২।৩৯ ॥

সিদ্ধান্তেনোপক্রম্য পূর্বপক্ষং গৃহীতি—

শ্রুতিমাহ—“শ্রুতে ভাবং” ইতি। নহু স্বর্গকামো যজ্ঞেতেত্যান্যদয়ঃ শ্রুতয়ঃ ফলং
প্রতি ন সাধনতয়া যাগং বিদধতি। তথাহি—যদি যাগাদয় এব ক্রিয়া, ন তদতি-
রিক্তা ভাবনা, তথাপি ত এব স্বপদেভ্যঃ পূর্বাপরীভূতাঃ সাধ্যস্বভাবা অবগম্যন্ত-
ইতি ন সাধ্যান্তরমপেক্ষন্ত ইতি ন স্বর্গেণ সাধ্যান্তরেণ সম্বন্ধমর্হিস্তি। অথাপি
তদতিরেক্ষণী ভাবনাস্তি, তথাপ্যসৌ ভাব্যাপেক্ষাপি স্বপদোপাত্তং পূর্বাভগতঞ্চ
ভাব্যং ধাত্বর্থমপহায় ন ভিন্নপদোপাত্তং পুরুষবিশেষঞ্চ স্বর্গাদি ভাব্যতয়া স্বীকর্তৃ-
মর্হিতি, ন চৈকান্দ্রিন্ বাক্যে সাধ্যাদ্বয়দ্বন্দ্বসম্ভবঃ, বাক্যভেদপ্রদ্ব্যং। ন কেবলং
শব্দতো বস্তুতশ্চ পুরুষপ্রযুক্ত্য ভাবনায়াঃ সাক্ষাদ্ব্যর্থ এব সাধ্যো ন তু স্বর্গাদি-
স্তস্য তদব্যাপ্যত্বাৎ। স্বর্গদেস্ত নামপদাভিধেয়তয়া সিদ্ধরূপস্বাখ্যাতবাচ্যং ধাত্বর্থং
প্রতি ‘ভূতং ভব্যায়োপদিষ্টতে’ ইতি জ্ঞায়াং সাধনতয়া গুণহেনাভিসম্বন্ধঃ। তথা
চ পারমর্ষং বৃত্তম্—‘ভব্য্যাণাং কর্মসংযোগে গুণহেনাভিসম্বন্ধঃ’ ইতি। তথা চ
কর্মণো যাগাদেদ্ভূতেন পুরুষেণাসমীহিতত্বাৎ, সমীহিতস্ত চ স্বর্গাদেবসাধ্যত্বাৎ

ঈশ্বর ফলদাতা, এ তথ্য কেবল যুক্তিকর্য্য নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঐ তথ্য লব্ধ।
শ্রুতি—“সেই এই জন্মরহিত মহান্ আত্মা সমুদায় প্রাণীকে অন্নদান করেন, ধন-
দানও করেন।” ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন ॥ ৩।২।৩৯ ॥

পূর্বপক্ষকারী হয় ত বলিবেন, জৈমিনি মুনি মনে করেন, ধর্ম্মই ফলদাতা।
তিনিও ধর্ম্মের ফলদাত্ত্বে ঐ চাই কারণ (শ্রুতি ও যুক্তি) উপপত্ত্ত করেন। ধর্ম্ম

* ন কেবলমুপপত্তেরীশ্বরস্ত ফলহেতুত্বম্, অপি তু শ্রুতত্বাৎ তস্ত ফলহেতুত্বম্। কর্ম্মণোঃপূর্বস্ত
বা জড়হেনোপকরণমাত্রত্বাৎ স্বতন্ত্রশ্চেতন ঈশ্বর এন ফলদাত্তি তাৎপর্ধ্যম্।

কেবল যুক্তির দ্বারা নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঈশ্বরের ফলদাত্ত্ব নিশ্চয় হয়।

† জৈমিনিরাম মুনিরতএন শ্রুতরূপপত্ত্বেশ্চন হেতোধর্ম্মঃ ফলস্ত দাতারং মন্যতে। পূর্ব-
পক্ষবৃত্তেনেতৎ।

এ স্থলে জৈমিনির মত পূর্বপক্ষ কোটীতে গৃহীত হইতে পারে। জৈমিনি মনে করেন, ধর্ম্মই
ফলদাতা। কেন-না, শ্রুতি যুক্তি উভয় প্রশাশই ঐ নির্ণয়ের সাধক।

হেতোঃ—শ্রুতেরূপপত্তেশ্চ । শ্রুতে তাবদয়মর্থঃ “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যেবমাদিষু বাক্যেষু । তত্র চ বিধিশ্রুতের্কিয়য়-ভাবোপগমাদবাগঃ স্বর্গশ্রোত্বেপাদক ইতি গম্যতে । অত্থা হনুমুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত । তত্রাশ্রোত্বপদেশবৈয়র্থ্যং শ্রাৎ ।

যাগাদয়ঃ পুরুষশ্রোতৃকুর্কন্তি, অনুপকারিণাকৈব্যাং ন পুরুষ ঈষ্টে ‘অনীশানশ্চ ন তেহু সন্তবতাদিকারী’ ইত্যাদিকারাভাবপ্রতিপাদিতানর্থক্যপরিহারায় ক্লেশশ্চৈবায়ম্ভ্যস্ত নিম্ন ঈনিখিলভূতানুযুক্তনিত্যসু পময়ত্রকজ্ঞানপরমং ভেদপ্রপঞ্চবিলয়নদ্বারেন । তথা হি—সর্বত্রৈবায়ম্বে কচিৎ কস্তচিদন্তেদন্ত প্রবিলয়োগমাত্রে, যথা স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতি শরীরায়ত্নাবপ্রবিলয়ঃ । ইহ ধ্বাপাততো দেহাতিরিক্ত আনুয়িককলোপভোগ-সমর্থোহধিকারী গম্যতে । তত্রাধিকারশ্রোত্বেন ক্রমেণ নিরাকরণাসদতোহপি প্রতীয়মানস্ত বিচারাসহশ্রোতায়তাম্যেণাবস্থানাদনেন বাক্যেন দেহাত্মভাব-প্রবিলয়স্তৎপরেণ ক্রিয়তে । গোদোহনেন পশুকামস্ত প্রণয়েদিত্যত্ৰাপ্যাপাত-তোহধিকৃতাদিকারাভাবগমাদধিকারিভেদপ্রবিলয়ঃ । নিষেধবাক্যানি চ সাংস্কাদেব প্রবৃত্তিনিষেধেন, বিদিবাক্যানি চাক্তানি সংগ্রহণ্য যজ্ঞেত গ্রামকাম ইত্যাদীনি ন সংগ্রহণাদিপ্রবৃত্তিপদাণি, অপি তূপায়ান্তরোপদেশেন সেবাদিদৃষ্টোপায়প্রতিষে-ধার্থানি । যথা বিমং ভুঙ্ক—মাহস্ত গৃহে ভুঙ্ক ইতি । তথা চ রাগাত্মাক্ষিপ্ত-প্রবৃত্তিপ্রতিষেধেন শাস্ত্র শাস্ত্রমপ্যাপপত্তে, রাগনিবন্ধনাং তূপায়োপদেশদ্বারেন প্রবৃত্তিমুহুরানতো রাগসম্বন্ধিনাদশাস্ত্রপ্রসঙ্গঃ । তন্নিষেধেন তু ব্রহ্মণি প্রণিধানমাদ-ধং শাস্ত্রং শাস্ত্রং ভবেৎ । তস্যাং কৰ্মফলসম্বন্ধস্তাশ্রমাণিকহাদনাদিবিচিত্রাবিভা-সহকারিণ ঈধরাদেব কৰ্ম্মানপেক্ষাধিচিহ্নকলোৎপত্তিরিতি । কথং তর্হি বিধিঃ, কিমত্র কথং প্রবর্তনামাত্রাধিধেস্তস্ত চাধিকারমন্তরোপায়পত্তেঃ । ন হি যোযঃ প্রবর্তয়তি, স সর্বোহধিকৃতমপেক্ষতে । পবনাদেঃ প্রবর্তকস্ত তদনপেক্ষত্বাদিতি শঙ্কামপাচিকামুরাহ—“তত্র চ বিধিশ্রুতের্কিয়য়ভাবোপগমাদবাগঃ স্বর্গশ্রোত্বেপাদক ইতি গম্যতে” ইতি । “অত্থা হনুমুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত” ইতি চ । অয়মভি-সন্ধিঃ—উপদেশো হি বিধিঃ । যথোক্তং, তস্ত জ্ঞানমুপদেশ ইতি । উপদেশশ্চ নিষোজ্যপ্রয়োজনে কৰ্ম্মণি লোকশাস্ত্রয়োঃ প্রসিদ্ধঃ । তদ্বথারোগ্যকামো জীর্ণে ভুক্তীত । এষ সুপন্থাঃ গচ্চতু ভবাননেতি । ন চাক্তাদিরিব নিষোক্ত্যপ্রয়োজন-স্তত্রাভিপ্রায়স্ত প্রবর্তকত্বাং, তস্ত চাপৌক্যেযেহসম্ভবাং । অস্ত চোপদেশস্ত

ফলদাতা, এ অর্থ “স্বর্গকামী যাগ করিবেক” ইত্যাদি বাক্যে শ্রুত আছে । [তত্র ...শ্রাৎ] ঐ বাক্যে যে বিধি শ্রবণ আছে, (করিবেক এইরূপ নিয়োগ আছে), তাহার বিষয় বাগ এবং ত হাতেই বুঝা যায়, যাগই স্বর্গের উপাদক । ঐবাক্যে ঐ অর্থ প্রতীত না হইলে কেহ যাগপ্রবৃত্ত হইত না এবং বাগ অহুষ্ঠানগোচরে উপস্থিত না হওয়ায় যাগোপদেশ বার্থ হইত, (কিন্তু শ্রুতির উপদেশ অব্যর্থ) ।

নব্বন্ধকবিনাশিনঃ কৰ্ম্মণঃ ফলং নোপপদ্যত ইতি
পরিত্যক্তোহয়ং পক্ষঃ । নৈষ দোষঃ, শ্রুতিপ্রামাণ্যং ।
শ্রুতিশ্চেৎ প্রমাণং, যথয়াং কৰ্ম্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে,
তথা কল্পয়িতব্যঃ । ন চানুৎপাদ্য কিমপ্যপূৰ্ব্বং কৰ্ম্ম বিনশ্যৎ
কালান্তরিতং ফলং দাভুং শক্নোতি । অতঃ কৰ্ম্মণো বা

নিষোজ্যপ্রয়োজনব্যাপারবিষয়মহুষ্ঠাত্রপেক্ষিতাহুকুলব্যাপারগোচরত্বমস্মাভিক্রপপা-
দিতং জ্ঞায়কশিকায়াম্ । তথা চ স্বৰ্গকামো যজ্ঞেতেত্যাদিষু স্বৰ্গকামাদেঃ সমী-
হিতোপায়্য গম্যন্তে যাগাদয়ঃ । ইতরথা তু ন সাধয়িতারমহুগচ্ছেয়ুঃ । তদ্বক্ত-
মৃষিণা ‘অসাধকন্তু তাদর্থ্যাং’ ইতি । অহুষ্ঠাত্রপেক্ষিতোপায়তারহিতপ্রবর্তনা-
মাত্রার্থেই যজ্ঞেতেত্যাदीনামসাধকং কৰ্ম্ম যাগাদি জ্ঞাৎ, সাধয়িতারং নাধিগচ্ছে-
দিতার্থঃ । ন চৈতে সাক্ষাৎভাবেনাব্যা অপি কত্র পেক্ষিতসাধনতারিধ্যুপহিত-
মৰ্থাদা ভাবনোদেষ্টা ভবিতুমর্হন্তি । যেন পুংসামচপকারকাঃ সন্তোনাধিকার-
ভাষোভবেয়ুঃ । হুঃখেন কৰ্ম্মণাং চেতনসমীহানাম্পদভ্যং । স্বৰ্গাদীনাস্ত-
ভাবনাপূৰ্ব্বরূপকামনোপধানাচ্চ । প্রীত্যাশ্রুকভ্যচ্চ । নামপদাভিপ্রেয়ানানপি
পুরুষবিশেষণানামপি ভাবনোদেষ্টতালক্ষণভাব্যহপ্রতীতে: ফলার্থপ্রবৃত্তভাব-
নাত্যব্যত্বলক্ষণেন চ যাগাদিসাধ্যত্বেন ফলার্থপ্রবৃত্তভাবনাত্যব্যত্বরূপস্ত ফল-
সাধ্যত্বস্ত সমপ্রধানত্বাবেবৈকবাক্যসমবায়সম্ভব্যাং ভাবনাত্যব্যত্বমাত্রস্ত চ
যাগাদিসাধ্যত্বস্ত করণেহপ্যবিরোধাৎ । অত্রথা সৰ্ব্বত্র তদুচ্ছেদাৎ পরস্মাদে-
রপি ছিদাদিষু তথাভাব্যাং ফলস্ত সাক্ষাৎভাবেনাব্যাপাত্যবিরহিণোহপি তদুদেষ্ট-
তয়া সৰ্ব্বত্র ব্যাপিতয়া বাবস্থানাং স্বৰ্গসাধনে যাগাদৌ স্বৰ্গকামাদেরদিকার
ইতি সিদ্ধম্ । ন চাপ্রাপ্তার্থবিষয়াঃ সাংগ্রহণ্যাদিবাগবিধয়ঃ পরিসম্ব্যায়কা
নিয়ামকা বা ভবিতুমর্হন্তি । ন চাধিকার্যভাবে দেহাশ্রয়প্রবিলয়ো বাধিকারি-
ভেদপ্রবিলয়ো বা শক্য উপপাদয়িতুন্ । আপাততঃ প্রতিভানে চাত্ত তৎ-
পরত্বমেব নার্যায়াতপরত্বং, স্বরসতঃ প্রতীয়মানেনহর্থে বাক্যস্ত তাদর্থো সম্ভবতি
ন সম্পাত্যায়াতপরত্বমুচিতম্ । ন চৈতাবতা শাস্ত্রত্বব্যাঘাতঃ । তস্ত স্বৰ্গ-
হ্যপায়শাসনেহপি শাস্ত্রত্বোপপত্তেঃ । পুরুষশ্রেয়োহভিধায়কত্বং তি শাস্ত্রত্বং ।
সরাগ-বীতরাগপুরুষশ্রেয়োহভিধায়কত্বেন সৰ্ব্বপারিষদতয়া ন তত্ত্বব্যাঘাতঃ ।
তস্মাদ্বিধিবিষয়ভাবেপগমাদ যাগঃ স্বৰ্গশ্রোত্বপাদক ইতি সিদ্ধম্ ।

[নব্বন্ধক...প্রকারেণ] বলিতে পার, কৰ্ম্মমাত্রেই প্রত্যক্ষবিনাশী, প্রত্যক্ষ
দেখা যায়, তাহা থাকে না, যাহা থাকে না, কিপ্রকারে তাহা ফল জন্মাইবে ?
কারণ- বিদ্যমান না থাকিলে কার্য জন্মায় না, সুতরাং যাগও অবিদ্যমানাবস্থায়
স্বৰ্গফল জন্মায় না ।) অতাব ভাবের জনক হইতে পারে না বলিয়া কৰ্ম্মের
ফলদাতৃত্ব পক্ষ ইতিপূর্বে ত্যাগ করা হইয়াছিল সত্য ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া
দেখিলে এবং শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে ঐ দোষ স্থানপ্রাপ্ত হইবে না ।

কাচিদবস্থা ফলস্ত বা পূর্বাৱস্থাঃ পূর্বং নামাস্তীতি তর্ক্যতে ।
উপপদ্যতে চায়মর্থ উক্তেন প্রকারেণ । ঈশ্বরস্ত ফলং দদা-
তীত্যনুপপন্নম্ । অবিচিত্রস্ত কারণস্ত বিচিত্রকার্য্যানুপপত্তে-
কৈষম্যনৈস্বর্ণ্যপ্রসঙ্গাৎ তদনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ চ । তস্মা-
দ্ধর্মাদেব ফলমিতি ॥ ৩ । ২ । ৪০ ॥

পূর্বস্ত বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৩২।৪১॥*

বাদরায়ণস্তাচার্য্যঃ পূর্বোক্তমেবেশ্বরং ফলহেতুং মন্যতে ।

“কর্মণো বা কাচিদবস্থা” ইতি । কর্মণোহবাস্তবব্যাপারঃ । এতচ্ছব-
ভবতি—কর্মণোহি ফলং প্রাপ্তি তৎসাধনত্বং শ্রুতং । তদ্বিকীর্ষিত্বং তত্ত্বাবাস্তব-
ব্যাপারো ভবতি । ন চ ব্যাপারবতি সত্যেব ব্যাপারো নাস্তীতি যুক্তম্ । অসং-
শ্লিপ্যগ্নেয়াদিৎ তদ্ব্যপত্তপূর্বাণাং পরমাপূর্বে জনয়িতব্যে । তদবাস্তবব্যাপারত্বাৎ ।
অসত্যপি চ তৈলপানকর্মণি তেন দেহপুটৌ কর্তব্যায়ামস্তরা তৈলপরিধামভেদানাং
তদবাস্তবব্যাপারত্বাৎ । তস্মাৎ কর্মকার্য্যানপূর্বং কর্মণা ফলে কর্তব্যে তদ-
বাস্তবব্যাপার ইতি যুক্তম্ । যদা পুনঃ ফলোপজননাত্মন্যানুপপত্তা কিঞ্চিৎ
কল্প্যতে, তদা ফলস্ত বা পূর্বাৱস্থা কল্প্যতাং নাম । “অবিচিত্রস্ত কারণস্ত ইতি” ।
যদীশ্বরাদেব কেবলাদিত্তি শেষঃ । কর্মভিকীর্ষা শুভাশুভৈঃ কার্য্যবৈধেয়াপাদে
রাগাদিমত্বপ্রসঙ্গ ইত্যশয়ঃ ॥ ৩ । ২ । ৪০ ॥

দৃষ্টান্তস্মারিণী তি কল্পনা যুক্তা, নাশুখা । ন হি জ্ঞাতু মূংপিণ্ডদণ্ডাদয়ঃ

শ্রুতি যখন নির্দোষ প্রমাণ, তখন যেক্রমে কর্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ থাকিতে
পারে, এবং যাহাতে উহা উপপন্ন হয়, তাহা বা সেইরূপ অনুমান করাই কর্তব্য ।
যখন দেখা যাইতেছে, নহরস্বভাব কর্ম কোন এক অপূর্ব (নূতন ব্যাপার) না
জন্মাইয়া কালান্তরে ফলপ্রসব করিতে পারে না, তখন অবশ্যই তর্কণা (অনুমান)
করা উচিত যে, অপূর্বনামধেয় কোন এক শক্তিপদার্থ আছে—যাহা কর্মের
চরমাবস্থায় কর্মকর্তার সম্বন্ধে জন্মে, জন্মিয়া ফলকাল পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে ।
সেই অপূর্ব পদার্থই ফলের জনক । সেই অপূর্বকে হয় কৃত কর্মের অবাস্তব
ব্যাপার বা স্বল্প চরমাবস্থা, না হয় ফলের পূর্বাৱস্থা, অথবা বীজাবস্থাও বলিতে
পার । এ তথ্যও ভবদ্রুত প্রণালীতে উপপন্ন বা সম্ভব হইতে পারে ।
[ঈশ্বরস্ত...ফলমিতি] ঈশ্বর ফল দেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে । অবিচিত্র
অর্থাৎ একরূপ কারণ হইতে বিচিত্র অর্থাৎ নানাপ্রকার কার্য্য হওয়া
অযুক্ত । বিশেষতঃ ঈশ্বর ফলদাতা হইলে তাঁহাতে বিষয়কারিত্ব ও নির্দয়তা
এই দুইটা দোষ হয়, এবং কর্মানুষ্ঠানেরও নিশ্চয়োজনতা আপত্তি হইবে । অতএব,
ধর্মের দ্বারাই ফল, ঈশ্বরের দ্বারা নহে ॥ ৩ । ২ । ৪০ ॥

পূর্বপক্ষীয় ঐ পক্ষ সম্বোধ । বাদরায়ণ মুনি মনে করেন, পূর্বোক্ত ঈশ্বরই

* তুঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । ন জৈমিনের্ভূতং সাক্ষিতি প্রতিবাদিন আসয়ঃ । পূর্বঃ পূর্বোক্ত-

কেবলাৎ কৰ্ম্মণোহপূৰ্ব্বাচ্ছা কেবলাৎ ফলমিত্যয়ং পক্ষঃ
তু-শব্দেন ব্যাবর্ত্যতে । কৰ্ম্মাপেক্ষাদপূৰ্ব্বাপেক্ষাচ্ছা যথা তাথাস্তু,
ঐশ্বর্যাৎ ফলমিতি সিদ্ধান্তঃ । কৃতঃ ? হেতুব্যপদেশাৎ । ধৰ্ম্মা-
ধৰ্ম্ময়োৰপি হি কারয়িতৃহেনেখরো হেতুৰ্ব্যপদিশ্যতে ফলশ্চ
চ দাতৃহেন । “এষ উ হেব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো
লোকেভ্য উন্নিনীষতে । এষ উ হেবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং,
যমধো নিনীষতে” ইতি । স্মর্য্যতে চায়মর্থো ভগবদগীতাসু—

কুন্তকারাত্মনধিষ্ঠিতাঃ কুন্তাশ্চারম্ভায় প্রভবন্তো দৃষ্টাঃ । ন চ বিদ্যাপবনাদি-
ভিন্নপ্রযত্নপূৰ্ব্বব্যভিচারঃ, তেষামপি কল্পনাস্পদতয়া ব্যভিচারনিদর্শনহানুপ-
পত্তেঃ । তস্মাদচেতনং কৰ্ম্ম বাহপূৰ্ব্বং বা ন চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং স্বকার্যো
প্রবর্তিতুমুৎসহতে । ন চ চৈতন্ত্যমাাত্রং কৰ্ম্মস্বরূপসামাত্রাবিনিয়োগাদিবিশেষবি-
জ্ঞানশূন্যমুপযুক্ত্যতে, যেন তদ্রহিতক্ষেত্রজমাত্রাধিষ্ঠানেন সিদ্ধসাধ্যায়মুস্তাব্যতে ।
তস্মাৎ তত্তৎপ্রাসাদাট্টালগোপুরতোরণাদ্যুপজননিদর্শনসহশ্ৰৈঃ সুপরিমিচিতং
যথা চেতনাধিষ্ঠানাদচেতনানাং কৰ্ম্মারম্ভকত্বমিতি, তথা চৈতন্ত্যং দেবতয়া
অসতি বাধকে প্রতিষ্পত্তীতিহাসপুৰাণপ্রসিদ্ধং ন শক্যং প্রতিষেদ্ধমিত্যপি
স্পষ্টং নিরটকি দেবতাধিকরণে । লৌকিকেণেখরো দানপরিচরণপ্রণামাজলি-
করণস্ততিভিন্নতিশ্রদ্ধাগর্ভাতিভক্তিভিরাধিতঃ প্রশমঃ স্বায়ুকুপমারাদকায়
ফলং প্রযচ্ছতি, বিরোধতচ্চাপক্রিয়াভিকিরোধকার্যাহিতমিত্যপি সুপ্রসিদ্ধম্ ।
তদ্বিহ কেবলং কৰ্ম্ম বাহপূৰ্ব্বং বা চেতনানধিষ্ঠিতমচেতনং ফলং প্রাপ্নোত ইতি

ফলের হেতু । সেই কারণে তৎপক্ষে হত্ৰাবয়বে তু-শব্দ দিয়া কেবল কৰ্ম্মের
ও অপূৰ্ব্বের ফলদাতৃহ নিরস্ত করিয়াছেন । [কৰ্ম্মাপেক্ষা...নিনীষতে ইতি]
হয়ঃ কৰ্ম্মাহুসারে, না হয় কৰ্ম্মজন্ত অপূৰ্ব্বাহুসারে (অপূৰ্ব্ব = ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম)
ঐশ্বর্যই কৰ্ম্মিগণকে ফল বিতরণ করেন, ইহাই সংসিদ্ধান্ত । কেননা, প্রতি
ঐশ্বর্যকেই জীবকৃত কৰ্ম্মের, কৰ্ম্মজন্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের ও তৎফলের কারয়িতা ও
দাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । যথা—“ইনি যাহাকে এ লোক চাইতে
উদ্ধার করিতে চচ্ছা করেন, তাহাকে সাধুকৰ্ম্ম করান এবং ইনি যাহাকে
অধোগামী করাইতে ইচ্ছুক হন, তাহাকে অসৎ কৰ্ম্ম (গৰ্হিত কৰ্ম্ম) করান ।”
[স্মর্য্যতে...হিতান ইতি] এ অৰ্ণ গীতা-স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে । যথা—“বে

দীষতঃ ফলহেতুমিতি বাদরায়ণোমন্ততে । যতঃ প্রত্যৌ ভক্তেযরন্ত কৰ্ম্মাদীনাং কারয়িতৃহেন
হেতুহযু্যতে । অচেতনন্ত কৰ্ম্মণঃ যতঃ প্রযুক্ত্যদোষাৎ সৰ্ব্ববেদান্তেদীষরন্ত জগদ্ধেতুত্বপ্রভেদ
ঐশ্বর্যাধিষ্ঠিতাং কৰ্ম্মণো জগদন্তঃপাতিকলসিদ্ধিমিতি নির্গলিতার্থঃ ।

বাদরায়ণ মনি মানেন, পূৰ্ব্বোক্ত ঐশ্বর্যই ফলদাতা । কৰ্ম্ম উপকরণ বা উপলক্ষ্য, তদনুসারে
তিনি ফলপ্রদান করেন । কেবল কৰ্ম্ম যথোক্ত ফল দিতে অসমর্থ, কেননা তাহা জড় ।

“যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াহঁচ্চিভুমিচ্ছতি ॥

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাদনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্ ॥” ইতি

সর্ববেদান্তেষু চেশ্বরহেতুকা এব স্মৃতিয়ো ব্যপদিশ্যন্তে ।

তদেব চেশ্বরস্য ফলহেতুত্বং, যৎ স্বকৰ্ম্মানুরূপাঃ প্রজাঃ

দৃষ্টবিরুদ্ধম্ । যথা বিনষ্টং কৰ্ম্ম ন ফলং প্রসূত ইতি কল্যাতে দৃষ্টবিরোধাতঃ, এব-
মিহাপীতি । তথা দেবপূজাত্মকো যাগো দেবতাং ন প্রসাদয়ন্ ফলং প্রসূত
ইত্যপি দৃষ্টবিরুদ্ধম্ । ন হি রাজপূজাত্মকমারাদনং রাজানমপ্রসাদ্য ফলার
কল্পতে । তস্মাদ্ভট্টাঙ্কগুণ্যায় যাগাদিভিরপি দেবতাপ্রসাদিকল্পংপাশ্চতে । তথা
চ দেবতাপ্রসাদাদেব স্থায়িনঃ ফলোৎপত্তেরূপপত্তেঃ কৃতমপূৰ্ণেণ । এবমন্তে-
নপি কৰ্ম্মণা দেবতাবিরোধনং শ্রুতিশ্রুতিপ্রসিক্ৰম্ । ততঃ স্থায়িনোহঁনিষ্টফল-
প্রসবঃ । ন চ শুভাশুকারিণাং তদনুরূপং ফলং প্রসূতান্না দেবতা দেবপক্ষ-
পাতবতীতি যুক্ত্যতে । ন হি রাজা সাধুকারিণমনুগৃহ্ণিগৃহ্ণন বা পাপকারিণং
ভবতি দ্বিষ্টো রক্তো বা, তদ্বদলৌকিকোহঁপীধরঃ । যথা চ পরমাপূৰ্ণে কৰ্ত্তব্যো
উৎপত্ত্যপূৰ্ণাণামজ্ঞাপূৰ্ণাণাঙ্কোপযোগঃ, এবং প্রধানারাদনেহঁকারাদনানামুৎপ-
ত্ত্যারাদনানাঙ্কোপযোগঃ স্বামারাদন ইব তদমাত্যতং প্রণয়িজনারাদনানামিতি
সৰ্বং সমানমন্তরাভিনিবেশাতঃ । তস্মাদ্ভট্টাবিরোধেন দেবতারাদনাং ফলং, ন
ত্বপূৰ্ণাং কৰ্ম্মণো বা কেবলাধিরোধতঃ । হেতুব্যপদেশশ্চ শ্রোতঃ স্মার্ত্তশ্চ
ব্যাত্যাতঃ । যে পুনরন্তর্ধামিবা্যাপারায় ফলোৎপাদনায়া নিত্যত্বং সৰ্বসাধারণ-

ভক্তিমান্ উপাসক শ্রদ্ধাপূৰ্ণক যে মূর্ত্তি ভজনা করিতে ইচ্ছুক হয়, অর্থাৎ তদনুরূপ
অন্তর্ধান করে, আমি সেই সেই মূর্ত্তিতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি (স্থাপন
করাই) । সেইব্যক্তি সেই শ্রদ্ধায় অস্থিত (যুক্ত) হইয়া সেই মূর্ত্তির আরাদনার
নিযুক্ত হয় । অনন্তর সে আমার বিহিত (সৃষ্ট) হিত ও কাম্য ফল (প্রার্থিত বস্তু)
লাভ করে ।” [সর্ব...প্রসঙ্গান্তে] সমুদায় বেদান্তে ঈশ্বর হইতেই সৃষ্টি হওয়ার
ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে, এবং তাহাতেই ঈশ্বরের ফলহেতুতা সিদ্ধ হইয়াছে ।
যেহেতু তিনি প্রজাদিগকে স্বকৰ্ম্মানুযায়ী করিয়া স্বজন করেন, সেই হেতু-
তেই তাঁহার ফলহেতুতা সিদ্ধ হয় । বলিয়াছিল যে, ঈশ্বর ফলদাতা
হইলে এরূপ বিচিত্র কার্য হইতে পারে না, সে দোষ উক্ত প্রকারে
উন্মার্জিত হইতে পারে । অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণিগণের প্রবৃত্ত (কৰ্ম্ম) অনু-
সারে ফলবিধান করেন, এরূপ হইলে আর ঐ সকল দোষ হয় না । প্রবৃত্ত বা কৰ্ম্ম

সৃজতি । বিচিত্রকার্যানুপপত্ত্যদয়োহপি দোষাঃ কৃতপ্রযত্না-
পেক্ষত্বাদীশ্বরস্য ন প্রসজ্যন্তে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাত্ম্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ

তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ । ২ ॥

অমিতি মতমানা ভাষ্যকারীঃ অধিকরণং দুষ্মাষভূবুস্তেভ্যো ব্যাবহারিক্যামীশ-
ত্রীশিতব্যবিভাগাবস্থানামিতি ভাষ্যং ব্যাচক্ষীত ॥ ৩ । ২ । ৪১ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিত্তে ভাষ্যবিভাগে ভাস্যত্যাং

তৃতীয়স্তাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ । ২ ॥

পুরুষভেদ বিচিত্র, সূতরাং তাহার ফলও বিচিত্রই হইবে । (এ কথা পুনঃ
পুনঃ বলা হইয়াছে) ॥ ৩ । ২ । ৪১ ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ।



সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাং বিশেষাৎ ॥৩৩১॥*

ব্যাখ্যাং বিজ্ঞেয়স্ত ব্রহ্মণস্তত্ত্বম্, ইদানীন্তু প্রতিবেদান্তং
বিজ্ঞানানি ভিদ্যন্তে ন বেতি বিচার্যতে। ননু বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম
পূৰ্ব্বাপরাদিভেদরহিতমেকমেকরসং সৈদ্ধবঘনবদবধারিতম্,
তত্র কুতো বিজ্ঞানভেদাভেদচিস্তাবতারঃ। ন হি কৰ্ম্মবহুত্ব-
বৎ ব্রহ্মণো বহুত্বমপি বেদান্তেষু প্রতিপিপাদয়িষিতমিতি
শক্যং বক্তুন্ম, ব্রহ্মণ একত্বাৎ একরূপত্বাচ্চ। ন চৈকরূপে

পূৰ্বেণ সঙ্কতিমাহ—“ব্যাখ্যাং বিজ্ঞেয়স্ত ব্রহ্মণঃ” ইতি। নিকৃপাধিব্রহ্ম-
তত্ত্বগোচরং বিজ্ঞানং যমান আক্ষিপতি—“ননু বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম” ইতি। সাবয়বস্ত
স্থবয়বানাং ভেদাৎ তদবয়ববিশিষ্টব্রহ্মগোচরাণি বিজ্ঞানানি গোচরভেদান্তি-
রনু ইত্যবয়বা ব্রহ্মণো নিরাকৃতাঃ পূৰ্ব্বাপরাদীত্যনেন। ন চ নানাশ্চভাবং ব্রহ্ম,
যতঃ স্বভাবভেদান্তিন্নানি জ্ঞানানীত্যুক্তমেকরসমিতি। “ঘনং” কঠিনম্। নব্বেক-
মপ্যনেকরূপং লোকে দৃষ্টং, যথা সোমশশৈবকোহপ্যাচার্যো মাতুলঃ পিতা পুত্রো
ভ্রাতা ভৰ্ত্তা যামাতা স্বিজ্যোক্তম ইত্যনেকরূপঃ, ইত্যত উক্তম্ “একরূপত্বাচ্চ”।

ইতঃপূৰ্বে জ্ঞাতব্য পরব্রহ্মের তত্ত্ব (স্বরূপ) ব্যাখ্যাত অর্থাৎ বিচারিত হইয়াছে।
সম্প্রতি তদ্বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান বলতঃ, কি বিভিন্ন-
রূপ, তাহা বিচারিত হইতেছে। সমুদায় উপাসনা কি একেরই অভিন্ন উপাসনা ?
কি বিভিন্নের বিভিন্ন উপাসনা ? তাহা স্থিরীকৃত হইবে। [ননু...রূপত্বাচ্চ]
যদি বল, বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম সর্বপ্রকারভেদবিরহিত, অঘর, একরূপ অর্থাৎ সৈদ্ধব-
ঘনবৎ চিদেকরস, ইহা যখন অবধারিত হইয়াছে, তখন কিরূপে তদ্বিষয়ক জ্ঞানগত
ভেদাভেদের বিচার অবসর প্রাপ্ত হইবে ? স্বীকার করিতে পারিবে না যে, বেদের
পূৰ্ব্বকাণ্ড যেমন কৰ্ম্মবহুত্ব প্রতিপাদন করে, উত্তরকাণ্ড বেদান্তও সেইরূপ ব্রহ্মবহুত্ব
প্রতিপাদন করে। কেননা, ব্রহ্ম এক ও একরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [ন
চৈক...বেদান্তেষু] এক ও একরূপ ব্রহ্মে অনেকপ্রকার বিজ্ঞান সম্ভবে না।

* সৰ্বকৰ্কেদান্তঃ প্রতীতঃ ইতি সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি। তৈত্তিরিহিতানুপাসনানীত্যর্থঃ।
অভিন্নান্তেবেতি পূৰ্ব্বীকৃতম্। যেতুমাং চোদনেতি। বিধায়কঃ শব্দশ্চোদিতপ্রবক্তা বা চোদনা।
তদানীদানমবিশেষাৎ একাদিত্যর্থঃ। আদিপরাং কলসংযোগ-রূপ-প্রবক্তৃত্বাচ্চ। প্রাক্কাঃ। যথা
জ্যোত্বাদিশুদ্ধকপ্রাপবিদ্যা সৰ্বশাখাশেকা, তথা পঞ্চাঙ্গবিদ্যাপি কলসংযোগান্তবিশেষবাদৈক্য।
এবং সৰ্বত্র।

ব্রহ্মণ্যনেকরূপাণি বিজ্ঞানানি সম্ভবন্তি। ন হ্যন্যথার্থোহন্যথা-
জ্ঞানমিত্যভ্রান্তং ভবতি। যদি পুনরেকস্মিন্ ব্রহ্মণি বহুনি
বিজ্ঞানানি বেদান্তান্তরেণ প্রতিপাদয়িষিতানি, তেষামেক-
মভ্রান্তং, ভ্রান্তানীতরাণীত্যন্বাসপ্রসঙ্গো বেদান্তেষু। তস্মাৎ
ন তাবৎ প্রতিবেদান্তং ব্রহ্মবিজ্ঞানভেদ আশঙ্কিতুং শক্যতে।
নাপ্যস্ম্য চোদনাদ্বিষেবাদভেদ উচ্যতে, ব্রহ্মবিজ্ঞানস্ম্যচোদ-
নালক্ষণত্বাৎ। অবিধিপ্রধানৈর্হি বস্তুপর্য্যবসায়িভিব্রহ্মবাক্যৈ-
ব্রহ্মবিজ্ঞানং জ্ঞাত ইত্যবোচদাচার্য্যঃ “তত্ত্ব সমস্বয়াৎ”
[বে. অ. ১। পা. ১। সূ. ৪] ইত্যত্র। তৎ কথমিমাং ভেদা-
ভেদচিন্তামারভত ইতি।

তদুচ্যতে,—সগুণব্রহ্মবিষয়া প্রাণাদিবিষয়া চেয়ং বিজ্ঞান-

একস্মিন্ গোচরে সম্ভবন্তি বহুনি বিজ্ঞানানি ন বনেকাকারাণীত্যুক্তম্ “অনেক-
রূপাণি”। রূপমাকারঃ।

সমাধেয়ে—“উচ্যতে। সগুণেতি”। তত্ত্বদ্ব্যুপাধানব্রহ্মবিষয়া উপাসনাঃ

বস্তু এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অল্পপ্রকার, এরূপ হইলে সে জ্ঞান অভ্রান্ত
হয় না। যদি অদ্বয়ব্রহ্মে বহু বিজ্ঞান উৎপাদন করা বেদান্তের অভিপ্রেত হয়,
তাহা হইলে অবশ্যই তন্মধ্যে একটা জ্ঞান অভ্রান্ত, অবশিষ্ট সমস্তই ভ্রান্ত হইবে।
তাদৃশ দ্বৈরূপ্য স্বীকার করিতে গেলে বেদান্তের প্রতি লোকের অবিবাস উপস্থিত
হইবে। [তস্মাৎ...ইত্যত্র] সেই জন্ত, প্রতি বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞান,
এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না এবং নিয়োগাদির অভেদ করনা করিয়া
অভেদ বা একরূপতাও বলিতে পার না। হেতু এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান নিয়োগের অধীন
নহে। তাহা ‘কর’ বলিলে করা যায় না। যাহাতে বিধির প্রাধান্ত নাই, যাহা
বস্তুমাত্র-পর্য্যবসায়ী (বস্তুমাত্রের অধীন), তাদৃশ ব্রহ্মবাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান
উদ্ভূত হয়। এ কথা আচার্য্য ব্যাস “তত্ত্ব সমস্বয়াৎ” শব্দে বলিয়াছেন
(দেখাইয়াছেন)। [তৎকথ...ত্যদোষঃ] যদি তাহাই হয়, তবে, কি-
জন্ত এই ভেদাভেদ চিন্তা (বিচার) আরম্ভ করিলে ?

এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, এই বিজ্ঞানভেদাভেদের বিচার সগুণব্রহ্মবিষয়ক

ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তের নামভেদ,
উপাসনার রূপভেদ ও ধর্মভেদ দেখা যায়। সেই কারণে সংশয় হয়, একই উপাসনা বিভিন্ন
বেদান্তে কথিত হইয়াছে? কি প্রত্যেক বেদান্তে এক একটা পৃথক উপাসনা কথিত হইয়াছে। সংশয়ের
পর সিদ্ধান্ত এই যে, একই উপাসনা বিভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে। কারণ এই যে, বিধারক
শব্দের ও ফলের ভেদ কখন নাই। সে সকল সর্বত্র একপ্রকার। (ভাব্য ব্যাখ্যা দেখ)।

ভেদাভেদচিস্তেত্যদোষঃ । অত্র হি কৰ্ম্মবচুপাসনানাং ভেদাভেদো
সম্ভবতঃ, কৰ্ম্মবদেব চোপাসনানি দৃষ্টফলাশ্চদৃষ্টফলানি চোচ্যন্তে,
ক্রমমুক্তিফলানি চ কানিচিৎ সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ । তেষ্মৈ
চিস্তা সম্ভবতি—কিং প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদঃ ? আহোশ্মিৎ
নেতি ।

তত্র পূৰ্ব্বপক্ষহেতবস্তাবচুপাত্তান্তস্তে—নান্নস্তাবন্তেদপ্রতি-
পত্তিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং জ্যোতিরাদিশু । অস্তি চাত্র বেদান্তান্তর-
প্রাণাদিবিষয়াশ্চ দৃষ্টাদৃষ্টক্রমমুক্তিফলা বিষয়ভেদাভিহন্ত ইত্যর্থঃ । তত-
উপপন্নো বিমর্শ ইত্যাহ—“তেষ্বা চিস্তা” ।

পূৰ্ব্বপক্ষঃ গৃহ্যতি—“তত্র” ইতি । “নান্নস্তাবৎ” ইতি । অস্তি “অথৈব
জ্যোতিরেতেন সহস্রদক্ষিণেন যজ্ঞত” ইতি । তত্র সংশয়ঃ । কিং যজ্ঞেতেতি
সম্মিত-জ্যোতিষ্টোমাত্ত্ববাদেন সহস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানম্ ? উতৈতদগুণবিশিষ্ট-
কৰ্ম্মান্তরবিধানম্ ? ইতি । কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্ ? জ্যোতিষ্টোমস্ত প্রকৃত্ত্বাদবজ্ঞেতেতি
তদমুবাদাজ্যোতিবিত্তি প্রাতিপাদিকমাত্রং পঠিষ্য, এতেনেত্যমুক্য কৰ্ম্মসামা-
নাধিকরণেন কৰ্ম্মনাম-ব্যবস্থাপনাং কৰ্ম্মগচ্ছাত্ত্বান্ত্বেন, তত্ত্বম্ নান্নোহপি
তথৈব ব্যবস্থাপনাং জ্যোতিঃশব্দস্ত “বসন্তে বসন্তে জ্যোতিবা” ইতি চ জ্যোতি-
ষ্টোমে যোগদর্শনাং নান্নৈকদেশেন চ নামোপলক্ষণস্ত লোকসিদ্ধহাং ভীম-
সেনোপলক্ষণ-ভীমপদবৎ অংশকস্ত চানন্তর্য্যার্থাসম্বন্ধিষেহুপপত্তেগুণবিশিষ্ট-
কৰ্ম্মান্তরবিধেচ গুণমাত্রবিধানস্ত লাঘবান্দাদশনতদক্ষিণায়াচোৎপত্তাশিষ্টতয়া
সমশিষ্টতয়া সহস্রদক্ষিণা সহ বিকল্পোপপত্তেঃ প্রকৃত্ত্বৈব জ্যোতিষ্টোমস্ত
অর্থাৎ প্রাণাদি-উপাসনাবিষয়ক । একপ বলিলে আর ঐ অসামঞ্জস্য দোষ
হইবে না । [অত্র হি...নেতি] বেদের পূৰ্ব্বকাণ্ডে যজ্ঞপ কৰ্ম্মের ভেদাভেদ
(অমুক অমুক একত্রে মিলিতভাবে একটা প্রধান কৰ্ম্ম এবং অমুক অমুক পৃথক্ কৰ্ম্ম,
ইত্যাদি) বিচারিত হয়, তদ্রূপ, এই বেদান্তেও উপাসনার ভেদাভেদ বিচারিত
হওয়া সুসম্ভব । কেননা, কৰ্ম্মের ত্রায় বেদান্তোক্ত উপাসনারও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল কথিত
হইয়াছে । কোন উপাসনার ফল দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক এবং কোনও উপাসনার
ফল অদৃষ্ট অর্থাৎ পারলৌকিক । আবাব অত্র উপাসনার ফল তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির
দ্বারা ক্রমমুক্তি । (ব্রহ্মলোকে গমন, সেখানে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি, তৎপরে মুক্তি ।
ইহারই নাম ক্রমমুক্তি ।) সেই জন্ত, বেদান্তোক্ত সেই সেই উপাসনা বা জ্ঞান
লইয়া এই চিস্তা (বিচাররস্তু) উপস্থিত হয় যে, সেই সেই বিজ্ঞান বা উপা-
সনা সমুদায়তঃ এক কি অনেক, অর্থাৎ ভিন্ন কি অভিন্ন ।

[তত্র...মাদি] যে যে হেতুতে বিচারের পূৰ্ব্বপক্ষ দাঁড়ায়, সে সকল হেতু
প্রদর্শিত হইতেছে । নাম একটা কৰ্ম্ম-প্রভেদের কারণ । জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ,
সোম, ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দ্বারা তত্ত্বগামক বিভিন্ন কৰ্ম্মের বোধ জন্মায় । এইরূপ

বিহিতেষু বিজ্ঞানেষুদশমাম—তৈত্তিরীয়কং, বাজসনেয়কং, কোথুমকং, কৌশীতকং, শাট্যায়নমিত্যেবমাদি।

তথা রূপভেদোহপি কৰ্মভেদস্ত প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধঃ—
“বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যো বাজিনম্” ইত্যেবমাদিষু। অস্তি

সহস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানার্থময়মত্ববাদঃ, ন তু কৰ্মাস্তরমিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। ভবেৎ পূৰ্ব্বস্মিন্ গুণবিধির্যদি তদেব প্রকরণং ত্যাং, বিচ্ছিন্নস্ত তৎ। তথাহি—সন্নিধাবপি পূৰ্ব্বসম্বন্ধার্থং সংজ্ঞাস্তরং প্রতীয়মানমন্তায়শ্চানেকার্থমিতি ত্রায়াহুৎসর্গতোহর্থাস্তরার্থত্যাং পূৰ্ব্ববুদ্ধিং ব্যবচ্ছিন্ত্যাপূৰ্ব্ববুদ্ধিকং প্রনৃত্ত ইতি লোকসিদ্ধম্। ন জাতু দেহি দেবদত্তায় গাম্, অথ দেবায় বাজিনমিতি দেবশব্দাদেবদত্তং বাজিভাজমধ্যবশ্তস্তু লৌকিকাঃ। তথা চোপরিষ্টাৎ যজ্ঞেতেতি ক্ষয়মাণমসম্বন্ধার্থপদব্যবায়ং তৎকৰ্মবুদ্ধিমনাদধৎ তত্র গুণবিধানমাত্রাসমর্থং কৰ্মাস্তরমেব বিধত্তে। ন চৈকত্রানুপপত্ত্যা লক্ষণয়া জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমে প্রবৃত্ত ইত্যসত্যামনুপপত্তৌ লাক্ষণিকো যুক্তঃ। ন হি গজায়াং ঘোষ ইত্যত্র গজাপদং লাক্ষণিকমিতি যীনো গজায়ামিত্যত্রাপি লাক্ষণিকং ভবতি। ভেদেহপি চ প্রথমং সংজ্ঞাস্তরংগোপ্তিথে তৎক্ষণদসমানাধিকরণ্যং কৰ্মনামধেয়তামাত্রতামাবহতি, ন তু সংজ্ঞাস্তরোপজনিতাং ভেদধিয়মপনেতুযুৎসহতে। তথা চাখশব্দোহধিকারার্থঃ প্রকরণাস্তরতামবজ্ঞোতয়তি। এষ-শব্দচাধিক্রিয়মাণপরামর্শক ইতি সোহয়ং সংজ্ঞাস্তরাভেদ ইতি।

ভবতু সংজ্ঞাস্তরং কৰ্মভেদঃ, প্রস্তুতে তু কিমাত্রাতদ্বিত্যত আহ—“অস্তি চাত্র বেদান্তাস্তরবিহিতেষু” ইতি। যথৈব কাঠকাদিসনাপ্যা গ্রন্থে প্রযুক্ত্যতে, এবং জ্ঞানেহপি লৌকিকাঃ। ন চান্তি বিশেষঃ, যতো গ্রন্থে মুখ্যা বিজ্ঞানে গোবী ভবেৎ। প্রণয়নক গ্রন্থজ্ঞানরোরভিন্নং প্রযুক্তিনিমিত্তম্। তস্মাজ্ঞানস্তাপি বাচিকী সনাপ্যা। তথা চ যদা জ্যোতিষ্টোম-ব্রহ্মদো ক্ষয়মাণং সমাখ্যাস্তরং তৎ-প্রতীকমপি কৰ্মণো ভেদকং, তদা কৈব কথা শাখাস্তরীয়ে বিপ্রকৃষ্টতমেহতং-প্রতীকভূতসনাপ্যাস্তরাভিধেয়ে জ্ঞান ইতি।

তথা রূপভেদোহপি কৰ্মভেদস্ত প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধঃ, যথা “বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যো বাজিনম্” ইত্যেবমাদিষু। ইদমাত্রায়তে—“তপ্তে পয়সি দদ্যানয়তি সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা” ইতি। অত্র হি দ্রব্যদেবতাসম্বন্ধানুসৃত্য যোগো বিদীয়তে, তদনস্তরক্ষেদমাত্রায়তে—বাজিভ্যোবাজিনমিতি। অত্রোদং সন্নিহতে। কিং পূৰ্ব্বস্মিন্বেব কৰ্মণি বাজিনং গুণো বিদীয়তে, উত কৰ্মাস্তরং দ্রব্যদেবতাস্তরবিশিষ্টমপূৰ্ব্বং

বেদান্তের ও বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানেরও (উপাসনারও) ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তদনুসারে সে সকলও ভিন্ন হইতে পারে। বেদান্তের নামভেদ যথা—তৈত্তিরীয়ক, বাজসনেয়ক, কোথুমক, কৌশীতক, শাট্যায়নক, ইত্যাদি।

[তথা...যোক্তবিতব্যঃ] পূৰ্ব্বতন্ত্রে “বৈশ্বদেবী আমিক্ষা” “স্বদ্যদেবতার

চাত্র রূপভেদঃ । তদয্থা কেচিচ্ছাখিনঃ পঞ্চামিবিভাগ্যঃ
ষষ্ঠমপন্নমগ্নিমামনন্তি, অপরে পুনঃ পঞ্চৈব পঠন্তি । তথা

বিধীয়ত ইতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । ত্রব্যাদেবতাস্তরবিধিতকর্মাস্তরবিধৌ
বিধিগোরবপ্রসঙ্গাৎ কর্মাস্তরাপূর্বাস্তরকল্পনা-গোরবপ্রসঙ্গাচ্চ ন কর্মাস্তরবিধাম্, অপি
তু পূর্বস্মিন্বেব কর্মণি বাজিনত্রব্যবিধিঃ । ন চোৎপত্তিশিষ্টামিক্ষাশুণাবরোধাত্তত্র
বাজিনমলক্যাবকাশং কর্মাস্তরং গোচরয়তীতি যুক্তম্ । উভয়োরপি বাক্যয়োঃ
সমসময়প্রবৃত্তেরামিক্ষাবাজিনয়োঃ পত্তৌ সমং শিষ্যমাণত্বেন নামিক্ষায়াঃ শিষ্টত্বং,
তৎ কথমনয়্যবক্কং কর্ম ন বাজিনং নিবিশেৎ । ন চ বৈষদেবীতাত্র শ্রোত
আমিক্ষাসম্বন্ধো বিধেবাং দেবানাং, যেন বাজিনসম্বন্ধাৎ বাক্যগম্যাত্মলবান্ ভবেদ-
ভয়োরপি পদাস্তরাপেক্ষপ্রতীতিতয়া বাক্যগম্যত্বাবিশেষাৎ । নো থলু বৈষদেবী-
তুক্তে আমিক্ষাপদানপেক্ষামামিক্ষামধ্যবস্থামঃ । অস্ত বা শ্রোতত্বং, তথাপি
বাজিত্য ইতি পদং বাজমন্নমামিক্ষা তদেবামন্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা তৎসম্বন্ধিনো বিশ্বান্
দেবাত্মপলক্ষয়তি । যত্বপি বিষদেবশব্দাঙ্ঘ্রাজিপদং ভিন্নং যেন চ শব্দেন চোদনা
তেনৈবোদ্দেশে দেবতাস্তং ন শব্দাস্তরং । অগ্গাহার্থৈক্যেইন সূর্যাদিত্য-
পদয়োঃ সূর্যাদিত্যচকোরেকদৈবত্যাশ্রয়ত্বাৎ । তথাপি বাজিরিতীনে: সর্ব-
নানার্থে স্মরণাৎ সন্নিহিতস্ত চ সর্বনামার্থত্বাধিধেবাং দেবানাঞ্চ বিশ্বদেবপদেন
সন্নিধাপনাং তৎপদপুরঃসরা এবৈতে বাজিপদেনোপস্থাপ্যাঃ, ন তু সূর্যাদিত্য-
পদবৎ স্বতন্ত্রাঃ, তথা চ তদুপলক্ষণার্থং বাজিপদং বিশ্বদেবোপহিতামেব
দেবতামুপলক্ষয়তীতি ন শব্দাস্তরাৎদেবতাত্তভেদঃ । ততশ্চামিক্ষাসম্বন্ধোপ-
জীবনেইন বিশ্বতো বাজিনং বিধায়মানং নামিক্ষয়া বাধ্যতে, কিন্তু তয়া সহ
সমুচ্চীয়ত-ইতি ন কর্মাস্তরমপি তু বাক্যাত্মাং ত্রব্যযুক্তমেকং কর্ম বিধীয়ত-
ইতি প্রাপ্ত-উচ্যতে । স্মাদেতদেবম্, যদি বৈষদেবীতি তদ্ধিতশ্রুত্যাংমিক্ষা
নোচ্যত । তদ্ধিতস্ত ব্রহ্মেতি সর্বনামার্থে স্মরণাৎ সন্নিহিতস্ত চ বিশেষস্ত
সর্বনামার্থত্বাৎ তত্রৈব তদ্ধিতস্তাপি বৃত্তিঃ । ন তু বিশ্বেষু দেবেষু, ন তৎসম্বন্ধেনাপি
তৎসম্বন্ধিমাত্রো । নত্বেবং সতি কস্মাৎবৈষদেবীশব্দানাৎদেব নামিক্ষাং প্রতীমঃ
কিনিতি চামিক্ষাপদমপেক্ষামহে । তদ্ধিতাস্তস্ত পদস্তাভিধানাপর্য্যবসানায়
প্রতীমস্তৎপর্য্যবসানায় চাপেক্ষামহে । অবসিতাভিধানং হি পদং সমর্থমর্থ-
মিয়মাধাতুম্, ইদম্ সন্নিহিতবিশেষাভিধায়ি তৎসন্নিধিমপেক্ষাপদমপেক্ষত ইতি কৃত
আমিক্ষাপদানপেক্ষ আমিক্ষাপ্রত্যয়প্রসঙ্গঃ, কুতো বা তত্রানপেক্ষা । অতশ্চ
সত্যামপি পদাস্তরাপেক্ষায়াং যৎ পদং পদাস্তরাপেক্ষমভিধত্তে, তৎ প্রমাণত্ব-
প্রথমভাবিপদাবগম্যত্বাৎ শ্রোতং বলীয়শ্চ । যত্ন পর্য্যবসিতাভিধানপদাভি-
হিতপদাধাবগমগম্যাং, তত্তচ্চরমপ্রতীতিবাক্যগম্যাং দুর্লভক্বেতি তদ্ধিতশ্রুত্যা-
বগতামিক্ষালক্ষণশুণাবরোধাৎ পূর্বকর্মাসংযোগিবাজিনত্রব্যং সম্বন্ধি পূর্বস্মা-
ন্তিনন্তি । এবঞ্চ সতি নিত্যবদবগতানপেক্ষসাধনভাবামিক্ষা ন বাজিনত্রব্যোপ
উদ্দেশে বাজী (ছানার জল)” ইত্যাদিবিধি রূপভেদ দৃষ্টে কর্মভেদ স্বীকৃত
হইয়াছে । বেদান্তেও তেমনি উপাসনায় রূপভেদ দৃষ্ট হয় । যেমন কোন শাখী

প্রাণসম্বাদাদিষু কেচিদূনান্ বাগাদীনামনস্তি, কেচিদধিকান্ । তথা ধর্মবিশেষোহপি কর্মভেদস্ত প্রতিপাদক আশঙ্কিতঃ কারীয়াদিষু । অস্তি চাত্র ধর্মবিশেষো যথাথর্বণিকানাং শিরোব্রতমিতি । এবং পুনরুক্তাদয়োহপি ভেদহেতবো যথাসম্ভবং বেদান্তান্তরেষু যোজয়িতব্যঃ । তস্মাৎ প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদ ইতি ।

সহ বিকল্পমুচ্চরৌ প্রাপ্নোতি । ন চাখ্যে নিরুৎসাদনপেক্ষবৃত্তি বাজ্রপদং কথঞ্চিদৌগিকং সাপেক্ষবৃত্তি বিবেদেবশকাং দেবতাং বৈষদেবীপদাদামিকা-
দ্রব্যং প্রতাপসর্জনীভূতামবগতামূলক্ষয়িষ্যতি । প্রকৃতং হি সর্কনামপদ-
গোচরঃ প্রধানঞ্চ প্রকৃতমুচ্যতে নোপসর্জনম্ । প্রামাণিকে চ বিধিকল্পনা-
গৌরবেহু্যাপেতব্য এব প্রমাণস্ত তত্ত্ববিষয়ত্বাৎ । তস্মাদযথেষ্ট পূর্বকর্মাঙ্গ-
বিনো গুণাৎ কর্মভেদ এবমিহাপি পঞ্চায়বিদ্যায়াঃ ষড়্‌য়বিজ্ঞা ত্রিমা, এবং
প্রাণসম্বাদেষু : নাধিকভাবেন বিজ্ঞানভেদ ইতি । তথা ধর্মবিশেষোহপি কর্ম-
ভেদস্ত প্রতিপাদক ইতি । তথাহি—কারীরীবা ক্যান্‌দীয়া নাত্তত্ত্বীরীয়া ভূমৌ
ভোজনমাচরন্তি, নাচরন্ত্যন্তে । তথাগ্নিমদীয়ানাঃ কেচিৎপাধ্যায়স্তোদকুস্তগাহ-
রন্তি নাহরন্ত্যন্তে । তথাষ্মেধমদীয়ানাঃ কেচিদম্বস্ত ঘাসমানয়ন্তি, নানয়ন্ত্যন্তে ।
কেচিৎবাচনন্ত্যন্তমেব ধর্মম্ । ন চ তাগ্বেব কর্ম্যাণি ভূমিভোজনাভিজ্ঞানিতমুপ-
কারমাকাজ্জন্তি নাকাজ্জন্তি চেতি যজ্ঞাতে । অতোহবগম্যাতে ত্রিানি তাসু
তাসু শাখাসু কর্ম্যাণীতি । অসু, প্রস্তুতে কিমায়াতনিত্যত্ অহি—“অস্তি
চাত্র” ইতি । অস্ত্রেষাং শাখিনাং নাত্তীতি শেষঃ । “এবং পুনরুক্তাদয়োহপি”
ইতি । সমিধো যজ্ঞতীত্যাদিব পঞ্চকুহোহভ্যন্তো যজ্ঞতিশব্দঃ । তত্র কিমেকা
কর্ম্যভাবনা কিং বা পঠ্যেবেতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । ষাৎস্বত্ববন্ধভেদেন
শব্দান্তরাদিকরণে ভাবনাভেদাভিধানাকার্ত্ত্ব্যন্ত চ ষাৎভেদমন্তরেণ ভেদানুপপত্তেঃ
সমিধো যজ্ঞতীতি প্রথমভাবিনা বাক্যেন বিহিতা কর্ম্যভাবনা বিপর্যস্তমানোপরিভ-
পঞ্চায়-উপাসনায় অত্র এক যন্ত অগ্নি পাঠ করেন, আবার অত্র শাখা-
ধ্যায়ীরা তাহা পাঠ করেন না । তাঁহারা মাত্র পাঁচটা অগ্নির উল্লেখ করেন ।
প্রাণোপাসনাবিষয়েও কেহ কেহ প্রাণের (প্রাণ = ইন্দ্রিয়) ন্যূন সংখ্যা, কেহ
বা অধিক সংখ্যা কীর্তন করেন । কারীরী যাগ প্রভৃতির বিধানস্থলে পূর্ব-
মীমাংসা-শাস্ত্র ধর্মভেদকে কর্মভেদের কারণ বলিয়াছেন । বেদান্ত-বিহিত
উপাসনাতেও ধর্মভেদ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে উপাসনারও ভিন্নতা হইতে
পারে । অধিক কি বলিব, পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রে কর্মভেদের (ঐ সকল ও
পুনরুক্তি প্রভৃতি) যত গুলি কারণ কথিত আছে, “সে সকল গুলিই বেদান্ত-
শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে সকলকে যথাসম্ভব যোজনা করিতেও
পারা যায় । [তস্মাৎ...বিশেষাৎ] অতএব, বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা সকল
এক নহে, বেদান্তে বেদান্তে বিভিন্ন । (যে সর্গবিদ্যা ছান্দোগ্যে, বাজসনে-
য়কে সে সর্গ বিজ্ঞা নহে, তাহা এক পৃথক সর্গবিজ্ঞা, ইত্যাদি) ।

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্ তস্মিন্ বেদান্তে তানি তান্বেব ভবিতুমর্হন্তি । কুতঃ ? চোদনাগ্রবিশেষাৎ । আদিগ্রহণেন শাখান্তরাধিকরণসিদ্ধান্ত-সূত্রোদিতা অভেদহেতব ইহাক্ষ্যন্তে । সংযোগরূপচোদনাখ্যা-বিশেষাদিত্যর্থঃ । যথৈকস্মিন্নগ্নিহোত্রে শাখাভেদেহপি পুরুষ-প্রয়ত্ত্বস্বাদৃশ এব চোদ্যতে—জুহুয়াদিতি, এবং “যো হ বৈ জ্যেষ্ঠক

নৈকাকৈরনুত্ততে । ন চ প্রয়োজনভাবাদনুবাদঃ, প্রমাণসিদ্ধতাপ্রয়োজনতা-হননুযোজ্যত্বাৎ কৰ্ম্মভাবনাভেদে চানেকাপূৰ্ণকল্পনাপ্রসঙ্গাদেকাপূৰ্ণাবান্তরব্যা-পারমেকং কৰ্ম্মেতি প্রাপ্তম্ ।

এবং প্রাপ্ত উচ্যতে । পরম্পরানপেক্ষাণি হি সমিধাদিবা ক্যানীতি সৰ্ব্বাণ্যেব প্রাপ্যমার্হাণ্যপি যুগপদধ্যয়নানুপপত্তেঃ ক্রমেণাবীতানীতি । ন ত্বয়মেবাং প্রয়োজকঃ ক্রমঃ । পরম্পরাপেক্ষাণামেকবা ক্যাহে হি প্রয়োজকঃ স্তাৎ, তেন প্রাথম্যাত্বাৎ প্রাপ্তমিত্যেব নাস্তীতি কথ্য কোহনুবাদঃ । কথঞ্চিদ্বিপরিবৃদ্ধি-মাত্রস্তৌৎসর্গিকাপ্রবৃত্তপ্রবর্তনালক্ষণবিধিত্তাপবাদসামর্থ্যাভাবাৎ । গুণশ্রবণে হি গুণবিবিশিষ্টকল্পবিধানে বিধিগৌরবভিত্তা গুণমাত্রবিধানলাঘবায় কৰ্ম্মানুবাদাপে-ক্ষয়াৎ বিপরিবৃত্তৈরুপকারঃ, যথা দদ্রা জুহোতীতি দধিবিধিপরে বাক্যে বিপরিবৃত্তা-পেক্ষায়ামগ্নিহোত্রাৎ জুহোতীতি বিহিতস্ত হোমস্ত বিপরিবর্ত্তমানস্তানুবাদঃ । ন

এইরূপ পূৰ্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে, বেদান্তবিহিত বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনাসকল সেই সেই অর্থাৎ একই জানিবে । হেতু এই যে, চোদনা (অভিধায়কশব্দ) প্রভৃতির অবিশেষ বা অভেদ (ঐক্য) দৃষ্ট হয় । [আদি...চোদনা] সূত্রস্থ আদি-শব্দে শাখান্তরাধিকরণোক্ত * অভেদবোধের কারণ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে । মিলিতার্থ এই যে, সংযোগ, রূপ, চোদনা ও সমাখ্যার অবিশেষ (অভেদ বা ঐক্য) হেতু ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান । অগ্নিহোত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন শাখায় (দেবভাগে) কথিত হইলেও তদ্বৎ হোতৃ পুরুষের হোমশ্রয়ত্ব তুল্য বা একরূপ, একরূপেই অভিহিত, একরূপে অভিহিত বলিয়া এক, (অগ্নিহোত্র হোম সৰ্ব্বত্রই-জুহুয়াৎ, শব্দে কথিত হইয়াছে, অত্র কোনরূপে কথিত হয় নাই, সূত্রাৎ হোমশ্রয়ত্ব সৰ্ব্বত্র এক বা একরূপ)

* শাখাধিকরণসিদ্ধান্ত—পূৰ্ব্বমীমাংসার একটা বিচার । সে বিষয়ে জৈমিনীকৃত সূত্র এই—“একং বা সংযোগ-রূপচোদনা-সমাখ্যাবিশেষাৎ ।” অর্থ এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম বিভিন্ন শাখায় অভিহিত হইলেও সে সকল একই কৰ্ম্ম । কেননা, ফলসম্বন্ধ, রূপ, চোদনা (বিধায়ক শব্দ) ও সমাখ্যা (নাম), এ সকলের অবিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ নাই । এই সিদ্ধান্ত বেদান্তেও গৃহীত হয় এবং তদনুসারে প্রতি বেদান্তে কথিত হইলেও উপাসনা সকলের একত্ব স্থিরীকৃত হয় ।

শ্রেষ্ঠং চ বেদ” ইতি বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাঞ্চ তাদৃশ্বেব চোদনা।
 প্রয়োজনসংযোগোহপ্যবিশিষ্ট এব “জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং
 ভবতি” ইতি। রূপমপ্যুভয়ত্র তদেব বিজ্ঞানশ্চ, যদুত জ্যেষ্ঠ-
 শ্রেষ্ঠাদিগুণবিশেষণাশ্চিতং প্রাণতত্ত্বম্। যথা চ দ্রব্য-দেবতে
 যাগশ্চ রূপং, এবং বিজ্ঞেয়ং রূপং বিজ্ঞানশ্চ, তেন হি তদ্রূপ্যতে।
 সমাখ্যাপি সৈব প্রাণবিদ্যেতি। তস্মাৎ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং

চাত্র গুণাস্ত্বেদঃ সমিাদি পদানাং কৰ্ম্মনামধেয়ানাং গুণবচনভাবাৎ। অগৃহমাণ-
 বিশেষতয়া চ কিং বচনবিহিতং কিং কৰ্ম্মানুবাদেন কন্ত গুণবিধিস্থিতি ন
 বিনিগম্যতে। ন চাপূৰ্ব্বং নাম জ্যোতিরাদিবোধিতানাসম্বন্ধং প্রথমমবগতং, যতঃ
 পূৰ্ব্ববুদ্ধিবিচ্ছেদেন বিধীয়মানং কৰ্ম্ম পূৰ্ব্বস্মাৎ সংজ্ঞাতো ব্যবচ্ছিন্দ্যাৎ, কিন্তু
 প্রথমত এব কৰ্ম্মসামান্যধিকরণ্যোনাংগতাঃ সমিাদয়স্তত্ত্বশাং কৰ্ম্মনামধেয়তাং প্রতি-
 পত্তমানা আখ্যাতানুবাদস্বৈহুবাদাঃ, বিধিহে বিধয়ঃ, ন তু স্বাতন্ত্র্যেণ কন্তচিদ্-
 শতে। তস্মাৎ স্বরসসিদ্ধাপ্রাপ্তকৰ্ম্মবিধিপৰত্বাৎ কৰ্ম্মণ্যয়মভ্যাসো ভাবনানুবন্ধ-
 ভূতানি ভিন্দানো ভাবনাং ভিনত্তি যথা, তথা শাখাস্তরবিহিতা অপি বিভাঃ শাখা-
 স্তরবিহিতাভ্যো বিভাভ্যোহভ্যাসো ভেৎস্ততীতি। অশক্বেচ। ন হ্যেকঃ পুরুষঃ
 সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ান্বিকামুপাসনামুপসংহৰ্ত্তুং শক্নোতি, সৰ্ববেদান্তাধ্যয়নাসামর্থ্যাৎ,
 অনদৌতার্থোপসংহারেহধ্যয়নবিধানবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। প্রতিশাখং ভেদে তুপাসনানাং
 নাহং দোষঃ। সমাপ্তিভেদাচ্চ। কেবলিকিং শাখিনামোক্তারসাক্ষ্যাৎকপনে সমাপ্তিঃ,
 কেবলিকদন্তত্র। তস্মাদপ্যুপাসনাভেদঃ। অত্মার্থদর্শনাদপি। তথাহি—“নৈতদ-
 চীর্ণব্রতোহধীতে” ইত্যচীর্ণব্রতত্যাধ্যয়নাবাদদর্শনাদুপাসনাভাবঃ। কচিদচীর্ণব্রত-
 ত্যাধ্যয়নদর্শনাদুপাসনাবগম্যতে। তস্মাদুপাসনাভেদ ইতি। অত্র সিদ্ধান্তমাহ—
 “সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাস্তবিশেষাৎ”। তদ্ব্যাচষ্টে সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি সৰ্ব-
 বেদান্তপ্রমাণানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্স্থস্মিন্ বেদান্তে তানি তান্ত্বেব ভবিতুমৰ্হন্তি।
 যান্ত্বেকস্মিন্ বেদান্তে, তান্ত্বেব বেদান্তান্ত্বরেষণীত্যর্থঃ। চোদনাস্তবিশেষাদিত্যা-
 দি-
 শব্দেন সংযোগরূপাখ্যাঃ সংগৃহ্যন্তে। অত্র চ চোদন্ত ইতি চোদনা পুরুষপ্রত্যয়ঃ।
 স হি পুরুষস্ত ব্যাপারঃ। তত্র স্বয়ং হোমাদিধার্ম্যাবচ্ছিন্নে প্রবর্ততে। তন্ত
 তেমনি, একবিষয়ক এক বেদান্তোক্ত চোদনাঃ ও অন্ত বেদান্তোক্ত চোদনার সহিত
 সমান, স্তত্ত্বাৎ তাহা একেরই বিধায়ক। ইহাতে বৃথিতে হইবে যে, বাজসনেয়ি-
 বেদান্তোক্ত “বে উপাসক প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে” এই চোদনাই
 (বিধায়ক বাক্যই) ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোক্ত চোদনার সহিত
 ঐ চোদনার অবিশেষ অর্থাৎ ঐক্য থাকায় উক্ত উভয় চোদনাই এক, অর্থাৎ
 অভিন্ন বলিয়া গণ্য। [প্রয়োজন...বিজ্ঞানানাম্] ফলেরও বিশেষ নাই অর্থাৎ
 তাহারও ঐক্য আছে। যথা—“সে জ্ঞাতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়।” এ ফল
 উভয় বেদান্তেই সমানরূপে কথিত। উপাসনার রূপও উভয় বেদান্তে এক অর্থাৎ

বিজ্ঞানানাম্ । এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বৈশ্বানরবিদ্যা-শাণ্ডিল্যবি-
দ্রোত্রেয়মাদিশু যোজয়িতব্যম্ ॥ ৩ । ৩ । ১ ॥

যে তু নামরূপাদয়ো ভেদহেত্বাভাসাঃ, তে প্রথম এব কাণ্ডে
“ন নান্না স্তাদচোদনাভিধানত্বাৎ” ইত্যারভ্য পরিহৃত্যঃ, ইহাপি
কঞ্চিদ্বিশেষমাশঙ্ক্য পরিহরতি—

দেবতৌদ্দেশেন ত্যাগত্বাসেচনাদিক্রান্তাবচ্ছেদ্যঃ পুরুষপ্রযত্নঃ, স এব শাখাস্তরে
যথৈবমিহাপি প্রাণজ্যোষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্ববেদনবিষয়ঃ পুরুষপ্রযত্নঃ স এব শাখাস্তরেষপীতি ।
এবং ফলসংযোগোহপি জ্যোষ্ঠশ্রেষ্ঠত্ববনলক্ষণঃ স এব । রূপমপি তদেব । যথা
যাগস্ত যদেকস্তাং শাখায়াং ত্রব্যবেদতা রূপং, তদেব শাখাস্তরেষপীতি, এবং বেদন-
স্তাপি যদেকত্র প্রাণজ্যোষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্বরূপং বিষয়স্তচ্ছাখাস্তরেষপীতি ॥ ৩ । ৩ । ১ ॥

“কঞ্চিদ্বিশেষম্” ইতি । যুক্তং যদগ্নীষোমীয়স্ত্রোংপরশ্চ পশাদেকাদশকপালত্বা-
দিসম্বন্ধেহপ্যভেদ ইতি । যথোংপরশ্চ তস্ত সৰ্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ, ইহ
ত্বগ্নিস্থ উৎপত্তিগত এব গুণভেদ ইতি কথং বৈশ্বদেবীবর ভেদক ইতি বিশেষঃ,
তমিমং বিশেষমভিপ্রেত্যাশঙ্কতে স্মরণকারঃ—

অভিন্ন । উভয়স্থানেই প্রাণতত্ত্ব জ্যোষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদি-বিশেষণে কথিত হইয়াছে ।
যেমন যাগের রূপ ত্রব্য ও দেবতা, তেমন, বিজ্ঞানের (উপাসনার) রূপও
বিজ্ঞেয় (উপাস্ত) । কেননা, বিজ্ঞানের দ্বারাই বিজ্ঞেয়ের নিরূপণ হয় ।
সমাখ্যাও (সমাখ্যা = নাম) উভয়ত্র সমান অর্থাৎ এক । বাজসনেয়ীরও
ঐ উপাসনাকে প্রাণোপাসনা বলে, ছন্দোগেরও উহাকে প্রাণোপাসনাই
বলে । এই সকল কারণে, বলিতে হয় বা মানিতে হয় যে, উপাসনা সকলের
সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়তা আছে । অর্থাৎ একই উপাসনা সেই সেই বেদান্তে
সেই সেই বাক্যে বিহিত বা বোধিত হইয়াছে । [এবং...হরতি] পঞ্চাগ্নি-
বিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা ও শাণ্ডিল্যবিদ্যা, সৰ্বত্রই এতদহুসারে ব্যাখ্যা
করিবে ॥ ৩ । ৩ । ১ ॥

নাম ও রূপ প্রভৃতি আপাততঃ ভেদহেতু বলিয়া প্রতীত হয় সত্য ;
কিন্তু সে সকল যথার্থ ভেদ হেতু নহে ; হেতুর স্থায় দেখায় মাত্র । সে সকল
প্রকৃত হেতু নহে বলিয়াই সে সকল পুরুষকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনীর মীমাংসায়
পরিহৃত হইয়াছে । সে সকল যেমন সেখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এখানেও
অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রেও কোন এক বিশেষের আশঙ্কা করিয়া সে সকলের
পরিহার প্রদর্শিত হইবে । প্রথমতঃ আশঙ্কা, তৎপরে তাহার পরিহার ।
আশঙ্কা ও পরিহার এইরূপ—

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ৩। ৩। ২ ॥*

শ্রাদ্ধেতৎ, সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং বিজ্ঞানানাং গুণভেদা-
মোপপদ্যতে। তথা হি বাজসনেয়িনঃ পঞ্চায়িবিদ্যাং প্রস্তুত্যা
ষষ্ঠমপরমগ্নিমামনস্তি “তস্মায়িরেবাগ্নিৰ্ভবতি” ইত্যাদিনা।
ছন্দোগান্তু তং নামনস্তি, পঞ্চসম্ব্যায়ৈব চোপসংহরন্তি “অথ হ
য এতানেবং পঞ্চায়ীন্ বেদ” ইতি। যেষাঞ্চ স গুণোহস্তি,
যেযাং চ নাস্তি, তেযাং কথমুভয়েষামেকা বিদ্যোপপদ্যতে।
ন চাত্র গুণোপসংহারঃ শক্যতে প্রত্যেতুং, পঞ্চসম্ব্যাবিরোধীং।
তথা প্রাণসম্বাদে শ্রেষ্ঠাদন্যাস্চতুরঃ প্রাণান্ বাক্চক্ষুঃশ্রোত্র-
মনাসি ছন্দোগা আমনস্তি। বাজসনেয়িনস্তু পঞ্চমমপ্যাম-

“ভেদান্নেতি চেৎ” ইতি। পরিহারঃ সূত্রাবয়বঃ। “ন একস্তামপি” ইতি।
পঞ্চৈব সাম্পাদিকা অগ্নয়ো বাজসনেয়িনামপি ছন্দোগ্যানামিব বিধীয়ন্তে। ষষ্ঠ্যগ্নিঃ
সম্প্রদ্যতিরেকায়ান্ততে ন তু বিধীয়তে। বৈশ্বদেব্যং তুংপত্তৌ গুণো বিধীয়তে
ইতি ভবতু ভেদঃ। অথবা ছন্দোগ্যানামপি ষষ্ঠ্যগ্নিঃ পঠ্যত এব। অথবা ভবতু

একই বিজ্ঞান (উপাসনা) সেই সেই বেদান্তে বিহিত হইয়াছে, এ
কথা উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, গুণের বা উপাসনার
প্রকার সকল বেদান্তে সমান (একরূপ) নহে। নিদর্শন দেখ—বাজসনেয়ী
শাখাধারীরা (বাজসনেয়ী=বজ্রকেন্দ্রের অন্ততম শাখা) পঞ্চায়িবিদ্যাপ্রস্তাবে
“সেই উপাসকের অগ্নি ও অগ্নি” এবংক্রমে ষষ্ঠ অগ্নির কল্পনা করেন। কিন্তু
ছন্দোগগণ তাহা করেন না। ছন্দোগগণ পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ করিয়াই
প্রস্তাব শেষ করেন। (ছন্দোগ্য=সামবেদের বিভাগ) যথা—“অনন্তর,
বে উপাসক এইরূপে এই পঞ্চায়ি জানে, উপাসনা করে—” ইত্যাদি। যখন
এক শাখার এক গুণের উল্লেখ ও অত্র শাখায় সে গুণের (অঙ্গের) উল্লেখ
নাই; তখন কিপ্রকারে উভয় শাখার উপাসনা এক হইতে পারে? বাহাদের
গুণোল্লেখ নাই, তাঁহারা অত্র শাখোক্ত গুণকে (অঙ্গ অর্থাৎ ষষ্ঠ অগ্নিকে)
গ্রহণ করিতে পারিবেন না। করিলে পঞ্চসংখ্যার বিবোধ হইবে।
[তথা...ইতি] এইরূপ, ছন্দোগ্য-উপনিষৎপাঠীরা প্রাণোপসনায় মুখ্য প্রাণ

* ভেদাৎ গুণভেদাৎ গুণভেদঃ দৃষ্টেত্যর্থঃ। বিজ্ঞানানাং (উপাসনানাং) সৰ্ববেদান্তবিহি-
ত্বং একত্বমিতি বাবৎ, নেতিতি ন বক্তব্যং, যত একস্তামপি বিদ্যায়াং তজ্জাতীয়কো গুণভেদো
যুজ্যত ইতি প্রত্নপদানাম্ বাখ্যা।

গুণের অর্থাৎ উপাসনাপ্রকারের ভিন্নতা আছে বলিয়াই সে সকলকে বিভিন্নোপাসনা বলিতে
পার না। কারণ এই যে, উপাসনা এক হইলেও সে সকল গুণ অর্থাৎ প্রকারভেদ সকল উপপন্ন
হইতে পারে।

নন্তি “রেতো বৈ প্রজাপতিঃ। প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য
এবং বেদ” ইতি।

আবাপোদ্ধাপভেদোচ্চ বেদ্যভেদো ভবতি, বেদ্যভেদোচ্চ
বিদ্যাভেদো দ্রব্যদেবতাভেদাদিব যাগশ্চেতি চেৎ ; নৈষ দোষঃ।
যত একস্থামপি বিদ্যায়ামেবঞ্জাতীয়কো গুণভেদ উপপদ্যতে।
যদ্যপি ষষ্ঠস্থায়েরূপসংহারো ন সম্ভবতি, তথাপি ছ্যপ্রভৃতীনাং
পঞ্চানামগ্নীনামুভয়ত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ ন বিদ্যাভেদো
ভবিষ্যম্ভবতি। ন হি ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োরতিরাত্রো ভিদ্যতে।
পঠ্যতেহপি চ ষষ্ঠোহগ্নিশ্ছন্দোগৈঃ “তং প্রেতং দিষ্টমিতোহগ্নয়-

বাজসনেয়ীনাং ষষ্ঠাগ্নিবিধানং, না চ ভূচ্ছন্দোগানাং, তথাপি পঞ্চদশমধ্যায়
অবিধানান্নোৎপত্তিশিষ্টং সন্ধ্যায়ঃ, কিন্তু উপনৈষগ্নিষু প্রচরশিষ্টা সন্ধ্যাহ্নস্ততে
সাম্পাদিকানগ্নীনবচ্ছেত্ত্বং, তেন যেসামুৎপত্তিস্তেবাং প্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞান-

ছাড়া আরও চারিটা প্রাণ স্বীকার করেন। যথা—বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন।
কিন্তু বৃহদারণ্যকপাঠীরা গ্রন্থে পাঁচটিমাত্র প্রাণ অধ্যয়ন করেন। যথা—বাক্,
চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও রেতঃ (রেতঃ শব্দে চবম ধাতু ও প্রজাপতি)। যে উপাসক
ঐরূপ জানে অর্থাৎ ঐরূপে উপাসনা করে, সে প্রজাবান ও পশুমান হয়।

[আবাপো...পত্নতে] যদি বল, যেমন দেবতার ও দেবতার ভিন্নতায় যাগের
ভিন্নতা স্বীকৃত হয়, সেইরূপ, বিভিন্ন আবাপ উদ্বাপে * বেত্তের অর্থাৎ উপাস্তের
ভিন্নতা ঘটে, বেত্তের ভেদে বিত্তারও অর্থাৎ উপাসনারও পার্থক্য হয়। এস্থলে
আমাদের বক্তব্য—তাহা হয় না। অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ রূপভেদ উপাসনাকোর
বিরোধী নহে। হেতু এই যে, অভিন্ন উপাসনায়ও ঐরূপ অল্প গুণভেদ উপপন্ন
বা স্বীকৃত হইয়া থাকে। [যত্বপি...বাদঃ] যদিও ষষ্ঠ অগ্নির উপসংহার অর্থাৎ
সংগ্রহপূর্বক একবাক্য করার সম্ভব নাই, কেননা, ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ
পর্যন্ত নাই, তথাপি, ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে উভয়ত্রই দিব্ প্রভৃতি অগ্নি-
পঞ্চকের পাঠ থাকায় প্রতীত হয় যে, উক্ত উভয় বেদান্তে একই উপাসনা কথিত
হইয়াছে; সে জ্ঞাত উপাসনাভেদ অযুক্ত। অতিরাত্র যাগে ষোড়শী (পাত্র)
গ্রহণ ও অগ্রহণ দুই প্রকার বাক্য আছে, তাই বলিয়া যে, দুইটা অতিরাত্র যাগ
হইবে, তাহা হইবে না। অতিরাত্র যাগ একটা, ইহা পূর্বমীমাংসার স্থিরীকৃত

* আবাপ—নিষ্কপ। অর্থাৎ অস্ত্র বিধান হইতে কোন একটা গুণের গ্রহণ। উদ্বাপ—
প্রক্ষেপ। অর্থাৎ কোন একটা গুণের ত্যাগ। যাগের পার্থক্য—এ একটা যাগ, সে একটা যাগ,
এতরূপ ভিন্নতা। যাগের দ্রব্য ভিন্ন হইলে, একরূপ দ্রব্য না হইলে, বিভিন্ন যাগ বলিয়া
গ্রাহ্য। দেবতা ভিন্ন হইলেও যাগের ভিন্নতা হয়।

এব হরস্তি” ইতি । বাজসনেয়িনস্তু সাম্পাদিকেষু পঞ্চ-
অগ্নিষনুভূত্যাঃ সমিদ্ধূমাদিকল্পনায়া নিবৃত্তয়ে “তস্ত্যাগ্নিরেবাগ্নি-
র্ভবতি সমিৎ সমিৎ” ইত্যাদি সমামনস্তি, স নিত্যানুবাদঃ ।

অথাপ্যুপাসনার্থ এষ বাদঃ, তথাপি স গুণঃ শক্যতে চ্ছন্দোগৈর-
প্যুপসংহর্তুন্ম । ন চাত্ত পঞ্চসংখ্যাবিরোধ আশঙ্ক্যঃ । সাম্পাদি-
কাগ্ন্যভিপ্রায়া হেযা পঞ্চসংখ্যা নিত্যানুবাদভূতা ন বিধিসম-
বায়িনীত্যদোষঃ । এবং প্রাণসম্বাদাদিষ্পাখিকস্য গুণশ্চেতর-

মানাম্বাশ্চ সংখ্যায়া অনুবাস্তেহেনানুৎপত্তের্বিধীয়মানস্ত চাধিকস্ত মোড়শিগ্রহণষদিকল্প-
সম্ভবাৎ ন শাখান্তরে জ্ঞানভেদঃ ।

হইয়াছে । সেইরূপ, এই উত্তরকাণ্ডেও অর্থাৎ বেদান্তেও এক স্থানে যষ্ঠাগ্নির
উল্লেখ ও অন্যস্থানে তাহার অনুল্লেখ দৃষ্টে পঞ্চাগ্নিবিচার দ্বিধ হইবে না, প্রত্যুত
ঐক্যই হইবেক । চ্ছন্দোগেরা (সামবেদাধ্যায়ীরা) যে, আদৌ যষ্ঠাগ্নির পাঠ বা উল্লেখ
করেন না, এমন নহে । তাঁহারাও স্থানান্তরে যষ্ঠাগ্নির পাঠ করিয়াছেন । যথা—
“জ্ঞাতিগণ এ লোক হইতে পরলোকগত সেই উপাসককে অগ্নিসাৎ করিবার জন্ত
লইয়া যায় ।” যদিও সামবেদাধ্যায়ীরা অগ্নিসাৎক্রেব উল্লেখ করেন, আর যজুর্বেদা-
ধ্যায়ীরা তদতিরিক্তেরও অর্থাৎ সমিধ্ বিশেষের উল্লেখ করেন ; তথাপি, সে সকল
নিত্যপ্রাপ্তের অনুবাদ মাত্র । যজুর্বেদীয়েরা সাম্পাদিক (যাহা ধ্যান বা কল্পনা
বলে সম্পন্ন করিতে হয়, তাদৃশ) অগ্নিপঞ্চকের অনুবর্তনে যে সমিধ্ ধূমাদির কল্পনা
করিয়াছেন, সেই কল্পনার সনাপ্তি সাধনের জন্ত তাহারাও “তাহার অগ্নিই অগ্নি,
সমিধ্ই সমিধ্” ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন । (এই লৌকিকায়িই অগ্নি, এই প্রসিদ্ধ
সমিধ্ই সমিধ্ অর্থাৎ কাষ্ঠ । অভিপ্রের্তার্থ এই যে, এখানে যষ্ঠাগ্নির অনুবাদমাত্র,
তাহা উপাসনাস্থ নহে । দিব্ প্রভৃতি সাম্পাদিক অগ্নিপঞ্চকই উপাস্ত । তাহা
উত্তরবেদে সমান, সুতরাং উভয় বেদেই পঞ্চাগ্নি-উপাসনা এক) ।

[অথা...দোষঃ] ঐ সকল কথা উপাসনার্থ—উপাসনার প্রয়োজনে কথিত,
সুতরাং তদনুসারে রূপভেদ স্বীকার্য্য, এ কথা বলিতে পার না । বলিলেও সাম-
বেদাধ্যায়ীরা ঐ গুণটীকে (যষ্ঠাগ্নিরূপ অঙ্গকে) গ্রহণ করিতে পারে । তাহা
তাহাদের পঞ্চসংখ্যা-বিরুদ্ধ কি-না, সে আশঙ্কা হয় না । কারণ এই যে, ঐ পঞ্চ-
সংখ্যা সাম্পাদিকায়ি অভিপ্রায়ে অভিহিত । (দিব্ প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে অগ্নি-
জ্ঞান উৎপাদনপূর্ব্বক তাহা বিচালা করিতে হয়, সে জন্ত সে জ্ঞান সাম্পাদিক),
সুতরাং তাহা প্রায় অনুবাদ অর্থাৎ অনুবাদত্বা ; বিধির সহিত তাহার প্রকৃত
সম্বন্ধ নাই । কাযেই কথিত প্রকারে অর্পিত দোষের পরিহার হয় । [এবং...
মেব] পঞ্চাগ্নিবিদ্যাসম্বন্ধে এই যেমন এক স্থানস্থ অধিক গুণ অন্যস্থানে উপসংহৃত
হইবার প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইল, এইরূপ, প্রাণবিজ্ঞাতেও এক বেদান্তোক্ত

ত্রোপসংহারো ন বিরুদ্ধ্যতে । ন চাবাপোদ্ধাপভেদাচ্ছেদভেদো
বিদ্যাভেদশ্চাশঙ্ক্যঃ, কস্মাচ্চৈচ্ছাংশস্তাবাপোদ্ধাপয়োরপি ভূয়সো-
র্বেদভেদিত্রোরভেদাবগমাৎ । তস্মাদৈকবিদ্যমেব ॥ ৩ । ৩ । ২ ॥

স্বাধ্যায়স্ত তথাহেন হি সমাচারেহধিকারাচ্চ

সরবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৩ । ৩ । ৩ ॥*

যদপ্যুক্তমাখর্ষণিকানাং বিদ্যা প্রতি শিরোব্রতাদ্যপেক্ষ-
ণাদন্তেষাঞ্চ তদনপেক্ষণাদ্বিদ্যাভেদ ইতি । এতৎ প্রত্যুচ্যতে ।

উৎপত্তিশিষ্টত্বেহমিদ্ধে প্রাণসম্বাদাদয়োহপি ভবন্তি প্রত্যভিজ্ঞানদভিন্নান্তান্ত
তাসু শাখাস্থিত ॥ ৩ । ৩ । ২ ॥

বৈরাখর্ষণিকগ্রন্থোপায়া বিদ্যা বেদিতব্য, তেষামেব শিরোব্রতপূর্ক্কাধায়ন-
প্রাপ্তগ্রন্থবোধিতা ফলং প্রাচ্ছতি নাত্মণা । অন্তেষাঞ্চ ছান্দোগ্যাদীনাং সৈব
অধিক গুণ (অঙ্গ) অত্র বেদান্তে উপসংহার করিলে অর্থাৎ হইয়া গেলে
তাহা বিরুদ্ধ হইবে না । এক্ষেপ-নিক্ষেপ ঘটিত ভেদ দৃষ্টে বিদ্যা ভেদের
আশঙ্কা করিতে পার না । কারণ এই যে, কোন এক স্বল্প অংশের
আবাপ উদ্ধাপ করিলেও বহু অংশে অভেদ দৃষ্ট হয়, স্মৃতরাং সে অনুসারেও
একা বিদ্যা অর্থাৎ একই উপাসনা, ইহা স্থিরীকৃত হয় ॥ ৩ । ৩ । ২ ॥

বলিয়াছিল যে, ঐ উপাসনায় আখর্ষণিক দিগের শিরোব্রত অতৃষ্ঠানের
অপেক্ষা আছে, কিন্তু অন্তের তাহা নাই । সেই কারণে বলিতে হয়,
শাখাভেদে উপাসনা বিভিন্ন । এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি অর্থাৎ খণ্ডন
এই যে, ঐ শিরোব্রত তাঁহাদের অধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে ।

* শিরোব্রতমিতি স্বাধ্যায়স্ত বেদাধ্যয়নস্ত ধর্মো ন বিদ্যায়াঃ । আখর্ষণিকানাং বিহিতং
শিরোব্রতং ন বিদ্যায়াং, কিন্তুধ্যয়নান্নমতস্তত্র বিদ্যাভেদে কারণম্ । হি যতগুণাভেন স্বাধ্যায়-
ধর্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে আখর্ষণিকা শিরোব্রতমপি বেদব্রতত্বেন । সমা-
খ্যাতমিতি কথ্যস্তি । অধিকারাচ্চ । অর্চ্যব্রতো মুণ্ডকং নাথীত ইতি চীর্ণশিরোব্রতস্তেব মুণ্ডকা-
ধ্যয়নাধিকার ইতি বিজ্ঞায়তে । তস্মাদপি শিরোব্রতং ন বিদ্যায়াং, কিন্তু মুণ্ডকাধ্যয়নাদ্ভিন্নম্ । সরব-
দিত্তি দৃষ্টান্তঃ । যথা সরা হোম আখর্ষণিকৈঃ স্বহুত্রে উদিত একোহগ্নিরেকর্ষিসংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধঃ,
তন্নিয়মো কাধ্য ইতি নিরন্যস্তে তথেষ্টার্থঃ ।

বলিয়াছিল যে, আখর্ষণিকদিগের শিরোব্রত আছে, অন্তের তাহা নাই, সেই জন্য শিরোব্রত
ধর্মী উপাসনার ভেদক, বস্তুতঃ তাহা নহে । কারণ, ঐ ব্রতটি মুণ্ডকাধ্যয়নের অঙ্গ, উপাসনার
অঙ্গ নহে । উহা যে স্বাধ্যায়ের অঙ্গ, তাহা বেদব্রত উপদেশসম্বন্ধে কথিত আছে । সেখানে
ঐ ব্রতকে অধ্যয়ন বলি হইয়াছে । শিরোব্রত না করিলে মুণ্ডকাধ্যয়নে অধিকার হয় না,
করিলে হয়, এ কথাতেও ঐ ব্রতের বিদ্যাকতা নিবারিত হয় । শিরোব্রতটি আখর্ষণিকদিগের
মুণ্ডকাধ্যয়নের নিয়মিত অঙ্গ, অন্তের নহে । তাহার দৃষ্টান্ত সর অর্থাৎ হোম । অর্থাৎ যেমন
সৌধ্যাদি হোম আখর্ষণিকদিগেরই নিয়মিত, তেমনি, ঐ ব্রতটিও তাহাদের মুণ্ডকাধ্যয়নেরই নিয়মিত
(মুণ্ডক = অখর্ষণিকের উপনিষদ) । ফলিতার্থ এই যে, শিরোব্রত ধর্মী উপাসনাজ নহে বলিয়া
তাহা ভেদকারণও নহে । (ভাষ্যানুবাদ দেখ) ।

স্বাধ্যায়ৈশ্চ ধর্মো ন বিদ্যায়াঃ। কথমিদমবগম্যতে? যত-
স্তথাত্বেন স্বাধ্যায়ধর্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে
আথর্কগিকা ইদমপি বেদব্রতত্বেন সমাখ্যাতমিতি সমামনন্তি।
“নৈতদচীর্ণব্রতোহধীতে” ইতি চাধিকৃতবিষয়াদেতচ্ছব্দাদধ্যয়ন-
শব্দাচ্চ স্যোপনিষদধ্যয়নধর্ম এবৈষ ইতি নির্দ্ধার্যতে।

ননু চ “তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেচ্ছিরোব্রতং বিধি-
বদ্যৈস্ত চীর্ণম্” ইতি ব্রহ্মবিদ্যাসংযোগশ্রবণাদেকৈব সর্বত্র
ব্রহ্মবিদ্যেতি সঙ্কীর্ণ্যেতৈষ ধর্মঃ, ন, তত্রাপ্যেতামিতি প্রকৃত-
পরামর্শাৎ। প্রকৃতত্বঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়া গ্রন্থবিশেষাপেক্ষমিতি
গ্রন্থবিশেষসংযোগ্যেবৈষ ধর্মঃ। সরবচ্চ তন্নিয়ম ইতি নিদর্শন-

বিজ্ঞা নাচীর্ণশিরোব্রতানাং ফলদেত্ত্যাথর্কগগ্রন্থাধ্যয়নসম্বন্ধাদবগম্যতে। তৎসম্বন্ধাচ্চ
বেদব্রতত্বেনৈতি “নৈতদচীর্ণব্রতোহধীতে” ইতি সমান্বানাদবগম্যতে।

তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেদ্বিতি বিজ্ঞাসংযোগেহপ্যেতামিতি প্রকৃতপরা-
মর্শিনা সর্বান্বায়াধ্যয়নসম্বন্ধাবিরোধায়াতর্কবিহিতৈব বিজ্ঞোচ্যত ইতি। সয়া
কিসে জানিলাম, তাহা বলিতেছি। যে স্থলে বেদব্রতের উপদেশ আছে,
(যে রূপ ধেরূপ ব্রতচরণ করতঃ বেদ গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক
উপদেশ আছে), সেই স্থলে ঐ শিরোব্রতকে তাহারা অধ্যয়নাজ বলিয়া
কীর্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা শিরোব্রত অনুষ্ঠানপূর্বক মুণ্ডকশ্রুত্যা-
ধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন। তাহাতেই বৃদ্ধা বায়, অবধারিত হয়, শিরোব্রতটী
আথর্কগিকদিগের মুণ্ডকাধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উপাসনার
অঙ্গ বা ধর্ম না হওয়ায় তাহা উপাসনার ভেদক নহে। যে ঐ ব্রত
অনুষ্ঠান না করে, সে মুণ্ডক অধ্যয়ন করে না, এতদ্ব্যতীত অধিকৃতস্ব বিষয়,
এতৎ-শব্দ ও অধ্যয়ন শব্দ,—এই তিনের দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে,
ঐ ব্রতটী আথর্কগিকদিগের অথর্কোপনিষদ্ অধ্যয়নের ধর্ম, উপাসনার
ধর্ম নহে।

[ননু চ...বিজ্ঞকত্বম্] যদি বল, “তাহারা এই শিরোব্রত বিধি অনুসারে
অনুষ্ঠান করে, তাহাদেরই এই ব্রহ্মবিজ্ঞা—” এই শ্রুতিতে শিরোব্রতের সহিত
ব্রহ্মবিজ্ঞার সংযোগ (সম্বন্ধ) শুনা যায়; সুতরাং সর্ব শাখায় এই ব্রহ্মবিজ্ঞা,
ইহা স্থিরীকৃত হয়, হইলে ঐ শিরোব্রত ধর্মটী সঙ্কীর্ণ (সঙ্কর বা মিশ্রিত,
অনিশ্চিত) হইয়া পড়ে; সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহা হয় না।
কেননা, ঐ শ্রুতির ‘এতাং—এই কথা প্রোক্তাবিত বিষয়েরই আকর্ষক।
প্রোক্তাবিত ব্রহ্মবিজ্ঞা গ্রন্থবিশেষ-সাপেক্ষ, সুতরাং ঐ ধর্মটী (শিরোব্রতচরণ)

নির্দেশঃ । যথা চ সরাঃ হোমাঃ সপ্ত সৌর্যাদয়ঃ শতোদনপর্যন্তা
বেদান্তরোদিত-ত্রেতাগ্ন্যানভিসম্বন্ধাদাথর্বণোদিতৈকাগ্ন্যানভিসম্বন্ধাচ্চ
আথর্বণিকানাং নিয়ম্যন্তে, তথায়মপি ধর্মঃ স্বাধ্যায়বিশেষ-
সম্বন্ধাৎ তত্রৈব নিয়ম্যেত । তস্মাদপ্যনবদ্যং বিদ্যৈকত্বম্ ॥ ৩৩৩ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ৩।৩।৪ ॥*

দর্শয়তি চ বেদোহপি বিদ্যৈকত্বং সর্ববেদান্তেষু বেদ্যে-
কত্বোপদেশাৎ “সর্বৈ বেদা যৎপদমামনন্তি” ইতি । “তথৈত-
মেব বহুচা মহত্বকৃথে মীমাংসন্ত এতমগ্নাবাধ্বর্যাব এতং মহা-
ব্রতে চন্দোগাঃ” ইতি । তথা “মহন্তয়ং বজ্রমুত্তমম্” ইতি
কাঠকে চ । উক্তশ্চেশ্বরগুণস্য ভয়হেতুত্বস্য তৈত্তিরীয়কে

হোমাঃ সপ্ত সৌর্যাদয়ঃ শতোদনাস্থা আথর্বণিকানাঃ ত একস্মিন্নেবাথর্বণিকে-
হগ্নৌ ক্রিয়ন্তে, ন ত্রেতাগ্ন্যমতো বিষ্টৈকত্বম্ ॥ ৩।৩।৩ ॥

ভূয়োভূয়ো বিষ্টৈকত্বত্ব বেদদর্শনাৎ । যত্রাপি সপ্তগত্রকবিজ্ঞানাৎ ন সাক্ষা-
বেদ একত্বমাহ, তাসামপি তৎপ্রায়পঠিতানাং তদ্বিধানাং প্রায়দর্শনাদেকত্বমেব ।
তথাহুগ্রাপ্রায়ে লিখিতং দৃষ্টে । ভবেদয়মগ্র্য ইতি বুদ্ধিরিতি । যচ্চ কাঠকাদি-

গ্রন্থবিশেষ সম্পর্কীয় । ‘সরবচ্চ তস্মিন্নমঃ’—সরের ত্রায় তাহা নিয়মিত, এই
সূত্রাংশ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ কথিত হইয়াছে । যেমন সৌর্যাদি (সৌর্য=সূর্য্য-
সম্বন্ধীয়) শতোদন পর্যন্ত সাত প্রকার সর অর্থাৎ হোম অত্র বেদোক্ত অগ্নিব্রহ্মের
সহিত সম্বন্ধ না থাকায় এবং আথর্বণিক দিগের একাগ্নির সহিত তাহার সম্বন্ধ
থাকায় উহা আথর্বণিক দিগেরই নিয়মিত, তেমনি, ঐ বেদাধ্যয়নবিশেষের
সহিত সম্বন্ধ থাকায় ঐ ধর্মটী তদধিকারেই নিয়মিত । অতএব, বিজ্ঞার বা
উপাসনার একত্ব পক্ষই অনবশ্য অর্থাৎ অনিন্দিত ॥ ৩।৩।৩ ॥

বেদও বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । যথা—“সমুদায় বেদ যে
প্রাপ্যকে বলেন।” এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব
বেদান্তবেদ্য অর্থাৎ অদ্বিতীয় উপাস্ত । বেদ্য অর্থাৎ উপাস্ত এক, সূতরাং
উপাসনাও এক । উপাসনা ও বিদ্যা সমান কথা । একত্ব বোধক
বেদান্তরও আছে, তাহা এই—“ঋগ্বেদীরা মহৎ উক্থে (উক্থ=এক
প্রকার উপাসনা,) ইহাঁকেই চিন্তা করেন, যজুর্বেদীরা যাহা করেন, তাহাও
ইনি এবং সামবেদীরাও মহাব্রতে ইহাঁকেই পূজা করেন।” “ইনি ভেদ-

* দর্শয়তি বিষ্টৈকত্বং বেদোহপীতি পূরণীয়ম্ ।

বেদও বিজ্ঞার অর্থাৎ উপাসনার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ।

ভেদদর্শননিন্দায়ৈ পরামর্শো দৃশ্যতে “যদা হ্যেবৈষ এতন্নিম্ন-
দরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্মৈ ভয়ং ভবতি । তত্ত্বেবাভয়ং বিদুষো-
মম্বানস্ম” ইতি । তথা বাজসনেয়কে প্রাদেশমাত্রসম্পাদিতস্য
বৈশ্বানরস্য ছান্দোগ্যে সিদ্ধবদুপাদানং “যশ্চৈতমেবং প্রাদেশ-
মাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে” ইতি । তথাচ সর্ব-
বেদান্তপ্রত্যয়ত্বেনাত্তত্র বিহিতানামুখাদীনামত্ৰোপাসনবিধানা-

সমাখ্যায়োপাসনাভেদ ইতি । তদযুক্তম্ । এতে হি পৌরুষেষাঃ সমাখ্যাঃ
কাঠাদিপ্রবচনযোগাৎ । তাসাং শাখানাং ন তূপাসনানাম্ । ন হেতাঃ কাঠা-
দিভিঃ প্রোক্তাঃ । ন চ কাঠাত্তুষ্ঠানমাসামিতরাহুষ্ঠানেভ্যো বিশেষ্যতে । ন চ
কাঠপ্রোক্তানিমিত্তমাত্রেন গ্রহে প্রবৃত্তৌ তদযোগাচ্চ কথঞ্চিল্লক্ষণয়োপাসনাস্থ
প্রবৃত্তৌ সম্ভবন্ত্যমুপাসনাভিধানমপ্যাসাং শক্যং কল্পয়িতুম্ । ন চ তত্ত্বেদাভেদৌ
জ্ঞানভেদাভেদপ্রযোজকৌ । মা ভূদৃশ্যাস্বমাসামভেদাজ্ঞানানামেকশাখাগতা-
নামেক্যম্ । কাঠাদিপুরুষপ্রবচননিমিত্তাশ্চৈতাঃ সমাখ্যাঃ কাঠাদিভ্যঃ প্রাক্ না-
সম্মিতি তন্নিবন্ধনো জ্ঞানভেদো নাসীদিত্যনীং চাত্ত্বীতি দ্রঘটমাপত্তেত । তন্মাত্র
সমাখ্যাতো ভেদঃ । অভ্যাসোহপি নাত্র ভেদকঃ । যুক্তং যদেকশাখাগতো
বজ্রত্যাগ্যাসঃ সমিাদীনাম্ ভেদক ইতি । তত্র হি বিধিহ্মোৎসর্গিকমজ্ঞাতজ্ঞাপনম-
প্রবৃত্তপ্রবর্তনঞ্চ কুপ্যেয়াতাম্ । শাখাস্তরে অধোতৃপুরুষভেদাদেককথোহপি নোৎসর্গিক-
বিধিভব্যাকোপ ইতি । অশক্তিরপি ন ভেদহেতুঃ । স্বাখ্যায়োহদ্যোতব্য ইতি স্ব-
শাখায়ামধ্যয়ননিয়মঃ । ততশ্চ শাখাস্তরীয়ানর্থানন্তেভ্যস্তদ্বিধোহবিগম্যোপসং-
রিচ্ছতি । সমাপ্তেষ্ঠৈকস্মিন্নপি তৎসম্বন্ধিনি সমাপ্তে তত্র ব্যপদিশ্রুতে । যথা-
ধ্বংসাবে কল্পণি জ্যোতিষ্টোমস্ত সমাপ্তিং ব্যপদিশন্তি জ্যোতিষ্টোমঃ সমাপ্ত ইতি ।

দর্শী উদ্যত বজ্র মহন্তয় । ঈশ্বরের এই লোকভয়হেতু বজ্র গুণ তৈত্তিরীয়
উপনিষদে ভেদজ্ঞানের নিন্দার্থ পরামৃষ্টে (অনুসন্ধিত) হইতে দেখা যায় ।
যথা—“এই নর যদি এই অদ্বয় একে অল্পমাত্র ভেদজ্ঞান স্থাপন করে
অর্থাৎ ইহাকে আত্মভিন্ন বলিয়া জানে, তাহা হইলে তাহার তন্নিবন্ধন সংসার
ভয় হয় । কিন্তু যিনি বিদ্বান্, অভেদজ্ঞানী, তাহার সম্বন্ধে ইনি অভয় ।”
[তথা বাজ...সিদ্ধিঃ] যে বৈশ্বানর-বিদ্যা যজুর্বেদে ব্রাহ্মণে (বৃহারণ্যকে
উপনিষদে) “ইনি প্রাদেশপ্রমিত” ইত্যাদি প্রকারে অভিহিত হইয়াছে,
সেই বৈশ্বানরবিদ্যাই ছান্দোগ্যে অনুবাদভাবে কথিত হইতে দেখা যায় । যথা—
“যে উপাসক এই প্রাদেশ-পরিমাণ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে” ইত্যাদি ।
ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, আরণ্যকোক্ত ও ছান্দোগ্যোক্ত বৈশ্বানর উপাসনা
একই উপাসনা । সেই সেই বেদান্তে উক্তাদি উপাসনার বিধান প্রতীত হইলেও
তন্নিয় বেদান্তে যে, পুনর্বার সেই সেই উপাসনার গ্রহণ দেখা যায়, তাহাতে ইহাই
প্রতিপাদিত হইতেছে যে, এক বেদান্তের অভিহিত উপাসনাই অন্ত বেদান্তে
গৃহীত বা কথিত হইয়াছে । যেহেতু অধিকাংশ উপাসনাই ঐক্লপ অর্থাৎ উপা-

য়োপাদানাং প্রায়োদর্শনত্য়ায়েনোপাসনানামপি সর্ববেদান্ত-
প্রত্যয়ত্বসিদ্ধিঃ ॥ ৩। ৩। ৪ ॥

উপসংহারোহর্থ্যভেদাদ্বিধিশেষবৎ

সমানে চ ॥ ৩। ৩। ৫ ॥*

ইদং প্রয়োজন সূত্রম্ ।

স্থিতে চৈবং সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বে বিজ্ঞানানামন্তত্বোদি-
তানাং বিজ্ঞানগুণানামন্তত্বাপি সমানে বিজ্ঞানে উপসংহারো
ভবতি । অর্থ্যভেদাৎ । য এব হি তেষাং গুণানামেকত্বার্থো
তন্মাৎ সমাপ্তিভেদোহপি ন সাধনমুপাসনাভেদন্ত । তদেবমসতি বাধকে চোদনান্ত-
বিশেষাৎ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি কৰ্ম্মাণি তানি তান্ত্বেবেতি সিদ্ধম্ ॥ ৩। ৩। ৪ ॥

কক্ষিণ্বিশেষমাশঙ্ক্য পূৰ্ব্বতত্ত্বপ্রসাধিতম্ ।

ব্যক্যমাগার্ষসিদ্ধার্থমর্থনাহ স্ম সূত্রকৃতং ॥

চিন্তাপ্রয়োজনসিদ্ধার্থং সূত্রম্ ।

অত্রেদমাশঙ্কতে । ভবতু সর্বশাখাপ্রত্যয়মেকং বিজ্ঞানং, তথাপি শাখান্তরো-
ক্তানাং তদঙ্গান্তরাণাং ন শাখান্তরোক্তে তস্মিন্নুপসংহারো ভবিতুমর্হতি । তত্শ্রুতশ্চ
কৰ্ম্মণো যাবন্মাত্রনঙ্গতমেকস্তাং শাখায়াং বিহিতং, তাবন্মাত্রগৈবোপকারসিদ্ধে-
রধিকানপেক্ষণাৎ । অপেক্ষণে চাধিকমপি তত্র বিধীয়েত, ন চ বিহিতম্ । তন্মাৎ
সনার একত্ব দেপাইবার অভিপ্রায়ে একই উপাসনা তই তিন বেদান্তে কথিত ;
সেই হেতু প্রায়োদর্শন-ত্য়ায়ে (প্রায়োদর্শনত্য়ায়=আদিত্য দৃষ্ট হইলে যাহার
আদিত্য, তাহার বিধান, একরূপ যুক্তি) সমুদায় উপাসনারই সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়তা
নির্ণীত হয় ।

বিজ্ঞানগুণের অর্থ্য উপাসনা-সমূহের সর্ববেদান্তপ্রত্যয়তা কথিত প্রকারে
সিদ্ধ হইলে কাযেই বিভিন্ন স্থানোক্ত বিজ্ঞানগুণের (উপাসনার অবয়বের, অঙ্গের
বা ধর্মের) সেই সেই বিজ্ঞানে (উপাসনায়) উপসংহার অর্থ্যৎ সংগ্রহ আপনা
হইতেই সিদ্ধ হয় । কেননা, সেইরূপেই অর্থের (অর্থ=উপাসনারূপ বস্তু)
অভেদসিদ্ধি হইয়া থাকে । অর্থ্যৎ উপাসনার একত্ব সিদ্ধ হয় । [য এব...

* উপসংহারঃ একাত্মীকরণং, তত্ত্ব বিদ্যাক্যাবিচারস্য ফলম্ । অর্থ্যভেদাৎ বিদ্যার অভেদাৎ
ঐক্যাভেদোতিরিত্তি বাবৎ । সমানে বিজ্ঞানে সমানীয়াঃ বিদ্যায়াং বিধিশেষবচনসংহারঃ—তত্ত্ববে-
দান্তোক্তবিজ্ঞানধর্ম্মাণামেকসোপাসনাসাধনোপাসংগ্রহঃ ভবতিতি সূত্রাক্ষরার্থঃ ।

বেদে যতগুলি উপাসনা কথিত আছে, সে সকলের প্রত্যেকটাই প্রত্যেক বেদান্তের অভিমত ।
অর্থ্যৎ এক বেদান্তে যে উপাসনা, অঙ্গ বেদান্তেও সেই উপাসনা । এই সিদ্ধান্তের অঙ্গ এক ফল
এই যে, সেই সেই উপাসনার অঙ্গ বা ধর্ম্মগুলি উপাসনার একত্ব বিধায় উপসংহার্য্য অর্থ্যৎ সেই
সেই উপাসনার যোজনীয় । যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় বিধিবোধিত কণ্ঠের একা থাকিলে অনেক
অঙ্গেরও একা সাধন করা হয়, বেদান্তোক্ত উপাসনা সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে ।

বিশিষ্টবিজ্ঞানোপকারঃ, স এবাশ্রয়ত্রাপি । উভয়ত্রাপি হি তদেবৈকং বিজ্ঞানম্ । তস্মাদুপসংহারঃ । বিশিষ্টেষু—যথা বিশিষ্টেষাণামগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মাণাং তদেবৈকমগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্বত্রৈতর্য্যার্থভেদাদুপসংহার এবমিহাপি । যদি হি বিজ্ঞান-ভেদোভবেৎ ততো বিজ্ঞানান্তরনিবন্ধত্বাৎ গুণানাং প্রকৃতি-বিকৃতিভাবাবাচ্চ ন স্মাদুপসংহারঃ । বিজ্ঞানৈকত্বে তু

যথা নৈমিত্তিকং কর্ম্ম সকলানুবহিহিতমপ্যশক্তৌ যাবচ্চক্যমঙ্গমহুত্বাৎ, তাবন্মাত্রাঙ্ক-জ্ঞানোপকারেণোপকৃতং ভবতোবমিহাপ্যাকান্তরাবিধানাদেব ভবিষ্যতীত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে । সর্বত্রৈকত্বে কর্ম্মণঃ স্থিতে গৃহমেধীয়ন্তায়ৈন নোপকারাবচ্ছেদো যুক্ত্যতে । ন হি তদেব কর্ম্ম সং তদঙ্গমপেক্ষতে নাপেক্ষতে চেতি যুক্ত্যতে । নৈমিত্তিকে তু নিমিত্তাহুরোধাদবশ্যকর্তব্যে সর্বাকোপসংহারস্ত সদাতনত্বাসম্ভাব্যুপকারাবচ্ছেদঃ কল্যাতে । প্রকৃতোপকারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবিধানাৎ । গৃহমেধীয়ে-হপূ্যপকারাবচ্ছেদঃ স্মাদিহ তু শাখান্তরে কতিপয়ানুবিধানং তানি বিধতে নেত-রাণি পরিসংকটে । ন.চ তদুপকারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবত্তন্মাত্রবিধা-

মিহাপি] সেই সকল অঙ্গের মধ্যে যে অঙ্গটি এক বেদান্তে উপাসনার উপকারক, অত্র বেদান্তোক্ত তন্মামক উপাসনাতেও সেই অঙ্গটি তদনুরূপ উপকারক, সূত্ররাং তাহা তাহাতেও যোজনীয় । অতএব, উভয় বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান (উপাসনা) একই বিজ্ঞান এবং সেই কারণেই এক বেদান্তোক্ত উপাসনাত্ত্বের অন্তত্বোক্ত উপা-সনার উপসংহার বা সংগ্রহ হইয়া থাকে । পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন বিশিষ্টেশ্বরের (বিদ্যে পদার্থের) স্তম্ভের বা অঙ্গের) একত্র সংগ্রহ হয়, বেদান্তেও সেইরূপ জানিবে । অগ্নিহোত্রাদি যাগ বিদ্যেবোধিত, তাহার ধর্ম্ম বা অঙ্গ বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকারে কথিত, তথাপি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এক বলিয়া সে সকল অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্মের অঙ্গরূপে যোজিত হইয়া থাকে । তদ্ব্যতীত বেদান্তেও এক উপাসনায় একস্থানের ধর্ম্ম অন্তস্থানে নীত হইয়া একত্রিত করা হয় । [বিদ্যে... ভবিষ্যতি] বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা এক না হইয়া বিভিন্ন হইলে সেই সেই উপা-সনা সম্বন্ধীয় গুণ-সমূহের প্রকৃতি-বিকৃতিভাব অভাবে* উপসংহার হইতে পারে না । সূত্ররাং বুঝিতে হইবে যে, বিজ্ঞানের (উপাসনার) ঐক্য থাকাতাই বিজ্ঞানগুণের উপসংহার হইয়া থাকে । ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে একনামক উপাসনা কথিত আছে, সেই একনামক উপাসনা বেদান্তভেদ থাকাতে ভিন্ন কি অভিন্ন অর্থাৎ উভয় বেদান্তে একই উপাসনা কি তন্মামক বিভিন্ন উপাসনা (বৃহদারণ্যকেও পঞ্চাগ্নি উপাসনা কথিত আছে, আবার ছানোগ্যেও পঞ্চাগ্নি উপাসনা অভিহিত আছে । অতএব তন্মামক একই উপাসনা উক্ত উভয় বেদান্তে কথিত ? কি

* প্রকৃতি=প্রথম উপনিষ্ট । বিকৃতি=প্রকৃতিমূলক উপদেশ । অগ্নিহোত্র যাগ প্রথম উপনিষ্ট, সেজন্য তাহা প্রকৃতি । অন্তান্ত যাগ তাহার বিকৃতি । যে হলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব থাকে, সেই হলে প্রকৃতির গুণ বা অঙ্গ বিকৃতি যাগে নীত হইতে পারে ।

নৈবমিতি । অষ্টৈব চ প্রয়োজনসূত্রস্ত প্রপঞ্চঃ সৰ্ব্বাভেদাদি-
ত্যরভ্য ভবিষ্যতি ॥ ৩। ৩। ৫ ॥

অন্যথা তং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৩। ৩। ৬ ॥*

বাজসনেয়কে “তে হ দেবা উচুঃস্তাস্মান্ যজ্ঞ উদগীথেনা-
হত্যামেতি । তে হ বাচমুচুস্তং ন উদগায়েতি । “তথা”—ইতি
প্রক্রম্য বাগাদীন্ প্রাণানাস্মরপাপ্যবিক্রতেন নিন্দিত্বা মুখ্যপ্রাণ-
পরিগ্রহঃ পঠ্যতে “অথ হেমমাসস্তং প্রাণমুচুস্তং ন উদগায়েতি,
নম্ । তস্মাত্তেন কৰ্ম্মণাং সৰ্ব্বাঙ্গসঙ্গম ঐন্দ্রিগৌলসতি বলবতি বাধকে নাপব-
দিতুং যুক্ত ইতি ॥ ৩। ৩। ৭ ।

যয়া দ্বিপ্রকারাঃ প্রাপ্যপত্যা দেবাঃ স্মারান্ ১৫ । ততঃ কানীয়সা এব দেবা
জ্যায়সা অস্মরাঃ । শাস্ত্রজ্ঞায়া সাহিক্যা বুদ্ধ্যা সম্পরা দেবাঃ, তে হি দীব্যস্ত ইতি
দেবাঃ । শাস্ত্রগুণ্যাপরিকল্পিতমতয়ঃ তামসবৃত্তিপ্রধানা অস্মরাঃ । অম্ভিঃ
প্রাণৈরনিন্দিত্বৈরগৃহীতৈস্তেন্ তেষু বিষয়েষু রমস্ত ইত্যস্মরাঃ । অত এব তে
জ্যায়াসঃ, যতোহমী তত্তজ্ঞানবন্তঃ কানীয়সাস্ত দেবাঃ, অজ্ঞানপূৰ্ব্বকবাস্তত্তজ্ঞানস্ত ।
প্রাণস্ত প্রাপ্যপতে: সাহিকবৃত্ত্যবস্তামসবৃত্ত্যভিভবঃ কদাচিত্ । কদাচিত্তামস-
বৃত্ত্যবস্তবোহভিভবশ্চ সাহিক্যা বুদ্ধে: । সেয়ং স্পর্ধা । তে হ দেবা উচুঃ । হস্তা-
স্মান্ যজ্ঞ উদগীথেনাত্যগম অস্মান্ জয়মান্ প্রাণাভিচারিকে যজ্ঞে উদগীথলক্ষণ-
সামভক্ত্যুপলক্ষিতেনোদগায়েণ কৰ্ম্মণেতি । তে হ বাচমুচুরিত্যাদিনা সন্দর্ভেণ
বাকপ্রাণচক্ষুঃশ্রোত্ৰগনদানাস্মরপাপ্যবিক্রতয়া নিন্দিত্বা, অথ হেমমাসস্তমাস্তে ভব-
মাসস্তং মুখান্তর্ধিলস্থং মুখাং প্রাণং প্রাণাভিমানবতীং দেবতামুচুস্তং উদগায়েতি ।
তথোক্তাপগম্য তেভ্য এব প্রাণ উদগায়ং, তেহস্মরা বিহরনেন প্রাণেনোদগাত্তা
পৃথক পৃথক উপাসনা অভিহিত ?) এই বিচারের পর যে একই উপাসনা বলিয়া
সিদ্ধান্ত কবা হইল, তাহাব কল বলিবার জন্য এই “উপসংহার” শব্দ বলা হইল ।
পরে যে সৰ্ব্বাভেদাৎ ইত্যাদি সূত্র বলা হইবে সেগুলি এই সূত্রেরই প্রপঞ্চ
অর্থাৎ বিস্তার (বিবরণ), সুতরাং সে সকল সূত্র পুনরুক্তিদোষাত্ত নহে ॥ ৩। ৩। ৭ ॥

বাজসনেয়কে অর্থাৎ যজুর্কর্মেদের ব্রাহ্মণে আছে “সেই দেবতার
পরম্পর বলাবলি করিল, আমরা যজ্ঞে ঔদগাত্ত কৰ্ম্মের দ্বারা অস্মর-
দিগকে অতিক্রম করিব । অনন্তর তাহারা বাক্যকে বলিল, তুমি আমা-
দের ঔদগাত্ত কৰ্ম্ম কর ।” * যজুর্ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া পরে বাক্-
প্রভৃতি প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) আস্মর-দোষ-দুষ্টতা দেখিয়া সে সকলকে নিন্দা করি-

* শব্দাদিতি । বাজসনেয়কে উদগীথেনেতি কর্তৃলক্ষ্যপ্রায়োগাৎ অন্তথাৎ বিভ্রান্তভূমিতি ন
বক্তব্যম্ । কৃতঃ ? অবিশেষাৎ । তাবতৈব বিশেষেণ বিভ্রান্তেদো ন ভবত্যবিশেষম্যাপি বহুতরম্য
সংখ্যং । অঙ্গরূপভেদো ন বিদ্যেতকাবিরোধীতি ভাবঃ ।—যজুর্কর্মেদের আরণ্যক ব্রাহ্মণে যে প্রণালীতে
প্রাণোপসনা কথিত, জানোহো সে প্রক্রমে কথিত হয় নাই । সেই কারণে উক্ত ব্রাহ্মণে বিতি :

তথৈতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ” ইতি । তথা ছান্দোগ্যেহপি “তদ্ধ দেবা উদগীথমাজহুঃ রনেনৈনানভিভবিষ্যামঃ” ইতি প্রক্রম্যেত-
রান্ প্রাণানামুতরাপ্যুবিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা তথৈব মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহঃ
পঠ্যতে “অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে”
ইতি । উভয়ত্রাপি চ প্রাণপ্রশংসয়া প্রাণবিজ্ঞাবিধিরধ্যবসীয়তে ।

তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যাভেদঃ স্মাদাহোষিৎ বিদ্যৈকত্ব-
মিতি । কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্ ? পূর্বেণ ত্রায়েন বিদ্যৈকত্বমিতি ।

নোহস্মান্ দেবা অতোহুজীতি । তমভিভূতা পাপ্যনাহবিধায়নমুতরাঃ । যথাশ্মান-
মুতরা প্রাপ্য মুতরা লোভো বা বিকংসত এবং বিধ্বংসমানা বিধ্বংহমুতরা বিনেভ্যঃ ।
তদেতৎ সজ্জিগ্যাহ—“বাক্সনেনরকে” ইতি । “তথা ছান্দোগ্যেহপোতত্বক্রিমিত্যাহ
—“তথা ছান্দোগ্যেহপি” ইতি ।

বিষয়ং দর্শয়িত্বা বিমৃশতি “তত্র সংশয়ঃ” ইতি । পূর্বপক্ষং গৃহ্যতি “বৈজ্ঞক-

লেন । পরে তৎকার্য্যে যোগ্য বিবেচনার পর মুখমধ্যস্থ মুখ্যপ্রাণকে গ্রহণ
করিয়া বলিলেন “অনন্তর তাঁহারা এই মুখভব প্রাণকে (মুখ্য প্রাণকে) বলিলেন,
তুমি আমাদের ঐদগায় কাধা কর । অনন্তর সে ‘তথাস’ বলিল এবং সে দেবতা-
উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল ।” [তথা ছান্দোগ্যো...সীয়তে]
ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে ঠিক একরূপ কথা আছে । যথা—“দেবতানা উদগীথ অমুষ্ঠান
করিলেন । তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা এই উদগীথের দ্বারা এই অন্তরদিগকে
অভিভব (জয়) করিব ।” ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণও এইরূপ প্রক্রমেব পব ইতর প্রাণ
সমূহকে (ইন্দ্রিয়দিগকে) অমুতরাপ্যপম্পৃষ্ট দেখিয়া নিন্দা করণেন, তৎপরে যজু-
ব্রাহ্মণের দ্বারা মুখ্য প্রাণকেই তৎকার্য্য-করণ-ক্ষম বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া বলি-
লেন,—“এই যে মুখ্য প্রাণ, ইনিই আমাদের উদগীথ ও উপাস্ত ।” প্রণিধান কর,
দেখিবে, উভয় বেদান্তেই প্রাণের প্রশংসা করা হইয়াছে ; সূত্রায়ং নিশ্চয় হই-
তেছে, উভয় বেদান্তেই প্রাণবিজ্ঞার (প্রাণোপাসনার) কথন ।

[তত্র ..মানসায়ং] এই স্থানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় বেদান্তোক্ত প্রাণো-
পাসনা কি ভিন্ন না অভিন্ন ? পূর্বোক্ত বক্তিতে পাওয়া যায়, অভিন্ন অর্থাৎ একই
উপাসনা উক্ত উভয় স্থলে কথিত হইয়াছে । বলিতে পার, যখন প্রক্রিয়া (প্রকরণ
ভিন্ন, তখন এক উপাসনা বলা অযুক্ত । বাক্সনেনরীরা এক প্রকারে প্রস্তাবারম্ভ
উপাসনা, এ আশঙ্কা করিও না । কারণ, বহু অংশে সমানতা আছে, এবং বহু অংশে সমানতা
থাকিলে অল্প বিশেষ (প্রভেদ) অনেকের কারণ হয় না ।

* মনের সাত্ত্বিক বৃত্তিসকল দেবতা । রাজসী ও তামসী বৃত্তিবিচয় অম্বর । উল্লেখ্য কর্তৃ
অর্থাৎ ওকারাদি প্রত্যক অবলম্বনে সান গান । যজুর্বেদে সম্পূর্ণ উদগীথকর্তৃকর্তা প্রাণই
উপাস্যরূপে কথিত, কিন্তু ছান্দোগ্যে উদগীথের অবরব ওকার প্রাণজানে উপাস্ত । এইরূপ
কর্তৃ-কর্তৃ-ভেদ দুই আশঙ্কা হয়, একই উপাসনা কি-না, পরন্তু সিদ্ধান্ত একই উপাসনা ।

ননু ন যুক্তং বিদ্যৈকত্বং, প্রক্রমভেদাৎ । অন্যথা হি প্রক্রমস্তে
বাজসনেয়িনোহন্যথা ছন্দোগাঃ । “ত্বং ন উদগায়” ইতি বাজ-
সনেয়িন উদগীথস্য কর্তৃত্বেন প্রাণমামনন্তি, ছন্দোগাস্তু উদগীথত্বেন
“তন্মুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে” ইতি, তৎ কথং বিদ্যৈকত্বং স্মাদিতি
চেৎ । নৈষ দোষঃ । ন হেতাবতা বিশেষণ বিদ্যৈকত্বমপগচ্ছতি,
অবিশেষস্তাপি বহুতরস্য প্রতীয়মানত্বাৎ । তথা হি দেবাসুরসংগ্রা-
মোপক্রম্যত্বং, অসুরাত্যাভিপ্ৰায়ঃ, উদগীথোপন্যাসঃ, বাগাদি-
সঙ্কীৰ্ত্তনং, তন্মিন্দয়া মুখ্যপ্রাণব্যপাশ্রয়স্তদ্বীৰ্য্যাচ্চাসুরবিধ্বংসনমশ্ম-
মুল্লোষ্ট্রনিদর্শনেনেত্যেবং বহুবোহর্থা উভয়ত্রোপ্যবিশিষ্টাঃ প্রতীয়ন্তে ।
বাজসনেয়কেহপি চোদগীথসামান্যাদিকরণ্যং প্রাণস্য শ্রুতং “এষ

হম্” ইতি । পূর্বপক্ষমাহিপতি “ননু ন যুক্তম্” ইতি । একত্রোদগীত্বেনোচ্যতে
প্রাণঃ, একত্র চোদগীত্বেন । ক্রিয়াকত্রোচ স্মৃতিভেদ ইত্যর্থঃ । সমাধস্তে
“নৈষ দোষঃ” ইতি । বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানং কিঞ্চিন্নক্ষণম-
নেতব্যং । ন কেবলং শাখান্তরে, একস্থামপি শাখায়াং দৃষ্টমেতৎ । ন চ তত্র বিভ্রা-
ভেদ ইত্যাহ—“বাজসনেয়কেহপি চ” ইতি । বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানাত্মগ্রহায়
চোমিত্যনেনাপি উদগীথাবয়বেন উদগীথ এব লক্ষণীয় ইতি পূর্বপক্ষঃ ॥৩৩৩॥

করিয়াছেন, ছান্দোগ্যোরা তাহা অল্প প্রকার বলিয়াছেন । প্রকারভেদ থাকায় উহা
অভিন্ন হইবার নিতান্ত অল্পযুক্ত । বাজসনেয়ীরা “তুমি আমাদের উদগীথ কার্য্য
কর” এইরূপে প্রাণকে উদগীথ-কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়াছেন, পরন্তু ছান্দোগ্যোরা বলিয়া-
ছেন “প্রাণই উদগীথ ও উপাত্ত” । যখন উহা এক প্রণালীতে উক্ত হয় নাই, তখন
এক উপাসনা বলা কদাপি সম্ভব নহে—যদি কেহ এরূপ বলেন, তবে, ঐহার
প্রতি প্রত্যুত্তর এই যে, ঐরূপ কীৰ্ত্তন দোষাবহ নহে । ঐ যৎকিঞ্চিৎ বিভ্রাস-
ভেদ দ্বারা বা বিশেষোক্তির দ্বারা উপাসনার ঐক্য নষ্ট হয় না, কেননা, উহার বহু
অংশে অবিশেষ অর্থাৎ একরূপতা আছে । [তথাহি...বিদ্যৈকত্বমিতি] দেবাসুর
যুদ্ধের বর্ণনা, অসুরাভিভব, উদগীথের উল্লেখ. বাগিঞ্জিয়াদির গুণদোষ কথন, মুখ্য-
প্রাণের প্রশংসা, তাহারই সামর্থ্যে অসুরবিজয়, প্রস্তর-মুক্তিকা-লোষ্ট্রের দৃষ্টান্ত, এ
সমস্তই উভয় বেদান্তে অবিশেষ অর্থাৎ সমান বা সাধারণরূপে কথিত হইয়াছে ।
অপিচ, উদাহৃত যজুর্বেদ-বাক্য অনুসারে উদগীথকণ্ঠকর্ত্তা প্রাণই উপাত্ত হয়
সত্য ; পরন্তু ঐ বেদের অল্প বাক্যে প্রাণের ও উদগীথের (ওঁশব্দে ব্রহ্মোপাসনার)
অভেদ প্রবণও আছে । যথা—“এই প্রাণই উদগীথ” ইত্যাদি । ইহাতে বুঝিতে
হইবে যে, ঐ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ কণ্ঠভাবে উদগীথের প্রয়োগ করিয়াছেন ; হুতরাং
লক্ষণার দ্বারা তাহার কর্ত্তৃত্ব পর্য্যবসান করা আবশ্যক । ফলিতার্থ এই যে,

উ বা উদগীথঃ” ইতি । তস্মাচ্ছান্দোগ্যেহপি কর্তৃত্বং লক্ষয়িতব্যম্ । তস্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বমিতি ॥ ৩।৩।৬ ॥

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়-

স্তাদিবৎ ॥ ৩।৩।৭ ॥*

ন বা বিদ্যৈকত্বমত্র ন্যায়ঃ, বিদ্যাভেদ এবাত্র ন্যায়ঃ । কস্মাৎ ? প্রকরণভেদাৎ । প্রক্রমভেদাদিত্যর্থঃ । তথা হি— ইহ প্রক্রমভেদো দৃশ্যতে । ছান্দোগ্যে তাবৎ “ওমিত্যেতদক্ষর-মুদগীথমুপাসীত” ইতি । এবমুদগীথাবয়বশ্চোঙ্কারস্য উপাস্তত্বং প্রস্তুত্যা রসতমাদিগুণোপব্যাখ্যানঞ্চ তত্র কৃত্বা “অথ খল্বৈতৈশ্চ-

বহুতরপ্রত্যভিজ্ঞানেহপি উপক্রমভেদাত্তদনুরোধেন চোপসংহারবর্ণনাদেকস্মিন্ বাক্যে তস্তুৈব চোদগীথস্য পুনঃপুনঃ সঙ্কীৰ্ত্তনাং লক্ষণায়ঞ্চ ছান্দোগ্যে বাজসনে-

প্রাণই উভয় বেদান্তে উদগীথরূপে উপাস্ত, সেই কারণে উক্ত বেদান্তদ্বয়োক্ত প্রাণোপাসনা অভিন্ন ॥ ৩।৩।৬ ॥

পুনর্বার পূৰ্ণপক্ষ বা অপত্তি উত্থাপিত হইতেছে । যেহেতু প্রক্রমের বা আরম্ভের প্রকার ভিন্ন, সেই হেতু প্রাণোপাসনার একই বলা ন্যায় নহে । ভিন্নতা বলাই ন্যায় । এই প্রাণোপাসনা বিভিন্ন ক্রমে কথিত হইয়াছে । (কিরূপ বিভিন্ন ? তাহা বলিতেছি ।) ছান্দোগ্যে যে-প্রক্রমে কথিত, আরণ্যকে সে এক্রমে কথিত নহে, সুতরাং প্রক্রমের বা আরম্ভ প্রকারের বিভেদ থাকায় প্রোক্ত উপাসনা অবশ্যই বিভিন্ন । [ছান্দোগ্যে...ইত্যাহ] ছান্দোগ্য-স্মৃতি প্রথমে “ও” এই অক্ষরকে উদগীথ স্বরূপে উপাসনা করিলেক ।* এইরূপে উদগীথের অবয়ব (এক অংশ) ওঙ্কারকে উপাস্ত বলিয়া প্রস্তাবনা করিয়া রসতমাদিগুণে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । (ওঙ্কার পৃথিব্যাতির সারের সার এবং ওঙ্কারই প্রাপ্তি ও সমৃদ্ধিগুণের আকর, ইত্যাদি প্রকারে প্রণবগুণ বলিয়াছেন) । অনন্তর বলিয়া-

* বহুবিকল্পরূপ-ভেদায় বিদ্যেকামিতি মনসিকৃত্যাহ পূৰ্ণপক্ষী—ন বোধি । বা ষিকল্পে । প্রকরণভেদাৎ উপক্রমভেদাৎ ন বিদ্যেকামিতি যোক্ত্যম্ । পরোবরীয়স্তাদিবদিও দৃষ্টান্তোপপত্তাস্ । পর ইতি সকারান্ত্বম্ । পরচ্চাসে বরীয়ান্ চ । বরোহজ বরতরঃ । ইৎ* পরোবরীয়ানিত্যেকং-পদং প্রত্যৌ প্রযুক্তমাত্ম । ৩খ/৮ মধ্য পরমাত্তদৃষ্টাধ্যাসসাম্যোহপি পরোবরীয়বাদিগুণবিশিষ্ট-মুদগীথোপাসনমক্যাদিত্যগতহিরণ্যাক্ষরাদিগুণনিষ্ঠোল্লীখোপাসনান্তিঃ, তথেষ্ট দৃষ্টান্তপদা-করার্থঃ ।

উপক্রমের অর্থাৎ আরম্ভপ্রণালীর ভিন্নতা থাকায় উপাসনাও ভিন্ন, এক নহে । তদ্রূপ পরোবরীয়বাদি গুণবিশিষ্ট উদগীথ উপাসনা আদিভাষ্যাদিগত হিরণ্যাক্ষরবাদি গুণবিশিষ্ট উদগীথ উপাসনা ইত্যে ভিন্ন, সেইরূপ ।

বাক্তরশ্রোপব্যাখ্যানং ভবতি” ইতি পুনরপি তমেবোদগীথাবয়ব-
মোক্তারমনুবর্ত্যাদেবাহুরাখ্যায়িকাদ্বারেণ “তং প্রাণমুদগীথমুপা-
সাক্তিরে” ইত্যাহ । তত্র যদ্যুদগীথশব্দেন সকলা সামভক্তি-
রভিপ্রেয়েত, তস্মাশ্চ কর্তোদগাত্ত্বিক্, তত উপক্রমশ্চেচাপরুধ্যত,
লক্ষণা চ প্রসজ্যেত । উপক্রমতস্ত্রেণ চৈকস্মিন্ বাক্যে উপ-
সংহারেণ ভবিতব্যম্ । তস্মাদত্র তাবদুদগীথাবয়বে ঔক্তারে প্রাণ-
দৃষ্টিরূপদিশ্যতে । বাজসনেয়কে তু উদগীথ-শব্দেনাবয়বগ্রহণ-
কারণাভাবাৎ সকলৈব ভক্তিরাবেদ্যতে । “ত্বং ন উদগায়”
ইত্যপি তস্মাৎ কর্তোদগাত্ত্বিক্ প্রাণত্বেন নিরূপ্যত ইতি প্রশ্না-
নাস্তরম্ ।

যদপি তত্রোদগীথসামানাদিকরণ্যং প্রাণশ্চ, তদপ্যুদগাত্ত্ব-
নৈব দিদর্শয়িমিতস্ত প্রাণশ্চ সৰ্ব্বাত্ত্বপ্রতিপাদনার্থমিতি ন বিদ্যৈক-
য়কে প্রমাণাভাবাৎ বিভ্রাভেদ ইতি রাঙ্কাস্তঃ । ঔকারশ্রোপান্তত্বং প্রস্তুত্য রস-
তমাদিশ্রোপব্যাখ্যানমোক্তারস্ত । তথাহি—ভূতপৃথিব্যোবধিপুরুষবাগ্ঋক্সাম্নাং
ছেন “এই অক্ষরের এইরূপে ব্যাখ্যা করা হয় ।” ব্যাখ্যানের পর পুনর্বার সেই
উদগীথাবয়ব ঔকারের অনুবর্তন (উপাখন বা আকর্ষণ) করিয়া দেবাহুরের গল্প
বলিয়াছেন এবং তাহাতেই বলিয়াছেন “যাহা প্রাণ, তাহাই উদগীথ, দেবতারা
তাহার অর্থাৎ প্রাণাভিন্ন উদগীথের উপাসনা করিল ।” [তত্র...প্রশ্নানাস্তরম্]
এখানে যদি উদগীথ-শব্দে সমুদায় ভক্তি (উদগীথের সকল অংশ বা সম্পূর্ণ উদগীথ)
বলা হইয়া থাকে, আর তাহার কর্তা উদগাতা ঋত্বিক্ হয়, তাহা হইলে প্রদর্শিত
উপক্রমের বাধা ও লক্ষণা এই ছুই দোষ হয় ।* উপসংহার অর্থাৎ প্রস্তুত-সমাপ্তি
উপক্রমেরই অরূপ হয়, তদ্বিরুদ্ধরূপ হয় না । সে অমুসারে, বুঝিতে হইবে,
ছান্দোগ্যোক্ত উদগীথাবয়ব শুম্ভকার প্রাণ-দৃষ্টিতে উপাত্ত, কিন্তু বাজসনেয় ব্রাহ্মণে
উদগীথ শব্দে উদগীথাবয়ব ঔকার গ্রহণ করিবার কারণ না থাকায় সম্পূর্ণ উদগী-
থেরই গ্রহণ এবং প্রাণ তাহার গানকর্তা, ইহা নিরূপিত হয় ; সূতরাং বাজসনেয়
ব্রাহ্মণোক্ত পথ ও ছান্দোগ্যোক্ত পথ (প্রণালী) ভিন্ন প্রকার ।

[যদ...গায়ং ইতি] বাজসনেয় ব্রাহ্মণে উদগীথের সহিত প্রাণের
সামানাদিকরণ্য অর্থাৎ সাম্যকথন আছে সত্য ; কিন্তু তাহাতে প্রাণের সৰ্ব্বস্বাভা

* সাম পাক্তিক ও সাপ্ততিক প্রভৃতি বহু প্রকারে গীত হয় । এখানে ভক্তিশব্দের
অর্থ অংশ অর্থাৎ গানের এক একটি পদ বা কলি । উদগীথও একপ্রকার গান, সূতরাং
তাহারও ভক্তি বা পদ আছে । এই গানের প্রথম পদ ও । প্রথমেই ও অবলম্বনে উদগীথ-গান
আরম্ভ হইয়া থাকে । যজ্ঞে যে ঋত্বিক্ অর্থাৎ যে পুরোহিত ঐ সকল গান করে, সে উপাত্ত
নামে প্রসিদ্ধ ।

ত্বমাবহতি, সকলভক্তিবিশয় এব চ তত্রোপ্যুদগীথশব্দ ইতি বৈষম্যম্ । ন চ প্রাণশ্চোদগাতৃত্বমসম্ভবেন হেতুনা পরিত্যজ্যেত, উদগীথতাববদুদগাতৃত্বাবশ্যোপাসনার্থত্বেনোপদিশ্যমানত্বাৎ । প্রাণ-বীৰ্য্যেণৈব চোদগাতৌদগাত্ত্বং কৰ্ম্ম করোতীতি নাস্ত্যসম্ভবঃ । তথা চ তত্রৈব প্রাবিতং “বাচা চ হেব স প্রাণেন চোদগায়ৎ” ইতি । ন চ বিবক্ষিতার্থভেদেহবগম্যমানে বাক্যচ্ছায়াানুসারমাত্রেন সমানার্থ-ত্বমধ্যবসাতুং যুক্তম্ ।

তথা হ্রুদ্যদয়বাক্যে পশুকামবাক্যে চ “ত্রেধা তগুলান্ বিভজেৎ”, পশুকামবাক্যে চ—“যে মধ্যমাঃ স্ত্যস্তানগ্নয়ে দাত্রে পূৰ্ব্বশ্চোত্তরমুত্তরং রসতয়া সারতয়োকৃতম্ । তেষাং সর্কেষাং রসতম ওঁকার উক্ত-চ্ছান্দোগ্যে ।

“ন চ বিবক্ষিতার্থভেদে” ইতি । একত্রোদগীথোল্লাস্তারাবুপাস্ত্বেন বিবক্ষিতা-বেকত্র তদবয়ব ওঁকার ইতি । “তথা হ্রুদ্যদয়বাক্যে” ইতি । এবং হি — শ্রুতং— “অপি বা এতৎ প্রজয়া পশুভির্ধর্জয়তি বর্জয়তি অশ্ব ভ্রাতৃবাং যশ চবিনিকপুং পুরস্তাক্রুমা অভ্যাদেতি । স ত্রেধা তগুলান্ বিভজেৎ, যে মধ্যমাঃ স্ত্যস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশশষ্টাকপালং নির্কপেৎ, যে স্থবিষ্টান্তানিদ্রায় প্রদাত্রে দধঃচক্রং, যে কোদিষ্টান্তান্ বিষ্কবে শিপিবিষ্টায় শূতে চক্রম্ ইতি । তত্র সন্দেহঃ—কি কালাপ-রাধে ষাগান্তরমিদং চোক্তং, উত তেষেব কৰ্ম্মসু প্রকৃতেষু কালাপরাধে নিমিত্তে ও গানকর্তৃত্বমাত্র প্রতিপাদিত হয়, অথ কিছু প্রতিপাদিত হয় না ; সুতরাং সে সামান্যাদিকরণে উপাসনার অভেদ (ছান্দোগ্যোক্ত উপসনাই যে, বাজসনেয় ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, একরূপ) গৃহীত হইতে পারে না । অত্র উপনিষদে সম্পূর্ণ উদগীথ-অর্থই উদগীথশব্দের প্রয়োগ, ওঁকাররূপ ভক্তিবিশেষ অর্থাৎ অংশ-বিশেষ অর্থ নহে ; সুতরাং ইহাতে ছান্দোগ্য অপেক্ষা বৈষম্য দেখা যাইতেছে । যদি বল, ‘প্রাণের উদগাতৃত্ব অসম্ভব, (প্রাণ কি গান করিতে পারে ?) অসম্ভব বলিয়া প্রাণের উদগাতৃত্ব অর্থ পরিত্যজ্য । উপাসনার ক্ষত্রে যেমন উদগীথতাবের বর্ণন, তেমনি, উপাসনার ক্ষত্রেই ঐ উদগাতৃত্বেরও কথন । ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতে পারি, উদগাত্ত্ব কথ্য প্রাণের সামর্থ্যই নির্বাহিত হয়, তদনুসারে প্রাণকে অবশ্য উদগীথকর্ত্তা (উদগাতা) বলা অন্ত্য বা অসম্ভব নহে । শ্রুতিও ঐ কথা ঐখানেই বলিয়াছেন । যথা—“যেহেতু বাক্যের ও প্রাণের (প্রাণকার্য্যাবিত বাক্যের) দ্বারা উদগান করিতেছে—” ইত্যাদি । [ন চ...বৎ] যখন বুঝা যাইতেছে, উত্তর বেদান্তে অভিপ্রেতার্থ বা উদ্দেশ্য ভিন্ন, তখন আর বাক্যাত্মক অবলম্বনে তদুত্তরের সমানার্থতা নিশ্চয় করা যুক্ত নহে ।

পুরোডাশমষ্টকপালং কুর্যাৎ” ইত্যাদিনির্দেশসাম্যোহুপ্যপক্রম-
ভেদাদভ্যুদয়বাক্যে দেবতাপনয়োহধ্যবসিতঃ, পশুকামবাক্যে তু

দেবতাপনয় ইতি—এষ তাবদ্র বিষয়ঃ । অমাবস্তায়ামেব দর্শকর্ম্মার্থং বেদিক্রিয়ায়ি-
প্রণয়নক্রিয়া ত্রতাদিষ্ট যজ্ঞমানসংস্কারঃ । দধ্যর্ষচ দোহঃ । প্রতিপদি চ দর্শকর্ম্ম-
প্রবৃত্তিরিত্যুষ্ঠানক্রমস্তাত্ত্বিকঃ । যন্ত তু যজ্ঞমানস্ত কুতশ্চিদ্রমনিবন্ধনাচ্চতুর্দশা-
মেবামাবস্তাবুদ্ধৌ প্রবৃত্তপ্রসোগস্ত চন্দ্রমা অভূদীয়তে, তত্রৈব ক্ষয়তে—যন্ত হবি-
নিকৃপ্তমিতি । তেন যজ্ঞমানেনাভ্যুদিতেনামাবস্তায়ামেব নিমিত্তাধিকারং পরি-
সমাপ্য পুনস্তদহরেব বেদ্যাকরণাদিকর্ম্ম কৃৎযা প্রতিপদি দর্শঃ প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ । তত্রা-
ভ্যুদয়ে কিং নৈমিত্তিকমিদং কর্ম্মান্তরং দর্শাচ্চোত্তরে ? উত তস্মিন্নেব দর্শকর্ম্মণি পূর্ব্ব-
দেবতাপনয়নেন দেবতাস্তরং বিধীয়ত ইতি । তত্র হবির্ভাগমাত্রপ্রবণাচ্চরবিধান-
সামর্থ্যাচ্চ কর্ম্মান্তরম্ । যদি হি পূর্ব্বদেবতাভ্যো হবীংশি বিভজেদिति ক্রয়েত,
ততস্তান্ত্রেব হবীংশি দেবতাস্তরেণ যজ্ঞমানানি ন কর্ম্মান্তরং গময়িতুমর্হসি । কিন্তু
প্রকৃতমেব কর্ম্ম তদ্রবিক্রমপনীতপূর্ব্বদেবতাকং দেবাস্তরম্ভুক্তং স্যাত ।

অত্র পুনরুদ্য ততুলান্ বিভজেদिति হবিষ এব মধ্যমাদিক্রমেণ বিভাগপ্রবণাং,
অনপনীতা হবিষি পূর্ব্বদেবতা ইতি পূর্ব্বদেবতাবন্ধে হবিষি দেবতাস্তরলব্ধাবকাশং
ক্ষয়মাণং কর্ম্মান্তরমেব গোচরয়েৎ । অপি চ, প্রাপ্তে পূর্ব্বম্নি কর্ম্মণি দধ্যস্ততুলানাং
পরস্ততুলানাঞ্চৈত্রাদিদেবতাসম্বন্ধাচ্চ বিধাতব্যঃ । চক্রস্থগাত্র বিহিতং নাস্তীতি
তদপি বিধাতব্যম্ । তথা প্রাপ্তে কর্ম্মণ্যনেকগুণবিধানাং বাক্যং ভিজেত । কর্ম্মান্তরং
হপূর্ব্বং শক্যমেকেনৈব প্রবৃত্তেনানেকগুণবিশিষ্টং বিধাতুমিতি নিমিত্তে কর্ম্মান্তর-
মেব বিধীয়তে, দর্শস্ত লুপ্যতে কালাপরাধাদিতি প্রাপ্ত উচ্যতে—ন কর্ম্মান্তরম্ ।
পূর্ব্বদেবতাভ্যো হবিষী বিভাগপূর্ব্বং নিমিত্তে দেবতাস্তরবিধানাং । চর্য্যস্ত চার্য-
প্রাপ্তেঃ । ভবেদেতদেবং, যদা দেধা ততুলান্ বিভজেদिति ততুলানাং দেধা বিভাগ
বিধানপরমেতদ্বাকাং স্যাত, অপি তু বাক্যান্তরপ্রাপ্তস্ততুলানাং দেধাস্তমন্ত
বিভজে-
দিত্যেতাবধিভেদে । তত্র বাক্যান্তরালোচনয়া পূর্ব্বদেবতাভ্য ইতি গম্যতে । ততুলা-
নিতি স্ববিবাক্তিতং হবিকৃতভয়ত্বং । তথা চ যে মধ্যমা ইত্যাদীনি বাক্যান্তপক্ষীতে
পূর্ব্বদেবতাসম্বন্ধে হবিষস্তস্মিন্নেব কর্ম্মণি অপ্ৰত্যাং দেবতাস্তরসম্বন্ধং বিধাতুং
শক্যবন্তি । তথা চ দ্রব্যমুখেন প্রকৃতমুখপ্রত্যভিজ্ঞানাদেবতাস্তরসম্বন্ধেহপি ন
কর্ম্মান্তরকল্পনা ভবিতুমর্হসি । ততশ্চ সমাপ্তেহপি নৈমিত্তিকাধিকারে নিত্যাদিকার-
সিদ্ধার্থং তান্ত্রেব পুনঃ কর্ম্মণ্যনুষ্ঠেয়ানি । ন চ দধনি চক্রমিতি চক্রপশুমার্য্যয়ো-
র্বিধানং, তয়োপর্য্যাপ্তব্যাং । প্রকৃতে হি কর্ম্মণি ততুলপেষণপ্রথনং পুরোডাশ-

ইহার নিদর্শন পূর্ব্ববীমাংসার অভ্যুদয় বাক্য ও পশুকাম বাক্য । (সেখানে
উপক্রমাদি অল্পসারে ঐ দুই বাক্যের বিবক্ষিতার্থ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়ার
বিভিন্ন-কর্ম্মবোধক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে) । যথা—“ততুল সকল তিন্
প্রকারে বিভাগ করিবেক ।” এটা অভ্যুদয় বাক্যের অংশ । আর একটা বাক্য
আছে, তাহার নাম পশুকামবাক্য । তাহাতে এইরূপ আছে । “মধ্যম ভাগ
লইয়া দাতৃত্বগুণযুক্ত অগ্নির উদ্দেশে অষ্টপাত্র-সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করিবেক ।”

যাগবিধিঃ, তথোপ্যুপক্রমভেদাদ্ বিদ্যাভেদঃ পরোবরীয়ত্বাদিবৎ ।
যথা পরমাত্মদৃষ্ট্যধ্যাসসাম্যোহপি—“আকাশো হেবৈভ্যো জ্যায়ানা-

পাকাদি দধিপয়সী চ প্রাপ্তানি, তত্রাত্মদয়নিমিত্তে দধিযুক্তানাম্পয়োযুক্তানাঞ্চ তত্ত্ব-
লানাং বিভজেদিতি বাক্যেন পূৰ্বদেবতাপনয়ঃ কৃত্য যে মধ্যমা ইত্যাদিভিকীট্য-
দেবতাস্তরসম্বন্ধঃ কৃতঃ । ন চ প্রভূতদধিপয়ঃসংস্কৃতিরনৈত্তত্ত্বলৈঃ পুরোডাশক্রিয়া
সম্ভবতীতি পুরোডাশনিবৃত্তৌ তদর্থস্ত প্রথনস্তাপি নিবৃত্তিঃ, অনিবৃত্তস্ত পাকোহপবাদ-
ভাবাৎ, তথা চার্খপ্রাপ্তশ্চাশ্বতে । ভবতু বাহনেকবাক্যকল্পনম্ । প্রকৃত্যধিকারাব-
গমবলাদস্তাপি জ্ঞাব্যাদ্যাদিতি । তস্মাৎ তদেবেদং কৰ্ম ন তু কৰ্মাস্তরমিতি সিদ্ধম্ ।
পশুকামবাক্যে ত্পূৰ্বকৰ্মবিধিরভ্যুদয়বাক্যসারূপ্যোহপি, যঃ পশুকামঃ জ্ঞাৎ সোহমা-
বান্ত্রায়ামিষ্ট্বা বৎসানপাকুৰ্য্যাৎ । যে স্থবিষ্ঠান্তানয়য়ে সনিমতেহষ্টাকপালং নির্ক-
পেৎ । যে মধ্যমাস্তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শূতে চকুম্ । যে ক্ষোদিষ্ঠায়ানিস্ত্রায়

এ বাক্য পূৰ্ববাক্যসমান হইলেও উপক্রমভেদ থাকায় পূৰ্ববাক্যে দেবতাপরিবর্তন
স্বীকৃত (পৃথক্ কৰ্ম বলিয়া অবধারিত) হইয়াছে এবং পরবাক্যে যাগবিধি
অস্বীকৃত হইয়াছে । * ঐরূপ, এখানেও উপক্রমভেদ দৃষ্টে উপাসনাভেদ হওয়া
উচিত । অপিচ, বেদান্তেও উহার অনুরূপ নিদর্শন আছে । সে নিদর্শন
পরোবরীয়ত্ব ও আনন্ত্য প্রভৃতি গুণ । [যথা...ষিতি] “এ সকল অপেক্ষা
আকাশ (ব্রহ্ম) জ্যোষ্ঠ, আকাশই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, সেই এই পরোবরীয়ান্ (পর

* বেদে অমাবস্তায় দর্শবাগ ও পূর্ণিমায় পৌর্ণমাস যাগ করিবার বিধান আছে ।
তৎপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, দৈবাৎ যদি অমাবস্তা ভ্রমে চতুর্দশীতে দর্শবাগের অনুষ্ঠান করা
হয়, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠান বৃথা হয় এবং তাহাতে দর্শবাগ অক্লহীন ও কালব্যতিক্রম
দোষে দূষিত হওয়ার যাগকর্তার শত্রুত্বকি করে । এই দোষের পরিহারার্থ সেই স্থানে
একটি প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে । প্রায়শ্চিত্ত বাক্যটি এইরূপঃ—“দর্শদেবতা অগ্ন্যাদির
উদ্দেশে হবিঃ (ঘৃত, তণ্ডুল, দধি ও দুগ্ধ প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্য) প্রস্তুত করিবার পর যদি
চন্দ্র দর্শন হয় অর্থাৎ চতুর্দশীতে অমাবস্তা ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই আরোহণ
তাৎক্ষণিক পুত্র ও পশু তইতে বিযুক্ত করে এবং শত্রুত্বকি করায় । অন্তঃসল, (দোষশাস্তির
রূপ) প্রস্তুত তণ্ডুলগুলিকে ছোট বড় মধ্যম তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া পঞ্চাদ্রুত প্রকারে
সেই সেই দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেক বা দর্শদেবতাদিগকে দিবেক । মধ্যম ভাগ
অষ্টপাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করতঃ দাত্ত্বগুণবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে, স্থলভাগ দধি-
মিশ্রিত করিয়া ইন্দের উদ্দেশে এবং সূক্ষ্মভাগ দুই চকু প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে
হোম করিবেক ।” এই প্রায়শ্চিত্ত বাক্যকে অভ্যুদয়বাক্য বলে এবং ইহার পূৰ্বমীমাংসাসিদ্ধ
সিদ্ধান্ত—এতদ্বাক্যোক্ত যাগ পৃথক্ যাগ নহে । ঐ বাক্য দর্শকারণে দেবতাস্তর সম্বন্ধের
বিধায়ক নহে । ঐ সঙ্গে আর একটি বাক্য আছে, তাহা “যে পশুকামনা করিবে, সে
অমাবস্তায় বজ্র করিয়া গোদোহন্যার্থ বৎস মোচন করিবেক” এইরূপে আরও হইয়াছে, অব-
শেষে তাহা ঠিক ঐ অভ্যুদয় বাক্যের অনুরূপ বাক্যে সমাপ্ত হইয়াছে । তাই মীমাংসাত্মক
জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পশুকামনা উপক্রমে পঠিত হওয়ার অভ্যুদয়
বাক্যের সহিত পশুকামবাক্যের একবাক্যতা হইবেক না ; প্রত্যুত, উপক্রান্ত বাক্যে অল্প
এক পৃথক্ বাগের বিধান হইবেক । উল্লেখ সমান হইলেই যে, এক জিনিশ হয়, তাহা হয় না, ইহা
দেখাটবার স্তম্ভ স্তম্ভকার বাস জৈমিনির সিদ্ধান্ত নিদর্শনার্থ গ্রহণ বা প্রদর্শন করিয়াছেন ।

কাশঃ পরায়ণঃ, স এষোহনন্তঃ” ইতি পরোবরীয়স্থাদিগুণবিশিষ্ট-
মুদগীথোপাসনমক্ষ্যাদিত্যগত-হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্টোদগীথো-
পাসনাস্তিম্বঃ, ন চেতরেতরগুণোপসংহার একস্ত্যামপি শাখায়াং,
তদ্বচ্ছাখান্তরশ্বেষ্যপোবজ্ঞাতীয়কেষ পাসনেষ্বিতি ॥ ৩।৩।৭ ॥

সংজ্ঞাতশ্চেৎ তদুক্তমস্তি তদপি ॥৩।৩।৮॥*

অথোচ্যেত, সংজ্ঞেকত্বাদ্বিদ্যৈকত্বমত্র ন্যায্যং, উদগীথবিদ্যেভ্য-
ভয়ত্রাপ্যেকা সংজ্ঞেতি, তদপি নোপপদ্যতে । উক্তং হ্যেতৎ “ন
প্রদত্তে দধৎশ্চকুমিতি । অত্র হি অমাবস্তায়ানিষ্টেতি সমাপ্তে যোগে পশুকামেষ্টি-
বিধানং, নাত্র পূর্বশ্চ কৰ্ম্মণোহনন্তরংগাস্তরবিধিরিতি যুক্তম্ । পরোবরীয়স্থাদি-
বং । যথোদগীথোপাসনাসাম্যোহপ্যাদিত্যগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্টোদগীথো-
পাসনাভঃ পরোবরীয়গুণবিশিষ্টোদগীথোপাসনা ভিন্না, তদ্বদিদমপীতি । পরশ্চ
পরশ্চ, বরাচ্চ বরীয়ানিতি পরোবরীয়ামুদগীথঃ পরমাত্মরূপঃ সম্পন্নঃ । অত এবা-
নন্তঃ পরমাত্মদৃষ্টিমুদগীথে ভাবয়িতুমাকাশো হেতুভ্যো ভূতেভ্যো জ্ঞায়ানিত্যা-
কাশশব্দেন পরমাত্মানং নির্দিশতি ॥ ৩।৩।৭ ॥

স্মৃতিভরে ভেদাবগমে সংজ্ঞেকত্বং নাভেদসাধনমতিপ্রসঙ্গাপাতাৎ ।
অপিচ ঐত্যক্ষরালোচনমাত্রেভেদপ্রত্যয়োক্তরঙ্গচানপেক্ষচ । সংজ্ঞেকত্বত্ব

হইতেও পর এবং বর হইতেও বর । পর=জ্যোষ্ঠ, বর=শ্রেষ্ঠ) উদগীথ এবং
সেই সেই উদগীথ অনন্ত ।” এই বাক্যের দ্বারা পরোবরীয়স্থাদিগুণে এবং অন্ত
বাক্যে নেত্রাধিষ্ঠিত হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণে উদগীথ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয় । পরন্তু
উভয়ই পরমাত্মদর্শনাধার সমান । সমান হইলেও দুই উপাসনা পৃথক্, এক
নহে । ইহা প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে । এখানে যেমন উক্ত বাক্যদ্বয়
এক শাখা (বেদের এক বিভাগ) স্থিত হইলেও ঐ দুই বিভিন্ন গুণের উপসংহার
(একত্র সম্বলন) হয় নাট, অত্র শাখাগত উপাসনাস্তর সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা
জানিবে । তাৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন গুণ দৃষ্ট হইলে গুণীও বিভিন্ন হয় ॥৩।৩।৭॥

সংজ্ঞার অর্থাৎ নামের ঐক্য আছে, সে জন্যও উদাহৃত স্থলে বিজ্ঞার
(উপাসনার) একত্ব । “উদগীথ-বিজ্ঞা” নামটা উভয় বেদান্তে সমান
অর্থাৎ একই, সুতরাং তদ্বোধ্য নামীও এক অর্থাৎ অভিন্ন, এ কথা

* চেৎ বদ্যচ্যোত--সংজ্ঞাতঃ সংজ্ঞেকাৎ বিজ্ঞেকামিতি, তদপি নোপপদ্যত ইতি বোদ্ধ-
নীয়ম্ । যতশ্চতুষ্কঃ তদপি প্রত্যুক্তং ন বা প্রকরণভেদাভিজাত্য । তদপি সংজ্ঞেকাহেতুক-
বিজ্ঞেকামপ্যস্তি কচিং, ন সর্লত্রৈতি সূত্রতাপর্য্যম্ ।

সংজ্ঞা বা নাম এক, তাই বলিয়া উপাসনাও এক, একথা বলিতে পার না । কেন ?
তাহা ‘ন বা’ ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে । সংজ্ঞার ঐক্যে সংজ্ঞার ঐক্য
বেধা যায় বটে ; কিন্তু তাহা সাক্ষরিক নহে । তাহা কোন কোন স্থলে বিশেষ কারণে
সীকৃত হয় মাত্র ।

বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্বাদিবৎ” ইতি। তদেব চাত্ত্র ন্যায্যতরং, শ্রুত্যাঙ্করানুগতং হি তৎ । সংজ্ঞেকত্বস্তু শ্রুত্যাঙ্করবাহ্যমুদগীথ-
শব্দমাত্রপ্রয়োগাৎ লৌকিকৈক্যব্যবহৃত্ত্বভিরূপচর্য্যতে । অস্তি চৈতৎ
সংজ্ঞেকত্বং প্রসিদ্ধভেদেষপি পরোবরীয়স্বাদ্যুপাসনেমুদগীথ-
বিদ্যেতি । তথা প্রসিদ্ধভেদানামপ্যগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং
কাঠিকৈকগ্রন্থপরিপাঠিতানাং কাঠকসংজ্ঞেকত্বং দৃশ্যতে, তথেষাপি
ভবিষ্যতি । যত্র তু নাস্তি কশ্চিদেবজ্ঞাতীয়কো ভেদহেতুস্তত্র
ভবতু সংজ্ঞেকত্বাদ্বৈদ্যেকত্বং, যথা সম্বগবিদ্যাदिषু ॥ ৩ । ৩ । ৮ ॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥ ৩ । ৩ । ৯ ॥*

“ওমিত্যেতদঙ্করমুদগীথমুপাসীত” ইত্যত্রাকরোদগীথশব্দয়োঃ

প্রতিবাহ্যতয়া বহিরঙ্গক পৌরুষেষতয়া সাপেক্ষক । তন্মাদ্ভূতলং নাভেদ-
সাধনায়ালমিতি ॥ ৩ । ৩ । ৮ ॥

“অধ্যাসো নাম” ইতি । গোণী বুদ্ধিরধ্যাসঃ । যথা মানবকেহনিবৃত্তান্না-
উপপন্ন হইবে না । অর্থাৎ কেহই ঐ কথা সমর্থন করিতে পারেন না ।
কেন ? তাহা “ন বা প্রকরণভেদাৎ—” যত্রে বলা হইয়াছে । সেখানে
যাহা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে, তাহাই অধিকতর স্মাযা । কেন-
না, তাহাই শ্রুতশব্দের অনুরূপ । সংজ্ঞার একতা শ্রুতশব্দের বহির্কর্ত্তী,
অর্থাৎ তাহা আক্ষরিক অর্থে লব্ধ হয় না । উভয় স্থলে “উদগীথ”
শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা দেখিয়াই লোকে উপচারক্রমে তুল্য
সংজ্ঞার ব্যবহার করে ; কিন্তু তুল্যসংজ্ঞার ব্যবহার অর্থার্থ অর্থাৎ
উপচারমাত্র, সুতরাং তাহার দ্বারা উপাসনার একতা নির্দ্ধারিত
হইতে পারে না । পরোবরীয়স্বাদিগুণের উপাসনা অঙ্গিপূর্ব্ব উপাসনা
হইতে ভিন্ন, তথাপি যোকে তদুভয়কে উদগীথবিজ্ঞা বলে । অগ্নিহোত্র,
দর্শ, পূর্ণমাস, এই তিন্ যাগ পরম্পর ভিন্ন হইলেও কঠশাখায় পঠিত
হইয়াছে বলিয়া ঐ তিনের কাঠক নাম প্রচারিত দেখা যায় । (অতএব,
সংজ্ঞা বা নাম একরূপ হইলেই যে, তদ্বলে সর্ব্বত্রই সংজ্ঞার বা নামীর একত্ব
নির্ণীত হয়, তাহা হয় না ।) [যত্র তু...দিষু] যেস্থলে বিশিষ্ট কারণ থাকে,
সেই স্থলেই নামভেদ দ্বারা বিভ্রাভেদ হয় । যেমন সম্বগবিজ্ঞা (তন্মামক
উপাসনা) স্থলে হইয়াছে ॥ ৩ । ৩ । ৮ ॥

“ও ইহা অঙ্কর ও উদগীথ, ইহার উপাসনা করিবেক ।” এই শ্রুতিতে

* চৰ্চাৰ্হে । “ও ইত্যঙ্করঃ উদগীথঃ—” ইত্যত্রাকরোদগীথয়োঃ সামান্যিকরণ্যপ্রবাণং
অধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণাং প্রতিভানে, তত্র কতমঃ পক্ষঃ সাধীমানিতি বিচারণায় তু-
ল্যসংজ্ঞাননিবেশনীয়-চ-লভেন অধ্যাসাদিভ্যঃ সাবচ্ছাভেন ব্যাবৰ্ত্ত্য বিশেষণপক্ষ এবোপাদীয়ত-

সামান্যধিকরণে শ্রয়মাণেহধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণং প্রতি-
ভানাং কতমোহত্র পক্ষো ন্যায্যঃ স্খাদিতি বিচারঃ । তত্রোধ্যাসো
নাম দ্বয়োৰ্ব্বস্তুনোরনিবর্তিতায়ামেবাশ্রয়তরবুদ্ধাবশ্রয়তরবুদ্ধিরধ্যাস্ততে ।
যস্মিন্নিতরবুদ্ধিরধ্যাস্ততে, অনুবর্ততএব তস্মিন্বেতদ্বুদ্ধিরধ্যাস্তেতর-
বুদ্ধাবপি । যথা নাম্নি ব্রহ্মবুদ্ধাবধ্যাস্তায়ামপ্যনুবর্তত এব নামবুদ্ধিঃ,
ন ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নিবর্ততে । যথা বা প্রতিমাদিষু বিষ্ণুাদিবুদ্ধ্যধ্যাসে,
এবমিহাপ্যক্ষরে উদ্গীথবুদ্ধিরধ্যাস্তা ? উত উদ্গীথে বাক্ষরবুদ্ধি-

মেব মাণবকবুদ্ধিব্যপদেশবৃত্তৌ সিংহবুদ্ধিব্যপদেশবৃত্তিঃ সিংহো মাণবক ইতি ।
এবং প্রতিমায়াং বাসুদেববুদ্ধিন্যস্মি চ ব্রহ্মবুদ্ধিস্তথোকার উল্লীখবুদ্ধিব্যপদেশা-
বিত্তি অপবাদৈকত্বম্ । বিশেষণানি চোক্তানি । একার্থেহপি চ শব্দদ্বয়-

ও অক্ষরের ও উদ্গীথের সামান্যধিকরণ্য (তুল্যার্থতা) শ্রুত হইতেছে ।
সামান্যধিকরণের দ্বারা অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ, এই পক্ষ-
চতুষ্টয়ের অন্ততম গৃহীত হইতে পারে বটে ; কিন্তু কোন পক্ষের গ্রহণ
অধিক ন্যায্য, তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক । [তত্রোধ্যাসো...বুদ্ধিরতি]
অনেক স্থলে দুই বিভিন্ন পদার্থে সেই সেই পদার্থাকার জ্ঞান লুপ্ত হয় না, অথচ
একে অস্ত্রের জ্ঞান অধ্যারোপিত হইয়া থাকে । যাহাতে অস্ত্রপ্রকারের জ্ঞান
আকৃষ্ট করান হয় এবং সেই আকৃষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে যদি সে বস্তুর জ্ঞান অনুবর্তিত
থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তুতে তাদৃশ আরোপিত জ্ঞান অধ্যাস সংজ্ঞায়
সংজ্ঞিত হয় । এই অধ্যাস-লক্ষণটা অল্প কথায় বলিতে হইলে “বুদ্ধিপূরক বা
জ্ঞানপূরক এক পদার্থে অপর পদার্থের অভেদ চিন্তা করার নাম অধ্যাস” এইরূপ
বলাই সম্ভব । যেমন “নাম ব্রহ্ম” ইত্যাদি স্থলে নামে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যারোপিত
(স্থাপন) করিলেও ব্রহ্মবুদ্ধি কখনই নাম-বুদ্ধির অনুবর্তন নিষেধ করে না । অর্থাৎ
নামজ্ঞান লুপ্ত হয় না, অথচ তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির থাকে । ইহার নিদর্শন,
নামকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা অর্থাৎ নামোপাসনা করা । নামোপাসনাই অধ্যাসের
অন্ততম নিদর্শন । প্রতিমায় ও শালগ্রাম-শিলায় যে বিষ্ণুদিজ্ঞান, তাহাও
অধ্যাস । এতনিদর্শনানুসারে, ওঁ অক্ষরে উদ্গীথের অধ্যাস ? কি উদ্গীথে
ওঁ অক্ষরের অধ্যাস ? (বুদ্ধিপূরক অভেদ জ্ঞান জন্মান ?) তাহা বিচার্য ।

ইতি ভাবঃ । ব্যাপ্তবৃত্তোত্তোয়মিত্যুক্তোদলীখমিত্যেতবিশেষণমেব সমগ্রসং নিরবদ্যং কল্পনালাঘ-
বাদিত্যক্ষরযোগনা ।

“ওঁ এই অক্ষর উল্লীখ” এই বাক্যে অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব অর্থাৎ অভেদ ও বিশেষণ,
এই চারি প্রকার অর্থ প্রতীত হইতে পারে । ভ্রমধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার অসমগ্রসং অর্থ
সম্ভব হয় না । ব্যাবর্তক অর্থাৎ বিশেষণ পক্ষই সম্ভব হয় । কলিতার্থ—ওঁকারে প্রাপদৃষ্ট
বিধানার্থ ঐ উল্লীখ শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, এই অর্থই প্রতীত ও সম্ভব হয় ।
(ভাব্যানুবাদ দেখ) ।

রিতি। অপবাদো নাম যত্র কস্মিংশ্চিদ্বস্তুনি পূর্বনিবিষ্টায়াং মিথ্যাবুদ্ধৌ নিশ্চিতায়াং পশ্চাদ্ব্যপজ্ঞায়মানা যথার্থা বুদ্ধিঃ পূর্ব-নিবিষ্টায়া মিথ্যাবুদ্ধেৰ্নিবর্তিকা ভবতি। যথা দেহেন্দ্রিয়সম্ভ্রান্তে আত্মবুদ্ধিরাত্মশ্চেবাত্মবুদ্ধ্যা পশ্চাদ্ভাবিত্বা “তত্ত্বমসি” ইত্যনয়া যথার্থবুদ্ধ্যা নিবর্ত্যতে। যথা বা দিগ্ভ্রাস্তিবুদ্ধির্দিগ্‌যথার্থবুদ্ধ্যা নিবর্ততে। এবমিহাপ্যক্ষরবুদ্ধ্যোদগীথবুদ্ধির্নিবর্ত্যেত, উদগীথ-বুদ্ধ্যা বাহক্ষরবুদ্ধিঃ। একত্বত্বক্ষরোদগীথশব্দয়োৰনতিরিক্তার্থ-বৃত্তিত্বম্। যথা দ্বিজোক্তমো ব্রাহ্মণো ভূমিদেব ইতি। বিশেষণং পুনঃ সৰ্ববেদব্যাপিনঃ ঔমিত্যেতস্মাক্ষরস্য গ্রহণপ্রসঙ্গে ঔদ্-

প্রয়োগো দৃশ্যতে। যথা বৈশ্বদেব্যামিগ্‌ম। বিজ্ঞানমানন্দম্। ব্যাখ্যায়াঞ্চ পর্যায়ানামপি সহপ্রয়োগো যথা দিক্কুরঃ করী পিকঃ কোকিল ইতি।

[অপবাদো...বুদ্ধিঃ] অপবাদ কি, তাহাও বলিতেছি। কোন এক পদার্থে পূর্বস্থাপিত মিথ্যাজ্ঞান দৃঢ়ীভূত আছে, এমত অবস্থায় যদি যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়া পূর্বনিবিষ্ট মিথ্যাজ্ঞানকে বিদূরিত করে, তাহা হইলে তাহা অপবাদ বলিয়া গণ্য। এই অপবাদের অস্ত্র নাম “বাধ”। এখন এই দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতে আত্মবুদ্ধি (অহং জ্ঞান) স্থির আছে, তত্ত্বমস্তাদি-বাক্যের শ্রবণ, তদর্থের মনন ও নিদিধ্যাসনের পর ইহাতে আর আত্মবুদ্ধি থাকিবে না, আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি জন্মিবে, জন্মিয়া, পূর্বাবিষ্ট মিথ্যাবুদ্ধিকে তিরোহিত বা বিনষ্ট করিবেক, কারণে ইহার বাধ বা অপবাদ সুসম্পন্ন হইবেক। এ নমুনে লৌকিক উদাহরণও আছে। যেমন দিক্‌তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে দিগ্‌ভ্রাস্তির বাধ বা অপবাদ, হয়, তেমনি। এতদ্বিনির্দিশ্যমানসাবে প্রস্তাবিত ওঁ অক্ষরে অক্ষরবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্বপ্রথিত উদগীথ-বুদ্ধি নিবারণীয়? কি উদগীথ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্বপ্রথিত অক্ষর-বুদ্ধি নিষেধনীয়? এক্রপ বিচারও হইতে পারে। [একত্বত্ব...সীতেতি] একত্বত্বের অর্থ বাস্তবাত্তেদ। অর্থাৎ অক্ষর ও উদগীথ এই দুয়ের অর্থগত প্রভেদ না থাকা। দ্বিজোক্তম, ব্রাহ্মণ, ভূদেব, এ সকল শব্দ যদ্রূপ, ওঁ অক্ষর ও উদগীথ কি তদ্রূপ? উহার মধ্যে কি কোনরূপ প্রভেদ নাই? এক্রপও সংশয় বা প্রশ্ন হইতে পারে। বিশেষণ কি, তাহাও বলিতেছি। ব্যাবর্তক ও বিশেষণ তুল্যার্থ। ওঁ অক্ষরটী সৰ্ববেদব্যাপী, সেই জন্ত ওঁ বলিলে সৰ্ববেদব্যাপী গ্রন্থের গ্রহণ হইতে পারে। উদাহৃত স্থলে তাহার ব্যাবর্তন অর্থাৎ ওঁকারের অস্ত্রান্ত স্থান নিষেধ করিয়া ওঁ অক্ষরকে কেবলমাত্র ওঁদগীত (উদগাতা=সামগায়ক ঋষিক বা পুরোহিত। ওঁদগীত=উদগাতা যে কাৰ্য্য করে, তাহা অর্থাৎ সামগান করা) বিষয়ে সমর্পণ করাইতেছে বলিয়া উদগীথশব্দ ওঁ অক্ষরের বিশেষণ। যেমন

গাত্রবিষয়স্ত সমপর্ণম্ । যথা নীলং যদ্বৎপলং, তদানয়েতি ।
এবমিহাপ্যুদগীথো য ওঁকারস্তমুপাসীতেতি । এবমেতস্মিন্
সামান্যধিকরণ্যবাক্যে বিষয়শ্রুত্যাং এতে পক্ষাঃ প্রতিভাস্তি ।

তত্রাত্তমনির্দ্ধারণে কারণাভাবনির্ধারণপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে—
ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসমিতি । চশব্দোহয়ং তুশব্দস্থাননিবেশী
পরপক্ষত্রয়ব্যাবর্তনপ্রয়োজনঃ । তদ্বিহ ত্রয়ঃ পক্ষা সাবদ্যা
ইতি পশ্যুদশ্রুত্বে, বিশেষণপক্ষ এবৈকো নিরবশ্য
ইতু্যপাদীয়তে । তত্রাধ্যাসে তাবৎ যা বুদ্ধিরিতরত্রাধ্য-
শ্রুতে, তচ্ছব্দস্ত লক্ষণাবৃত্তিত্বং প্রসজ্যেত, ফলঞ্চ কল্পেত ।

বিমৃশানধ্যবসায়লক্ষণং পক্ষং গৃহ্ণতি—“তত্রাত্তমঃ” ইতি । সিদ্ধান্তমাহ—
“ইদমুচ্যতে ব্যাপ্তেচ্চ” । প্রত্যম্বাক্ষপ্ত্যচম্পক্রে চ সমাপ্তৌ চোকারঃ সর্ব-
বেদব্যাপীতি কিংগতোহয়মোকারস্তত্তদাপ্যাদিগুণবিশিষ্টস্তন্মৈ তন্মৈ কামাবা-
প্ত্যাদিফলায়োপাস্ত্বেনাধিক্রিয়তে—ইত্যপেক্ষানামুদগীথপদেনেতি বিশিষ্যতে ।
উদগীথপদেনোকারান্তব্যবঘটিতসামভক্তিভেদাভিধায়িনা সমুদায়স্তাবয়বভাবা-
নুপপত্তেস্তৎসম্বন্ধ্যবয়ব ওঁকারো লক্ষ্যতে, ন পুনরোকারেণাবয়বিন উদগীথস্ত
লক্ষণা । ওঁকারস্তৈবোপরিষ্টাত্ত্ব তত্তদগুণবিশিষ্টস্ত তত্তদফলবিশিষ্টস্ত চোপ-
ব্যাখ্যাত্তমানস্তাৎ । দৃষ্টেচ্চ সমুদায়শব্দোহবয়বে লক্ষণয়া, যথা গ্রামো দধ্বঃ,
পটো দধ্ব ইতি তদেকদেশদাহে । অধ্যাসে তু লক্ষণা ফলকল্পনা চ । তথা
ছাপ্ত্যাদিগুণক-প্রণবোপাসনাদিদমুদগীথোপাসনপ্রণবস্তাৎ । ন চাত্ত্যাদি
লোকে বলে, যে উৎপলটী নীল, সেইটী আন ; তেমনি শাস্ত্রও বলিয়াছেন, যে
উদগীথ ওঁকার—তাহার উপাসনা কর ।

[এব...মিতি] “ওঁ অক্ষর উদগীথ” এ বাক্যের বিচারণা আরম্ভ করিলে
প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষচতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিস্পষ্ট কারণের অভাবে কোন
একটা নির্দিষ্ট প্রকার বা পক্ষ স্থির হয় না । তাই সূত্রকার পক্ষ স্থিরী-
করণার্থ সূত্র বলিলেন, “ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসম্ ।” [চ-শব্দো...ফলম্]
পর্যায়িত পক্ষত্রয় ব্যাবর্তন করিবার অভিপ্রায়ে তু-শব্দ নিবেশের
পরিবর্তে চ-শব্দের নিবেশ করা হইয়াছে । অর্থাৎ ব্যাপ্তেচ্চ বলিতে
ব্যাপ্তেস্ত বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে । সন্দোষ বলিয়া অধ্যাসাদি
পক্ষের পরিভাষা এবং নির্দোষ বলিয়া কেবলমাত্র বিশেষণ পক্ষের
গ্রহণই ভ্রাব্য । অধ্যাসপক্ষে দোষ এই যে, উদগীথের জ্ঞান ওঁকারে
অধ্যাস্ত (আরোপ) করিলে, ওঁকারে তৎপ্রাচক উদগীথ-শব্দের লক্ষণাস্বীকার করিতে
হইবে, এবং পৃথক ফলকল্পনাও করিতে হইবে । লক্ষণা করিতে গেলে যে সম্বন্ধের
প্রয়োজন হয়, অসিদ্ধতা বিধায় সে সম্বন্ধও কল্পনীয় হয় । সম্বন্ধের ও কলের

শ্রুত এব ফলং “আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি” ইত্যাদীতি
 চেৎ, ন, তস্মান্নফলত্বাৎ। আশ্রয়াদিদ্বেষ্টিকফলং হি তৎ, নোদগীথা-
 ধ্যাসফলম্। অপবাদেহপি সমানঃ ফলাভাবঃ। মিথ্যাজ্ঞান-
 নিবৃত্তিঃ ফলমিতি চেৎ, ন, পুরুষার্থোপযোগানবগমাৎ। ন চ
 কদাচিদপ্যেকারাদোক্তাবুদ্ধিনিবর্ততে, উদগীথাহ্বাদগীথবুদ্ধিঃ।
 ন চেদং বাক্যং বস্তুতত্ত্বপ্রতিপাদনপরম্, উপাসনবিধিপরত্বাৎ।
 নাপ্যেকত্বপক্ষঃ সম্ভবতি। নিশ্চয়োজনং হি তদা শব্দদ্বয়োচ্চারণং
 স্মৃৎ, একেনৈব বিবক্ষিতার্থসমর্পণাৎ। ন চ হৌত্রবিষয়ে
 বাধ্যর্থাববিষয়ে বাহুক্ষেপে ওঙ্কারশব্দবাচ্যে উদগীথপ্রসিদ্ধিরস্তি,
 নাপি সকলায়াম্ সান্নো দ্বিতীয়ায়াং ভক্তাবুদগীথশব্দবাচ্যায়া-

উপাসনেষিৎ ফলং শ্রুতে, তস্মাৎ কল্পনীয়ম্। উদগীথসম্বন্ধিপ্রণবোপা-
 সনাদিকারণে বাক্যে পরার্থে নাযং দোষঃ। অপি চ, গোপ্যা বৃত্তেলক্ষণা-
 বৃত্তির্বলীয়সী, লাঘবাৎ। লক্ষণয়া হি লক্ষণীয়পরত্বং পদস্ত, তস্মৈব বাক্যার্থান্তর-
 ভাবাৎ। যথা গজায়াং ঘোষ ইতি লক্ষ্যমাণস্ত তীরস্ত বাক্যার্থেহস্তভাবোহধিকরণ-
 তয়া। গোব্রাহ্মীক ইত্যত্র তু গোসম্বন্ধিতিষ্ঠনুত্বপূরীষাদিলক্ষণয়া ন তৎপরত্বং গো-
 শব্দস্ত। অপি তু, তৎকক্ষাধ্যবসিততদ্গুণযুক্ত-বাহীকপরত্বমিতি গোপ্যা বৃত্তে-

কল্পনা অবশ্যই গৌরব দোষাবহ। যদি বল, ফলশ্রুতি আছে, তু-শব্দার্থক চ-
 শব্দের প্রয়োগে ইহাই জ্ঞানান হইয়াছে যে, “এই উপাসনা উপাসকের কামনা-
 সমূহের প্রাপক, যে উপাসনা করে, সে কাম প্রাপ্ত হয়” এই শ্রুত ফলই হইবে,
 কল্পনা করিতে হইবে কেন? ইহার প্রত্যুত্তর—ঐ শ্রুত ফল অধ্যাসের নহে,
 উহা আশ্রয়াদিজ্ঞানের ফল। [অপবাদেহপি...পরত্বাৎ] অপবাদ পক্ষেও ফলাভাব
 অর্থাৎ কোনরূপ ফল নাই। মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিই ফল, এ কথাও বস্তুব্য
 নহে। কেননা, তদগত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি পুরুষার্থ মধ্যে গণ্য নহে। তাহাতে
 কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে? অপিচ, কোনও কালে ওঙ্কারে ওঙ্কার-বুদ্ধির ও উদ-
 গীথে উদগীথ-বুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না। আরও কথা এই যে, ঐ বাক্য উপাসনার
 বিধায়ক, বস্তুতত্ত্ব-প্রতিপাদক নহে। বস্তুতত্ত্ব প্রতিপাদক হইলেও কথঞ্চিৎ সাফল্য
 থাকিত। [নাপ্যেকত্ব...স্মৃৎ] একত্বপক্ষও সম্ভব নহে। একত্ব (অনতিরিক্তার্থ)
 পক্ষে ওঁ ও উদগীথ এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ নিশ্চয়োজনীয়। ওঁ অথবা উদগীথ,
 দু'এর একটাতেই বিবক্ষিতার্থ (অভিপ্রোক্ত বিষয়) লাভ হইতে পারে। হোত্ কার্ণো
 ও আধ্যর্থাব-কার্ণো যে ওঁ প্রযুক্ত হয়—সে ওঁ উদগীথ নহে। অর্থাৎ সে ওঁ-
 কারের উদগীথই প্রসিদ্ধি নাই। সকল সামও উদগীথ নহে। সামের যে দ্বিতীয়া
 ভুক্তি—অংশবিশেষ, তাহাই উদগীথশব্দের বাচ্য এবং তাহাতেই ওঁ-শব্দের

মোক্ষারশব্দপ্রসিদ্ধির্নৈবানতিরিক্তার্থতা স্যাৎ । পরিশেষাধিশেষণ-
পক্ষঃ পরিগৃহ্যতে । ব্যাপ্তেঃ সর্ববেদসাধারণ্যাত্ । সর্বব্যাপ্য-
ক্ষরমিহ মা প্রসঞ্জীতেত্যত উদগীথশব্দেনাক্ষরং বিশিষ্যতে । কথং
নামোদগীথাবয়বভূত ঔঙ্কারো গৃহ্যত ইতি ।

নন্বস্মিন্নপি পক্ষে সমানা লক্ষণা উদগীথশব্দস্তাবয়বলক্ষণার্থ-
স্যাৎ । সত্যমেবমেতৎ, লক্ষণায়ামপি তু সন্নিবন্ধ-বিপ্রকর্ষৌ ভবত
এব । অধ্যাসপক্ষে হর্থান্তরবুদ্ধিরর্থান্তরে নিক্ষিপ্যত ইতি
বিপ্রকৃষ্টা লক্ষণা, বিশেষণপক্ষে হবয়বিবচনেন শব্দেনাবয়বঃ
সমপ্যত ইতি সন্নিবন্ধা লক্ষণা । সমুদায়েষু হি প্রবৃত্তাঃ শব্দা
অবয়বেষপি বর্তমানা দৃষ্টাঃ পট-গ্রামাদিষু । অতশ্চ ব্যাপ্তে-

ছ’রলভম্ । তদ্বিন্মুক্তং “লক্ষণায়ামপি তু” ইতি গোণ্যপি বৃত্তিলক্ষণাবয়বস্বাক্ষ-
ণোক্তা । যত্বপি বৈষদেবীপদমামিক্ষায়াস্প্রবর্ততে, তথাপ্যর্থভেদঃ স্ফুটতরঃ ।
আমিক্ষাপদং হি রূপেণামিক্ষায়াস্প্রবর্ততে । বৈষদেবীপদন্তু তত্ত্বমেব বিষদেব-
বিশিষ্টায়াম্ ।

এবং হি বিজ্ঞানানন্দয়োরপি স্ফুটতরঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদঃ সত্যপি ত্রক্ষণৈ-
প্রসিদ্ধি । এক্রপ স্থলে একার্থতা সিদ্ধ হয় কৈ ? [পরি...গৃহ্যতেতি] এক্ষণে
বিশেষণপক্ষ অবশিষ্ট ; নির্দোষ বলিয়া সেই অবশিষ্ট পক্ষই গ্রাহ্য । ঔঙ্কারের
ব্যাপ্তি অর্থাৎ সর্ববেদসাধারণ্য আছে, সুতরাং “ঔ ইত্যক্ষরং উপাসীত” এতৎস্থলে
মনে করিতে পারেন যে, সর্ববেদব্যাপী ঔঙ্কারই প্রস্তাবিত উপাসনায় গ্রহণীয়,
প্রতি তন্নিষেধার্থ উদগীথশব্দ বিশেষণ দিয়াছেন । উদগীথ বিশেষণ দেওয়ার
বিশেষ ঔঙ্কারের গ্রহণ হয় । ফলিতার্থ—যে ঔঙ্কার উদগীথের অবয়ব, সেই
ঔঙ্কারই উপাসনার্থ গ্রহণীয় । সর্ববেদব্যাপী ঔঙ্কার গ্রহণীয় নহে ।

[নন্বস্মিন্নপি...লক্ষণা] বলিতে পার যে, উদগীথ শব্দের অর্থ উদগীথের
অবয়ব, ইহা লক্ষণা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না ; সুতরাং অন্ত্যাপেক্ষের ভ্রায় বিশেষণ-
পক্ষেও লক্ষণা দোষ রহিল । যদি তাহাই রহিল, তবে আর বিশেষণ-পক্ষ গ্রহণের
ফল কি ? কথাতী সত্য বটে ; কিন্তু লক্ষণার সন্নিবন্ধ বিপ্রকর্ষ আছে । অর্থাৎ
নিকটসম্বন্ধ ও দূরসম্বন্ধ আছে । অধ্যাসপক্ষে এক বস্তুর জ্ঞান অন্য বস্তুতে অর্পিত
হয়, সুতরাং সে পক্ষে লক্ষণা বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরসম্বন্ধাধিত । কিন্তু বিশেষণ পক্ষের
লক্ষণায় অবয়বের সন্নিবন্ধ অবয়বকে পাওয়া যায় ; সে জন্ত বিশেষণপক্ষের লক্ষণা
নিকটসম্বন্ধাধিত । (দূরসম্বন্ধ অপেক্ষা নিকটসম্বন্ধ শ্রেষ্ঠ ও বলবৎ) । [সমু...
মিত্যর্থঃ] সমুদায়প্রবৃত্ত ঔম্ শব্দকে অবয়বার্থেও প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় । যেমন
বস্ত্র পট গ্রাম প্রভৃতি । (বস্ত্র অবয়বী ; স্থত্র অবয়ব । অবয়ব দ্বন্দ্ব হইলেও লোকে

হেঁতোরোমিত্যেতশ্চোদ্গীথমিত্যেতদ্বিশেষণমিতি সমঞ্জসমেতন্নির-
বদ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ৯ ॥

সৰ্ব্বাভেদাদন্ত্যত্রেমে ॥ ৩। ৩। ১০ ॥*

বাক্সসনেয়িনাং ছন্দোগানাক্ষ প্রাণসম্বাদে শ্রৈষ্ঠ্যগুণান্বিতস্ত
প্রাণস্তোপাস্তত্ত্বমুক্তং, বাগাদয়োহপি তত্র বসিষ্ঠত্বাদিগুণান্বিতা
উক্তাঃ। তে চ গুণাঃ প্রাণে পুনঃ প্রত্যর্পিতাঃ “যদ্বা অহং
বসিষ্ঠোহস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোহসি” ইত্যাদিনা। অন্তেষামপি তু

কার্থ্যে। ন চ ব্যাখ্যানমুত্তরোরপি প্রসিদ্ধার্থত্বান্তিরার্থত্বাচ্চ। শেষমতি-
রোহিত্যর্থম্ ॥ ৩। ৩। ৯ ॥

এবং-শব্দস্ত সন্নিহিতপ্রকারভেদপরামর্শার্থত্বাৎ সাক্ষাচ্ছকোপস্থাপিতস্ত চ সন্নি-
ধানাৎ শাখাস্তরগতস্ত চাতুক্রমতয়া সন্নিধানাভাবাৎ কোবীতিকপ্রাণসম্বাদবাক্যে
প্রাণস্ত বসিষ্ঠত্বাদিভিঃ গৈরুপাস্তত্ত্বম্, অপি তু জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠত্বমাত্রেণেতি পূর্বঃ পক্ষঃ।
সিদ্ধাস্তস্ত, সত্যং সন্নিহিতং পরামুশতোবোকারঃ, ন তু শব্দোপাস্তমাত্রং সন্নিহিতং,

বলে, বস্ত্র দত্ত হইয়াছে। গ্রাম অবয়বী, পল্লী অবয়ব। পল্লী বিধস্ত হইলেও
লোকে বলে, গ্রামটী ধ্বস্ত হইয়াছে)। প্রদর্শিত কারণে, সর্ববেদব্যাপী ও
অক্ষরের উদ্গীথ বিশেষণটী, ব্যবর্তন্যর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাই সমঞ্জস অর্থাৎ
নির্দোষ ॥ ৩। ৩। ৯ ॥

বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে প্রথমতঃ শ্রেষ্ঠত্ব গুণান্বিত প্রাণের উপাস্ততা কথিত
হইয়াছে, তৎপরে বাক্ প্রভৃতির বসিষ্ঠত্বাদিগুণ বর্ণিত হইয়া, সে সকল গুণ
প্রাণে সমর্পিত হইয়াছে। যথা—“আমি বসিষ্ঠ, তুমিও বসিষ্ঠ হইলে” ইত্যাদি।
কোবীতিকপ্রভৃতি অন্ত্যস্ত বেদশাখায় প্রাণের শ্রেষ্ঠতা মাত্র কথিত হইয়াছে,

* ইমে বসিষ্ঠত্বাদয়ঃ কচিদুক্তা গুণা অন্ত্যোপাস্তাদীন্ত ইতি শেষঃ। কৃতঃ সৰ্ব্বভেদাৎ
সৰ্বত্র সৰ্ববিজ্ঞানশ্রেষ্ঠকাদিত্যর্থঃ।

বাক্সসনেয়ীরা ও ছান্দোগ্য অধ্যায়ীরা শ্রেষ্ঠত্ব-গুণান্বিত প্রাণের উপাসনা বলিয়া বাক্যাদির
বসিষ্ঠত্বাদি গুণ বলিয়াছেন। কোবীতিকশাখাধারীরা প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু
বসিষ্ঠত্বাদি গুণ বলেন নাই। অন্ত্যস্ত উপাসনাতো এইরূপ অনেকানেক গুণের গ্রহণ অগ্রহণ
আছে। সে সকলের সিদ্ধান্ত এই যে, যখন বিজ্ঞান বা উপাসনা অভিন্ন অর্থাৎ এক, তখন
অবশ্যই এক স্থানে কথিত গুণ অন্ত স্থানে নিকৃষ্ট অর্থাৎ সংযোজিত হইবেক।

† বসিষ্ঠত্ব=বৃথাবাসিত্ব। যাক্সী বৃথে বাস করে, হুতরা বাক্যের বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে।
চক্ষুস্বানেরই পাদপ্রতিষ্ঠা (প্রকৃষ্ট স্থিতি) দেখা যায়, সে জন্য চক্ষুর প্রতিষ্ঠা গুণ আছে।
ব্রহ্মণ দ্বারা সর্ববস্তুর্ত্তন সম্পন্ন হয়, সে কারণ জ্যোতের সম্পাদগুণ। মনোবৃত্তির দ্বারা সর্ব-
প্রকার ভোগ্য জীবের আশ্রয়ে অবস্থান করে, এ জন্য মনের আশ্রয়নত্ব গুণ আছে। বাক্য
প্রভৃতি যখন জানিল যে, প্রাণই সর্বশ্রেষ্ঠ, তখন তাহারা ঐ সকল স্ব স্ব গুণ প্রাণে সমর্পণ
করিল। আরণ্যক ও ছান্দোগ্য উত্তরত্রেই এই ভাবের কথা আছে।

কৌষীতকিপ্রভৃतीनां प्राणसम्बादेषु “अथातो निःश्रेयसादानम्, एता ह वै देवता अहंश्रेयसे विवदयानाः” इत्येवञ्जातीयकेषु प्राणस्य श्रेष्ठ्यमुक्तं, न त्विमे वसिष्ठत्वादयो गुणा उक्ताः । तत्र संशयः—किमेते वसिष्ठत्वादयो गुणाः कचिदुक्ता अमृतोपायस्येतरन् ? उत नास्येतरमिति । तत्र प्राप्ता तावमास्येतरमिति । कुतः ? एवं-शब्दसंयोगात्, “अथो य एवैवंग विद्वान् प्राणे निःश्रेयसं विदिह्य” इति हि तत्र तत्रैवंग-शब्देन वेद्यं वस्तु निवेदयते । एवं-शब्दश्च समिहितावलम्बनो न शाखास्तुरपरिपठितमेवञ्जातीयकं गुणजातं शक्नोति निवेदयितुम् । तस्मात् स्वप्रकरणस्यैरेव गुणैर्निराकाङ्क्षत्वमित्येवंप्राप्ते प्रत्याह—

अस्येतरमिमे गुणाः कचिदुक्ता वसिष्ठत्वादयोह्यत्रापि । कुतः ? सर्वाभेदात् । सर्वत्रैव हि तदेवैकं प्राणविज्ञानमभिन्नं किञ्च वृक्षमाभिहितार्थानामुदीकृतया प्राप्नुम् । तदपि हि वृक्षो समिहितः समिहित-मेव । यथा “यस्य पर्णमयी द्रुहर्भवति,” इत्यादिभिचारितक्रतुसमन्वयं द्रुव-होपस्थापितः क्रतुः । तस्मादुपायकलप्रत्यभिज्ञानात्तदव्यभिचारिणः प्रकारভেদস্নেহানুভূত্যাপি বুদ্ধৌ সমিধানাং প্রকৃতপবামশিনৈবন্ধারেণ পরামর্শৌ যুক্ত ইতি সিদ্ধম্ ।

পরন্তু বসিষ্ঠাদি গুণ কথিত হয় নাই । (অনন্তর শ্রেষ্ঠতার নির্ধারণ । এই সকল দেবতা (ঈক্ষিয়গণ) আপন আপন শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ করিল, ইত্যাদি প্রস্তাব দেখ) । এখানে সংশয় এই যে, কোন কোন শাখায় যে, বসিষ্ঠাদি গুণ উক্ত হইয়াছে সে সকল অত্র শাখায় (বাহাতে তাহার উল্লেখ নাই) নিক্ষেপ বা সংগ্রহ করিতে হইবে কি না । সংশয়ের পর প্রথমতঃ পাওয়া যায়—নিক্ষেপ করিতে হইবে না । কারণ এই যে, শাখাস্তরে এবং-শব্দের প্রয়োগ আছে । যথা—“এবং অর্থাৎ এইরূপ জানিল । প্রাণেরই শ্রেষ্ঠতা জানিয়া—” ইত্যাদি । এই স্থানে এবং-শব্দ বেত্তবস্ত অর্থাৎ বিজ্ঞেয় (উপাস্ত) বস্ত সমর্পণ করিতেছে । এবং-শব্দ সমিহিতবাচী । যাহা নিকটে থাকে, সেই বস্তুই এবং-শব্দের বোধ্য হয় ; সুতরাং এবং-শব্দ শাখাস্তরপাঠিত ঐ সকল গুণ বুঝাইতে সমর্থ নহে । উহা কেবল স্বপ্রকরণোক্ত গুণ বুঝাইয়া দিয়াই নিরাকাঙ্ক্ষ হয়, সে অল্প অল্প প্রকরণোক্ত গুণ আকর্ষণ করিতে পারে না ।

এই পূর্বপক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল ‘সর্বাভেদাৎ’ কোন কোন স্থানে কথিত বসিষ্ঠাদি গুণ অজ্ঞস্থানেও নিক্ষিপ্ত হইবেক । কারণ এই যে, সর্বাধাং সমুদায় বিজ্ঞা অভিন্ন অর্থাৎ এক । [সর্বত্রৈব...নাস্যেতরন্] যে কোন শাখা চউক, সর্বত্র একই প্রাণ-বিজ্ঞান (একই প্রাণোপাসনা সেই সেই শাখায়

প্রত্যভিজ্ঞায়তে, প্রাণসম্বাদাদিসারূপ্যাৎ। অভেদে চ বিজ্ঞানশ্চ
কথমিমে গুণাঃ কচিদ্ধুক্তা অশূদ্র নাস্তোরন্। ননু এবং-শব্দস্তত্ত্ব
তত্ত্ব ভেদেনৈবজ্ঞাতীয়কং গুণজাতং বেদত্বায় সমপর্যতীতু্যুক্তম্।
অত্রোচ্যতে। যদ্যপি কোষীতকিব্রাক্ষণগতেনৈবং-শব্দেন বাজ-
সনেয়িব্রাক্ষণগতং গুণজাতমসংশদিতমসম্মিহিতত্বাৎ, তথাপি তস্মি-
ন্নেব বিজ্ঞানে বাজসনেয়িব্রাক্ষণগতেনৈবং-শব্দেন তৎসংশদিত-
মিতি ন পরশাখাগতমপ্যভিন্নবিজ্ঞানাবদ্ধং গুণজাতং স্বশাখাগতা-
দ্বিশিষ্যতে। ন চৈবং সতি শ্রুতহানিরশ্রুতকল্পনা বা ভবতি।
একস্থামপি হি শাখায়াং শ্রুতা গুণাঃ শ্রুতা এব সর্বত্র ভবন্তি,
গুণবতো ভেদাভাবাৎ। ন হি দেবদত্তঃ শৌর্যাদিগুণত্বেন স্বদেশে
প্রসিদ্ধো দেশান্তরগতস্তদ্দেশশৈশ্বরবিভাবিতশৌর্যাদিগুণোহপ্যতদ-
গুণো ভবতি, যথা চ তত্র পরিচয়বিশেষাদেশান্তরেহপি দেবদত্ত-
গুণা বিভাব্যন্তে, এবমভিযোগবিশেষাচ্ছাখান্তরেহপ্যুপাস্তা গুণাঃ

কোষীতকিব্রাক্ষণগতেন তাবদেবকারেণ শকাতে পরাব্রহ্মম্। তথাপাত্ম্যপে-
ত্যাপি ক্রম ইত্যাময়বতা ভাব্যকৃতোক্তং “তথাপি তস্মিন্বেব বিজ্ঞানে বাজসনেয়ি-
কপিত হইয়াছে), ইহা প্রাণ-সংবাদের সারূপ্য দৃষ্টে প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের বিষয়
হয়। যদি প্রাণ-বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাণোপাসনা এক হয়, বিভিন্ন না হয়, তবে,
এক শাখার বসিষ্ঠহাদি গুণ অল্প শাখার নিকৃষ্ট না হইবে কেন? [নৈববংশক...
শিষ্যতে] বলিয়াছিল যে, কোষীতকিব্রাক্ষণে কথিত এবং-শব্দ তৎপ্রকরণোক্ত
গুণনিচয়কেই বুঝায় ও বাজিব্রাক্ষণোক্ত গুণ অসম্মিহিত বলিয়া পৃথক্ থাকে।
সে কর্ণীর প্রত্যন্তর এই।—যদিও কোষীতকিব্রাক্ষণের এবং-শব্দ বাজিব্রাক্ষণোক্ত
গুণের সূচক হয় না সত্য, তথাপি, প্রোক্ত উপাসনায় সে সকল গুণ বাজিব্রাক্ষণোক্ত
এবং-শব্দে অভিহিত হইতে পারে। কেননা, উপাসনা অভিন্ন অর্থাৎ এক।
যেহেতু উপাসনা এক, সেই হেতু শাখান্তরকথিত তৎসম্বন্ধীয় গুণনিচয় স্বশাখায়
অভিহিত না হইলেও পৃথক্ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। [ন চৈবং...
প্যভিন্নম্] তাহাতে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা দোষ হয় না। যে সকল গুণ এক
শাখায় (বেদের এক বিভাগে) শ্রুত হইয়াছে, গুণীর ভেদ না থাকায় অর্থাৎ
একস্থ থাকায় সে সকল গুণ সে শাখাতেও শ্রুত হইয়াছে, ইহা নৃত্তিতে
হইবেক। স্বদেশে শৌর্যাদিগুণে প্রসিদ্ধ দেবদত্ত দেশান্তরে গমন করিয়াছে,
তদ্দেশীয়েরা তাহার সে সকল গুণ শুনে নাই, তাই বলিয়া কি দেবদত্তের সে সকল
গুণ বিলুপ্ত হইবে? সে দেশেও যেমন পরিচয়-বিশেষের দ্বারা দেবদত্তের সে সকল
গুণ পরিগৃহীত হয়, তেমনি, বিশেষ বিশেষ (পরিচায়ক) হেতুর দ্বারা শাখান্তরোক্ত

শাখাস্তরেহপ্যন্তরন। তস্মাদেকপ্রধানসম্বন্ধা ধর্ম্যা একত্রাপ্যচ্য-
মানাঃ সর্বত্রৈবোপসংহর্তব্য ইতি ॥ ৩। ৩। ১০ ॥

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত ॥ ৩। ৩। ১১ ॥*

ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরাস্ত্র ঐতিহ্যানন্দরূপত্বং বিজ্ঞানঘনত্বং
সর্বগতত্বং সর্বাত্মকত্বমিত্যেবজ্ঞাতীয়কা ব্রহ্মণো ধর্ম্যাঃ কচিৎ
কেচিৎ শ্রয়ন্তে। তেষু সংশয়ঃ—কিমানন্দাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্যা
যাবন্তো যত্র শ্রয়ন্তে, তাবন্ত এব তত্র প্রতিপত্তব্যঃ? কিং বা
সর্বৈ সর্বত্র? ইতি। তত্র যথাঐতিবিভাগং ধর্ম্যপ্রতিপত্তৌ
প্রাপ্তায়ামিদমুচ্যতে—

ব্রাহ্মগতেন” ইতি। “ঐতিহ্যানিঃ” ইতি। কেবলস্ত্র ঐতিহ্য হানিরিতরসহিতস্ত
চাশ্রয়স্ত কল্পনা চেত্যাঃ। অতিরোহিতমন্তঃ ॥ ৩। ৩। ১০ ॥

গুণবহুপাসনাবিধানস্ত বাস্তবগুণব্যাপ্যানাধিবৈক্যমিদমধিকরণম্। ষষ্ঠ-
কস্ত ব্রহ্মণঃ সম্পদ্বাদদয়ঃ সত্যকামদ্বাদয়ঃ গুণা ন সঙ্কীর্ষ্যেয়ন, এবমানন্দ-
বিজ্ঞানদ্বাদয়ো বিভূত্বদ্বিত্যাদিভিঃ গুণৈঃ প্রদেশান্তরোক্তৈন সঙ্কীর্ষ্যেয়ন।
তৎসঙ্কীর্ত্ত্ব সম্পদ্বাদদয়োহপি সত্যকামদ্বাদিভিঃ সঙ্কীর্ষ্যেয়ন। ন হি ব্রহ্মণো
ধর্ম্মিণঃ সত্বে কশ্চিৎশেষ ইতি পূর্বঃ পক্ষঃ।

উপাস্ত্র ব্রহ্মের গুণ অস্ত্র শাখাতেও নিকিপ্ত অর্থাৎ পরিগৃহীত হয়। [তস্মা...ইতি]
অবশেষে বিচারের উপসংহার এই যে, এক অখচ প্রধান, এরূপ উপাস্ত্রসম্বন্ধীয়
ধর্ম্ম সকল কোন এক স্থানে ঐতি না হইলেও সে সকল প্রদর্শিতপ্রকারে ও কারণে
সংগৃহীত হইবেক ॥ ৩। ৩। ১০ ॥

যে সকল ঐতি একের স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে (বুঝাইতে) প্রবৃত্ত,
সে সকল ঐতিতে ও অস্ত্র ঐতিতে ব্যস্ত সমস্ত ক্রমে আনন্দরূপত্ব, জ্ঞানঘনত্ব,
সর্বগতত্ব ও সর্বাত্মকত্ব প্রভৃতি কোন কোন ব্রহ্মধর্ম্ম শুনা যায়। অর্থাৎ এক
ঐতিতে আনন্দরূপত্ব ধর্ম্ম ঐতি আছে, অখচ বিজ্ঞানঘনত্ব ধর্ম্ম ঐতি নাই।
আবার কোন কোন ঐতিতে সমুদায় ব্রহ্মধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, পরন্তু অস্ত্র
এক ঐতিতে দেখা যায়, সে সকল ধর্ম্মের দুই তিনটী ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ কথিত হয়
নাই। ইহাতে সংশয় হয়, আনন্দাদি ব্রহ্মধর্ম্মসকলের মধ্যে যেখানে যেটী ঐতি
হইয়াছে, সেখানে সেইটাই গৃহীত হইবে? কিংবা একবাক্যতা রীত্যনুসারে সর্বত্রই
সকল গুণ গ্রহণ করিতে হইবে? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, ঐ সকল ব্রহ্মধর্ম্ম প্রোত
বিভাগ অনুসারেই প্রতিপত্তব্য (গ্রহীতব্য)।

এই পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত আপাত-জ্ঞানের বৃদ্ধাসার্থ হুত্র বলা হইল, “আনন্দাদয়ঃ

* আনন্দরূপত্ব-বিজ্ঞানঘনত্ব-সর্বগতত্ব-সর্বাত্মকত্ব-সত্যকামদ্বাদয়ঃ তত্রোক্তাঃ সর্ব এব ধর্ম্মাঃ
প্রধানস্ত বিশেষান্ত ব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তব্যঃ। সর্বাত্মকাদিত্যাকৃষ্য হেতুর্ধোজনীয়ঃ।

আনন্দরূপত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মে পরিকল্পিত, সে সকল এক স্থানে কথিত হয় নাই।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ সর্ব্বৈ সর্ব্বত্র প্রতি-
পত্তব্যাঃ। কস্মাৎ? সর্ব্বাভেদাদেব। সর্ব্বত্র হি তদেবৈকং
প্রধানং বিশেষ্যং ব্রহ্ম ন ভিद्यতে। তস্মাৎ সার্ব্বত্রিকত্বং ব্রহ্ম-
ধর্ম্মাণাং তেনৈব পূর্বাধিকরণাদিতেন দেবদত্তশৌর্য্যাदिनिदर्शनेन।
নশ্বেবং সতি প্রিয়শিরস্বাদয়োহপি ধর্ম্মাঃ সর্ব্বৈ সর্ব্বত্র সঙ্কীর্য্যেয়ন্।
তথাহি তৈত্তিরীয়কে আনন্দময়মাত্মানং প্রকৃম্যাম্মায়তে “তস্মা
প্রিয়মেব শিরো মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষ আনন্দ
আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” ইতি। অত উত্তরং পঠতি—
॥ ৩। ৩। ১১ ॥

ব্রাহ্মস্বস্ত বাস্তববিধেয়সৌকর্য্যস্বধর্ম্মতয়া চাতুর্থেয়তয়া চাব্যবস্থাব্যবস্থে
ব্যবতিষ্ঠেতে। বস্তুধর্ম্মো হি যাবদ্বস্তু ব্যবতিষ্ঠেতে। নাসাবেকত্রোক্তোহস্ত্রাত্মকো
নাস্তীতি শক্যং বক্তুন্। বিধেয়স্ত পুরুষপ্রযত্নতন্ত্রঃ, পুরুষপ্রযত্নশ্চ যত্র যাবদংশ-
বিশিষ্টে ব্রহ্মণি চোদিতঃ, স তাবতোব্যবতিষ্ঠেতে, নাবিহিতনপি গুণং গোচরী-
কর্ত্তুমর্থতি। তস্মা বিধিতস্বাধিবেশ্যং ব্যবস্থানাং! তস্মাদানন্দবিজ্ঞানাদয়ো
ব্রহ্মত্বাভ্যন্তরোক্তা যত্র যত্র ব্রহ্ম ক্ষয়তে, তত্র তত্রাত্মকো অপি লভ্যশ্চে।
সম্পদ্ব্যামাদয়শ্চোপাসনাপ্রযত্নবিধিবিষয়া যথাবিধ্যবতিষ্ঠেতে, ন তু যথাবস্তুতি সিক্তম।
প্রিয়শিরস্বাদীনাং তুপাস্তহমারোপ্য ত্ভ্যয়ো দর্শিতঃ। তস্মা তু বিবয়ঃ সম্পদ্ব্যামাদি-
ব্রহ্মত্বঃ। মোদনমাত্রং মোদঃ। প্রমোদঃ প্রকৃষ্টো মোদঃ। তাবিমৌ
পরম্পর্য্যাপেক্যাবুপচয়াপচয়ো ॥ ৩। ৩। ১১—১৩ ॥

প্রধানস্ত”। অর্থ এই যে, আনন্দাদি সমুদায় ধর্ম্মনিচয় প্রধানের (ব্রহ্মের)
সম্বন্ধে সার্ব্বত্রিক। অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমুদায় ধর্ম্ম সমাবেশিত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে
হইবেক। কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই অস্তিত্ব অর্থাৎ এক। [সর্ব্বত্র...
নিদর্শনে] সর্ব্বত্র অর্থাৎ সমুদায় বেদান্তে একাধ্বয় ব্রহ্ম প্রধান অর্থাৎ বিশেষ্য-
রূপে কথিত। সে কারণ, কোন এক শাখায় কোন এক বিশেষণ অনতিহিত
হইলেও ব্রহ্ম অভেদ অর্থাৎ এক! (একই ব্রহ্ম সমুদায় শাখায় উপদিষ্ট, সে জ্ঞাত
শাখান্তরোক্ত বিশেষণ শাখান্তরে নীত হয়, বিভিন্ন ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হয় না)।
ইতিপূর্বে যে, শৌর্য্যাदिগুণের উদাহরণ দেখান হইয়াছে, তাহার দ্বারা ব্রহ্মগুণের
সার্ব্বত্রিকতা অন্তর্মান কর। [নশ্বেবং...পঠতি] এই সিদ্ধান্তের উপর কেহ কেহ
বলিতে পারেন, আপত্তি করিতে পারেন, তবে প্রিয়শিরস্বাদি ব্রহ্মসম্বন্ধ সার্ব্বত্রিক

না হইলেও অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথিত না হইলেও তাৎপর্য্যবশে বুঝিতে হইবে যে, সমুদায়
গুলিই সর্ব্বত্র প্রধানের অর্থাৎ বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের ধর্ম্ম বা বিশেষণ। অর্থাৎ যে-কিছু ব্রহ্মের
অঙ্গলবিশেষণ সমস্তই সর্ব্বত্র সংগৃহীত হইবে। কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অভেদ ও প্রধান
(বিশেষ্য)। যখন বিশেষ্যের ভেদ নাই, একই বিশেষ্য সর্ব্বত্র কথিত, তখন, কোন এক স্থানে
কোন এক বিশেষণ কথিত না হইলেও তাহা কথিতের স্থায় পণ্য হইবে।

প্রিয়শিরস্বাদুপ্রাপ্তিরূপচয়াপচয়ো হি

ভেদে ॥ ৩ । ৩ । ১২ ॥*

প্রিয়শিরস্বাদীনাম ধর্ম্মাণাং তৈত্তিরীয়কে আন্যাতানাং নাস্ত্য-
অত্র প্রাপ্তিঃ । যৎকারণং প্রিয়ং মোদঃ প্রমোদ আনন্দ ইত্যেতে
পরম্পরাপেক্ষয়া ভোক্তা স্তরাপেক্ষয়া বোপচিচাপচিতরূপা
উপলভ্যন্তে । উপচয়াপচয়ো চ সতি ভেদে সম্ভবতঃ ।
নির্ভেদস্ত ব্রহ্ম “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । ন চৈতে
প্রিয়শিরস্বাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মাঃ । কোশধর্ম্মাস্থেতে ইত্যুপদিষ্টম-

[রত্নপ্রভা । ব্রহ্মৈক্যাচ্ছেদানন্দবাদিধর্ম্মাণাং সর্বত্র প্রাপ্তিস্তিহি সগুণব্রহ্ম-
বিভাগতধর্ম্মপ্রাপ্তিরূপি স্তাদিতি শঙ্কানিরাসার্থঃ সূত্রম্ । ব্যাচষ্টে—প্রিয়েতি ।
পুত্রদর্শনজসুখং প্রিয়ং, তদ্বার্তাদিনা মোদঃ, তন্ত বিভাদ্যতিশয়ে প্রমোদঃ, ইত্যেবং
তারতম্যবস্তো ধর্ম্মাভ্যয়ে জ্ঞেয়ে ন প্রাপ্নুবন্তি । তেষামব্রহ্মবরূপাণাং ব্রহ্মজ্ঞানমু-
পযোগাদিতি ভাবঃ । তেষাং ব্রহ্মধর্ম্মং চাসিদ্ধমিত্যাহ—ন চৈত ইতি । একদি
অর্থাৎ তৈত্তিরীয়োক্ত “প্রিয়মেব শিরঃ” ইত্যাদি ণ গুণও অত্র শাখায় নীত
হইবে ? এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি করণার্থ ১২ সূত্র বলা হইল ॥ ৩ । ৩ । ১১ ॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে পরিপঠিত প্রিয়শিরস্বাদি ধর্ম্ম অত্র শাখায় নীত
হইবে না । কারণ এই যে, মোদ প্রমোদ ও আনন্দ, এ সকল আপেক্ষিক ও
বুদ্ধিভাসযুক্ত । (আপেক্ষিক অর্থাৎ নিমিত্তাধীন ; সুতরাং তারতম্যযুক্ত ও ভ্রাস-
বুদ্ধিমান্ । সুখের তারতম্য অথবা ভোক্তার ইতর-বিশেষতাব ব্যতীত
অত্র কিছু নহে । যথা—পুত্র দর্শনজ সুখ প্রিয়, পুত্রের কুশলাদি জানিলে মোদ,
এবং তাহাতে বিদ্যাদি অতিশয় অর্থাৎ গুণাধিক্য দেখিলে প্রমোদ । অতএব,
প্রিয় মোদ ও প্রমোদ এ সকল সুখের তারতম্য বা অবস্থাপ্রভেদ ব্যতীত অত্র
কিছু নহে ।) ভেদ থাকিলে তাহাতে উপচয় অপচয় অর্থাৎ বুদ্ধিভাস ও তারতম্য
ধর্ম্ম থাকে, তাহা অভেদে থাকিবার সম্ভাবনা কি ? ব্রহ্ম নির্ভেদ—ভেদবুদ্ধিত
অর্থাৎ অদ্বয় বা এক । তাঁহাতে বুদ্ধিভাস অথবা তারতম্য কিছুই নাই । (কাষেই
মানিতে হইতেছে, প্রিয়শিরস্বাদি ব্রহ্মধর্ম্ম নহে । ব্রহ্ম-ধর্ম্ম না হওয়ায় তাহা অত্র
স্থানোক্ত ব্রহ্মবাক্যে নীত হয় না) । [ন চৈতে... স্বাদীনাম] অপিচ, ঐ প্রিয়-

† তৈত্তিরীয়োক্ত “আনন্দময় আত্মা” এই উপক্রমে বলিয়াছেন—“উঁহার শির (মস্তক)
প্রিয়, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ, আনন্দ আত্মা ও ব্রহ্ম পুচ্ছ ।” তৈত্তিরীয়োক্ত ইত্যাদি
প্রকারে প্রিয়শিরস্বাদি ধর্ম্ম বলিয়াছেন সত্য ; পরন্তু তাহা উপাসনার্থ, কিন্তু ব্রহ্মবোধনার্থ নহে ।

* ব্রহ্মৈক্যাচ্ছেদানন্দাদিধর্ম্মাণাং প্রাপ্তিঃ সর্বত্র, তাহি সগুণব্রহ্মবিভাগতধর্ম্মপ্রাপ্তিরূপি
স্তাদিভাষ্যাহ্য শিরেতি । নিগুণাভ্যয়ে প্রিয়শিরস্বাদীনাম সগুণধর্ম্মাণামপ্রাপ্তিঃ প্রাপ্তিনাশীত্যাৎ ।
হি বক্তঃ, ভেদে সতি উপচয়াপচয়ো সম্ভবতঃ । প্রিয়াদীনামুপচিচাপচিতরূপভাষ্যে ওৎপ্রাপ্তি-
নাশীতি ন তৎ শঙ্কাহানমিতি ভাবঃ ।

“প্রিয়ই সেই আনন্দময় আত্মার মস্তক, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ, আনন্দ আত্মা
এবং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা মূল পুচ্ছ” এই যে, তৈত্তিরীয় শাখোক্ত প্রিয়শিরস্বাদি ধর্ম্ম বা গুণ, এ সকল বুদ্ধি-

শ্রাভিঃ “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” ইত্যত্র [বেং সূং ১।১।১২] ।
অপি চ, পরস্মিন্ ব্রহ্মণি চিত্তাবতারোপায়মাত্রাচ্ছেদনৈতে পরি-
কল্প্যন্তে, ন দ্রষ্টব্যন্তেন । এবমপি স্তূতরামন্যত্রাপ্রাপ্তিঃ প্রিয়-
শিরস্ত্বাদীনাম্ ।

ব্রহ্মধর্মাংশ্বেতান্ কৃৎস্না ন্যায়মাত্রমিদমাচার্যোণাদর্শিতং প্রিয়-
শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরিতি । স চ ন্যায়োহন্তেষু নিশ্চিতেষু ব্রহ্মধর্ম-
ষ পাসনাযোপদিষ্টমানেষু নেতব্যঃ সম্পদ্বামহাদীনিষু সত্যকামহাদিষু
চ । তেষু হি সত্যপ্যুপাস্তব্রহ্মণ একত্বে প্রক্রমভেদাদুপাসনভেদে
সতি ন্যায়োন্মধ্যমাণামন্যোন্যত্র প্রাপ্তিঃ । যথা চ হে ভার্য্যে একং
নৃপতিমুপাসাতে—চামরেণাত্মা ছত্রেণাত্মা । তত্র চোপাস্তৈকত্বে-

চিত্তাবতারোপায়ত্বেইপি তেষাং প্রাপ্তিঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমপীতি । অজ্ঞেয়ত্বা-
দেবাং ন জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ । কিমর্থং তর্হি স্ত্রমিত্যত আহ—

ব্রহ্মধর্মাংশ্বেতি । ব্রহ্মধর্ম্যানিতি কৃৎস্না । চিত্তাফলমাহ—স চেতি । জ্ঞেয়ে
বাহ্যধর্ম্যাণামনুপযোগাদপ্রাপ্তিরিতি গ্রাহ্যং সম্পদ্বামহাদীনামপ্রাপ্তিরিতি স্ত্রং
শিরস্ত্বাদি (প্রিয়=মুখ ; শিরঃ=মস্তক । ফলিতার্থ—মুখকে আনন্দময় আত্মার
মস্তক বলিয়া জ্ঞান, ইত্যাদি) ব্রহ্মের ধর্ম্য নহে ; ওসকল আনন্দময় কোশের
ধর্ম্য । এ কথা “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” স্ত্রে বলা হইয়াছে এবং প্রতিপাদন
করাও হইয়াছে । অত্র কথা এই যে, পরব্রহ্মে চিত্তনিবেশ করাইবার জন্তই ঐ
সকল (মস্তক, পক্ষ ও পুচ্ছ প্রভৃতি) কল্পিত হইয়াছে মাত্র ; উহা ব্রহ্মজ্ঞানার্থ
নহে । অর্থাৎ মহাবাক্য-সমুখ ব্রহ্মজ্ঞানে ঐ সকলের অহমাত্রও উপযোগ নাই ।
যদি তাহাই হইল, তবে আর কি জন্ত ঐ সকল অত্র ব্রহ্মবাক্যে নীত হইবে ।

[ব্রহ্ম...মহাপীতি] বলিতে পার, তবে এ স্ত্রের অবতারণা কেন ? কেন,
তাহা বলিতেছি । আচার্য্য বেদব্যাস ঐ সকলকে ব্রহ্মধর্ম্য বলিয়া স্বীকার করিয়া
লইয়া এই প্রিয়শিরস্ত্বাদি স্ত্রে যুক্তিমাাত্র দেখাইয়াছেন । যুক্তি-রচনার ফল বা
উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল ধর্ম্য বা গুণ উপাসনার্থ উপদিষ্ট, এবং যে সকল ব্রহ্মধর্ম্য
বলিয়া নিশ্চিত (অসংশয়িত), সে সকলের বিনিয়োগে উক্ত গ্রায় অর্থাৎ ঐ যুক্তি
উপন্যস্ত করিবে (দেখাইবে) । যেমন সম্পদ্বামহ ধর্ম্য ও সত্যকামহ ধর্ম্য ।
সর্ব্বত্রই উপাস্ত ব্রহ্ম এক সত্য ; তথাপি, প্রক্রমের ভিন্নতায় উপাসনারও ভেদ
স্বীকৃত হয় এবং সেই সেই স্থানেই অত্রাত্ম ধর্ম্য অত্রাত্ম উপাসনার নীত হয় বা
পাওয়া যায় । যেমন দুই স্ত্রী একই রাজার উপাসনা করে, এক স্ত্রী চামর দ্বারা,
এবং অত্র স্ত্রী হস্তের দ্বারা । সেখানে যেমন উপাস্ত এক হইলেও উপাসনার প্রকার
ভিন্ন হওয়ার উপাসনা-ধর্মের ব্যবস্থা আছে, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে ।

হ্রাসধর্ম্যবিশিষ্ট । অর্থাৎ ঐ সকল ধর্ম্য শির ধর্ম্য নহে । এ কারণ, ঐ সকল ধর্ম্য অহর ব্রহ্মের
বাহ্য ধর্ম্য নহে । অহর ব্রহ্মে ঐ সকল ধর্ম্য অপ্রসিদ্ধ ।

হুপ্যাপাসনভেদে ধর্মব্যবস্থা চ ভবতি, এবমিহাপীতি । উপচি-
তপচিতগুণস্বং হি সতি ভেদব্যবহারে সগুণে ব্রহ্মণ্যুপপদ্যতে, ন
নিগুণে পরস্মিন ব্রহ্মণি । অতো ন সত্যকামহাদীনঃ ধর্ম্যাণাং
কচিচ্ছ তানাং সর্বত্র প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ১২ ॥

ইতরে ত্বর্থসামান্য্যং ॥ ৩। ৩। ১৩ ॥*

ইতরে জ্ঞানন্দাদয়ো ধর্ম্যাঃ ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায়ৈবোচ্যমানা
অর্থসামান্য্যং প্রতিপাদ্যন্ত ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ সর্বৈ সর্বত্র
প্রতীয়েরমিতি বৈষম্যম্ । প্রতিপত্তিমাাত্রপ্রয়োজনা হি ত ইতি
॥ ৩। ৩। ১৩ ॥

ব্যাখ্যেয়মিত্যর্থঃ । জ্ঞানাহুপযোগেহপি ধ্যানে তেষাং ধর্ম্যাণামুপযোগাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তেষু হীতি । ধ্যানবিধিপরতজ্ঞাণাং ধর্ম্যাণাং যথাবিধি ব্যবহৃত্যর্থঃ ।
ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ৩। ১২ ॥]

[রত্নপ্রভা । সম্পদামহাদিধর্ম্মেভ্য আনন্দাদীনঃ বৈষম্যং জ্ঞানোপযোগিত্বা-
দিত্যাহ ইতরে ত্বিতি । ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ৩। ১৩ ॥]

(অভিপ্রায় এই যে, যে সকল ধর্ম বা গুণ ধ্যানবিধির অধীন, সে সকলের ব্যবস্থা
সেই সেই বিধিরই অমুরূপ । কিন্তু অমুরূপযোগী বলিয়া জ্ঞেয় ব্রহ্মে সে সকলের
প্রাপ্তি নাই) । [উপচিত...রিত্যর্থঃ] সগুণ ব্রহ্মে ভেদ ব্যবহার হয়, সেই জন্ত
সগুণ ব্রহ্মেই ঐ সকল বুদ্ধিহ্রাসঘটিত গুণ উপপন্ন হয় । নিগুণ পরব্রহ্মে ভেদ-
ব্যবহার হয় না, সুতরাং তাঁহাতে ঐ সকল বুদ্ধিহ্রাসযুক্ত গুণের সমাবেশও হয়
না । অতএব, কচিৎ শ্রুত সত্যকামহাদিধর্ম্ম অসার্বত্রিক অর্থাৎ সে সকল মাত্র
সেই সেই স্থানেই সেই সেই উপাসনার্থ ব্যবস্থাপিত জানিবে ॥ ৩। ৩। ১২ ॥ .

প্রিয়শিরস্বাদি ও সত্যকামহাদি ধর্ম্ম ব্যতীত অস্ত্রাত্ম ব্রহ্মধর্ম্ম সকল অর্থাৎ
আনন্দরূপত্ব ও বিজ্ঞানঘনত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদনার্থ
উপদিষ্ট, সে সকল প্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীর একত্ব বিধায় সর্বত্রই প্রতীত হয়,
সঙ্কুচিত হয় না । অতএব, প্রিয়শিরস্বাদি ধর্ম্ম ও স্বরূপবোধক আনন্দময়হাদি ধর্ম্ম
সমান নহে । সমান নহে বলিয়াই তাহা উক্ত জ্ঞায়ের (উক্তির) অবিষয় ॥ ৩। ৩। ১৩ ॥

* আনন্দাদীনঃ সম্পদামহাদিসাম্যঃ নান্দকীয়মিতি তুলস্বার্থোহনুসঙ্কেতঃ । অর্থন্ত প্রতি-
পাদ্যন্ত ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ ইতরে আনন্দরূপহাদয়ো ধর্ম্মাঃ সর্বৈ সর্বত্র প্রতীয়েরমিতি তেষাং
সম্পদামহাদিবৈষম্যং সর্বত্রোপসংহর্তব্যতা-ব্যাঘাত ইতি দ্ব্যর্থঃ ।

প্রিয়শিরস্বাদি ও সত্যকামহাদি বিধানানুসারে ব্যবস্থাপিত হয় । ঐ সকল ধর্ম্ম সার্বত্রিক নহে,
এ কণার দ্বারা আনন্দময়হাদি ধর্ম্মের অসার্বত্রিকতা আইসে না । কারণ এই যে, প্রতিপাদ্য জ্ঞেয়
ব্রহ্ম অম্বর বা এক, সেই জন্ত তৎস্বরূপবোধক যে কিছু, সে সমস্তই সার্বত্রিক অর্থাৎ সর্বত্র
প্রতীতির বিষয় হয় । দলিতার্থ—জ্ঞেয় ব্রহ্মে ব্রহ্মধর্ম্মের প্রাপ্তি চব না ।

আধ্যানায় প্রয়োজনাতাবাৎ ॥৩৩।১৪॥ -

কাঠকে পঠ্যতে—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথী অর্থৈভ্যশ্চ পরং মনঃ” ইত্যারভ্য—

“পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সা কাঠী সা পরা গতিঃ ।” ইতি ।

তত্র সংশয়ঃ—কিমিমে সৰ্ব্ব এবার্থাদয়স্ততস্ততঃ পরত্বেন প্রতিপাদ্যন্তে ? উত পুরুষ এবৈভ্যঃ সৰ্ব্বৈভ্যঃ পরঃ প্রদীপাদ্যতে ? ইতি । তত্র তাবৎ সৰ্ব্বৈষামেবৈষাং পরত্বেন প্রতিপাদনমিতি ভবতি মতিঃ । তথা হি শ্রুয়তে—ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিতি । নমু বহুস্বর্থেন পরত্বেন প্রতিপা-

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথীঃ” ইতি । কিমত্র সৰ্ব্বৈষামেবার্থাদীনাম্ পরত্বং প্রতিপাদয়িষ্যিতম্, আহো পুরুষত্বৈব । তৎপ্রতিপাদনার্থকৈতরেষাং পরত্বপ্রতিপাদনম্ । তত্র প্রত্যেকমর্থাদিপরত্বপ্রতিপাদনশ্রুতেঃ শ্রয়মাণতত্ত্বং পরত্বে চ সম্ভবতি, ন তত্ত্বতিক্রমে সৰ্ব্বৈষামেকপরত্বাধ্যবসানং জ্ঞায়াম্ । ন চ প্রয়োজনাতাবাদসম্ভবঃ ।

কঠ উপনিষদে পঠিত হইয়াছে—“ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অর্থ (বিষয়) পর, অর্থাপেক্ষা মন পর (শ্রেষ্ঠ বা বড়) ।” ইত্যাদি । ঐ বাক্যের শেষে আছে, “পুরুষ অপেক্ষা পর এমন কিছুই নাই । পুরুষই পরা কাঠী এবং পরমা গতি ।” এখানে এই সংশয় হয় যে, ঐ সকল অর্থাদি কি উক্ত বাক্যে পর পর শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে ? কিংবা ঐ বাক্য একমাত্র পুরুষেরই সৰ্ব্বপরত্ব প্রতিপাদন (বোধন) করিতেছে ? [তত্র...ক্রমঃ] এই বিষয়ে বলা যায়, প্রত্যেক পদার্থেরই উত্তরোত্তর পরত্ব (প্রধানত্ব) প্রতিপাদিত হইয়াছে । এ কথা স্মৃতিও বলিয়াছেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই অভিহিত হইয়াছে । যথা—“ইহা ইহা অপেক্ষা প্রধান, ইহা অমুক অপেক্ষা প্রধান ।” ইত্যাদি । যদি বল, বহু বস্তুর প্রাধান্ত প্রতিপাদন করিতে গেলে বাক্যভেদ হইবে, অর্থাৎ এক-বাক্যাতা ভঙ্গ হইয়া বহু বাক্য হইবে ; আমরা বলিব, বাক্যভেদ দোষ হইবে না । বহু বাক্যই হইবে । ঐ স্থলে বহু

* “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথী” ইত্যাদৌ কাঠকবাক্যে প্রয়োজনাতাবাৎ নৈকল্যাৎ নার্বাদীনাম্ পরত্বপ্রতিপাদনং, সকলত্বং পুরুষত্বেন তু প্রাধান্তেন প্রতিপাদ্যতম্ । আধ্যানায় আধানপূর্বকায়-সম্যগ্ দর্শনায় সম্যগ্ দর্শনার্থমিতি বাবৎ । তত্রাকালানার্বাদীনাম্ পরত্বকথনং পুরুষশেষতয়েতি জ্ঞেয়ম্ ।

কঠ উপনিষদে যে “ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অর্থ পর” ইত্যাদি কথা আছে এবং উহার শেষ বাক্যে যে, পুরুষের পরত্ব কথন আছে, সে সকল কথার শুদ্ধজ্ঞানের উপকারার্থ পুরুষেরই পরাংপরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । কেননা, অর্থাদির পরত্ব বর্ণনে ফলাভাব ; পরত্ব পুরুষের সৰ্ব্বপরত্ব জ্ঞানে সুজ্ঞপ্ত ফল আছে ।

দয়িষিতেষু বাক্যভেদঃ স্ম্যৎ। নৈষ দোষঃ। বাক্যবহুত্বোপ-
পত্তেঃ। বহুত্বেন হেতানি বাক্যানি প্রভবন্তি বহুনর্থান্ পর-
ত্বোপেতান্ প্রতিপাদয়িতুম্। তস্মাৎ প্রত্যেকমেবাং পরত্ব-
প্রতিপাদনমিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ--

পুরুষ এবৈভ্যঃ সৰ্বেভ্যঃ পরঃ প্রতিপাদ্যত ইতি যুক্তং, ন
প্রত্যেকমেবাং পরত্বপ্রতিপাদনম্। কস্মাৎ? প্রয়োজনাত্মবাৎ।
ন হীতরেষু পরত্বেন প্রতিপন্নেষু কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং দৃশ্যতে
শ্রুতে বা। পুরুষে ত্বিন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরস্মিন্ সৰ্বানর্থত্রাতীতে
প্রতিপন্নৈ দৃশ্যতে প্রয়োজনং মোক্ষসিদ্ধিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ

সৰ্বেষামেব প্রত্যেকং পরত্বাভিধানশ্রাধ্যানপ্রয়োজনত্বাৎ। তত্তদাধ্যানানাং
প্রয়োজনবৎস্বতঃ। তথা হি শ্রুতিঃ--

“দশ মহন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ।

ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সহস্রং ভাতিমানিকাঃ ॥

বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজরাঃ।

পূর্ণং শতসহস্রন্ত তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ ॥

পুরুষং নিগুণং আপ্য কালসম্ব্যাস্ত ন বিজ্ঞতে ॥” ইতি

প্রামাণিকত্ব বাক্যভেদশ্রাভ্যুপেয়ত্বাৎ প্রত্যেকং তেষামর্থাদীনাং পরত্বপরাণ্যে-
তানি বাক্যানীতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃদ্যা ইত্যেব তাবৎসন্দর্ভে। বস্তুতত্ত্বপ্রতিপাদনপরঃ প্রতীয়তে,
নাধ্যানবিধিপরঃ, তদশ্রুতেঃ। তদত্র ষৎপ্রত্যয়শ্চ সাক্ষাৎ প্রয়োজনবৎসং দৃশ্যতে,
তৎপ্রত্যয়পরত্বং সৰ্বেষাম্। দৃষ্টক বিষ্ণোঃ পরমপদজ্ঞানশ্চ নিখিলানর্থসংসার-
কারণাবিছোপশমঃ। তত্ত্বজ্ঞানোদয়শ্চ বিপর্যাসোপশমলক্ষণত্বেন তত্র তত্র দর্শনাৎ।

বাক্যই উপপন্ন হয়। বাক্য বহু হইলে অবশ্যই সে সকল বহুপরত্বযুক্ত অর্থ বোধন
করিতে সমর্থ হইবে। অতএব, ঐ বাক্যে ঐ সকলের প্রত্যেকের পরত্বই প্রতি-
পাদিত হইয়াছে। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে ১৪ সূত্র বলা হইল।

[পুরুষ...সিদ্ধিঃ] একমাত্র পুরুষই ঐ সকলের পর, ইহাই ঐ বাক্যের প্রতি-
পাত্ত। ঐ বাক্যে উল্লিখিত পদার্থ-রাশির প্রত্যেকের আধাত্ত প্রতিপাদিত হয়
নাই, পুরুষেরই সর্বপ্রাধাত্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ এই যে, পুরুষাতিরিক্ত
পদার্থের আধাত্ত প্রতিপাদন করার প্রয়োজন বা কোনরূপ ফল নাই। অর্থাৎ
পদার্থকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করার কোনরূপ ফল দেখা যায় না এবং তাহা
শাস্ত্রেও শুনা যায় না। কিন্তু সর্বপর ও সর্বানর্থাতীত পরমপুরুষ জ্ঞানে মোক্ষ-
রূপ ফল দেখা যায়। [তথাচ...প্রধানম্] এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা--“অধি-

“নিচায্য তং মৃত্যুমুখাং প্রমুচ্যতে” ইতি । অপি চ, পরপ্রতি-
ষেধেন কাষ্ঠাদিশব্দেন চ পুরুষবিষয়মাদরং দর্শয়ন্ পুরুষপ্রতি-
পত্ত্যর্থৈব পূর্বাপরপ্রবাহোক্তিরিতি দর্শয়তি—আধ্যানায়েতি ।
আধ্যানপূর্বকায় সম্যগদর্শনায়েত্যর্থঃ । সম্যগদর্শনার্থমেব হীহাধ্যান-
মুপদিশ্যতে, ন হ্যাধ্যানমেব স্বপ্রধানম্ ॥ ৩ । ৩ । ১৪ ॥

আত্মশব্দাচ্চ ॥ ৩ । ৩ । ১৫ ॥*

ইতশ্চ পুরুষপ্রতিপত্ত্যর্থৈবেয়মিन्द्रিয়াদিপ্রবাহোক্তিঃ, যৎ-
কারণং—

“এষ সর্বেষু ভূতেষু গুঢ়োত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্বগ্ৰায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥” ইতি—

অর্থাদিপরত্বপ্রত্যয়স্ত তু ন দৃষ্টমস্তি প্রয়োজনম্ । ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা ত্রাঘ্যা ।
ন চ পরমপুরুষার্থহেতুপরষে সম্ভবত্যবাস্তবপুরুষার্থতোচিতি । তস্মাদ্ভূতপ্রয়োজন-
বদ্বাৎ পুরুষপরত্বপ্রতিপাদনার্থোহয়ং সন্দর্ভ ইতি গম্যতে । কিঞ্চাদবাদ্যায়মেবা-
স্তার্থ ইত্যাহ—“অপি চ পরপ্রতিষেধেন” ইতি । নহত্রাধ্যানবিধিনাস্তি, তৎ কণ-
মুচ্যত আধ্যানায়েত্যত আহ—“আধ্যানায়” ইতি ॥ ৩ । ৩ । ১৪ ॥

অনধিগতার্থপ্রতিপাদনস্বভাবত্বাৎ প্রমাণানাং বিশেষতশ্চাগমস্ত, পুরুষ-

কারী পরাংপর পুরুষ সাক্ষাৎকারের অনন্তর মৃত্যুমুখ ইহঁতে মুক্ত (সংসারমুক্ত)
হয় ।” আরও দেখ, ক্রতি পর-প্রতিষেধ ও কাষ্ঠাদি (কাষ্ঠা—নীমা) শব্দের
প্রয়োগ করিয়া পুরুষের পরত্বই আদর দেখাইয়াছেন । তাহাতেও বুঝা যাই-
তেছে যে, কেবল পুরুষ-জ্ঞানের জন্তই ঐ পরোক্তিপ্রবাহের কথন । আচার্য্য
বেদব্যাস এই শ্রোত তাত্পর্য্য প্রদর্শনার্থ এই ১৪শ সূত্র বলিয়াছেন । ১৪শ সূত্রের
অর্থ এই যে, ঐ উক্তি ধ্যানমূলক তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভাবনার্থ, ইতর পদার্থের প্রাধান্য
ধ্যাপনার্থ নহে । অমুক অপেক্ষা অমুক পর, এ আধ্যান (ভাবনা)
তত্ত্বজ্ঞান দর্শনার্থ উপদিষ্ট ; ধ্যানপ্রাধান্যার্থ অথবা অর্থাদিপ্রাধান্যার্থ উপদিষ্ট
নহে ॥ ৩ । ৩ । ১৪ ॥

ঐ ইन्द्रিয়াদিপ্রবাহোক্তি যে পুরুষজ্ঞানার্থ, তাহা তৎপ্রকরণস্থ আত্মশব্দের
দ্বারাও স্থিরীকৃত হয় । কাষ্ঠকপ্রতি পুরুষের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, “সমুদায়
ভূতে গুঢ় এই আত্মা (আপাত জ্ঞানে) প্রকাশিত হন না ; কিন্তু তিনি

* আত্মশব্দাদপি তত্র পুরুষপ্রতিপাত্তোক্তি বোজনীয়ম্ ।

ঐ বাক্যে আত্মশব্দের প্রয়োগ ইহঁরাছে, তদ্বারাও ঐ বাক্যের পুরুষপ্রতিপাত্ততা প্রতীত
হয় ।

প্রকৃতং পুরুষমাত্মেত্যাহ। অতশ্চানাত্মমিতরেবাং বিব-
ক্ষিতমিতি গম্যতে। তস্মৈব চ দুর্বিজ্ঞানতাং স্মসংস্কৃতমতি-
গম্যতাক্ষ দর্শয়তি। তদ্বিজ্ঞানায়ৈব চ “যচ্ছেদ্বাদ্বানসী প্রাজ্ঞঃ”
ইত্যাখ্যানং বিদধতি। তদ্ব্যাখ্যাতম্ “আনুমানিকমপ্যেকেষাম্”
ইত্যত্র [বেং সূং ১।৪।১]।

এবমনেকপ্রকার আশয়াতিশয়ঃ শ্রুতঃ পুরুষে লক্ষ্যতে,
নেতরেষু। অপি চ “সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং
পদম্” ইত্যুক্তে কিংতদধ্বনঃ পারং বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যশ্রামা-
কাজ্জ্যামিদ্ভিষ্মাত্মনুক্রমণাং পরমপদপ্রতিপত্ত্যর্থ এবায়মায়াস
ইত্যবসীযতে ॥ ৩। ৩। ১৫ ॥

শব্দবাচ্য চাত্মনঃ স্বয়ং প্রত্যয় দুর্বিগমত্বাবধারণাং, বস্তুতঃ দুর্বিগমত্বাং,
অর্থাদীনাঞ্চ স্মগমহাং, তৎপরত্বমেবার্থাদিপরত্বাভিধানশ্চেত্যর্থঃ।

শ্রুতেরাশয়াতিশয় ইবাশয়াতিশয়ঃ, তত্ত্বাৎপর্য্যতেতি বাবৎ। কিঞ্চ
শ্রুতান্তরাপেক্ষিতাভিধানাদপ্যেবমেব, অর্থাদিপরত্ব তু স্বরূপেণ বিবক্ষিতেনা-
পেক্ষিতং শ্রুতির্যচ ইত্যাহ—“অপি চ সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি” ইতি ॥৩।৩।১৫॥

স্বল্পদর্শীর শ্রেষ্ঠতম স্বল্পবুদ্ধিতে দৃষ্ট বা প্রকাশিত হইয়া থাকেন।” [অতশ্চানাত্মম
...নেতরেষু] ঐ শ্রুতির দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, পুরুষ অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয়,
তাহা ধ্যানাদিসংস্কৃত বুদ্ধির গম্য, তদতিরিক্ত যে-কিছু—সমস্তই অনাত্মা এবং
একমাত্র পুরুষই মুখ্য আত্মা। এই পুরুষ-নামক মুখ্য আত্মার সাক্ষাৎকারার্থ
“বুদ্ধিমান্ উপাসক বাগ্গিল্লিয়কে মনে বিলীন বা স্থাপন করিবেন” ইত্যাদি
ইত্যাদি আধ্যানের (চিন্তারূপ উপাসনার) বিধান হইয়াছে। প্রথমাদ্যায়ের
চতুর্থ পাদে ১ম সূত্রে এ সকলের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রুতিতে পুরুষবিষয়েই এইরূপ ও অতরূপ আশয়াতিশয় (পুরুষসাক্ষাৎকারার্থ
ধ্যানের প্রকারবাহ্যরূপ শ্রুতি-তাৎপর্য্য) দেখা যায়, অতঃপরার্থবিষয়ে নহে।
[অপিচ...সীযতে] আরও দেখ, শ্রুতি “সে পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত
হয়” এইরূপ বলাতে যে আকাজ্জা হইয়াছিল, “পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ—
তাহা কি ? কিংস্বরূপ ?” ইত্যাকার জিজ্ঞাসা হইতেছিল, সেই জিজ্ঞাসা পরি-
পূরণার্থ শ্রুতি ঐরূপে ইন্দ্রিয়াদির উল্লেখ করিয়াছেন। (ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাক্ষর্ষা
ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন।) ইহাতেও নিশ্চয় হইতেছে যে, শ্রুতি উপাসককে
পরম পদ ব্রহ্মাইবার জন্তই ঐ আয়াস (অধিক বর্ণনা করার ক্রম) স্বীকার
করিয়াছেন ॥ ৩। ৩। ১৫ ॥

আত্মগৃহীতিরিতরবহুত্তরাৎ ॥ ৩। ৩। ১৬ ॥*

ঐতরেয়কে শ্রীয়েতে “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রা আসীৎ, নান্নং কিঞ্চন মিষৎ, স ঐক্ষত লোকান্মু সৃজা ইতি, স ইমাল্লোকানসৃজতাস্তো মরীচীশ্মর আপঃ” ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ— কিং পর এবাত্মা ইহাত্মশব্দেনাভিলপ্যতে? উতান্নঃ কশ্চিৎ? ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? ন পরমাত্মেহাত্মশব্দাভিলপ্যো ভবিতুমর্হীতি। কস্মাৎ? বাক্যান্বয়দর্শাৎ। ননু বাক্যান্বয়ঃ

শ্রুতিস্মৃত্যোর্হি লোকসৃষ্টিঃ পরমেশ্বরার্থিতা—পরমেশ্বরহিরণ্যগর্ভকর্তৃকো-
পলঙ্কা। সেয়মিহ মহাত্তসর্গমনভিধায় প্রাথমিকী লোকসৃষ্টিরূপলভ্যমান-
বাস্তবৈশ্বর্যকার্য্য প্রাপ্তংপন্তেরাষ্ট্রৈকত্বাবধারণকাবাস্তবৈশ্বর্যসম্বন্ধিতয়া গময়তি,

ঐতরেয় উপনিষদে আছে, “সৃষ্টির পূর্বে এ সকল এক আত্মরূপেই ছিল, স্পন্দমান অল্প কিছু ছিল না। আত্মা আলোচনা করিলেন, আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব। পরে তিনি অস্তঃ, মরীচী, মর ও আপ্, এ সকল লোক সৃজন করিলেন। (অস্তঃ=স্বর্গ, মরীচী=অস্তরিক্ষ, মর=মর্ত্য-লোক, আপ্=পাতাল-লোক)।” এখানে সংশয়—ঐ আত্মশব্দে পরমাত্মার কখন হইয়াছে? কি অল্প কিছু অভিহিত হইয়াছে? কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়—পরমাত্মা ঐ আত্মশব্দের অভিল্যাপ্য নহে। কারণ, ঐ স্থলে বাক্যান্বয় থাকি দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ঐ বাক্য সূত্রাত্ম-উপাসনার প্রতিপাদক; সুতরাং তত্রস্থ আত্মশব্দ সূত্রাত্মারই গ্রাহক (বোধক), পরমাত্মার গ্রাহক নহে। [ননু...ইতি] কেহ হয় ত বলিবেন, ঐ বাক্যে যখন উৎপত্তির পূর্বে আত্মৈক্যের অবধারণ ও আলোচনাপূর্বক সৃজন করা কথিত হই-
য়াছে, তখন উহা (ঐ বাক্য) প্রকাবাস্তবে পরমাত্মপর বা পরমাত্মবোধক হইতেছে। এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐ বাক্য পরমাত্ম-বোধক হইতে পারে না। কারণ এই যে, ঐ বাক্য লোকসৃষ্টি বলিতেছে। ঐ বাক্যে যদি সর্ব প্রাপ্ত পরমাত্মার কখন হইত, তাহা হইলে সর্বপ্রথমে, মহাত্ত সৃষ্টি বলা হইত। তাহা বলা হয় নাই, অগ্রে লোকসৃষ্টিই বলা হইয়াছে। লোক

* আত্মা বা ইদমিত্যাদিবাহুগৃহীতিঃ পরমাত্মগ্রহণঃ স্ত্রীভাষ্যম্। কৃতঃ? উত্তরাৎ বাক্যশেষাৎ স ঐক্ষতেত্যাদিকাৎ। ইতরবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথেষতরেণ তস্মাৎসেতাদ্যদিকেষু সৃষ্টিবাক্যেষু পরস্পরাভ্যন্যো গ্রহণং। বধ্যাবেতরস্মিন্ লৌকিকাত্মশব্দপ্রয়োগে প্রত্যগাত্মৈব মুখ্যো গৃহ্যতে, তথ-
হাপীত্যর্থঃ। অত্র মহাত্তসৃষ্টিপূর্বকং লোকানসৃজতেতি শ্রুতির্জ্যোধ্যোয়া।

“যখন এ সকল সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র আত্মা ছিলেন” এই ঐতরেয় শ্রুতিতে আত্মশব্দ আছে। অন্তান্ত সৃষ্টিবাক্যের দৃষ্টান্তে এ আত্মশব্দে পরমাত্মারই গ্রহণ করিতে হইবেক। তৎপ্রতি হেতু—উত্তর বাক্য অর্থাৎ ঐ প্রত্যবের শেষ বাক্য। পরমাত্মগ্রহণযোগ্য বিশেষণান্তরও আছে।

সুতরাং পরমাত্মবিষয়ো দৃশ্যতে, প্রাপ্তপত্তেরাত্মৈকত্বাবধারণাং, ঈক্ষণপূর্বকশ্রুত্ববচনাচ্চ । নেতৃত্বাচ্যতে । লোকসৃষ্টিবচনাং । পরমাত্মনি হি শ্রুতরি পরিগৃহ্যমাণে মহাভূতসৃষ্টিরাদৌ বক্তব্য । লোকসৃষ্টিস্থিহাদাবুচ্যতে । লোকাশ্চ মহাভূতসম্মিবেশবিশেষাঃ । তথা চাস্তঃপ্রভৃতীন্ লোকেষ্বেনৈব নির্ব্বক্তি “অদোহস্তঃ পরেণ দিবম্” ইত্যাদিনা । লোকসৃষ্টিশ্চ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতেনাপরেণ কেনচিদীশ্বরেণ ক্রিয়ত ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোরুপলভ্যতে । তথা হি শ্রুতিৰ্ভবতি “আত্মবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ” ইত্যাদ্যা । স্মৃতিরপি—

“স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ।

আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাণ্ডে সমবর্তত ॥” ইতি ।

ঐতরেয়িণোহপি “অথাতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ । প্রজাপতে রেতো দেবাঃ” ইত্যত্র পূর্ব্বস্মিন্ প্রকরণে প্রজাপতিকর্তৃকাং পারমেশ্বরসগুণ মহাভূতাকাশাদিত্যাং, অশ্চ চ তদৈপরীত্যাং । অস্তি হি তস্মৈ-বৈকশ্চ বিকারান্তরাপেক্ষাগ্ৰন্থমস্তি চেক্ষণম্ ।

অপি চৈতন্নিয়তবেয়কে পূর্ব্বস্মিন্ প্রকরণে প্রজাপতিকর্তৃকৈব লোকসৃষ্টি-ব্রহ্মণা । তদনুসারাদপ্যোতদেব বিজ্ঞায়তে । অপি চ, তাভ্যো গামানয়দিত্যাদয়শ্চ ব্যবহারঃ শ্রুত্যোক্তা বিশেষবদ্বপরমাত্মনু প্রসিদ্ধাঃ । ততোহপ্যাবাস্তুরেশ্বর এব কি ? তাহা বিবেচনা কর । লোক সকল মহাভূতেরই বিজ্ঞাস-বিশেষ, অথ কিছু নহে । সেই জন্তই শ্রুতি “অন্তরিক্ষের পর অন্তঃ অর্থাৎ স্বর্গ” ইত্যাদি ক্রমে অন্তঃপ্রভৃতি শব্দের নির্ব্বচন (বুৎপত্তি) বলিয়াছেন । অপিচ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে দেখা যায়, লোকসৃষ্টি (বাহ্য মহাভূতেরই রচনা বা বিজ্ঞাস-বিশেষ, তাহা) ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কোন কিছুকর্তৃক সম্পন্ন হয় । শ্রুতি যথা—“লোকসৃষ্টির পূর্বে এ সকল পুরুষাকার আত্মা ছিল ।” (নরাকার আত্মা ব্রহ্মা) ইত্যাদি । স্মৃতি যথা—“লোকসৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন । ইনিই প্রথম শরীরী এবং ইহাকেই লোক ও শাস্ত্র পুরুষ বলে । ইনিই প্রাণি-নিবহের আদি-কর্তা ।”

[ঐতরে...ইত্যত্র] ঐতরেয়শাখাধ্যায়ীরাও প্রথম প্রস্তাবে প্রজাপতির বিচিত্র সৃষ্টি বর্ণন করিয়া থাকেন । যথা—“ইহারই পরে রৈতসী সৃষ্টি হয় । দেবতা সকল প্রজাপতির রেতঃ অর্থাৎ কার্য্য ।” (প্রজাপতি কারণ, দেবতা ও লোক সকল তাঁহার কার্য্য । “পূর্বে এ সকল পুরুষবিধ অর্থাৎ নরাকার আত্মা ছিল ।”

বিচিত্রাং সৃষ্টিমামনন্তি। আত্মশব্দোহপি তস্মিন্ প্রযুক্ত্যমানো
দৃশ্যতে—“আত্মবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ” ইত্যত্র। একত্বা-
বধারণমপি প্রাপ্তপক্ষেঃ স্ববিকারাপেক্ষমুপপদ্যতে। ঈক্ষণমপি
তস্মৈ চেতনত্বাভ্যুপগমাদুপপন্নম্। অপি চ, “তাভো গামানয়ৎ,
তাভ্যোহশ্বমানয়ৎ, তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ, তাশ্চাক্রবন্” ইত্যেব-
জাতীয়কো ভূয়ান্ ব্যাপারবিশেষো লৌকিকেষু বিশেষবৎস্বাত্মস্ব
প্রসিদ্ধ ইহানুগম্যতে। তস্মাৎ বিশেষবানৈব কশ্চিদিহাত্মা
স্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

পর এবাত্মেহাত্মশব্দেন গৃহ্যতে, ইতরবৎ। যথৈতরেণ
সৃষ্টিশ্রবণে “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” ইত্যেব-
বিজ্ঞায়তে। আত্মশব্দপ্রয়োগশ্চাত্মপি দৃষ্টঃ, তস্মাদপরাত্মাভিলাপোহয়মিতি প্রাপ্ত-
উচ্যতে।

পরমাত্মনো গৃহীতিরিহ। যথৈতরেণ সৃষ্টিশ্রবণে “এতস্মাদাত্মন আকাশঃ
সম্ভূতঃ” ইত্যাদিষু। তস্মাদত্মনো স ঐক্ষতেঈক্ষণপূর্বক-শ্রুতশ্রবণাদাত্মত্বাবধা-
এই ক্ষতিতে প্রজ্ঞাপতির প্রতি আত্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। [একত্বাব...
পন্নম্] লোকসৃষ্টির পূর্বে যে, একত্বাবধারণ শ্রুত হইয়াছে, তাহা স্ববিকারাপেক্ষায়ও
উপপন্ন হয়। (প্রজ্ঞাপতিই প্রজ্ঞাপত্য সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, এ সকল ছিল না,
এইরূপে ঐ একত্ববাদ সম্ভূত হইতে পারে) এবং তাহার চেতনই স্বীকৃত
ধাকার ঈক্ষণও অর্থাৎ আলোচনাও সম্ভূত হয়। [অপিচ...ক্রমঃ] আরও
দেখ, “তিনি প্রজ্ঞাদিগের শ্রীতির জন্ত গো আনয়ন করিলেন, তাহাদিগের
জন্ত অশ্ব আনয়ন করিলেন, তাহাদিগের জন্ত পুরুষ আনয়ন করিলেন,
তখন তাহারা বলিল, আমরা তৃপ্ত হইলাম।” এইরূপ বিশেষ বিশেষ বহু-
ব্যাপার লৌকিক সবিশেষ (ভেদ) আত্মসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ; সুতরাং তদুপাধে
প্রদর্শিত ক্ষতিতেও সবিশেষ আত্মার গ্রহণ জায়া, ইহা বেশ বুঝা যায়।
“প্রদর্শিত প্রকারে অগ্রে একমাত্র আত্মা ছিলেন, তিনি আলোচনা করি-
লেন, করিয়া প্রজ্ঞা সৃজন করিলেন” এখানে প্রজ্ঞাশ্রী বিশেষবান্ আত্মা,
ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় (বুঝা যায়), নির্বিশেষ পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না।
এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় সিদ্ধান্তার্থ এই ১৬ সূত্র বলা হইল।

[পর...ভাষ্যম্] যেমন অজ্ঞাত সৃষ্টিবাক্যে আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ
হয়, তেমনি, এতদ্বাক্যস্থ আত্মশব্দেও পরমাত্মার গ্রহণ হইবে। “সেই এই
আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে” ইত্যাদি বাক্যে যেমন আত্মশব্দে পর-
মাত্মার গ্রহণ এবং লৌকিক প্রয়োগেও আত্মশব্দে সুখ্য প্রত্যগাত্মার গ্রহণ,

মাদিষু পরমাত্মনো গ্রহণং, যথা বেতরস্মিন্ লৌকিকাত্মশব্দ-
প্রয়োগে প্রত্যগাত্মৈব মুখ্য আত্মশব্দেন গৃহ্যতে, তথেষাপি ভবিতু-
মর্হতি। যত্র তু “আত্মবেদমগ্র আসীৎ” ইত্যেবমাদৌ পুরুষ-
বিধ ইত্যেবমাদি বিশেষণান্তরং শ্রুয়তে, ভবেৎ তত্র বিশেষবত
আত্মনো গ্রহণম্। অত্র পুনঃ পরমাত্মগ্রহণানুগুণমেব বিশেষণ-
মপ্যন্তরমুপলভ্যতে “স ঐক্ষত লোকান্ সৃজৈ” ইতি, “স
ইমাল্লোকানসৃজত” ইত্যেবমাদি। তস্মাৎ তস্মৈব গ্রহণমিতি
শ্রাব্যম্ ॥ ৩। ৩। ১৬ ॥

অনুয়াদিতি চেৎ স্মাদবধারণাৎ ॥৩৩১৭॥*

বাক্যানুয়দর্শনাৎ ন পরমাত্মগ্রহণমিতি পুনর্ব্যক্তং, তৎ পরি-
হর্তব্যমিত্যত্রোচ্যতে—স্মাদবধারণাদিতি। ভবেদুপপন্নং পর-
রণাচ্চ। এতদভিসংহিতম্—মুখ্যং তাবৎ সর্গাৎ প্রাক্বেলত্বমাত্মপদত্বং শ্রুত্বঞ্চ
পরমেশ্বরশ্রুত্বং ভবতঃ। তদসত্যামত্মপপত্তৌ নাত্মত্র ব্যাখ্যাতুমুচিতম্ ॥৩৩১৭॥

ন চ মহাত্মত্বস্থানভিধানেন লোকসৃষ্টাভিধানমত্মপপত্তিবীজম্। আকাশ-
পূর্বিকার্যাং বস্তুতো ব্রহ্মণঃ সৃষ্টৌ যথা কচিভেদঃপূর্বকসৃষ্টাভিধানং ন বিরূধ্যতে,
তেমনি, এখানেও অর্থাৎ উদাহৃত শ্রুতিতেও পরমাত্মার গ্রহণ ইইবে।
যে স্থানে দেখিবে, “পূর্বে এ সকল আত্মাত্ম ছিল” ইত্যাদি প্রয়োগের পর
“পুরুষবিধ” বিশেষণ আছে, সে স্থলে বিশেষণের অনুরোধে সবিশেষ আত্মার
(সমুপব্রহ্মের) গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু এখানে (উদাহৃত শ্রুতিতে)
সেইরূপ বিশেষণ না থাকায় প্রত্যুত তদন্তরে পরমাত্মার অনুগুণ বিশেষণ
থাকায় পরমাত্মার গ্রহণই শ্রাব্য। উত্তরে অর্থাৎ পরে যে পরমাত্মার অনুগুণ
বিশেষণ (পরমাত্মার সম্বত হয়, এরূপ বিশেষণ) আছে, সেই বিশেষণ
এই—“তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি লোকসৃজন করিব।”
“তিনি এই সকল (পশ্চাত্ত্বক) লোক সৃজন করিয়াছেন।” ইত্যাদি।
অতএব, উদাহৃত সৃষ্টিবাক্যস্থ আত্মার পরমাত্মাই শ্রাব্য ॥ ৩। ৩। ১৬ ॥

পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন, বাক্যানুয় (পূর্বাপর বাক্যের সম্বন্ধ) দেখা
যায়, সেই কারণে ঐ আত্মশব্দ পরমাত্মার বোধক নহে। পূর্বপক্ষবাদীর
এই পক্ষ নিরাস করা কর্তব্য বলিয়া ১৭ সূত্র অবতারণিত হইল। বাদী

* অবশ্যং বাক্যানুয়দর্শনাৎ ন পরমাত্মগ্রহণং স্মাদিতি বদ্যন্তঃ—তৎ প্রত্যাচ্যতে স্মাদিতি।
অবধারণাৎ ব্রহ্মাত্মত্বাবধারণদর্শনাৎ পরমাত্মগ্রহণমেব স্মাদিতি বোজন।

বাদী বলিয়াছিলেন, পূর্ববাক্যের অর্থ (অনুবর্তন) থাকা দেখা যায়, হুতরাং উদাহৃত শ্রুতিস্থ
আত্মা পরমাত্মা নহে। বাদীর এই কথার প্রতিবাদার্থ বলা বাইতেছে, যেহেতু সাধারণ বাক্যের
প্রয়োগ আছে, (এক.এন আত্মা, এইরূপ উক্তি আছে), সেই হেতু ঐ আত্মা পরমাত্মা। (ভাষ্য
ও ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

মান্ন ইহ গ্রহণম্। কস্মাৎ ? অবধারণাৎ। পরমান্নগ্রহণে হি
প্রাণ্ডপত্তেরাত্মৈকত্বাবধারণমাঙ্গসমবকল্পতে। অন্যথা হ্যনাঙ্গসং
তৎ পরিকল্প্যেত। লোকসৃষ্টিবচনস্তু শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধমহাভূত-
সৃষ্ট্যানন্তরমিতি যোজয়িষ্যামি। যথা “তত্তেজোহসৃজত” ইত্যে-
চ্ছ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ-বিয়দ্বায়ুসৃষ্ট্যানন্তরমিত্যযুজম্, এবমিহাপি।
শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধো হি সমানবিষয়ো বিশেষঃ শ্রুত্যন্তরেষু প-
সংহর্তব্যো ভবতি।

যোহপ্যয়ং ব্যাপারবিশেষানুগমঃ “তাভ্যো গামানয়ৎ” ইত্যাদিঃ,
সোহপি বিবক্তিতার্থাবধারণানুগুণ্যেনৈব গ্রহীতব্যঃ। ন হ্যয়ং

“এতন্মাদান্ন আকাশঃ সত্ত্বতঃ” ইতি দর্শনাৎ। আকাশঃ বায়ুঃ সৃষ্টেতি হি তত্র
পূরয়িতব্যম্, এবমিহাপি মহাভূতানি সৃষ্টেতি কল্পনীয়ম্। সর্কশাখাপ্রত্যয়ত্বেন
জ্ঞানস্তু শ্রুতিসিদ্ধার্থমশ্রুতোপলকৌ যত্নবতা ভবিতব্যং, ন পুনঃ শ্রুতে মহাভূতা-
দিত্তে সর্গস্তু শৈথিল্যমাদরণীয়ম্। অপি চ স্বাধ্যায়বিধ্যাধীনগ্রহণো বেদরশির-
ধ্যয়নবিধ্যাপাদিতপ্রয়োজনবদার্থাভিধানো যথা যথা প্রয়োজনাধিক্যমাপ্নোতি,
তথা তথানুমত্তেতন্ম। যথা চান্ত ব্রহ্মগোচরহে পরমপুরুষার্থৌপয়িকত্বং,
নৈবমন্তগোচরঃ।

তদিদমুক্তম্—“যোহপ্যয়ং ব্যাপারবিশেষানুগমঃ” ইতি। ন লোকসর্গোহপি

যে, বাক্যায় হেতু দেখাইয়া বলেন, ঐ আত্মশব্দে পরমান্নার গ্রহণ হয়
না, তদন্তরে আমরা বলি, অবধারণ শ্রবণ থাকায় পরমান্নার গ্রহণই
নিশ্চিত হয়। ঐ স্থলে পরমান্নার গ্রহণই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গত। কেন-
না, ঐ স্থলে একত্বাবধারণ শ্রুত আছে। উপপত্তির পূর্বে যে, আত্মৈকতার
অবধারণ শুনা যায়, তাহা পরমান্নার গ্রহণপক্ষেই সমঞ্জস (স্বভাবিক বা বিনা
বাক্যায় সঙ্গতার্থ) ; অত্র পক্ষে অসমঞ্জস। “তিনি এই সকল লোক (স্বর্গ, মর্ত্য,
পাতাল ও অন্তরিক্ষ) সৃজন করিলেন”, এই শ্রুতিতে যে, লোক সৃষ্টির কথন আছে,
তাহা শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ মহাভূত সৃষ্টির অনন্তরার্থে যোজনা করিব। অর্থাৎ তিনি
মহাভূত সৃজন করিয়া পরে এই সকল লোক সৃজন করিয়াছেন, এইরূপ ব্যাখ্যা
করিব। [যথা...ভবতি] “তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে
যেমন অত্র শ্রুত্বায়ু সৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক যোজনা করা হয়, অর্থাৎ “বায়ু
সৃষ্টির অনন্তর তেজের সৃষ্টি” এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, সেইরূপ, এখানেও
শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ মহাভূতের সৃষ্টি যোজনা করা ক্রায্য হইবে। সমান বিষয়
হইলে অর্থাৎ বিষয়ভেদ না থাকিলে এক শ্রুতির বিশেষোক্তি অত্র শ্রুতিতে
সংগৃহীত হইয়া থাকে।

• [যোহপ্যয়ং...বক্তিতম্] ঐ স্থানে “তাহাদের অত্র গো আনয়ন করিলেন,
অত্র আনয়ন (সৃষ্টি) করিলেন” ইত্যাদি বহু ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে সত্য ;

সকলঃ কথাপ্রবন্ধো বিবক্ষিত ইতি শক্যতে বক্তুং, তৎপ্রতিপত্তৌ পুরুষার্থাভাবাৎ। ব্রহ্মাত্মত্বং ত্বিহ বিবক্ষিতম্। তথা হন্তঃ-প্রভৃतीনাং লোকানাং লোকপালানাং চাখ্যাদীনাং সৃষ্টিঃ শিষ্টা। করণানি করণায়তনঞ্চ শরীরং উপদিশ্য স এব অস্মি “কথং স্মিদং মদূতে স্মাৎ” ইতি বীক্ষ্য ইদং শরীরং প্রবিবেশেতি দর্শয়তি “স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত” ইতি। পুনশ্চ “যদি বাচাভিব্যাহৃতং, যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতম্” ইত্যেবমাদিনা করণব্যাপারবিবেচনপূর্ব্বং “অথ কোহহম্” ইতি বীক্ষ্য “স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যৎ” ইতি ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনমবধারণতি। তথোপরিষ্ঠাদপি “এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্রঃ” ইত্যাদিনা সমস্তং

হিরণ্যগর্ভব্যাপারোহপি তু তদহুপ্রবিষ্টস্য পরমাশ্চয় ইত্যাহেবোক্তম্। তন্মাদাশ্চৈবাত্ম ইত্যাশ্রয়ক্রমাৎ তদ্ব্যাপারেণ চেক্ষণেন মধ্যে পরামর্শদ্ব্যপরিষ্টাচ্চ ভেদজাতং মহাত্ত্বৈঃ সহাত্মক্যম্ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠেন ব্রহ্মণ উপসংহারাদব্রহ্মাভিলাষমেবাস্তেতি পরন্তু ঐ সকল উল্লেখকে বিবক্ষিতার্থের অল্পরূপে মোক্ষনা (ব্যাখ্যা) করিব। ঐ স্থলে সমুদায় বাক্যসন্দর্ভ বিবক্ষিত হওয়া অসম্ভব; সেই জন্য মূল কারণ ব্রহ্মকে বিবক্ষিত জ্ঞান করিয়া ঈশ্বারই অল্পকূলে আর আর বাক্য নিচয় সংযোজিত করিব। এ কথা এই জন্য বলি, গো আনয়ন ও অশ্ব আনয়ন প্রভৃতির জ্ঞানে পুরুষার্থ (মোক্ষ) নাট। [তথা হি...ধারণতি] ঐ সকল শ্রোত কথার এক বাক্যতাজনিত এই তাৎপর্য্য পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রুতি স্বর্গ প্রভৃতি লোকের ও অগ্ন্যাদি লোকপালের সৃষ্টি উপদেশ করিয়া তৎপরে ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়াশ্রয় দেহের উপদেশান্তে দেখাইয়াছেন যে, স্রষ্টা আলোচনাপূর্ব্বক স্বসৃষ্ট শরীর সমূহে অহুপ্রবিষ্ট আছেন। আলোচনার আকার এই—“কথং স্মিদং মদূতে স্মাৎ?”—আমা ব্যতীতকে ইহা কি হইবে? কোন্ কার্যো লাগিবে? আমার অধিষ্ঠান ব্যতীত ইহা কথ—অকর্ম্মণ্য। সৃষ্টিকর্ত্তা এইরূপ আলোচনা করিয়া এই সকল শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন।” শ্রুতি এইরূপে লোক, লোকপাল, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ায়তন শরীর সৃষ্টি বর্ণনার পরেই স্রষ্টার ঐরূপে শরীর-প্রবেশের কথা বলিয়াছেন। যথা—“অনন্তর সেই পরমেশ্বর ইহাকে হিজিত করিয়া, ব্রহ্মরহস্য নামক দ্বার দিয়া, এতন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।” তিনি দেহ প্রবেশের পর বিবেচনা করিলেন, বাগিঞ্জিয় বাক্য বলিতেছে, প্রাণ জীবন ব্যাপার করিতেছে, তবে আমি কে? এইরূপে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-পর্যালোচনা করিয়া আমি কে? তাহা বিচার করিতে লাগিলেন। বিচারের পর জানিলেন, আমি সেই ব্যাপ্ততম ব্রহ্ম। এইরূপ প্রকৃমে শ্রুতি ব্রহ্মাত্মতা অবধারণ করায় স্থির হইতেছে যে, ব্রহ্মাত্মত্বই ঐ সকল কথাপ্রবন্ধের বিবক্ষিত অর্থ (উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য)। [তথোপরি...বাদম্] শ্রুতি ঐ কথার পরে আরও বলিয়াছেন। বলিয়াছেন,

ভেদজাতং সহ মহাভূতৈরনুক্রম্য “সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং, প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ইতি ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনমেবাবধারণতি। তস্মাদিহাশ্রয়হীতিরিত্য-
নপবাদম্।

অপরা যোজনা—আশ্রয়হীতিরিতরবচুস্তরাং। বাজসনেয়কে “কতম আশ্রয়তি। যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ-
পুরুষঃ” ইত্যাত্মশব্দেনোপক্রম্য তস্মৈব সর্বসঙ্গবিমুক্তত্বপ্রতিপাদ-
নেন ব্রহ্মাত্মতামবধারণতি। তথা হ্যপসংহরতি “স বা এষ
মহানজ আত্মাহজরোহমরোহমূতোহভয়ো ব্রহ্ম” ইতি। ছান্দোগ্যে
তু “সদেব সোম্যেদমত্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যন্তরেণৈবা-

নিশ্চীয়তে। বর্তু তু পুরুষবিদ্যাশ্রবণং, তস্ত ভবেত্ততপবস্তং গত্যান্তরাভাবাদিতি
সর্বমবদাতম্।

অপরঃ করঃ। সত্বপুরুষস্ত সন্দর্ভস্তাত্মোপক্রমস্ত চ ক্রিমৈকার্থ্যমাহোষিদর্শ-
ভেদঃ। তত্র সচ্ছন্দস্তাবিশেষেণাশ্রয়ি চাশ্রয়ি চ প্রবর্তনোপার্থঃ, কিন্তু সমস্ত-
বচনগতসত্তাসামান্যার্থম্। তথা চোপক্রমভেদাদ্বিত্বার্থম্। স আত্মা তত্ত্বমসীতি

“ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র” ইত্যাদি। যে কিছু ভিন্ন ভিন্ন (দেবতা ও ভূত-ভৌতিক),
শ্রুতি সমস্তই ঐরূপে উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, “সমস্তই প্রজ্ঞানের
অর্থাৎ চিদাত্মার নিয়ম্য এবং সমস্তই চিদাত্মায় অবস্থিত। লোক সকল প্রজ্ঞা-
নিয়ম্য, প্রজ্ঞা প্রতিজ্ঞা। অর্থাৎ চিদাত্মা ব্রহ্ম। এখন দেখ, শ্রুতি এই
শেষ বাক্যেও ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের অবধারণ দেখাইয়াছেন। অতএব, উদাহৃত শ্রুতি
আশ্রয়শব্দে পরমাত্মার গ্রহণ পক্ষে কোনও রূপ সংশয় অথবা বাধা দেখা যায় না।

[অপরা...দিশতি] এই ১৭ সূত্রের অত্মপ্রকার ব্যাখ্যাও আছে। যথা—
বৃহদারণ্যকে “আত্মা কি? কে আত্মা?” এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে অভিহিত হই-
য়াছে—“হৃদয়ে প্রাণগণের মধ্যে যে, এই বিজ্ঞানময় অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ।
আরণ্যক শ্রুতি এইরূপে আশ্রয়শব্দে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া প্রস্তাবিত প্রত্য-
গাত্মার অসঙ্গতাব ও মুক্তত্বতাবতা প্রতিপাদন করার ব্রহ্মাত্মতাই অবধারণ করিয়া-
ছেন। সেই কারণে প্রস্তাবের উপসংহার—“সেই এই আত্মা মহান্, জগৎবর্জিত
অজর, অমর, অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম।” এইরূপে হইয়াছে। কিন্তু ছান্দোগ্য উপ-
নিষৎ ব্রহ্মপ্রকরণ প্রারম্ভে আশ্রয়শব্দের উল্লেখ করেন নাই। ছান্দোগ্য আশ্রয়শব্দ
ত্যাগ করিয়া “হৃষ্টি পূর্বে এ সকল সং-ই ছিল, তাহা এক ও প্রভেদশূন্য।”
এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন। কেবল উপসংহার কালে বলিয়াছেন “সেই
কেতু! সেই আত্মা তুমি।” ছান্দোগ্য অবশ্রবণে ব্রহ্মত্বাদাত্ম্য উপদেশ করিয়া-

অশব্দমুপক্রম্য উদর্কে “স আত্মা তত্ত্বমসি” ইতি তাদাত্ম্যমুপ-
 দিশতি । তত্র সংশয়ঃ । তুল্যার্থত্বং কিমনয়োরান্নানয়োঃ স্তাদ-
 তুল্যার্থত্বং বেতি । অতুল্যার্থত্বমিতি তাবৎ প্রাপ্তম্ ; অতুল্য-
 স্তাদান্নানয়োঃ । ন হ্যান্নানবৈষম্যে সত্যর্থসাম্যং যুক্তং প্রতি-
 পত্তুম্, আন্নানতন্ত্রস্তাদর্থপরিগ্রহশ্চ । বাজসনেয়কে চাত্মশব্দোপ-
 ক্রমাদাত্মতত্ত্বোপদেশ ইতি গম্যতে । ছান্দোগ্যে তুপক্রমবি-
 পর্যয়াদুপদেশবিপর্যায়ঃ । ননু চ ছান্দোগ্যানামপ্যস্তি উদর্কে
 তাদাত্ম্যোপদেশ ইত্যুক্তম্ । সত্যমুক্তম্, উপক্রমতন্ত্রস্তাদুপ-
 সংহারশ্চ ন তাদাত্ম্যসম্পত্তিঃ সেতি মন্যতে । তথা প্রাপ্তেহ-
 ভিধীয়তে—

আত্মগৃহীতিঃ “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যত্রে ছান্দো-
 গ্যানামপি ভবিতুমহতি । ইতরবৎ । যথা “কতম আত্মা”

চোপসংহার উপক্রমান্তরোদেন সম্প্রত্যর্থতয়া ব্যাখ্যেয়ঃ । তন্নি সংসামান্তং পরমাত্ম-
 তয়া সম্পাদনীয়ম্ । তদ্বিজ্ঞানেন চ সৰ্ব্ববিজ্ঞানং মহাসাগান্ধ্যস্ত সত্ত্বায়াঃ সমস্তবস্ত-
 বিস্তারবাপিষাদিতোবৎ প্রাপ্ত উচ্যতে ।

আত্মগৃহীতিৰ্বাজসনেয়িনামিব ছান্দোগ্যানামপ্যন্তরাং—স আত্মা তত্ত্বমসীতি

ছেন । [তত্র...পরিগ্রহঃ] এখানে সংশয়—ঐ বাক্য তুল্যার্থ কি-না । প্রথমতঃ
 ইহাও পাওয়া যায়, বুঝা যায় যে, যখন বাক্যোচ্চরণ অতুল্য, অসমান, তখন
 তদুভয়ের প্রতিপাত্তও অসমান । পাঠের বৈষম্য থাকিলে অর্থের বৈষম্য হয়,
 সুতরাং উদাহৃত বাক্যদ্বয়ের অর্থের বৈষম্য বাতীত সামার্থ্য গ্রহণ অযুক্ত । কারণ
 এই যে, অর্থজ্ঞান পাঠক্রমেরই অধীন । [বাজসনে...বিপর্যায়ঃ] বাজিত্বান্ধ্যে
 অর্থ্যং বৃহদারণ্যকে আত্মশব্দোন্মেষণী উপক্রম দৃষ্টে প্রতীত হয়, বুঝা যায়, ঐ স্থলে
 আত্মতত্ত্বোপদেশ হইয়াছে এবং ছান্দোগ্যের উপক্রম তদ্বিপরীতক্রমে অবতারণিত
 হওয়ার প্রতীত হয়, ছান্দোগ্যে উপদেশের বিপর্যায় আছে । [ননু...দেশাৎ]
 ছান্দোগ্যে উপসংহারকালে ব্রহ্মতাদাত্ম্যের উপদেশ থাকিলেও তাহা প্রকৃত
 তাদাত্ম্যের বোধক হইবেক না । কেননা, উপসংহার মাঝেই উপক্রমের অধীন ।
 (উপক্রম দৃষ্টে উপসংহারের ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; কিন্তু উপক্রমে আত্মার উল্লেখ
 নাই) । এই প্রকার পূৰ্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল—

“অগ্রে এ সকল সন্ধ্যাত্ম ছিল” এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও আরণ্যক শ্রুতির
 জায় আত্মার গ্রহণ হইবেক । হেতু এই যে, উদাহৃত ছান্দোগ্য-প্রস্তাবের উপ-
 সংহারে সং-তাদাত্ম্যোপদেশ আছে । সং-তাদাত্ম্যোপদেশ থাকাত্তেই সং-শব্দের

ইত্যত্র বাজসনেয়িনামাত্মগৃহীতিস্তথৈব । কস্মাৎ ? উত্তরাৎ তাদা-
 স্ত্রোপদেশাৎ । অম্বয়াদিতি চেৎ, স্তাদবধারণাৎ । যদুস্তং
 উপক্রমাত্ময়াৎ উপক্রমে চাত্মশব্দশ্রবণাভাবাৎ নাত্মগৃহীতিরिति,
 তস্ত কঃ পরিহার ইতি চেৎ, সোহভিধীয়তে—স্তাদবধারণাদিতি ।
 ভবেদুপপন্নেহাত্মগৃহীতিরবধারণাৎ । তথা হি “যেনাশ্রুতং শ্রুতং
 ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব-
 বিজ্ঞানমবধার্য্য তৎসম্পিাদয়িষ্যা সদেবেত্যাহ । তচ্চাত্মগৃহীত্যাং
 সত্যং সম্পদ্বতে, অন্যথা হি বোহয়ং মুখ্য আত্মা, স ন বিজ্ঞাত-
 ইতি নৈব সর্ববিজ্ঞানং সম্পদ্বতে । তথা প্রাপ্তংপত্তেরেকস্তাবধারণং
 জীবন্ত চাত্মশব্দেন পরামর্শঃ স্বাপাবস্থায়াক্ষ তৎস্বভাবসম্পত্তিকথনং
 পরিচোদনাপূর্ব্বকঞ্চ পুনঃ পুনঃ “তত্ত্বমসি” ইত্যবধারণমিতি চ
 সর্বমেতৎ তাদাত্ম্যপ্রতিপাদনায়ামেবাবকল্পতে, ন তাদাত্ম্যসম্পা-

তাদাত্ম্যোপদেশাৎ । অস্ত্য তাবদাত্ম্যবতিরিক্তশ্চ উপকৃত্য সদস্বভাব্যামনির্বাচ্যতয়া
 ন সৎ, সৎ স্বাত্মধাতোরৈব তদ্বেন নির্বাচ্যত্বাৎ, তদ্বাদাত্ম্যব সন্নিতি । অভ্যাপে-
 ত্যাহ সচ্ছন্দস্ত সত্যাসামান্যত্বাধায়িত্বাৎ, প্রতিব্যক্তি চ তস্ত প্রবৃত্তেরাঙ্গনি চাত্মত্ব চ
 সচ্ছন্দপ্রবৃত্তেঃ, সংশয়ে সত্যাসংহারাত্মরোধেন সদেবেত্যাঙ্গভাবস্থাপাতে । নির্ণী-
 আত্মার্থতা গৃহীত হয় । [অম্বয়াদিতি...সম্পদ্বতে] আচ্ছা, উপসংহার উপক্রমের
 অধীন ; তদনুসারে উপসংহারে উপক্রমের অম্বয় (অম্বয়ুতি, সম্বন্ধ) আছে, সুতরাং
 উপক্রমে আত্মশব্দ না থাকায় আত্মার্থ প্রতীতি হয় না, এ কথার পরিহার কি ?
 প্রত্যুত্তর কি ? প্রত্যুত্তর—অবধারণ । অবধারণ বাক্য থাকতেই ঐস্থলে (সং-
 শব্দে) আত্মার প্রতীতি হয় । বিবেচনা কর, শ্রুতি “যাহার শ্রবণে অশ্রুতও শ্রুত
 হয়, মনন না করিলেও মনোগোচর হয়, অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়,”
 এইরূপে একের জ্ঞানে নিখিলের জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার অবধারণ (নিশ্চয়) করিয়া,
 তৎপরে ঐ প্রতিজ্ঞাত অবধারণকে সিদ্ধ ও বৃত্তিযুক্ত করিবার ইচ্ছায় (উপপাদন
 করিবার জন্ত) “সৎ এব” ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন । সং-শব্দের অর্থে আত্মাকে
 গ্রহণ না করিলে ঐ প্রতিজ্ঞাত অবধারণ উপপন্ন বা সিদ্ধ হইবে না । তাহা না
 হইলেও বাহা মুখ্য আত্মা—যাহার জ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইবে—তাহাকে
 জ্ঞান হইবেক না ; সুতরাং সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইবেক না । [তথা...
 সম্পাদনায়াম্] আরও দেখ, সৃষ্টিরপূর্ব্বাবস্থায় একত্ব কথন, আত্মশব্দের দ্বারা জীবের
 উল্লেখ, অম্বয়বস্থায় তাঁহার স্বীয়রূপে অবস্থিতি, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া
 “সে-ই তুমি বা তুমিই সেই” এতদ্রূপ ঐক্যাবধারণ কথন, এ সকল তাদাত্ম্য
 প্রতিপাদন পক্ষেই সম্ভব হয় ; তাদাত্ম্যসম্পাদন পক্ষে নহে । [প্রতিপাদন = বুঝা-

দনায়াম্ । ন চাত্রোপক্রমতস্ত্রতোপন্যাসো ন্যায়ঃ । ন হ্যপক্রমে
আত্মত্বসকীৰ্ত্তনমনাত্মত্বসকীৰ্ত্তনং বাস্তি । সামান্যোপক্রমশ্চ ন
বাক্যশেষগতেন বিশেষেণ বিরূধ্যতে, বিশেষাকাজ্জিহ্বাৎ
সামান্যস্ত । সচ্ছন্দার্থোহপি চ পর্যালোচ্যমানো ন মুখ্যাদা-
ত্মনোহন্তঃ সম্ভবতি । অতোহন্তস্ত বস্তুজাতস্তারম্ভগণসদা-
ভ্যোহনৃত্তোপপত্তেরান্নানবৈষম্যমপি নাবশ্যমর্থবৈষম্যমাবহতি ।
আহর পাত্ৰং, পাত্ৰমাহরেত্যাদিস্বর্থসাম্যোহপি তদ্দর্শনাৎ ।
তস্মাদেবজ্ঞাতীয়কেষু বাক্যেষু প্রতিপাদনপ্রকারভেদেহপি প্রতি-
পাত্তার্থাভেদ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩। ৩। ১৭ ॥

কার্য্যাখ্যানাদপূর্বম্ ॥ ৩। ৩। ১৮ ॥*

ছন্দোগা বাজসনেয়িনশ্চ প্রাণসম্বাদে স্বাদিমর্যাদং প্রাণ-
তার্থোপক্রমরূপেণ হ্যপসংহারবর্ণনা, ন পুনঃ সন্ধিদ্ধার্থেনোপক্রমেণোপসংহারো
বর্ণনীয়ঃ । অপি চ সম্পত্তৌ ফলং কল্পনীয়ম্ । ন চ সামান্তমাত্র জ্ঞাতে বিশেষ-
জ্ঞানসম্ভবঃ । ন পরাদ্যবক্ষে জ্ঞাতে শিংশপাদয়ন্ত্বিশেষা জ্ঞাতা ভবন্তি । তদেব-
মবধারণাদি সৰ্ব্বমনাত্মার্থে স্থাদনুপপন্নমিতি ছান্দোগ্যস্তাত্মার্থত্বমেবেতি সিদ্ধম্ ।
অত্র চ পূর্বম্বিন পূর্বপক্ষে হিরণ্যগর্ভোপাসনা, সিদ্ধান্তে তু ব্রহ্মভাবনেতি ॥৩।৩।১৭॥
বিষয়মাহ “ছন্দোগা বাজসনেয়িনশ্চ” ইতি । অননং প্রাণনং, অনঃ প্রাণঃ ।

ইয়া দেওয়া । সম্পাদন = কৃতির অর্থাৎ যত্নের দ্বারা উৎপাদন) । [ন চাত্রোপ-
ক্রমঃ...তদ্দর্শনাই] এ স্থলে উপক্রমের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বাক্য-বিশ্বাস করা
জায্য নহে । কেননা, উপক্রমে অর্থাৎ প্রস্তাবপ্রারম্ভে কি আত্মা, কি অনাত্মা
কাহারও উল্লেখ নাই ; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ঐ উপক্রম সামান্ত অর্থাৎ
সাধারণরূপে অভিহিত হইয়াছে । বাক্যশেষে যে, কোনও প্রকার বিশেষ কথন,
তাহা সামান্ততঃ উক্ত উপক্রমের বাধাদায়ক বা বিরোধী হয় না । কেননা, সামান্ততঃ
উল্লেখ বিশেষের আকাঙ্ক্ষা এবং তাহা বিশেষেই পর্য্যবসিত হয় । উপক্রমে যে
“সং” শব্দ আছে, পর্যালোচনা করিলে তাহারও মুখ্যাত্মা ব্যতীত অন্য অর্থ সম্ভব-
গোচরে আনা যায় না । আত্মা ব্যতীত আর যে-কিছু, সমস্তই আরম্ভগণাদি যুক্তিতে
মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত বা অবধারণিত হইয়াছে । তাহাতেও স্থির হয় বা জানা
যায়, বাক্য-উচ্চারণের বৈপরীত্য বস্তুত্বের বৈপরীত্য জন্মায় না । “আন পাত্ৰ”
“পাত্ৰ আন” এই দুই উচ্চারণের বৈষম্য থাকিলেও অর্থের বৈষম্য নাই ; প্রত্যুত
সাম্যই আছে । [তস্মাদেবং...সিদ্ধম্] বিচারের সিদ্ধান্ত এই যে, সেই সেই
বাক্যের প্রতিপাদন-প্রণালী বিভিন্ন হইলেও প্রতিপাত্তের ভেদ নাই, ইহা বুঝিতে
হইবে ॥ ৩। ৩। ১৭ ॥

ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণোপাসনা বিধায়ক প্রাণসংবাদনামক

* কাব্যার্থানাং কার্য্যেণ রূপেণোপদেশাৎ বিধিবিকল্প্য কথনাদিতি বাচ্যং । অপূর্বং

স্বাম্যাম্নায় তস্মৈবাপো বাস ইত্যামনস্তি। অনন্তরঞ্চ ছন্দোগা আমনস্তি “তস্মাদ্ভা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্ঠা-দন্তিঃ পরিদধতি” ইতি। বাজসনেয়িনশ্চামনস্তি “তদ্বিদ্ধাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিষ্টা চাচামন্ত্যেতমেব তদন-মনং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে। তস্মাদেবস্মিদশিষ্যম্মাচামেদশিষ্টা চাচামেদেতমেব তদনমনং কুরুতে” ইতি। অত্রোচমনমনং-

তং প্রাণমনং কুর্ব্বন্তঃ অনগ্নতাচিন্তনমিতি মন্যন্ত ইতি। মননং জ্ঞানং তদ্ব্যাপর্যায়-মিতি চিন্তনমুক্তম্। সংশয়মাহ “তমিমম্” ইতি।

একটি আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, † কৃমি হইতে কুকুর পর্যন্ত জীবসকল প্রাণের অন্ন এবং জল তাহার (প্রাণের) বস্তু। এই কথাটা উভয় শাখাতেই সমানরূপে আছে, কিন্তু ইহার পরে উভয় শাখায় কিছু কিছু বিশেষ দেখা যায়। ছান্দোগ্যে বিশেষ এই—“সেই হেতু অর্থাৎ যেহেতু জল প্রাণেরই অবস্থাবেদ অথবা জলে প্রাণের অবস্থা বিশেষ আছে, সেই হেতু ভোজনকারী শ্রোত্রিয়েরা এইরূপ করে—ভোজনের পূর্বে ও পরে আচমন (কিঞ্চিৎ জল পান) করে। আচমন করে অর্থ কি? না, জলের দ্বারা প্রাণকে আচ্ছাদিত করে।” এই স্থলে আরণ্যকাধ্যায়ীরা এইরূপ পাঠ করেন।—“সেই জন্ত প্রাচীন শ্রোত্রিয় (বেদপারগ) ব্রাহ্মণ ভোজন করিবার আদিতে ও ভোজনান্তে আচমন করিতেন। তাঁহারা এই আচমনের দ্বারা প্রাণ অনগ্ন অর্থাৎ বস্তুবৃত্ত হইল, এইরূপ চিন্তা করিতেন। ইদানীন্তন উপাসকেরা তাহা জ্ঞাত হইয়া ভোজনের পূর্বে আচমন করিবেন এবং ভোজনের পরেও আচমন (শাস্ত্রীয় নিয়মে জল ভক্ষণ) করিবেন এবং চিন্তা করিবেন, এতদ্বারা এই প্রাণ অনগ্ন হইল।” * [অত্রা...বিচার্যতে] উক্ত পুরাণপ্রাপ্ত অনগ্নতাদ্ব্যাপনমিতি শেষঃ। স্তুতা ও দ্বার্ব্যঃ কাণ্ডায়েন বিহিতে সকলকর্মাঙ্গতরা প্রাপ্তোচমনানুবাদোহপূর্ব্ব অনগ্নতাদ্ব্যাপনঃ বিধীয়ত ইতি নিরূপঃ।

অতিতে যে, প্রাণের আচমন ও অনগ্নতা চিন্তন প্রতীত হয়, সেই আচমন ও অনগ্নতা চিন্তন দুইটাই যে বিধের; তাহা নহে। ঐ কথায় একটর বিধান ও অপরটির অনুবাদ। অনগ্নতার বিধান আর আচমনের অনুবাদ হইয়াছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)

† এই কথাটা প্রাণসংবাদনামক আখ্যায়িকায় আছে এবং সে আখ্যায়িকা এইরূপে প্রস্তুত হইয়াছে—প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল, আমার অন্ন কি? বস্তুই বা কি? নাগাদি ইন্দ্রিয় বলিল, কৃমি হইতে কুকুর পর্যন্ত যে-কিছু—সমস্তই তোমার অন্ন এবং জল তোমার বস্তু। অতি এইরূপ কথাপ্রবন্ধে প্রাণোপাসকের কর্তব্য বিধান করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রাণিগণ যে-কিছু ভক্ষণ করে, সে সমস্তই প্রাণের ভক্ষ্য এবং জল তাহার বস্তু বা আচ্ছাদক দ্রব্য। প্রাণোপাসক এতপ্রকার চিন্তা করিবেন।

* পুরাতন প্রাণোপাসকগণ ভোজনের প্রারম্ভে ও ভোজনান্তে জলগণ্ডুষ গ্রহণ করিতেন, এবং ধ্যান করিতেন, প্রথম গণ্ডুষ প্রাণের আন্তরণ এবং দ্বিতীয় গণ্ডুষ তাহার পিধান অর্থাৎ আচ্ছাদন। এই গণ্ডুষদ্বয় প্রাণের বস্তুস্বরূপ। বস্তু যেমন দহ আচ্ছাদিত রাখে, সেইরূপ এই গণ্ডুষও প্রাণকে আচ্ছাদিত রাখে। অতি এতৎপ্রবন্ধের দ্বারা ইহাই বিধান করিতেছেন বা বলিতেছেন যে, উপাসক মাংসেই এরূপ করিবেন এবং এরূপ চিন্তা করিবেন।

তাচ্চিস্তনঞ্চ প্রাণস্য প্রতীয়তে । তৎ কিমুভয়মপি বিধীয়তে ?
উতাচমনমেব ? উতানগতাচ্চিস্তনমেব ইতি বিচার্যতে ।

কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । উভয়মপি বিধীয়ত ইতি । কুতঃ ?
উভয়শ্চাপ্যবগম্যমানহাৎ । উভয়মপি চৈতদপূর্ব্বছাদ্বিধ্যর্হম্ ।
অথবাচমনমেব বিধীয়তে, বিস্পষ্টা হি তস্মিন্ বিধিবিভক্তিঃ—
“তস্মাদেবস্মিংশিষ্যম্মাচামেদশিষ্মা চাচামেৎ” ইতি । তস্মৈব তু
স্বত্বার্থমনগতাসঙ্কীৰ্ত্তনমিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । নাচমনস্য
বিধেয়ত্বমুপপত্ততে, কার্য্যাখ্যানাৎ । প্রাপ্তমেব হীদং কার্য্যত্বেনাচ-
মনং প্রায়ত্যার্থঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধমস্বাখ্যায়তে ।

খুরবমাংগ্রেণাপাতত উভয়বিধানপক্ষং গৃহীত্বা মধ্যমং পক্ষমালম্বতে পূর্ব্বপক্ষৌ ।
“অথবাচমনমেব” ইতি । যথৈবমনগতাসঙ্কীৰ্ত্তনস্য কিং প্রয়োজনমিত্যত আহ—
“তস্মৈব তু স্বত্বার্থম্” ইতি । অয়মভিসন্ধিঃ—যত্বপি স্মার্ত্তং প্রায়ত্বার্থমাচমন-
বিধানমস্মি । তথাপি প্রাণোপাসনপ্রকরণে বিধানাত্তদন্ত্বেনাপ্রাপ্তমিতি বিধানমর্থ-
বদ্বত্যানুতবদনপ্রতিষেধ ইব স্মার্ত্তে জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে সমান্নাতো নানুতং বদে-
দिति প্রতিষেধো জ্যোতিষ্টোমাজ্ঞত্বার্থবানিতি ।

ঋতিষ্যে ঐরূপ আচমন ও অনগতা ধ্যান এই দুই অর্থ প্রতীত হওয়ায় এইরূপ
বিচার উপস্থিত হয় যে, উক্ত উভয় শাখায় কি উভয়েই বিধান ? কি কেবল
আচমনের অথবা কেবল অনগতা ধ্যানের বিধান ?

[কিং...বিধ্যর্হম্] প্রথমতঃ পাওয়া যায়, উভয়েরই বিধান । আচমন ও
অনগতা ধ্যান, এই দুইটাই অপূর্ব্ব (এই শাস্ত্র ব্যতীত অত্র কোথাও ঋত্ব হয়
নাই, সে কারণ উভয়ই অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্বাশ্রয়), সুতরাং উভয়ই বিধির যোগ্য ।
[অথবা...সঙ্কীৰ্ত্তনমিতি] অথবা আচমনেরই বিধান হইয়াছে, অনগতা-ধ্যান
তাহার প্রশংসাসূচক অনুবাদ মাত্র । কারণ এই যে, আচমনের উপরেই বিধিবিভক্তি
দেখা যায় । (আচামেৎ=আচমন করিবেক) । যাহাতে বিধিবিভক্তি,
তাহারই বিধান, ইহা সিদ্ধান্ত । [এবং...খ্যায়তে] এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর প্রদত্ত
হইতেছে যে, ঐ স্থলে আচমনের বিধেয়তা সঙ্গত হয় না । কেননা, তাহা
শাস্ত্রান্তরে কর্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে অর্থাৎ বিহিত হইয়াছে । শাস্ত্রান্তর
স্মৃতি, তাহাতে আচমনের বিধান দেখা যায় । স্মৃতি বলিয়াছেন, শুদ্ধির নিমিত্ত
আচমন করিবেক । ঋতি সেই স্মৃতিপ্রাপ্ত কৰ্ম্মাজ্ঞ আচমন অনুবাদ করিয়াছেন
মাত্র, তাহাতে তাহার বিধান-নিষ্পত্তি হয় নাই । (কেননা, বিধি অশ্রয়-
প্রাপক) ।

নশ্চিয়ং শ্রুতিস্তুত্যাঃ স্মৃতেমূলং স্মৃতাং । নেভ্যচ্যতে,
বিষয়নানাত্মাং । সামান্যবিষয়া হি স্মৃতিঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধং
প্রায়ত্যাৰ্থমাচমনং প্রাপয়তি, শ্রুতিস্তু প্রাণবিদ্যাপ্রকরণপঠিতা
তদ্বিষয়মেবাচমনং বিদধতী বিদধ্যাং । ন চ ভিন্নবিষয়য়োঃ শ্রুতি-
স্মৃত্যেত্বমূলমূলিভাবোহবকল্পতে । ন চেয়ং শ্রুতিঃ প্রাণবিদ্যা-
সংযোগ্যপূৰ্ব্বমাচমনং বিধাস্ততীতি শক্যমাশ্রয়িতুং, পূৰ্ব্বশ্চৈব
পুরুষমাত্রসংযোগিন আচমনশ্চৈব প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাং । অত
এব নোভয়বিধানম্ । উভয়বিধানে চ বাক্যং ভিद्यেত । তস্মাৎ
প্রাপ্তমেবাশিশিষ্যতামশিতবতাক্ষোভয়ত আচমনমনু্য “এতমেব

রাঙ্কাস্তমাহ “এবং প্রাপ্তে” ইতি । চোদয়তি—“নশ্চিয়ং শ্রুতিঃ” ইতি । পরি-
হরতি—“ন” ইতি । তুল্যার্থয়োর্মূলমূলিভাবো নাতুল্যার্থয়োরিতার্থঃ । অতিপ্রায়স্বং
পূৰ্ব্বপক্ষবীজং নিরাকরোতি “ন চেয়ং শ্রুতিঃ” ইতি । ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োরনৃতবদন-
প্রতিষেধয়োৰ্বৃক্ষমপোনরুক্ত্যম্ । ইহ তু স্মার্তমাচমনং সকলকৰ্ম্মান্ততয়া বিহিতং
প্রাণোপাসনাজ্ঞমপীতি ব্যাপকেন স্মার্তেনাচমনবিধিনা পুনরুক্ত্যদানর্থকম্ । ন চ
স্মার্তস্মাহনেন পৌনরুক্ত্যং, তস্ত চ ব্যাপকত্বাদেতস্ত চ প্রতি নিয়তবিষয়ত্বাদিতি ।
মধ্যমং পক্ষমপাকৃত্য প্রথমপক্ষমপাকরোতি—“অত এব নোভয়বিধানম্” । সূক্ত্য-
স্তরমাহ—“উভয়বিধানে চ” ইতি । উপসংহরতি । “তস্মাৎ প্রাপ্তমেব” ইতি ।

[নশ্চিয়ং...ভিद्यেত] যদি বল, এই শ্রুতি সেই স্মৃতির মূল, * আমরা বলি,
তাহা নহে । কেননা, তদুভয়ের বিষয় বিভিন্ন । স্মার্ত আচমনের বিষয় সামান্য
অর্থাৎ সৰ্বসাধারণ । স্মৃতি শুদ্ধির উদ্দেশে কৰ্ম্ম-সাধারণো আচমনের কৰ্ত্তব্যতা
উপদেশ করিয়াছেন ; স্মৃতরাং তাহা পুরুষের শুদ্ধিজনক বা শুদ্ধিজনক আচমন,
ইহাই পাওয়া যায় ; কিন্তু প্রদর্শিত শ্রুতি প্রাণবিদ্যা প্রকরণে পরিপঠিত, সে জন্ত
তদ্বজ্ঞ আচমন কেবলমাত্র প্রাণবিদ্যার বিষয়েই বিহিত, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় ।
অতএব, বিভিন্নবিষয়ক শ্রুতিস্মৃতির মূলমূলিভাব থাকিতে পারে না । প্রদর্শিত
শ্রুতি প্রাণোপাসনার স্বন্ধে অভিনব আচমনের বিধান করিতেছে, এ কথাও
বলিতে পার না । কারণ, পূৰ্ব্বপরিজ্ঞাত আচমন সৰ্ব্বপুরুষসম্বন্ধীয় । প্রাণো-
পাসকও সৰ্ব্বমধ্যপাতী । সে জন্ত প্রাণোপাসকের আচমনও সেই আচমন, ইহা
অবাধে প্রতীত হয় । প্রদর্শিত কারণে উভয়বিধান-পক্ষ খণ্ডিত হইতেছে ।
বিশেষতঃ উভয়বিধান পক্ষে গুরুতর বাক্যভেদ দোষের আশঙ্কা আছে । [তস্মাৎ...
উপদিষ্টতে] অতএব, স্মৃতিতে যে ভোজন প্রারম্ভে ও ভোজनावसाने আচমনের
বিধান আছে, শ্রুতি তাহার অনুবাদ অর্থাৎ উল্লেখ মাত্র করিয়া “আচমনের দ্বারা

* অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি স্মৃতির কথা বলিবেন কেন । শ্রুতি বাহা বিধান করেন, স্মৃতি
তাহার অনুবাদ করেন, ইহাই স্বাভাবিক । ফলিতার্থ—মূলমূলি ভাব আছে । শ্রুতি মূল,
স্মৃতি মূলী । শ্রুতি অনাদি, স্মৃতি সাদি । স্মৃতরাং শ্রুতির দ্বারা স্মৃতির অনুবাদ হওয়া অসম্ভব ।

তদনমনয়ং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে” ইতি প্রাণস্থানয়তাকরণসঙ্কলোহনেন
বাক্যোনাচমনীয়াস্বপ্ন প্রাণবিদ্যাসম্বন্ধিত্বেনাপূর্ব উপদিশ্যতে।

ন চায়মনয়তাবাদ আচমনস্ত্যর্থ ইতি ন্যায্যম্। আচ-
মনস্তাবিধেয়ত্বাৎ। স্বয়ংকানয়তাসঙ্কল্পস্তাবিধেয়ত্বপ্রতীতেঃ।
ন চৈবং সত্যেকস্থাচমনস্তোভয়ার্থতাত্ত্ব্যপগতা ভবতি, প্রায়-
ত্যর্থতা পরিধানার্থতা চেতি ক্রিয়াস্তরত্বাত্ত্ব্যপগমাৎ। ক্রিয়া-
স্তরমেব হ্যচমনং নাম প্রায়ত্যর্থং পুরুষস্তাত্ত্ব্যপগম্যতে,
তদীয়াস্থ ত্বপ্সু বাসঃ-সঙ্কল্পনং নাম ক্রিয়াস্তরমেব পরিধানার্থং
প্রাণস্তাত্ত্ব্যপগম্যত ইত্যনবদ্যম্।

অপি চ “যদিদং কিং চা শ্বভ্য আ শকুনিভ্য আ কুমিভ্য

“ন চায়মনয়তাবাদঃ” ইতি। স্তোত্রব্যাভাবে স্ততির্নোপপত্তত ইত্যর্থঃ। অপি
চ, মানান্তরপ্রাপ্তেনাপ্রাপ্তং বিধেয়ং শ্রয়তে। ন চানয়তাসঙ্কলোহনতঃ প্রাপ্তঃ,
যতঃ স্তাবকো ভবেৎ। ন চাচমনয়ত্তোহপ্রাপ্তং, যেন বিধেয়ং সং স্ত্রুয়েতে-
ত্যাহ—“স্বয়ংকানয়তাসঙ্কল্পস্ত” ইতি। অপি চ, একস্ত কৰ্ম্মণ একার্থতৈবেত্যাচিতং,
তস্ত বলবৎ প্রমাণবশাদনয়গতিস্বৈ সত্যনেকার্থতা কল্লাতে। সঙ্কল্পে তু কৰ্ম্মান্তরে
বিধীয়মানে নায়ঃ দোষ ইত্যাহ—“ন চৈবং সত্যেকস্থাচমনস্ত” ইতি।

অপি চ, দৃষ্টিচোদনাসাহচর্যাদৃষ্টিচোদনৈব জ্ঞায়া, ন চাচমনচোদনেত্যাহ—
এই প্রাণ অনয় হইল, এইরূপ মনে করে, ভাবনা করে,” ইত্যাদিবিধ ক্রুতি
বাক্যে প্রাণের অনয়তাকরণ সংকল্পের (সংকল্প=মানব-ব্যাপার বা চিন্তাপ্রবাহ
উত্থাপনরূপ ধ্যান) বিধান করিয়াছেন। বুঝিতে হইবে যে, প্রাণোপাসকদিগের
আচমনীয় জলে প্রাণের বস্ত্রসংকল্পের পৃথক্ বিধান হইয়াছে। অনয়তাসংকল্প
করা এতৎ শাস্ত্র ব্যতীত অত্র কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় নাই, জানা যায়
নাট, সুতরাং তাহা অপূর্ব, পূর্বাশ্রয়। পূর্বাশ্রয় বলিয়াই অনয়তা চিন্তন,
ঐ বাক্যে বিধেয়।

[ন চায়...ইত্যনবদ্যম্] ঐ অনয়তাবাদ (কথন), আচমন প্রশংসার্থ একরূপ
বলাও জায্য নহে। হেতু এই যে, আচমন ঐ বাক্যের বিধেয় নহে। ঐ স্থলে
অনয়তা ধ্যানই অপূর্ব, সুতরাং তাহাই বিধেয়। যদি বল, একই আচমনে শুদ্ধি
ও পরিধান (প্রাণের বস্ত্রভাব) এই দ্বিবিধ প্রয়োজন (অর্থ) কিরূপে সিদ্ধ হইবে?
ইহার প্রভাস্তরার্থ বলা যায়, স্বীকার করা যায়, আচমন একটা পৃথক্ ক্রিয়া;
তাহা কর্তার শুদ্ধ্যর্থ বিহিত। তৎসম্বন্ধীয় জলে যে প্রাণের বস্ত্রভাব চিন্তা,
তাহা অত্র একটা স্বতন্ত্র ক্রিয়া। এই ক্রিয়াটী প্রাণবিদ্যার অঙ্গ। অঙ্গ বলিয়াই
প্রাণোপাসকের সম্বন্ধে ঐ সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্ট।

[অপিচ...সম্ভবতি] অপিচ, পক্ষান্তরে দেখা যায়, “কুকুর পর্যন্ত, শকুনি

আ কীটপতঙ্গৈভ্যন্তুভেহম্” ইতি। অত্র তাবম্ সৰ্ব্বান্নাত্য-
বহারশ্চোদ্যত ইতি শক্যতে বক্তুন্ম, অশব্দত্বাদশক্যত্বাচ্চ। সৰ্ব্বন্তু
প্রাণস্তান্নমিতীয়মন্নদৃষ্টিশ্চোদ্যতে। তৎসাহচর্য্যাচ্চাপো বাস
ইত্যত্রোপি নাপাচমনং চোদ্যতে, প্রসিদ্ধাস্থেবাচমনীয়াস্থস্পু
পরিধানদৃষ্টিশ্চোদ্যত ইতি যুক্তম্। ন হর্দ্বৈবশসং সম্ভবতি।

অপি চ, আচামন্তীতি বর্তমানাপদেশিত্বান্নায়ং শব্দো
বিধিক্রমঃ। ননু মন্যন্ত ইত্যত্রোপি সমানং বর্তমানাপদেশিত্বম্।
সত্যমেবমেতৎ। অবশ্যস্থিধেয়ে ত্বন্যতরস্মিন্, বাসঃ কার্য্যাত্মানাং
অপাং বাসঃসঙ্কল্পনমেবাপূর্ব্বং বিধীয়তে, নাচমনং, পূর্ব্ববন্ধি
“অপি চ যদিদং কিঞ্চ” ইতি। যথা হি স্বাদিনর্ঘ্যাদস্তান্নস্তান্তু মশক্যত্বাদন্নদৃষ্টিশ্চোদ্যতে,
এবমিহাপ্যাপাং পরিধানাসম্ভবাদৃষ্টিরেব চোদ্যত ইত্যন্নদৃষ্টিবিসাহচর্য্যাদ্গম্যতে।
অশব্দরক্ষা যত্নপি দৃষ্ট্যভ্যবহারয়োস্তল্যাং, তথাপি দৃষ্টিঃ শাস্তদৃশনান্তরীয়কতয়া
সাক্ষাচ্ছন্দে ক্রিয়মাণোপলভ্যতে। অভ্যবহারস্বাভ্যাহরণীয়ঃ কথঞ্চিদ্বোগ্যতা-
মাত্রাণেতি বিশেষঃ। কিঞ্চ ছান্দোগ্যানাং বাজসনেয়িনাংচ আচমনে প্রায়োগাচা-
মন্তীতি বর্তমানাপদেশঃ। এবং যত্রোপি বিধিবিভক্তিস্তত্রোপি জটিলব্যাখ্যা বা
জুচয়াদিত্যবধিবিহীনমবিবক্ষিতম্।

মন্যন্ত ইতি অপ্রাপ্তার্থহাং সমিধো বজ্রতীত্যাদিবহিধিরেবেত্যাহ—“অপি
চাচামন্তি” ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ৩। ৩। ১৮ ॥

পর্য্যন্ত ও কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত যে-কিছু—সমস্তই তোমার অন্ন।” এই বাক্যে যে
অন্নকে কখন আছে, এক কখন “ঐ সকল ভক্ষণ করিবেক” এ অভিপ্রায়মূলক
নহে। ভক্ষয়েৎ=ভক্ষণ করিবেক—এরূপ শব্দ না থাকায় এবং মন্যন্ত উপাসকের
ঐ সকল অন্ন ভক্ষণ করিবার সামর্থ্য না থাকায় স্পষ্টই বুঝা যায়, ঐ বাক্যে ভক্ষণ
ক্রিয়ার বিধান হয় নাই, মাত্র অন্নদৃষ্টিরই বিধান হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে,
প্রাণোপাসক ভাবিবেন, ধ্যান করিবেন, সমস্তই প্রাণের অন্ন (ভক্ষ্য)। ঐ
বাক্যের মধ্যে যে “ভল তাঁহার বন্দ” এইরূপ অভিধান আছে, তাহাতেও পরিধান
ক্রিয়ার অর্থ আচমন ক্রিয়ায় বিহিত হয় নাই, কিন্তু প্রসিদ্ধ আচমনীয় জলে প্রাণ-
সম্বন্ধীয় বস্ত্র জ্ঞানের বিধান হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিসহ; অর্দ্ধবৈশস
ব্যাখ্যা অসম্ভব। [অপিচ...পাদিতম্] আরও দেখ, “আচামন্তি”—আচমন করে—
এইরূপ বর্তমান প্রয়োগ থাকায় ঐ শব্দ আচমন বিধানে অসমর্থ। “মন্যন্তে” মনে
করে—এখানেও ঐরূপ বর্তমান প্রয়োগ আছে সত্য; থাকিলেও বস্ত্রকার্যের
(আচ্ছাদনের) আখ্যান (কখন) থাকায় তৎকালে পূর্বাপ্রাপ্ত বস্ত্রচিন্তার বিধান
ব্যতীত আচমনের বিধান হইতে পারে না। আচমন অপূর্ব্ব নহে; কিন্তু পূর্ব্ববৎ
অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত। যেক্ষেপে শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত, তাহা পূর্ব্বকই বলা হইয়াছে, দেখান

তদিত্যুপপাদিতম্ । যদপ্যুক্তং বিস্পষ্টা চাচমনে বিধিবিভক্তিরিতি, তদপি পূর্ববদ্বেনৈবাচমনস্ত প্রত্যুক্তম্ । অতএবাচমনস্তাবিধিৎসিতত্বাৎ “এতমেব তদনমনগ্নং কুর্কন্তো মন্তন্তে” ইত্যত্রৈব কাণাঃ পর্য্যবস্তুস্তি, নামনস্তি “তস্মাদেবস্বিৎ” ইত্যাদি । তস্মাৎ মাধ্যন্দিনানামপি পাঠে আচমনানুবাদেনৈবস্বিদামেব প্রকৃতপ্রাণবাসোবিধিত্বং বিধীয়ত ইতি প্রতিপত্তব্যম্ ।

যোহপ্যয়মভ্যুপগমঃ কচিদাচমনং বিধীয়তে, কচিদ্বাসোবিজ্ঞানমিতি, সোহপি ন সাধুঃ । আপো বাস ইত্যাদিকার্যাবাক্যপ্রবৃত্তেঃ সর্বত্রৈবেকরূপ্যাৎ । তস্মাদ্বাসোবিজ্ঞানমেবেহ বিধীয়তে, নাচমনমিতি শ্রায্যম্ ॥ ৩ । ৩ । ১৮ ॥

সমান এবঞ্চাত্তেদাৎ ॥ ৩ । ৩ । ১৯ ॥*

বাজসনৈয়িশাখায়ামগ্নিরহস্তে শাণ্ডিল্যানামাক্ষিতা বিত্যা

ইহাভ্যাসাধিকরণত্বায়েন পূর্কঃ পক্ষঃ । দ্বয়োক্ষিত্যবিধ্যোরেকশাখাগত্যোরহইয়াছে । [যদপ্যুক্তং...পদ্যম্] বলিয়াছিল যে, আচমনবিষয়ে বিস্পষ্ট বিধিবিভক্তি আছে (আচমেৎ = আচমন করিবেক), পূর্ববদ্ব (শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ততা) থাকায় তাহা প্রতিক্ষেপযোগ্য । অর্থাৎ অপূর্বতা না থাকায় তাহার (আচমনের) বিধেয়তা সিদ্ধ হয় না । সেই জন্তই কাশ্যশাখাধ্যায়ীরা “তদনমনগ্নং কুর্কন্তো মন্তন্তে”* এই পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন, পাঠ করেন, “আচামেৎ” পাঠ করেন না । তাঁহারা “মন্তন্তে” পাঠের পরেই “তস্মাদেবস্বিৎ” ইত্যাদি পাঠ অধ্যয়ন করেন । ঐ কারণে অর্থাৎ আচমন অবধিৎসিত বলিয়া মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ীরাও আচমনের অনুবাদে (উল্লেখ) প্রাণবিৎ দিগের প্রাণ-বস্ত্রবিধির উপদেশ করেন, ইহাই বুঝিতে হইবে ।

[যোহপ্যয়...শ্রায্যম্] একবাক্যে এক স্থানে আচমনের বিধান, স্থানান্তরে বস্ত্রভাবচিন্তার বিধান, এ পক্ষ বা এ অর্থ সঙ্গত নহে । কারণ, “জলই বস্ত্র” ইত্যাদি বাক্যের প্রবৃত্তি সর্বত্রই একরূপ অর্থাৎ সমান । (প্রবৃত্তি একরূপ হইলে অর্থভেদও একরূপ হয় ; স্বরূপ হয় না) । এই সকল কারণে নিশ্চয় হয় যে, উদাহৃত বাক্যে আচমনের বিধান হয় নাই ; প্রাপ্ত আচমনের অনুবাদে তৎসদৃশীয় জলে প্রাণের বস্ত্রভাব ধ্যান মাত্র বিহিত হইয়াছে । এই অর্থই শ্রায্য ॥৩৩১৮॥

বাজসনৈয়ী-শাখায় অগ্নিরহস্তকাণ্ডে শাণ্ডিল্যবিত্যা (উপাসনাবিশেষ) কপিত

* চোহপ্যর্থে । অত্বেদাৎ উপাস্তরূপশ্চেক্যাৎ, ত্রিংশাখাষি বসানে সমানার্য শাখায়ামপি, বিষ্টেক্যামিতি শেবো বোধঃ । ভাবার্থস্ত—যত্র বহবোষ্টাঃ শ্রুতাশ্চ প্রধানবিধিঃ । অন্তত্র তদনুবাদেন গুণবিধিঃ । ইতি নিশ্চয়াৎ অগ্নিরহস্তে প্রধানবিধিবস্ত্রস্তত্র গুণবিধিরিতি ।

বিজ্ঞাতা । তত্র গুণাঃ শ্রয়ন্তে “স আত্মানুপাসীত মনোময়ং
প্রাণশরীরং ভারূপম্” ইত্যেবমাদয়ঃ । তস্ম্যামেব শাখায়াং
বৃহদারণ্যকে পুনঃ পঠ্যতে—“মনোময়োহয়ং পুরুষো ভাঃ
সত্যস্তশ্চিস্তস্তদ্বদয়ে যথা ত্রীহির্ব্বা যবো বা, স এষ সর্ব্বশ্রে-
শানঃ সর্ব্বস্তাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশান্তি, যদিদং কিঞ্চ” ইতি ।
তত্র সংশয়ঃ—কিমিয়মেকা বিদ্যাহ্মিরহস্ত-বৃহদারণ্যকয়োণ্ড-
ণোপসংহারশ্চ ? উত দ্বৈ ইমে বিদ্যে গুণানুপসংহারশ্চ ? ইতি ।
কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? বিদ্যাহভেদো গুণব্যবস্থা চেতি । কুতঃ ?
পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ । ভিন্নাস্তু হি শাখাস্বধ্যেত্বেদিভেদাৎ

গৃহ্যমাণবিশেষতয়া কস্ত কো মুখ্যোহমুবাদ ইতি বিনিশ্চরাতাবাদজ্ঞাতজ্ঞাপনাপ্রবৃত্ত-
প্রবর্ত্তনারূপস্ত চ বিধিবস্ত স্বয়মসিদ্ধৈরুভয়ত্রোপাসনাভেদঃ । ন চ গুণান্তরবিধা-
নাত্মৈকত্বানুবাদঃ, উভয়ত্রাপি গুণান্তরবিধানোপলক্ষ্যৈর্কিণিগমনাহেতুভাবাৎ সমান-
গুণানভিধানপ্রসঙ্গাচ্চ । তস্মাৎ সমিধো যজতীত্যাদিবদভ্যাসাদুপাসনাভেদ ইতি
প্রাপ্ত উচ্যতে । নৈককর্ত্ত্যামেকত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । ন চাগৃহ্যমাণবিশেষতা,
হইয়াছে । তাহাতে “আত্মার উপাসনা করিবেক ; আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর,
ভারূপ অর্থাৎ প্রকাশরূপ” ইত্যাদি ইত্যাদি কথা শুনা যায় । আবার ঐ শাখার
বৃহদারণ্যকে পঠিত হইয়াছে, “এই উপাস্ত পুরুষ মনোময়, দীপ্তিরূপ ও সত্য ।
ইনি হৃদয়াস্তরে ত্রীহির আয় যবের আয় অর্থাৎ স্বপ্ন আকারে অবস্থিত । ইনিই
সকলের ঈশান (নিয়ন্তা), সকলের অধিপতি, এবং তিনিই এ সমুদয় শাসন
করিতেছেন ।” এখানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় শ্রুতিতে কি একই উপাসনা
কথিত হইয়াছে ?” উভয় শ্রুতান্ত অল্লাধিক গুণ (ধর্ম বা অঙ্গ) কি একই উপা-
সনার অঙ্গ বলিয়া একত্র সঙ্কলন করিতে হইবে ? অথবা দুই বিভিন্ন উপাসনা ও
অল্লাধিক গুণের যথোক্ত ক্রম স্থির রাখিতে হইবে ? [কিং...মহতি] কি পাওয়া
যায় ? সংশয়ের পর পাওয়া যায়, দুই স্থানে দুই উপাসনা কথিত হইয়াছে,
সুতরাং অল্লাধিক গুণেরও কখনপরিপাটী ক্রমে ব্যবস্থা করিতে হইবে । শাখা

বাস্তবনিরীশাখার অগ্নিরহস্তকাণ্ডে শাখিলাবিদ্যা কথিত হইয়াছে । তাহাতে আত্মা মনোময়,
প্রাণশরীর, দীপ্তিরূপি, ইত্যাদি একবার উল্লিখিত আছে । ঐ শাখার আরণ্যকে মনোময়ত্বাদি
বিশেষণ ছাড়া কএকটি অধিক বিশেষণ আছে । তদ্রূপে সংশয় হয়, উক্ত উভয় স্থলে একই বিদ্যা
(উপাসনা) কথিত হইয়াছে ? কি বিভিন্ন বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে ? অল্লাধিক গুণ একত্রিত করিয়া
এক উপাসনা স্থির করিতে হইবে ? কি সে সকলের ব্যবস্থা করিয়া বিভিন্ন উপাসনা নিশ্চয় করিতে
হইবে ? ইহার সিদ্ধান্ত সূত্র এই । সূত্রের অর্থ এই যে, যখন উপাস্তরূপ এক, এবং সেই একই
দৃষ্টে বিভিন্ন শাখোক্ত বিদ্যার একত্র নিশ্চয় ও অল্লাধিক গুণের একত্র সংগ্রহ করার নিয়ম দৃষ্ট হয়,
তখন এখানেও তদ্রূপেই সমান অর্থাৎ এক শাখোক্ত উক্ত উভয়ের একত্র ও অল্লাধিক গুণের
একত্র সংগ্রহ অবশ্যই স্থায্য হইবে ।

পৌনরুক্ত্যপরিহারমালোচ্য বিদ্যৈকত্বমধ্যবসায়ৈকত্বাতি-
রিক্তা গুণা ইতরত্রোপসংহ্রিয়ন্তে প্রাণসম্বাদাদিস্বিত্যুক্তম্ ।
একস্থাং পুনঃ শাখায়াগধ্যোতৃ-বেদিতৃভেদাভাবাদশক্যপরিহারে
পৌনরুক্ত্যেন বিপ্রকৃষ্টদেশৈশ্চকা বিদ্যা ভবিতুমর্হতি । ন
চাত্তৈকমাত্মনং বিদ্যাবিধানার্থমপরং গুণবিধানার্থমিতি বি-
ভাগঃ সম্ভবতি । তদা হ্যতিরিক্তা এব গুণা ইতরত্রেতরত্র
চাত্মায়েরন্ অসমানাঃ, সমানা অপি তু উভয়ত্রাত্মায়ন্তে মনো-
ময়ত্বাদয়ঃ । তস্মাত্মাত্মোন্মত্তগুণোপসংহার ইত্যেবং প্রাপ্তে
ক্রমহে—

যথা ভিন্নাস্থ শাখাস্থ বিদ্যৈকত্বং গুণোপসংহারশ্চ ভবতি,

যত্র ভূয়াংসো গুণা যন্ত কর্ণণো বিধীয়ন্তে, তত্র তন্ত প্রধানন্ত বিদ্যিরিতরত্র তু
তদমুবাদেন কতিপয়গুণবিধিঃ । যথা যত্র চক্ষুরচামরপতাকাহাস্তিকান্বীষশালীক-
যাষ্টকধাতুককার্পণিকপ্রাসিকপদাতিপ্রচয়স্তত্রাস্তি রাজেতি গমাতে, ন তু কতিপয়-
গজবাজ্রিপদাতিভাজি তদমাতে, তথেষাপি ।

ন চৈকত্র বিহিতানাং গুণানামিতরত্রোক্তিরনর্থিকা, প্রত্যভিজ্ঞান-
বিভিন্ন হইলে তাহার অধ্যোতা ও উপাসক উভয়ই বিভিন্ন হয়, সুতরাং পুনরুক্তির
পরিহার সহজেই পরিদৃষ্ট হয় । অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে উপাসনার একত্ব অবধারণ-
পূর্বক অতিরিক্ত গুণ (ধর্ম বা অঙ্গ) গুলিকে অতঃপর উপাসনার অঙ্গে যোজন্য
বা সঙ্কলন করা হইয়া থাকে । এ কথা প্রাণোপাসনা প্রভৃতির বিচারে বলা হই-
য়াছে সত্য ; কিন্তু যে স্থলে শাখাভেদ নাই, একই শাখা, সে স্থলে অধ্যোতার ও
উপাসকের ভেদ থাকে না । একই ব্যক্তি অধ্যোতা ও উপাসক, সুতরাং তাদৃশ
স্থলে পুনরুক্তিপরিহার অশক্য । যেহেতু পুনরুক্তিপরিহার হয় না, সেই হেতু,
সুদূরস্থ সেই ছইটী এক বলিয়া গণ্য হয় না । [ন চাত্তৈক...ক্রমহে] এক স্থানের
শ্রুতি বিভা-বিধান করিবে, অত্র শ্রুতি গুণ (তাহার অঙ্গ) বিধান করিবে, এরূপ
বিভাগও অসম্ভব । ঐরূপ ব্যবস্থা বা বিভাগ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে । তাহা
হইলে অতিরিক্ত অসমান গুণগুলিই অভিহিত হইত, সমান গুণের উল্লেখ
আবশ্যক হইত না । কিন্তু উভয় প্রবন্ধেই অধিকতর সমান গুণের উপদেশ বা
উচ্চারণ দেখা যায় । মনোময়ত্বাদি গুণ উভয় প্রবন্ধেই সমান । এই কারণে,
বলা যায়, গুণগুলি পরস্পর একত্র সংকলিত হয় না এবং উপাসনাও এক বলিয়া
গ্রহণ করা যায় না । এই পূর্বপক্ষের প্রতিপক্ষে এইরূপ বলা যাইতেছে অর্থাৎ
সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে—

[যথা = ব্যবস্থানম্] যেমন ভিন্ন শাখায় একত্ব ও অস্বাধিক গুণের একত্ব

এবমেকস্তামপি শাখায়াং ভবিতুমর্হতি, উপাস্ত্রাভেদাৎ। তদেব হি ব্রহ্ম মনোময়ত্বাদিগুণকমুভয়ত্রাপ্যুপাস্ত্রমভিন্নং প্রত্যভিজানীমহে। উপাস্ত্রঞ্চ রূপং বিদ্যায়াঃ। ন চ বিদ্যামানে রূপাভেদে বিদ্যাভেদমধ্যবসাতুং শরুমঃ, নাপি বিদ্যাহভেদে গুণব্যবস্থানম্। ননু পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ বিদ্যাভেদোহধ্যবসিতঃ, নেতু্যচ্যতে, অর্থবিভাগোপপত্তেঃ। একং স্থান্নানং বিদ্যাবিধানার্থম্পরং গুণবিধানার্থমিতি ন কিঞ্চিম্নোপপদ্যতে। নস্বেবং সতি যদপঠিতমগ্নিরহস্তে, তদেব বৃহদারণ্যকে পঠিতব্যং “স এষ সর্বশ্বেশানঃ” ইত্যাদি। যত্ত্ব পঠিতমেব মনোময়ত্বাদি, তন্ম পঠিতব্যম্। নৈষ দোষঃ। তদ্বলেনৈব প্রদেশান্তরপঠিত-বিদ্যা-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সমানগুণান্নানেন হি বিপ্রকৃষ্টদেশাং শাণ্ডিল্য-বিদ্যাং প্রত্যভিজ্ঞাপ্য তস্মামীশানত্বাদ্যুপদিশ্যতে। অন্যথা হি কথং তস্মাময়ং গুণবিধিরভিধীয়তে।

দার্ঢ্যার্থত্বাৎ। অস্ত বাস্মিগ্নিত্যানুবাদঃ। ন হনুবাদানামবশ্যং সর্বত্র প্রয়োজন-সঙ্কলন করা হয়, তেমনি, এক শাখাতেও হইতে পারে—যদি উপাস্ত্র রূপের ঐক্য থাকে। উল্লিখিত স্থলে উপাস্ত্রের ঐক্য আছে, সে কারণে উপাসনাও এক। মনোময়ত্বাদি গুণে উপাস্ত্র ব্রহ্ম উভয়ত্র অভিন্ন অর্থাৎ এক, ইহা প্রত্যভিজ্ঞাত (প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানের গোচর) হইতেছে। উপাস্ত্রই উপাসনার রূপ, উপাসনা এক হইলে তাহাতেই অল্পাধিক গুণের উপসংহার (সমাবেশ) হয়। [ননু...পৃথতে] পুনরুক্তি দোষ সম্ভাবনায় উপাসনার ভেদ অঙ্গীকার করিতেছিলে, বস্তুতঃ তাহা ত্রাণ্য নহে। বাক্যদ্বয়ের অবিভাগই উপপন্ন, বিভাগ উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) নহে। এক স্থানের পাঠ উপাসনা বিধানার্থ, অপর স্থানের পাঠ তাহার গুণ-(অঙ্গ) বিধানার্থ, ইহা প্রদর্শিত বা উদাহৃত স্থলে সঙ্গত হয় না। [নস্বেবং...ধীরতে] বলিতে পার যে, ঐরূপ হইলে অগ্নিরহস্তে বাহা পঠিত হয় নাই, তাহা বৃহদারণ্যকে পঠিতব্য হয়, এবং বাহা পঠিত হইয়াছে, তাহা পুনরুক্ত বা অপঠিতব্য হয়। অগ্নিরহস্তোক্ত “ইনিই সকলের নিয়ন্তা” এই পাঠ বৃহদারণ্যকে সঙ্কলন করিতে হয় এবং “মনোময়” এ অংশ পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, ঐ দোষ হয় না। কারণ, তাহারই সামর্থ্যে স্থানান্তরে পরিপঠিত উপাসনার প্রত্যভিজ্ঞান হয় অর্থাৎ ইহাই সেই উপাসনা, একরূপ অন্ততঃ উপস্থিত হয়। সমান গুণের উল্লেখ থাকতেই অগ্রে স্মদূরস্থিত শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রত্যভিজ্ঞানের গোচর হয় অর্থাৎ এই সেই শাণ্ডিল্যবিদ্যা, একরূপ অন্ততঃ হয়, তৎপরে তাহাতে ঈশানত্বাদি গুণের উপদেশ বা বিধান স্বীকৃত হয়। ইহা স্বীকার না করিলে, কিরূপে “এটা গুণ বিধি” একরূপ বলিতে পারিবে।

অপি চ, অপ্রাপ্তাংশোপদেশেনার্থবতি বাক্যে সঞ্জাতে
প্রাপ্তাংশপরামর্শস্ত নিত্যানুবাদতয়াপ্যুপপত্তমান্বাৎ ন তদ্বলেন
প্রত্যভিজ্ঞোপেক্ষিতুং শক্যতে। তস্মাদত্র সমানায়ামপি
শাখায়াং বিদ্যেকত্বং গুণোপসংহারশ্চেতু্যপপন্নম্ ॥ ৩। ৩। ১৯ ॥

সম্বন্ধাদেবমন্ত্রাপি ॥ ৩। ৩। ২০ ॥*

বৃহদারণ্যকে “সত্যং ব্রহ্ম” ইতু্যপক্রম্য “তদ্ব্যবৃত্তং সত্যমসৌ
স আদিত্যো য এষৈতন্নিশ্মগুণে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেহ-
ক্ষন্ পুরুষঃ” ইতি তস্মৈব সত্যস্ত ব্রহ্মণোহধিদৈবতমধ্যাত্ম-
কায়তনবিশেষমুপদিষ্ট্য ব্যাহতিশরীরত্বঞ্চ সম্পাদ্য হ্রে উপ-

ববধম্। অনুবাদমাত্রাপি তত্র তত্রোপলক্ষেঃ। তস্মাদ্ভদেব বৃহদারণ্যকেহুপাসনং
তদুপগোনোপসংহারাদিবদিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩। ৩। ১৯ ॥

যত্নেকস্তামপি শাখায়াং তবেন প্রত্যভিজ্ঞানাহুপাসনস্ত তত্র বিহিতানাং

[অপিচ...পন্নম্] আরও দেখ, অজ্ঞাতাংশ উপদেশ দ্বারা বাক্যের অর্থবদ্ধতা
সিদ্ধ হইলে, জ্ঞাতাংশেব উল্লেখ গুলি নিত্যানুবাদ বলিয়াই স্থিরীকৃত ও উপপন্ন
হইয়া থাকে, সুতরাং সেই নিত্যানুবাদরূপী বাক্যের বলে প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণকে
অপহৃত্ব করিতে পার না। (সেই উপাসনাই অবস্থলে, এইরূপ প্রতীতি
প্রত্যভিজ্ঞা, ইহা বাক্যজ্ঞাত প্রত্যয়-বিশেষ, সুতরাং শব্দ প্রমাণ), প্রদর্শিত
হেতুবাদে ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, এক শাখায় অভিহিত বিচার অর্থাৎ
উপাসনার একত্ব এবং সেই একত্ব নিবন্ধন গুণসমূহের উপসংহার (একত্ব
সমাবেশ) অবশ্যই হইবেক ॥ ৩। ৩। ১৯ ॥

বৃহদারণ্যকে “সত্যং ব্রহ্ম” এই উপক্রমের পর উপক্রান্ত সত্য ব্রহ্মের অধিদৈব
‘ও অধ্যাত্ম আয়তন (স্থান) বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—“যাহা সেই সত্য,
এই সেই পুরুষ আদিত্যে আদিত্য পুরুষ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে চাক্ষুষ পুরুষ।”
ইহারই পরে সত্য ব্রহ্মের ব্যাহতিময় শরীর (ব্যাহতি—ভূ, ভুব, স্বর। ভূ—
১, ভুব=অস্তরীক্ষ, স্বর=স্বর্গ) উক্ত হইয়াছে এবং তৎপরে তাহার দুইটী

* যথা শাণ্ডিল্যবিদ্বাঃ বিভাগেনাপ্যধীত্যাঃ গুণোপসংহার উক্তঃ, এবমেববিদ্বাভিসম্ব-
ন্ধাদন্ত্রাপি তজ্জাতীয়কেহপি বিষয়ে ভণিতুমর্থিত।

শাণ্ডিল্যবিদ্বা বিভাগক্রমে (ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে) কবিত হইলেও
উপাসনার এক্য দৃষ্টে তাহাতে যেমন বিভিন্ন স্থানোক্ত অস্বাধিক গুণের একত্ব সঙ্কলন (একের অঙ্গ
করা) হয়, তজ্জাতীয় অঙ্গ স্থলেও সেইরূপ হইতে পারে অর্থাৎ বিচার এক্য দৃষ্টে উদাহৃত সত্য
বিদ্বাভেও বিভিন্ন স্থানোক্ত গুণের সঙ্কলন হইতে পারে। অর্থাৎ উপনিষদ্বয়ের উক্তরূপ প্রাপ্তি
হইতে পারে। এটি পূর্বপক্ষ বা আশঙ্কা নূত্র।

নিষদাবুপদিশ্যেতে “তশ্চোপনিষদহরিত্যাধিদৈবতং, তশ্চোপ-
নিষদহমিত্যাধ্যাত্মম্।” তত্র সংশয়ঃ—কিমবিভাগেনৈবোভে
অপ্যুপনিষদাবুভয়ত্রানুসন্ধাতব্যে ? উত বিভাগেনৈকাধিদৈবতম্ ?
একাধ্যাত্মম্ ইতি।

তত্র সূত্রেণৈবোপক্রমতে—যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং বিভাগেনা-
প্যধীত্যাং গুণোপসংহার উক্তঃ, এবমশ্রুত্বাপ্যেবজ্ঞাতীয়কে
বিষয়ে ভবিতুমর্হতি, একবিদ্যাভিসম্বন্ধাৎ। একা হীয়ং সত্য-
বিদ্যা অধিদৈবমধ্যাত্মকাধীতা, উপক্রমাভেদাৎ ব্যতিষক্তপাঠাচ্চ।
কথং তস্মামুদিতো ধর্ম্মস্তুস্মামেব ন স্যাৎ। যো হ্যাচার্য্যে
কশ্চিদনুগমাদিরাচারশ্চোদিতঃ, স গ্রামগতে অরণ্যগতে চ
তুল্যবদেব ভবতি। তস্মাদুভয়োরপ্যুপনিষদোরুভয়ত্র প্রাপ্তি-
রिति। এবং প্রাপ্তে প্রতিবিধতে ॥ ৩। ৩। ২০ ॥

ধর্ম্মাণাং সঙ্করস্তথা সতি সত্যৈশ্বকস্মাভেদান্নগুণদ্বয়বাক্ত্রিন উপনিষদোরপি সঙ্কর-
প্রসঙ্গান্তস্তেতি চ প্রকৃতপরামর্শহাঙ্কদঃ, সত্যশ্চ চ প্রধানশ্চ প্রকৃতত্বাৎ অধিদৈব-
মিত্যশ্চ বিশেষণতয়োপসম্বন্ধনত্বেনাপ্রস্বতত্বাৎ, প্রস্বতশ্চ চ সত্যস্মাভেদাৎ পূর্ব্ববদ-
গুণসঙ্কর ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে ॥ ৩। ৩। ২০ ॥

উপনিষদ্ অর্থাৎ দুইটা রহস্য দেবতা কথিত হইয়াছে। যথা—“উহার অধিদৈব
উপনিষদ্ অহঃ, তাহার অধ্যাত্ম উপনিষদ্ অহম্।”

[তত্র...সম্বন্ধাৎ] এখানে সংশয় হয়, ঐ উপনিষদ্বয় কি উভয়ত্র অবিভাগে
পরিচ্ছেদ্য ? অথবা বিভাগে পরিচ্ছেদ্য ? (একটা অধিদৈব উপনিষদ্, অপরটা
অধ্যাত্ম উপনিষদ্, এইরূপ পৃথক্ বা ভিন্নভাবে পরিচ্ছেদ্য কি ?) সুত্রকার হস্তের
দ্বারা এই সংশয়ের উপাশন করিয়াছেন ও বিভাগক্রমে অধ্যয়ন বা পাঠ থাকিলেও
শাণ্ডিল্যবিদ্যার যে প্রণালীতে ও যে কারণে অল্লাদিক গুণের একত্র সকলন হইয়া
থাকে, তৎসমানজাতীয় অজ্ঞাত স্থলেও সেই কারণে ও সেই প্রণালীতে অল্লাদিক
গুণের একত্র সংগ্রহ হওয়াই জ্ঞাত্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। তৎপ্রতি
হেতু এই যে, সেই সেই স্থলে একই উপাসনার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। [এক...
বিধতে] উপক্রম অভেদ ও ব্যতিষক্ত পাঠ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, একই
সত্যবিজ্ঞা অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এই দ্বিবিধ নিদর্শনে অধীত হইয়াছে (ব্যতিষক্ত
পাঠ = সংশ্লিষ্ট পাঠ অর্থাৎ অকি-পুরুষ ও আদিত্য-পুরুষ পরম্পর পরম্পরে
প্রতিষ্ঠিত, এইরূপ উক্তি। আদিত্য-রশ্মি চকুতে ও চকু আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত,
এইরূপ পাঠ)। যে ধর্ম্ম তাদৃশ আধারে কথিত, সে ধর্ম্ম কেননা তাহাতে
থাকিবে ? আচার্য্য বিষয়ে উপদিষ্ট আচার যুদ্ধ স্থলে ও অরণ্য স্থলে উভয়ত্রই
সমান প্রাপ্ত জানিবে। তদ্ব্যতীতে উভয় স্থলেই উভয় উপনিষদের প্রাপ্তি, ইহা
প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার বা এই পূর্ব্বপক্ষেব প্রতিবিধান এই ॥ ৩। ৩। ২০ ॥

ন বা বিশেষাৎ ॥ ৩ । ৩ । ২১ ॥*

নৈবোভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ । কস্মাৎ ? বিশেষাৎ । উপা-
সনস্থানবিশেষোপনিবন্ধাদিত্যর্থঃ । কথং স্থানবিশেষোপনিবন্ধ
ইতি ? উচ্যতে । “য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষঃ” ইতি হ্যাধি-
দৈবিকং পুরুষং প্রকৃত্য তস্তোপনিষদহরिति শ্রাবয়তি ।
“যোহয়ং দক্ষিণেহকন্ পুরুষঃ” ইতি চাধ্যাত্মিকং পুরুষং প্রকৃত্য
তস্তোপনিষদহমিতি । তস্মেতি চৈতৎ সন্নিহিতালম্বনং সৰ্ব্বনাম ।
তস্মাদায়তনবিশেষব্যপাশ্রয়েণৈবৈতে উপনিষদাবুপদিচ্ছেতে,
কুত উভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ ।

নম্বেক এবায়মধিদৈবতমধ্যাত্মক পুরুষঃ, একশ্চৈব সত্যস্য

সত্যং, যত্র স্বরূপমাত্মনম্বন্ধো ধৰ্ম্মাণাং শ্রয়তে, তত্রৈবং স্বরূপস্ত সৰ্ব্বত্র প্রত্য-
ভিজ্ঞায়মানমাত্মাত্মাসম্বন্ধিহ্মাচ্চ ধৰ্ম্মাণাম্ । যত্র তু সবিশেষণং প্রধানমবগ-
ম্যতে, তত্র সবিশেষণশ্চৈব তত্ত্ব ধৰ্ম্মাভিসম্বন্ধো ন নির্বিশেষণস্ত, নাপ্যস্তবিশে-
ষণসহিতস্ত । ন হি দণ্ডিনং পুরুষমানয়েত্যাঙ্কে দণ্ডরহিতঃ কনগুলুমানানী-
য়তে ।

উভয় স্থলেই উক্ত উভয়ের প্রাপণ সম্ভবে না । তৎপ্রতি হেতু,
উপাসনার জন্ত বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিরূপ ? তাহা বলিতেছি ।
শ্রুতি “আদিত্যমণ্ডলে ঐ যে পুরুষ” এইরূপে আধিদৈবিক পুরুষের
(আত্মার) প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন বা শুনাইয়াছেন—“তাহার উপনিষদ্
অর্থাৎ রহস্যদেবতা অহঃ ।” আর “দক্ষিণ চক্ৰে এই যে পুরুষ” এইরূপে
আধ্যাত্মিক পুরুষের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন বা শুনাইয়াছেন—“ইহার
উপনিষদ্ অহম্ ।” তৎ-শব্দ ও এতৎ-শব্দ অর্থাৎ সেই ও এই, এই দুই
শব্দ একত্রিত হইলে সন্নিহিতবাচী হইয়া থাকে । (যাহা নিকটে—তাহা-
কেই বুঝায়) । যখন আয়তন-বিশেষ অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থান উল্লেখে ঐ দুই
উপনিষদ্ উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন আর কিরূপে ঐ ধৰ্ম্মকে ঐ দুই প্রদেশে পাইতে
বা লইতে পার ?

[নম্বেক...নিষদোঃ] যদি বল, ঐ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পুরুষ একই

* ন বা নৈব উভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ । কস্মাৎ ? বিশেষাৎ । উপাসনস্থানবিশেষোপনিবন্ধা-
দিত্যর্থঃ । তস্তোপনিষদহরহমিতি চ বাক্যধরেন তচ্ছব্দপরাসৃষ্টরোঃ সন্নিহিতস্থানবিশিষ্টরোঃ
পুরুষয়োনিমসম্বন্ধপরেণবাক্যোনোপসংহারানুমানঃ বাধ্যমিতি নিব্ধঃ ।

উত্তর এই যে, তাহা পারে না । অর্থাৎ উপনিষদ্বয়ের উভয়ত্র প্রাপ্তি হইতে পারে না ।
কারণ এই যে, সত্য ব্রহ্ম উপাসনার নির্দিষ্ট স্থান কথিত হইয়াছে । (ভাষ্যানুবাদ দেখ) ।

ব্রহ্মণ আয়তনদ্বয়প্রতিপাদনাং । সত্যমেবমেতৎ । একস্ত্যাপি
 ভুবন্বাবিশেষোপাদানে নৈবোপনিষদ্বিশেষোপদেশাৎ তদবস্থ্যৈব
 সা ভবিতুমর্হতি । অস্তি চায়ং দৃষ্টান্তঃ—সত্যপ্যাচার্য্যস্বরূপান-
 পায়ে যদাচার্য্যাস্থাসীনস্থানুবর্তনমুক্তং, ন তত্তিষ্ঠতো ভবতি । যচ্চ
 তিষ্ঠত উক্তং, ন তদাসীনশ্চেতি । ঐমারণ্যয়োস্ত্বাচার্য্যস্বরূপান-
 পায়াং তৎস্বরূপানুবর্তন্য ধর্ম্মস্য ঐমারণ্যকৃত-বিশেষাভাবাভূতয়ত্রৈ
 তুল্যবদ্ভাব ইত্যদৃষ্টান্তঃ সঃ । তস্মাদ্ব্যবস্থাহনয়োরূপনিষদোঃ ॥
 ৩।৩।২১ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ৩।৩।২২ ॥ *

অপি চ, এবঞ্জাতীয়কানাং ধর্ম্মাণাং ব্যবস্থিতিলিঙ্গদর্শনং

তস্মাদধিদৈবং সত্যোপনিষদুক্তা, ন তৈশ্বাধ্যাত্মং ভবিতুমর্হত । যথা
 চাচার্য্যস্য গচ্ছতোহুগমনং বিহিতং ন তত্তিষ্ঠতো ভবতি । তস্মান্নোপনিষদোঃ
 সঙ্করঃ, কিন্তু ব্যবস্থিতিঃ । তদ্বিদমুক্তং “স্বরূপানপায়াং” ইতি ॥ ৩।৩।২১ ॥

অতিদেশাদপ্যেবমেব, তস্মৈ হি নাতিদেশঃ স্তাদিতি ॥ ৩।৩।২২ ॥

বস্তু, কেননা, একই সত্তা ব্রহ্মের ঐ দুইটা স্থান (উপাসনার প্রতীক) উপদিষ্ট
 হইয়াছে । এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, তাহা সত্য ; তথাপি উক্ত উভয়
 উভয়স্থলে প্রাপিত হয় না । একের নিদ্রিষ্ট বহু অবস্থার গ্রহণ দ্বারা তদনুবর্তন
 করাই কর্তব্য । প্রস্তাবিত স্থলেও দুই বিভিন্ন উপনিষদের উপদেশ হওয়ায় তাহা
 (তদ্বয়) তদবস্থাপন্নেরই হওয়া উচিত । একরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধ গ্রহণের দৃষ্টান্তও
 আছে । যথা—আচার্য্যের স্বরূপ পরিবর্তন না হইলেও, একরূপ থাকিলেও,
 উপবেশনাবস্থায় যদ্রূপ অনুবর্তন উক্ত ও কর্তব্য হয়, সেরূপ অনুবর্তন উত্থানাবস্থায়
 (উত্থান = দাঁড়ান অবস্থায়), হয় না, আবার উত্থানাবস্থায় বাহ্য কর্তব্য হয়, তাহা
 উপবেশনাবস্থায় হয় না । গ্রাম ও অরণ্য প্রকৃতাভিগুণ দৃষ্টান্ত নহে । যদিও—
 গ্রামে ও অরণ্যে আচার্য্য-স্বরূপের প্রচ্যুতি হয় না, তাহা উভয়ত্রই একরূপ,
 তথাপি গ্রাম ও অরণ্যে এ চুটি আচার্য্যাত্মগত ধর্ম্মের কোনরূপ বিশেষ (ভেদ)
 ভাব উৎপাদন করে না, স্তত্রাং গ্রাম ও অরণ্য উভয়ত্রই তুল্যরূপে তদনুবর্তিত্ব
 ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয় । প্রদর্শিত হেতুবাদের দ্বারা উভয় উপনিষদের ব্যবস্থাভাবই
 প্রতীত হয়, তুল্যরূপে উভয়ত্র গ্রহণ প্রতীত হয় না ॥ ৩।৩।২১ ॥

ঐরূপ ঐরূপ ধর্ম্মের (নামাদির) ব্যবস্থার, নিয়মিতরূপে প্রাপ্তির বা সেই

* প্রতিরিত্তি শেখঃ । উক্তনাম-ব্যবস্থায়নতিদেশরূপজ্যোতির্লিঙ্গমতীতি নিম্পট্যঃ ।

ঐরূপ ঐরূপ ধর্ম্মের বা গুণের ব্যবস্থা পক্ষে জ্যোতির্লিঙ্গও আছে । (লিঙ্গ = অনুমাপক—
 অতিদেশ বাক্য । ব্যবস্থা = অনিয়মের নিয়ম) ।

ভবতি “তস্মৈতস্ম তদেব রূপং যদমুখ্য রূপং, যাবমুখ্য গেফো
 তৌ গেফো, যন্মাম তন্মাম” ইতি । কথমস্ম লিঙ্গত্বম্ ? তদুচ্যতে ।
 অক্ষাদিত্যস্থানভেদভিন্নান্ ধৰ্ম্মানন্তোত্তমিশ্চক্ষুপসংহার্য্যান্ পশ্যান্
 ইহাতিদেশেনাদিত্যপুরুষগতান্ রূপাদীনক্ষিপুরুষ ঃউপসংহরতি
 “তস্মৈতস্ম তদেব রূপম্” ইত্যাদিনা । তস্মাদ্যবস্থিতে এবৈতে
 উপনিষদাবিতি নির্ণয়ঃ ॥ ৩ । ৩ । ২২ ॥

সম্ভৃতিদ্ব্যব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ৩ । ৩ । ২৩ ॥ †

“ব্রহ্মজ্যোষ্ঠা বীৰ্য্যা সম্ভৃতানি, ব্রহ্মাগ্রে জ্যোষ্ঠং দিবমাত-
 তান” ইত্যেবং রাণায়নীয়ানাং খিলেষু বীৰ্য্যসম্ভৃতি-দ্ব্যনিবেশ-
 প্রভৃতয়ো ব্রহ্মণো বিভূতয়ঃ পঠ্যন্তে । তেষামেব চোপনিষদি

“ব্রহ্মজ্যোষ্ঠা বীৰ্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যোষ্ঠং দিবমাততান ।

ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমস্ত জজ্ঞে তেনাহতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ ॥”

সেই আধারে ত্রিরাখার শ্রোত নিদর্শনও আছে । যথা—“সেই এই পুরুষের
 তাহাই রূপ—যাহা ঐ আদিত্যপুরুষের রূপ । অর্থাৎ ইহারও সেই রূপ, সেই
 গেফ, সেই নাম ।” এখানে চক্ষু ও আদিত্য এই দুই বিভিন্ন স্থান উক্ত হইয়াছে,
 অথচ সেই সেই স্থানে রূপাদির তুল্যতা কথিত হইয়াছে ; সুতরাং ঐ সকলের
 একত্ব উপসংগ্ৰাহ হওয়া আবশ্যক । কিন্তু শ্রুতি সে বিষয়ে অস্ত কিছু না বলিয়া
 কেবল অতিদেশবাক্যে আদিত্য পুরুষের রূপাদি ধৰ্ম্মনিচয় চাক্ষুষ পুরুষসমাবেশ
 (উপসংগ্রহ) করিয়া দিয়াছেন । এতদনুসারে অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তের বলে উক্ত
 উপনিষদ্বয়ের ব্যবস্থা-পক্ষই সিদ্ধ হয় ও অব্যবস্থাপক্ষ নিবারিত হয় ॥৩৩২২॥

রাণায়নীয়শাখার খিল-শ্রুতিতে (খিল = বিদ্বিও নহে, নিষেধও নহে, এক্রপ
 বাক্য ।) ব্রহ্মের বীৰ্য্যবত্তা ও স্বর্গাবস্থান প্রভৃতি ধর্ম্ম পঠিত হইয়াছে । যথা—
 “ব্রহ্মের বীৰ্য্য অর্থাৎ পরাক্রম (আকাশাদি উৎপাদনের সামর্থ্য) সম্ভৃত অর্থাৎ

† অতএব আর্যতনবিশেষবোপাদপি হেতোঃ সম্ভৃতিত্যাদয়োহপি ব্রহ্মবিভূতয়ো নোপ-
 সংহর্তব্যঃ, শাঙিলাবিজ্ঞাপ্রভৃতিবিত্যয়ঃ । সম্ভৃতিবীৰ্য্যমাক্ষাণোপাদনাদিসামর্থ্যম্ । দ্ব্যব্যাপ্তিঃ
 সদাসক্ৰব্যাপিহম্ ।

রাণায়নীয় শাখার বিধিনিষেধশূন্য কাতপর বাক্যে সম্ভৃতি ও দ্ব্যব্যাপ্তি প্রভৃতি ব্রহ্ম-
 বিভূতি কথিত হইয়াছে । আবার ঐ শাখায় শাঙিলাবিজ্ঞাপ্রভৃতি কতিপর উপাসনা
 অভিহিত আছে । ওদুট্টে সংশয় হয়, সম্ভৃতিপ্রভৃতি ব্রহ্মগুণ শাঙিলাবিজ্ঞা প্রভৃতিতে
 সংকলিত হইবে কি না । পূর্বপক্ষে পাওরা যায়, হইবে, কিন্তু বিচারনিবন্ধে পাওরা
 যায়, হইবে না । তৎপ্রতি কারণ এই যে, শাঙিলাবিজ্ঞা প্রভৃতিতে আশ্রয়বিশেষের উপদেশ
 আছে । শাঙিলাবিজ্ঞায় হৃদয়রতনে ব্রহ্মোপাসনার বিধান । এ ব্রহ্ম তাহা আধ্যাত্মিক ; কিন্তু
 সম্ভৃতি প্রভৃতি আধিদৈবিক । আধিদৈবিক গুণ আধ্যাত্মিক উপদেশে সম্বলিত হইবার কবোপ্য ।

শাণ্ডিল্যবিদ্যাশ্রুতয়ো ব্রহ্মবিদ্যাঃ পঠ্যন্তে। তাস্থ ব্রহ্ম-
বিদ্যাস্থ তা ব্রহ্মবিদ্যুতয় উপসংহ্রিয়েরন্ ন বেতি বিচারণায়াং
ব্রহ্মসম্বন্ধাভ্যুপসংহারপ্রাপ্তৌ পঠতি—

সম্ভৃতিদ্ব্যব্যাপ্তিশ্রুতয়ো বিদ্যুতয়ঃ শাণ্ডিল্যবিদ্যাশ্রুতিযু
নোপসংহর্তব্যঃ। অত এব চ—আয়তনবিশেষযোগাৎ। তথা
হি শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং হৃদয়ায়তনত্বং ব্রহ্মণ উক্তং “এষ ম আত্মান্ত-
হৃদয়ে” ইতি। তদ্বদেব দহরবিদ্যায়ামপি “দহরং পুণ্ডরীকং
বেশ্ম, দহরোহস্মিন্নন্তর আকাশঃ” ইতি। উপকোশলবিদ্যায়ান্ত
অক্ষ্যায়তনত্বং “য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে” ইতি। এবং
তত্র তত্র তত্তদাধ্যাত্মিকমায়তনমেতাস্থ বিদ্যাস্থ প্রতীয়তে।
আধিদৈবিক্যস্তেতা বিদ্যুতয়ঃ সম্ভৃতিদ্ব্যব্যাপ্তিশ্রুতয়ঃ। তাসাং
কূত এতাস্থ প্রাপ্তিঃ। নম্বেতাস্থপ্যাধিদৈবিক্যো বিদ্যুতয়ঃ শ্রুয়ন্তে

ব্রহ্ম জ্যোষ্ঠং যেষাং তানি ব্রহ্মজ্যোষ্ঠা, ভজ্ঞে আস। যত্মপি তাস্থ তাস্থ
শাণ্ডিল্যবিদ্যায়ায়তনভেদপরিগ্রহণাধ্যাত্মিকায়তনত্বং সম্ভৃত্যাদীনাং গুণা-
অব্যাহত। সেই সর্বজ্যোষ্ঠ ব্রহ্ম দেবাদি উৎপাদনের পূর্বে স্বর্গ ব্যাপিয়াছিলেন”
ইত্যাদি। ঐ শাখার উপনিষদে শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ আছে,
তাহাতে ঐ সকল ব্রহ্ম-বিভূতি (বীৰ্যবত্তা ও সদাসর্বব্যাপিহ) উপসংহৃত
(সঙ্কলিত) হইবে কি-না, এই বিচারণা উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধ থাকায়
প্রথমতই পাওয়া যায়, উপসংহৃত হইবে। এই ২৩শ সূত্র সেই প্রাপ্ত-উপসংহার
পক্ষের নিরাসক।

অর্থ এই যে, সম্ভৃতি অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি ও স্বর্গব্যাপ্তি প্রভৃতি বিভূতি শাণ্ডিল্য-
বিদ্যা প্রভৃতিতে উপসংহৃত হইবে না। কারণ এই যে, শাণ্ডিল্যবিদ্যার সহিত
নির্দিষ্ট আয়তনের (উপাস্ত স্থানের) সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। [তথাহি...প্রাপ্তিঃ]
শাণ্ডিল্যবিদ্যায় কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মের আয়তন হৃদয়। যথা—“এই আত্মা
হৃদয়াভ্যন্তরে—” ইত্যাদি। দহরবিদ্যাতেও ঐরূপ। যথা—“হৃদয়ে দহর অর্থাৎ
অল্পপরিমাণ পদ্যরূপ গৃহ, তন্মধ্যে দহরপরিমাণ আকাশ (আত্মা বা ব্রহ্ম।” উপ-
কোশল-বিদ্যায় হৃদয়স্থান কথিত হয় নাই, কিন্তু অক্ষিস্থান কথিত হইয়াছে।
অর্থাৎ তাহাতে চক্ষু-আধারে ব্রহ্মোপাসনা করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা—
“অক্ষিপটে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হয়—” ইত্যাদি। এষ্টরূপে সেই সেই প্রভৃতিতে
অভিহিত সেই সেই বিদ্যায় (উপাসনায়) আধ্যাত্মিক আয়তন (হৃদয় ও চক্ষুঃ
প্রভৃতি সমস্তই দেহস্থ, সূত্রাং আধ্যাত্মিক) কথিত হইয়াছে; পরন্তু ঐ সকল
বিভূতি (ঐশ্বর্য বা সামর্থ্য) আধিদৈবিক। যেহেতু আধিদৈবিক, সেই হেতু
শাণ্ডিল্যবিদ্যা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতিতে ঐ সকলের (সম্ভৃতি ও স্বর্গব্যাপ্তি
প্রভৃতির) প্রাপ্তি সম্ভাবনা নাই। [নম্বেতা...ক্ষমাঃ] যদি বল, অতীত অনেক

“জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ, এষ উ এব ভামনী-
রেষ হি সর্বেষু ভূতেষু ভাতি, যাবান্ বায়মাকাশস্তাবানেষো-
হন্তর্হৃদয় আকাশঃ, উভে অগ্নিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমা-
হিতে” ইত্যেবমাদ্যাঃ । সন্তি চান্ধা আয়তনবিশেষহীনা অপি
ব্রহ্মবিদ্যাঃ ষোড়শকলাদ্যাঃ । সত্যমেবৈতৎ । তথাপ্যত্র বি-
দ্যাতে বিশেষঃ সম্ভৃত্যাদ্যনুপসংহারহেতুঃ । সমানগুণান্নানেন
হি প্রত্যুপস্থাপিতাস্থ বিপ্রকৃষ্টদেশাষপি বিদ্যাস্থ বিপ্রকৃষ্ট-
দেশগুণা উপসংহ্রিয়েরমিতি যুক্তম্ ।

নামাধিদৈবিকমিত্যায়তনভেদঃ প্রতিভাতি, তথাপি “জ্যায়ান্ দিবঃ” ইত্যাদিনা
সন্দর্ভেণাধিদৈবিকবিভূতিপ্রত্যভিজ্ঞানাং ষোড়শকলাদ্যাস্থ চ বিদ্যাস্থায়তনশ্রবণা-
দন্ততো ব্রহ্মশ্রয়তয়া সামোদ্য প্রত্যভিজ্ঞাসম্ভবাং সম্ভৃত্যাদীনাং গুণানাং
শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাস্থ ষোড়শকলাদিবিদ্যাস্থ চোপসংহার ইতি পূর্বে পক্ষঃ ।

রাক্ষাস্ত্ব—মিথঃ সমানগুণশ্রবণং প্রত্যভিজ্ঞায় যদ্বিত্তা অপূর্বানপি তজ্ঞাপ্তান্
গুণানুপসংহারয়তি ন হি সম্ভৃত্যাদিগুণকব্রহ্মবিদ্যাস্থ শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাগতগুণ-
শ্রবণমস্তি । যা তু কাচিদাধিদৈবিকৌ বিভূতিঃ শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাস্থ শ্রয়তে,
তস্তাস্তৎপ্রকরণাধীনত্বাত্তাবন্মাত্রং গ্রহীয়াতে, নৈতাবন্মাত্রেন সম্ভৃত্যাদীনমুকৃষ্ট-
মর্থতি । তত্ৰৈতৎপ্রত্যভিজ্ঞানাভাবদিত্যুক্তম্ । ব্রহ্মশ্রয়ত্বেন তু প্রত্যভিজ্ঞান-
সমর্থনমতিপ্রসক্তম্, ভূয়সীনামৈক্যপ্রসঙ্গাৎ ।

বিদ্যায় (উপাসনায়) আধিদৈবিক ঐশ্বর্য অনির্দিষ্ট আয়তনে ঐত আছে,
আধিদৈবিক ঐশ্বর্য যথা—“দিব্ (আকাশ) হইতেও বড়, এ সমুদায় লোক
হইতে বড়, ইনিই ভামনী (দীপ্তরূপ), ইনিই সমুদায় ভূতে প্রকাশমান, এই
আকাশ যদ্রূপ বা যৎপরিমাণ, হৃদয়াস্তর্বর্তী আকাশও তদ্রূপ বা তৎপরিমাণ, ঐ
দিব্ (অন্তরিক) ও এই পৃথিবী উভয়ই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ” ইত্যাদি ।
এতদ্বিন্ন এমন অনেক ব্রহ্মবিদ্যা আছে, যাহাতে আয়তন-বিশেষের উল্লেখ নাই ।
(আয়তন—উপাসনার প্রতীক বা অবলম্বন স্থান) যথা—ব্রহ্ম ষোড়শকল,
ইত্যাদি । সে সকল বিদ্যায় সম্ভূতি প্রভৃতি গুণের উপসংহার (যোজনা) না হয়
কেন ? তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, সত্য বটে—অজ্ঞাত উপাসনায় আধিদৈবিক
ঐশ্বর্যের শ্রবণ ও ষোড়শকল প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনায় অনির্দিষ্টায়তনের বিধান
আছে ; পরন্তু সে সকল উপাসনায় সম্ভৃত্যাদি গুণের (ব্রহ্মধর্মের) উপসংহার
(সংগ্রহ) না হইবার বিশেষ হেতুও আছে । সমান গুণের (ধর্মের) উল্লেখ
ধাকিলে তদ্বারা সমাকৃষ্ট হৃদয় দেশস্থ উপাসনায় হৃদয়দেশস্থ গুণের উপসংহার
হওয়া অযুক্ত নহে ।

যথৈকেষাং শাখিনাং তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ পুরুষবিদ্যায়ামা-
 ন্নানং, নৈবমিতরেষাং তৈত্তিরীয়াণামান্নানমস্তি। তেষাং হীত-
 রবিলক্ষণমেব যজ্ঞসম্পাদনং দৃশ্যতে, পত্নী-যজ্ঞমান-বেদ-বেদি-
 বর্হিযূপাজ্য-পশু-ত্বিগাদ্যনুক্ৰমণাৎ। যদপি সর্বনসম্পাদনং,
 তদপীতরবিলক্ষণমেব। “যৎ সায়ং প্রাতর্মধ্যান্দিনঞ্চ, তানি
 সর্বানি” ইতি। যদপি কিক্ষিণ্মরণাবভূথহাদিসাম্যাত্মং,
 তদপ্যগ্নীয়স্তাদভূয়সা বৈলক্ষণ্যেনাভিভূয়মানং ন প্রত্যভিজ্ঞা-
 পনক্ষমম্। ন চ তৈত্তিরীয়কে পুরুষস্য যজ্ঞত্বং শ্রুয়তে।
 বিদুষো যজ্ঞস্তেতি হি ন চৈতে সমানাধিকরণে যথো—বিদ্বা-

যাদৃশং তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ পুরুষযজ্ঞসম্পাদনং, তদায়ুষশ্চ ত্রেধা ব্যবস্থিতস্ত
 সর্বনত্রয়সম্পাদনম্, অশিষিষাদীনাঞ্চ দীক্ষাদিভাবসম্পাদনং, নৈবং তৈত্তিরীয়াণাম্।
 তেষাং ন তাবৎ পুরুষে যজ্ঞসম্পত্তিঃ। ন হ্যাত্মা যজ্ঞমান ইত্যত্রায়মাত্মশব্দঃ স্বরূপ-
 বচনঃ, ন হি যজ্ঞস্বরূপং যজ্ঞমানো ভবতি, কর্তৃকর্মণোরভেদাভাবাৎ, চেতনা-
 চেতনয়োশ্চৈক্যাহুপপত্তেঃ যজ্ঞকর্মণোশ্চাচেতনত্বাৎ, যজ্ঞমানস্ত চেতনত্বাৎ।
 আত্মনস্ত চেতনস্ত যজ্ঞমানত্বঞ্চ বিদ্বৎকোপপত্তিতে। তথা চার্যমর্থঃ—এবংবিদুষঃ
 পুরুষস্ত বঃ সৎস্বকী যজ্ঞঃ, তস্ত সৎস্বকিতয়া যজ্ঞমান আত্মা। তথা চাত্মনো যজ্ঞমান-
 ত্বঞ্চ বিদ্বৎসৎস্বকিতা চ যজ্ঞস্ত মুখ্যে স্মৃতাম্, ইতরথাত্মশব্দস্ত স্বরূপবাচিনে বিদুষো
 যজ্ঞস্তেতি চ যজ্ঞমানো যজ্ঞস্বরূপমিতি চ গোণে স্মৃতাম্। ন চ সত্যং গতো তদ-
 যুক্তম্। তস্মাৎ পুরুষযজ্ঞতা তৈত্তিরীয়ে নাস্তীতি তস্মাত্তাবন্ন সাম্যম্। ন চ
 পত্নীযজ্ঞমানবেদবেদাদিসম্পাদনং তৈত্তিরীয়াণামিব তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাং বা বিত্ততে,

[যথৈ...ক্ষমম্] * তাণ্ডী ও পৈঙ্গী এই দুই শাখায় যজ্ঞ পুরুষ-যজ্ঞ কথিত
 হইয়াছে, তৈত্তিরীয়দিগের পুরুষ-যজ্ঞ ঠিক সেরূপে কথিত হয় নাই। তৈত্তিরীয়-
 দিগের যজ্ঞকল্পনা এক প্রকার, কিন্তু তাণ্ডী ও পৈঙ্গী দিগের যজ্ঞকল্পনা অন্য
 প্রকার। উভয় কল্পনাই পরস্পর বিলক্ষণ (অসমান)। তৈত্তিরীয়েরা পত্নী,
 যজ্ঞমান, বেদ, বেদী, কুশা, যূপ, দ্ব্যত, পশু ও ঋত্বিক প্রভৃতির কল্পনা করে, অস্ত্রে
 তাহা করে না। উভয় যজ্ঞেই সর্বনের কল্পনা আছে সত্য; কিন্তু কল্পনার আকার
 বিভিন্ন। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন, এই কালত্রয় তদীয় সর্বন কল্পনার আধার।
 (তাণ্ডীদিগের সর্বন কল্পনার আধার আয়ুর্কাল)। মরণই অবভূথ অর্থাৎ যজ্ঞ-
 সমাপ্তিসূচক ন্নান” এ কথা উক্ত উভয় শাখায় আছে বটে; কিন্তু সে অন্ন সাম্য
 বহু বৈষম্যের নিকট হ্রস্বল। বহু বৈলক্ষণ্যে অন্ন সালক্ষণ্যে অভিব্যক্ত হয়, সুতরাং
 তাহা প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান জন্মাইতে অক্ষম। (প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান—‘সে-ই এই’, একরূপ
 জ্ঞান)। [ন চ...স্তেতি] তৈত্তিরীয়প্রতিতে বিদ্বানের যজ্ঞ, এইরূপ উক্তি

+ তাণ্ডী ও পৈঙ্গী—বেদশাখাবিশেষ। রহস্তব্রাহ্মণ—সম্ভর্গবিশেষ অর্থাৎ উপনিষদ।
 পুরুষবিদ্যা—পুরুষ-প্রত্যকে ব্রহ্মোপাসনা। (বীর দেহে ব্রহ্মগুণ আরোপিত করিয়া ভাবনা
 প্রবাহ উৎপাদন করা)।

নেব যো যজ্ঞস্তস্মৈতি । ন হি পুরুষস্য মুখ্যং যজ্ঞত্বমস্তু ।
ব্যধিকরণে স্ত্বৈতে ষষ্ঠ্যো—বিদুষো যো যজ্ঞস্তস্মৈতি । ভবতি
হি পুরুষস্য মুখ্যো যজ্ঞসম্বন্ধঃ । সত্যাক্ষ গতো মুখ্য এবার্থ
আশ্রয়িতব্যো ন ভাক্তঃ । “আত্মা যজমানঃ” ইতি চ যজমানত্বং
পুরুষস্য নিক্রবন্ বৈয়ধিকরণেনৈবাস্ত্য যজ্ঞসম্বন্ধং দর্শয়তি ।
অপি চ, তশ্চৈব বিদুষ ইতি সিদ্ধবদনুবাদশ্রুতৌ সত্যাং পুরু-
ষস্য যজ্ঞভাবমাত্মাদীনাঞ্চ যজমানাদিভাবং প্রতিপিৎসমানস্য
বাক্যভেদঃ স্ম্যৎ ।

অপি চ, সসম্যাসামাত্মবিদ্যাং পুরস্তাদুপদিষ্টানন্তরং
“তশ্চৈববিদুষঃ” ইত্যাদ্যনুক্রমণং পশ্যন্তঃ পূর্ব্বশেষ এবৈব আত্মায়ো
ন স্বতন্ত্র ইতি প্রতীমঃ । তথা চৈকমেব ফলং উভয়োরপ্যনু-
বাক্যোরূপলভামহে “ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি” ইতি ।
ইতরেবাস্ত্বনন্তশেষঃ পুরুষবিদ্যান্নায়ঃ । আয়ুরভিবৃদ্ধিফলো

সবনসম্পত্তিরপ্যন্যঃ বিলক্ষণৈব । তস্মাদুয়োবৈলক্ষণ্যে সতি ন কিঞ্চিন্নাত্র-
সালক্ষণ্যাদিষ্টক ইমুচিতমতিপ্রসঙ্গাৎ । অপি চ তশ্চৈবং বিদুষ ইত্যনুবাদশ্রুতৌ
সত্যামনেকার্থবিধানে বাক্যভেদদোষপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ । অপি চেৎ পৈঙ্গিনাং
তাণ্ডিনাঞ্চ পুরুষযজ্ঞবিজ্ঞা ফলাস্তরযুক্তা স্বতন্ত্রা প্রতীয়তে । তৈত্তিরীয়াগাত্ত এৎ-
বিদুষ ইতি শ্রবণাৎ পূর্ব্বোক্তপরামর্শাৎ তৎফলত্বশ্রুতেশ্চ পারতন্ত্র্যম্ ।

ন চ স্বতন্ত্রপরতন্ত্রয়োরেক্যমুচিতমিত্যাহ—“অপি চ সসম্যাসামাত্মবিজ্ঞাম্”
ইতি । উপসংহরতি—“তস্মাৎ” ইতি ।

আছে, কিন্তু পুরুষই যজ্ঞ, এরূপ উক্তি নাই । ঐ দুই বস্তু বিভক্তি বিধানই যজ্ঞ,
এরূপ অভেদার্থের বোধক নহে । [ন হি...স্ম্যৎ] পুরুষে মুখ্য যজ্ঞভাব নাই,
সুতরাং ঐ দুই বস্তু ব্যাধিকরণার্থের বোধক অর্থাৎ জ্ঞানীর যে যজ্ঞ, তাহার, এই-
রূপ অর্থেরই বোধক । পুরুষে যে যজ্ঞসম্বন্ধ—তাহা মুখ্য হইতে পারে । যে
স্থলে উপায় থাকে, মুখ্যার্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে মুখ্যার্থই গ্রাহ্য ।
আত্মাই যজমান, এই বাক্যে পুরুষের যজমানভাব বর্ণিত হওয়ায় পুরুষের সহিত
যজ্ঞের সম্বন্ধভাব দেখান হইয়াছে । আরও দেখ, ঐ স্থলে “যে এইরূপ জানে
তাহার” এইরূপ অনুবাদিনী শ্রুতি আছে । উহা থাকিতে পুরুষের যজ্ঞভাব ও
আত্মাদির যজমানাদিভাব প্রতিপাদন করিলে অবশ্যই বাক্যভেদ দোষ হইবে ।

[অপিচ...রীয়কে] প্রথমে সম্যাসপূর্ব্বিকা আত্মবিজ্ঞার উপদেশ, তৎপরে
“এইরূপ জ্ঞানীর” ইত্যাদি সন্দর্ভের উল্লেখ, ইহা দেখিলে অবশ্যই বুঝা যায়, ঐ
উল্লেখ পূর্ব্ব উপদেশেরই পোষক বা অঙ্গ । উহা স্বতন্ত্র নহে । আরও কথা
এই যে, উক্ত উভয় অনুবাকের ফল একই । “সে ব্রহ্মের মহিমা পায়” ইত্যাদি ।

হ্যসৌ “এষ হ যোড়শবর্ষশতং জীবতীতি য এবং বেদ” ইতি সমভিব্যাহারাং। তস্মাচ্ছাখাস্তুরাধীতানাং পুরুষবিদ্যাধর্ম্মাণামা-
শীশ্বস্ত্রাদীনামপ্রাপ্তিস্তৈত্তিরীয়কে ॥ ৩। ৩। ২৪ ॥

বেদান্তার্থভেদাৎ ॥ ৩। ৩। ২৫ ॥ *

অস্ত্যাত্মকর্গণিকানামুপনিষদারম্ভে মন্ত্রসমাম্নায়ঃ “সর্বং প্রবিধ্য
হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রবৃজ্য শিরোহভিপ্রবৃজ্য ত্রিধা
বিপৃক্তঃ” ইত্যাদিঃ। স তাণ্ডিনাং “দেব সবিতঃ প্রসুব গজ্জম্”
ইত্যাদিঃ। শাট্যায়নিনাং “শ্বেতাশ্বো হরিতনীলোহসি” ইত্যাদিঃ।
কঠানাং তৈত্তিরীয়কাণাঞ্চ “শম্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ” ইত্যাদিঃ।
বাজসনেয়িনাস্তু উপনিষদারম্ভে প্রবর্গ্যব্রাহ্মণং পঠ্যতে “দেবা

বিচারবিষয়ং দর্শয়তি। “আত্মকর্গণিকানাম্” ইতি। আত্মকর্গণিকাত্ম্যপনিষ-
দারম্ভে তে তে মন্ত্ৰাস্তানি তানি চ প্রবর্গ্যাদীন কৰ্ম্মাণি সমাম্নাতানি। সংশয়-
মাহ—“কিমিমে” ইতি। পূর্বপক্ষং গুর্বাতি—“উপসংহার এবাং বিদ্বাহ” ইতি।
কিন্তু ঐ পুরুষবিদ্যার উল্লেখ অত্যা নয়। কারণ এই যে, সে পুরুষবিদ্যার ফল
আম্ববুদ্ধি। যথা—“যে ঐরূপ জানে, ঐরূপে উপাসনা করে, সে যোড়শবর্ষশত
জীবিত থাকে।” অতএব, শাখাস্তরে পরিপঠিত পুরুষবিদ্যার আশীশ্বস্ত্রাদি ধর্ম্ম-
নিচয় তৈত্তিরীয়দিগের লাভ সম্ভবনা নাই।

অত্মকর্গণিকার উপনিষদের প্রারম্ভে কএকটি মন্ত্র আছে। যথা—“হে
দেবতে, তুমি আমার শত্রুর সর্বাঙ্গ বিদীর্ণ কর। তাহার হৃদয় বিশেষ
প্রকারে ভগ্ন কর, শরীরস্থ শিরাজাল ছিঁড়িয়া ফেল, মস্তক দ্বিধা কর।”
সামবেদীয় তাণ্ডিশাখার প্রারম্ভেও মন্ত্র আছে। যথা—“হে সর্বিত্বে দেব,
যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি প্রসব কর অর্থাৎ তাহা সুসম্পন্ন কর।” শাট্যায়নীয় শাখা-
তেও মন্ত্ৰাস্তর আছে। যথা—“যাহার শ্বেতাশ্ব অর্থাৎ উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক,
সেই ইন্দ্র তুমি হরিতভূগের ত্রায় নীলবর্ণ।” ইত্যাদি। কঠ ও তৈত্তিরীয় এই
দুই শাখাতেও উপনিষদারম্ভে “মিত্র ও বরুণ-দেবতা আমাদের সুখকর
হউন” ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। বাজসনেয়িশাখার উপনিষদারম্ভে প্রবর্গ্য
ব্রাহ্মণ (সন্দর্ভবিশেষ) পঠিত হয়। যথা—“দেবতার সত্ত্বের (বহু পুরো-
হিত-নিপাত্ত যজ্ঞের) অতুষ্ঠান করিয়াছিলেন” ইত্যাদি। কোষীতিক্রিয়াধা-
ধ্যায়ীরাও অগ্নিষ্টোমব্রাহ্মণ (প্রস্তাববিশেষ) পাঠ করিয়া থাকেন। যথা—

* বেদান্তার্থভেদাৎ ভেদঃ, তস্মাৎ তে বিদ্বাহ নোপসংহাৰ্যাঃ। বিদ্বাহ হৃদয়াদিসম্বন্ধেপি
বেদান্তার্থানামসম্বন্ধাৎ মন্ত্ৰার্থানামভিচারাদিসম্বন্ধকলিভেদে সন্ধিবেদ্যলীয়াসম্ভিচারাদীবেষ স্বত্বাণাং
বিনিরোপ ইত্যভিপ্রায়ঃ।

আত্মকর্গণিক দিগের উপনিষদের প্রথমে কএকটি মন্ত্র আছে। অস্ত্যাত্ম উপনিষদের প্রারম্ভেও
কতকগুলি মন্ত্র ও কৰ্ম্ম কথিত আছে। এ সমস্ত সে সকল উপাসনার নীতি হইবে কি-না, তাহা

হ বৈ সত্রং নিষেছুঃ” ইত্যাদিঃ। কৌষীতকিনামপ্যগ্নিকৌম-
ব্রাক্ষণং “ব্রহ্ম বা অগ্নিকৌমো ব্রহ্মৈব তদহব্রহ্মক্কাণৈব তে
ব্রহ্মোপযন্তি, তেহযুতত্বমাণুবন্তি, য এতদহরূপসংযন্তি” ইতি।
কিমিমে “সর্বং প্রবিধ্য” ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ প্রবর্গ্যাदीনি চ
কর্মাণি বিদ্যাসূপসংহ্রিয়েরন্ ? কিং বা নোপসংহ্রিয়েরন্ ? ইতি
মীমাংসামহে। কিং তাবৎ নঃ প্রতিভাতি। উপসংহার এষাং
বিদ্যাস্থিতি। কুতঃ ? বিদ্যাপ্রধানানামুপনিষদগ্রন্থানাং সমীপে
পাঠাৎ।

নম্বেমাং বিদ্যার্থতয়া বিধানং নোপলভামহে। বাচম্।

সকলা হি সর্বা বিজ্ঞা আত্মাত্মত্বসন্নিদৌ মন্ত্রাঃ কর্মাণি চ সমাম্মাতানি, ফল-
বৎসম্মিধাবকলং তদঙ্গমিতি ত্রায়াবিজ্ঞাক্ষভাবেন বিজ্ঞায়ন্তে।

চোদয়তি—“নম্বেমাম্” ইতি। ন হ্যত্র শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাধানানি
সন্তি বিনিষোজকানি প্রমাণানি। ন হি যথা দর্শপূর্ণমাসাবরভ্য সমিদাদয়ঃ
সমাম্মাতাত্মকা কাক্ষিদ্ধিতামারভ্য, মন্ত্রা বা কর্মাণি বা সমাম্মাতানি। ন চাসতি
সামাগ্রলক্ষণে সম্বন্ধিসম্মিধানমাত্রাবাদার্থ্যসম্ভবঃ। ন চ শ্রুতস্বাক্ষপরিপূর্ণা বিজ্ঞা
এতানাকাক্ষিতুমর্হতি, যেন প্রকরণাপাদিতসামাগ্রসম্বন্ধানাং সম্মিধিক্রিংশেষসম্বন্ধায়
ভবেদিত্যর্থঃ। সমাধন্তে—“বাচমমুলভমানা অপি” ইতি। মা নাম ভূৎ ফল-
বতীনাং বিজ্ঞানাং পরিপূর্ণাক্ষানামাকাক্ষা, মন্ত্রাণাম্ স্বাধ্যায়বিজ্ঞাপাদিতপুরু-
ষার্থভাবানাং কর্মণাঞ্চ প্রবর্গ্যাदीনাং স্ববিধাপাদিতপুরুষার্থভাবানাং পুরুষা-
হভিলষিতমাকাক্ষতাং সম্মিধানাদন্তর্যাকাক্ষানিবন্ধনো বক্তৃপটন্তায়েন সম্বন্ধঃ।

“যাহা অগ্নিষ্টোম, তাহাই ব্রহ্ম। তাদৃশ অগ্নিষ্টোম যে দিবসে অহুষ্ঠিত হয়,
সে দিবসও ব্রহ্ম। সেই জন্ত, যে তদ্দিনসাধ্য কৰ্ম (বাগ) করে—সে সেই
ব্রহ্মসাধনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে মোক্ষ লাভ করে।” এখানে
সংশয় বা বিচার্য্য এই যে, ঐ সকল মন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম উপাসনায় গৃহীত
হইবে কি-না। পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, গৃহীত হইবে। কারণ এই যে, ঐ
সকল উপাসনাপ্রধান উপনিষদের অতিসম্মিকটে পরিপাঠিত হইয়াছে।

[নম্বেমাং...যুক্তঃ] যদি বল, উপাসনার্থ ঐ সকলের বিধান হওয়া
দৃষ্ট হয় না ; তাহাতে আমরা বলিব, দৃষ্ট না হইলেও তাহা সম্মিধান সামর্থ্যে
অহুমিত হয়ণ অর্থাৎ যখন উপাসনার নিকটে পঠিত—তখন অবশ্যই ঐ

বিচার্য্য। বিচারের সিদ্ধান্ত এই যে, সে সকল উপাসনায় নীত হইবে না। কারণ এই যে, সে
সকলের অর্থের সহিত উপাসনার সম্পর্ক নাই। যন্ত্রে আছে, হৃদয়ের প্রবিধ্য। হৃদয়ের সহিত
সম্পর্ক থাকিলেও ভেদেধের সহিত নাই। ইত্যাদি।

অনুপলভ্যমানা অপি ত্রুমুমাশ্চামহে, সন্নিধিসামর্থ্যাৎ। ন হি সন্নিধের্থবৎ সন্তবত্যকস্মাদসাবনাশ্রয়িত্বং যুক্তঃ। ননু নৈবাং মন্ত্রাণাং বিদ্যাবিষয়ং কিঞ্চিৎ সামর্থ্যং পশ্যামঃ। কথঞ্চ প্রবর্গ্যাदीনি কৰ্ম্মাণি অন্ত্যর্থত্বেনৈ বিনিযুক্তানিব সন্তি বিদ্যা-
র্থত্বেনাপি প্রতিপদ্যমহোতি। নৈষ দোষঃ। সামর্থ্যং তাব-

তত্রাপি চ বিজ্ঞানাং ফলবৎস্বাত্তদর্থ্যমফলানাং মন্ত্রাণাং কৰ্ম্মণাঞ্চ। ন চ প্রবর্গ্যাदीনাং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞবৎ স্বর্গঃ কল্পনাস্পদং, ফলবৎসন্নিধানেন তদবরোহাৎ। “অনুমুমাশ্চামহে সন্নিধিসামর্থ্যাৎ” ইতি। ইদং খলু নিবৃত্তাকাজ্জায়া বিজ্ঞায়াঃ সন্নিধানেন ঐতন্যনা-
কাজ্জয়া সাকাজ্জস্তাপি সঙ্কল্পসামর্থ্যাৎ। তস্তা অপ্যাকাজ্জামুখ্যাপয়তু্যথাপ্য চৈকবাচ্যতামুপৈতি। অসমর্থস্ত চোপকারকত্বানুপপত্তেঃ। প্রকরণিনং প্রতি উপকারসামর্থ্যাম্বাননঃ কল্পয়তি। ন চ সত্যপি সামর্থ্যে তত্র ঐত্যাংহবিনিযুক্তং সদন্ততামুপগন্তুমর্হতীত্যনয়া পরম্পরয়া সন্নিধিঃ ঐতিমর্থ্যাপত্ত্যা কল্পয়তি।
আক্ৰিপতি—“ননু নৈবাং মন্ত্রাণাম্” ইতি। প্রয়োগসমবেতার্থপ্রকাশনেন হি মন্ত্রাণামুপযোগে বণিতোহবিশিষ্টস্ত বাক্যার্থ ইত্যত্র। ন চ বিজ্ঞানসম্বন্ধং কল্পনার্থং যজ্ঞেযু প্রতীমঃ। যদ্যপি চ প্রবর্গ্যা ন কিঞ্চিদারভ্য ঐত্নতে তথাপি বাক্য-
সংযোগেন ক্রতুসম্বন্ধং প্রতিপত্ততে। পূরস্তাহপসদাং প্রবর্গ্যেণ প্রচরন্তীতু্যপসদাং জুহবদব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধহাৎ। যত্বপি জ্যোতিষ্টোমবিকৃতাবপি সন্ত্যাপসদন্তথাপি তজ্জামুমানিক্যাঃ জ্যোতিষ্টোমে তু প্রত্যক্ষবিহিতাস্তেন শ্রীশ্রবৃত্তিতয়া জ্যোতি-
ষ্টোমাক্রতৈব বাক্যেনাবগম্যতে। অপি চ প্রকৃতৌ বিহিতস্ত চোদকেনোপ-
সম্বন্ধবিকৃতাবপি প্রাপ্তিঃ। প্রকৃতৌ বা অধিক্রত্বাদিতি ত্রাদ্ব্যজ্ঞোতিষ্টোমে এব বিধানমুপসদা সহ যুক্তম্। তদেতদাহ—“কথঞ্চ প্রবর্গ্যাदीনি” ইতি। সন্নি-
ধানাদর্থবিপ্রকর্ষণে বাক্যং বলীয় ইতি ভাবঃ। সমাধেস্ত—“নৈষ দোষঃ। সামর্থ্যং তাবৎ” ইতি। যথা “অগ্নয়ে ভা জুষ্টং নির্বপামি” ইতি যজ্ঞে অগ্নয়ে নির্বপামি-পদে পরম্পরয়া কৰ্ম্মসমবেতার্থপ্রকাশকে শিষ্টানাম্ পদানাং তদেকবাক্যতয়া যথা-
কথঞ্চিৎধ্যাযানম্, এবমিহাপি হৃদয়পদস্তোপাসনায়ঃ সমবেতার্থত্বাদনুসারেণ
সকল যজ্ঞ উপাসনার বিষয়, এইরূপ অনুমান করিব। সন্নিধিপাঠের সার্থক্য
সম্ভব থাকিলে বাক্যের আকস্মিকত্ব (নৈরর্থক্য) অবলম্বন অসূত্র। [অহু...
ভেদাৎ] যদি বলেন, ঐ সকল যজ্ঞের বিজ্ঞা-বোধক (অর্থ) সামর্থ্য আছে
কৈ? (অভিপ্রায় এই যে, উপাসনা-সম্বন্ধীয় কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করে,
এরূপ সামর্থ্য ঐ সকল যজ্ঞে নাই, সুতরাং ঐ সকলকে উপাসনাক বলিতে পার
না) এবং প্রবর্গ্যাদি কৰ্ম্মও অত্যাশ্রয় কৰ্ম্মের (যাগের) অঙ্গ বলিয়া বিহিত,
সে যজ্ঞ সে গুলিও উপাসনাক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। প্রত্যুত্তর
এই যে, হৃদয়াদি স্থানের উল্লেখ থাকায় ঐ সকল যজ্ঞ উপাসনাসম্বন্ধীয়
বস্তু প্রকাশ করিতে সমর্থ, ইহা কল্পনা বা অনুমান করা যাইতে পারে।
উপাসনায় প্রায়ই উপাস্ত্রের আয়তন বা আশ্রয় বলিয়া হৃদয়াদি স্থানের

মজ্জাণাং বিদ্যাবিষয়মপি কিঞ্চিং শক্যং কল্পয়িতুং, হৃদয়াদি-
সঙ্কীৰ্ত্তনাৎ। হৃদয়াদীনি হি প্রায়োগোপাসনেস্বায়তনাদি-
ভাবেনোপদিষ্টানি, তদ্বারেন চ “হৃদয়ং প্রবিধ্য” ইত্যেবজ্ঞাতীয়-
কানাং মজ্জাণামুপপন্নমুপাসনাস্তত্ত্বম্। দৃষ্টশ্চোপাসনেষপি
মন্ত্রবিনিয়োগঃ ভূঃ প্রপদ্যেহমুনামুনামুনা” ইত্যেবমাদিঃ।
তথা প্রবর্গাদীনাং কর্মণামন্যত্রাপি বিনিযুক্তানাং সতামবি-
রুদ্ধো বিদ্যাশ্চ বিনিয়োগো বাজপেয় ইব বৃহস্পতিসবশ্চেতি।

তদেকবাক্যতাপন্নানি পদাস্তরাণি গোপ্যা লক্ষণয়া চ বৃত্তা কথঞ্চিল্লয়ানীতি নাসম-
বেতার্থতা মজ্জাণাম্। ন চ মন্ত্রবিনিয়োগো নোপাসনেষু দৃষ্টঃ, যেনাত্যস্তাদৃষ্টং
কল্যত ইত্যাহ—“দৃষ্টশ্চোপাসনেষু” ইতি। যদ্যপি বাক্যেন বলীয়াস সন্নিধি-
করণো বাধ্যতে, তথাপি বিরোধে সতি। ন চেহাহস্তি বিরোধঃ। বাক্যেন বিনি-
যুক্ত্যপি জ্যোতিষ্টোমে প্রবর্গ্যস্ত সন্নিধিনা বিদ্যায়ামপি বিনিয়োগসম্ভবাৎ। যথা
ব্রহ্মবর্চসকামো বৃহস্পতিসবেন যজ্ঞেতেতি ব্রহ্মবর্চসফলোহপি বৃহস্পতিসবো
বাজপেয়াজ্জয়েন চোত্ততে বাজপেয়েনেষ্টা বৃহস্পতিসবেন যজ্ঞেতেতি। অত্র হি
জ্ঞঃ সমানকর্তৃকত্বমবগম্যতে, ধাতুসম্বন্ধে প্রত্যয়বিধানাৎ। ধাত্বার্থান্তরসম্বন্ধ-
কথঞ্চ সমানঃ কর্তা স্মাৎ, যজ্ঞকঃ প্রয়োগো ভবেৎ। প্রয়োগাবিষ্টং হি কর্তৃত্বং,
তচ্চ প্রয়োগভেদে কথমেকম্। তস্মাৎ সমানকর্তৃকত্বাদেকপ্রয়োগত্বং বাজপেয়-
বৃহস্পতিসবয়োদ্ব্যর্থান্তরসম্বন্ধাচ্চ। ন চ গুণপ্রধানভাবমন্তরেণৈকপ্রয়োগতা
সম্বন্ধাচ্চ। তত্রাহপি বাজপেয়স্ত প্রকরণে সমানানাষাজপেয়ঃ প্রধানম্। অজং
বৃহস্পতিসবঃ। ন চ দর্শপূর্ণমাসাত্যামিষ্টা সোমেন যজ্ঞেতেত্যত্রাশ্রয়প্রধানভাব-
প্রসঙ্গঃ। ন হ্যেতৎচচনং কশ্চিদ্দর্শপূর্ণমাসস্ত সোমস্ত বা প্রকরণে সমানাতম্।
তথা চ যয়োঃ সাধিকারতয়াহৃদয়মানবিশেষতয়া গুণপ্রধানভাবং প্রতি বিনিগমনা-
ভাবেনাধিষ্ঠানমাত্রবিসম্বন্ধা লক্ষণিকং সমানকর্তৃকত্বমিত্যদোষঃ। বদি’ তু
কশ্চাচ্ছাধায়ামারভ্যাহীতং দর্শপূর্ণমাসাত্যামিষ্টেতি, তথাপ্যনারভ্যাহীতশ্চৈবার-
ভ্যাহীতে প্রত্যভিজ্ঞানমিতি যুক্তম্। তথা সতি যয়োরাপি পৃথগধিকারতয়া
প্রতীতং সমপ্রধানত্বমিত্যুক্তং ভবেদিতরথা তু গুণপ্রধানভাবেন তত্ত্যাগো ভবেৎ।
তস্মাৎ কালার্থোহয়ং সংযোগ ইতি সিদ্ধম্।

উপদেশ হইতে দেখা যায়, সুতরাং তদ্বারা “হৃদয়ং প্রবিধ্য” ইত্যাদি মন্ত্রের
উপাসনাসঙ্গতা সঙ্গত হয়। উপাসনাতেও মন্ত্রের বিনিয়োগ (উচ্চারণাত্মক অমু-
ষ্ঠান) আছে। যথা—“আমি এই পুত্রের সহিত পৃথিবীকে প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ
আমার যেন পুত্রবিনিয়োগ না হয়।” ইত্যাদি। কর্ম্মান্তরে প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মের
বিনিয়োগ (অমুষ্ঠানের উপদেশ) থাকিলেও উপাসনায় বিনিয়োগ হইবার
বাধা হয় না। যেমন বাজপেয় যজ্ঞে বৃহস্পতি সব যাগের অমুষ্ঠান হয়, তেমনি,
উপাসনায় প্রবর্গ্যাদির অমুষ্ঠান হইবে।

এবং প্রাপ্তে ব্রহ্মঃ—নৈষামুপসংহারো বিদ্যাস্থিতি। কস্মাৎ ?
বেদাদ্যর্থভেদাৎ। হৃদয়ং প্রবিধ্যোত্যেবজ্ঞাতীয়কানাং হি
মন্ত্রাণাং যেহর্থা হৃদয়বেদাদয়ো ভিন্নাঃ, অনভিসম্বন্ধাস্ত উপ-
নিষদুদিতাভির্বিদ্যাভিঃ, ন তেষাং তাভিঃ সঙ্গস্তং সামর্থ্যমস্তু।
ননু হৃদয়শ্রোতাস্নেহপ্যুপযোগাৎ তদ্বারক উপাসনসম্বন্ধ
উপন্যস্তঃ। নেতুচ্যতে। হৃদয়মাত্রসন্ধীর্ভনশ্চৈবমুপযোগঃ
কথঞ্চিদুৎপ্রেক্ষ্যেতে। ন চ হৃদয়মাত্রমত্র মন্ত্রার্থঃ, “হৃদয়ং
প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রব্রজ্য” ইত্যেবজ্ঞাতীয়কো হি ন সকলো
মন্ত্রার্থো বিদ্যাভিরভিসম্বধ্যতে। আভিচারিকবিষয়ো হ্যেবো-

সিদ্ধান্তমুপক্রমতে “এবং প্রাপ্তে” ইতি। হৃদয়ং প্রবিধ্যোত্যয়ং মন্ত্রঃ স্বরসতস্তাব-
দাভিচারিককর্ষসমবেতং সকলৈরেব পদৈরর্থনভিদধত্বপলভ্যতে। তদস্তাভিধান-
সামর্থ্যালক্ষণং লিঙ্গং বাক্যপ্রকরণাভ্যাং ক্রমাদ্বলীয়োভ্যামপি বলবৎ, কিমঙ্গ
পুনঃ ক্রমাৎ। তস্মান্নিঙ্গেন সন্নিধিমপোত্তাভিচারিককর্ষশেষত্বমেবাণাশ্রিতে।
যত্বপি চোপাসনাস্থ হৃদয়পদমাত্রস্ত সমবেতার্থত্বং, তথাপি তদিতরেবাং সর্কেষা-
মেব পদানামসমবেতার্থত্বম্। আভিচারিকে তু কর্ষপি সর্কেষামর্থসমবায় ইতি
কিমেকপদসমবেতার্থতা করিষ্যতি। ন চ সন্নিধ্যুপগৃহীতাস্থপাসনাস্থ মন্ত্রগব-
স্থাপয়তীতি বৃত্তম্। হৃদয়পদস্তাভিচারেহপি সমবেতার্থশ্চেতরপদৈকবাক্যতা-
পরস্ত বাক্যপ্রমাণসহিতস্তাভিচারিকাং কর্ষণঃ সন্নিধিনা চালয়িতুমশক্যাৎ।
এবং দেব সবিতঃ প্রস্থব যজ্ঞমিত্যাদেৱপি যজ্ঞপ্রসবলিঙ্গস্ত যজ্ঞাঙ্কত্বে সিদ্ধে
জবন্তো বিজ্ঞাসন্নিধিঃ কিং করিষ্যতি। এবমন্তোষামপি স্বেতাশ্ব ইত্যেবমাদীনাং
কেষাঞ্চিলিঙ্গেন কেযাঞ্চিচ্ছক্ত্যা কেযাঞ্চিৎ প্রমাণান্তরেণ প্রকরণেনেতি।

এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইল—বেদান্তর্থভেদাৎ। “হৃদয়ং প্রবিধ্য”
ইত্যাদি মন্ত্র ও শ্রবণাদি কর্ষ উপাসনায় গৃহীত হইবে না। কারণ এই যে,
বেদাদিরূপ অর্থের প্রভেদ আছে অর্থাৎ ঐক্য নাই। [হৃদয়ং...মাত্র] “হৃদয়ং
প্রবিধ্য—” ইত্যাদি জ্ঞাতীয় মন্ত্রের যে হৃদয়বেদাদি অর্থ, তাহা ভিন্ন। উপনিষ-
দুক্ত উপাসনার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। যেহেতু সম্বন্ধ নাই, সেই হেতু সে
সকলের উপাসনায় সঙ্গত (মিলিত বা যুক্ত) হইবার সামর্থ্য নাই। [ননু...
সম্বন্ধঃ] উপাসনায় হৃদয়ের উপভোগ আছে, সেই উপযুক্ততা লইয়া সম্বন্ধ করনা
করিবার কথা হইয়াছিল, বিচার করিতে গেলে তাহা হয় না। কারণ এই যে,
উপাসনায় মাত্র হৃদয়ের উপভোগ—কিন্তু মন্ত্রে “হৃদয়ং বিদ্ধ কর” এতদ্রূপ অর্থ
প্রকাশিত হয়। অতএব উপাসনার সহিত আত্তোপাস্ত “হৃদয়ং প্রবিধ্য-ধমনীঃ
প্রব্রজ্য” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থসঙ্গতি হয় না বলিয়া ঐ সকল মন্ত্র উপাসনার অঙ্গ

র্থঃ । তস্মাদাভিচারিকেন কর্মণা সর্বং প্রবিধ্যোত্যস্ত মন্ত্র-
 স্তাভিসম্বন্ধঃ । তথা “দেব সবিতঃ প্রসূব যজ্ঞঃ” ইত্যস্ত যজ্ঞ-
 প্রসবলিঙ্গত্বাৎ যজ্ঞেন কর্মণাভিসম্বন্ধঃ । তদ্বিশেষসম্বন্ধস্ত
 প্রমাণান্তরাদনুসর্তব্যঃ । এবমন্তোষামপি মন্ত্রাণাং কেবাঞ্চিল্লি-
 স্তেন কেবাঞ্চিল্লচনেন কেবাঞ্চিৎ প্রমাণান্তুরেণেত্যেবমর্থান্ত-
 রেষু বিনিযুক্তানাং রহস্ত্যপঠিতানামপি সতাং ন সন্নিধিমা-
 ত্রেণ বিদ্যাশেষত্বোপপত্তিঃ ।

দুর্কলো হি সন্নিধিঃ শ্রুত্যাতিভ্য ইত্যুক্তং “শ্রুতি-

কর্যাং পুনঃ সন্নিধির্নিবন্ধাদিভির্কাণ্ডাত ইত্যত আহ—“দুর্কলো হি সন্নিধিঃ”
 ইতি । প্রথমতন্ত্রগতোহর্থঃ স্মার্যতে । তত্র তু শ্রুতিলিঙ্গয়োঃ সমবাসে সমান-
 বিবয়লক্ষণে বিরোধে কিং বলীয় ইতি চিন্তা । অত্রোদাহরণম্—অষ্টোজী ঋক্
 —কদাচ নস্তরীরসি নেত্র ইত্যাদিকা । শ্রুতির্কিন্নিবোধকী—ঐন্দ্রা গার্হপত্য-
 মুপতিষ্ঠত ইতি । অত্র হি সামর্থ্যালক্ষণালিঙ্গাদিস্তে বিনিয়োগঃ প্রতিভাতি, শ্রুতেশ্চ
 গার্হপত্যমিতি দ্বিতীয়তো গার্হপত্যস্ত শেষত্বং, ঐন্দ্রোতি চ তৃতীয়াশ্রুতেরৈন্দ্রা
 ঋচঃ শেষত্বমবগম্যতে । যত্বপি গার্হপত্যমিতি দ্বিতীয়াশ্রুতেরাঘেয়মূচং প্রতি
 গার্হপত্যস্ত শেষত্বেনোপপত্তেঃ, যত্বপি চৈন্দ্রোতি চ তৃতীয়াশ্রুতেরৈন্দ্রা ইন্দ্রং প্রতি
 শেষত্বেনোপপত্তেরবিরোধঃ, পদান্তরসম্বন্ধে তু বাক্যান্তব-লিঙ্গেন বিরোধো ন তু
 শ্রুতেঃ । তত্র চ বিপরীতং বলাবলম্ । তথাপি শ্রুতিবাক্যয়োঃ কপত্তে ব্যাপার-
 ভেদাদদোষঃ । দ্বিতীয়াতৃতীয়াশ্রুতী হি কারকবিত্ত্বক্ৰিয়া ক্রিয়াং প্রতি প্রকৃত্যর্গস্ত
 কর্মকরণভাবমবগময়ত ইতি বিনিযোজকে । ক্রিয়াং প্রতি হি কর্মণঃ শেষত্বং
 করণস্ত চ শেষত্বমিতি হি বিনিয়োগঃ । পদান্তরানপেক্ষে চ ক্রিয়াং প্রতি শেষশেষিত্ব
 শ্রুতিমাত্রাত্ত্বপ্রতীয়েত ইতি শ্রোতে । সোহয়ং শ্রুতিতঃ সামান্ত্যাবগতো বিনিয়োগঃ

নহে ; পরন্তু উহা অভিচার কর্মের অঙ্গ । “সর্বং প্রবিধ্যা” ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত
 আভিচারিক কর্মেরই সম্বন্ধ আছে ; উপাসনার সহিত সম্বন্ধ নাই । [তথা...
 ইত্যত্র] “দেব সবিতাঃ প্রসূব যজ্ঞঃ” এ মন্ত্রও যজ্ঞপ্রসব অর্থ ব্যক্ত করার সামান্যতঃ
 যজ্ঞকর্মের সহিতই সম্বন্ধ হয় । উহার বিশেষ সম্বন্ধ অন্য প্রমাণে পরিজ্ঞেয় । একটা
 মন্ত্রের কথা বলা হইল বা বলিলাম সত্য ; পরন্তু তজ্জাতীয় অন্য মন্ত্রও ঐরূপ
 জানিবে । কোন কোন মন্ত্র জ্ঞাপকার্থরূপ চিত্তের দ্বারা, কোন কোন মন্ত্র বচনের
 দ্বারা ও কোন কোন মন্ত্র প্রমাণান্তর দ্বারা সেই সেই কর্মে বিনিযুক্ত হয় । রহস্ত-
 পঠিত (রহস্ত=উপনিষদ্যাগ) হইলেও তত্তদ্বার্থে সে সকলকে মাত্র সন্নিধান
 প্রমাণে উপাসনার নিযুক্ত করিতে পার না । অর্থাৎ উপাসনাজ বলিতে পার
 না ।

প্রথম তন্ত্রে অর্থাৎ পূর্বমীমাংসায় সিদ্ধান্তিত হইয়াছে—সন্নিধিপ্রমাণ শ্রুত্যাতি
 প্রমাণ অপেক্ষা দুর্বল । শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ দুর্বল, লিঙ্গ অপেক্ষা বাক্য দুর্বল,

লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌৰ্বল্য-
মর্থবিপ্রকৰ্ষাৎ” ইত্যত্ৰ । তথা কৰ্ম্মণামপি প্রবৰ্গ্যাঙ্গীনা-

পদাস্তরবশাদ্বিশেষেবস্থাপ্যতে । সোহয়ং বিশেষণবিশেষ্যভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধো বাক্য-
গোচরঃ, শেষেবিশিষ্টবস্তু শ্রোতঃ । তস্মাদ্বাক্যলভ্যাং বিশেষমপেক্ষ্য শ্রোতঃ শেষ-
শেষিভাবো লিঙ্গেন বিরূধ্যত ইতি প্রতিলিঙ্গবিরোধে, কিং লিঙ্গানুশুণ্যেন, গার্হপত্য-
মিতি দ্বিতীয়াশ্রুতিঃ সপ্তম্যর্থ্যে ব্যাখ্যায়তাং—গার্হপত্যসমীপে ঐন্দ্রয়েন্দ্র উপস্থেয় ইতি,
আহো শ্রুতানুশুণতয়া লিঙ্গং ব্যাখ্যায়তাম্ । প্রভবতি হি স্বোচিতায়াং ক্রিয়ায়াং
গার্হপত্য ইতীজ্ঞ ইন্দ্রেতৈরন্বধ্যবচনত্বাদিতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । শ্রুতৈর্লিঙ্গং
বলীয় ইতি । নো খলু যদাসমর্থং তচ্ছ্রুতিসহশ্রেণাপি তত্র বিনিবোধকুং শক্যতে ।
যথা অগ্নিনা সিঞ্চেৎ, পাথসা দহেদিতি । তস্মাৎ সামর্থ্যাং পুরোধায় শ্রুত্যা বিনি-
যোজ্যাম্ । তচ্চাত্মা স্বচঃ প্রমাণাস্তরতঃ শব্দতশ্চ ইন্দ্রে প্রতীয়তে । তথাহি—
বিদিতপদতদর্থঃ কদাচনেতুচঃ স্পষ্টমিচ্ছমবগময়তি । শব্দাচ্চৈন্দ্রয়েত্যতঃ ।
তস্মাদ্ধাকৃদহনস্তেব দহনস্ত সলিলদহনে বিনিয়োগঃ গার্হপত্যে বিনিয়োগে ঐন্দ্রিয়াঃ ।
ন চ শ্রুতানুরোধাক্ষবত্তামাস্বায় বৃত্তিং সামর্থ্যকল্পনেতি সাম্প্রতম্ । সামর্থ্যস্ত পূৰ্ণ-
তাবিতয়া তদনুরোধেনৈব প্রতিব্যবস্থাপনাৎ । তস্মাদেচ্ছোজ্ঞ এব গার্হপত্যসমীপ
উপস্থাতব্য ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

“লিঙ্গজ্ঞানং পুরোধায় ন শ্রুতৈর্কিনিযোক্তা ।

শ্রুতিজ্ঞানং পুরোধায় লিঙ্গস্ত বিনিযোজকম্ ॥”

যদি হি সামর্থ্যমবগম্য শ্রুতৈর্কিনিয়োগমবধারণয়েৎ প্রমাতা, ততঃ শ্রুতৈর্কি-
নিয়োগং প্রতি লিঙ্গজ্ঞানাপেক্ষাদুর্কলহঃ ভবেৎ । ন হেতুদন্তি । প্রতিহি
বিনিয়োগায় সামর্থ্যমপেক্ষতে, নাপেক্ষতে সামর্থ্যবিজ্ঞানম্ । অবগতে তু ততো
বিনিয়োগে নাসমর্থস্ত স ইতি তন্নিরীহায় সামর্থ্যং কৰ্য্যতে । তচ্ছ্রুতি বিনিয়োগাৎ
পূৰ্ণমন্তি সামর্থ্যম্ । ন তু পূৰ্ণমবগম্যতে । বিনিয়োগে তু সিঞ্চে তদজ্ঞানানু-
পত্ত্যা পশ্চাৎ প্রতীয়ত ইতি প্রতিবিনিয়োগাৎ পরাচীনা সামর্থ্যপ্রতীতিস্তদনুরোধে-
নাপস্থাপনীয়, লিঙ্গস্ত ন স্বতো বিনিযোজকম্, অপিতু বিনিযোক্ত্রীং কল্পয়িত্বা শ্রুতিম্ ।
তথাহি—ন স্বরসতো লিঙ্গাদনেনেন্দ্র উপস্থাতব্য ইতি প্রতীয়তে । কিস্বীদৃগিজ্ঞ-
ইতি তস্ত তু প্রকরণায়ানসামর্থ্যাৎ সামান্ততঃ প্রকরণাপাদিতদমর্থ্যস্ত তদজ্ঞানানু-
পত্ত্যা বিনিয়োগকল্পনায়ামপি শ্রোতাধিনিয়োগাৎ কল্পনীয়ত্ববিনিয়োগত্বার্থবিপ্রকৰ্ষা-
চ্ছ্রুতিরেব কল্পয়িতুমুচিতা, ন তু তদর্থো বিনিয়োগঃ । ন হি শ্রুতমনুপপন্নং শক্য-
মর্থেনোপপাদয়িতুম্ । ন হি জয়োহত্র ব্রাহ্মণাঃ কঠকৌণ্ডিষ্ঠাবিতি বাক্যং প্রমা-
ণাস্তরোপস্থাপিতেন মাঠরেণোপপাদয়ন্তি । উপপাদয়তো বা ন নোপহসন্তি শাক্যঃ ।
মাঠরশ্চেতি তু শ্রাবয়ন্তমমুমন্তস্তে । তস্মাদ্ছ্রুতার্থসমুখানাঅপত্তিঃ শ্রুতেনৈব-
র্থাস্তরোপপাদনীয়, নার্থাস্তরমাত্রেণ প্রমাণাস্তরোপনীতেনেতি লোকসিদ্ধম্ । ন
চ লোকসিদ্ধস্ত নিয়োগানুরোধো যুক্তোভে, শব্দার্থজ্ঞানোপায়ত্বলোকবিরোধাত্ ।

বাক্য অপেক্ষা প্রকরণ দুৰ্বল, প্রকরণ অপেক্ষা স্থান দুৰ্বল এবং স্থান অপেক্ষা
সমাখ্যা (শব্দের যোগিক অর্থ) দুৰ্বল । [তথা...বিশেষাদেব] প্রবৰ্গ্যাঙ্গীকৰ্ণও

মন্ত্রে বিনিযুক্তানাং ন বিদ্যাশেষত্বোপপত্তিঃ । ন হেমাং
বিদ্যাভিঃ সর্হেকার্থ্যং কিঞ্চিদস্তু ।

তস্মাদ্বিনিযোজিকা শ্রুতিঃ কল্পনীয়্য । তথা চ বাবল্লিঙ্গাদ্বিনিযোজিকাং শ্রুতিং কল্প-
য়িতুং প্রকৃতব্যাপারঃ, তাবৎ প্রত্যক্ষ্যা শ্রুত্যা গাহপত্যে বিনিয়োগঃ সিদ্ধ ইতি
নিবৃত্তাকাক্ষং প্রকরণমিতি কতাহুপপত্ত্যা লিঙ্গং বিনিযোক্ত্রীং শ্রুতিমুপকল্পয়েৎ,
মন্তসম্মানস্তু প্রত্যক্ষ্যৈব বিনিয়োগশ্রুতৌপপাদিতত্বাৎ । যথাহঃ—

“বাবদজ্ঞাতসলিঙ্গং জ্ঞেয়ং তাবৎ শ্রমিত্ততে ।

শ্রমিতে তু প্রমাতৃণাং প্রমৌৎসুক্যং বিহততে ॥” ইতি ।

তস্মাৎ প্রতীতশ্রৌতবিনিয়োগোপপত্তৌ মন্তস্ত সামর্থ্যং তদনুগুণত্বেন নীয়মানং
প্রথমাং বৃত্তিমজ্জহজ্জঘন্ত্যাহপি নেয়মিতি সিদ্ধম্ । লিঙ্গবাক্যায়োরিহ বিরোধো
যথা “স্তোনং তে সদনং ক্লণোমি ঘৃতস্ত ধারয়া সূ সেবং কল্পয়ামি । তস্মিন্ সীদা-
মুতে প্রতিতিষ্ঠ ত্রীহীণাং মেধ স্মনশ্চমানঃ” ইতি । কিময়ং ক্লংস এব মন্তঃ সদন-
করণে পুরোডাশাসাদনে চ প্রয়োক্তব্যঃ? উত কল্পয়ামাস্ত উপস্তরণে তস্মিন্ সীদেত্যে-
বমাদিস্ত পুরোডাশাসাদন ইতি । যদি বাক্যং বলীয়ঃ, ক্লংসো মন্ত উভয়ত্র সূ সেবং
কল্পয়ামীত্যেতদপেক্ষা হি তস্মিন্ সীদেত্যাদিঃ পূর্বেণৈকবাক্যাত্যম্পৈতি যৎ, তৎ
কল্পয়ামি তস্মিন্ সীদেতি । অথ লিঙ্গং বলীয়ন্ততঃ কল্পয়ামাস্তঃ সদনকরণে । তৎ
প্রকাশনে হি তৎ সমর্থং, তস্মিন্ সীদেতি পুরোডাশাসাদনে । তত্র হি তৎ সমর্থ-
মিতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । লিঙ্গাবাক্যং বলীয় ইতি । উভয়ত্র ক্লংসস্ত বি-
নিয়োগ ইতি । ইহ হি যন্তুপদসমভিব্যাহারেণ বিভজ্যমানসাকাক্ষ্যাদেক-
বাক্যাত্যায়ং সিদ্ধায়াং তদনুরোধেন পশ্চাত্তদভিধানসামর্থ্যং কল্পনীয়ম্ । যথা দেব-
স্তা ষেতি মন্ত্রে অগ্নয়ে নির্কপামীতি পদয়োঃ সমবেতার্থত্বেন তদেকবাক্যতয়া পদাস্ত-
রাণাং তৎপরত্বেন তত্র সামর্থ্যকল্পনা । তদেবং প্রতীতৈকবাক্যতা-নির্কাহায় তদনু-
কপ্তং সন্ত তদ্ব্যাপাদয়িতুমর্হত অপি তু বিনিযোজিকাং শ্রুতিং কল্পয়তদনুগুণমেব কল্প-
য়েৎ । তথা চ বাক্যস্ত লিঙ্গতো বলীয়ত্বাৎ সদনকরণে চ পুরোডাশাসাদনে চ ক্লংস
এব মন্তঃ প্রয়োক্তব্য ইতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে । ভবেদেতদেবং, যন্তেক-
বাক্যতাবগমপূর্কং সামর্থ্যাবধারণম্, অপি ভবধৃতসামর্থ্যানাং পদানাং সামর্থ্যব-
শেন প্রয়োজনৈকত্বেনৈকবাক্যতাবধারণম্ । যাবন্তি পদানি প্রধানমেকমর্থমবগম-
য়িতুং সামর্থ্যানি, বিভাগে সাকাক্ষ্যাণি, তাত্ত্বিকং বাক্যম্ । অন্তর্ষ্টেয়শ্চার্থো মন্ত্রে
প্রকাশমানঃ প্রধানঃ, সদনকরণপুরোডাশাসাদনে চান্তর্ষ্টেয়তয়া প্রধানেন, তস্মাচ্চ
সদনকরণং কল্পয়ামাস্তো মন্তঃ সমর্থঃ প্রকাশয়িতুং পুরোডাশাসাদনঞ্চ তস্মিন্
সীদেত্যাদিঃ । ততশ্চ বাবদেকবাক্যতাবশেন সামর্থ্যমন্তরীযতে, তাবৎ প্রতীতঃ
সামর্থ্যমেকেকস্ত ভাগশ্চৈকেকশ্চিন্নার্থে বিনিযোজিকাং শ্রুতিং কল্পয়তি । তথাচ
শ্রুতৌবৈকেকস্ত ভাগশ্চৈকেকস্ত বিনিয়োগে সতি প্রকরণপাঠোপপত্তৌ ন বাক্য-

কর্ণাস্তরে বিনিযুক্ত হয়, ইহা প্রমাণবিশেষে অবধারিত আছে । সে জন্ত সে
সকলের উপাসনাজ্ঞতা উপপন্ন হয় না । সে সকলের সহিত উপাসনাদির ঐক্যার্থ
(একপ্রয়োজতা) নাই ।

কল্পিতং লিঙ্গং বিনিযোজিকাং ঐতিমপরাং কল্পয়িতুমর্হতীত্যেকবাক্যতাবুদ্ধিকং-
 পক্ষাপাত্যভীভবতি, লিঙ্গেন বাধনাং । যত্র তু বিরোধকং লিঙ্গং নাস্তি, তত্র সম-
 বেতার্থৈকব্রিহিগদৈকবাক্যতা পদাস্তরানামপি সামর্থ্যং কল্পয়তীতি ভবতি বাক্যস্ত
 বিনিযোজকত্বম্ । যথাহৈবৈব স্তোনস্ত ইত্যাদীনাম্ । তস্যাং বাক্যালিঙ্গং বলীয়-
 ইতি সিদ্ধং বাক্যপ্রকরণয়োর্কিরোধোদাহরণম্ । অত্র চ পদানাং পরস্পরাপেক্ষাব-
 শাং কস্মিংশ্চিৎপ্রতিষ্টে একস্মিন্নর্থং পর্য্যবসিতানাং বাক্যত্বম্ । লব্ধবাক্যভাবানাঞ্চ
 পুনঃ কার্যাস্তরূপেণাবশেন বাক্যাস্তরূপেণ সম্বন্ধঃ প্রকরণম্ । কর্তব্য্যায়াঃ খলু ফল-
 ভাবনায়া লব্ধবাস্তবকরণায়া ইতিকর্তব্যতাকাঙ্ক্ষায়া বচনং প্রকরণমাক্ষতে বৃদ্ধাঃ ।
 যথা দর্শপূর্ণমাসভ্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতি । এতদ্বি বচনং প্রকরণম্ । তদে-
 তস্মিন্ স্বপদগণেন ক্রিয়তাপ্যর্থং পর্য্যবসিতে করণোপকারলক্ষণকার্যাস্তরূপেণাবশাং
 সমিধো যজ্ঞতীত্যাদিবাক্যাস্তরূপসম্বন্ধঃ । সমিধাদিভাবনা হি স্ববিধূপহিতাঃ পুরুষে-
 হিতং ভাব্যমপেক্ষমাণা বিশ্বজিহ্মায়েন বাহুযজ্ঞতোবাহর্থবাদতো বা ফলাস্তরাপ্রতি-
 লম্বেন দর্শপূর্ণমাসভাবনাং নির্কারয়িতুমীশতে । তস্যাং তদাকাঙ্ক্ষামানুপনিপতিতা-
 ত্তোতানি বাক্যানি স্বকার্য্যাপেক্ষাণি তদপেক্ষিতকরণোপকারলক্ষণং কার্য্যমাসান্ত
 নির্বৃগুস্তি চ নির্কারয়ন্তি চ প্রধানম্ । সোহয়মনয়োঁষ্টাশ্বদধ্বরথবৎ সংযোগঃ ।
 তদেবলক্ষণয়োঁর্কাক্যপ্রকরণয়োঁর্কিরোধোদাহরণং যুক্তবাকনিগদঃ । তত্র হি
 পৌর্ণমাসৌদেবতা অমাবান্তাদেবতাঃ সমান্নাতাঃ । তশ্চ ন মিথ একবাক্যতাং গন্তু-
 মর্হন্তীতি লিঙ্গেন পৌর্ণমাসীধাগাদিজ্যগ্নিশব উৎকৃষ্টবোহমাবান্তায়াক্ সমবেতার্থ-
 স্বাং প্রয়োক্তব্যঃ । অথেনানীং সন্ধিহুতে—কিং যদিহ্মাগ্নিপদৈকবাক্যতয়া প্রতী-
 য়তে অবীরুধেধাং মহোজ্যায়োক্তাতামিতি, তন্মোৎকৃষ্টবামুতেজ্যগ্নিশবভ্যাং সহোৎ-
 কৃষ্টবামিতি । তত্র যদি প্রকরণং বলীয়স্ততোহপনীতদেবতাকোহপি শেষঃ প্রয়োক্ত-
 বোহথ বাক্যং, ততো যত্র দেবতাশব্দস্তত্ৰৈব প্রয়োক্তব্যঃ । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ।
 অপনীতদেবতাকোহপি শেষঃ প্রয়োক্তব্যঃ, প্রকরণেইবান্ধসম্বন্ধপ্রতিপাদকত্বাৎ ।
 ফলবতী হি ভাবনা প্রধানৈতিকর্তব্যতায়নাপাদর্ঘ্যত, তদুপজীবনেন ঐত্যাাদীনাম্
 বিশেষসম্বন্ধাপাদকত্বাৎ । অতঃ প্রধানভাবনাবচনলক্ষণপ্রকরণবিরোধে তদুপ-
 জীবিবাক্যং বাধ্যত ইতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে । ভবেদেতদেবৎ, যদি
 বিনিযোজ্যস্বরূপসামর্থ্যমনপেক্ষ্য প্রকরণং বিনিযোজয়েৎ, অপি তু বিনিযোগায় তদ-
 পেক্ষতে । অত্থা পুন্যন্তমম্বরণমম্বস্ত দ্বাদশোপসস্তায়শ্চ নোৎকর্ষঃ স্তাৎ । তদুপা-
 লোচনায়াঞ্চ বদ্যদেব শীঘ্রং প্রতীয়তে, তত্তদলবৎ, বিপ্রকৃষ্টং দুর্লভম্ । তত্র যদি
 তদুপপ্রত্যয় লিঙ্গেন বাক্যেন বাহুত্বং বিনিযুক্তং, ততঃ প্রকরণং তদুৎকোৎকৃষ্যতে,
 পরিশিষ্টেইব প্রকরণশ্চেতিকর্তব্যতাপেক্ষা পূর্য্যতে । অথ স্তত্র শীঘ্রং প্রবৃত্তং ঐত্যাাদি
 নাস্তি, ততঃ প্রকরণং বিনিযোজকম্ । যথা সমিধাদেঃ । তদিহ প্রকরণাবাক্যস্ত
 শীঘ্রং প্রবৃত্তমুচ্যতে । প্রকরণে হি স্বার্থপূর্ণানাং বাক্যানামুপকার্য্যোপকারকাকাঙ্ক্ষা-
 মাত্রং দৃশ্যতে । বাক্যে তু পদানাং প্রত্যক্ষসম্বন্ধঃ । ততশ্চ সহ প্রহিতয়োঁর্কাক্য-
 প্রকরণয়োঁর্থাৎ প্রকরণেনৈকবাক্যতা কল্প্যতে, তাবৎ বাক্যোনাভিধানসামর্থ্যম্ ।
 যাবদিতরজ বাক্যেন সামর্থ্যং তাবদিতরজ সামর্থ্যেন ঐতিঃ । যাবদিতরজ সাগ-
 র্থ্যেন ঐতিস্তাবদিহ ঐত্যা বিনিযোগস্তাবতা চ বিচ্ছিন্নায়ামাকাঙ্ক্ষায়াঃ ঐত্যাত্ত-

মানে বিহতে প্রকরণেনাস্তরা করিতে বলীয়ন্ত ইতি বাক্যবলীয়ন্তাক্ষেপবত্যাশেষা-
গামপকর্ষ এবতি সিদ্ধম্ ।

ক্রমপ্রকরণবিরোধোদাহরণম্ । রাজসূয়প্রকরণে প্রধানশ্বেবাভিষেচনীয়াস্ত
সন্নিধৌ শৌনঃশেকোপাখ্যানাত্মাতম্ । তৎ কিং সমস্তস্ত রাজসূয়স্তাত্মাভি-
ষেচনীয়াস্ত । যদি প্রকরণং বলীয়ন্ততঃ সমস্তস্ত রাজসূয়স্ত । অথ ক্রম-
স্ততোহভিষেচনীয়াস্তেবেতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? নাকাজ্ঞামাত্রং হি
সম্বন্ধহেতুঃ । গামানয়, প্রাসাদং পশ্চেতি গামিত্যস্ত ক্রিয়ামাত্রাপেক্ষিণঃ পশ্চেত্যা-
নেনাপি সম্বন্ধসম্ভবাগ্নিনিগমনাভাবপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাৎ সন্নিধানং সম্বন্ধকারণম্ ।
তথা চানয়েত্যনেনৈব গামিত্যস্ত সম্বন্ধো বিনিগম্যতে । ন চ সন্নিধানমপি সম্বন্ধ-
কারণম্ । অয়মেতি পুত্রো রাজঃ পুরুষোহপসার্যতামিত্যত্র রাজ ইত্যস্ত পুত্র-
পুরুষপদসন্নিধানাবিশেষায় ভূদ্বিনিগমনা । তস্মাদাকাজ্ঞা নিশ্চয়হেতুর্লক্ষ্যব্যা ।
অত্র পুত্রলক্ষ্যস্ত সন্ধিবচনতয়া সমুখিতাকাজ্ঞাস্তিত্তিকে যদুপনিপতিতং সম্বন্ধান্তরা-
কাজ্ঞং পদং, তস্ত তেনৈবাকাজ্ঞাপরিপূর্হেঃ পুরুষপদেন পুরুষরূপমাত্রাভিধায়িনা
স্বতন্ত্রেণৈব ন সম্বন্ধঃ কিন্তু পরেণাপসার্যতামিত্যনেনাপসরণীয়াপেক্ষেণেতি; সত্যপি
সন্নিধান আকাজ্ঞাভাবাদসম্বন্ধঃ । তথা চাভাগকঃ—‘তপ্তং তপ্তেন সম্বধ্যতে’ইতি ।
তথা চাকাজ্ঞিতমপি ন যাবৎ সন্নিধাপাতে, তাবৎ সম্বধ্যতে । তথা সন্নিহিতমপি-
যাবন্মাকাজ্ঞ্যতে, ন তাবৎ সম্বধ্যত ইতি স্বরোঃ সম্বন্ধ- প্রতি সমানবলত্বাৎ
ক্রমপ্রকরণয়োঃ সমুচ্চরাসম্ভবাচ্চ বিকল্পেন রাজসূয়াভিষেচনীয়ায়োর্কিনিয়োগঃ
শৌনঃশেকোপাখ্যানাদীনামিত্তি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে । রাজসূয়কে
কথন্তাবাপেক্ষা হি পবিত্রাদারভ্য ক্ষত্রস্ত বৃত্তিং যাবদমুর্বর্ততে । তথা চাবি-
চ্ছিন্নে কথন্তাবে যৎ প্রধানস্ত পঠ্যতেহনিজ্ঞাতকলং কথং, তস্ত প্রকরণান্ততেতি
স্তাভ্যং রাজসূয়াস্ততা শৌনঃশেকোপাখ্যানাদীনাম্ । অভিষেচনীয়াস্ত হু স্ববা-
ক্যোপাত্তপদার্থনিরাকাজ্ঞস্ত সন্নিধিপাঠেনাকাজ্ঞোপাখ্যানীয়া যাবৎ, তাবৎ সিদ্ধা-
কাজ্ঞেণ রাজসূয়েনৈকবাক্যতঃ কল্যতে । যাবচ্চাভিষেচনীয়াকাজ্ঞয়া তদেক-
বাক্যতা কল্যতে, তাবৎ কুপ্তয়া রাজসূয়েনৈকবাক্যতয়া তদুপকারকতয়া । সামর্থ্য-
লক্ষণং লিঙ্গং যাবচ্চাভিষেচনীয়েকবাক্যতয়া লিঙ্গং কল্যতে, তাবৎ কুপ্তলিঙ্গে
বিনিযোক্ত্র্যে ঐতিং কল্লয়তি, যাবদ্ধাক্যকল্পিতেন লিঙ্গেন ঐতিরিতরত্র কল্যতে,
তাবৎ কুপ্তয়া ঐতিয়া বিনিয়োগে সতি প্রকরণপাঠোপপত্তৌ সন্নিধানপরিকল্পিতমন্তরা
বলীয়ন্তে । প্রমাণাতাবেহপ্রতিভাৎ । প্রকরণগিনশ্চ রাজসূয়স্ত সর্বদা বুদ্ধি-
সান্নিধেন তৎসন্নিধেরকল্পনীয়ত্বাৎ । তস্মাৎ প্রকরণবিরোধে ক্রমস্ত বাধ এব ন চ
বিকল্পো হ্রস্বলবাদ্বিতী সিদ্ধম্ ক্রমসামর্থ্যয়োর্কিরোধোদাহরণম্ । পৌরোডাশিক
ইতি সমাখ্যাতে কাণ্ডে সান্নায্যক্রমে চ শুদ্ধলং দৈব্যায় কথং ইতি শুদ্ধনার্থো
মন্তঃ সমাখ্যাতঃ । তত্র সন্নিহিতে—কিং সমাখ্যানস্ত বলীয়ন্তাৎ পুরোডাশপাত্রাণাং
শুদ্ধনে বিনিযোক্তব্যতা আহো সান্নায্যপাত্রাণাং শুদ্ধনে ক্রমো বলীয়ানিতি । কিং
তাবৎ প্রাপ্তম্ ? সমাখ্যানং বলীয় ইতি । পৌরোডাশিকশব্দেন হি পুরোডাশ-
সম্বন্ধীনীত্বাচ্চ, তান্ত্রিকতয়া প্রবৃত্তং কাণ্ডং পৌরোডাশিকম্ । তদুচ্চ যাবৎ
ক্রমেণ প্রকরণাদ্যমুমানপরম্পরয়া সম্বন্ধঃ প্রতিপাদনীয়স্তাবৎ সমাখ্যয়া ঐতিব্য

साक्षादेव स प्रतिपादित इत्यर्थविप्रकर्षेण क्रमात् समाध्याय बलीयसीति पुरोडाश-
पात्रशुक्ले मन्त्रः प्रयोज्योक्तव्यो न साम्नायापात्रशुक्ले इति श्रौतम् । एवं श्रौते-
भिधीयते । समाध्यानां क्रमो बलवानर्थविप्रकर्षात् इति । तथाहि—समाध्या न
तावत् सशब्दश्च वाचिका किञ्च पुरोडाशविशिष्टः काण्डमाह । तद्विशिष्टवृत्तानुपपत्त्या
तु सशब्दः काण्डशान्मयीयते, न तु साक्षान्मन्त्रभेदश्च । तद्वारेण च तन्माध्यापातिनो
मन्त्रभेदश्चापि तदनुमानम् । न चासौ सशब्दोऽपि श्रुत्यैव शेषशेषिभावः
प्रतीयतेऽपि तु सशब्दमात्रम् । तस्माच्छ्रुतिसादृशमत्र दूरापेतमिति क्रमेण नाश्रु-
त्पक्षोचिता । तत्रापि च सामान्यतो दर्शपूर्णमासप्रकरणपादितैतदमर्थान् शौनः-
शेकोपाध्यानादिवच्छात्रानुपकारकतया प्रकृतमात्रसशब्दानुपपत्तिः । मन्त्रश्च प्रयोग-
समवेतार्थस्मरणेन सामवायिकाश्रयात् । तथा च यं कश्चिं प्रकृतप्रयोगगतमर्थं
प्रकाशयतेऽहं प्रकरणशब्दमविरुद्धमिति विशेषापेक्षयां साम्नायां प्रति
प्रकरणानुमानद्वारेण विनियोगं कल्पयितुमसहते, न तु समाध्यानं, तच्च
हर्षलयात् । तथाहि—समाध्यासशब्दनिवहना सती तत्सिद्ध्यर्थं सन्निधिमुपक-
रति यावत्, तावद्वैदिकेन प्रत्यक्षदृष्टेन सन्निधानेनाकाङ्क्षा कल्यते । यावत्
कुपुत्रेण सन्निधानेनाकाङ्क्षा कल्यते तावदितरत्र कुपुत्राकाङ्क्षैकवाक्यता यावत्,
कुपुत्राकाङ्क्षैकवाक्यता तावदितरत्रैकवाक्यतया कुपुत्रोपकारसामर्थ्यात् ।
यावत्तावैकवाक्यतरोपकारसामर्थ्यात् तावदितरत्र लिङ्गेन विनियोजिका श्रुतिः ।
यावदत्र लिङ्गेन विनियोजिका श्रुतिस्तत्तावदितरत्र कुपुत्रा श्रुत्या विनियोग इति
तावद्वैतव्यं प्रकरणपाठोपपत्तेः स च समाध्यानकर्मित्वं विच्छिन्नमूलज्ञानरमानुश्रुतिव
निकर्षाच्च भवति, पुरोडाशविधायकमन्त्रवाहल्यात् काण्डश्च पुरोडाशिकसमाध्याति
मन्त्रव्याम् ।

“एकवित्रिचतुष्पक्षवस्तुत्तरशकारितम् ।

श्रुत्यर्थं प्रति वैमन्यां लिङ्गादीनां प्रतीयते ॥”

इत्यर्थविप्रकर्ष उक्तः । तत्रापि च—

“बाधितैव श्रुतिर्नित्यं समाध्या बाधते सदा ।

मध्यमानां बाधत्यं बाधकत्वमपेक्षया ॥”

इति विशेष उक्तो वृद्धेः । तद्वयं विस्तारविधायोऽपि प्रथमतस्तान-
भिज्ञानकल्पना निष्ठावस्तुरे पतिताः न इत्युपरम्यते । तस्माद्विधाभ्युप-
नाह्ययोः प्रजातक्रमगौरुपहृत उपहृत्येवेत्येवं महावाग्वैतो देशसामा-
न्तात्तद्वैवास्तया प्रापुतः । उपहृत इति लिङ्गतोऽहमज्ञामन्त्रो नाह्यजापने
उपहृत्येवेति च लिङ्गतोऽहमज्ञापने च मन्त्रो नाह्यजापनाम् । तदिह लिङ्गेन क्रमं
बाधित्वा विपर्ययं शेषवनापाद्यते । यावद्वा हानेन प्रकरणमुत्पादयकवाक्यं
कल्यते, तावद्विज्ञेन श्रुतिं कल्पयित्वा साधितो विनियोग इत्युक्तलिङ्गश्रुतेः
क्रमश्च बाधस्तद्विहापि विनियोगे श्रुत्योक्तविरुद्धेन लिङ्गेन चतुरस्रवृत्तं
विज्ञाक्रमश्च बाध इति । यद्यपि प्रथमतस्त एवायमर्थ उपपादितः, तथापि विरोधे
तदुपपादनमिह विरोधः । न हि लिङ्गेनाभिचारिककर्षसशब्दो विज्ञासशब्देन
क्रमकृतेन विरुध्यते । न च विनियुक्तविनियोगलक्षणोऽत्र विरोधो बृहस्पति-

বাজপেয়ে তু বৃহস্পতিসবস্ত স্পষ্টং বিনিয়োগান্তরং “বাজ-
পেয়েনেষ্ট। বৃহস্পতিসবেন যজ্ঞেত” ইতি । অপি চ, একোহয়ং
প্রবর্গ্যঃ সফুছুৎপন্নো বলীয়সা প্রমাণেনান্তত্র বিনিযুক্তো ন দুর্বল-
প্রমাণেনান্তত্রাপি বিনিয়োগমহতি । অগৃহ্যমাণবিশেষত্বে হি
প্রমাণয়োরেতদেবং স্যাৎ । ন তু বলবদবলবতোঃ প্রমাণয়ো-
গৃহ্যমাণবিশেষতা সম্ভবতি, বলবদবলবত্তাবিশেষাদেব । তস্মাদেব-
জ্ঞাতীয়কানাং মন্ত্রাণাং কৰ্ম্মণাং বা ন সন্নিধিপাঠমাত্রেন বিদ্যাশেষত্ব-

সবেহপি তৎপ্রসঙ্গাৎ । অথৈষ প্রতীতিবিরোধো ন চ বস্তুবিরোধঃ, স বিদ্যায়াং
বিনিয়োগেহপি তুলাঃ । তস্মাদবিরোধাবেদাদিনস্ত্রোপাসনাকৃত্যন্ত্যভ্যাদিকা
শক্য তত্রোচ্যতে । নেহ লিঙ্গবিরোধেন ক্রমবোধোহভিধীয়তে, কিন্তু লিঙ্গপরিচ্ছিন্নেন
ক্রমঃ কল্পনাক্রমঃ । প্রকরণপাঠোপপত্ত্যা হি ঋতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণৈরবিনিযুক্তঃ
ক্রমেণ প্রকরণবাক্যলিঙ্গশ্রুতিকল্পনাগ্রণালিকয়া বিনিযুক্ত্যতে । তদবিনিযুক্তস্ত
প্রকরণপাঠানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ ।

উপপাদিতে তু ঋত্যাদিভিঃ প্রকরণপাঠে কীণত্বাদর্থাপত্তেঃ ক্রমো ন বোচিতাৎ
প্রামাণ্যপাদয়িতুমহতি, প্রমিত্যভাবাদিতি । বৃহস্পতিসবস্ত তু ক্রুশ্রুতিরেব ধাতু-
সম্বন্ধাধিকারায় সমানকর্তৃকতয়াং বিহিতা সংযোগপৃথক্তে ন বিনিযুক্তমপি বিনি-
য়োজয়ন্তী ন শক্য। ঋত্যান্তরেণ নিরোদ্ধুং স্বপ্রমামিত বৈষম্যম্ । তদিদমুক্তম্—
“বাজপেয়ে তু বৃহস্পতিসবস্ত স্পষ্টং বিনিয়োগান্তরম্” ইতি । “অপি চৈকোহয়ং
প্রবর্গ্যঃ” ইতি । তুল্যবলতয়া বৃহস্পতিসবস্ত তুল্যতাশকাপাকরণদ্বারেণ সমুচ্চয়ো ন

বাজপেয় যোগে বৃহস্পতিসবের (তন্মাক যোগের) বিনিয়োগ দৃষ্টান্ত হইতে
পারে না । তাহার বিনিয়োগ (বিনিযুক্ত-বিনিয়োগ) স্পষ্টতই অত্র প্রমাণ-
লব্ধ । যথা—“বাজপেয় যোগ করিয়া বৃহস্পতিসবের অনুষ্ঠান করিবেক ।” এক
প্রবর্গ্য একবার উৎপন্ন হয়, তাহা বলবৎ প্রমাণে এক কর্ষে বিনিযুক্ত হইলে
দুর্বল প্রমাণ আর তাহাকে অত্র নিযুক্ত করিতে (লইয়া যাইতে) পারে না ।
যে স্থলে বিশেষ গ্রহ (নির্দিষ্ট পক্ষের জ্ঞান) না হয়, সেই স্থলে প্রমাণদ্বয় পাতে
ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে ; পরন্তু প্রবল ও দুর্বল প্রমাণের মধ্যে তাদৃশ অগৃহ-
মাণ-বিশেষত্বের সম্ভব নহে । [তস্মা...সজ্ঞোষ্টব্যম্] অতএব, সন্নিধি প্রমাণের বলে
উদাহৃত প্রকারের মন্ত্রের ও কর্ষের উপাসনাক্রম আশঙ্ক্য করা জ্ঞায্য নহে । যদি
বল, তবে উপাসনা বিধানের সন্নিধানে ঐ সকলের পাঠ কেন ? তাহার প্রত্যুত্তর
—অরণ্য-পাঠ্যরূপ সামান্য ধর্মের অনুরোধ । উপনিষদ্ বানপ্রস্থশ্রমিদিগেরও

মাশঙ্কিতব্যম্, অরণ্যানুবচনত্বাদিধর্মসামান্যত্বাৎ সন্নিধিপাঠ ইতি
সম্ভোক্তব্যম্ ॥ ৩। ৩। ২৫ ॥

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃ-

স্তুত্ব্যপগানবৎ তদুক্তম্ ॥ ৩। ৩। ২৬ ॥*

অস্তি তাণ্ডিনাং শ্রুতিঃ “অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং,
চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ তু প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্ম-
লোকমভিসম্ভবামি” ইতি। তথা আথর্কগিকানাং “তদা বিদ্বান্
তু পৃথগ্‌যুক্তিতয়া পরম্পরাপেক্ষত্বাদতি। সন্নিধিপাঠমুপপাদয়তি। “অরণ্যানু-
বচনত্বাৎ” ইতি ॥ ৩। ৩। ২৫ ॥

যত্র হানোপায়নে শ্রুয়েতে, তত্রাবিবাদঃ সন্নিপাতে, যত্রাপ্যপায়নমাত্রশ্রবণং
তত্রাহপি নাস্তরীয়কতয়া হানমাক্ষিপ্তমিত্যস্তিসন্নিপাতঃ। যত্র তু হানমাত্রং স্মৃক্ত-
ত্বকৃতয়োঃ শ্রুতং, ন শ্রুতত উপায়নং, তত্র কিমুপায়নমুপাদানং সন্নিপাতেন বেতি
পাঠ্য এবং ঐ সকল মন্ত্ৰও তাঁহাদিগের উচ্চাৰ্য্য। এই সামান্য বা সাধারণ
ধর্মের অনুরোধে উপনিষদ্ প্রারম্ভে ঐ সকল পঠিত হইয়াছে।

তাণ্ডি-শাখায় শ্রুতি আছে—“যেমন অশ্বঃ ধূলিধূসরিত জীর্ণ রোম ত্যাগ
করিয়া নির্মূল হয়, রাহগ্রস্ত চন্দ্র যেমন রাহমুখ হইতে মুক্ত হইয়া স্পষ্ট হন,
তেমনি, আমিও পাপ বিদূরিত করতঃ নির্মলীকৃতচিত্ত ও শরীরভিমান হইতে
মুক্ত হইয়া অকৃত অর্থাৎ নির্দীকার বা কুটম্ ব্রহ্মাত্মক লোক প্রাপ্ত হইয়াছি।”
আথর্কগিক উপনিষদে আছে—“জ্ঞানী তখন পুণ্যপাপ বিধূনন (দূরীকৃত) করিয়া
নিরঞ্জন (শুদ্ধ) ও পরম সাম্য (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন।” শাট্যায়নশাখাধ্যায়ীরা পাঠ
করেন—“পুত্রেরা তাঁহার দায় (ধনাদি), স্ত্রীদেরা পুণ্য এবং শত্রুরা তাঁহার

* হানিস্ত্যাগঃ। উপায়নঃ পরকর্তৃকগ্রহণম্। নিষ্ঠূপোপাসকত্ব কচিং পুণ্যপাপমোহানি,
কচিচ্চিভাগেন প্রিয়ৈরপ্রিয়ৈশ্চ তয়োক্তপায়নং, কচিচ্চোভয়মপি হানমুপায়নঞ্চ শ্রুয়েতে। তত্রৈবা
চিন্তা—যত্র হানমিব শ্রুয়েতে, তত্রোপায়নস্তোপসংহর্তব্যতাহতি ন বা। তত্রাহশ্রবণাদমুপসংহর্তব্য-
তেতি পক্ষং তু-শব্দেন বুদন্ততি ব্রহ্মকারঃ। উপায়নশব্দস্ত শেষত্বাৎ হানশব্দোপাশ্রিতত্বাৎ
হানাবুপায়নস্তোপসংহার এব ত্বাৎ। অশ্বরোমদৃষ্টান্তেন বিদূতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ পরজাবস্থান-
সাপেক্ষত্বাৎ পরৈরুপাদানমবশ্যং বাচ্যমিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ কুশেতি। কুশঃ, আচ্ছন্দঃ, স্তুতিঃ,
উপগানঃ, ইতি ছেদঃ। শাখান্তরহো বিশেষঃ শাখান্তরেহপি গ্রাহ ইতি দৃষ্টান্ত অপ্রদর্শনত্বাৎপদার্থম্।
তদুক্তং পূর্বমীনাংসমামিতি পুরণীয়ম্। সত্যং গতো শ্রুতান্তরকৃতবিশেষং শ্রুতান্তরেহনভূতাপচ্ছতঃ
সর্বজৈব বিকল্পঃ ত্বাৎ, স চাত্বায়া ইতি পূর্বকাজীর সিদ্ধান্তোহস্মিন্নপি গ্রাহ ইত্যভিপ্রায়ঃ।

নিষ্ঠূপ ব্রহ্মোপাসকের দেহপাতকালে পাপপুণ্যের বিনাশ হয়, স্ত্রীদগণ তাহার পুণ্য গ্রহণ করে,
শত্রুরা তাহার পাপ গ্রহণ করে, এইরূপ এইরূপ কথা শ্রুতিতে আছে। তাহাতে বিচার্য্য এই যে,
শ্রুতান্ত পুণ্যপাপ বিনাশ ও উপায়ন (পরকর্তৃক গ্রহণ) যুক্ত অর্থাৎ সার্বজনিক হইবে কি-না।
কুশব্দের দ্বারা না-পক্ষের নিরাস করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত এই যে, উভয়েরই যুক্ততা আছে।
(ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ, বিচার অণালী ও কারণ পাওয়া যাইবেক)।

পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইতি । তথা
 শাট্যায়নিনঃ পঠন্তি “তস্য পুত্রো দায়মুপযন্তি, স্নহদঃ সাধুকৃত্যাং,
 দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্” ইতি । তথৈব কৌষীতকিনঃ “তৎ স্কৃত-
 দুষ্কৃতে বিধুনুতে, তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ স্কৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া
 দুষ্কৃতম্” ইতি । তদিহ কচিং স্কৃতদুষ্কৃতয়োহানং শ্রয়তে,
 কচিত্ত্বভয়ং হানমুপায়নশ্চেতি । তদ্যত্রোভয়ং শ্রয়তে, তত্র
 তাবৎ ন কিঞ্চিদ্বক্তব্যমস্তি । যত্রোপায়নমেব শ্রয়তে, ন হানং,
 তত্রোপার্থাদেব হানং সম্বিপততি, অনৈরাত্মীয়য়োঃ স্কৃতদুষ্কৃতয়ো-
 রুপেয়মানয়োরাবশ্যকত্বাৎ তদ্ধানস্য । যত্র তু হানমেব শ্রয়তে,
 ন তুপায়নং, তত্রোপায়নং সম্বিপতেদ্বা ন বেতি বিচিকিৎসায়াম্—
 অশ্রবণাদসম্বিপাতঃ, বিদ্যাস্তরগোচরত্বাচ্চ শাখাস্তরীয়স্য শ্রবণস্য ।

অপি চ, আত্মকর্তৃকং স্কৃতদুষ্কৃতয়োহানং, পরকর্তৃকং

সংশয়ঃ । অত্র পূর্বপক্ষং গৃহীতি—“অসম্বিপাতঃ” ইতি । প্রাদেতৎ । যথা
 শ্রয়নাগমেকত্র শাখায়ামুপাসনাক্ষং তস্মিন্বেব চোপাসনে শাখাস্তবেহশ্রয়মাগমক্ষমূপ-
 সংস্থিত্যে, এবং শাখাস্তরশ্রতমুপায়নমুপসংহরিত্য ইত্যত আহ—“বিদ্যাস্তর-
 গোচরত্বাচ্চ” ইতি । একত্রে হ্যুপাসনকৰ্ম্মণামত্র শ্রতানামপ্যত্র সমবায়ো ঘটতে ।
 ন দ্বিহোপাসনানামেকত্বং সমুপনির্গুণত্বেন ভেদাদিত্যর্থঃ । নহু যথোপায়নং
 শ্রতং হানমুপস্থাপয়ত্যেবং হানমপি উপায়নমিত্যত আহ—“অপি চাত্মকর্তৃকম্”
 পাপ উপলাভ করে ।” কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে আছে—“সেই জ্ঞান জ্ঞানীর স্কৃত
 দুষ্কৃত উভয়ই বিধুন করে । প্রিয়জ্ঞাতীরা তাঁহার স্কৃত আর অপ্রিয় (বিদেষ্টা)
 লোকেরা তাঁহার দুষ্কৃত উপলাভ (গ্রহণ) করে ।” [তদিহ...তদ্ধানস্য] এই-
 রূপে কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানীর স্কৃত দুষ্কৃতের হানি, কোন কোন শ্রুতিতে
 তদুভয়ের বিভাগক্রমে অত্মকর্তৃক গ্রহণ (প্রিয়কর্তৃক স্কৃতের ও অপ্রিয়কর্তৃক
 দুষ্কৃতের গ্রহণ) এবং কোন কোন শ্রুতিতে তদুভয়ের হান ও উপায়ন (ত্যাগ
 ও অত্মকর্তৃক গ্রহণ) উভয়ই শ্রুত হইয়াছে । তন্মধ্যে যে শ্রুতিতে উভ-
 যের শ্রবণ আছে, সে শ্রুতিতে আমাদের কোনরূপ বক্তব্য নাই । [যত্র...
 পঠন্তি] যেখানে মাত্র উপায়নের শ্রবণ আছে, সেখানেও অর্থবশাৎ হানির সম্বি-
 পাত (উপায়নের দ্বারা হানিরূপ অর্থলাভ) হইতে পারে ; স্তত্রাং সেখানেও বক্তব্য
 নাই । কিন্তু যেখানে কেবল হান-শ্রুতি আছে, উপায়নের কথা নাই, সেখানে
 সংশয় হইতে পারে যে, হান-শ্রুতিতে উপায়নের সম্বিপাত হইবে কি-না । অর্থাৎ
 সে শ্রুতিতে উপায়নার্থ যোজিত হইবে কি-না । (উপায়ন=স্নহদ ও শত্রুকর্তৃক
 স্কৃতের ও দুষ্কৃতের গ্রহণ) ।

তূপায়নং, তয়োঃসত্যাবশ্যকভাবে কথং হানেনোপায়নমাক্ষিপ্যেত ।
তস্মাদসন্নিপাতো হানাবূপায়নশ্চেতি ।

অস্ত্যাং প্রাপ্তৌ পঠতি—হানাবিতি । হানৌ ত্বেতস্ত্যাং
কেবলায়ামপি ক্ষয়মাণায়ামুপায়নং সন্নিপতিতুমহঁতি, তচ্ছেষত্বাৎ ।
হান-শব্দশেষো হ্যুপায়নশব্দঃ সমধিগতঃ কোষীতকিরহশ্চে ।
তস্মাদন্যত্র কেবলহানশব্দশ্রবণেহপ্যুপায়নানুবৃত্তিঃ । যদুক্তম-
শ্রবণাৎ বিজ্ঞাস্তরগোচরত্বাদনাবশ্যকত্বাচ্চাসন্নিপাত ইতি ।
তদুচ্যতে । ভবেদেযা ব্যবস্থোক্তিঃ, যদ্বনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদন্যত্র
শ্রুতমন্যত্র নিনীষ্যেত । ন হিহ হানমুপায়নং বাহনুষ্ঠেয়ত্বেন

ইতি । গ্রহণং হি ন স্বামিনোহপগমমন্তরেণ ভবতীতি গ্রহণাদপগমসিদ্ধিরবশ্যজ্ঞা-
বিনী । অপগমমন্তস্যপ্যন্তেন গ্রহণে দৃষ্টৌ যথা—প্রায়শ্চিত্তেনোপগতিরেনস ইতি ।
কর্তৃত্বভেদকথনং ত্বেতদুপোদ্বলনার্থং ন পুনরনবশ্যজ্ঞাবশ্য প্রয়োজকমুপায়নেনানৈ-
কান্ত্যাদিতি ।

সিদ্ধাস্তমুপক্রমতে—“অস্ত্যাং প্রাপ্তৌ” ইতি । অয়মস্যার্থঃ—কর্মান্তরে বিহিতং
হি ন কর্মাস্তর উপসংহ্রিয়তে, প্রমাণাভাবাৎ । যৎ পুনর্বিধীয়তে, কিন্তু
স্তব্যার্থং সিদ্ধতয়া সঙ্গীভূত্যা, তদসতি বাধকে দেবতাধিকরণজ্ঞায়েন শব্দতঃ

সংশয় হইলেই পক্ষলাভ হয় ; তাহাতে পাওয়া যায় ;—যখন শ্রবণ নাই, তখন
তাহার সন্নিপাত হইবে না । শাস্ত্রান্তরে শ্রবণ আছে বটে ; কিন্তু তাহা জ্ঞানান্তর-
গোচর, সুতরাং সে স্থান হইতে তদর্থের আকর্ষণ-পূর্বক হান-শ্রুতিতে
সংযোজন করা ভ্রাত্য নহে । আরও দেখ, সূক্ততর হানি অর্থাৎ ত্যাগ
আত্মকর্তৃক, কিন্তু তদ্ব্যয়ের উপায়ন (স্বীকার বা গ্রহণ) পরকর্তৃক । অতএব,
বিনা আবশ্যকে হান উপায়নার্থ আকর্ষণ করিবে কেন ? করিবে না । এই সকল
কারণে বলিতেছি. হান-শ্রুতিতে উপায়নের সমাক্ষেপ অর্থাৎ সন্নিপাতন হইবেক
না । এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে সূত্রকার বলিতেছেন—“হানৌ তূপায়নশব্দ-
শেষত্বাৎ” ইতি ।

[হান...বৃত্তিঃ] কেবল হানি (পুণ্যপাপের) শ্রুত হইলেও তাহাতে উপা-
য়নের সন্নিপাত (উন্নয়ন) হইতে পারে । কারণ এই যে, ঐ উপায়ন-শব্দ হান-
শব্দের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ । উপায়ন হান-সাপেক্ষ, ইহা কোষিতকি-ব্রাক্ষণে দৃষ্ট
হয় । সেই কারণে শ্রুত্যন্তরে কেবল হান-শব্দের শ্রবণ থাকিলেও সে স্থলে উপায়-
নের অত্ববর্তন স্বীকার্য্য । [যদুক্ত...নিবিশেষে ইতি] বলিয়াছিলে যে, শ্রবণ
না থাকায় আবশ্যক না থাকায় ও বিজ্ঞাস্তরের বিষয় বলিয়া উপায়নের উন্নয়ন
হইবে না । এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি । ভবদ্ব্যস্ত ব্যবস্থা অবিচাল্য
হইত, যদি আমরা এক স্থানে শ্রুত কোনও এক অন্তর্ভুক্তকে

সঙ্গীভূত। বিদ্যাস্ত্যর্থঃ ত্বনয়োঃ সংকীৰ্তনং—ইখং মহাভাগা
বিদ্যা, যৎসামর্থ্যাদস্ত্য বিদুষঃ স্কৃততুষ্কতে সংসারকারণভূতে
বিধূয়েতে, যে চাস্ত্য স্কৃতদ্বিষৎস্ব নিবিশেতে ইতি। স্ত্যার্থে
চাস্মিন্ সঙ্গীৰ্তনে হানানস্তরভাবিত্তেনোপায়নস্ত্য কচিচ্ছ ত্বাদস্ত্য-
ত্রাপি হানশ্রুতাবুপায়নানুরক্তিং মন্যতে স্ততিপ্রকৰ্ষলাভায়।

প্রসিদ্ধা চার্ববাদান্তরাপেক্ষা অর্থবাদান্তরপ্রবৃতিঃ “একবিংশো
বা ইতোহসাবাদিত্যঃ” ইত্যেবমাদিষু। কথং হীহৈকবিংশতাদি-
ত্যস্ত্যভিধীয়েত—অনপেক্ষ্যমাণেহর্থবাদান্তরে “দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চ-
বস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ” ইত্যেতস্মিন্।

প্রতীয়মানং পবিত্রকুমলকাম্। তথা চ বিধূতয়োঃ স্কৃততুষ্কতয়োনিগুণায়াং
বিদ্যায়ামধরোমাদিবাং কিং ভবন্তিত্যপেক্ষায়াং—ন তাবৎ প্রায়শ্চিত্তেনেব তদ্বি-
লয়সম্ভবস্তথা সত্যধরোম-রাহুদৃষ্টাস্তাত্তপপত্তিঃ। ন জাতধরোম-রাহুমুখরোমির্ল-
পনমন্তি, অপিতু অথচন্দ্রাত্যাং বিভাগঃ। ন চ নষ্টে বিধুননপ্রমোচনার্থসম্ভবঃ।
তস্মাদর্থবাদস্ত্যাপেক্ষায়াং শব্দসম্মিধিকৃতোহপি বিশেষ উপায়নং বুদ্ধৌ সন্নিধাপয়িতুং
শক্যোত্যপেক্ষাং পূরয়িতুমিতি। নিগুণাপি বিদ্যা হানোপায়নাত্যাং স্ত্যোতব্যা।
স্ততিপ্রকৰ্ষস্ত প্রয়োজনং ন প্রমাণম্। অপ্রকৰ্ষেহপি স্ত্যুপপত্তেঃ।

ন চার্ববাদান্তরাপেক্ষার্থবাদান্তরাণাং ন দৃষ্টা। ন চ তৈন পূরণমিত্যাহ—
“প্রসিদ্ধাচ” ইতি। “স্ত্যর্থত্বাচ্চাস্ত্যোপায়নবাদস্ত্য” ইতি। যত্পাশ্চদীয়ে অপি
স্কৃততুষ্কতে অন্ত্য ফলং প্রযচ্ছতঃ। যথা পুত্রস্ত্যাদ্রাক্ষকর্ণ পিতৃস্তুপ্তিং, যথা চ
(অনুষ্ঠানযোগ্য) কৰ্ম্মকে অস্ত্য স্থানে নীত করিবার ইচ্ছা কবিতাম্। উদাহৃত
শ্রুতিতে বে, হানির ও উপাদানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা অনুষ্টেয়রূপ নহে। জ্ঞান-
প্রশংসার্থই উক্ত উভয়ের উল্লেখ। বিদ্যা বা জ্ঞান এত প্রশংসিত যে, তাহারই
সামর্থ্যে বিদ্বানের সংসারবীজ স্কৃত ও তুষ্কত বিধূত—স্কৃত তুষ্কত যথাক্রমে স্কৃতদে
ও শক্রেতে প্রবেশ করে। [স্ত্যার্থে...মাদিন্] ঐ উল্লেখ বধন স্ততির উদ্দেশে,
তখন অবশ্যই উপায়ন হানের পরভাবী বলিয়া এক স্থানে অশ্রবণ থাকিলেও হান-
শ্রুতিতে তাহার অনুবর্তন স্বীকার করা উচিত। করিলে স্ততিরও প্রকৰ্ষ লাভ
হইবে।

এক অর্থবাদে (অর্থবাদ=কেবল স্ততিবাক্য) অস্ত্য অর্থবাদের প্রবৃতি
(জন্ম) হয়, ইহা “এই আদিত্য এক বিংশ” ইত্যাদি স্থলে প্রসিদ্ধ আছে।
[কথং...দৃশ্যতে] “১০ মাস, ৫ ঋতু, ৩ লোক ও এই আদিত্য, এইরূপে এক-
বিংশ”—এই অর্থবাদকে অপেক্ষা বা উপলক্ষ্য না করিলে “একবিংশ আদিত্য”
—এই অর্থবাদে কি আদিত্যের একবিংশত্ব অভিহিত হইতে পারে? “ইন্দ্রিয়ই
১৫-ভূ” এই অর্থবাদ উপলক্ষ্যে “সেন্সিয়রের কারণ ত্রিষ্টভূত্বয়” এই অর্থবাদ

তথা “ত্রিঋভৌ ভবতঃ সেন্দ্রিয়দ্বয়” ইত্যেবমাদিষ্পথবাদেষপি
 “ইন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিঋভুম্” ইত্যেবমাদিষ্পথবাদান্তরাপেক্ষা দৃশ্যতে ।
 বিদ্যাস্ত্যত্বার্থত্বাচ্চাশ্রোপায়নবাদস্ত কথমনুদীয়ে স্বকৃতদুষ্কৃতে
 অন্তেরভ্যুপয়েতে—ইতি নাতীবাভিনিবেষ্টব্যম্ । উপায়নশব্দ-
 ত্বাদিতি চ শব্দ-শব্দঃ সমুচ্চারয়ন্ স্ত্যত্বার্থমেব হানাবপায়নানুরূপ্তিঃ
 সূচয়তি । গুণোপসংহারবিবক্ষায়াং হ্যপায়নার্থশ্চৈব হানাবনু-
 রূপ্তিঃ ক্রিয়াৎ । তস্যাং গুণোপসংহারবিচারপ্রসঙ্গেন স্ত্যুপ-
 সংহারপ্রকারদর্শনার্থমিদং সূত্রম্ ।

কুশাচ্ছন্দঃস্ত্যুপগানবাদদ্যুপমোপাদানম্ । তদযথা ভাল্ল-
 বিনাঃ “কুশা বানম্পত্যঃ স্থ, তা মা পাত” ইত্যগ্নিমিগমে

পিতৃর্কৈবানরীয়েষ্টিঃ পুত্রস্ত, নার্যাশ্চ সুরাপানং ভর্জুনরকং, তথাপ্যনুদীয়ে অপি
 স্বকৃতদুষ্কৃতে সাক্ষাদনুশ্লিষ্যন্তবত ইত্যশয়েন শব্দা । ফলতঃ প্রাপ্ত্যা স্ততিরিত্তি
 পরিহারঃ । গুণোপসংহারবিবক্ষায়ামিত্যপি ন স্বরূপতঃ স্বকৃতদুষ্কৃতসংস্কারাভি-
 প্রায়ম্ । ননু বিদ্যাগুণোপসংহারাদিকারে কোহয়মকাণ্ডে স্ত্যত্ববিচার ইতি
 শব্দাম্পসংহারপাকরোতি—“তস্মাদ্গুণোপসংহারবিচারপ্রসঙ্গেন” ইতি । বিদ্যা-

প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় । [বিদ্যা...সূত্রম্] একের পুণ্যাপাপ অপরে কিরূপে
 গ্রহণ করে ? এ কথার অত্যন্ত মনোনিবেশ করিও না । এই মাত্র অন্তত্ব কর
 যে, ঐ উপায়ন-বাদ কেবল জ্ঞানপ্রশংসার নিমিত্তই অভিহিত । সূত্রে উপায়নের
 সঙ্গে শব্দ-শব্দ আছে, তদ্বারাও জ্ঞানপ্রশংসা ও হানির সঙ্গে উপায়নের অন্তবর্ত্তন
 সূচিত হইয়াছে । গুণোপসংহার (উক্ত অমুক্ত গুণের অর্থাৎ বিচারপূর্বক অঙ্গ-
 সমূহের একত্র সমাবেশ) বলিবার ইচ্ছা আছে, তাই তৎপ্রসঙ্গে হানের উপায়নার্থতা
 বলা হইল । উদ্ঘাটিত কারণসমূহের দ্বারা ইহাই স্থির হইতেছে যে, গুণোপসংহার
 বিচারের প্রসঙ্গে স্ত্যুপসংহার প্রণালীও এতৎসূত্রে দর্শিত হইয়াছে । [কুশা...
 আত্মীয়স্তে] এক স্থানের কথিত বিশেষ অগ্র স্থানে নীত হইবার উদাহরণ কুশ,
 আচ্ছন্দঃ (চন্দঃ) স্ততি ও উপগান ।

উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত কএকটির বিশেষ বিবরণ এই—উদগাতা নামক ঋত্বিক্
 (যজ্ঞপুরোহিত) স্তোত্র গান করে, অপরে তাহার সংখ্যা রাখে । কতক গুলি
 শলাকাকার কাঠখণ্ড সেই স্তোত্র গণনার বা সংখ্যা রাখিবার অবলম্বন—ভাল্লবি-
 শাখাধ্যায়ীরা সে গুলিকে কুশা বলে । যজমান সংখ্যা-শলাকা লইবার কালে যে
 মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা এই—“হে কুশ সকল ! তোমরা বনম্পতিপ্রভব । (বন-
 ম্পতি = বনস্থ মহাবৃক্ষ) । তোমরা আমাকে রক্ষা কর ।” ভাল্লবিদিগের ব্যবহৃত
 এই মন্ত্রে যে কুশার কথা আছে, তাহা অবিশেষ অর্থাৎ সাধারণ । (দর্ভকেও কুশ

কুশানামবিশেষেণ বনস্পতিষোনিভ্রংশবণে শাট্যায়নিনাং “ঔতুষ্মরাঃ কুশাঃ” ইতি বিশেষবচনাদৌতুষ্মর্য্যঃ কুশা আশ্রীয়ন্তে । যথা চ কচিদ্বেবাস্তরচ্ছন্দসামবিশেষেণ পৌৰ্ব্বাপর্য্যপ্রসঙ্গে “দেবচ্ছন্দাংসি পূৰ্ব্বাণি” ইতি পৈঙ্গ্যাম্নায়াং প্রতীয়তে । যথা চ ষোড়শিস্তোত্রে কেষাঞ্চিং কালাবিশেষপ্রাপ্তৌ “সময়াধ্যুমিতে সূর্য্যে” ইত্যার্ক্য-ভিত্তিতেঃ কালবিশেষপ্রতীতিঃ । যথৈব চাবিশেষেণোপগানং কেচিং সমামনন্তি, বিশেষেণ ভাল্লবিনঃ । যথৈতেষু কুশাদিষু ঐত্যন্তরগতবিশেষান্বয়ঃ, এবং হানাবপ্যুপায়নান্বয় ইত্যর্থঃ ।

ঔণোপসংহারপ্রসঙ্গতঃ স্তুতিগুণোপসংহারো বিচারিতঃ, প্রয়োজনকোপাসকে সৌহার্দ্যমাচরিতব্যং, ন হ্রসৌহার্দ্যমিতি ।

ছন্দ এবাচ্ছন্দ আচ্ছাদনাদাচ্ছন্দো ভবতি । “যথৈব চাবিশেষেণোপগানং” ইতি । ঋত্বিজ উপগায়ন্তীত্যবিশেষেণোপগানমুহিজাম্ । ভাল্লবিনস্ত বিশেষেণ নাক্ষর্য্যরূপগায়তীতি । তদেতন্মাত্তাল্লবিনাং বাক্যমুহিজ উপগায়ন্তীত্যেতচ্ছেষঃ

বলে, পরিভাষা অনুসারে কাঠনির্ম্মিত পদার্থকেও কুশ বলে, সূতরাং সাধারণ) । ঐ সাধারণ উল্লেখের বিশেষে পর্য্যবসান ব্যতীত যজ্ঞ নির্দ্ধাহ হইতে পারে না । (কুশ কি ? কোন্ বস্তুকে কুশ বলিয়া গ্রহণ করিবে ? অবশ্যই একটা নির্দ্ধিষ্ট বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে) । এজন্ত ভাল্লবিশাখাধ্যায়ীরা শাট্যায়ন-শাখোক্ত বিশেষের গ্রহণ করিতে বাধ্য হন । শাট্যায়ন শাখায় আছে “কুশ সকল উতুষ্মককাঠনির্ম্মিত” । শাট্যায়নদিগের এই যে বিশেষোক্তি, নির্দ্ধিষ্ট উল্লেখ, ইহা ভাল্লবিশাখায় নীত বা গৃহীত হইতে দেখা যায় । [যথা চ...প্রতীয়তে] ছন্দঃ দুই প্রকার, দৈব ও আস্তর । “ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক” এই বাক্যে বিশেষ নির্দ্ধারণ না থাকায় পৈঙ্গী ঐতির আশ্রয় লওয়া হয় । পৈঙ্গী ঐতি যথা—“প্রথম ভাগ প্রথমোক্ত দেবচ্ছন্দঃ ।” [যথা চ...প্রতীতিঃ] অতিরাত্র যাগে ষোড়শি-নামক যজ্ঞ পাত্রেয় স্তুতি করিবার বিধান আছে । কিন্তু তাহা কোন সময়ে করিবেক ? তাহা সেই বিধান বাক্যে কথিত নাই । না থাকিলেও সামবেদীয় আর্চিক-ঐতি তাহার অবধারণ করায় । আর্চিক-ঐতিতে আছে—“সূর্য্য উদিত হইলে ষোড়শি-পাত্রেয় স্তুতি করিবেক ।” এই আর্চিক-ঐত্যুক্ত বিশেষ অর্থাৎ নামগ্রাহী নির্দেশ পূৰ্ব্বোক্ত সাধারণ বাক্যে অস্থিত হইতে দেখা যায় । [যথৈব... ইত্যর্থঃ] “ঋত্বিক উপগান : করিবেন” এই ঐতিতে কোন্ ঋত্বিক, তাহার উল্লেখ নাই । না থাকিলেও ঐত্যন্তরে আছে “অধ্যায় উপগান করেন না ।” এই ঐতি দ্বারা পূৰ্ব্বোক্ত সাধারণ অবিশেষ ঐতির বিশেষে পর্য্যব-সান হয় । অর্থাৎ অধ্যায় ব্যতীত আর আর ঋত্বিক উপগান করিবেন, এইরূপ বিশেষ প্রতীত হয় । অতএব যেমন উদাহৃত কুশাদিতে ঐত্য-

ঐত্যন্তরকৃতং হি বিশেষং ঐত্যন্তরেহনভ্যুপগচ্ছতঃ সৰ্ব্বত্রৈব
বিকল্পঃ শ্রাৎ, স চাত্মাভ্যঃ সত্যং গতো । তদুক্তং দ্বাদশলক্ষণ্যাং
“অপি তু বাক্যশেষত্বাদিতরপৰ্য্যাদাসঃ শ্রাৎ, প্রতিষেধে বিকল্পঃ
শ্রাৎ” ইতি ।

অর্থবৈতাস্যেব বিধুননশ্রুতিষেতেনৈব সূত্রেণৈতচ্চিন্তয়িতব্যং

বিজায়তে । এতদুক্তং ভবতি—অধৰ্ম্মাবৰ্জিতা ঋত্বিহ উপগায়ন্তীতি । কণ্মাৎ
পুনরেষং ব্যাখ্যায়তে ? নহু স্বতন্ত্রাণ্যেব সন্ত বাক্যানীত্যত আহ—“ঐত্যন্তরকৃতম্”
ইতি । অষ্টদোষদুষ্টবিকল্পপ্রসঙ্গভয়েন বাক্যান্তরশ্চ বাক্যান্তরশেষত্বমভবতো জৈমি-
নেরপি সম্মতমিত্যাহ—“তদুক্তং দ্বাদশলক্ষণ্যাম্ ।” “অপিতু বাক্যশেষঃ শ্রাদ-
ত্বাভ্যত্বাদিকল্পস্ত বিধীনামেকদেশঃ শ্রাৎ” ইতি । এতদেব সূত্রমর্থদ্বারেণ পঠতি—
“অপি তু বাক্যশেষত্বাদিতরপৰ্য্যাদাসঃ শ্রাৎ, প্রতিষেধে বিকল্পঃ শ্রাৎ ।” স চাত্মাভ্য
ইতি শেষঃ । এবং কিল শ্রয়তে । এষ বৈ সপ্তদশঃ প্রজ্ঞাপতির্যজ্ঞে যজ্ঞেহ্মা-
য়ন্ত ইতি, ততো নানুযাজ্ঞেযু য়ে যজামহং কৰোতীতি । তদব্রাহ্মণ্যতঃ কক্ষিদ্-
বজ্ঞং যজ্ঞেযু য়েযজামহকরণমুপদিষ্টম্ । তদুপদিষ্ট চাত্মাতং নানুযাজ্ঞেযু । তত্র
সংশয়ঃ—কিং বিধিপ্রতিষেধয়োর্কিকল্প উত পৰ্য্যাদাসোহনুযাজ্ঞবৰ্জিতেষু য়েয-
জামহঃ কৰ্তব্য ইতি । মা ভূদর্থপ্রাপ্তশ্চ শাস্ত্রীয়েণ নিষেধেন বিকল্পঃ । দৃষ্টং
হি তাদাত্মিকীমশ্চ স্বল্পরতাং গময়তি, নায়াতো দোষবভাং নিষেধতি । তস্মৈ
তত্রোদাসীতাং । নিষেধশাস্ত্রস্ত তাদাত্মিকং সৌন্দর্য্যমবাধমানমেব প্রবৃত্ত্যু-
দ্যুৎ নরং নিবারয়দায়ত্যাশ্চ হঃখফলত্বমবগময়তি । যথাহ—অকৰ্ত্তব্যো-
দুঃখফল ইতি । ততো রাগতঃ প্রবৃত্তমপ্যায়ন্ত্যাং হঃখতো বিভাভ্যং পুরুষং
শঙ্কোতি নিবারয়িতুমিতি বলীয়ান্ শাস্ত্রীয়েঃ প্রতিষেধে রাগতঃ প্রবৃত্তেরিতি
ন তয়া বিকল্পমর্থীতি । শাস্ত্রীয়ে তু নিষিদ্ধিনিষেধৌ তুল্যবলতয়া শোড়শগ্রহণ-
গ্রহণবধিকরোতে । তত্র হি বিধিদর্শনাং প্রধানন্তোপকারভূত্বং কল্পাতে—
নিষেধদর্শনাচ্চ বৈশ্বণ্যেহপি ফলসিদ্ধিরবগম্যতে । যথাহ—অর্থপ্রাপ্তবদিত্তি

স্তরোক্ত বিশেষের অর্থ বা সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়, তেমনি, হান-
শ্রুতিতে ঐত্যন্তরোক্ত উপায়নের অর্থ বা সম্বন্ধ হইবেক । [ঐত্যন্তর...
শ্রাৎ ইতি] এক শ্রুতির কথিত বিশেষ অত্র শ্রুতিতে যায়, নীত হয়, এ
কথা স্বীকার করিলে সমুদায় স্থলেই বিকল্পের প্রসক্তি হয়; পরন্তু তাহা
অভাষ্য । উপায় বা গতি থাকিতে অষ্টদোষদুষ্ট বিকল্প বিধান কুত্রাপি
স্বীকার্য্য নহে, ইহা উক্ত হইয়াছে (মীমাংসাদর্শনে) । যথা—বাক্যশেষত্ব
হেতুক ইতর পৰ্য্যাদাস স্বীকার্য্য হইবেক । নিষেধ পক্ষে বিকল্প ঘটনা
হয়, পরন্তু তাহা ভ্রান্ত্য নহে ।”*

[অর্থবৈ...দর্শনাং] বিধুন শ্রুতিতে এই ২৬ সূত্র বোঝানা করিয়া অত্র প্রকার

* জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে আছে—“নীকিত হোম করিবেক না ।” অত্র এক শ্রুতিতে আছে—
“যত কাল জীবন, তত কাল হোম করিবেক । নীকিত বাক্য হোমপ্রতিষেধক হইলে নিষেধ

—কিমেনে বিধুননবচনেন স্বকৃতদুষ্কৃতয়োহনিমত্তিধীয়তে ? কিং বার্থান্তরম্ ? ইতি । তত্রৈবং প্রাপয়িতব্যং, ন হানং বিধুননমত্তি-
ধীয়তে, ধৃঞ্কম্পন ইতি স্মরণাৎ । “দোধূয়ন্তে ধ্বজাগ্রাণি”
ইতি চ বায়ুনা চাল্যমানেষু ধ্বজাগ্রেষু প্রয়োগদর্শনাৎ । তস্মা-
চ্চালনং বিধুননমত্তিধীয়তে । চালনন্তু স্বকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কক্ষিৎ
কালং ফলপ্রতিবন্ধাদিত্যেবং প্রাপ্য প্রতিবক্তব্যং—হানাবেবৈষ
বিধুননশব্দোহনুবর্তিতুমহতি উপায়নশব্দশেষত্বাৎ । ন হি পর-

চেন তুল্যত্বাৎ উভয়ং শব্দলক্ষণমিতি । ন চ বাচ্যং যাবদ্ব্যজতিষু যেষজামহ-
করণং যাবদ্ব্যজতি সামান্যধারণানুযাজ্ঞং যজতিবিশেষমুপসর্পতি, তাবদনুযাজ-
গতেন নিষেধেন তন্নিসিদ্ধমিতি শীঘ্রপ্রবৃত্তেঃ, সামান্যশাস্ত্রাবিশেষনিষেধো বল-
বানিতি । যতো ভবত্বেবঃ বিধিষু ব্রাহ্মণেভ্যো দধি দীয়তাং তত্রুং কোণ্ডি-
ত্বায়েতি তত্র তক্রবিধিন দধিবিধিমপেক্ষতে প্রবর্তিতুমিহ তু প্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ
প্রতিষেধস্ত যেষজামহস্ত চাত্ততোপ্রাপ্তেস্তন্নিসেধেন নিষেধাপ্রাপ্ত্যে তদ্বিধিরপে-
ক্ষণীয়ঃ । ন চ সাপেক্ষতয়া নিষেধাবিধিরেব বলীয়াণিত্যতুল্যশিষ্টতয়া ন
বিকল্পঃ কিন্তু নিষেধত্বৈব বাধনমিতি সাম্প্রতম্ । তথা সতি নিষেধশাস্ত্রং
প্রমত্তগীতং স্তাৎ । ন চ তদনুকূলম্ । তুল্যং হি সাম্প্রদায়িকম্ । ন চ নতৌ
পশৌ করোতীতিবদর্থবাদতা । অসমবেতার্থত্বাৎ । পশৌ হি নাজ্যভাগৌ স্ত
ইত্যুপপত্ততে । ন চাত্র তথা যেষজামহাভাবো যততিষু যেষজামহবিধানাৎ ।
অনুযাজানাক্ষ তদ্ভাবাৎ । ন চ পশুদাসস্তদাহনানুযাজ্ঞেভিতি কাত্যায়নমতেন
নিয়মপ্রসক্তেঃ । তস্মাবিহিতপ্রতিষিদ্ধতয়া বিকল্প ইতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত
উচ্যতে—‘উক্তং ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োর্কিকল্প’ ইতি । ন হি তত্রাত্মা গতি-

বিচার করিতেও পার । তদ্ব্যথা—ঐ বিধুনন বাক্য পুণ্যপাপের হানি বুঝাইবে
কি পদার্থান্তর বুঝাইবে, এইরূপ সংশয় উত্থাপনপূর্বক বিধুনন শব্দে হানি-অর্থ
বুঝায় না, এইরূপ পূর্বপক্ষ-স্থাপন কর । ধৃঞ্ ধাতুর অর্থ কম্পন । বায়ুপরি-
চালিত ধ্বজাগ্রভাগ দৃষ্টে লোকে বলে, ধ্বজাগ্র দোধূয়মান হইতেছে (কাঁপিতেছে) ।
[তস্মা...সম্ভবতি] সুতরাং বিধুনন-শব্দের অর্থ পরিচালন । পাপপুণ্যের পরি-
চালন কি ? না কক্ষিৎকাল তদ্ব্যভয়ের ফলপ্রতিবন্ধ । এইরূপ পূর্বপক্ষ স্থাপন
করিয়া তাহার এইরূপ প্রতিবাদ কর—ঐ বিধুনন শব্দে হানি-অর্থই অনুবর্তিত
হইবে । কারণ এই যে, তাহা উপায়নশব্দের শেষ অর্থাৎ তৎসাপেক্ষ । একের
হানি বা ত্যাগ ব্যতীত তাহা অত্রের উপগম্য (স্বীকার্য্য) হইতে পারে না ।

পালন অথবা বিধিপালন এই বিরুদ্ধ করণের উপস্থিত হয়, পরন্তু তাহা স্তায়সঙ্গত নহে । স্তায়সঙ্গত
নহে বলিয়া ন-শব্দের ইতর পশুদাসার্থ গ্রহণ করা হয় । অর্থাৎ নীকিতান্ত্র ব্যক্তিই যাবতীয়
হোম করিবেক, এইরূপ অর্থ স্বীকৃত হয় । বাক্যশেষ বাক্যাক্ষ । উক্ত উভয় বাক্য এক করিয়া
একার্থে বোঝনা করা হয় ।

পরিগ্রহভূতয়োরগ্রহীণয়োঃ স্বকৃতদ্রুতয়োঃ পরৈরুপায়নং
সম্ভবতি । যদুপীদং পরকীয়য়োঃ স্বকৃতদ্রুতয়োঃ পরৈরুপায়নং
নাঙ্গসং সম্ভাব্যতে, তথাপি তৎসঙ্কীর্ণনাং তাবৎ তদানুগুণেন
হানমেব বিধূননং নামেতি নির্ণেভুং শক্যতে । কচিদপি চেদং
বিধূননসম্মিধাবুপায়নং শ্রায়মাণং কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্বাপগানবদ্বিধূনন-
শ্রুত্যা সর্বত্রাপ্যপেক্ষ্যমাণং সার্বত্রিকং নির্ণয়কারণং সম্পাদ্যতে ।

রম্ভি । তেনাষ্টদোষদুষ্টোহপি বিকল্প আস্থীয়তে—পক্ষেহপি প্রামাণ্যাত্মভূৎ
ক্রমভগ্নীভতেতি । ইহ তু পর্য্যাদাসেনাপ্যপপত্তৌ সম্ভবন্ত্যামত্যা-বিকল্পাশ্রয়-
ণমযুক্তম্ । এবং হি তদা নঞঃ সম্বন্ধোহনমুযাজেষু যজ্ঞতিষ্মযুযাজবর্জিতেষু
ষেযজামহঃ কৰ্ত্তব্য ইতি । কিমতো যদ্বেবমেতদতো ভবতি । নানুযাজেষু-
ত্যেতৎকামপরিপূর্ণং সাকাজ্জং পূৰ্ব্ববাক্যকদেদেশেন সম্ভবন্ততে, যদেতদ্বে-
যজামহং করোতীতি এতদানুযাজেষু যাবদ্রুতং শ্রাদ্ধযুযাজবর্জিতেষু তাব-
দ্রুতং ভবতি নানুযাজেষু । তথা চ যজ্ঞতিবিশেষণার্থাদনমুযাজবিধিরেবায়-
মিতি প্রতিষেধাভাবান্ন বিকল্পঃ । ন চাভিযুক্ততরপাণিনিবিরোধে কাতায়নশ্চ
সম্বাদিভ্যং নিত্যসমাসবাদিনঃ সম্ভবতি । স হি বিভাষাদিকারে সমাসং শাস্তি ।
তস্মাদনুযাজবর্জিতেষু যেযজামহবিধানমিতি সিদ্ধম্ ।

বর্ণকান্তরমাহ—“অথ বৈতাস্ত” ইতি । যথা হি স্বকৃতদ্রুতয়োরমূর্তয়োঃ
কম্পনং নাঙ্গসং, মূৰ্ত্ত্যুহবিধায়িত্বাং কম্পস্ত, তথাহন্তদীয়য়োরন্তত্র সঞ্চারোহপ্য-
নুপপন্নোহমূর্ত্ত্বাদেব । তস্মাদযত্র বিধূননমাত্রং শ্রুতং তত্র কম্পনেন বরং স্বকার্য্যা-
নুষ্ঠাচালনমাত্রমেবলক্ষ্যতাং, ন তু তত্রোপগত্যাহন্তত্র সঞ্চারঃ কল্পনাগোরবপ্রসঙ্গাৎ ।
তস্মাৎ স্বকার্য্যানুষ্ঠাচালনং বিধূননমিতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে । যত্র তাবদুপায়ন-
শ্রুতিস্তত্রাবশ্যং ত্যাগো বিধূননং বক্তব্যম্ । কচিদপি চেদ্বিধূননং ত্যাগে
বৰ্ত্ততে, তথা সত্যহন্ত্রাপি তত্রৈব বৰ্ত্তিহুমৰ্হতি । এবং হি ন বৰ্ত্ততে, যদি
বিধূননমিহ মুখ্যং লভ্যেত । ন চৈতদস্তু । তত্রাপি স্বকার্য্যাচালনশ্চ লক্ষ্য-

সুতরাং উপায়নসাপেক্ষ । সেই জন্ত বলিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়,
হানিতে উপায়নের অমূৰ্ত্তন আছে । [যদুপীদং...শক্যতে] যদিও মুখ্য-
রূপে একের পুণ্যপাপ অস্ত্রের গ্রহণ করা সুসম্ভব নহে ; তথাপি, “উপায়ন্তি” শব্দের
উল্লেখ থাকায় অমূৰ্ত্ত হানিই বিধূনন শব্দের অভিধেয়, ইহা অবধারণ করিতে
পার । [কচিদপি...ব্যাপ্যাত্মম্] কোন কোন স্থলে বিধূনন-সম্মিধানে উপায়নের
প্রয়োগ শুনা যায়, সুতরাং সেই শ্রবণ কুশ, আচ্ছন্দ, স্তুতি ও উপগানের দৃষ্টান্তে
সৰ্ব্বত্রই নিশ্চয়কারণ বলিয়া গণ্য করা যায় । কেননা, তাহা সৰ্ব্বত্রই বিধূনন-শব্দ-
সাপেক্ষ । অর্থাৎ মুখ্য বিধূনন নহে । পুণ্যপাপের বিধূনন অর্থাৎ চালনা ধ্বজাগ্র-
চালনার দ্বারা মুখ্য নহে । তাহা সম্ভবও হয় না । কেননা, তাহা অদ্রব্য—দ্রব্য-
পদার্থ (দ্রব্য—মূর্ত্তিমাং) নহে । অথ রোম বিধূনিত করে কি ?-না রজোমুক্ত

ন চ চালনং ধ্বজাঐবং স্বকৃতদ্রুতয়োর্মুখ্যং সম্ভবতি, অদ্রব্য-
ত্বাৎ । অশ্বশ্চ রোমাণি বিধ্বন্যনঃ ত্যজন্ রজঃ সইহেতেন রোমা-
ণ্যপি জীর্ণানি শাতয়তি । “অশ্ব ইব রোমাণি বিধ্বয় পাপম্”
ইতি চ ব্রাহ্মণম্ । অনেকার্থত্বাভ্যুপগমাচ্চ ধাতুনাং ন স্মরণ-
বিরোধঃ । “তদ্রুতম্” ইতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩ । ৩ । ২৬ ॥

সাম্পরায়ে তত্ত্বব্যাভাবাত্থা হত্বে ॥৩৩২৭॥*

দেবযানেন পথা পর্য্যক্শ্বং ব্রহ্মাভিপ্রস্থিতস্ত ব্যধ্বনি স্বকৃত-
দ্রুতবিয়োগং কৌষীতকিনঃ পর্য্যক্শ্ববিদ্যায়ামানন্তি । “স এতং
মাণত্বাৎ । ন চ প্রামাণিকং কল্পনাগোরবং লৌহগন্ধিতামাচরতি, অপিচানেকার্থ-
ত্বাদ্ভাভাৎ ত্যাগেহপি বিধ্বয়েতি মুখ্যমেব ভবিষ্যতি । প্রাচুর্যেণ ত্যাগে-
হপি লোকে প্রয়োগদর্শনাৎ । বিনিগমনাহেতোরভাবাৎ । গণকারস্ত চোপ-
লক্ষণত্বেনাপার্থনির্দেশস্ত তত্র দর্শনাৎ । তস্মাদ্ভানার্থ এবাক্তেতি যুক্তম্ ॥ ৩৩২৬ ॥

নহু পাঠক্রমাদর্শপথে স্বকৃতদ্রুততরণে প্রতীয়েতে । বিদ্যাসামর্থ্যাক
প্রাগেবাবগম্যোতে । তথা শাট্যায়িনাং তাত্ত্বিনাঞ্চ শ্রুতেঃ । শ্রুতার্থো চ
পাঠক্রমাদলীয়াংসো, অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগুং পচতি ইত্যত্র যথা । তস্মাৎ
পূর্বপক্ষাভাবাদনারভ্যমেতৎ অত্রোচ্যতে । নৈতৎ পাঠক্রমাত্মম্, অপি তু শ্রুতি-
জীর্ণ রোম পরিত্যাগ করে ? (সুতরাং অশ্বরোমের বিধ্বননও মুখ্য বিধ্বনন নহে) ।
এ কথা ব্রাহ্মণবাক্যেও আছে । যথা—“যেমন অশ্ব জীর্ণ রোম বিধৃত (পরিত্যাগ)
করিয়া নির্মল হয়, তেমনি, জ্ঞানীও পাপ বিধৃত (পরিত্যাগ) করিয়া নির্মল
হন ।” অথবা ধাতু সকলের অর্থ অনেকবিধ । সে অনুসারেও ঐ অর্থ ব্যাকরণ-
বিরুদ্ধ নহে ; ইহাই স্বত্ব “তদ্রুতম্” শব্দের ব্যাখ্যা ॥ ৩ । ৩ । ২৬ ॥

কৌষীতকি-শাখাধারীরা পর্য্যক্শ্ববিদ্যা পাঠ করেন । তদ্যথা—জ্ঞানী দেব-
যানপথে পর্য্যক্শ্ব ব্রহ্মের অভিমুখে প্রস্থিত হইলে অর্দ্ধপথে তাঁর স্বকৃত
দ্রুত (পুণ্য-পাপ) বিরাম প্রাপ্ত হয় । কৌষীতকিশ্রুতি—“সেই জ্ঞানী অর্থাৎ

* সাম্পরায়ে দেহত্যাগকালে অথবা মরণাৎ প্রাক স্বকৃতদ্রুতয়োর্হানন্তবতীতি শেবঃ । অত্র
হেতুঃ—তত্ত্বব্যাভাবাদিতি । সম্প্রেরতস্য কক্ষিৎ কালঃ কর্মসম্ভে ফলাভাবাৎ দেবযানপ্রবেশা-
যোগ্যত্বাবাবৈব ক্ষয় ইতি হেতুপদানামর্থঃ । অস্তে শাখিনঃ শাট্যায়িনঃ তথা আহরিতি
যোজনীয়ম্ ।

অথ যেমন মলিন পুরাতন রোম ত্যাগ করিয়া নির্মল হয়, তেমনি, দেহত্যাগের পূর্বে জ্ঞানীর
পুণ্যপাপ ক্ষয় হয় । ইহা শাট্যায়ন শাখার কথা । আবার কৌষীতকি শাখায় শ্রুতি বলিয়াছেন,
অর্দ্ধ পথে স্বকৃত দ্রুত বিধ্বনিত হয় । এই বিবিধ বাক্য দৃষ্টে সংশয় হয়, কোন্ শ্রুতি বলবতী ।
তাহার সিদ্ধান্ত—মধ্যে তত্ত্বব্য অর্থাৎ মধ্যে পাপপুণ্যের প্রাপ্তব্য ফল না থাকায় দেহপাত সময়েই
জ্ঞানীর পুণ্যপাপ বিধ্বনিত হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । এ কথা শাখান্তরেও স্পষ্টতঃ কথিত
হইয়াছে ।

দেবযানং পশ্চানমাপদ্যামিলোকমাগচ্ছতি” ইতু্যপক্রম্য “স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসৈবাতোতি, তৎ স্কৃততদ্বৃত্তে বিধুন্তে” ইতি । তৎ কিং যথাক্রমং ব্যবস্থেব বিয়োগবচনং প্রতিপত্তব্যম্ ? আহোশ্বিদাদাবেব দেহাদপসর্পণে ? ইতি বিচারণায়াং শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ যথাক্রমপ্রতিপত্তিপ্ৰসক্তৌ পঠতি— “সাম্পরায়ৈ” ইতি । সাম্পরায়ৈ গমন এব দেহাদপসর্পণ ইদং বিভাসামর্থ্যাৎ স্কৃততদ্বৃত্ততহানং ভবতীতি প্রতিজানীতে । হেতু-মাচক্টে—তত্ত্বাব্যভাবাদিতি ।

স্তৎ স্কৃততদ্বৃত্তে বিধুন্তে ইতি । তদ্বিতি হি সর্বনাম তস্মাদর্থে সন্নিহিত-পরামর্শকং, তস্ত হেতুভাবমাহ—সন্নিহিতঞ্চ যদনন্তরং শ্রুতম্ । তচ্চার্দ্ধপথ-বর্ত্তিবিরজানদীমনোহতিগমনমিত্যর্দ্ধপথ এব স্কৃততদ্বৃত্তত্যাগঃ । ন চ শ্রুত-স্তবিরোধঃ । অর্দ্ধপথেইপি পাপবিধুনেন ব্রহ্মলোকসম্ভবাৎ প্রাকালতোপ-পত্তেঃ । এবং শাট্যায়নিনামপ্যবিরোধঃ । ন হি তত্র জীবন্মিতি বা জীবত ইতি বা শ্রুতম্ । তথা চার্দ্ধপথ এব স্কৃততদ্বৃত্তত্বিমোকঃ । এবঞ্চ ন পর্য্যকবিজ্ঞাত-তৎপ্রক্ষয় ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ । রাষ্ট্রাস্তত্ত্ব বিভাসামর্থ্যবিধৃতকল্মষস্ত জ্ঞানবত উত্ত-রেণ পথা গচ্ছতো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ । ন চাপ্রক্ষীণকল্মষস্তোত্তরমার্গগমনং সম্ভবতি । যথা যবাণুপাকং প্রাক্ নাগ্নিহোত্রম্ । যমনিয়মাশ্রমচুতানসহিতায়া বিভাসা উত্তরেণ মার্গেণ পর্য্যকস্বত্রপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বশ্রবণাৎ । অপ্রক্ষীণপাপানশ্চ তদনুপ-পত্তেঃ । বিজ্ঞেব তাদৃশী কল্মষং ক্ষপয়তি । ক্ষপিতকল্মষকোত্তরমার্গং প্রাপয়তীতি কথমর্দ্ধপথে কল্মষক্ষয়ঃ । তস্মাৎ পাঠক্রমবাদের্নার্থক্রমোহহমর্ভব্যঃ ।

নিগুণোপাসক দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করে।” এই-রূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া বলিয়াছেন “অনন্তর সে বিরজা নদীতে আইসে— তাতা সে মনের দ্বারাই অতিক্রম করে এবং তৎপরে সে পুণ্যপাপ বিধৃত (ত্যাগ) করে ;” এই স্থানে বিচার্য্য—জ্ঞানী কি এতৎশ্রুতি অনুসারে সেই অর্দ্ধপথে পাপপুণ্যশূন্ত হয় ? কিংবা: দেহত্যাগকালে স্কৃত-তদ্বৃত্ত-পরি-হীন হয় । শ্রুতিপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে গেলে উক্ত শ্রুত্যনুসারে ইহাই পাওয়া যায় যে, অর্দ্ধপথে পুণ্যপাপ পরিত্যক্ত বা পাপক্ষয় প্রাপ্ত হয় । আচার্য্য ব্যাস এই সংশয়ের সিদ্ধান্তার্থ ২৭ শ্লোকে বলিয়াছেন । [সাম্পরায়ৈ...মর্হতি] জ্ঞানী যখন দেহ হইতে অবমুগ্ধ হয়, দেহ পরিত্যাগ করে, তখনই জ্ঞানের শক্তিতে তাহার স্কৃত তদ্বৃত্ত প্রক্ষয় হইয়া থাকে । এই প্রতিজ্ঞার সাধক হেতু ‘তত্ত্বাব্যভাব’ অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির অভাব । বিদ্বান্ যখন বিভাস দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবার জন্ত প্রস্তুত হয়, বাটিকৌশিক দেহ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ বিদেহ হয়, তখন হইতে—ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত—মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষণ অবস্থিত, সে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষণে স্কৃত-তদ্বৃত্ত থাকার কোনও রূপ কার্য্য বা ফল থাকা শ্রুত ও অসম্মিত হয় না ।

ন হি বিদ্বষঃ সম্পরেতস্ত বিদ্বা ব্রহ্ম প্রেপ্সতোহস্তুরালে
 স্কৃততুষ্কতাভ্যাং কিঞ্চিৎ প্রাপ্তব্যমস্তি, যদর্থং কতিচিৎ ক্ষণান-
 ক্ষীণে তে কল্লোয়াতাম্ । বিদ্যাবিরুদ্ধফলত্বাত্তু বিদ্যাসামর্থ্যেন
 তয়োঃ ক্ষয়ঃ । স চ যদৈব বিদ্যাফলাভিমুখী, তদৈব ভবিতু-
 মৰ্হতি । তস্মাৎ প্রাগেব সন্নয়ং স্কৃততুষ্কতক্ষয়ঃ পশ্চাৎ পঠ্যতে ।
 তথা হন্তোহপি শাখিনস্তাণ্ডিনঃ শাট্যায়নিনশ্চ প্রাগবন্ত্যায়ামেব
 স্কৃততুষ্কতহানমামনস্তি “অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্” ইতি
 “তস্ত পুত্রা দায়মুপযন্তি, স্তহদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্”
 ইতি চ ॥ ৩। ৩। ২৭ ॥

নহু ন পাঠক্রমানামমল তদিতি সৰ্ব্বনামশ্রুত্যা সন্নিহিতপরামর্শাদিত্যুক্তম্ ।
 তদনুসৃত্য, বুদ্ধিসম্মিপানম্যবমত্রোপযুক্ত্যতে নাত্মং । তচ্চানন্তরস্তেব বিজ্ঞাপকরণা-
 দ্বিজ্ঞায়া অপীতি সমান শ্রুতিকভয়দাপীতি অর্থপাতৌ পরিশিষ্টোতে । তত্র
 চার্হো বলীয়ানিতি । ন চ তাণ্ড্যাদিশ্রুতাবিরোধঃ পূৰ্ব্বপক্ষে । অশ্ব ইব
 রোমাণি বিধূয়েতি হি স্বতন্ত্রস্ত পুরুষস্ত ব্যাপারং ক্রতে, ন চ পরে তস্তাশ্চি
 স্বাতন্ত্র্যম্ । তস্মাৎতদ্বিরোধঃ ॥ ৩। ৩। ২৭ ॥

স্কৃত-তুষ্কতের দ্বারা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ পুণ্যাপুণ্যেব ফলভোগ যদি তৎকালে
 না-ই থাকিল, তবে আর কিসের জন্ত তৎকালে স্কৃত-তুষ্কতেব অস্তিত্ব স্বীকার
 বা কল্পনা করিবে ? বিশেষতঃ স্কৃত-তুষ্কত উভয়ই বিজ্ঞাবিবোধী, স্তুরাং বিজ্ঞার
 সামর্থ্যে উভয়েই ক্ষয় হওয়া স্বীকার্য্য । বিজ্ঞা ফলোন্মুখী হইবামাত্রই
 তত্ত্বজ্ঞের ক্ষয় হওয়া যুক্তিসিদ্ধ । [তস্মাৎ...ইতি চ] শ্রুতিতে যে, অৰ্দ্ধপথে
 তত্ত্বজ্ঞের ক্ষয় হওয়া পঠিত হইয়াছে, প্রদর্শিত যুক্তি অবলম্বনে বুঝিতে
 হইবে যে, তাহা ঔপচারিক । পূর্বেই স্কৃত-তুষ্কত ক্ষয় হইয়াছিল, শ্রুতি
 তাহা নদী উত্তরণানন্তর বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন মাত্র । তাণ্ডী ও শাট্যা-
 যনী এই দুই শাখা নদী সত্তরণের পূর্বে স্কৃত-তুষ্কত ক্ষয় হওয়ার কথা
 বলিয়াছেন । যথা—“অশ্ব যেমন রোম বিধূত করিয়া নির্মল হয়, সেই
 রূপ, এই জ্ঞানীও পাপ বিধূনন করিয়া—” “তাহার পুত্রেরা তাহার দায়
 (ধনাদি), স্তহদেরা তাহার সংকার্য্য (পুণ্য) এবং শত্রুগণ তাহার
 পাপ উপলাভ অর্থাৎ গ্রহণ করে ।” (এই দুই শ্রুতিতে দেহত্যাগের সঙ্গে পুণ্য-
 পাপের ত্যাগ স্পষ্টতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে ।) ॥ ৩। ৩। ২৭ ॥

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ৩। ৩। ২৮ ॥*

যদি চ দেহাদপম্বস্তস্য দেবযানেন পথা প্রস্থিতস্মার্কপথে
স্বকৃতদ্রুতক্ষয়োহভ্যুপগম্যোত, ততঃ পতিতে দেহে যমনিয়ম-
বিদ্যাভ্যাসাত্মকস্য স্বকৃতদ্রুতক্ষয়হেতোঃ পুরুষপ্রবত্তশ্চেচ্ছা-
তোহনুষ্ঠানানুপপত্তেরনুপত্তিরেব তদ্বৈতুকস্য স্বকৃতদ্রুতক্ষয়স্য
স্মাৎ।

তস্মাৎ পূর্বমেব সাধকাবস্থায়ান্ ছন্দতোহনুষ্ঠানং তস্য স্মাৎ।
তৎপূর্বকঞ্চ স্বকৃতদ্রুতহানিমিতি দ্রষ্টব্যম্। এবং নিমিত্ত-

কেভ্যশ্চিৎ পদেভ্য ইদং সূত্রম্। নহু যথা পরেতস্তোত্তরেণ পথা ব্রহ্ম-
প্রাপ্তিৰ্ভবতীতি বিদ্যাকলম্, এবং তত্শিবার্কপথে স্বকৃতদ্রুতহানিরপি ভবিষ্য-
তীতি শঙ্কাপদানি। তেভ্য উত্তরমিদং সূত্রম্। তদ্ব্যাচষ্টে—“যদি চ দেহাদপ-
ম্বস্তস্য” ইতি। বিদ্যাকলমপি ব্রহ্মপ্রাপ্তির্নাপরেতস্য ভবিতুমর্হতি শঙ্কাপদেভ্যঃ।
যথাঃ—নাঙ্গনিহা তত্র গচ্ছন্তীতি। স্বকৃতদ্রুতপ্রক্ষয়স্ত সত্যপি নরশরীরে
সম্ভবতীতি সমর্থস্য হেতোর্মমনিয়মাদিসহিতায়া বিদ্যানানায়াঃ কার্যাক্ষয়াযোগাদযুক্তো
জীবত এব স্বকৃতদ্রুতক্ষয় ইতি সিদ্ধম্।

ছন্দতঃ স্বচ্ছন্দতঃ স্বেচ্ছয়েতি। স্বেচ্ছ্যানুষ্ঠানং যমনিয়মাদিসহিতায়া
বিদ্যারাস্তস্য জীবতঃ পুরুষস্য স্মাৎ মৃতস্তাহতৎপূর্বকঞ্চ স্বকৃতদ্রুতহানং স্মাজ্জীবত
এব, সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ। এবং কারণানন্তরং কার্যোৎপাদে সতি নিমিত্তনৈমিত্ত-
করোস্তদ্ব্যবস্থাপপত্তিস্তাণ্ডিশাটায়নিশ্চয়োচ্চ সঙ্গতিঃ, ইতরথা স্বাতন্ত্র্যাভাবেনা-
সঙ্গতিকক্লা স্মাৎ। তদনেনোভয়াবিরোধো ব্যাখ্যাতঃ। যে তু পরস্ত বিদ্বঃ স্বকৃত-

তাক্রদেহ ও দেবযান পথে প্রস্থিত জ্ঞানীর যদি অর্কপথে পুণ্যপাপ ক্ষয়
হওয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে দেহপাতের পর, সে ইচ্ছাপূর্বক যমনিয়মাদি-
বিদ্যাভ্যাসাত্মক পুণ্যপাপ-ক্ষয়ের কারণ উপার্জন করিতে না পারায় বিদ্যার ও
বিদ্যাকল পুণ্যপাপক্ষয়ের কার্য-কারণভাব সংরক্ষিত হইবে না।

কিন্তু দেহপাতের পূর্বে সাধকাবস্থায় যেমন ইচ্ছা, তেমন বিদ্যানুষ্ঠান করে ও

* মৃতস্ত যথাকামং বিদ্যানুষ্ঠানানুপপত্তের্যেকিচ্ছাকর্ষক্ষয়োহেতুকলভ্যবো বিক্-
শাতে। অপিচ, তব মতে সতি হেতো ন কার্যাবিলম্ব ইতি স্মারদ্ব্যবস্থিততাত্ত্বাদিশ্রুতিবিরোধ
এব স্মাৎ। অস্বংগকে অবিরোধ এব স্মাদিতি সূত্রতাত্পর্যম্। ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ।

বাদীর পক্ষ উভয়রূপে বিরুদ্ধ। পরন্তু অস্বংগক উভয় প্রকারেই অবিরুদ্ধ। অতিপ্রায় এই
যে, দেহপাতের পর অভিলাষণরূপ বিদ্যার্জন করার অধিকার থাকে না। তাহা না
থাকায় পুণ্যপাপক্ষয়রূপ কার্যের সহিত বিদ্যারূপ কারণের সম্বন্ধাভাব ঘটনা হয়। যাহা
কারণ—তাহাকে কার্যের অব্যবহিত পূর্বকালে থাকিতে হইবেই হইবে; সুতরাং বিলম্ব-
বাদীর মতে কারণের ব্যাঘাত। অথবা উপলব্ধ কারণ বিদ্যমান থাকিলে কার্যোৎপত্তির
অবিলম্বই স্মারোপেত, বিলম্ব হওয়া স্মারবাহ্য।

নৈমিত্তিকয়োরূপপত্তিস্তাণ্ডিশাট্যায়নিশ্ৰুত্যোশ্চ সঙ্গতিরিতি ॥
৩।৩।২৮ ॥

গতেরথবস্তুমুভয়থানুথা হি
বিরোধঃ ॥ ৩।৩।২৯ ॥*

কচিৎ পুণ্যপাপহানসম্মিধৌ দেবদানঃ পস্থাঃ শ্রুয়তে, কচিৎ
ন । তত্র সংশয়ঃ—কিং হানাবিশেষমৈণেব দেবদানঃ পস্থাঃ
সম্মিপতেৎ ? উত বিভাগেন—কচিৎ সম্মিপতেৎ কচিন্ন ?

দৃষ্টতে কথং পরত্র সংক্রামেতে ইতি শঙ্কোত্তরভয়া স্ত্রং ব্যাচখ্যুঃ । ছন্দতঃ
সঙ্কল্পত ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোরবিরোধাদেবং হত্রেতি । ন তত্রাগমগম্যোহর্থো স্বাতন্ত্র্যেণ
যুক্তিনিবেশনীয়েতি । তেবামধিকরণশরীরাদুৎপ্রবেশে সম্ভবত্বার্থাস্ত্রোপবর্ণনম-
সঙ্গতমেবেতি ॥ ৩।৩।২৮ ॥

যথা হানিসম্মিধাবুপায়নমত্ৰ শ্রুতিগতি বত্ৰাপি কেবলা হানিঃ শ্রুয়তে,
তত্রাপ্যুপায়নমুপস্থাপয়তি, এবং তৎসম্মিধাবেব দেবদানঃ পস্থাঃ শ্রুত ইতি, বত্ৰাপি
স্বকৃততদ্বৃত্তহানিঃ কেবলা শ্রুতা, তত্রাপি দেবদানং পস্থানমুপস্থাপয়িতুমহিতি ।
ন চ “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যনেন বিরোধঃ । দেবদানেন পথা ব্রহ্ম-
করিতে সমর্থ ; তৎপূৰ্ব্বক (বিদ্যাকারণক) পুণ্যপাপের হানি অর্থাৎ প্রাক্কম,
ইহাই দ্রষ্টব্য অর্থাৎ স্বীকাব্য হয় । ঐরূপ হইলেই তাণ্ডিশাখাস্থ শ্রুতির ও
শাট্যায়ন-শাখাস্থ শ্রুতির সঙ্গতি হয় এবং বিস্তার ও বিস্তারফল পুণ্যপাপক্লেশের
নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবও সংরক্ষিত হয় ।

কোন কোন শ্রুতিতে পাপপুণ্য বিনাশের সম্মিধানে দেবদান পথের শ্রবণ
আছে এবং কোন শ্রুতিতে তাহা নাই । (মরণের পর জ্ঞানীর পুণ্যপাপের
বিনাশ ও দেবদান পথে গমন হয়, কিন্তু কোন কোন শ্রুতিতে কেবল পাপপুণ্য
বিনাশের উল্লেখ আছে, দেবদানপথের উল্লেখ নাই) । তাহাতে সংশয় হয়,
সৰ্ব্বত্রই কি পুণ্যপাপ বিনাশের সঙ্গে অবিশেষে দেবদান-গতি অধিত হইবে ?
কি ঐ দেবদানগতি বিভাগক্রমে উপস্থিত (লাভ) হইবে ? অর্থাৎ কোন কোন
জ্ঞানীর দেবদানে গতি ও কোন কোন জ্ঞানীর অত্ৰ পথে গতি, এইরূপ ব্যবস্থা
হইবে ? পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে সৰ্ব্বত্র সমানরূপে দেবদান গতি লভ্য হইতে
পারে । (পূর্বের সিদ্ধান্ত এই যে, পাপপুণ্য হানির সঙ্গে অবিশেষে অর্থাৎ সৰ্ব্বত্র

* উভয়থা অবিভাগেন গতেদেবদানজ্ঞ পথোর্থবৎ সাকল্যং ভবিতুমহিতি । হি বতঃ ।
অন্তথা বিভাগেন বিরোধ এষ ত্ৰাৎ ।—

পাপপুণ্য প্রাক্কমের নিকটে কোন কোন শ্রুতিতে দেবদান পথের শ্রবণ আছে, কোন
কোন শ্রুতিতে তাহার শ্রবণ নাই । তাহাতে সংশয় হয়, অবিশেষে কি দেবদান
পথ লাভ হইবে ? কি বিভাগক্রমে (কোন কোন উপাসনার কলে দেবদান পথ এবং
কোন কোন বিস্তার কল অত্ৰ পথ) লভ্য হইবে ? সংশয়ের সিদ্ধান্ত পক্ষ এই যে, উভয়ত্রই
অর্থাৎ অবিশেষে দেবদান শ্রুতির সার্থকা লাভ হইবে । ইহার বিরুদ্ধপক্ষে বিরোধ আছে ।

ইতি । যথা তাবদ্ধানাবিশেষেণৈবোপায়নানুবৃত্তিরুক্তা, এবং দেবযানানুবৃত্তিরপি ভবিতুমহতীত্যস্তাং প্রাপ্তবাচক্ষ্মহে—

গতেদেবযানস্ত পথোহর্থবদ্ভং উভয়থা বিভাগেন ভবিতু-
মহতি । কচিদর্থবতী গতিঃ, কচিন্নেতি, নাবিশেষেণ । অন্যথা
হবিশেষেণৈবৈতস্তাং গতাবঙ্গীক্রিয়মাণায়াং বিরোধঃ স্তাৎ ।
“পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যস্তাং শ্রুতৌ
দেশান্তরপ্রাপ্তৌ গতির্বিবুদ্ধেয়ত । কথং হি নিরঞ্জনোহগস্তা
দেশান্তরং গচ্ছেৎ, গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যং ন দেশান্তরপ্রাপ্ত্যন্ত-
মিত্যানর্থক্যমেবাত্ম গতেশ্চান্যামহে ॥ ৩ । ৩ । ২৯ ॥

লোকপ্রাপ্তৌ নিরঞ্জনস্ত পরমসাম্যোপপত্তেঃ । তস্মাদ্ভানিমাং দেবযানঃ পন্থাঃ
সম্ব্যত ইতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।

বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি হি বিভ্রমো বিধৃত-
পুণ্যপাপস্ত বিদ্যায়া ফেমপ্রাপ্তিমাহ । ভ্রমনিবন্ধনোহক্কেমো যাপ্যাত্মজ্ঞানলক্ষণয়া
বিভ্রয়া বিনিবর্তনীয়ঃ । নাসৌ দেশবিশেষমপেক্ষতে । ন হি জাতু রজ্জৌ সর্পভ্রম-
নিবৃত্তয়ে সমুৎপন্নং রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানং দেশবিশেষমাপেক্ষতে । বিভ্রোৎপাদদ্বৈত-
স্ববিরোধ্যবিজ্ঞানিষ্মত্রিকপন্থাং । ন চ বিভ্রোৎপাদায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরপেক্ষণীয়া ।
যমনিয়মাদিবিষ্মকসত্ত্বৈবৈব শ্রবণাদিভির্বিভ্রোৎপাদাৎ । যদি চরমারক্ককার্য-
কর্মক্ষপণায় শরীরপাতাবধ্যপেক্ষেতি ন দেবযানেনাস্তীহ যথার্থ ইতি শ্রুতিদৃষ্টবিরো-
ধাৎ নাপেক্ষিতব্য ইতি । অস্তি তু পঞ্চাক্ষবিভ্রায়াং তত্ত্বার্থ ইত্যুক্তং, দ্বিতীয়েন
স্বত্রেণেতি । যে তু যদি পুণ্যমপি নিবর্ততে, কিমথা তর্হি গতিরিত্যাশঙ্ক্য
স্বত্রমবতারয়ন্তি ।—গতেরর্থবদ্ভং উভয়থা দুকৃতনিবৃত্ত্যা স্কৃতনিবৃত্ত্যা চ । যদি পুনঃ
পুণ্যমল্লবর্তেত, ব্রহ্মলোকগতশ্রাপীহ পুণ্যলোপভোগ্যাবৃত্তিঃ স্তাৎ । তথা চৈতেন
প্রতিপত্তমানা ইত্যনাবৃত্তিশ্রুতিবিরোধঃ । তস্মাদ্ভুক্তস্তেব স্কৃতস্তাপি প্রক্ষম
ইতি তৈঃ পুনরনাশঙ্কনীয়মেবাশঙ্কিতম্ । বিভ্রাক্ষিপ্তায়াং হি গতৌ কেয়মাশঙ্কা,
যদি ক্ষণস্বকৃতঃ, কিমর্থময়ং যাতীতি । ন হেবা স্কৃতনিবন্ধনা গতিরপি তু
বিজ্ঞাননিবন্ধনা । তস্মাদ্ভুক্তোক্তমেবোপবর্ণনং সাধিতি ॥ ৩ । ৩ । ২৯ ॥

উপায়নের অনুবর্তন স্বীকৃত হয় । তদৃষ্টান্তে অবিশেষে অর্থাৎ সর্বত্র বা সমুদায়
উপাসকের দেবযান-পথ লক্ষ হইতে পারে) । এইরূপ পূর্ব পক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত
বলা হইতেছে ।

বিভাগ ক্রমেই দেবযান পথ প্রাপ্তব্য, অবিভাগে নহে । অবিশেষে গতি
অঙ্গীকার করিতে গেলে বিরোধ উপস্থিত হইবে । দেবযানগতি “জ্ঞানী পুণ্য-
পাপ বিধৃত করিয়া নিরঞ্জন ও পরম সাম্য (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন” এতৎ শ্রুতির
বিরুদ্ধ । যে নিরঞ্জন অগস্তা—সে কি প্রকারে কোন্ দেশান্তরে গমন করিবে ?
তাহার গন্তব্য পরম সাম্য (ব্রহ্ম), তাহা দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন নহে । অন্তএব,
পরমসাম্যপ্রাপ্তিস্থলে গতিশ্রুতির আনর্থক্যই বিবেচিত হয় ॥ ৩ । ৩ । ২৯ ॥

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধিলোকবৎ ॥৩৩৩০॥*

উপপন্নশায়মুভয়ধাভাবঃ—কচিদর্থবতী গতিঃ কচিন্নেতি, তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ । গতেঃ কারণভূতো হর্থঃ পর্য্যাক্ষবিদ্যা-দিষু সপ্তগোপাসনেনুপলভ্যতে । তত্র হি পর্য্যাক্ষারোহণং, পর্য্যাক্ষেন্নেত্রাক্ষণা সহ সম্বদনং, বিশিষ্টগন্ধাদিপ্রাপ্তিশ্চেত্যেব-মাদি বহু দেশান্তরপ্রাপ্ত্যায়ত্তং ফলং শ্রুয়তে । তত্রার্থবতী গতিঃ, ন তু সম্যগদর্শনে তল্লক্ষণার্থোপলব্ধিরস্তি । ন হ্যষ্টৈক-ত্বদর্শিনামাপ্তকামানামিহৈব দক্ষাশেষক্লেশবীজানামারকভোগ-কর্মা-শয়ক্ষণব্যতিরেকেণাপেক্ষিতব্যং কিঞ্চিদস্তি । তত্রানর্থিকা গতিঃ । লোকবচ্চেষ বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ । যথা লোকে গ্রাম-

[রত্নপ্রভা । নহু তহি সপ্তগবিদ্যায়ামপি নার্গো ব্যর্থ ইত্যত আহ—উপপন্ন ইতি । সা গতিঃ কারণং যন্তার্থস্ত স তল্লক্ষণার্থঃ । ইতি রত্নপ্রভা ॥৩৩৩০॥]

ঐ উভয়ধাভাব অর্থাৎ স্থলবিশেষে গতিশ্রুতির সার্থক্য ও স্থলবিশেষে নৈরর্থক্য, ইহা অযুক্ত নহে; প্রত্যুত যুক্তিসিদ্ধ । কেন-না, পর্য্যাক্ষবিদ্যা প্রভৃতি সপ্তগবিদ্যা স্থলে গতির কারণীভূত অর্থ উপলব্ধ হয় । পর্য্যাক্ষবিদ্যায় গতির (প্রাপ্তির) কারণীভূত বহু অর্থ আছে । পর্য্যাক্ষারোহণ, পর্য্যাক্ষস্থ ত্রন্ধের সহিত কথোপকথন, বিশিষ্ট গন্ধাদি প্রাপ্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন বহু প্রকার ফল শ্রুত আছে ; সুতরাং সপ্তগোপাসকের সম্বন্ধেই গতি-শ্রুতির সার্থক্য ; কিন্তু জ্ঞানীর সম্বন্ধে তাহার নৈরর্থক্য । [ন...দয়িষ্যামঃ] যাহার জ্ঞানে আত্মাতিরিক্ত বস্তু নাই, যে আপ্তকাম, এতৎশরীরে বাহার সমুদায় ক্লেশবীজ দৃষ্ট হইয়াছে, সে কেবল প্রারক কর্মের (যে কর্ম ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ শরীর জন্মাইয়াছে, সেই কর্মের) ক্ষয় প্রতীক্ষা করিতে থাকে । ভোগ দ্বারা প্রারক কর্মের ক্ষয় হইলেই তাহার কৃতার্থ হয় । তাহাদের সম্বন্ধে গতিশ্রুতির সার্থক্য কি ? (তাহাদের ত স্থানান্তর গমন নাই ।) এ বিভাগে

* সা গতিঃ কারণং যন্তার্থস্ত স তল্লক্ষণার্থস্তস্যোপলব্ধিত্বাৎ গতিশ্রুতৈকভবধা-ভাব উপপন্নো যুক্তঃ । লোকবৎ লোক ইব । যত্র দেশান্তরপ্রাপ্তিরূপা গতিরপেক্ষতে, তত্র তস্তাঃ সার্থক্যং, যত্র ত্রিবিধায়ত্ত্বং গতিকারণাভাবাৎ নৈরর্থক্যমিত্যাদৌষঃ । সপ্তগোপসনানাং গতেঃ কারণভূতোহর্থ উপলভ্যতে, ন নিগুণবিদ্যায়াং ; সুতরাং গতিশ্রুতৈকভবধাভাব এব তৎ-মিতি সূত্রতাৎপর্য্যম্ ।

উপাসকের দেষদান পথে গতি হয়, এই যে শ্রুতি আছে, এ শ্রুতির অর্থ সপ্তগ উপাসনাকেই স্পর্শ করিতেছে, নিগুণ উপাসনা স্পর্শ করিতেছে না । একই শ্রুতির একরূপ দ্বৈবিধ্য লোক দৃষ্টান্তে সঙ্গত হইতে পারে । গতির কারণীভূত বস্তু সপ্তগ বিদ্যাতেই দেখা যায়, নিগুণ বিদ্যায় নহে । (ভাব্যাব্যাব্য দেখ) ।

প্রাপ্তৌ দেশান্তরপ্রাপণঃ পশ্চা অপেক্ষ্যতে, নারোগ্যপ্রাপ্তৌ,
এবমিহাপীতি। ভূয়শ্চৈতং বিভাগং চতুর্থেহধ্যায়ে নিপুণতর-
মুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৩। ৩। ৩০ ॥

অনিয়মঃ সর্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানা-

ভ্যাম্ ॥ ৩। ৩। ৩১ ॥*

সগুণাস্ত বিদ্যাস্ত গতিরর্থবতী, ন নিগুণায়াং পরমাত্মবি-
দ্যামিত্যুক্তম্। সগুণাস্তপি বিদ্যাস্ত কাস্ত্ৰচিদগতিঃ শ্রয়তে।
যথা পর্য্যাক্ষবিদ্যায়াং পঞ্চায়িবিদ্যায়ামুপকোশলবিদ্যায়াং দহর-
বিদ্যায়াঞ্জেতি, নান্যাস্ত, যথা মধুবিদ্যায়াং শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং
ষোড়শকলবিদ্যায়াং বৈশ্বানরবিদ্যায়ামিতি। তত্র সংশয়ঃ—

প্রকরণং হি ধর্ম্মাণাং নিয়ামকম্। যদি তু তন্মাদ্রিয়তে, ততো দর্শপূর্ণমাস-
জ্যোতিষ্টৌমাধিধর্ম্মঃ সর্কীর্ষ্যেয়ম্। ন চ তেষাং বিকৃতিষু সৌর্যাদিষু ছাদ-
শাহাদিষু চ চোদকতঃ প্রাপ্তিঃ—সর্বত্রোপদেশিকত্বাৎ। ন চ দর্শিহোমস্তা-
প্রকৃতিবিকারভূতত্বাধর্ম্মকত্বম্। ন চ সর্বধর্ম্মযুক্তং কস্মিৎ কিঞ্চিদপি শক্যমুচ্ছাতুম্।
ন চৈবং সতি শ্রুত্যাদয়োহপি বিনিয়োজকাঃ, তবামপি হি প্রকরণেন সামান্তস্যবন্ধে
লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় এবং লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারে ঐরূপ বিভাগ স্বীকার্য।
যেমন লোক মধ্যে দেখা যায়, গ্রাম পাইতে হইলে দেশান্তরপ্রাপক পথের
প্রয়োজন, কিন্তু আরোগ্য পাইতে হইলে দেশান্তরপ্রাপক কোন কিছুই প্রয়োজন
নাই; সেইরূপ, জ্ঞানীর পক্ষে ও ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে লোকান্তর প্রাপক পথের প্রয়োজন
নাই। পুনরায় চতুর্থধ্যায়ে এ বিভাগ বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে।

বলা হইল যে, সগুণ বিদ্যাতেই (উপাসনাতেই) গতি-শ্রুতির সার্থক্য,
নিগুণ পরমাত্মবিদ্যায় নহে। কিন্তু কোন কোন সগুণবিদ্যাতে গতির শ্রবণ
আছে, সকল সগুণবিদ্যায়—গতিশ্রবণ নাই। পর্য্যাক্ষবিদ্যায়, পঞ্চায়িবিদ্যায়,
উপকোশলবিদ্যায় ও দহরবিদ্যায় দেবদান গতি শুনা যায়, অশ্রুত নহে। অর্থাৎ
মধুবিদ্যায়, শাণ্ডিল্যবিদ্যায়, ষোড়শকলবিদ্যায় ও বৈশ্বানরবিদ্যায় তদগতির শ্রবণ
নাই। [তত্র...অনিয়ম ইতি] সেই জন্য সংশয় হয়, যে যে বিদ্যায় (উপাসনায়)
তদগতির শ্রবণ আছে, সেই সেই বিদ্যাতেই কি দেবদান-গতি লক্ষ হইবে?
অথবা তজ্জাতীয় সমুদায় বিদ্যায় (সগুণ উপাসনা মাতে) প্রোক্ত গতি অনুগমন

* সর্বাসাং সগুণায়াং বিদ্যানাং অনিয়মঃ অবিশেষ এবং অবিরোধোহবিকল্প ইতি
শব্দানুমানাত্যাং প্রতিশ্রুতিভ্যাং বিজায়তে।—

শব্দ প্রতি এবং অনুমান স্মৃতি। এতদ্বস্তরের দ্বারা সগুণ উপাসনা-সাধারণ্যে দেবদান
গতি লাভ হয় বলিলে কোন বিরোধ থাকে না। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

কিং যাস্থেবৈবা গতিঃ শ্রুয়তে, তাস্থেব নিয়ম্যেত ? উতানিয়-
মেন সৰ্ব্বাভিরেবৈবজ্ঞাতীয়কাভিৰ্বিদ্যাভিঃ সম্বধ্যোতেতি । কিং
তাবৎ প্রাপ্তম্ । নিয়ম ইতি । যত্রৈব শ্রুয়তে, তত্রৈব ভবিতু-
মৰ্হতি, প্রকরণস্য নিয়ামকত্বাৎ । যদ্যন্তত্র শ্রুয়মাণাপি গতি-
ৰ্বিদ্যাস্তরং গচ্ছেৎ, শ্রুত্যাঙ্গীনাং প্রামাণ্যং হীয়েত, সৰ্ব্বস্য
সৰ্বার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ । অপি চ, অর্চিরাদিকৈকৈব গতিরূপকোশল-
বিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঞ্চ তুল্যবৎ পঠ্যতে, তৎ সৰ্বার্থত্বেহ-

সতি বিনিযোজকত্বাৎ । যত্রাপি বিনা প্রকরণং শ্রুত্যাভিভ্যো বিনিয়োগোহবগম্যতে,
তত্রাপি তন্নিরূপায় প্রকরণস্তাবশ্যকরনীয়ত্বাৎ । তস্মাৎ প্রকরণং বিনিয়োগায়
তন্নিয়মায় চাবশ্যমভ্যুপেতব্যম্, অত্রথা শ্রুত্যাঙ্গীনাং প্রামাণ্যপ্রসক্তিঃ । তস্মাদ-
যাস্থেবোপাসনাস্থ দেবযানঃ পিতৃযানো বা পশ্বা আয়াতস্তাস্থেব, ন তুপাসনাস্থেব,
তদন্যানানং । ন চ “যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইতু্যপাসতে” ইতি সামান্ত্রবচনাৎ
সৰ্ববিজ্ঞাস্থ তৎপথপ্রাপ্তিঃ । শ্রদ্ধাতপঃপরায়ণানামেব তত্র তৎপথপ্রাপ্তিঃ শ্রুয়তে,
ন তু বিজ্ঞাপরায়ণানাম্ । অপি চ, এবং সত্যেকত্বাৎ বিজ্ঞায়াং মার্গোপদেশঃ
সৰ্বাস্থ বিজ্ঞান্ধিত্যেকত্বৈব মার্গোপদেশঃ কৰ্ত্তব্যো ন বিজ্ঞাস্থে বিজ্ঞাস্থেচ
শ্রুয়তে । তস্মান্ন সৰ্বোপাসনাস্থ পথিপ্রাপ্তিরিতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।

যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইতু্যপাসতে ইতি ন শ্রদ্ধাতপোমাত্রস্ত পথিপ্রাপ্তি-
মাহ, অপি তু বিজ্ঞায় তদারোহস্বীত্যত্র । নাবিধাংসমুপশ্বিন ইতি কেবলস্ত তপসঃ
শ্রদ্ধায়াশ্চ তৎপ্রাপ্তিপ্রতিষেধাঘ্নিন্যাসহিতে শ্রদ্ধাতপসী তৎপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বদন্
বিজ্ঞাস্থরশীলানামপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্বিঃ সমানমার্গতাং দর্শয়তি । তথাস্তত্রাপি
পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারেহভিধীয়তে—“য এবমেতদ্বিত্বৈ চান্নী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপা-
সতে” ইতি । সত্যশব্দস্ত ব্রহ্মণ্যেবানপেক্ষপ্রবৃত্তিত্বাৎ । তদেব হি সত্যমন্তস্ত
মিথ্যাভেদে কথঞ্চিদাপেক্ষিকসত্যত্বাৎ ।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধেখস্থিত্যৈবোপাস্তত্বাৎ ।” বিজ্ঞানাহচৰ্য্যাচ্চ বিজ্ঞাস্থরপরায়ণা-
করিবে ? পূৰ্ব্বপক্ষে নিয়মের প্রাপ্তি । অর্থাৎ তাহা সার্বত্রিক নহে ; কিন্তু যে যে
বিদ্যায় গতিশ্রবণ আছে, সেই সেই বিদ্যাতেই ঐ গতির প্রাপ্তি, এইরূপ অর্থ ই
লক হয় । প্রকরণ মাত্রেরই নিয়ামক, স্মরণ উহা যে যে প্রকরণে শ্রুত, সেই
সেই প্রকরণেই উহার প্রাপ্তি, ইহা নিয়মিত । এক উপাসনায় শ্রুত পদার্থ যদি
অন্ত উপাসনায় অমিত বা সম্বন্ধ হইত, তাহা হইলে শ্রুত্যান্নি প্রামাণ্য থাকিত না ।
(কিন্তু শ্রুতি, প্রকরণ, স্থান, সমাখ্যা অর্থাৎ নাম, সমস্তই বিনিযোজক বিষয়ে
প্রমাণ । একথা পূর্বমীমাংসায় ব্যক্ত আছে । শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ অর্থবোধক
শব্দ) এবং সমস্তই সমস্তের অঙ্গ হইতে পারিত । আরও দেখ, এক অর্চিরাদি
গতি অর্থাৎ দেবযান পথ উপকোশলবিদ্যায় ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় তুল্যরূপে পঠিত
হইয়াছে । উহা যদি সমুদায় বিদ্যারই প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে ঐ পুনর্লব্ধ

নর্থকং পুনর্বচনং স্মাৎ । তস্মাৎ নিয়ম ইত্যেবং প্রাপ্তে
পঠতি—অনিয়ম ইতি ।

সর্বাসামেবাভ্যুদয়প্রাপ্তিফলানাং সগুণানাং বিদ্যানামবিশেষে-
নৈব দেবযানাখ্য। গতিৰ্ভবিতুমহঁতি । নম্বনিয়মাভ্যুপগমে প্রকরণ-
বিরোধ উক্তঃ । নৈমোহস্তি বিরোধঃ । শব্দানুমানাত্যাং শ্রুতি-
স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ । তথা হি শ্রুতিঃ “তদ্ব্য ইখং বিদুঃ” ইতি
পঞ্চাশিবিদ্যাবতাং দেবযানং পস্থানমবতারয়ন্তী “যে চেমেহরণ্যে
শ্রদ্ধাং তপ ইতু্যুপাসতে” ইতি বিদ্যাস্তরশীলানামপি পঞ্চাশি-
বিদ্যাবিস্তিঃ সমানমার্গতাং গময়তি । কথং পুনরবগম্যতে
বিদ্যাস্তরশীলানামিয়ং গতিশ্রুতিরिति । ননু শ্রদ্ধাতপঃপরায়ণানা-

নামেবেদমুপাদানং ত্রায়াম্ । মার্গদ্বয়ভট্টানাঞ্চাযোগতিশ্রবণাৎ । তত্রাপি চ

অবশ্যই নিরর্থক । এই সকল কারণে বলিতে হয় যে, উহা (দেবযানাদি পথে
গতি) নিয়মিত বা ব্যবস্থিত অর্থাৎ যথাশ্রুত বিদ্যাতেই প্রাপ্য । এই পূর্-
পক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল—অনিয়মঃ সর্বাসাম্ ।

[সর্বাসাং...গময়তি] যে সকল উপাসনার ফল অভ্যুদয়-প্রাপ্তি, সে সকল
বা তাদৃশ সগুণ উপাসনা মাঝেই অনিয়মে অর্থাৎ নির্বিশেষে (তুল্যরূপে) ঐ
দেবযান গতি লব্ধ বা অধ্বিত হইতে পারে । এবম্বিধ অনিয়মের স্বাকার প্রকরণ-
বিরুদ্ধও নহে । কারণ এই যে, উহা শব্দ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি
উভয়ের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায় । (প্রবল শ্রুতি স্মৃতির নিকট প্রকরণ দুর্বল ;
সুতরাং ঐ সিদ্ধান্ত প্রকরণাদিবিরুদ্ধ নহে । প্রকরণ প্রবল শ্রুতি স্মৃতির বাধা
জন্মাইতে পারে না ।) শ্রুতি “যে এবম্প্রকারে জানে, উপাসনা করে,” ইত্যাদি-
ক্রমে পঞ্চাশিবিদ্যানুশীলীকে দেবযান পথে আরোহণ করাইয়া পরে “যাহারা
অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা ও তপঃসহকারে উপাসনা করে” ইত্যাদি বাক্যসন্দর্ভে—
অন্ত বিদ্যানুশীলীদিগেরও ঐ পঞ্চাশিবিদ্যানুশীলীদিগের সমান গতি বর্ণন করিয়া-
ছেন । [কথং...লক্ষণম্] যদি বল, অন্ত বিদ্যানুশীলীদিগের গতি ও পঞ্চাশি-
বিদ্যানুশীলীদিগের গতির সহিত সমান, ইহা তোমরা কিসে জানিলে ? যে
শ্রুতির উল্লেখ করিলে, সে শ্রুতিতে শ্রদ্ধা ও তপঃপরায়ণদিগেরই ঐ গতি বর্ণিত
হইয়াছে—তাহাতে বিদ্যার বা জ্ঞানের প্রসঙ্গও নাই ? এতৎ-প্রশ্নের প্রত্যুত্তর
এই যে, বিদ্যার অমূল্যেখ থাকিলেও দোষ হইত না । কারণ, জ্ঞানবল ব্যতীত
কেবল শ্রদ্ধা ও তপস্তার দ্বারা ঐ গতি লাভ কর যায় না । এ কথা অন্ত শ্রুতি
স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন । যথা—“যে লোকে কামদোস পবাস্ত, জানী

মেব স্মাৎ, তস্মাত্রাশ্রবণাৎ । নৈষ দোষঃ । ন হি কেবলাভ্যাং
শ্রদ্ধাতপোভ্যামন্তরেণ বিদ্যাবলমেঘা গতির্লভ্যতে ।

“বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ ।

ন তত্র দক্ষিণা যাস্তি নাবিদ্ধাংসস্তপস্বিনঃ ॥”

ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ । তস্মাদিহ শ্রদ্ধাতপোভ্যাং বিদ্যান্তরোপলক্ষণম্ ।

বাজসনেয়িনস্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারেহধীয়তে “য এবমেত-
দ্বিছুর্ঘে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে” ইতি । তত্র
শ্রদ্ধালবো যে সত্যং ব্রহ্মোপাসত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ । সত্যশব্দস্ত
ব্রহ্মণ্যসকৃৎ প্রযুক্তত্বাৎ । পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্যাক্ষেপ্তংবিত্তৈবো-
পাত্তত্বাৎ বিদ্যান্তরপরায়ণানামেবেদমুপাদানং শ্রীয়াৎ । “অথ য
এতৌ পস্থানৌ ন বিছুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকং” ইতি
চ মাগদ্বয়ভ্রষ্টানাং কষ্টমধোগতিং গময়ন্তী দেবযানপিতৃযানয়ো-
রেবৈতামন্তর্ভাবয়তি । তত্রাপি বিদ্যাবিশেষাদেমাং দেবযান-
প্রতিপত্তিঃ । স্মৃতিরপি—

যোগাতয়া দেবযানৈস্তবেহাধ্বনোহভিসম্বন্ধঃ । এতচ্ছবন্তি । ভবেৎ প্রকরণং
সেই একলোকে আরোহণ করে । কেবল কন্মী ও অবিহান্ তপস্বী সে লোকে
আরোহণ করিতে পারে না ।” এই বিস্পষ্ট শ্রুতির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,
ঐ শ্রদ্ধা-তপঃ-শব্দ বিভ্রান্তির উপলক্ষক । অর্থাৎ শ্রদ্ধাতপঃসহকৃত উপাসনার
প্রভাবেই দেবযান গতি লাভ করা যায় ।

[বাজ...প্রতিপত্তিঃ] বাজসনেয়ী-শাখাধ্যায়ীরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারে
বলিয়াছেন, “যাহারা উহাকে এবংরূপে জানে, যাহারা শ্রদ্ধালু হইয়া অরণ্যে
অবস্থান করতঃ সত্যোব (ব্রহ্মের) উপাসনা করে, তাহারা দেবযানপথে আরোহণ
করে ।” শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ শ্রদ্ধাঙ্কিত হইয়া এবং সত্যশব্দের অর্থ ব্রহ্ম । ব্রহ্ম অর্থে
পুনঃপুনঃ সত্যশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । প্রদর্শিত শ্রুতিতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিৎ
“যে এবংরূপে জানে” এইরূপে গৃহীত বা উল্লিখিত হওয়ায় উহাতে বিভ্রান্তরপরায়ণ
ব্যক্তির গ্রহণও শ্রীয়া হইবেক । “যাহারা এই দুই পথ (দেবযান ও পিতৃযান)
না জানে, তাহারা কীট পতঙ্গ ও দন্দশূক হয় ।” এই শ্রুতি পথদ্বয়ভ্রষ্ট-
দিগের কষ্টদায়িনী অধোগতি বুঝাইয়া দিয়া পূর্বোক্ত গতির দেবযান পিতৃযানের
অন্তর্ভাবতা দেখাইয়াছেন । তন্মধ্যে বিদ্যাবিশেষ দ্বারা তাহাদের দেবযান
পথ প্রাপ্তিও বলিয়াছেন । [স্মৃতি...নিয়মঃ] স্মৃতিও বলিয়াছেন । যথা—

“শুক্রকৃষ্ণে গতী ছেতে জগতঃ শাস্ত্রে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃতিমন্ত্যাবর্ত্ততে পুনঃ ॥” ইতি ।

যৎপুনর্দেবযানস্ত পথোহর্চিরাদেহিরান্নানমুপকোসলবিদ্যায়াং
পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঞ্চ, তদুভয়ত্রাপ্যনুচিন্তনার্থম্ । তস্মাদনিয়মঃ ॥

যাবদধিকারমবস্থিতরাধিকারিকাণাম্ ॥৩৩৩২॥*

বিদ্বষো বর্ত্তমানদেহপাতানন্তরং দেহান্তরমুৎপদ্যতে ন
বেতি চিন্ত্যতে । ননু বিদ্যায়াঃ সাধনভূত্যাঃ সম্পত্তৌ
কৈবল্যানিবৃত্তিঃ স্তান্ন বেতি নেয়ং চিন্তোপপদ্যতে । ন হি
পাকসাধনসম্পত্তাবোদনো ভবেৎ ন বেতি চিন্তা সম্ভবতি ।

নিয়ামকং যদানিয়মপ্রতিপাদকং বাক্যং শ্রোতং স্মার্ত্তং বা ন স্তাৎ । অস্তি তু
তত্ত্বস্ত চ প্রকরণাদ্ বলীয়স্বম্ । তস্মাদনিয়মো বিদ্যাস্তরেষণি সগুণেষু দেবযানঃ
পন্থা অসকৃদ্ব্যার্গোপদেশস্ত চ প্রয়োজনং বর্ণিতং ভাস্করুতেতি ॥ ৩।৩।৩১ ॥

সগুণায়াং বিদ্যায়াং চিন্তাং কৃষা নিশ্চ'ণায়াং চিন্তয়তি । নিশ্চ'ণায়াং
বিদ্যায়াং নাপবর্গঃ ফলং ভবিতুমর্হতি । শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু বিচ্যামপ্য-

“শ্রুতিতে জগতের দ্বিবিধা গতি কথিত হইয়াছে । শুক্রা গতি ও কৃষ্ণা গতি ।
তন্মধ্যে জীব একের দ্বারা (শুক্রা গতির দ্বারা) অনাবৃতি অর্থাৎ মোক্ষপদ ও
অপরের (কৃষ্ণাগতির) দ্বারা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়।” উপকোশল-বিদ্যায়
অর্চিরাদি দেবযান পথ উক্ত হইয়াছে, পুনরপি তাহা পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় কথিত
হইয়াছে । উক্ত উভয় উপাসকের ও অতাত্ত সগুণ উপাসকের তুল্যরূপে ঐ গতি
লাভ হইয়া থাকে, ইহা বলাই ঐ দ্বিক্কারণের উদ্দেশ্য । ফলিতার্থ বা সিদ্ধান্ত
এই যে, শ্রুত্যানুসারে দেবযান গতি অনিয়মিত অর্থাৎ সগুণব্রহ্মোপাসক সাধারণ্যে ঐ
গতি লব্ধ বা অন্তর্যাস্ত হইয়া থাকে ॥ ৩।৩।৩১ ॥

তবজ্ঞানী দেহপাত হইলে তাহাদের পুনর্দেহ (পুনর্জন্ম) হয় কি-না,
তাহা বিচারিত হইতেছে । যদি বল, মোক্ষসাধন জ্ঞান সুসম্পন্ন হইলে ‘মোক্ষ
হয় কি-না’ এ বিচারের অবতারণা অযোগ্য ; পাকসাধন বহ্যাদি প্রযুক্ত হইলেও
ওদনোৎপত্তি হইবে কি-না এ বিচার যদ্রূপ অসম্ভব—উক্ত বিচারও তদ্রূপ অসম্ভব ।

* আধিকারিকাণাঃ অধিকারনিযুক্তানাং যাবদধিকারং অধিকারপর্ধ্যন্তং অবস্থিতিরিতি
যোজনা । লোকব্যবস্থাস্থাং স্বামিহমধিকারস্তৎপ্রাপকঃ প্রারব্ধঃ যাবদগতি, তাবৎকালঃ জীবমুক্ত-
দেহনাধিকারিকামবস্থিতিস্ততস্ত তেষাং কৈবল্যমিতি নির্ধার্যঃ ।

তবজ্ঞানী অধিহা—ঐহারা লোকহিতিকারণ বেদশ্রবর্ত্তনাদি কার্যে নিযুক্ত, (অদৃষ্টসহায়
ঈশ্বরের আজ্ঞায়) ঐহারা—বাবৎ ঐহাদের সেই সেই অধিকার সমাপ্ত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত
জীবমুক্তভাবে সেই সেই অধিকার সম্পাদনে অবস্থান করেন । অধিকার সমাপ্ত হইলেই ঐহারা
তবজ্ঞান-ফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন ।

নাপি ভুঞ্জানন্তুপ্যেৎ ন বেতি চিস্ত্যতে । উপপন্ন্য স্থিয়ং চিস্তা, ব্রহ্মবিদ্যামপি কেষাঞ্চিদিতিহাসপুরাণয়োর্দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ । তথা হ্যপান্তরতমাঃ নাম বেদাচার্য্যঃ পুরাণম্বি-বিস্কৃনিয়োগাৎ কলিঙ্গাপরয়োঃ সন্ধৌ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সম্বভূবেতি স্মরণম্ । বসিষ্ঠশ্চ ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ সম্মিশিপাদপগত-পূর্বদেহঃ পুনর্ব্রহ্মাদেশাৎ মিত্রাবরুণাভ্যাং সম্বভূবেতি । ভৃগ্বাদী-নামপি ব্রহ্মণ এব মানসানাং পুত্রাণাং বারুণে যজ্ঞে পুনরুৎপত্তিঃ স্মর্য্যতে । সনৎকুমারোহপি ব্রহ্মণ এব মানসঃ পুত্রঃ স্বয়ং রুদ্রায় বরপ্রদানাং ক্লন্দত্বেন প্রাচুব্ধব । এবমেব দক্ষনারদ-প্রভৃतीনামপি ভূয়সী দেহান্তরোৎপত্তিকথা তেন তেন নিমিত্তেন ভবতি স্মৃতৌ । শ্রুতাবপি মন্ত্রার্থবাদয়োঃ প্রায়োগোপলভ্যতে ।

পান্তরতমঃপ্রভৃतीনাং তত্ত্বদেহপরিগ্রহপরিত্যাগৌ শ্রীয়েতে । তদপবর্গফলত্বে নোপপদ্যতে । অপসুরুস্ত তদমুপপত্তেঃ । উপপত্তৌ বা তল্লক্ষণায়োগাৎ । অপনরাবৃত্তি হি তল্লক্ষণম্ । তেন সত্য্যামপি বিজ্ঞায়াং তদমুপপত্তেন মোক্ষঃ ফলং বিজ্ঞায়াঃ, বিভূতয়স্ত তাস্তাস্ত্রাঃ ফলম্ । অপনরাবৃত্তিশক্তিঃ পুনস্তৎ-প্রশংসার্থেতি মত্বতে । ন চ “তস্ম তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেত্থ সম্প্রাপ্তে” ইতি শ্রুতের্বিহ্নো দেহপাতাবধিপ্রতীক্ষাবধিসিষ্টাদীনামপি প্রারম্ভ-কর্ম্মফলোপভোগপ্রতীক্ষেতি সাম্প্রতম্ । যেন হি কর্ম্মণা বসিষ্ঠাদীনামারম্ভঃ শরীরং, তৎপ্রতীক্ষা স্মাৎ । তথা চ ন শরীরান্তরং তে গৃহীযুঃ । ন চ তাবদেব

ভোজনকারী ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে কি না এ চিন্তা কেহই করে না । [উপপন্ন্য...স্মৃতৌ] ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ বিচার অযোগ্য নহে ; প্রত্যুত যোগ্য । বিচার উত্থানের কারণ এই যে, শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্রহ্মজ্ঞেরও পুনর্জন্ম হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় । অপান্তরতম-নামা জনৈক পুরাতন ঋষি ও বেদাচার্য্য ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে কলিঙ্গাপরের সন্ধিসময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (ব্যাস) হইয়া জন্মিয়াছিলেন । বসিষ্ঠ একজন ঋষি, বিশেষতঃ তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তিনিও নিম্ন রাজার শাপে গতদেহ ও ব্রহ্মার আদেশে পুনর্বার মিত্রাবরুণের দ্বারা পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন । ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগু প্রভৃতি কতিপয় ঋষিও বরুণের যজ্ঞে পুনরুৎপন্ন হইয়াছিলেন । ব্রহ্মার অপর মানস-পুত্র সনৎকুমার, তিনিও রুদ্রের বর উপলক্ষ্যে কার্ত্তিকের হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এইরূপ, স্মৃতিতে দক্ষ নারদ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীর সেই সেই কারণে দেহান্তরোৎপত্তি হইতে শুনা যায় । [শ্রুতা...স্মৃতেঃ] এই সংবাদের

তে চ কেচিৎ পতিতে পূর্বদেহে দেহান্তরমাদদতে, কেচিৎ স্থিতে
এব তস্মিন্ যোগৈশ্বর্যবশাদনেকদেহাদানন্ত্যয়েন। সর্বৈ চৈতে
সমধিগতসকলবেদার্থাঃ স্মর্য্যন্তে। তদেতেষাং দেহান্তরোৎপত্তি-
দর্শনাৎ প্রাপ্তং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমহেতুত্বং বা,
ইত্যত উত্তরমুচ্যতে।

ন, তেষামপাস্তুরতমঃপ্রভৃतीনাং বেদপ্রবর্তনাদিশু লোকস্থিতি-
হেতুস্বধিকারেষু নিযুক্তানামধিকারতন্ত্রত্বাৎ স্থিতেঃ। যথাসৌ
ভগবান্ সবিতা সহস্রযুগপর্য্যন্তং জগতোহধিকারং চরিত্বা তদব-

চিরমিত্যেতদপ্যাক্ষবেন ঘটতে। সমর্থহেতুসমিধৌ ক্ষেপাযোগাৎ। তস্মাদেতদপি
বিজ্ঞাস্ততৈব গময়িতব্যম্। তস্মান্নাপবর্গৌ বিজ্ঞাফলম্। তথা চাপবর্গাক্ষেপেণ
পূর্কঃ পক্ষঃ। অত্র চ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমিত্যাপাততোহহেতুত্বং বেতি তু পূর্ব-
পক্ষত্বম্।

রাক্ষাস্তস্ত—

“বিজ্ঞাকর্ম্মস্বহুষ্ঠান-তোষিতেশ্বরচোদিতম্।

অধিকারং সমাপ্যতে প্রবিশস্তি পরং পদম্।” ইতি

নিশ্চয়গাং বিজ্ঞায়ামপবর্গলক্ষণং শরমাণং ন স্বতিমাত্রতয়া ব্যাখ্যাতুমুচি-
তম্। পৌরুষপৰ্য্যাপ্যলোচনে ভূয়সীনাং প্রভৃতীনাং জৈব তাৎপর্য্যাবধারণাৎ। ন
চ যত্র তাৎপর্য্যং, তদন্তর্য্যয়িতুং যুক্তম্। উক্তং হি, ন বিদৌ পরঃ শব্দার্থ ইতি।
ন চ বিদ্বামপাস্তুরতমঃপ্রভৃতীনাং তত্ত্বদেহসঞ্চারাৎ সত্যামপি ব্রহ্মবিজ্ঞায়াম-
নির্দোক্ষান্ন ব্রহ্মবিজ্ঞা মোক্ষস্ত হেতুরিতি সাম্প্রতম্। হেতোরপি সতি প্রতি-

অধিকাংশই শ্রুতিস্ব মন্ত্রে ও অর্থবাদে উপলক্ষিতরূপে কথিত হইয়াছে। সেই সকল
জ্ঞানীর কেহ পূর্বদেহ পরিপতনের পর দেহান্তর গ্রহণ করেন, কেহ বা তদেহেই
যোগৈশ্বর্য্যবলে যুগপৎ বহু দেহ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই
বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ এবং সকলেই মোক্ষসাধন জ্ঞানে অধিত। অতএব, শ্রুতাদি-
শাস্ত্রে জ্ঞানীর দেহোৎপত্তি হইতে শুনা যায়। যেহেতু শুনা যায়, সেই হেতু
ব্রহ্মবিজ্ঞার পাক্ষিকত্ব অর্থাৎ পক্ষে ব্রহ্মবিজ্ঞার মোক্ষ-কারণত্ব এবং পক্ষে
মোক্ষাকারণত্ব উভয়গাভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জন্ত তাহার উত্তরার্থ—
তৎসংশয়চ্ছেদনার্থ সূত্র বলা হইল। সূত্রের অর্থ এই যে, অপাস্তুরতম প্রভৃতি
আধিকারিকেরা অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে অবস্থান করেন, অধিকার
(লোকস্থিতিকারক বেদপ্রবর্তনাদিকার্য্য) সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা কেবল হন।
[যথাসৌ...ইত্যবিকল্পম্] যদ্বাপ ঐ ভগবান্ সবিভূদেব যুগসংখ্য পর্য্যন্ত
জগতের অধিকার (তাপপ্রদানাদি কার্য্য) নির্বাহ করিয়া অধিকারোৎ-
পাদক প্রারম্ভকর্ম্মের অবসানে উদয়ান্তবর্জিত কৈবল্য (অময় ব্রহ্মভাব) অমৃতত্ব

সানে উদয়াস্তময়বর্জিতং কৈবল্যমনুভবতি—“অথ তত উর্দ্ধম্ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমৈতৈকল এব মধ্যে স্থাতা” ইতি শ্রুতেঃ । যথা চ বর্তমানা ব্রহ্মবিদঃ প্রারদ্ধভোগক্ষয়ে কৈবল্য-মনুভবন্তি, “তস্ম্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যেত্থ সম্পৎশ্রে” ইতি শ্রুতেঃ । এবনপাস্তুরতমঃপ্রভৃতয়োহ্পীশ্বরঃ পরমেশ্বরেণ তেষু তেষ্বধিকারেষু নিযুক্তাঃ সন্তঃ সত্যপি সম্যগদর্শনে কৈবল্য-হেতাবক্ষীণকর্মাণো যাবদধিকারমবতিষ্ঠন্তে, তদবসানে চাপব্রজ্যাস্ত-ইত্যবিরুদ্ধম্ । সত্বংপ্রবৃত্তমেব হি তে কৰ্ম্মাশয়মধিকারফলদানায়

বন্ধে কার্য্যাহল্পজনো ন হেতুভাবমপাকরোতি । ন হি বৃত্তফলসংযোগপ্রতি-বন্ধং গুরুত্বং ন পতনমজীজনদ্বিতি প্রতিবন্ধাপগনে তৎকুর্য্যম তদ্বৈতুঃ । ন চ ন সেতুপ্রতিবন্ধানামপাং নিয়মদেশানভিসর্পণমিতি সেতুভেদে ন নিয়মভিসর্পণম্ । তদ্বিহাপি বিত্বাকৰ্ম্মাধনাবর্জিতেশ্বরবিহিতাধিকারপদপ্রতিবন্ধা ব্রহ্মবিদ্যা যত্নপি ন মুক্তিং দত্তবতী, তথাপি তৎপরিসমাপ্তৌ প্রতিবন্ধবিগমে দাস্ততি । যথা হি প্রারদ্ধবিপাকস্য কৰ্ম্মণঃ প্রক্ষয়স্প্রতীক্ষমাগশ্চরমদেহসমুৎপন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকারোহপি শ্রিয়তে, অথ তৎপ্রক্ষয়ান্নোক্ষ্যং প্রাপ্নোতি, এবং প্রারদ্ধাধিকারলক্ষণফলবিত্বাকৰ্ম্মা পুরুষো বসিষ্ঠাদির্বিদানপি তৎক্ষয়ং প্রতীক্ষমাণো যুগপৎ ক্রমেণ বা তত্ত্বদেহ-পরিভ্যাগো কুর্য্যমুক্তোহপ্যনাভোগাশ্রিকয়া প্রথয়া সাংসারিক ইব বিহরতি । তদিদমুক্তম্—“সত্বংপ্রবৃত্তমেব হি তে কৰ্ম্মাশয়মধিকারফলাদানায়” ইতি । প্রারদ্ধ-

করেন, তদ্রূপ । সূর্য্যের তাদৃশ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি-বোধিনী শ্রুতি এই—“অধিকার সমাপ্তির পরে সৌরদেহ ত্যাগ করিলে ইনি আর উদ্ভিত ও অন্তর্মিত হন না । তখন ইনি অদ্বয় হইয়া মধ্যে থাকেন অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন ।” যদ্রূপ ইদানীন্তীন ব্রহ্মবিৎ ঋষিরা প্রারদ্ধ-ভোগের ক্ষয় হইলে কেবল হন, তদ্রূপ সেই সেই পুরাতন ঋষিরাও প্রারদ্ধ-ভোগের অনন্তর কৈবল্য প্রাপ্ত হন । ইদানীন্তন ঋষিরা যে প্রারদ্ধ-ভোগের পর (দেহপাতের পর) যুক্ত হন, সে সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ আছে । যথা—“তীহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যাবৎ তিনি দেহবির্যুক্ত না হন । তিনি দেহপাতের পরেই ব্রহ্মসম্পন্ন হন ।” অপাস্তুরতমপ্রভৃতি ঋষিরা সকলেই ঈশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী বা অধিকারপ্রাপ্ত (কৰ্ম্মবলে) । তীহার পরমেশ্বরকর্তৃক সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত । কৈবল্যোৎপাদক তত্ত্বজ্ঞান থাকিলেও তীহার কৰ্ম্মক্ষয় না হওয়ায় কৰ্ম্মানীত অধিকারে অবস্থান করেন—কৰ্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই অবস্থান করেন, কিন্তু কৰ্ম্মক্ষয় হইলে আর তীহার তদধিকারে থাকেন না, অধিকারবির্যুক্ত ও কেবল হন অর্থাৎ মুক্ত হন । এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা অবিরুদ্ধ । [সত্বং...প্রসিক্তত্বাৎ] তীহার অধিকারফলপ্রদাতা সত্বংপ্রবৃত্ত কৰ্ম্মাশয় অভিবাহন করতঃ স্বাধীনভাবে এক গৃহ হইতে অত্র গৃহে

কৰ্মাশয়মতিবাহয়ন্তঃ স্বাতন্ত্র্যেণৈব গৃহাদিব গৃহাস্তরমন্তমন্তঃ দেহং সঞ্চরন্তঃ স্বাধিকারনির্ব্বর্তনায়াপরিমুখিতস্মৃতয় এব দেহেন্দ্রিয়-প্রকৃতিবশিত্বাৎ নির্ম্মায় দেহান্ যুগপৎ ক্রমেণ বাধিতিষ্ঠন্তি । ন চৈতে জাতিস্বরূপা ইত্যুচ্যন্তে, “ত এব তে” ইতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ । যথা “স্বলভা নাম ব্রহ্মবাদিনী জনকেন বিবদিতুকামা ব্যুদস্ত স্বং দেহং জানকং দেহমাবিশ্য ব্যুদ্য তেন পশ্চাৎ স্বমেব দেহ মা-বিশেষ” ইতি স্মর্য্যতে ।

যদি হ্যপযুক্তে সৰুৎপ্রবৃত্তে প্রারব্ধবিপাকে কৰ্ম্মণি কৰ্ম্মাস্তর-মপ্রারব্ধবিপাকং দেহাস্তরারম্ভকারণমাবিৰ্ভবেৎ, ততোহন্যদপ্যদঙ্ক-বীজং কৰ্ম্মাস্তরং তদ্বদেব প্রসজ্যেতেতি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমহেতুত্বং বা শঙ্ক্যেত । ন ত্বিয়মাশঙ্কা যুক্তা । জ্ঞানাত্ কৰ্ম্মবীজদাহস্ত শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ । তথা হি শ্রুতিঃ—

বিপাকানি তু কৰ্ম্মাণি বর্জ্জয়িত্বা ব্যাপগতানি জ্ঞানেনৈবাত্তিবাহিতানি । “ন চৈতে জাতিস্বরূপাঃ” ইতি । যো হি পরবশো দেহং পরিত্যজ্যতে দেহাস্তরঞ্চ নীতঃ পূর্ব্বজন্মানুভূতঞ্চ স্মরতি, স জন্মবান্ জাতিস্বরূপঃ । গৃহাদিব গৃহাস্তরে স্বেচ্ছয়া কার্যাস্তরং সঞ্চরমানো ন জাতিস্বরূপ আখ্যায়তে । ব্যুদ্য বিবাদং কৃত্বা ।

ব্যতিরেকমাহ—“যদি হ্যপযুক্তে সৰুৎ প্রবৃত্তে প্রারব্ধবিপাকে কৰ্ম্মণি কৰ্ম্মাস্তরমপ্রারব্ধবিপাকম্” ইতি । শ্রাদেতৎ । বিদ্যয়াহবিক্লেশনিবৃত্তৌ নাবশ্যং

গমনের স্থায় এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে সঞ্চরণ করেন (আপন আপন অধিকার নিকীর্হার্থ) ; স্মৃত্যং তাঁহাদের স্মৃতি অনুগু থাকে । যেহেতু স্মৃতির বিলোপ হয় না এবং তাঁহারা যোগবলে দেহেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশী, সেই হেতু তাঁহারা এক সময়ে অথবা ক্রমাগত বহু দেহ নির্মাণ করিয়া সেই সেই অধিকারে অধিষ্ঠান করেন । “তাহারাই ইহারা” এইরূপ স্মৃতিপ্রসিদ্ধি থাকায় : তাঁহাদিগকে জাতিস্বরূপ বলিয়া গণ্য করা হয় না । স্বলভা নামী ব্রহ্মবাদিনী নারী রাজর্ষি জনকের সহিত যোগবিবাদ করিবার ইচ্ছায় নিজদেহ পরিত্যাগানন্তর জনকের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পুনরপি নিজ দেহে আসিয়াছিলেন । এ সংবাদ স্মৃতিপ্রসিদ্ধ ।

যদি সৰুৎপ্রবৃত্ত উপযুক্ত (উপভুক্ত) কৰ্ম্মকালে জ্ঞানীর দেহাস্তরোৎপাদক কৰ্ম্মাস্তর আবির্ভূত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই অন্য (প্রারব্ধাতিরিক্ত) অদঙ্ক কৰ্ম্ম থাকা প্রসক্ত হইত, এবং সেই প্রসক্তিতে ব্রহ্মবিদ্যার পাক্ষিক মোক্ষ-কারণত্ব, অথবা মোক্ষাহেতুত্ব আশঙ্কিত হইতে পারিত । পরন্তু সে আশঙ্কা নাই । জ্ঞানে যে প্রারব্ধাতিরিক্ত সমুদায় কৰ্ম্ম ভস্মীভূত হয়, তাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণে প্রসিদ্ধ । [ভগা হি...মাত্তা] শ্রুতি প্রমাণ যথা—“সেই পরাবর পুরুষ (পরমাত্মা) সাক্ষাৎ-

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

কীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥” ইতি

“স্মৃতিলন্তে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ” ইতি চৈবমাদ্যা ।

স্মৃতিরপি

“যথৈধাংসি সমিক্কেহ্মির্ভস্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥” ইতি—

“বীজান্য়ুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ ।

জ্ঞানদন্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ ॥” ইতি

চৈবমাদ্যা । ন চাবিদ্যাদিক্লেশদাহে সতি ক্লেশবীজস্য
কৰ্ম্মাশয়শ্চৈকদেশদাহে একদেশপ্ররোহশ্চেতু্যপদ্যতে । ন হ্যগ্নি-
দগ্ধস্য শালিবীজশ্চৈকদেশপ্ররোহো দৃশ্যতে । প্রবৃত্তফলস্য তু
কৰ্ম্মাশয়স্য মুক্তেষোরিব বেগক্ষয়াৎ নিবৃত্তিঃ, “তস্য তাবদেব

নিঃশেষস্ত কৰ্ম্মাশয়স্য নিবৃত্তিরনাদিভবপরম্পরাহিতত্ৰানিয়তবিপাককালস্তাসাং
হাং কৰ্ম্মাশয়শ্চেত্যত আহ—“ন চাবিদ্যাদিক্লেশদাহে সতি” ইতি । ন হি সমানে
বিনাশহেতৌ কণ্ডচিহ্নিনাশো নাপরশ্চেতি শক্যং বদিতুম্ । তৎ কিমিদানীং

কৃত হইলে সাক্ষাৎকর্তার হৃদয়গ্রন্থি ভেদপ্রাপ্ত হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং
প্রারব্ধাতিরিক্ত সর্বকৰ্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।” “স্মৃতিলাভ হইলে সমুদায় গ্রন্থি খুলিয়া
যায় ।” ইত্যাদি । (গ্রন্থি—বুদ্ধির সহিত আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস) । স্মৃতিও এই
শ্রোত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । যথা—“হে অজ্জুন, যেমন প্রদীপ্ত হতাশন
কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ, জ্ঞানাগ্নিও সমুদায় কৰ্ম্ম ভস্মসাৎ করে ।”
“যদ্রূপ অগ্নিদগ্ধ বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ, জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশও (অবিজ্ঞাদিপঞ্চক)
আত্মাকে ক্লিষ্ট করে না ।” ইত্যাদি । [ন চ...স্থিতিঃ] বাহার অবিজ্ঞাদি
ক্লেশপঞ্চক দগ্ধ হইয়াছে, তাহার ক্লেশবীজ কৰ্ম্মাশয়ের একাংশ অদগ্ধ থাকে ও
সেই অদগ্ধাংশ তাহার ভোগাঙ্কুর জন্মায়, এ কথা উপপন্ন নহে । অগ্নিদগ্ধ শালি-
বীজের কি একাংশ দগ্ধ হইলে তাহার অগ্ধাংশে অঙ্কুর হয় ? তাহা হয় না । যে
কৰ্ম্মাশয় ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ দেহাদি জন্মাইয়াছে,
সে কৰ্ম্মাশয় ভোগাদির দ্বারা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত অবশ্য ফল প্রসব করিবে ।
যদ্রূপ ধনুর্নির্মুক্ত বাণ বেগ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত গতিমান থাকে, তদ্রূপ, প্রারব্ধ-
ফল কৰ্ম্মও তত্ত্বজ্ঞানীকে শরীরপাত না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগাধিকারে অবস্থিত
রাখে । শরীর পাত হইলে তখন সে সর্বাধিকার-বজ্জিত অল্প মোক্ষপদ প্রাপ্ত
হয় । এ সিদ্ধান্ত “তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব” ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

চিরম্” ইতি শরীরপাতক্ষেপকরণাৎ। তস্মাদুপপন্না যাবদধি-
কারমাধিকারিকাগামবস্থিতিঃ।

ন চ জ্ঞানফলশ্রানৈকান্তিকতা। তথা চ শ্রুতিরবিশেষেণৈব
সর্বেষাং জ্ঞানান্মোক্ষং দর্শয়তি “তদ্যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স
এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্” ইতি। জ্ঞানান্তরেণ
চৈশ্বৰ্য্যাদিফলেষ্বাসক্তাঃ স্যুর্ন্যহর্ষয়ন্তে পশ্চাদৈশ্বৰ্য্যক্লয়দর্শনেন
নির্ব্বিগ্নাঃ পরমাত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠায় কৈবল্যং যমুরিত্যুপপদ্যতে।

“ব্রহ্মণা সহ তে সর্বৈ সম্প্রাপ্তে প্রতिसঙ্করে।

পরশ্রান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥” ইতি—

স্মরণাৎ। প্রত্যক্ষফলত্वाচ্চ জ্ঞানশ্চ ফলবিরহাশঙ্কানুপপত্তিঃ।
কর্মফলে হি স্বর্গাদাবনুভবানারুঢ়ে শ্রাদপি কদাচিদাশঙ্কা ভবেদ্বা
নবেতি। অনুভবারুঢ়স্ত জ্ঞানফলং “যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম”

প্রবৃত্তফলমপি কর্ম বিনশ্চেৎ। তথা চ ন বিদুষো বসিষ্ঠাদেহেহধারণাত আহ
—“প্রবৃত্তফলশ্চ তু কর্মণঃ” ইতি। তস্মৈ তাবদেব চিরমিতি শ্রুতিপ্রামাণ্যাদনাগত-
ফলমেব কর্ম ক্ষীর্ত্তে, ন প্রবৃত্তফলমিত্যবগম্যতে।

অপি চ, নাধিকারবতাং সর্বেষামুষৌগামাত্তত্ত্বজ্ঞানং, তেনাব্যাপকোহুপায়ং
পূর্ব্বপক্ষ ইত্যাহ—“জ্ঞানান্তরেণ চ” ইতি। তৎ কিং তেষামনির্মোক্ষ এব,
নেত্যাহ। “তে পশ্চাদৈশ্বৰ্য্যক্লয়” ইতি। নির্বিগ্না বিরক্তাঃ। প্রতिसঙ্করঃ
প্রলয়ঃ। অপি চ স্বর্গাদাবনুভবপথমনারোহিতি শট্টৈকসমধিগম্যো বিচিকিৎসা

অতএব, আধিকারিক অর্থাৎ গৃহীতাদিকার জ্ঞানীদিগের অধিকার সমাপ্তি না
হওয়া পর্য্যন্ত জীবমুক্তভাবে অবস্থান, এ কথা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়প্রসিদ্ধ।

[ন চ...স্মরণাৎ] জ্ঞানের ফল অনৈকান্তিক অর্থাৎ কোন পুরুষের বা কখনও
হয়, আবার কোন পুরুষের বা কখনও হয় না, এরূপ নহে। তাহা ঐকান্তিক
বলিয়াই শ্রুতি অবিশেষে সর্ব-পুরুষেরই জ্ঞানে মোক্ষ হওয়ার কথা বলিয়াছেন।
যথা—“দেবতাদের মধ্যে, ঋষিদিগের মধ্যে ও মনুষ্যদিগের মধ্যে, যে যে তাঁহাতে
প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ যে যে তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) সাক্ষাৎকার করে (আত্ম-অভেদে
জ্ঞানে), সে সে পরিমোক্ষ লাভ করে।” মহর্ষির প্রথমতঃ ঐশ্বৰ্য্যফলক বিভিন্ন
জ্ঞানে আসক্ত হন সত্য; পরন্তু তাঁহারা অবশেষে ঐশ্বৰ্য্যের ক্ষয়িকৃত দর্শনে
নির্ব্বিগ্ন হন, তৎপরে পরমাত্মজ্ঞানে অবস্থান করতঃ কৈবল্যপথে গমন করেন।
এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—“সেই সকল জ্ঞানীরা মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার
সহিত পবনপদে প্রবেশ করেন।” [প্রত্যক্ষ...দেশাৎ] জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ,

ইতি শ্রুতেঃ । “তত্ত্বমসি” ইতি চ সিদ্ধবদ্ব্যপদেশাৎ । ন হি তত্ত্বমসীত্যস্ত্র বাক্যস্বার্থঃ—তৎ ত্বং যুতো ভবিষ্যসীত্যেবং শক্যঃ পরিণেতুম্ । “তন্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” ইতি সম্যগ্দর্শনকালমেব তৎ ফলং সর্বাভ্যুত্থং দর্শয়তি । তস্মাদৈকান্তিকী বিদুষঃ কৈবল্যসিদ্ধিঃ ॥৩৩.৩২॥

অক্ষরধিরাং ত্ববরোধঃ সামান্যতত্ত্বাবাত্যা-
মোপসদবত্তদুক্তম্ ॥ ৩৩.৩৩ ॥*

বাজসনেয়কে শ্রুয়তে “এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভি-
শ্রাদপি মন্দধিয়ামামুগিকফলত্বং প্রতি যথা চার্ব্ববাদঃ । কো হি তদ্বৈদ যদ্ব্যমুগিন্
লোকেহস্তি বা ন বেতি । অদ্বৈতজ্ঞানফলত্বৈ মোক্ষশ্রাভবসিদ্ধে বিচিকিৎসা-
গন্ধোহপি নাস্তীত্যাহ—“প্রত্যক্ষফলদ্ব্যচ্চ” ইতি । অদ্বৈততত্ত্বসাক্ষাৎকারো
হবিদ্যাসমারোপিতং প্রপঞ্চং সমূলঘাতমায়ন ঘোরং সংসারাকারপরিতাপমুপশময়তি
পুরুষশ্চেত্যভবাদপি ক্ষুটমুপপত্তিদ্ভিষ্মিচ্চ শ্রুতির্দর্শিতা । তচ্ছাভবাব্যাহারদেবা-
দীনং সিদ্ধম্ । নত্ব তত্ত্বমসি—বর্ত্তমসি ইতি বাক্যং কথনমভবমেব ত্রোতরতীত্যত আহ
—“ন হি তত্ত্বমসীত্যস্ত্র” ইতি । বর্ত্তমানাপদেশস্ত্র ভবিষ্যদর্থতা যুতশদাধ্যাহারশ্চা-
শক্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩ । ৩১ ৩২ ॥

অক্ষরবিষয়ানাং প্রতিষেধধিরাং সর্ব্ববেদবর্ত্তিনী নামবরোধ উপসংহারঃ, প্রতি-
সে ভগ্ন ফলাভাব আশঙ্কা হইতেই পারে না । কক্ষের ফল স্বর্গাদি, তাহা
অপ্রত্যক্ষ, সে ভগ্ন বৎ কক্ষফলে কখন কখন আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে (অমুক
ফল হয় কি না), কিন্তু জ্ঞানফল সেক্ষপ নহে । জ্ঞানের ফল অন্তঃভবগম্য,
তাহা সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ । শ্রুতি বলিয়াছেন “এক্ষ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ।” সেই ভগ্ন
“তিনিই তুমি” এই শ্রুতি আশ্রয় ব্রহ্মত্ব সিদ্ধপ্রায়রূপে উপদেশ করিয়াছেন । [ন
হি...সিদ্ধিঃ] “তিনিই তুমি” এ বাক্যের এমন অর্থ করিতে পার না যে, তুমি
মরিয়া এক হইবে । তুমি এক আছ, পরন্তু তোমাব একত্ব তুমি ভুলিয়া গিয়াছ,
এই তাৎপর্য্যে ঐ শ্রুতির ব্যাখ্যা করা উচিত । “ঋষি বামদেব জানিয়াছিলেন,
আমিই মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্যও হইয়াছিলাম ।” এই শ্রুতি উক্ত ঋষির তত্ত্বজ্ঞান-
সমকালেই সর্বাভ্যুত্থাব প্রাপ্তি বুঝাইয়া দিয়াছে । অতএব, বিদ্বানের অর্থাৎ
ব্রহ্মজ্ঞানীর কৈবল্য আত্যন্তিক, ইহা নিশ্চিত আছে ॥ ৩ । ৩১ ৩২ ॥

বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকে) শুনা যায়,—“হে গার্গি ! ব্রহ্মবাদীরা

* তুঃ পূর্ব্বপক্ষবাবর্ত্তকঃ । অক্ষরে ধর্ম্মিণি বৈতনিষেধধিযোহক্ষরধিঃ । তদ্বৈতবঃ শক্য
ইতি বাবৎ । তাসামবরোধ উপসংহারঃ শ্রাভ বেতি সংশয়ে নেতি পক্ষং বাযবর্ত্ত্য শ্রাদিতি পক্ষঃ
সামান্ততত্ত্বাবাত্যাং সিদ্ধান্তিতঃ । উপসদবদিতি দৃষ্টান্তঃ । তদুক্তমিত্যাঃ পূর্ব্বকোপ ইতি পূর্ব্বগীয়ম্ ।

অক্ষর পরব্রহ্ম, তিনি বিশেষবর্জিত (নির্ভেদ বা একরস), এই তত্ত্ব, শ্রুতির নানাহানে উপদিষ্ট ।

বদন্ত্যস্থূলমনগ্নুত্মমদীর্ঘম্” ইত্যাদি । তথাথর্ব্বণে শ্রুয়তে “অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে । যন্তদদ্রেশ্চমগ্রাঃক্ষমগোত্রমবর্ণম্” ইত্যাদি । তথৈবাত্ত্রাপি বিশেষনিরাকরণদ্বারেক্ষরং পরং ব্রহ্ম শ্রাব্যতে । তত্র কচিৎ কেচিদতিরিক্তা বিশেষাঃ প্রতিষি-
ধ্যন্তে । তাসাং বিশেষপ্রতিষেধবুদ্ধীনাং কিং সর্ব্বাসাং সর্ব্বত্র

ষেধসামান্তাদক্ষরন্ত তত্ত্বাবপ্রত্যভিজ্ঞানাং । আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চেত্যত্রায়মর্থো যত্ৰপি ভাবরূপেণ বিশেষণেণ সিক্তস্ত্রয়ায়তয়া চ নিষেধরূপেষপি সিক্ত এব, তথাপি তত্শৈবৈষ প্রপঞ্চোহবগন্তব্যঃ । নিদর্শনং জামদগ্ন্যেহহীন ইতি । যত্ৰপি শাবরে দত্তৌত্তরমত্ৰোদাহরণান্তরং, তথাপি তুল্যাত্ম্যতয়ৈতদপি শ্যামুদাহর্ত্ত্বমিত্যুদাহরণ-
স্তরং দর্শিতম্ । তত্র শাবরমুদাহরণম্—অস্ত্যাদানং যজুর্কেদবিহিতম্ “য এবং বিদ্বানগ্নিমাধত্তে” ইতি । তদ্বৎতেন যজুর্কেদ এব “য এবং বিদ্বান্ বারবস্তীয়ং গায়তি, য এবং বিদ্বান্ যজ্ঞায়জ্ঞীয়ং গায়তি । য এবং বিদ্বান্ বামদেব্যং গায়তি” ইতি বিহিতম্ । এতানি চ সামানি সামবেদেষু পন্নানি । তত্রৈদং সন্নিহৃতং । কিমে-
তানি যত্রোৎপত্তস্তে, তত্রতোনৈবোচৈক্টেইন স্বরেণাধানে প্রযোক্তব্যানি ? অথ যত্র বিনিযুক্ত্যন্তে, তত্রতোনোপাংশুভেইন স্বরেণ ? “উচৈঃ সাত্মোপাংশুর্ভজ্যঃ” ইতি শ্রুতেঃ । কিং তাবং প্রাপ্তম্ । উৎপত্তিবিধিনৈবাপেক্ষিতোপায়দ্বাঅনা বিহিত-

বলেন, এই অক্ষর (ব্রহ্ম) স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হৃদ্র নহেন এবং দীর্ঘও নহেন ।” অথর্ব্বদেবীয় মুণ্ডকোপনিষদে শুনা যায়—“তাহাই পরা বিজ্ঞা, যাহার দ্বারা সেই অক্ষর (পরমাত্মা) সাংস্কৃত হয় । যাহা অক্ষর—তাহা অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র ও অবর্ণ ।” এইরূপ শ্রুত্যস্তরেও ত্রি ভিন্ন বিশেষ (ভেদ) নিষেধপূর্ব্বক পরব্রহ্ম অক্ষর অভিহিত হইয়াছেন । [তত্র...ব্যাত্যাত্ম] তন্মধ্যে কোন কোন শ্রুতিতে সংসর্গক্ষে কিছু অতিরিক্ত বিশেষ প্রতিবিদ্ধ হইতে দেখা যায় । অর্থাৎ নিষেধমুখ অধিকাংশ ব্রহ্মবিশেষণ সকলশ্রুতিতেই সমান ; কেবল কতকগুলি বিশেষণ অসমান বা অতিরিক্ত । তদ্বৃষ্টে বিচারণা উপস্থিত হয় যে, ঐ সকল নিষেধ-বুদ্ধি কি সর্ব্বত্র নীত হইবে ? কিংবা ব্যবস্থাপূর্ব্বক গৃহীত হইবে ? (ব্যবস্থাক্ষের অর্থ এই যে, যে শাখায় যে বিশেষণ নাই, সে শাখার অধীন উপা-
সকেরা সে বিশেষণ গ্রহণ করিবেন না এবং যে শাখায় যে বিশেষণ পঠিত

তন্মধ্যে কোন শ্রুতিতে অতিরিক্ত বিশেষভাবের নিরাকরণ ও কোন শ্রুতিতে নূতনতর বিশেষভাবের নিষেধ দেখা যায় । তাহাতেই সংশয় হয় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বনিষেধের আধার ? কি সেই সেই স্থানে সেই সেই নিষেধেরই আশ্রয় ? এই সংশয়ের পর সিদ্ধান্ত—অক্ষর পরব্রহ্ম—তৎস্বকীয় নিষেধবুদ্ধি সমস্তই সর্ব্বত্র উপসংহার্য্য অর্থাৎ সকল নিষেধ-বাক্যই সর্ব্বত্র লটরা বাইতে হইবেক । তৎপ্রতি হেতু—সামান্ত ও তদ্ভাব । সামান্ত—সমান প্রকার বা সমান প্রণালীতে কথিত । তদ্ভাব—বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের ভাব সর্ব্বত্র সমান স্থিতি । কলিতার্থ—ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বনিষেধের আশ্রয় । অর্থাৎ এতোক শ্রুতিই নিষেধ এতোক শ্রুতিতে নীত হইবেক, হইয়া একবাক্য প্রক্রিয়ায় অগ্ৰৈকরস অক্ষর পরব্রহ্ম বোধিত হইবেক । (ভাব্যব্যাত্য দেখ) ।

প্রাপ্তিঃ ? উত ব্যবস্থা ? ইতি সংশয়ে ঋতিবিভাগাৎ ব্যবস্থা-
প্রাপ্তাব্যুচ্যতে—

অক্ষরধিয়ন্তু বিশেষপ্রতিষেধবুদ্ধয়ঃ সৰ্ব্বাঃ সৰ্ব্বত্রাবরোদ্ধব্যঃ,
সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্। সমানো হি সৰ্ব্বত্র বিশেষনিরাকরণরূপো
ব্রহ্মপ্রতিপাদনপ্রকারঃ। তদেব চ হি সৰ্ব্বত্র প্রতিপাদ্যং ব্রহ্মা-
ভিন্নং প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তত্র কিমিত্যন্তত্র কুতা বুদ্ধয়োহন্তত্র ন
স্থ্যঃ। তথা চ “আনন্দাদয়ঃ প্রধানন্ত” ইত্যত্র [বে० সূ० ৩।৩।১১]
ব্যাখ্যাতম্। তত্র বিধিরূপাণি বিশেষণানি চিস্তিতানি, ইহ তু
প্রতিষেধরূপাণীতি-বিশেষপ্রপঞ্চার্থশ্চায়ং চিস্ত্যভেদঃ। উপসদব-

দ্বাদশান্য তন্ত্ৰৈব প্রাথমাৎ তন্নিবন্ধন এবোচ্চৈঃস্বর ইতি। এবং প্রাপ্ত-
উচ্যতে—

গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থহান্মুপ্যেন বেদসংযোগঃ। অয়মর্থঃ—উৎপত্তি-
বিধিশৃঙো বিনিয়োগবিদিস্ত প্রধানন্। তদনয়োর্যতিক্রমে বিরোধে। উৎপত্তি-
বিধ্যালোচনেনোচ্চৈঃ, বিনিয়োগবিধ্যালোচনেন চোপাংশুত্বম্। সোহয়ং
বিরোধো ব্যতিক্রমস্তপ্নিন্ ব্যতিক্রমে মুপ্যেন প্রধানেন বিনিয়ুজ্যমানত্বরূপেণ তন্ত
বারবস্তীয়াদেৰ্কেদসংযোগো গ্রাহ্যো নোৎপদ্যমানয়েন গুণেন। কুতঃ। বিনি-
যুজ্যমানত্বস্ত মুখ্যত্বেনোৎপত্তমানত্বস্ত গুণত্বেন তদর্থহানিবিয়ুজ্যমানার্থহত্বপত্ত-
মানত্বস্ত। এতদুক্তস্তবতি—যদ্যপ্যুৎপত্তিবিধাবপি চাতুর্যপ্যমস্তি, বিধিত্তাবিশেষাৎ
তন্মাত্রানন্তরীয়কত্বাচ্চ চাতুর্যপ্যস্ত, তথাপি বাক্যানাগৈদম্পর্ঘ্যং ভিত্ততে। একত্বৈব
বিধেৰুৎপত্তিবিনিয়োগাধিকারপ্রয়োগরূপেষু চতুষ্টয় মध्ये কিঞ্চিদেব রূপং কেন-
চিচ্চাকোনোল্লিখ্যতে, বদন্ততেহ প্রাপ্তম্। তত্র যদ্যপি সামবেদে সামানি বিহিতানি,
হইয়াছে, সেই শাখাখ্যায়ীরা সেই বিশেষণেই ব্রহ্ম জানিবেন।)। পূৰ্বপক্ষে
পাণ্ডয়া যায়, যখন ঋতি সকল বিভাগবিত্ত অর্থাৎ বিভিন্ন, তখন ব্যবস্থাপক্ষই
গৃহীতব্য।

এই পূৰ্বপক্ষের পরে বা উপরে সিদ্ধান্ত এই যে, সমুদায় বিশেষনিষেধক
বিশেষণ সৰ্ব্বত্র বা সমুদায় শাখায় উপসংহার্য। অর্থাৎ সৰ্ব্বত্রই সমুদায় নিষেধ-
পর ব্রহ্মবিশেষণ একত্রিত করিয়া অল্প ব্রহ্ম জানিতে হইবেক। এতৎ প্রতি
হেতু—সামান্য ও তদ্ভাব। অর্থাৎ সৰ্ব্বত্রই সমান প্রক্রিয়ায় ব্রহ্ম বুঝান হইয়াছে,
এবং একই ব্রহ্ম সৰ্ব্ব ঋতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যখন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদন-
প্রণালী সৰ্ব্বত্র এক ও একরূপ, তখন আর একস্থানোক্ত বিশেষণ স্থানান্তরে কেন
নীত বা গৃহীত হইবে না? “আনন্দাদয়ঃ প্রধানন্ত” শ্লোকে কেবল বিধিমুখ
বিশেষণ গুলি বিচারিত হইয়াছে, এ শ্লোকে কেবল নিষেধমুখ বিশেষণ বিচারিত
হইল, এই মাত্র বিশেষ, এবং এই বিশেষের বিস্তারার্থ বিচারের প্রভেদ। অর্থাৎ
ছইটি পৃথক্ বিচার উপস্থাপিত হইয়াছে। [উপসদ...ইত্যত্র] প্রোক্ত সিদ্ধান্তের

দিতি নিদর্শনম্। যথা যামদগ্ন্যেহহীনে পুরোডাশাশিনীষূপসংস্থ
চোদিতাস্থ পুরোডাশপ্রদানমন্ত্রাণাং “অগ্নেৰ্বেহোক্তং বেরধ্বরম্”
ইত্যেবমাদীনাং মুদগ্নাত্বেদোৎপন্নানামপ্যধ্বর্যুভিরভিসম্বন্ধো ভবতি।
অধ্বর্যুকর্তৃকত্বাৎ পুরোডাশপ্রদানম্। প্রধানতন্ত্রত্বাচ্চান্নানাম্।
এবমিহাপ্যক্ষরতন্ত্রত্বাৎ তদ্বিশেষণানাং যত্র কচিদপ্যুৎপন্নানাম-
ক্ষরেণ সৰ্ব্বত্রাভিসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে “গুণ-
মুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ” [জৈঃ সূঃ]
ইত্যত্র ॥ ৩। ৩। ৩৩ ॥

তথাপি তদ্বাক্যানাং তদুৎপত্তিমাত্রপরতা, বিনিয়োগশ্চ যজুর্বেদির্ভৈরব বাটকৈঃ
প্রাপ্তত্বাৎ। তথা চোৎপত্তিবাক্যভাঃ সন্নীহিতার্থপ্রতিলম্ব্যৎ বিনিয়োগবাক্যো-
ভ্যশ্চ তদবগতেত্তদর্থাত্ত্বেবোৎপত্তিবাক্যানি ভবন্তীতি তত্র যেন বাক্যেন বিনি-
য়ুজ্যন্তে, তত্রৈব স্বরশ্চ সাধনত্বসংস্পর্শিনো গ্রহণং, ন তু রূপমাত্রস্পর্শিন ইতি।
ভাষ্যকারায়মপ্যাদাহরণমেবমেব যোজয়িতব্যম্। উদগাত্বেদোৎপন্নানাং মন্ত্রাণামু-
দগ্নাত্বে প্রয়োগে প্রাপ্তেহধ্বর্যুপ্রদানকেহপি পুরোডাশে বিনিয়ুক্তত্বাৎ প্রাধান্যান্মু-
রোধেনাধ্বর্যুগৈব তেষাং প্রয়োগো নোদগ্নাত্ত্বেন দাষ্টান্তিকে। “এবমিহাপি”
ইতি ॥ ৩। ৩। ৩৩ ॥

অনুকূল দৃষ্টান্ত উপসদ যোগ। যমদগ্নিকৃত অহীন সত্রে পুরোডাশাশিনী উপসদের
অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।* তাহাতে যে পুরোডাশ প্রদানের মন্ত্র পঠিত হয়, সে
মন্ত্র উদগাত্বেদোৎপন্ন অর্থাৎ সামবেদোৎপন্ন (সামবেদেই সে সকলের প্রথম
উপদেশ), অথচ পুরোডাশ উদগাতৃকর্তৃক প্রদত্ত না হইয়া অধ্বর্যুকর্তৃক প্রদত্ত
হয়। অঙ্গ সকল প্রদানের অধীন, তৎকারণে ও পূর্বোক্ত কারণে অধ্বর্যুর সহিত
সে সকলের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অধ্বর্যুই সর্বত্র পুরোডাশ প্রদান মন্ত্র
পাঠ করেন। যজ্ঞপ সামবেদোৎপন্ন পুরোডাশপ্রদানমন্ত্র সার্বত্রিক, তজ্জনপ,
কচিদুৎপন্ন অক্ষর (ব্রহ্ম) বিশেষণগুলিও সার্বত্রিক অর্থাৎ অক্ষরতন্ত্রতাহেতু
সর্বত্রই অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ হয়। এ কথা বা এ সিদ্ধান্ত প্রথম কাণ্ডে অর্থাৎ
পূর্বমীমাংসায় কথিত হইয়াছে। যথা—“গুণ (অঙ্গ) ও মুখ্য (অঙ্গী); তদু-
ভয়ের বিরোধ হইলে মুখ্যের (অঙ্গীর) সহিতই অনুখ্যের বা অঙ্গের (মন্ত্রনিচয়ের)
সম্বন্ধ হইবেক” ॥ ৩। ৩। ৩৩ ॥

* যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার পুরোডাশসাধ্য যাগের বিধান আছে। তন্মধ্যে চতুর্দশিনসাধ্য
একটী যাগ—সে যাগের নাম অহীন। অহীন যাগ যমদগ্নিকর্তৃক প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল,—
সেই কারণে তাহার অঙ্গ নাম যামদগ্ন্য অহীন। এই অহীন যাগে পুরোডাশঘটিত উপসদ
নামক অঙ্গভাগ অনুষ্ঠিত হয়। উপসদ পুরোডাশপ্রদানসাধ্য এবং পুরোডাশপ্রদানের মন্ত্র গুলি
সামবেদোৎপন্ন, অথচ তাহা সার্বত্রিক অর্থাৎ তাহা উদগাতৃকর্তৃক পঠিত না হইয়া অধ্বর্যুকর্তৃক
পঠিত হয়। অধ্বর্যু—যজুর্বিহিতকর্ণকর্ত্তা যজ্ঞপূরোহিত। উদগাতা—সামবিহিত কর্ণকর্ত্তা।

ইয়দামননাৎ ॥ ৩ । ৩ । ৩৪ ॥*

“দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে ।

তয়োরন্থঃ পিপ্ললং স্বাদ্বন্ত্যনশ্লম্নন্যোহভিচাক্ষীতি ॥”

ইত্যধ্যাত্মাধিকারে মন্ত্রমাথর্ববণিকাঃ শ্বেতাশ্বতরাশ্চ পঠন্তি ।

তথা কঠাঃ—

“ঋতং পিবন্তৌ স্কৃতস্য লোকে

গুহ্যং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাক্ষৌ ।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি

পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাটিকেতাঃ ॥” ইতি ।

কিমত্র বিদ্যৈকত্বমুত বিদ্যানানাত্বমিতি সংশয়ঃ । কিং

গুহ্যং প্রবিষ্টাবাত্মনাবিত্যত্র সিদ্ধোহপার্থঃ প্রপঞ্চ্যতে । একত্র ভোক্তৃ-ভোক্ত্রপূর্বেত্ত্বতা, অত্র ভোক্ত্রপূর্বেতি বেদ্যাভেদাদ্বিত্বাভেদ ইতি । ন চ স্তীকপদধাতীতিবৎ পিবদপিবলক্ষণাপরং পিবন্ত্যবিত্তি নেতুমুচিতম্ । সতি মুখ্যার্থসম্ভবে তদাশ্রয়ণযোগাৎ । ন চ বাক্যশেষাত্মরোদাত্তদাশ্রয়ণম্ । সন্দেহে হি বাক্যশেষান্নির্ণয়ো ন চ মুখ্যলক্ষণিকগ্রহণবিষয়ো বিষয়ঃ সম্ভবতি, তুল্যবল-ত্বাভাবাৎ, প্রকরণস্ত চ ততো বলীয়সা বাক্যেন বাধনাৎ । তস্মাদ্বেত্ত্বভেদা-দ্বিত্বাভেদ ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে ।

অথর্ববেদাধ্যায়ীরা ও শ্বেতাশ্বতরশাখাপাঠীরা উপনিষদে অধ্যাত্মবিজ্ঞাপ্রকরণে একটী মন্ত্র (শ্লোক) বলিয়াছেন । যথা—“একই বৃক্ষে দুইটী পক্ষী এক সঙ্গে বাস করে, স্ত্রীতাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা । তদুভয়ের একটী তদবৃক্ষজাত স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অত্রটী ভক্ষণ না করিয়াও দীপ্যমান হয় । (অর্থাৎ সেটাকেও ভোক্তার দ্বারা দেখায়) ।” কঠ-উপনিষদেও ঐরূপ একটী মন্ত্র আছে । যথা—“ব্রহ্মবাদীরা বলেন, যজ্ঞপ ছায়া ও আতপ, তজ্রূপ দুইটী, স্কৃততের লোকে (দেহে) ঋতপানকর্তা (কর্মফল ভোক্তা) হইয়া প্রবিষ্ট (বুদ্ধিতত্ত্বে সমাক্রুত) আছে ।” এই দুই মন্ত্রে, ব্রহ্ম প্রতিপাদনের প্রকার বিভিন্ন—অথচ জিজ্ঞাসার ঐক্য দেখা যায় । সেই জন্ত সংশয় হয়, ঐ দুই বাক্যে কি একই বিজ্ঞা (জ্ঞান) উপদিষ্ট হইয়াছে ? না বিভিন্ন বিজ্ঞা কথিত হইয়াছে ? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন বিশেষোক্তি আছে—তখন অবশ্যই বিজ্ঞাভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে । পক্ষীরূপ বাক্যে হুএর কথা, ঋতপান বাক্যেও হুএর কথা, কিন্তু প্রথমোক্ত বাক্যে

* ইয়দুয়া দ্বিপরিচ্ছেদেনান্যং কথনং, তস্মাৎ । বিজ্ঞাকামিতি শেষঃ ।

উক্ত মন্ত্রদ্বয় একই বস্তু দ্বিপরিচ্ছেদে (দ্বিভবনের দ্বারা বিভিন্ন করিয়া) বর্ণন করিয়াছেন, বিভিন্ন বস্তু বলেন নাই, সূত্রের তাহাতেও বিভিন্ন (জ্ঞানের) একত্ব নিশ্চিত হয় ।

তাবৎ প্রাপ্তম্ ? বিদ্যানানাহমিতি । কূতঃ ? বিশেষদর্শনাৎ ।
 দ্বা স্বপর্নেষ্যেতৎ হে কস্ত ভোক্তৃৎ দৃশ্যতে, একস্ত চাভোক্তৃৎ ।
 ঋতং পিবন্তাবিত্যত্র তুভয়োরপি ভোক্তৃৎ দৃশ্যতে । তদ্ব্যেং
 রূপং ভিদ্যমানং বিদ্যাং ভিন্দ্যাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—বিদ্যৈ-
 কত্বমিতি ।

কূতঃ ? যত উভয়োরপ্যেতয়োঃ স্তয়ো রিয়স্তাপরিচ্ছিন্নং দ্বিছো-
 পেতং বেদ্যরূপমভিন্নমামনস্তি । ননু দর্শিতো রূপভেদঃ । নেতু-
 চ্যতে । উভাবপ্যেতৌ মন্তৌ জীবদ্বিতীয়মীশ্বরং প্রতিপাদয়তঃ,
 নার্থান্তরম্ । “দ্বা স্বপর্ণা” ইত্যত্র তাবৎ “অনশ্বন্নন্তোহভিচাক্ষীতি”
 ইত্যশনায়াদ্যতীতঃ পরমাত্মা প্রতিপাদ্যতে । বাক্যশেষেহপি চ
 স এষ প্রতিপাদ্যমানো দৃশ্যতে “জুষ্ঠং যদা পশ্যত্যন্তমীশম্”
 ইতি । “ঋতং পিবন্তো” ইত্যত্র তু জীবে পিবতীত্যশনায়াদ্যতীতঃ

‘দ্বা স্বপর্নেষ্যেতৎ ঋতং পিবন্তাবিত্যত্র চ দ্বিসংখ্যাৎপত্তৌ প্রতীয়তে । তেন
 সমানভৌগসর্গিকী পিবন্তাবিতি দ্বয়োঃ পিবন্তা যা, সা বাধনীয়া, সা চোপক্রমোপ-
 সংহারানুরোধেন ন দ্বয়োঃ, অপি তু ছত্রিষ্ঠায়ৈন লাক্ষণিকী ব্যাখ্যেয়া । যেন হ্যপ-
 ক্রম্যতে, যেন চোপসংহ্রিয়তে, তদনুরোধেন মধ্যং নেয়ম্ । যথা জাম্বিন্দোষ-
 সর্গীরূপোপক্রমে তৎপ্রতিসমাধানোপসংহারে চ সন্দর্ভে মধ্যপাতিনো বিষ্ণুরূপাংশু
 ষট্‌ব্যোহজাম্বিনাহ্যেত্যাদয়ঃ পৃথগ্বিভিন্নমলভমানা বিবিধমবিবক্ষিত্বাহর্ষবাদতয়া

একের ভোক্তৃৎ ও অপরের অভোক্তৃৎ ; দ্বিতীয় বাক্যে অর্থাৎ ঋতপান বাক্যে
 উভয়েরই ভোক্তৃৎ কথিত হইতে দেখা যায় । তাহাতেই (ঐ প্রকার বিশেষ
 উক্তিতেই) প্রতীত হয় যে, উক্ত উভয় বাক্যের বিজ্ঞেয় ভিন্ন । এইরূপ পূর্বপক্ষ
 উপস্থিত হওয়ায় তৎসিদ্ধান্তার্থ বলা হইল—ইয়দামননাৎ ।

বেদ যে ঐ দুই মন্ত্রে ইয়তাপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দ্বিবিশিষ্ট জ্ঞেয় বস্তু বলিয়াছেন,
 তাহা অভিন্ন অর্থাৎ একই বস্তু, (সুতরাং বিভ্রাও এক ; বহু নহে) । [ননু...
 প্রপঞ্চিতম্] বাহ্য বিজ্ঞেয়ের রূপভেদ বলিয়া দেখাইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা রূপভেদ-
 প্রযোজক নহে । উক্ত উভয় মন্ত্রেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর প্রতিপাদন করিতেছে, অল্প
 কিছু পৃথক বস্তু বলিতেছে না । অপিচ, পক্ষীরূপক বাক্যে যে, অশনায়াদি-
 অতীত পরমাত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা তৎসন্দর্ভের শেষ বাক্য দেখিলেও
 জানা যায়, বুঝা যায় । যথা—“যখন প্রীত্যান্ন্দ ও সেবাস্থান, সুতরাং আত্মাতিরিক্ত
 ঈশ্বরকে দেখে অর্থাৎ জানে—” ইত্যাদি । ঋতপান বাক্যও পরমাত্মা

পরমাত্মাপি তৎসাহচর্য্যাং ছত্রিষ্ঠ্যেন পিবতীত্বপচর্য্যতে ।
পরমাত্মপ্রকরণং হেতুং, “অন্যত্র ধর্মান্যদন্যত্রাধর্মানাং” ইত্যুপক্র-
মাং । তদ্বিষয় এবাত্রাপি বাক্যশেষো ভবতি “যঃ সেতুরীজা-
নানামক্ষরং ব্রহ্ম যং পরম্” ইতি । “গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানো
হি” ইত্যত্র চৈতৎ প্রপঞ্চিতম্ । তস্মাৎ নাস্তি বেদান্তভেদঃ ।
তস্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বম্ । অপি চ, ত্রিষপ্যেতেষু বেদান্তেষু
পৌৰ্ব্বাপর্য্যপৰ্য্যালোচনয়া পরমাত্মবিদ্যৈবাবগম্যতে, তাদাত্ম্যবিব-
ক্ষয়ৈব জীবোপাদানং, নার্থাস্তুরবিবক্ষয়া । ন চ পরমাত্মবিদ্যায়াং

নীতাঃ । তৎ কন্তু হেতোঃ ? একবাক্যতা হি সাধীয়াসী বাক্যভেদাদিতি ।
তথেষাপি তদন্তরোধেন পিবদপিবংসমূহপং লক্ষণীয়ং পিবন্তাবিত্যনেন । তথা চ
বিজ্ঞানভেদাৎ ভেদ ইতি । অপি চ “ত্রিষপ্যেতেষু বেদান্তেষু” প্রকরণত্রয়েইপি
“পৌৰ্ব্বাপর্য্যপৰ্য্যালোচনয়া পরমাত্মবিদ্যৈবাবগম্যতে ।” যন্তেবং, কথং তর্হি
জীবোপাদানমন্তীত্যত আহ—“তাদাত্ম্যবিবক্ষয়া” ইতি । নাস্ত্যং জীবঃ প্রতি-
পাত্ততে, কিন্তু পরমাত্মনোহভেদং জীবন্ত দর্শয়িতুমসাবনুত্তে । পরমাত্মবিজ্ঞানাস্চা-
ভেদবিষয়স্তান্ন ভেদাভেদবিচারাবতারঃ । তস্মাদৈকবিশ্বমত্র সিদ্ধম্ ॥৩।৩।৩৪॥

অভিহিত হইয়াছেন, পরন্তু ছত্রিষ্ঠ্যে * তাঁহাকেও পানকর্তা বলা হইয়াছে ।
বিশেষতঃ ঐ প্রকরণ পরমাত্মসম্বন্ধীয় । কেন-না শ্রোক্ত, এন্দর্ভের প্রারম্ভ—“যাহা
ধর্ম্মাদির অতীত—তাহাই বল” এইরূপে । উহার শেষবাক্যও পরমাত্মবিষয়ক ।
যথা—“যিনি অক্ষর অর্থাৎ কূটবয়্নিকির পরব্রহ্ম—” ইত্যাদি । এ সকল কথা
“গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানো হি” সূত্রে বিশদরূপে বলা হইয়াছে । [তস্মাৎ...সংহার
ইতি] অতএব, উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে জ্ঞেয় ভেদ না থাকায় জ্ঞানভেদও নাই । অপিচ,
বেদান্তত্রয়ের পূর্ব্বাপর পর্যালোচনা করিতে গেলে তাহাতে পরমাত্মবিজ্ঞানই বিজ্ঞাত
হওয়া যায় । তন্মধ্যে যে জীবের গ্রহণ বা উল্লেখ আছে, তাহা ব্রহ্মতাদাত্ম্য-বিব-
ক্ষায় জানিবে । অর্থাৎ জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে, ইহা বলিবার জন্তই ব্রহ্মসাহচর্য্যে
জীবের কথন হইয়াছে জানিবে । ঐ সকল বাক্যে জীব একটা ব্রহ্মের স্তায়
পৃথক্ বা স্বতন্ত্র বস্তু, ইহা প্রতিপাদিত হয় নাই । আরও কথা এই যে, পরমাত্ম-
জ্ঞানে ভেদাভেদ বিচার আসিতেই পারে না (স্থান পায় না); সুতরাং এ
বিচার সেই পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মবিচারের উৎকর্ষকারক মাত্র । বিচারের ফল এই

* ছত্রিষ্ঠ্যয় । একজন ছত্রধারীর সঙ্গে অস্ত্র নিশ্চয়ী থাকিলেও দূরস্থ দর্শকপণ বলিয়া থাকে, ঐ
দেখ—ছাতীওয়ালারা বাইতেছে । ছত্র না থাকিলেও ছত্রধারীর সঙ্গে লোক ছত্রী বলিয়া
উপচরিত হইতে দেখা যায় । সেইরূপ জীবের ভোগ জীবসঙ্গী পরমাত্মার উপচরিত জানিবে
এবং পরমাত্মার ঐদানীস্বত্বও জীবের আনীত বা উপচরিত, ইহাও অস্বপ্ন রাখিবে ।

ভেদাভেদ-বিচারাবতারোহস্তীভূতম্। তস্মাৎ প্রপঞ্চার্থ এবৈষ
প্রয়োগঃ। তস্মাচ্চাধিকধর্মোপসংহার ইতি ॥ ৩। ৩। ৩৪ ॥

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩। ৩। ৩৫ ॥*

“যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রূহ,” “য আত্মা সর্বসত্ত্বঃ” ইত্যেবং
দ্বিরুশস্তি-কহোলপ্রশ্নয়োর্নৈরন্তর্য্যেণ বাজসনেয়িনঃ সমামনস্তি।
তত্র সংশয়ঃ—বিদ্যৈকত্বং বা স্বাদ্বিদ্যানানাত্বং বেতি। কিং
তাবৎ প্রাপ্তম্? বিদ্যানানাত্বমিতি। কূতঃ? অভ্যাসসামর্থ্যাৎ।
অন্যথা হন্যন্যাতিরিক্তার্থং দ্বিরান্নানমনর্থকমেব স্ম্যৎ। তস্মাৎ
যথাভ্যাসাৎ কর্মভেদঃ, এবমভ্যাসাৎ বিদ্যাভেদ ইত্যেবং প্রাপ্তে
প্রত্যাহ। অন্তরান্নানাবিশেষাৎ স্বাত্মনো বিদ্যৈকত্বমিতি।

কৌষীতকেয়-কহোল-চাক্রায়ণোবস্তুতৎপ্রশ্নোপক্রময়োর্কিঞ্চয়োর্নৈরন্তর্য্যেণান্নাত্যয়োঃ
কিমস্তি ভেদো ন বেতি বিশয়ে, ভেদ এবেতি ক্রমঃ। কূতঃ। যদুপা-
ভয়ত্র প্রশ্নোত্তরয়োঃভেদঃ প্রতীয়তে, তথাপি তত্ত্বত্বৈকত্ব পুনঃ প্রত্যেকবিশে-
বাদানর্থক্যপ্রদঙ্গাদ্বজত্যাভ্যাসবদ্ভেদঃ প্রাপ্তঃ। ন চৈকত্বং তাণ্ডিনাং নবকৃষ্ণ-

যে, প্রোক্ত কারণে অধিক ধর্মগুলির উপসংহার হইবেক, অর্থাৎ পক্ষীরূপক-
বাক্যে ঋতপানাদি না থাকিলেও তাহা গৃহীত হইবেক ॥ ৩। ৩। ৩৪ ॥

বাজসনেয়ী শাখায় উশস্তি ও কহোল এই দুই মুনির প্রশ্নবটিত আখ্যায়িকা
আছে। তাহাতে একবার এইরূপ অভিহিত হইয়াছে—“যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ
অপরোক্ষ—”। অন্তবার কথিত হইয়াছে—“যে আত্মা সর্বাসত্ত্বঃ।” পর
পর অব্যবধানে ঐরূপ কথিত হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানের ঐক্যাত্মক্য বিষয়ে
সংশয় উপস্থিত হয়। (প্রথম শ্রুতিতে ব্রহ্মে অপারোক্ষত্বরূপ আত্মধর্ম থাকা
কথিত হইয়াছে, এবং তৎপরবর্তী শ্রুতিতে সর্বাসত্ত্বত্বরূপ ব্রহ্মধর্মক আত্মা
অভিহিত হইয়াছেন। পর পর দুই প্রশ্নে দুই প্রকার অভিধান থাকাতাই উক্ত
সংশয় উপস্থিত হয়।) সংশয়ের আকার এই যে, উক্ত উভয় প্রশ্নে জ্ঞানের ঐক্য
আছে কি প্রভেদ আছে। প্রথম প্রশ্নের দ্বারা এক প্রকার ব্রহ্ম জ্ঞান উৎপাদিত ও
দ্বিতীয় প্রশ্নে অন্য প্রকার জ্ঞান সঞ্চিত হইবে, ইহাই কি পরমার্থ? না উভয়
প্রশ্নের সামঞ্জস্যে একই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে, ইহাই পরমার্থ? পর পর প্রশ্নের
থাকায় তদৃষ্টে পূর্বপক্ষ দাঁড়ায়—উভয় প্রশ্ন বিভিন্ন জ্ঞান জন্মায়। এ

* ভূতগ্রামবৎ ভূতগ্রামদৃষ্টান্তেন অথবা ভূতগ্রামোপলক্ষিতশ্রুতিনিদর্শনেন স্বাত্মন এব
অন্তরা সর্বাসত্ত্বঃ, তত্চ বিদ্যৈক্যমিতি নৃত্যার্থঃ।

যেমন পৃথিব্যাদি ভূতের একটা ব্যতীত সকলগুলি মুখ্য আত্মর নহে, তেমনি, পরমাত্মা ব্যতীত
অন্য কিছু সর্বাসত্ত্ব নহে। বিচারের কল এই যে, আত্মজ্ঞান এক ও একই প্রকার; তাহাতে
বিশ্বেদ নাই। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

সর্বাস্তরো হি স্বাত্মোভয়ত্রাপ্যাবিশিষ্টঃ পৃচ্ছ্যতে প্রত্যাচ্যতে
চ। ন হি দ্বাবাত্মানাবেকস্মিন্ দেহে সর্বাস্তরো সম্ভবতঃ।
তদা হ্যেকস্মাঞ্জসং সর্বাস্তরত্বং কল্পেত, একস্ম তু ভূত-
গ্রামবন্মৈব সর্বাস্তরত্বং স্ম্যৎ। যথা চ পঞ্চভূতসমূহে দেহে
পৃথিব্যা আপোহস্তরা অদ্যশ্চ তেজোহস্তরমিতি সত্যপ্যাপেক্ষিকে
সর্বাস্তরত্বে নৈব মুখ্যং সর্বাস্তরত্বং ভবতি, তথেষাপীত্যর্থঃ। অথবা
ভূতগ্রামবদिति শ্রুত্যস্তরং নিদর্শয়তি। যথা—

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ, সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।”

উপদেশেহপি যথা ভেদো ন ভবতি “স আত্মা, তত্ত্বমসি স্বৈতকেতো” ইত্যত্র,
তথেষাপ্যভেদ ইতি যুক্তম্। “ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু” ইতি হি তত্র
ক্রয়ভেদে, তেনাভেদো যুক্ত্যতে। ন চেহ তথাস্তি। তেন যদ্বাপীহ বেদ্যাভেদো-
হবগম্যতে, তথাপ্যেকত্র তন্ত্ৰৈবান্যাদিগাত্রাত্ম্যোপাধেয়পাসনাদেকত্র চ কার্য-
করণবিবাহোপাধেয়পাসনাদ্বিদ্যাভেদ এবৈতি প্রাপ্তে, প্রত্যাচ্যতে—নৈতত্ত্বপাসনা-
বিধানপরম্, অপি তু বস্তুস্বরূপপ্রতিপাদনপরং প্রশ্নপ্রতিবচনালোচনেনোপলভ্যতে।
কিমতো যদ্যেবম্, এতদতো ভবতি, বিধেয়প্রাপ্তপ্রাপণার্থত্বাৎ প্রাপ্তাবস্থাপপত্তিঃ।
বস্তুস্বরূপস্ত পুনঃপুনরুচ্যমানমপি ন দোষমাবহতি, শতক্ৰত্বোহপি হি পথ্যং বদ-
ন্ত্যাপ্তাঃ। বিশেষতস্ত বেদঃ পিতৃভ্যাংমপ্যভ্যাহিতঃ। ন চ সর্বথা পৌনরুক্ত্যম্।

পক্ষ অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিরুক্তারণের শক্তিতেই স্থিরীকৃত হয়। যে স্থলে অর্থের
নূন্যতিরেক না থাকে, যদি সমানার্থতা থাকে, তবে তাদৃশ উচ্চারণের দ্বিত্ব
(হইবার বলা) নিরর্থক। (অবশ্যই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ও সর্বাস্তর, এছ কথার
অর্থপ্রভেদ আছে, অর্থপ্রভেদ না থাকিলে পুনরুক্ত দোষ হইবেক,) অতএব,
যেমন অভ্যাসের (দ্বিরুক্তারণের) বলে কণ্ঠের ভেদ স্বীকৃত হয়, তেমন
বিজ্ঞাভেদও স্বীকৃত হইতে পারে। এই পূর্বপক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল—
অস্তরা ভূতগ্রামবৎ। আত্মসম্বন্ধীয় আত্মত্ব কথনের অবিশেষ থাকায় (প্রভেদ
না থাকায়) বিচার একত্র পক্ষই গ্রাহ্য। [সর্বাস্তরো...ইত্যর্থঃ] উক্ত উভয় সন্দর্ভেই
অবিশেষে সর্বাস্তর আত্মা জিজ্ঞাসিত ও প্রত্যাভারিত হইয়াছেন। একই দেহে
দুই আত্মার সর্বাস্তরতা অসম্ভব; সুতরাং একের মুখ্য সর্বাস্তরতা ও অপরের
ভূতসমূহের দৃষ্টান্তে আপেক্ষিক সর্বাস্তরতা, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। যেমন এই
পাক্ষভৌতিক দেহে পৃথিবী হইতে জলের অন্তরতা, জল অপেক্ষা তেজের
অন্তরতা, এইরূপে সকল গুলিই অপেক্ষাকৃত সর্বাস্তর, কোনটাই মুখ্য বা
মুখ্যতঃ সর্বাস্তর নহে, তেমন, একই দেহে আত্মাভয়ের সর্বাস্তরতা আপেক্ষিক
ব্যতীত মুখ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। [অথবা...বিদ্যৈকত্বম্] অথবা
এরূপ ব্যাখ্যা করিতেও পার। ভূতগ্রামবৎ এই কথায় শ্রুত্যস্তর নিদর্শিত

ইত্যস্মিন্ মস্ত্রে সমস্তেষু ভূতগ্রামেষ্বেক এব সৰ্ব্বাস্তর আত্মা
আন্মায়তে, এবমনয়োরপি ব্রাহ্মণয়োরিত্যর্থঃ। তস্মাদ্বেদৈক-
হাদ্বৈদৈকত্বম্ ॥ ৩। ৩। ৩৫ ॥

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপ-

দেশান্তরবৎ ॥ ৩। ৩। ৩৬ ॥ *

অথ যদুক্তম্—অনভ্যুপগম্যমানে বিদ্যাভেদে আন্মানভেদানুপ-
পত্তিরিতি, তৎ পরিহৰ্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। নায়ং দোষঃ। উপ-
দেশান্তরবদুপপত্তেঃ। যথা তাণ্ডিনামুপনিষদি ষষ্ঠে প্রপাঠকে
“স আত্মা তদ্বমসি শ্বেতকেতো” ইতি নবকৃষ্ণোহপ্যুপদেশে ন
একত্রাশনারাক্তত্যাাদত্বত্ ৫ কার্য্যকরণপ্রবিলয়াৎ। তস্মাদেকা বিদ্যা, প্রত্যভি-
জ্ঞানাৎ। উভাত্যামপি বিদ্যাত্যাং ভিন্ন আত্মা প্রতিপাদ্যত ইতি যো মন্ততে
পূৰ্ব্বপক্ষৈকদেশী, তং প্রতি সৰ্ব্বাস্তরহবিরোধো দর্শিতঃ ॥ ৩। ৩। ৩৫ ॥

হইয়াছে। অর্থাৎ যদ্বপ দৈহিক ভূতগ্রামের মধ্যে একই আত্মবস্ত সৰ্ব্বাস্তর,
তদ্বপ। প্রত্যাস্তর যথা—“সেই একই দেব সমুদায় ভূতে গুঢ়, তিনি সৰ্ব্বব্যাপী
ও সৰ্ব্বভূতের (প্রণীর) অন্তরাত্মা।” এই শ্রুতিতে :একই আত্মা সমুদায় ভূতে
সৰ্ব্বাস্তর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব, নির্দর্শিত শ্রুতিদ্বয়ের প্রতিপাদ্য
এক, সে সত্ত্ব তদ্বিসয়ক জ্ঞানও এক ॥ ৩। ৩। ৩৫ ॥

বলা হইয়াছিল, জ্ঞানভেদ স্বীকার ব্যতীত প্রত্যুক্ত দ্বিচ্ছারণ সম্ভব হয় না,
এই স্বরে সে আপত্তির প্রত্যাপত্তি হইতেছে। উৎপাদিত আপত্তির প্রতি আমরা
বলি, ঐরূপ অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিচ্ছা দোষাবহ নহে। উহা অত্র উপদেশের
দৃষ্টান্তে উপপন্ন (সম্ভব) হইতে পারে। যেমন তাণ্ডিশাখার উপনিষদের
(ছান্দোগ্যের) ষষ্ঠ :প্রপাঠকে “হে শ্বেতকেতু, সে-ই আত্মা—তাহাই তুমি”
এইরূপ উপদেশ নবকৃষ্ণঃ অর্থাৎ নয় বার পঠিত হইলেও সে স্থলে জ্ঞানভেদ
স্বীকৃত হয় নাই,ঐ নয় বারে একই জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, সৰ্ব্বাস্তরতার অভ্যাসও

* অন্যথা বিদ্যাভেদানস্বীকারে ভেদানুপপত্তিরভ্যাসশ্রুতক্লেশঃ স্মাদিতি ন বক্তব্যম্।
উপদেশান্তরবৎ—অন্তোপদেশ ইবাভ্যাসঃ সম্ভবন্ত ইত্যর্থঃ। অন্তোপদেশত্বমসি-বাক্যম্।
তচ্চ নবকৃষ্ণঃ প্রদিশ্ন। স এবাভ্যাসঃ কৰ্ম্মভেদকো ভবেৎ, যো নিরর্থক এব স্তাৎ। ইহ তু উশান্তি
ব্রাহ্মণোক্তান্নন . এবাশনারাদ্ব্যাপন্নরূপনিষেকখনার্থবাদভ্যাসোসংস্থখাসিন্দো ন বিদ্যাভেদক
ইতি নির্গলিতার্থঃ।

উক্তিভেদ অনুসারে জ্ঞানভেদ স্বীকার না করিলে উক্তিভেদের বৈষম্য হয়, এ কথা এ স্থলে
বলিতে পার না। ঐ উক্তিভেদ অত্র উপদেশের অর্থাৎ তদ্বমসি উপদেশের দৃষ্টান্তে সম্ভব হইবে।
তদ্বমসি-বাক্য নয় বার উচ্চারিত হইয়াছে, অথচ সে স্থলে জ্ঞানের একই আছে। এখানেও সেইরূপ
শাক্ষিব্যেক।

বিদ্যাভেদো ভবতি, এবমিহাপি ভবিষ্যতি । কথঞ্চ ন নবকৃষ্ণ-
উপদেশে বিদ্যাভেদো ভবতি ? উপক্রমোপসংহারাত্ম্যৈকা-
র্থ্যাবগমাৎ । “ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু” ইতি চৈকশ্চৈ-
বার্থস্য পুনঃপুনঃ প্রতিপিপাদয়ষিত্বেনোপক্ষেপাদাশঙ্কাস্তর-
নিরাকরণেন চাসকৃদুপদেশোপপত্তেঃ । এবমিহাপি প্রশ্নরূপা-
ভেদাৎ “অতোহন্যদার্তম্” ইতি চ পরিসমাপ্ত্যবিশেষাদুপ-
ক্রমোপসংহারৌ তাবদেকার্থ্যবিষয়ৌ দৃশ্যেতে । “বদেব সাক্ষা-
দপরোক্ষাদব্রূহ” ইতি দ্বিতীয়েহপি প্রশ্ন এব-কারং প্রযুক্তানঃ
পূর্বপ্রশ্নগতমেবার্থমুত্তরত্রাকৃষ্যমাণং দর্শয়তি । পূর্বস্মিংশ্চ
ব্রাহ্মণে কার্য্যকরণব্যতিরিক্তস্বাত্মনঃ সদ্ভাবঃ কথ্যতে । উক্ত-
রস্মিংশ্চ তস্মৈবাবশনাদিসংসারধর্ম্মাতীতত্বং বিশেষঃ কথ্যতে,
ইত্যেকার্থতোপপত্তিঃ, তস্মাদেকা বিদ্যেতি ॥ ৩। ৩। ৩৬ ॥

ইত্যস্ত তু পূর্বপক্ষতর্জাতিপ্রায়ো দর্শিতঃ । স্বগমমন্তঃ ॥ ৩। ৩। ৩৬ ॥

(দ্বিকৃতিও) সেইরূপ জানিবে । [কথঞ্চ...ভেদাৎ] নয় বার উপদেশ হইলেও
সে স্থলে জ্ঞানভেদ হয় নাই । কেননা, সে স্থলে জ্ঞেয়ের একত্বই জ্ঞানের একত্ব
সমর্থন করিতেছে । একার্থ বা জ্ঞেয় পদার্থের একত্ব তৎপ্রস্তাবের প্রারম্ভ ও
সমাপ্তি এই দুইর দ্বারা নির্ণীত হয় । “হে ভগবন্, পুনর্বার আমাকে বুঝান্”
শ্রুতি এইরূপে সেই একই বস্তু বার বার বুঝাইতে ইচ্ছুক । শ্রুতির তাদৃশ ইচ্ছার
কারণ এই যে, ঐ বিষয়ের যে, আনুষঙ্গিক আশঙ্কা আইসে বা শঙ্কা উপস্থিত হয়,
সেই আপতিত আনুষঙ্গিক আশঙ্কা নিরাকরণার্থ পুনঃ পুনঃ উপদেশ করা অতীব
কর্তব্য । সেখানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন আশঙ্কা নিবারণার্থ উপদেশের পৌনঃপুন্য,
সেইরূপ, এখানেও জানিবে । এখানেও প্রশ্নরূপের বা প্রটব্য বস্তুর অভেদ
(একত্ব) আছে । [অতো...বিজ্ঞতি] “এই সর্কাস্তর আত্মা ব্যতীত সমস্তই
আর্ন্ত অর্থাৎ বিনাশী” এইরূপে ঐ উভয় প্রবন্ধের উপসংহার (সমাপ্তি) হইয়াছে ।
উপক্রমের অর্থও (প্রতিপাদ্যও) উক্ত উভয়ের এক । শ্রুতি দ্বিতীয় প্রশ্নে
পূর্বপ্রশ্নগত অর্থের আকর্ষণ দেখাইয়াছেন । প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণে (বৈশ্বক্যবিভাগে)
কার্য্য-করণব্যতিরিক্ত (দেহাদ্যতিরিক্ত) আত্মার অস্তিত্ব কথিত হইয়াছে,
তৎপরে পরবর্তী শ্রুতিতে সেই আত্মারই সংসার-ধর্ম্মাতীতত্বরূপ-বিশেষ উপদিষ্ট
হইয়াছে । এইরূপে উক্ত উভয় শ্রুতির একার্থতা উপপন্ন হয়, এবং সেই কারণেই
বিজ্ঞার বা জ্ঞানের একত্ব সিদ্ধান্তিত হয় ॥ ৩। ৩। ৩৬ ॥

ব্যতিহারো বিশিংশস্তি হীতরবং ॥৩৩৩৭॥*

“তদ্যোহহং সোহসৌ, যোহসৌ সোহম্” ইত্যেতরেয়িণ
আদিত্যপুরুষং প্রকৃত্য সমামনস্তি। তথা জাবালাঃ “ত্বং বা অহ-
মস্মি ভগবতি, দেবতে অহং বা ত্বমসি” ইতি। তত্র সংশয়ঃ—
কিমিহ ব্যতিহারেণোভয়রূপা মতিঃ কর্তব্য্যা, উত একরূপৈ-
বেতি। একরূপৈবেতি তাবদাহ। ন হ্যত্রোত্নন ঈশ্বরেণৈকত্বং
মুক্ত্বাত্মং কিঞ্চিৎ চিস্তয়িতব্যমস্তি। যদি চৈবং চিস্তয়িতব্যো-
বিশেষঃ পরিকল্প্যেত—সংসারিণশ্চৈশ্বর্যাত্মমীশ্বরস্য চ সংসা-
র্যাত্মত্বমিতি, তত্র সংসারিণস্তাবদীশ্বরাত্মত্ব উৎকর্ষো ভবেৎ,
ঈশ্বরস্য তু সংসার্যাত্মত্বে নিকর্ষঃ কৃতঃ স্যাৎ। তস্মাদৈকরূপ্য-

উৎকৃষ্টরূপাপত্তেনৈভয়ত্রোভয়রূপাহুচিস্তনম্, অপি তু নিকৃষ্টে জীব উৎকৃষ্ট-
রূপাভেদচিস্তনম্, এবং হি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টো ভবতীতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত-
উচ্যতে—ইতরেতরাহুবাদেনেতরেতররূপবিধানাহুভয়ত্রোভয়চিস্তনং বিধীয়তে,
ইতরথা তু “যোহহং সোহসৌ” ইত্যেতাবদেবোচ্যেত। জীবাগ্নানমন্যদ্যেতরত্বমস্ত
বিধীয়তে, ন ত্বীশ্বরস্ত জীবাগ্নত্বং, “যো হসৌ সোহম্” ইতি, যথা তদ্ব্যমসীত্যত্র।

ঐতরেয়-শাখীরা আদিত্য পুরুষ লক্ষ্য করিয়া “আমিই ইনি। ইনিই আমি”
এইরূপ বলিয়া থাকেন (উপাসনা করেন)। জাবালেরও “ভগবতি দেবতে,
তুমিই আমি, আমিও তুমি” এইরূপ ব্যতিহার অর্থাৎ বিনিময়াত্মক ভাবনার
বোধক বাক্য বলেন। [তত্র...ব্যতিহার ইতি] হৃতরাং সেখানেও সংশয় এই
যে, উপাসক ঐ ব্যতিহার পাঠ দৃষ্টে উভয় প্রকারেই জ্ঞান উৎপাদন করিবেক ?
কিংবা একই প্রকার জ্ঞান আহরণ করিবেক ? পূর্বপক্ষ-কোটিতে কেহ কেহ বলেন,
ঈশ্বরের সহিত আত্মার ঐক্য ভাবনা ব্যতীত অগ্র ভাবনা নাই। যদি তাহা না
থাকে, আর ঐরূপ চিন্তাই যদি করিতে হয়, তাহা হইলে অবিশেষ (অভেদ) কল্পনা
করিতে হয়। কিন্তু অবিশেষ (অভেদ) পক্ষে, হয় সংসারী আত্মার ঈশ্বররূপতা,
না হয়, ঈশ্বরের সংসারিত্ব ঘটনা হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম করে (পক্ষে)
সংসারী আত্মার উৎকৃষ্টতা সিদ্ধ হয় বটে ; কিন্তু ঈশ্বরের সংসারিত্বপক্ষ স্বীকার

* জীবেশ্বরয়োঃপ্রিতোবিশেষণবিশেষ্যভাবো ব্যতিহারঃ। স চোপাসনার্থমবোধদীয়তে,
ইতরবর্ণিত দৃষ্টান্তঃ। যথেষ্টে গুণাঃ সর্বাস্তবাদয়ঃ ধ্যানায় কথিতান্তথা। হি যতঃ। বিশিংশস্তি
উভয়োক্তারণেন রূপেণোপদিশস্তি বেদপাঠকা ইতি সূত্রাকার্ষঃ।—

“যে আমি, সে-ই ইনি” “তুমিই আমি, অথবা আমিই তুমি” ইত্যাদি ব্যতিহার ধ্যানার্থ
উপদিষ্ট। অস্ত্র শ্রুতিতে ধ্যানের নিমিত্ত বা উপাসনার্থ যেমন সর্বাস্তবাদি ধর্ম উচ্চারিত,
তেমনি, এখানেও ধ্যানার্থ বা উপাসনার্থ ব্যতিহার উপদিষ্ট। বেদাচার্য্যগণ অগ্ন্যত্রয়ও ঐরূপ-
বিশেষ পাঠ করিয়াছেন।

মেব মতেঃ । ব্যতিহারান্নায়ন্তাবদেকত্বদৃঢ়ীকরণার্থঃ । ইত্যেবং
প্রাপ্তে প্রত্যাহ—ব্যতিহার ইতি ।

অয়মাধ্যানায়ান্নায়তে । ইতরবৎ । যথেষতরে গুণাঃ সৰ্ব্বাত্ম-
প্রভৃতয় আধ্যানায়ান্নায়ন্তে, তদ্বৎ । তথা হি বিশিষ্টমন্তি সমান্নাতার
উভয়োচ্চারণেন “ত্বমহমস্ম্যহঞ্চ ত্বমসি” ইতি । তচ্চোভয়রূপায়াং
মতৌ কর্তব্যায়ামর্থবদ্ব্যবতি, অন্যথা হীদং বিশেষেণোভয়া-
ন্নানমনর্থকং স্ম্যৎ, একেনৈব কৃতত্বাৎ । ননৃত্যন্নানস্ম্যার্থ-
বিশেষে পরিকল্প্যামানে দেবতায়াঃ সংসার্যাত্মত্বাপত্তেনিকর্ষঃ
প্রসজ্যেতেত্যুক্তম্ । নৈষ দোষঃ । ঐকাত্ম্যস্টোবানেন
প্রকারেণানুচিন্ত্যমানত্বাৎ । নশ্বেবং সতি স এবৈকত্বদৃঢ়ীকার
আপদ্যেত । ন বয়মেকত্বদৃঢ়ীকারং বারয়ামঃ, কিং তর্হি,
ব্যতিহারেণৈব দ্বিরূপা মতিঃ কর্তব্য। বচনপ্রামাণ্যাৎ,

তস্মাদভ্যুপায়মভ্যুপায়াদানায়োপদিষ্টতে । নশ্বেবমুক্তত্বাৎ নিকৃষ্টত্বপ্রসঙ্গ ইতুক্তং,
তৎ কিম্বিদানীং সপ্তমে ব্রহ্মণ্যপান্ত্রমানেহস্ত বস্ততো নিগুণস্ত নিকৃষ্টতা ভবতি ।
কশ্চৈচিং ফলায় তথা ধানমাত্রং বিধীয়তে, ন ত্বস্ত নিকৃষ্টতামাপাদয়তীতি
চেৎ, ইহাপি ব্যতিহারানুচিন্তনমাত্রমুপদিষ্টতে ফলায়, ন তু নিকৃষ্টতা ভবত্বাৎ-
করিতে গেলে তাহাকে নিকৃষ্ট করা হয় । অতএব, উক্ত বাক্যজনিত জ্ঞানের
বৈরূপ্য স্বীকার না করিয়া একরূপতা স্বীকার করাই শ্রাব্য, এবং সেই ঐকরূপ্য
দৃঢ় করিবার জন্যই ঐ ব্যতিহারশ্রুতি বিভ্রম্যান । এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে
প্রত্যুত্তর বলা হইতেছে—[অয়মাধ্যানার...কৃতত্বাৎ] ঐ ব্যতিহার ধ্যানের
(উপাসনার) নিমিত্তই অভিহিত । যেমন অত্রাত্ত গুণ বা ধর্ম (সৰ্ব্বাত্মতা
প্রভৃতি) ধ্যানের নিমিত্ত কথিত, তেমনি, ঐ ব্যতিহারও ধ্যানের নিমিত্ত
অভিহিত । শ্রুতি-উচ্চারণকারী অথবা বেদ-পুরুষ উক্ত উভয় উচ্চারণ দ্বারা
ঐরূপে বিশেষিত করিয়া থাকেন । “তুমিই আমি হইয়াছি, আমিই তুমি
হইয়াছি ।” এতদ্রূপ উভয়বোধক জ্ঞান উৎপাদিত হইলেই ঐ ব্যতি-
হার উক্তির সার্থক্য, অন্যথা ঐরূপ বিশেষের (উভয়োচ্চারণের) নৈরর্থক্য ।
কেননা, উহার এক প্রকার উচ্চারণই যথেষ্ট । [ননৃত্য...মানত্বাৎ] বলিয়াছিলে
যে, ঐ ব্যতিহার উচ্চারণের সম্পূর্ণ সার্থক্য রাখিতে গেলে নির্দিষ্ট অর্থের কল্পনা বা
স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে দেবতার সংসারিত্ব, স্তবরাং নিকৃষ্টতা স্বীকার করিতে
হয়, তাহা অবশ্যই দোষ । ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা দোষ নহে ।
অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে তাহাতে দোষ হয় না । কেননা, ঐরূপেই ঐকাত্ম্য-চিন্তা কৃত
হইয়া থাকে । [নশ্বেবং...সংহর্তব্য ইতি] যদি বল, তাহাতে সেই একত্বই দৃঢ়
হইবে । আমরা বলি, তাহাতে ক্ষতি কি ? আমরা একত্ব দৃঢ়ীকার বারণ করি
না । আমরা বলি, বচন প্রমাণ অনুসারে ঐরূপ বিনিময় ভাবনা করিতে

নৈকরূপেত্যেতাবদুপপাদয়ামঃ, ফলতস্বেকত্বমপি দৃঢ়ীভবতি ।
যথা ধ্যানার্থেইপি সত্যকামত্বাদিগুণোপদেশে তদগুণক ঈশ্বরঃ
প্রসিধ্যতি, তদ্বৎ । তস্মাদয়মাধ্যাতব্যো ব্যতিহারঃ সমানে চ
বিষয় উপসংহর্তব্যো ভবতি ॥ ৩ । ৩ । ৩৭ ॥

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩ । ৩ । ৩৮ ॥*

“স যো হৈবমেতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম”

কুট্টস্থ । অস্বাচর্যশিষ্টস্ত তাদাস্বাদ্যাদ্যং ভবনোপেক্ষামহে । সত্যকামাদিগুণো-
পদেশ ইব তদগুণেশ্বরসিদ্ধিরিতি । সিদ্ধমুভয়ত্রোভয়াস্বাধ্যানমিতি ॥৩৭৩৭॥

“তদ্বৈতদেব তদা স সত্যমেব, স যো হৈবমেতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং
ব্রহ্মেতি, জয়তীমান্ লোকান্ জিত ইবসাবসন্ ভবেৎ, য এবমেতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং
বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, সত্যং হেব ব্রহ্ম ।” পূর্বোক্তস্ত হৃদয়াখ্যস্ত ব্রহ্মণঃ সত্যমিত্যা-
পাসনমনেন সন্দর্ভেণ বিধীয়তে । তদিত্তি হৃদয়াখ্যং ব্রহ্মৈকেন তদা পরামৃশতি ।
এতদেবেতি বক্ষ্যমাণং প্রকারান্তরমস্ত পরামৃশতি । তদ্বাদহগ্রে আস বভূব ।
কিং তদিত্যত আহ সত্যমেব । সচ্চ মূর্ত্তং—তচ্চামূর্ত্তঞ্চ সত্যম্ । (ত-কার
লোপঃ) তদুপাসকস্ত ফলমাহ—স যো হৈবমেতমিতি । যঃ প্রথমজং যক্ষং পূজ্যং
বেদ । কথং বেদেত্যত আহ—সত্যং ব্রহ্মেতীতি । স জয়তীমান্ লোকান্ ।
কিঞ্চ, জিতো বশীকৃতঃ, ইয়ুশক ইথং শব্দার্থার্থে বর্ত্ততে । বিজেতব্যত্বেন বুদ্ধিসমি-
হিতং শত্রুং পরামৃশতি—অসাবিতি । অসম্ভবেন্নশ্বেৎ । উক্তমর্থং নিগময়তি য
এবমেতমিতি । এবং বিদ্বান্ কস্মাজ্জয়তীত্যত আহ—সত্যমেব যস্মাদব্রহ্মেতি ।
অতস্তদুপাসনাং কলোৎপাদোহপি সত্য ইত্যর্থঃ । তদ্বত্বং সত্যং, কিমসৌ—
অত্রাপি তৎপদাভ্যাং রূপপ্রকারৌ পরামৃষ্টৌ । কস্মিন্নালম্বনে তদুপাসনীয়মিত্যত
উত্তরম্ “স আদিত্যো য এব” ইত্যাদিনা—তস্তোপনিষদহরহমিতি, হস্তি পাপ্যানং
জহাতি চ, য এবং বেদেত্যন্তেন । উপনিষদহস্তং নাম, তস্ত নির্বচনং—হস্তি
পাপ্যানং জহাতি চেতি । হস্তেজ্জহাতেকী রূপমেতৎ । তথা চ নির্বানং কুর্কন্ ফলং
পাপহানিমাংহেতি । তন্নিমং বিষয়মাহ ভাষ্যকারঃ—“স যো হৈবমেতম্” ইতি ।

হইবেক । বচন ঐ প্রকারের (দ্বৈরূপ্য উত্থাপনপক্ষের) উপদেশ মাত্র করে,
অথচ দ্বৈরূপ্য প্রতিপাদন করে না (জন্মায় না) । তাহারই ফলে একত্ব-
পক্ষ দৃঢ় হয়, তজ্জন্ত পৃথক্ প্রমত্তের অপেক্ষা নাই । ধ্যানের নিমিত্ত সত্য-
কামত্বাদি গুণের উপদেশ, কিন্তু ফলদানকালে ঈশ্বর তদগুণবিশিষ্ট হন ।
এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ধ্যানকালে ব্যতিহার দৃষ্টি করিলেও তাহার
ফলকালে একত্ব দৃষ্টি স্থিরা হইয়া থাকে । অতএব, ঈশ্বর বা উপাস্ত-দেবতা
কথিতপ্রকার ক্রমেই ধ্যাতব্য ॥ ৩ । ৩ । ৩৭ ॥

বাজসনেয়ী-শাখায় “যে উপাসক এই মহৎ পূজনীয় প্রথমজ সত্য-

* সৈব পূর্বোক্তা এব সত্যবিদ্যা পরত্রোপদিষ্টতে । হি বতঃ, সত্যাদয়ো গুণাঃ পূর্বোক্তা
এব পরত্রোপদিষ্টায়াস্তে ।

ইত্যাদিনা বাজসনেয়কে সত্যবিদ্যাং সনামাক্ষরোপাসনাং
বিধায়ানন্তরমাম্নায়তে “তদ্যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো য
এষ এতশ্চিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষঃ”
ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিং হে এতে সত্যবিদ্যে ? কিং
বৈকৈবেতি। হে ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্। ভেদেন হি ফল-
সম্বন্ধো ভবতি। “জয়তীমাল্লোকান্” ইতি পুরস্তাৎ, “হস্তি
পাপুনাং জহাতি চ, য এবং বেদ” ইত্যুপরিষ্ঠাৎ। প্রকৃতাকর্ষণং
তুপাশ্চৈকত্বাৎ—ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। একৈবেয়ং সত্য
বিদ্যেতি। কুতঃ ? “তদ্যৎ তৎ সত্যম্” ইতি প্রকৃতাক-
র্ষণাৎ। ননু বিদ্যাভেদেহপি প্রকৃতাকর্ষণমুপাশ্চৈকত্বা-
দুপপত্ত্বত ইত্যুক্তম্। নৈতদেবম্। যত্র হি বিস্পষ্টাৎ কারণান্তরা-
দ্বিচ্ছাভেদঃ প্রতীয়তে, তত্রৈতদেবং স্ম্যৎ। অত্র ভূত্বয়থাসম্ভবে

“সনামাক্ষরোপাসনা” ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ—তদেতদক্ষরং সত্যমিতি, স

ব্রহ্ম জানে, উপাসনা করে” ইত্যাদি ক্রমে সত্যবিদ্যা নাম্নী উপাসনা বিহিত
হইয়াছে। তাহার অনন্তর অভিহিত হইয়াছে—“সেই যে সত্য, তাহাই এই
আদিত্য এবং সেই সত্যই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ ও দক্ষিণ চক্ষুঃস্থ পুরুষ”
ইত্যাদি। এখানে সংশয় হয়, ঐ দুই বাক্যে দুইটা সত্যবিদ্যা কথিত হইয়াছে ? কি
একই সত্যবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে ? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, দুই সত্যবিদ্যা।
কারণ এই যে, পূর্বাপর বাক্যে দুই বিভিন্ন ফল শ্রুত হইয়াছে। প্রথম বাক্যে
“সে ইহলোক জয় করে” এইরূপ ফলশ্রবণ আছে এবং পর বাক্যে “সে পাপ
পরিত্যাগ করে” এইরূপ ফল কথিত আছে। উপাস্ত্র এক বলিয়া পর বাক্যে
প্রস্তাবিত উপাস্ত্রের আকর্ষণ করা হইয়াছে মাত্র। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত
হইয়া তৎসিদ্ধান্তার্থ সূত্র বলা হইল। সূত্রের অর্থ এই যে, একই সত্যবিদ্যা
(সত্যব্রহ্মোপাসনা)। তৎপ্রতি হেতু—পরবাক্যে প্রস্তাবিত পদার্থের আকর্ষণ।
বিদ্যার বা উপাসনার একত্ব ব্যতীত পর বাক্যে পূর্বোক্ত উপাস্ত্রের আকর্ষণ কেন
হইবে ? [ননু ..নিশ্চয়ঃ] বলিয়াছিল যে, উপাসনা বিভিন্ন হইলেও উপাস্ত্র এক
বলিয়া পূর্বপ্রস্তাবিত সত্যের আকর্ষণ হইয়াছে, তাহাতে দোষ কি ? কি দোষ
হইল ? বস্তুতঃ তাহা নহে। যে স্থলে বিস্পষ্ট কারণান্তর বশতঃ উপাসনা-ভেদ
প্রতীত হয়, স্থিরীকৃত হয়, সেই স্থলে উপাসনাভেদ হইলেও প্রকৃতাকর্ষণ দোষাবহ
হয় না। কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে সেরূপ বিদ্যাভেদ-বোধক কারণানন্তর নাই।

বাজসনেয়-ব্রাহ্মণে যে সত্যবিদ্যা কথিত হইয়াছে, সেই সত্যবিদ্যাই তদ্ব্রাহ্মণের অপর সম্ভবে
অভিহিত হইয়াছে। কলিতার্থ—একই সত্যবিদ্যা (সত্য ব্রহ্মোপাসনা) সম্ভবতঃ দ্বারা উপদিষ্ট
হইয়াছে।

“তদ্যৎ তৎ সত্যম্” ইতি প্রকৃতাকর্ষণাৎ পূর্ববিদ্যাসম্বন্ধমেব সত্যমুত্তরত্রাক্ষ্যত ইত্যেকবিদ্যাভ্বনিশ্চয়ঃ। যৎ পুনরুক্তং ফলান্তরশ্রবণাৎ বিদ্যান্তরমিতি। অত্রোচ্যতে “তস্তোপনিষদ-হরহম্” ইতি চান্তরোপদেশস্ত স্তাবকত্বমিদং ফলান্তরশ্রবণ-মিত্যদোষঃ। অপি চার্থবাদাদেব ফলে কল্পয়িতব্যে সতি বিদ্যৈকত্বে চাবয়বেষু শ্রয়মাণানি বহুত্বপি ফলান্চবয়বিদ্যা-মেব বিদ্যায়ামুপসংর্তব্যানি ভবন্তি। তস্মাৎ সৈবেয়মেকা

ইত্যেকমক্ষরং, তীত্যেকমক্ষরং, যমিত্যেকমক্ষরম্। প্রথমোক্তমে অক্ষরে সত্যম্, মধ্যাতোহনুতম্। তদেতদনুতং সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূতমেব ভবতি। নৈবং বিদ্যাংসমনুতং হিনন্তীতি। তীতীকারানুবন্ধ উচ্চারণাৎ। নিরনুবন্ধস্তকারো দ্রষ্টব্যঃ। অত্র হি প্রথমোক্তমে অক্ষরে সত্যং যুত্ব্যরূপাভাবাৎ। মধ্যাতো মধ্য-হনুতমনুতং হি যুত্ব্যঃ। যুত্ব্যানুতয়োস্তকারসাম্যাৎ। তদেতদনুতং যুত্ব্যরূপ-মুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতম্, অন্তর্ভাবিতং সত্যরূপাভ্যাম্। অতোহকিঞ্চিৎ-করণং তৎ, সত্যভূতমেব সত্যবাহুল্যমেব ভবতি। শেষমতিরোহিতার্থম্। সেযং সত্যবিদ্যায়াঃ সনামাক্ষরোপাসনতা। যত্বপি তদ্যৎ সত্যমিতি প্রকৃতামুক-র্ষণাভেদঃ প্রতীয়তে, তথাপি ফলভেদেন ভেদঃ সাধ্যভেদেনেব নিত্য-কাম্যবিষয়য়োঃ—দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞেত। যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজ্ঞেতেতি শাস্ত্রয়োঃ সত্যপ্যনুবন্ধাভেদেভেদ ইতি প্রাপ্তে প্রত্যাচ্যতে। একৈবেয়ং বিদ্যা, তৎ সত্যমিতি প্রকৃতপরামর্শদেভেদেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ন চ ফলভেদঃ। তস্তোপনিষদহরহমিতি। তন্ত্বেবৎফলান্তরং রহস্তনাম্নোপাসনং, তৎপ্রণংসার্থোহর্থবাদোহয়ং ন ফলবিধিঃ। যদি পুনর্কিঞ্চাবিধাবধিকারশ্রবণা-ভাবাৎ তৎকল্পনায়ামর্থবাদিকং ফলং কল্যেত, ততো জ্ঞাতেষ্টাবিবাগৃহমাণ-

প্রস্তাবিত স্থলে উভয় প্রকার সম্ভব বলিয়া “তৎ যৎ সত্যং” এবম্প্রকারে প্রকৃ-তের আকর্ষণ করায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ববিদ্যাসম্বন্ধ সত্যই উভয়ই অর্থাৎ পর বাক্যে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতেই বিদ্যার ঐক্য স্থিরীকৃত হইতেছে। [যৎপুন...হর্ন্তব্য ভবন্তি] বলিয়াছিলে যে, ফলভেদ শ্রুত আছে, সেই কারণে বিদ্যার (উপাসনার) ভেদ স্বীকৃত হয়, এক্ষণে সে কথার প্রতিবাদ বলিতেছি। “তাহার উপনিষদ অর্থাৎ রহস্ত নাম অহঃ ও অহঃ” এই যে, অজ্ঞানত্বের উপদেশ, ঐ ফলান্তর শ্রবণ সেই উপদেশের স্তাবক। অর্থাৎ যখন অজ্ঞবিশেষের প্রসংশার্থ ঐ ফলভেদ কথিত হইয়াছে, তখন কি জ্ঞান উক্ত দোষ হইবে? অজ্ঞ কথ্য এই যে, যেস্থলে অর্থবাদ অগ্রসারে ফলকল্পনা করিতে হয়, যে স্থলে বিদ্যার (জ্ঞানের বা উপাসনার) একই থাকে, সে স্থলে অজ্ঞকর্মে বহু ফল শ্রুত থাকিলেও সে সকল ফল অজ্ঞীতে অর্থাৎ প্রধান উপাসনার উপসংহার (সমাবেশ) করিতে হয়। সেই জ্ঞান, সেই একই সত্যবিদ্যা সেই সেই বিশেষণে অধিত হইয়া আয়াত (শ্রুতি-

সত্যবিদ্যা, তেন তেন বিশেষেণোপেতান্নায়ত ইত্যতঃ সৰ্ব্ব-
এব সত্যাদয়ো গুণা একস্মিন্ প্রয়োগে উপসংহৰ্তব্য ভবতি ।

কেচিৎ পুনরস্মিন্ সূত্রে—ইদং বাজসনেয়কমক্ষাদিত্যপুরুষ-
বিষয়ং বাক্যম্, ছান্দোগ্যে চ “অথ য এষোহস্তরাদিত্যে হির-
ণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতেহথ য এষোহস্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে”
ইত্যুদাহৃত্য সৈবেয়মক্ষাদিত্যপুরুষবিষয়া বিদ্যোভয়ত্ৰৈকেতি
কৃত্বা সত্যাদিগুণান্ বাজসনেয়িভ্যশ্ছান্দোগানামুপসংহার্য্যান্ম-
ন্যন্তে, তন্ন সাধু লক্ষ্যতে । ছান্দোগ্যে হি কৰ্ম্মসম্বন্ধিনী-
মুদগীথব্যপাশ্রয়া বিদ্যা বিজ্ঞায়তে । তত্র হাদিমধ্যাবসানেষু
কৰ্ম্মসম্বন্ধিচিহ্নানি ভবন্তি “ইয়মেবগমিঃ সাম” ইত্যুপক্রমে,

বিশেষতয়া সহস্রভাদিকারকরনা । ততশ্চ সমস্তার্থবাদিকফলযুক্তনৈকমেবোপা-
সনমিতি সিদ্ধম্ ।

পরকীয়ং ব্যাখ্যানমুপত্তত্বতি—“কেচিৎ পুনঃ” ইতি । বাজসনেয়কম-
প্যক্ষাদিত্যবিষয়ং ছান্দোগ্যমপীতু্যপাত্তাভেদাদভেদঃ । ততশ্চ বাজ-
সনেয়োক্তানাং সত্যাদীনামুপসংহার ইত্যত্রার্থে “সৈব হি সত্যাদয়ঃ” ইতি
স্বত্রং ব্যাখ্যাতং । তদেতদ্দৃশ্যতি—“তন্ন সাধু” ইতি । জ্যোতিষ্টোমকৰ্ম্মসম্বন্ধি-

কৰ্ত্ত্বক কথিত) হইয়াছে এবং সেই কারণেই সত্যাদি সমুদায় গুণ এক প্রয়োগেই
সংযোজিত করিতে হয় ।

[কেচিৎ...লক্ষ্যতে] কেহ কেহ এই সূত্রের ব্যাখ্যাশ্রমে বলিয়াছেন—
বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে যে, অক্ষিপুরুষের উপাসনাবোধক বাক্য আছে, সেই বাক্যই
এই সূত্রের বিষয়, অর্থাৎ তাহাই এতৎসূত্রে বিচারিত হইয়াছে । ছান্দোগ্যেও
“যিনি ঐ আদিত্যের অন্তরে হিরণ্ময় পুরুষ—যিনি এই নেত্রে নেত্রাধিষ্ঠিত পুরুষ”
এইরূপ আছে । তাহা দেখিয়া তাঁহারা বলেন, একই অক্ষাদিত্যপুরুষ-
বিজ্ঞা (চক্ষুঃ প্রতীকে ও আদিত্যপ্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা) উক্ত উভয় স্থলে
(ছান্দোগ্যে ও আরণ্যকে) অভিহিত হইয়াছে : সূত্রের ছান্দোগের বাজসনেয়ী-
শাখা হইতে তদ্বক্তৃ গুণ সকল সঙ্কলন করিবেন । বাদিগণের এই ব্যাখ্যা
সাধু নহে । [ছান্দোগ্যে...যুক্তেতি] কেননা, ছান্দোগ্যোক্ত বিজ্ঞা উদগীথ
ঘটিত এবং তাহা কৰ্ম্মসম্পর্কীয় । সে স্থলে প্রোক্ত সন্দর্ভের আদিতে,
মধ্যে ও অন্তে কৰ্ম্মবোধক চিহ্নও আছে । আদিতে যথা—“ইহাই ঋক্,
মধ্যে ও অন্তে কৰ্ম্মবোধক চিহ্নও আছে । আদিতে যথা—“ইহাই ঋক্,
মধ্যে ও সাম ।” মধ্যে যথা—“ঋক্ ও সাম তাহার গেষ (পর্ব বা গ্রহি), সেই
জন্ত তাহা উদগীথ ।” অন্তে যথা—“যে এইরূপ জানিয়া—জ্ঞাত হইয়া, সামগান

“তস্তা ঋক্ চ সাম চ গেষো তস্মাৎ উদনীথঃ” ইতি মধ্যে, “য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি” ইতু্যপসংহারে। নৈবং বাজসনে-
য়কে কিঞ্চিং কৰ্ম্মসম্বন্ধি চিহ্নমস্তি। তত্র প্রক্রমভেদাৎ বিদ্যা-
ভেদে সতি গুণব্যবস্থৈব যুক্তেতি ॥ ৩। ৩। ৩৮ ॥

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥৩।৩।৩৯॥*

“অথ যদিদমগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরো-
হগ্নিম্নস্তরাকাশঃ” ইতি প্রস্তুত্যা ছন্দোগা অধীয়তে “এষ আত্মা-
হপহতপাপা বিজরো বিমুতুর্বির্শোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইত্যাদি। তথা বাজসনেয়িনঃ “স বা

নীয়মদগীথব্যাপ্রশয়েত্যমুব্রাহ্মভেদেহপি সাধ্যভেদাভেদে ইতি বিদ্যাভেদাদহুপসংহার
ইতি ॥ ৩। ৩। ৩৮ ॥

ছান্দোগ্য-বাজসনেয়বিভ্যয়োর্থত্বপি সগুণনিগুণহেতুভেদঃ। তথাহি—ছান্দোগ্যে
অথ য ইহাআনমহুবিগ্ন ব্রহ্মন্ত্যোতাংশ্চ সত্যান্ কামানিত্যাশ্ববৎ কামানামপি বেত্ত্বয়ং
ক্রয়তে। বাজসনেয়ে তু নিগুণমেব পরং ব্রহ্মোপদিশতে—বিমোক্ষায় ক্রহীতি।

করে।” ইত্যাদি। কিন্তু বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে ঐরূপ কোন কৰ্ম্মসম্পর্কীয় চিহ্ন
দেখা যায় না। সেখানকার প্রক্রম ভিন্ন প্রকার। অতএব যে স্থলে বিদ্যাভেদ—
সেস্থলে গুণমুখ্য ব্যবস্থাই গ্রহীতব্য। অর্থাৎ যেস্থলে অঙ্গের ও প্রধানের বিরোধ,
সেস্থলে প্রধানের আশ্রয়েই অঙ্গের প্রবেশ, এষ্ট জৈমিন্যুক্ত ন্যায় গ্রহীতব্য।
কেননা, প্রধানই বলবৎ ॥ ৩। ৩। ৩৮ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষৎ “ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে) এই যে দহর-পরিমাণ (দহর = অন্ন)
পদ্ম ও দহর-পরিমাণ গৃহ (পদ্মাকার স্থান), তাহাতে যে অন্তরাকাশ—” এইরূপ
বলিয়া বলিয়াছেন—“তাহাই আত্মা নিম্পাপ অঙ্গর অমৃত্যু বিশোক ক্লংপিপাসাদি-
বর্জিত সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প” ইত্যাদি। বাজসনেয় শাখাধারীরাও “সেই এই
মহান্ ও জন্মাদিরহিত আত্মা—যিনি এই প্রাণের (ইন্দ্রিয়গণের) মধ্যে বিজ্ঞান-
ময়।” ইনিই হৃদয়ান্তর্কর্ত্তী আকাশ—তাহাতে শয়ান। ইনিই সর্কনিয়ন্তা।”

* একত্রোক্তাঃ সত্যকামাদিধর্ম্মা ইতরত্রাপি নীকন্তে। অত্র হেতুরায়তনাদীনঃ সামান্তঃ
(সমানতা)। আয়তনঃ হৃদয়াদি। বেদ্য ইশ্বরঃ। তস্ত চ লোকাসত্ত্বেরয়োজনঃ সেতুত্বঃ।
এতৎ সর্কং চান্দোগ্যবৃহদারণ্যকঃসাম্প্রদায়িকেন পঠিতমতত্রাবেহ বিদ্যাক্যামিতি শ্রুত্বপদসমুদায়ার্থঃ।

ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে সগুণ নিগুণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। তাহাতে সত্যকামহাদি
ও সর্কবিশিষ্টাদি ধর্ম্ম উক্ত আছে। সেই সকল ধর্ম্ম বা গুণ উভয়ত্রই উপসংহার্য। অর্থাৎ
বৃহদারণ্যকোক্ত গুণ ছান্দোগ্যে ও ছান্দোগ্যোক্ত গুণ বৃহদারণ্যকে নীত বা সংযোজিত হইবেক।
কলিতার্থ—উক্ত উভয় ব্রাহ্মণে একই বিদ্যা অভিহিত হইয়াছে। (ভাষ্যস্বাধ দেখ)।

এষ মহানজ্ঞ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এবোহস্ত-
হৃদয় আকাশস্তস্মিংশ্ছেতে সর্বশ্চ বশী” ইত্যাদি । তত্র বিদ্বৈ-
কত্বং পরস্পরগুণোপযোগশ্চ কিং বা নেতি সংশয়ে বিদ্বৈক-
ত্বমিতি প্রাপ্তম্ ।

তত্রৈদমুচ্যতে কামাদীতি । সত্যকামাদীত্যর্থঃ, যথা
দেবদত্তো দত্তঃ সত্যভামা ভামেতি । যদেতচ্ছান্দোগ্যে হৃদয়াকা-
শস্ত সত্যকামত্বাদিগুণজাতমুপলভ্যতে, তদিতরত্র “স বা এষ
মহানজ্ঞ আত্মা” ইত্যত্র সম্বধ্যত । যচ্চ বাজসনেয়কে বশিত্বা-
দ্যুপলভ্যতে, তদপীতরত্র ছান্দোগ্যে “এষ আত্মাহপহতপাপ্যা”
ইত্যত্র সম্বধ্যত । কুতঃ ? আয়তনাদিসামান্যতঃ । সমানং
ভ্যভয়ত্রাপি হৃদয়মায়তনং, সমানশ্চ বেদ্য ঈশ্বরঃ, সমানঞ্চ
তস্ত সেতুত্বং লোকাসম্ভেদপ্রয়োজনমিত্যেবমাদি বহুতরং সামান্যং

তথাপি তয়োঃ পরস্পরগুণোপসংহারঃ । নিগুণায়াং তাবদ্বিত্বায়াং ব্রহ্মস্বত্বার্থমেব
সম্ভববিদ্যাসম্বন্ধিগুণোপসংহারঃ সম্ভবী । সগুণায়াঞ্চ যদুপাধ্যানায় ন বশিত্বাদি-
গুণোপসংহারসম্ভবঃ । ন হি নিগুণায়াং বিদ্যাসামান্যতাব্যাহেইনেতে চোদিতাঃ,
যেনাত্রাধ্যায়ত্বেন সম্বধোরন, অপি তু সত্যকামাদিগুণনাস্তরীয়কত্বেনেতেবাং প্রাপ্তি-

এইরূপ বলেন বা পাঠ করেন । এই দুই ক্ষতিতেও বিচার একত্ব ও পরস্পর
গুণসমাবেশ হইবে কি-না, তাহা সংশয়িত । সংশয়ের পর পূর্বপক্ষে বিচার একত্বই
প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

তাহাতেই বলা হইল—কামাদীতরত্র । [সত্য...সামান্যতঃ] কামাদি অর্থাৎ
সত্যকামত্বাদি । লোকে যেমন দেবদত্তকে দত্ত বলিয়া ডাকে, সত্যভামাকে ভামা
বলে, তেমনি, সূত্রকার সত্যশব্দের বিলোপে কামাদি বলিয়াছেন । সূত্রের অর্থ
এই যে, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ যে, হৃদয়াকারের সত্যকামত্বাদি গুণ বলিয়াছেন, সে
সকল গুণ ইতরত্র অর্থাৎ বাজসনেয় ব্রাহ্মণস্থ “সেই এই মহান্ ও জন্মাদিরহিত
আত্মা” এতৎ স্থলেও সংগৃহীত হইবেক । আবার বাজসনেয় ব্রাহ্মণে যে, সর্ব-
বশিত্বাদি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহাও ছান্দোগ্যোক্ত “সেই আত্মা নিশাপ”
ইত্যাদি বাক্যে সম্বন্ধ হইবেক । কারণ এই যে, উভয়ত্র আয়তনের (হৃদয়াদি
উপাসনা স্থানের) ও উপাস্তদেবতার সমানতা আছে । [সমানং...পিতৃত্বাং]
হৃদয়রূপ আয়তন অর্থাৎ ধ্যানের আশ্রয়স্থান, যোগ্য ঈশ্বর, তাঁহার লোক-সাক্ষ্য-
নিবারক (মৰ্যাদা-সংস্থাপক) সেতুভাব, এ সমস্তই উভয় শাখায় সমান । যদি
বল, ছান্দোগ্যের সহিত বাজসনেয়ীর বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ আছে, কেননা,

দৃশ্যতে। ননু বিশেষোহপি দৃশ্যতে—ছান্দোগ্যে হৃদয়াকাশস্ত
 গুণযোগঃ, বাজসনেয়কে আকাশস্থস্ত ব্রহ্মণ ইতি। ন। “দহর
 উত্তরেভ্যঃ” [বে० সূ० ১।৩।১৪] ইত্যত্র ছান্দোগ্যেহপ্যাকাশ-
 শব্দং ব্রহ্মৈবেতি প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। অয়ন্তত্র বিদ্যতে বিশেষঃ।
 সগুণা হি ব্রহ্মবিদ্যা ছান্দোগ্যে উপদিশ্যতে “অথ য ইহাত্মানমনু-
 বিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্” ইত্যাত্মবৎ কামানামপি
 বেদত্বশ্রবণাৎ। বাজসনেয়কে তু নিগুণমেব পরং ব্রহ্মোপ-
 দিশ্যমানং দৃশ্যতে “অত উদ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহি। অসঙ্কো
 ছয়ং পুরুষঃ” ইত্যাদিপ্রশ্নপ্রতিবচনসমম্বয়াৎ। বশিত্বাদি তু
 তত্তৎস্বত্বার্থমেব গুণজাতং বাজসনেয়কে সঙ্কীৰ্ত্যতে। তথা
 চোপরিষ্ঠাৎ “স এষ নেতি নেত্যায়া” ইত্যাদিনা নিগুণমেব

রিত্যুপসংহার উচ্যতে। এবং ব্যবস্থিত এষ সংক্ষেপোহধিকরণার্থস্ত সাম্যবাহল্যেহ-
 প্যেকত্রাকাশাধারত্বাপরত্ব চাকাশতাদাত্ম্যত্ব শ্রবণান্তেদে বিদ্যয়োন পরস্পর-
 গুণোপসংহার ইতি পূর্বগমকঃ।

ব্রাহ্মস্ব স্বর্কসাম্যমেবোভয়ত্রাপ্যাত্মোপদেশাদাকাশশব্দেনৈকত্রাত্মোক্তোহস্তত্র
 চ দহরাকাশাধারঃ স এবোক্ত ইতি স্বর্কসাম্যাদ্ ব্রহ্মণ্যভয়ত্রাণি স্বর্কগুণোপসংহারঃ।

ছান্দোগ্যে আছে, ঐ সকল গুণ হৃদয়াকাশের, কিন্তু বাজসনেয় শাখায় আছে, ঐ
 সকল ধর্ম আকাশস্থ ব্রহ্মের। এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহা নহে। কেননা,
 ছান্দোগ্যে যে আকাশ-শব্দ কথিত হইয়াছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থেই
 সেই আকাশ-শব্দের প্রয়োগ। এ সিদ্ধান্ত আমরা “দহর উত্তরেভ্যঃ” সূত্রে স্থাপনা
 করিয়াছি। [অয়ন্তত্র...দ্রষ্টব্যম্] সে বিচারের সহিত এ বিচারের প্রভেদ এই
 যে, ছান্দোগ্যোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা সগুণ। যথা—“যে উপাসক এতৎ শরীরে আত্মা ও
 এই সকল সত্যকামনা বিদিত হয়, হইয়া পরলোকগামী হয়” ইত্যাদি। এ উপ-
 দেশে আত্মার স্থায় কামনাসমূহেরও বেদ্যত্ব শুনা যাইতেছে। কিন্তু বাজসনেয়ী-
 শাখায় নিগুণ পরব্রহ্মের উপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা—“অতঃপর বাহা
 বিমোক্ষের জন্ত—মোক্ষের হেতু, তাহাই বলুন।” “এই পুরুষ অসঙ্গ অর্থাৎ
 উদাসীন।” এ সকল প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর নিগুণ বিদ্যাতেই সঙ্গত হয়। বাজ-
 সনেয়োক্ত সন্দর্ভে যে বশিত্বাদি গুণের উল্লেখ আছে, তাহা তাদৃশী ব্রহ্মবিদ্যার
 প্রশংসার্থ। অতএব, ক্রতি প্রস্তাবশেষে “সেই এই আত্মা নেতি নেতি অর্থাৎ
 এই, সেই ও অমুক, এতদ্বিজ্ঞানের অতীত।” এইরূপ বাক্যে প্রস্তাবের উপ-
 সংহার করিয়াছেন। এতৎসূত্রে যে গুণোপসংহার-প্রণালী বলা হইল, তাহা

ব্রহ্মোপসংহরতি। গুণবতস্ত ব্রহ্মণ একত্বাদ্বিত্বভূতিপ্রদর্শনায়ামং
গুণোপসংহারঃ সূত্রিতো নোপাসনায়েতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৩৩৩৯॥

আদরাদলোপঃ ॥ ৩। ৩। ৪০ ॥ *

ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাং প্রকৃত্য শ্রুয়তে “তদ্ যদ্বক্তং
প্রথমমাগচ্ছেত্ত্বকৌমীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াং, তাং
জুহুয়াং প্রাণায় স্বাহেতি”। তত্র পঞ্চ প্রাণাহুতয়ো বিহিতাঃ।
তাস্থ চ পরস্তাদগ্নিহোত্রশব্দঃ প্রযুক্তঃ “য এতদেবং বিদ্বানগ্নি-
হোত্রং জুহোতি” ইতি—

“যথেষ্ট ক্ষুধিতা বালা মাতরং পয়ু্যুপাসতে।

এবং সর্ববাণি ভূতান্গ্নিহোত্রমুপাসতে ॥” ইতি চ।

সগুণনির্গুণত্বেন তু বিদ্যাভেদেহপি গুণোপসংহারব্যবহা দর্শিতা। তস্মাৎ সর্ব-
মবদাতম্ ॥ ৩। ৩। ৩৯ ॥

অন্তি বৈশ্বানরবিদ্যায়াং তদুপাসকস্তাতিথিত্যঃ পূর্বভোজনম্। তেন যজ্ঞ-
পীয়মুপাসনাগোচরা ন চিন্তা সাক্ষাৎ, তথাপি তৎসম্বন্ধপ্রথমভোজনসম্বন্ধাদন্তি
সম্বতিঃ। বিচারগোচরং দর্শয়তি—“ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাং প্রকৃত্যেতি”।
বিচারপ্রয়োজকং সন্দেহমাহ “কিং ভোজনলোপে” ইতি। অত্র পূর্বপক্ষাভাবেন
উপাসনা প্রয়োজনে নহে। সগুণ ব্রহ্ম এক অথচ বিভূতিশালী, ইহা দেখাইবার
জগুই এই গুণোপসংহার সূত্রিত হইয়াছে ॥ ৩। ৩। ৩৯ ॥

ছান্দোগ্যে বৈশ্বানর উপাসনা-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—“সেই যে
প্রথম ভক্ষ্য—যাহা আহারার্থ প্রথম উপস্থিত হয়, তাহা হোমীয়। উপাসক
যে, সেই প্রথমাহুতি হোম করিবেন, তাহা “প্রাণায় স্বাহা” এই বলিয়া
করিবেন।” এইরূপে সেন্থানে প্রাণাহুতির বিধান ও তৎপরে তাহাতে
অগ্নিহোত্র-শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। যথা—“যে এইরূপ জ্ঞানে অগ্নি-
হোত্র হোম করে” ইত্যাদি। (বৈশ্বানরবিদ্যাশ্রুতীলীদিগের প্রাণাহুতিই অগ্নি-
হোত্র। অর্থাৎ তাঁহারা যে “প্রাণায় স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে উদরে পরিমিত অন্ন
প্রক্ষেপ করেন, তাহা তাঁহাদের অগ্নিহোত্রহোমসদৃশ ফলদায়ক হয়) ভোজনকালে
বিহিত প্রাণালী অবলম্বনপূর্বক পরিমিত ভক্ষ্য ভক্ষণ করাকে শাস্ত্রান্তরেও অগ্নি-
হোত্র বলিতে দেখা যায়। যথা—“যেমন ইহলোকে ক্ষুধাতুর বালকেরা মাতার
উপাসনা করে, সেইরূপ, সমুদায় ভূত (প্রাণী) অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে।”
এখানেও উদরে ভক্ষ্য প্রক্ষেপ করাকে অগ্নিহোত্র শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে।

* আদরাদ লুতিনির্কাহাৎ অলোপঃ প্রাণায়গ্নিহোত্রস্তেতি শেষঃ।

যেহেতু ঋতিতে আদর বা লুতিনির্কাহক বাক্য দেখা যায়, সেই হেতু বিভ্রের ভোজন লুপ্ত
হইলেও বৈশ্বানরোপাসকের প্রাণায়গ্নিহোত্র লুপ্ত হয় না। (ইহা পূর্বপক্ষ সূত্র। ভাব্যানুবাদ দেখ)।

তত্রৈদং বিচার্যতে—কিং ভোজনলোপে লোপঃ প্রাণাগ্নি-
হোত্রস্য ? উতালোপঃ ? ইতি । ‘তদ্যন্তুক্তং’ ইতি ভক্তাগমন-
সংযোগাৎ । ভক্তাগমনস্য চ ভোজনার্থত্বাৎ ভোজনলোপে
লোপঃ প্রাণাগ্নিহোত্রশ্চেতি ।

এবং প্রাপ্তে, ন লুপ্যেতেতি তাবদাহ । কস্মাৎ ? আদরাৎ ।
তথা হি বৈশ্বানরবিদ্যায়ামেব জাবালানাং শ্রুতিঃ “পূর্বোহতিথি-
ভ্যোহন্নীয়াৎ । যথা বৈ স্বয়মহুত্বাহ্নিহোত্রং পরস্য জুহুয়াদেবং
তৎ” ইত্যতিথিভোজনস্য প্রাথম্যং নিন্দিত্বা স্বামিভোজনং প্রথমং
প্রাপয়ন্তী প্রাণাগ্নিহোত্রে আদরং করোতি । যা হি ন প্রাথম্য-
সংশয়মাক্ষিপতি—“তদ্যন্তুক্তং” ইতি । “ভক্তাগমনসংযোগাৎ” ইতি । উক্তং শব্দেতৎ
প্রথম এব তস্ত্রে পদকর্ম্মাপ্রয়োজকং নয়নস্য পরার্থবাদিত্যেনে । যথা সোমকর্ম্মার্থা
নীষ্মানৈকহায়নী সপ্তমপদপাংশুগ্রহণমপ্রয়োজকং, ন পুনরেকহায়ন্তা নয়নং
প্রয়োজয়তি, তৎ কন্তু হেতোঃ ? সোমকর্ম্মেণ তন্নয়নস্য প্রযুক্তত্বাৎ তদুপজীবিত্বাৎ
সপ্তমপদপাংশুগ্রহণশ্চেতি—তথেষাপি ভোজনার্থভক্তাগমনসংযোগাৎ প্রাণাহুত্রে-
ভোজনাত্তাবে ভক্তং প্রত্যপ্রয়োজকত্বমিতি নাস্তি পূর্বপক্ষ ইত্যপূর্বপক্ষমিদমধি-
করণমিত্যর্থঃ ।

পূর্বপক্ষমাক্ষিপ্য সমাধস্তে—“এবং প্রাপ্তে, ন লুপ্যেতেতি তাবদাহ” ।
তাবচ্ছবঃ সিদ্ধান্তশঙ্কানিরাকরণার্থঃ । পৃচ্ছতি—কস্মাৎ । উত্তরম্ আদরাৎ ।
তদেব ফারয়তি—“তথা হি” ইতি । জাবালা হি শ্রাবয়ন্তি পূর্বোহতিথিভ্যোহ-
ন্নীয়াদিতি । অন্নীয়াদিতি চ প্রাণাগ্নিহোত্রপ্রধানং বচঃ ।

“যথা হি ক্ষুধিতা বালা মাতরং পশু্যাসতে ।

এবং সর্বাণি ভূতাত্ত্বিহোত্রমুপাসতে ॥”

[তত্রৈদং...মততে] এখানে ভক্ষ্য উপস্থিত হওয়া ও অগ্নিহোত্রশব্দ, এই দ্বিবিধ
প্রয়োগ দৃষ্টে সংশয় হয়, বৈশ্বানর-উপাসকদিগের উপবাস দিবসে ঐ প্রাণাগ্নিহোত্র
লোপ প্রাপ্ত হয় কি-না । পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, লোপ হয় । কারণ, “যে ভক্ত
বা গ্রাস প্রথম আইসে অর্থাৎ গৃহীত হয়” এই কথাতে প্রথম ভক্ষ্য অগ্নের গ্রহণ
সূচিত হইয়াছে, এবং তাহা ভোজনের উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয় ; সুতরাং ভোজন
লোপ হইলে ভক্ষ্যারহোমরূপ অগ্নিহোত্রেরও লোপ হইবেক ।

এই পূর্বপক্ষের পরিশোধনার্থ সূত্র বলা হইল—“আদরাদলোপঃ” । ভোজনলোপ
হইলেও প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ হয় না । তৎপ্রতি হেতু—আদর । বৈশ্বানর-
উপাসকদিগের প্রতি জাবালশাখাধ্যায়ীদিগের একটা বাক্য আছে, তাহা এই—
“অতিথিভোজনের পূর্বকালবিশিষ্ট হইয়াও ভোজন করিবেক ।” এই শ্রুতি
অতিথিভোজনের প্রাথম্য নিন্দা করতঃ উপাসকের প্রথম ভোজন করাই কর্তব্য

লোপং সহতে, ন তরাং সা প্রাথম্যবতোহগ্নিহোত্রস্ত লোপং
সহতেতি মন্ততে।

নমু ভোজনার্থভক্তাগমনসংযোগাৎ ভোজনলোপে লোপঃ
প্রাপিতঃ। ন। তস্ত দ্রব্যবিশেষবিধানার্থত্বাৎ। প্রাকৃতোহগ্নি-
হোত্রে পয়ঃপ্রভৃतीনাং দ্রব্য্যাণাং নিয়তত্বাদিহাপ্যগ্নিহোত্র-
শকাৎ কোণপায়িনাময়নবৎ তদ্ব্যর্থপ্রাপ্তৌ সত্যাং ভক্তদ্রব্যৈকতা-

ইতি বচনাদগ্নিহোত্রশ্রুতিধীনং ভূতানি প্রত্যুপজীব্যায়েন শ্রবণান্তদেকবাক্যতয়েহপি
পূর্বোহতিথিতোহগ্নীয়াদিতি প্রাণাহতিপ্রধানং লক্ষ্যতে। তদেবং সতি যথা বৈ
অয়মহয়াগ্নিহোত্রং পরন্তু জুহুয়াদিত্যেবং তদিত্যতিথিভোজনন্ত প্রাথম্যং নিন্দিয়া
স্বামিভোজনং স্বামিনঃ প্রাণাগ্নিহোত্রং প্রথমং প্রাপয়ন্তী প্রাণাগ্নিহোত্রাদরং
করোতি। নষাদ্রিয়তামেষা শ্রুতিঃ প্রাণাহতিং, কিন্তু স্বামিভোজনপক্ষ এব
নাভোজনেনপীত্যত আহ—“যা হি ন প্রাথম্যলোপং সহতে ন তরাং সা প্রাথম্য-
বতোহগ্নিহোত্রস্ত লোপং সহতেতি মন্ততে”। ঈদৃশঃ শব্দসমাদরঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্ত
যদতিথিভোজনোত্তরকালবিহিতং স্বামিভোজনং সমন্বাদপক্কাতিথিভোজনন্ত
পূরস্তাষিহিতম্। তদ্বদাগ্নিহোত্রস্ত ধর্মিণঃ প্রাথম্যধর্মলোপমপি ন সহতে শ্রুতিঃ,
তদাস্তাঃ কৈব কথা ধর্মিলোপং সহত ইত্যর্থঃ।

পূর্বপক্ষাক্ষেপমন্তব্যায় বুযয়তি—“নমু ভোজনার্থা” ইতি। যথা হি কোণপায়ি-
নাময়নগতোহগ্নিহোত্রে প্রকরণান্তরাগ্নৈয়মিকাগ্নিহোত্রান্ত্রিগ্নে দ্রব্যদেবতারূপধর্মী-
স্তররহিততয়া তদাকাজ্জৈ সাধ্যসাদৃশ্যেন নৈয়মিকাগ্নিহোত্রসমাননামতয়া তদ্বজ্রাতি-
দেশেন রূপধর্মাস্তরপ্রাপ্তিঃ, এবং প্রাণাগ্নিহোত্রেহপি নৈয়মিকাগ্নিহোত্রগতপয়ঃ-
প্রভৃতিপ্রাপ্তৌ ভোজনাগতভক্তদ্রব্যতা বিধীয়তে। ন চৈতাবতা ভোজনন্ত
প্রয়োজকত্বম্। উক্তমেতদ্ব্যথা ভোজনকালাতিক্রমাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রস্ত ন ভোজন-
প্রযুক্তত্বমিতি। ন চৈকদেশদ্রব্যতয়োত্তরাঙ্কাৎ স্থিষ্টকৃতে সমবদ্যাতীতিবদ-
প্রয়োজকত্বমেকদেশদ্রব্যসাধনস্তাপি প্রয়োজকত্বাৎ। যথা জাঘতা পত্নীঃ সংযাজ-
বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন এবং ইহারই দ্বারা বৈশ্বানর উপাসকদিগের প্রাণাগ্নি-
হোত্রের প্রতি আদরাধিক্য দেখাইয়াছেন। যে শ্রুতি প্রাথম্যলোপ পর্য্যন্তও সহ
করে না, সে শ্রুতি নিশ্চয়ই প্রাথম্যবিশিষ্ট অগ্নিহোত্রের লোপও সহ করিবেক।

[নমু...পঠতি] বলিয়াছিল যে, ভোজনের জন্ত গ্রাসপরিমিত ভক্ষ্যপ্নের
উপস্থাপনা, সুতরাং ভোজন লোপে তাহারও লোপ, সে কথা অসার। কেন-না,
ঐ বাক্য দ্রব্যবিশেষের বিধানার্থ। প্রকৃত অগ্নিহোত্রে দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য নিয়ত
(নিয়মিতরূপে গ্রাপ্ত) আছে। এখানে জঠরাগ্নিতে গ্রাস নিক্ষেপ করা হোম ও
অগ্নিহোত্র-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। যেমন কোণপায়ি-বাগের ধর্ম অয়ন-
বাগে গ্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি এখানেও ভক্ষ্যদ্রব্যরূপ অজবিশেষ পাওয়া
যাইবে বলিয়া “তদ্ব্যবহৃত্ত্বং প্রথমমাগচ্ছৎ” বাক্য বলা হইয়াছে। অতএব, অজ

গুণবিশেষবিধানার্থমিদং বাক্যং “তদ্যন্তকৃতম্” ইতি। অতো গুণলোপে চ ন মুখ্যশ্চেত্যেবং প্রাপ্তে ভোজনলোপেহপ্য-
স্তিরত্বেন বা দ্রব্যোনাবিরুদ্ধেন প্রতিনিধানত্বায়েন প্রাণাগ্নি-
হোত্রস্থানুষ্ঠানমিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৩। ৩। ৪০ ॥

উপস্থিতেহতন্তদ্রচনাৎ ॥ ৩। ৩। ৪১ ॥ *

উপস্থিতে ভোজনে অতন্তস্মাদেব ভোজনদ্রব্যং প্রথ-
মোপনিপতিতাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রং নির্বর্তয়িতব্যম্। কস্মাৎ ?

যত্তীতি পত্নাসংযাজানাং জাঘন্তেকদেশদ্রব্যজুবাং জাঘনীপ্রয়োজকত্বম্। স হি
নামাপ্রয়োজকো ভবতি, যন্ত প্রয়োজকগ্রহণমন্তরেণার্থো ন জায়তে। যথা ন
প্রয়োজকপূর্বোডাশগ্রহণমন্তরেণোত্তরাঙ্কং জাতুং শক্যম্। শক্যন্ত জাঘনীবন্তকং
জাতুম্। তস্মাদযথা জাঘন্তস্তরেণাপি পশুপাদানং পরপ্রযুক্তপশুপজীবনং বা খণ্ডশো
মাংসবিক্রয়িণো মুণ্ডাদিবদাকৃতিকুপাদীয়ত এবং ভক্তমপি শক্যমুপাদাতুম্। তস্মান্ন
ভোজনস্ত লোপে প্রাণাগ্নিহোত্রলোপ ইতি মত্তে পূৰ্ণপক্ষী। অস্তিরিতি তু
প্রতিনিধ্যুপাদানমাবশ্যকত্বসূচনার্থং ভাষ্যকারস্ত।

তন্মৌর্যমিতি হি বচনং কিমপি সন্নিহিতদ্রব্যং হোমে বিনিয়ুঙ্ক্তে, তদঃ
সৰ্কান্নঃ সন্নিহিতাবগমমন্তরেণাভিধানাপর্য্যবসানাৎ। তদনেন স্বাভিধান-

হানি হইলেও প্রোক্তস্থলে মুখ্যের হানি হইবে না। যদিও কদাচিৎ ভোজনলোপ
হয়, তথাপি প্রতিনিধি-ত্বায় অবলম্বনে অত্র কোন অবিরুদ্ধ (অনিষিদ্ধ) জ্বলাদি
দ্রব্যের দ্বারা (অগ্নের প্রতিনিধি) প্রাণাগ্নিহোত্রের অস্থান নির্বাহ হইতে পারি-
বেক*। এইরূপ অর্থের অসাধুতা সমর্থনার্থ সূত্রকার সূত্র বলিতেছেন ॥৩।৩।৪১॥

গদি ভোজন উপস্থিত থাকে তবেই উক্ত দ্রব্যের অর্থাৎ প্রাথমিক
ভোজন দ্রব্যের দ্বারা ঐ প্রাণাগ্নিহোত্র নির্বাহ করিবেক। (ভোজন না
থাকিলে ভক্ষ্যগ্নের আগমন হয় না এবং ভক্ষ্যগ্নাভাবে প্রতিনিধি করনা
করিয়া তদ্বারা তাহা নির্বাহ করিতেও হয় না। কারণ এই যে, উপস্থাপিত
প্রস্তাব প্রতিনিধি-ত্বায়ের (উক্ত যুক্তির) স্থল নহে। যে স্থলে আরও নিত্যকর্ম
অবশ্যমুঠেই, সেই স্থলেই ঐ দ্রব্যের অলাভে প্রতিনিহিত দ্রব্যের দ্বারা
তাহা নির্বাহ বা সম্পন্ন করিতে হয়। এই প্রাণাগ্নিহোত্র নিত্য অর্থাৎ অবশ্য-
মুঠেই নহে; স্তত্রাৎ ভক্তদ্রব্যের অভাবে তাহার লোপও দোষাবহ নহে।)

* উপস্থিত এব ভোজনে—সতি ভোজন ইতি বাবৎ। অন্তঃ অস্মাদ্ভব্যং প্রথমাগতভক্ষ্য-
কবলাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রং নির্বর্তয়িতব্যং, ন তু ভোজনলোপেহপি। ভোজনলোপে তন্মোপো নৈব
স্তাৎ। হেতুমাং—তৎচনাৎ, তৎ হোমীয়মিত্যুক্তত্বাৎ। তৎশব্দেন দিচ্চং ভক্তমাত্রিত্য হোম-
বিধানাদিতি বাবৎ।

ভোজন উপস্থিত থাকিলে প্রথম প্রাসাদের দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্র নির্বাহ করিবেক।
অভোজন দিবসে ঐ অগ্নিহোত্রের লোপ দোষাবহ নহে। কারণ এই যে, ঐ তৎশব্দ প্রয়োগ
করিয়া প্রথমপ্রাপ্ত ভক্ত দ্রব্যের উল্লেখে ঐ অগ্নিহোত্রের বিধান করিয়াছেন। বিশেষতঃ উহা
প্রকৃত অগ্নিহোত্র নহে। উহা অগ্নিহোত্রের সদৃশ বলিয়া আরোপিত অগ্নিহোত্র।

তদ্বচনাৎ । তথা হি “তদ্যন্তুক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ব্যমী-
য়ম্” ইতি সিদ্ধবস্তুক্লেপনিপাতপরামর্শেন পরার্থদ্রব্যসাধ্যতাং
প্রাণাহ্তীনাং বিদধতি । তা অপ্রয়োজকলক্ষণাপন্নঃ সত্যঃ
কথং ভোজনলোপে দ্রব্যান্তরং প্রতিনিধাপয়েয়ুঃ । ন চাত্র
প্রাকৃতাগ্নিহোত্রধর্মপ্রাপ্তিরস্তি । কুণ্ডপায়িনাময়নে হি “মাসম-
গ্নিহোত্রং জুহোতি” ইতি বিধ্যুদ্দেশগতোহগ্নিহোত্রশব্দস্তদ্ব্যব-
ধিপায়ৈদিতি যুক্তা তদ্ব্যর্থপ্রাপ্তিঃ । ইহ পুনরর্থবাদগতো-
হগ্নিহোত্রশব্দো ন তদ্ব্যবধিপায়িতুমর্হতি । তদ্ব্যর্থপ্রাপ্তৌ
বাত্যুপগম্যমানামগ্ন্যুদ্বরণাদয়োহপি প্রাপ্যেয়নু । ন চাস্তি
সম্ভবঃ । অগ্ন্যুদ্বরণং তাবদ্ব্যমাদিকরণভাবায় । ন চায়মগ্নৌ

পর্যবসানায় তদ্যন্তুক্তং প্রথমমাগচ্ছেদিতি সন্নিহিতমপেক্ষ্য নির্বর্তিতবাম্ ।
তচ্চ সন্নিহিতং ভুক্তং ভোজনার্থমিত্যন্তর্য্যাক্তং “স্বষ্টিকৃতে সমবস্থতি” ইতিবর ভুক্তং
বাপো বা দ্রব্যান্তরং বা প্রযোক্তুমর্হতি । জাঘতাস্থবয়বভেদস্ত নান্নীষোমীয়পশু-
ধীনং নিরূপণং, স্বতন্ত্র্যাপি তস্য সূন্যত্বং দর্শনাৎ । তন্মাদন্ত্যেত্যন্ত জাঘনৌতো
বিশেষঃ । যদোক্তং, চোদকপ্রাপ্তদ্রব্যাবধয়া ভুক্তদ্রব্যবিধানমিতি । তদযুক্তম্ । বিধ্যু-
দ্দেশগতগ্নিহোত্রনায়ন্তপাভাবং, আর্থবাদিকস্ত তু সিদ্ধং কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যমুপাদায়
স্তাবকভেনোপপত্তেন তদ্ব্যবধিপায়িতব্যম্—“ন চাত্র প্রকৃতাগ্নিহোত্রধর্ম-
প্রাপ্তিঃ” ইতি । অপি চাগ্নিহোত্রস্ত চোদকতো ধর্মপ্রাপ্তিবাত্যুপগম্যমানায়ং বহ-
তরং প্রাপ্তং বাধ্যতে । ন চ সম্ভবে বাধনিচয়ো ন্যায্যঃ । কুলচরৌ ধর্মগত্যা
প্রাপ্তবোধোহভ্যপেয়ত ইত্যাহ—“ধর্মপ্রাপ্তৌ বাত্যাুপগম্যমানায়াম্” ইতি ।

এ কথা এই জন্ত বলি যে, ঐ বিধানবাক্য তৎশব্দ উচ্চারণ করিয়া ঐ কথাই
(ভক্তের দ্বারা হোম করিতে) বলিয়াছেন । [তথা হি...নিধাপয়েয়ুঃ]
“সেই যে ভক্ত (গ্রাস)—বাহ্য প্রথমে পাওয়া যায়” এই বাক্যের দ্বারা প্রসিদ্ধ
গ্রাসপরিমিত ভক্তার উদ্দেশ্য করিয়া তদ্বারা প্রাণাহতি নির্বাহ করিবার বিধান
করা হইয়াছে । অত্যাশ্রয়াদি যদি তাদৃশ অগ্নিহোত্রের অপ্রয়োজকই (অনির্বা-
হকই) হয়, তবে, কি প্রকারে সে সকল ভোজনলোপকালে প্রতিনিহিত দ্রব্যের
স্থানে সমাকৃষ্ট হইবেক ? [ন চাত্র...হোমঃ] প্রদর্শিত স্থলে প্রকৃতাগ্নিহোত্রের
ধর্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই । কুণ্ডপায়ি-যজ্ঞে “মাসব্যাপক অগ্নিহোত্র হোম করি-
বেক” এই বাক্যের দ্বারা মূল অগ্নিহোত্রের ধর্ম নীত হইতে পারে ; কেননা, ঐ
অগ্নিহোত্র-শব্দ বিধির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, কিন্তু প্রদর্শিত স্থলের অগ্নিহোত্রশব্দ অর্থ-
বাদপ্রাপ্ত । সে জন্ত তাহা প্রকৃতাগ্নিহোত্রের ধর্ম বিধান করিতে অসমর্থ ।
প্রকৃতাগ্নিহোত্রের ধর্ম স্বীকার করিতে গেলে অগ্ন্যুদ্বার প্রভৃতিও করিতে হয় ;
পরন্তু প্রাণাগ্নিহোত্রে সে সকল ধর্মের অসম্ভব আছে । প্রকৃতাগ্নিহোত্রে অগ্ন্যুদ্বার
(অরুণি ও মন্ব-কাঠ লইয়া ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা) হোমের জন্ত ; পরন্তু

হোমঃ, ভোজনার্থতাব্যাহাতপ্রসঙ্গাৎ । ভোজনার্থোপনীতদ্রব্য-
সম্বন্ধাচ্চাস্তে এবৈষ হোমঃ । তথা চ জাবালশ্রুতিঃ “পূর্ব্বো-
হতিথিভ্যোহন্নীয়্যাৎ” ইত্যাস্তাধারামেবেমাং হোমনির্বৃত্তিঃ
দর্শয়তি ।

অত এব চেহাপি সাম্পাদিকান্বেবাগ্নিহোত্রোক্তানি দর্শয়তি—
“উর এব বেদিল্লো মানি বর্হিহৃদয়ং গার্হপত্যো মনোহস্বাহার্য্যপচন-
আশ্রমাহবনীয়ঃ” ইতি । বেদিশ্রুতিশ্চাত্র স্থণ্ডিলমাত্রোপলক্ষণার্থা
দ্রষ্টব্য, মুখ্যাগ্নিহোত্রে বেদ্যভাবাৎ তদঙ্গানাঞ্চৈব সম্পাদ-
য়িষিতত্বাৎ । ভোজনে নৈব চ কৃতকালেন সংযোগান্নাগ্নিহোত্র-
কালাবরোধসম্ভবঃ । এবমন্তেহপ্যুপস্থানাদয়ো ধর্ম্মাঃ কেচিৎ
কথঞ্চিদ্বিরূপ্যন্তে । তস্মাৎ ভোজনপক্ষ এবৈতে মন্ত্র-দ্রব্য-
দেবতাসংযোগাৎ পক্ষ হোমা নির্ব্বর্ত্তয়িতব্যঃ । যদ্বাদরদর্শনমিতি,

চোদকাভাবমুপোদলয়তি—“অত এব চেহাপি” ইতি । যত এবোক্তেন ক্রমেণাতি-
দেশাভাবঃ, অত এব সাম্পাদিকরমগ্নিহোত্রোক্তানাম্ । তৎপ্রাপ্তৌ তু সাম্পাদিকত্বং
নোপপত্ততে । কামিত্যাং কিল কুচবদনান্নসত্তা চক্রবাকনলিনাদিরূপেণ সম্পাদ্যতে,

প্রাণাগ্নিহোত্রের হোম অগ্নিতে নহে, (কিস্ত মুখে) । অগ্নিতে ভক্ষ্যগ্রাসনিক্ষেপ
করিলে ভোজন সিদ্ধ হয় না । অথচ ভোজনার্থ উপস্থাপিত দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ
থাকায় এ হোমের আধার মুখ । এ হোম মুখেই অহুষ্ঠিত হয়, অগ্নিতে নহে ।
[তথা চ...বিরূধ্যন্তে] সেই জতুই জাবালশ্রুতি ‘হ’ ধাতুর প্রয়োগ না করিয়া ভক্ষ-
ণার্থক ‘অশ্’ ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন ! যথা—“উপাসক অতিথি-ভোজনের পূর্ব্বে
ভোজন করিবেন ।” এই শ্রুতি বলিতেছেন, প্রাণাগ্নিহোত্রহোমের আধার মুখ ।

প্রাণাগ্নিহোত্রে প্রাকৃত্যাগ্নিহোত্রের সকল ধর্ম্ম না থাকাতাই প্রাণাগ্নিহোত্রের
অঙ্গ সকল সাম্পাদিকরূপে (বাহ্য কেবল ভাবিতে হয়, তাহা সাম্পাদিক) অভি-
হিত হইয়াছে । যথা—“বক্ষঃস্থলই এই অগ্নিহোত্রের বেদী, লোমই কুশা, হৃদয়ই
গার্হপত্য, মনঃই অহাহার্য্যপচন, মুখই আহবনীয় ।” ইত্যাদি । উল্লিখিত শ্রুতিস্ব
বেদী-শব্দ স্থণ্ডিলমাত্রের বোধক । কারণ, মুখ্যাগ্নিহোত্রে বেদী নাই । (তাহা
কুণ্ডে ও স্থণ্ডিলে অহুষ্ঠিত হয়) । এ অগ্নিহোত্রের কাল ভোজন-কাল, স্তূর্ত্তিয়াৎ
ইহার দ্বারা প্রকৃত্যাগ্নিহোত্রকালের অবরোধ সম্ভাবনা নাই । এইরূপ, উপস্থানাদি
আরও কতকগুলি বা কোন কোন অংশ বিরুদ্ধ বা অসম্ভব হয় । [তস্মাৎ...
হোত্রন্তেতি] অতএব, প্রাণাগ্নিহোত্রের মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা ভোজনপক্ষে সঙ্গত
থাকায় তদান্বক হোমপক্ষক নিষ্পাদন করিতে হয় । (প্রাণায় বাহ্য (১) অপানায়

তৎ ভোজনপক্ষে প্রাথম্যবিধানার্থম্ । ন হ্যস্তি বচনশ্রুতিভারঃ ।
ন স্বনেনাস্ত নিত্যতা শক্যতে দর্শয়িতুম্ । তস্মাৎ ভোজনলোপে
লোপ এব প্রাণাগ্নিহোত্রশ্চেতি ॥ ৩। ৩। ৪১ ॥

**তন্নির্ধারণানিয়মস্তুদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্-
প্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৩। ৩। ৪২ ॥***

সন্তি কৰ্ম্মান্ধ্যাপাশ্রয়াণি বিজ্ঞানানি “ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদগী-
থমুপাসীত” ইত্যেবমাদীনি । কিং তানি নিত্যাত্মেব স্ত্যঃ কৰ্ম্মস্ব,

ন তু নত্যাং চক্রবাকাদয় এব চক্রবাকাদিনা সম্প্রাপ্ততে । অতোহপ্যবগচ্ছামো ন
চোদকপ্রাপ্তিরিতি । “যবাদরদর্শনমিতি, তত্ত্বোজনপক্ষে প্রাথম্যবিধানার্থম্ ।” যস্মিন্
পক্ষে ধৰ্ম্মানবলোপস্তস্মিন্ ধৰ্ম্মিণোহপি । ন হেতাবতা ধৰ্ম্মিনিত্যতা সিধ্যতীতি
ভাবঃ । নবতিথিভোজনোত্তরকালতা স্বামিভোজনশ্চ বিহিতেতি কথমসৌ বাধ্যতে ?
ইত্যত আহ—“ন হ্যস্তি বচনশ্রুতিভারঃ” । সামান্তশাস্ত্রবাধ্যায়াং বিশেষশাস্ত্রশ্রুতি-
ভারো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ৪১ ॥

যথৈব “যত্র পৰ্ণময়ী জুহুর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি ।” ইত্যেতদনা-
স্বাহা (২) সমানায় স্বাহা (৩) উদানায় স্বাহা (৪) ব্যানায় স্বাহা (৫), এই
পাঁচ মন্ত্র । দ্বয়া ৫ গ্রাস অন্ন । প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই ৫
দেবতা । মুখ হোমকুণ্ড । মুখে প্রক্ষেপ হোম । ইহা প্রাণাগ্নিহোত্র নামে
বিখ্যাত) । পূর্বে যে প্রাণাগ্নিহোত্রের আদরাতিশয় দেখান হইয়াছে, তাহা
ভোজনের প্রাথম্য বিধানার্থ । শ্রোত বচন যাহা বলিবেন, তাহাই মানিতে
হইবেক । ঐ আদর-বোধক বাক্যের দ্বারা উহার (প্রাণাগ্নিহোত্রের) নিত্যতা
সাধিত হয় না । (যাহা ত্যাগ করা যায় না, লোপ করা যায় না, তাহা নিত্য)
সুতরাং ভোজনলোপে প্রাণাগ্নিহোত্রেরও লোপ, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ ॥ ৩। ৩। ৪১ ॥

কতক গুলি কৰ্ম্মাদি উপাসনা আছে । যেমন “উদগীথাত্মক ও অক্ষরের
উপাসনা করিবেক” ইত্যাদি । সেই সকল উপাসনা পৰ্ণময়ী জুহুর ত্রায় কৰ্ম্মকালে
নিত্যপ্রযোজ্য? কি গোদোহনের ত্রায় অনিত্য ? (যাহা অবশ্যান্ত্রষ্টেই নহে, যাহা

* উদগীথাদয়ঃ কৰ্ম্মণাং গুণাঃ । তেষাং যদ্বাখ্যাত্ম্য, তন্নির্ধারণাদুপাসনানি যানি, তেষাং
অনিয়ম এব । তানি ন কৰ্ম্মস্ব নিত্যপৰ্ণময়ীত্বাদিবৎ নিয়মোন্নতির্যর্থঃ । হেতুমাং—তদ্বিতি ।
তত্ত্বানিয়মস্ত দৰ্শনাদিত্যর্থঃ । হি অপ্রতিবন্ধ ইতি চ্ছেদঃ । ইত্যনেন হেতুতা স্পষ্টীকৃতা । যতঃ
পৃথগেবাশ্রয়িত্ববন্ধপক্ষং দৃষ্টতে, তত ইতি বোজনীয়ম্ । উপাস্তানাং কৰ্ম্মকলাং পৃথক্কলত্ব-
শ্চতের্ণ কৰ্ম্মাদিকমিতি ভাবঃ । অয়মভিসন্ধিঃ—যশ্চৈতদক্ষরমেব বেদ যশ্চ ন বেদ তাবুভৌ
কৰ্ম্ম কুরুত এব যত্ৰাপি, তথাপি জ্ঞানজ্ঞানদোষনাশং ভিন্নকলত্বম্ । দৃষ্টং হি নপিবিক্রে জ্ঞানা-
জ্ঞানভ্যাং কলবৈষম্যম্ । তস্মাদবদেব কৰ্ম্ম উদগীথাদ্যুপাস্তা ক্রিয়তে, তদেব কৰ্ম্ম কলাতি-
শয়বস্তবতীতি ।

কতকগুলি উপাসনা কৰ্ম্মাদি অবলম্বনে কথিত হইয়াছে, সে সকল অবশ্যপ্রযোজ্য নহে । অথবা
সে সকল নির্ধারণ (উদগীথাদিরূপে ধ্যান করা ও রসতত্ত্বাদি ভাবনা করা, ইত্যাদি নির্দেশ)

পৰ্ণময়ীত্বাদিবৎ, উতানিত্যানি, গোদোহনাদিবদিতি বিচার-
য়ামঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নিত্যানীতি। কুতঃ? প্রয়োগ-
বচনপরিগ্রহাৎ। অনারভ্যাধীতান্যপি হেতানু্যদগীথাদিদ্বারেণ
ক্রতুসম্বন্ধাৎ ক্রতুপ্রয়োগবচনেনাস্তরবৎ সংস্পৃশ্যন্তে।
যত্বেষাং স্ববাক্যেয়ু ফলশ্রবণং “আপয়িতা হ বৈ কামানাং
ভবতি” ইত্যাদি, তদ্বর্তমানাপদেশরূপত্বাদর্থবাদমাত্রম্, অপা-
শ্লোকশ্রবণাদিবৎ ন ফলপ্রধানম্। তস্মাৎ যথা “যস্য পৰ্ণময়ী
জুহুর্ভবতি, ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি” ইত্যেবমাদীনাং প্র-
করণপঠিতানাংপি জুহুসাদিদ্বারেণ ক্রতুপ্রবেশাৎ স্বপ্রকরণ-

রভ্যাধীতমব্যভিচারিতক্রতুসম্বন্ধং জুহুধারা ক্রতুপ্রয়োগবচনগৃহীতং ক্রতুর্থং সং
ফলানপেক্ষং সিদ্ধবর্তমানাপদেশপ্রতীতং ন রাজিসম্ভবং ফলতয়া স্বীকরোতীতি,
এবমব্যভিচারিতকর্মসম্বন্ধোদগীথগতমুপাসনং কর্মপ্রয়োগবচনগৃহীতং ন সিদ্ধবর্ত-
মানাপদেশাবগত-সমস্তকামব্যাপকফলক্ষণকলকল্পনায়ালম্। পরার্থত্বাৎ। তথা চ
পারমর্ষং সূত্রম্—“দ্রব্যসংস্কারকর্মস্ব পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্তাৎ” ইতি। এবং

না করিলেও ক্ষতি নাই, তাহা অনিত্য।) পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়—যেহেতু উহা
প্রয়োগবিধিপরিগৃহীত, সেই হেতু উহা নিত্য অর্থাৎ অবশ্যপ্রযোজ্য। ঐ সকল
উপাসনা অনারভ্য অর্থাৎ কোন এক নির্দিষ্ট কর্মের অঙ্গ বলিয়া পঠিত
হইয়াছে, এ অগ্নি উদগীথাদি উপলক্ষ্যে ঐ সকল উপাসনা যজ্ঞকর্মে প্রবিষ্ট এবং
উহা যাগ-যজ্ঞের অন্তর্গত অঙ্গের সদৃশ। অর্থাৎ যজ্ঞের অগ্নি অঙ্গ যজ্ঞপ, ঐ
উপাসনাও তদ্রূপ। ফলিতার্থ—উদগীথ উপাসনাও যজ্ঞের একটি অঙ্গ।
কারণ এই যে, ঐ সকলের সহিত যজ্ঞকর্মের সম্বন্ধ সংঘটন হইতেছে।
[যত্বেষাং...নিয়ম ইতি] যদিও স্ববাক্যে অর্থাৎ প্রোক্ত উপাসনা ঘটিত প্রস্তাবে
ফল কখন আছে, থাকিলেও তাহা অর্থবাদ ব্যতীত অগ্নি কিছু নহে। (যাহা
বিধি নহে, তাহা অর্থবাদ। ফলিতার্থ—সে সকল বাক্য ফল জ্ঞাপক, বিধায়ক
নহে। বিধায়ক নহে বলিয়াই সে সকল প্রয়োগ-নিত্যতার বোধক নহে অর্থাৎ
অবশ্যগৃহ্যেয় নহে।) হেতু এই যে, সে সকল ফলজ্ঞাপকবাক্য বিধিবিভক্তিমুক্ত
নহে; কিন্তু বর্তমানবিভক্তিমুক্ত। (বর্তমানবিভক্তি লট—ভবতি, বিধিবিভক্তি লিট্
প্রভৃতি—ভাবয়েৎ। ভবতি-কথাই আছে, ভাবয়েৎ কথা নাই।) ফলকখন যথা—

কর্মপক্ষে নিত্যনিয়মিত নহে। কারণ, অনিয়মই দৃষ্ট হয়। অনিয়ম দর্শনের প্রতি হেতু—কর্ম-
কলের পার্থক্য। কর্মকল ও জ্ঞানকল অত্যন্ত পৃথক্। জ্ঞানের যোগ থাকিলে কর্মের কলাধিক্য
এবং জ্ঞানের যোগ না থাকিলে কলাহ্রাস্য। প্রতিকর্মকর্ম দর্শিত হইয়াছে। সুতরাং উদগীথাদি
জ্ঞানকে বা উপাসনাকে কর্মের নিত্যজ্ঞ বলি সঙ্গত নহে। (ভাষ্য দেখ)।

পঠিতবস্মিত্যতা, এবমুদগীথাছু্যপাসনানামপীতি । এবং প্রাপ্তে
ক্রমঃ—তন্নির্ধারণানিয়ম ইতি । যাত্নোতান্যুদগীথাদিকৰ্ম্ম-
গুণযাথাছ্যনির্ধারণানি “রসতমঃ, আপ্তিঃ, সমৃদ্ধিঃ, মুখ্যঃ প্রাণ
আদিত্যঃ” ইত্যেবমাদীনি, নৈতানি নিত্যবৎ কৰ্ম্মস্ব নিয়ম্যে-
রন্ । কুতঃ ? তদৃদৃষ্টেঃ । তথা হুনিয়তত্বমেবৈবজ্ঞাতীয়কানাং
দর্শয়তি শ্রুতিঃ “তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ
ন বেদ” ইতি । অবিদুষোহপি ক্রিয়াভ্যনুজ্ঞানাং প্রস্তাবাদি-
দেবতাবিজ্ঞানবিহীনানামপি প্রস্তোত্রাদীনাং যাজ্ঞনাধ্যবসান-
দর্শনাং “প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবমন্মায়তা তাক্ষেদবিদ্বান্

প্রাপ্ত উচ্যতে । যুক্তঃ পৰ্ণতার্যং ফলশ্রুতেরর্থবাদমাত্রম্ । ন হি পৰ্ণতাহনশ্রিয়া
যাগাদিবৎ ফলসম্বন্ধমহুতবিতুমর্হতি । অব্যাপাররূপত্বাৎ । ব্যাপারশ্চৈব চ ফল-
বত্বাৎ । যথাহঃ—উৎপত্তিমতঃ ফলদর্শনাদিতি । নাপি খাদিরতায়ামিব প্রকৃতক্রু-
সম্বন্ধো যুপ আশ্রয়স্তদাশ্রয়ঃ প্রকৃতোহস্তি, অনারভ্যাবীতত্বাৎ পৰ্ণময়তায়ঃ ।

“কৰ্ম্মকর্তার সম্বন্ধে তাহা কাম সমূহের প্রাপক হয় ।” ইত্যাদি, সূতরাং অপা-
প্লোকশ্রবণজ্ঞাপক বাক্যের ত্রায় ঐ সকল বাক্য ফলপ্রধান নহে । অর্থাৎ প্রধান
কৰ্ম্মের সাফাৎ অঙ্গ নহে । “বাহার জুহু (হোমসাধন পাত্র—হাতা) পৰ্ণময়ী
(পত্রনির্মিত), সে পাপপ্লোক শুনে না অর্থাৎ সে অনিশ্চিত হয় ।” এই বাক্য
যেমন অত্র প্রকরণে পঠিত হইলেও জুহু উপলক্ষ্যে যজ্ঞবাক্যে প্রবেশ করে,
করিয়া যজ্ঞপ্রকরণ পরিপষ্টিতের ত্রায় নিত্যতা প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞপ্রকরণোক্ত অঙ্গের
সহিত সমকার্যকারী হয়, উদগীথাদি উপাসনাও সেইরূপ হইবেক অর্থাৎ
উদগীথাদি উপাসনাও কৰ্ম্মের নিত্যঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য হইবেক । এইরূপ
পূৰ্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল—তন্নির্ধারণানিয়মঃ । [যাতে...হরিয়াসি ইতি]
কৰ্ম্মের সেই সকল অঙ্গ—যে সকল অঙ্গ সেই সেই বাক্যে নির্দিষ্ট আছে—
যেমন রসতমত্ব, প্রাপকত্ব, সমৃদ্ধি ও মুখ্যত্ব প্রভৃতি, তেমন উদগীথ উপাসনাদি
জ্ঞানাত্মক অঙ্গ সকল নিত্যের ত্রায় কৰ্ম্মে নিয়মিত বা কৰ্ম্মের নিয়মিতাঙ্গ নহে ।
অর্থাৎ সে সকল অঙ্গ নিত্যঙ্গ নহে । কেননা, তাহাই দেখা যায় । অর্থাৎ
ঐ সকলের অনিয়মই দৃষ্ট হয় । শ্রুতি ঐরূপ ঐরূপ অঙ্গের (শুণের) নিয়মাতাব
দেখাইয়াছেন । যথা—“যে ঐরূপ জানে, উপাসনা করে, সেও করে এবং যে
না জানে, সেও করে ।” ইত্যাদি । এখানে দেখ, শ্রুতি অবিদ্বান্কেও
কৰ্ম্ম করিবার অহুমতি দিতেছেন । আরও দেখ, “হে প্রস্তোতঃ, যে
দেবতা প্রস্তাবের অঙ্গগতা অর্থাৎ যিনি প্রস্তাবের রহস্ত দেবতা, যদি
ঐহাকে না জানিয়া স্তুতি কর, না জানিয়া গান কর, :না জানিয়া

প্রস্তোম্যসি তাক্ষেদবিদ্বান্দুদ্যাস্তসি তাক্ষেদবিদ্বান্ প্রতিহরি-
 যসি” ইতি। অপি চৈবজ্ঞাতীয়কস্ত কৰ্ম্মব্যপাশ্রয়স্ত বিজ্ঞানস্ত
 পৃথগেব কৰ্ম্মণঃ ফলমুপলভ্যতে—কৰ্ম্মফলসিদ্ধ্যপ্রতিবন্ধঃ তৎ-
 সমুদ্ধিরতিশয়বিশেষঃ কশ্চিৎ “তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈত-
 দেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ, যদেব
 বিদয়া কৰোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীৰ্য্যবন্তরং ভবতি”
 ইতি। তত্র নানা স্থিতি বিদ্বদবিদ্বৎপ্রয়োগয়োঃ পৃথক্করণাৎ
 বীৰ্য্যবন্তরমিতি চ তরপ্প্রত্যয়প্রয়োগাৎ বিদ্যাবিহীনমপি কৰ্ম্ম
 বীৰ্য্যবদिति গম্যতে। তচ্চানিত্যত্বে বিদ্যায়া উপপদ্যতে।

তস্মাদ্বাক্যেনৈব জুহুসম্বন্ধদ্বারেণ পৰ্ণতায়াঃ ক্রতুরাশ্রয়ো জ্ঞাপনীয়ঃ। ন চাতৎপরং
 বাক্যং জ্ঞাপয়িতুমর্হতীতি তত্র বাক্যতাৎপর্য্যমবশ্যপ্রণয়নীয়ম্। তথা চ তৎপরং
 সম, পৰ্ণতায়াঃ ফলসম্বন্ধমপি গময়িতুমর্হতি, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। উপাসনানাস্ত
 ব্যাপারাত্মনৈব স্বত এব ফলসম্বন্ধোপপত্তেকদগীথাশ্রয়ণং ফলে বিধানং ন বিক্-

প্রতিহার (গান সমাপ্তি) কর” ইত্যাদি প্রতিবাক্যে দেখা যাইতেছে
 যে, প্রস্তাবাদি-দেবতার জ্ঞান না থাকিলেও প্রস্তোতাদিগের যাঞ্জনাদিক্রিয়া
 নির্বাহ হয়। [অপিচৈবং...স্থিতিঃ] প্রতিতে আরও দেখা যায়, কৰ্ম্ম-
 সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের ফল পৃথক্; কেবল বিজ্ঞানের ও কেবল কৰ্ম্মের ফলও
 পৃথক্। বিজ্ঞানের (উপাসনার) যোগ থাকিলে কৰ্ম্মফলের অব্যাবহিত ও আতি-
 শয্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে প্রতি প্রমাণ যথা—“সে জানে, সেও করে, এবং যে
 না জানে, সেও করে।” “কৰ্ম্ম নানাপ্রকার; বিদ্যাকৃত ও বিদ্যাবিকৃত। বাহ্য বিদ্যা
 শ্রদ্ধা ও দেবতাধ্যানাদিশূন্যক কৃত হয়, তাহাই ফলাতিশয়যুক্ত হয়।” এই প্রতি
 জ্ঞানীর কৰ্ম্মাহুষ্ঠান ও অজ্ঞানীর কৰ্ম্মাহুষ্ঠান পৃথক্ করিয়া জ্ঞানীর কৰ্ম্মাহুষ্ঠানকে
 বীৰ্য্যবন্তর বলিয়াছেন। দুইর মধ্যে একের আধিক্য দেখিলে তরপ্প্রত্যয়ের
 প্রয়োগ হইয়া থাকে। উদাহৃত প্রতিতেও ‘বীৰ্য্যবন্তর,’ এইরূপ প্রয়োগ থাকায়
 স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানীর কৰ্ম্ম বীৰ্য্যবন্তর এবং অজ্ঞানীর কৰ্ম্ম বীৰ্য্যবৎ।
 অর্থাৎ অজ্ঞানীর কৰ্ম্মও ফল আছে। অজ্ঞানীর কৰ্ম্মের বীৰ্য্যবত্তা অর্থাৎ ফলবত্তা
 উপপন্ন হইতে পারে—যদি কৰ্ম্মাহুষ্ঠান (জ্ঞান বা উপাসনা) অনিত্য হয়।
 বিদ্যার নিত্যতা থাকিলে প্রতি বিদ্যাবিহীন কৰ্ম্মকে বীৰ্য্যবৎ (সফল) বলিবেন
 কেন? (বিদ্যার নিত্যতা থাকিলে অর্থাৎ বিদ্যাকে কৰ্ম্মের অবশ্যপ্রযোজ্য অঙ্গ
 বলিয়া স্বীকার করিলে ‘বিদ্যাবিহীন’ কথা ব্যর্থ হইবে। যখন কৰ্ম্ম করিতে
 গেলেই বিদ্যারূপ অঙ্গের প্রয়োজন হইবে, তখন আর তাহা (কৰ্ম্ম) কি করিয়া
 বিদ্যাহীন হইবে?) যদি সমুদায় অঙ্গ অহুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা (কৰ্ম্ম) বীৰ্য্যবান্

নিত্যত্বে তু কথং তদ্বিহীনং কৰ্ম বীৰ্য্যবদভ্যনুষ্ঠায়েত । সৰ্ব্বা-
 দ্রোপসংহারে হি বীৰ্য্যবৎ কৰ্ম্মেতি স্থিতিঃ । তথা লোক-
 সামান্যাদিষু প্রতিনিয়তানি প্রত্যুপাসনং ফলানি শিষ্যন্তে
 “কল্পন্তে হ্যস্মৈ লোকা উদ্ধাশ্চাৰ্হত্ৰাশ্চ” ইত্যেবমাদীনি । ন
 চেদং ফলশ্রবণমর্থবাদমাত্রং যুক্তং প্রতিপত্তুম্ । তথাহি গুণ-
 বাদ আপদ্যেত । ফলোপদেশে তু মুখ্যবাদোপপত্তিঃ । প্রযা-
 জাদিষু ত্বিতিকৰ্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষন্ত ক্রতোঃ প্রকৃতত্বাৎ, তাদর্থ্যে সতি
 যুক্তং ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বম্ । তথানারভ্যাধীতেষপি পৰ্ণময়ী-
 ত্বাদিষু । ন হি পৰ্ণময়ীত্বাদীনামক্রিয়াত্মকানামাশ্রয়মন্তরেণ

ধ্যতে । বিশিষ্টবিধানাৎ । ফলায় খলুদগ্ধীথসাধনকমুপাসনং বিধীয়মানং ন বাক্য-
 ভেদমাবহতি । নহু কৰ্ম্মাঙ্গোদগ্ধীথসংস্কার উপাসনং, প্রোক্ষণাদিবং দ্বিতীয়াশ্রুতে-
 রুদগ্ধীথমিতি । তথা চাঙ্গনাদিষু সংস্কারেষু ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বম্ । মৈবম্ । ন
 হত্বোদগ্ধীথশ্রোপাসনং, কিন্তু তদবয়বশ্রোকারশ্রুতুক্তমধ্যত্বাৎ । ন চোঙ্কারঃ কৰ্ম্মাঙ্গম্ ।
 অপি তু কৰ্ম্মাঙ্গোদগ্ধীথাবয়বঃ । ন চানুপযোগমীপ্সিতম্ । তস্মাৎ সক্ত ন জুহো-
 (সফল) হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত । (বিদ্যা নিত্যঙ্গ অর্থাৎ অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গ হইলে,
 প্রত্যেক কৰ্ম্মে তাহা অনুষ্ঠিত হইবে ; সুতরাং বিদ্যাবিহীন কৰ্ম্ম অল্পবীৰ্য্য হয়,
 এই শ্রোত উক্তি স্থলশূন্য হইতেছে) । [তথা...বিকধ্যতে] আরও দেখ, শ্রুতি
 লোক-সাধারণে প্রত্যেক উপাসনার অমুগত বা নির্দিষ্ট ফল বলিয়াছেন । লোক-
 জ্ঞানে নামোপাসনার কৰ্ম্ম সম্বন্ধি ফলও অতিরিক্ত সেই সেই লোকলাভাদি ফলও
 শ্রুতিকৰ্ত্তক কথিত হইয়াছে । যথা—“ভূমির উর্দ্ধে ও অধে যে সকল লোক—
 সে সকল সেই জ্ঞানীর (উপাসকের) ভোগ দিতে সমর্থ ।” ইত্যাদি । এ সকল
 ফলশ্রুতিকে (ফলজ্ঞাপক বাক্যকে) অর্থবাদমাত্র বিবেচনা করা উচিত নহে ।
 অর্থবাদ পক্ষ স্বীকার করিতে গেলে গুণবাদত্ব (অঙ্গপ্রশংসাকারক কথন) স্বীকার
 করিতে হইবে । উহার দ্বারা ফলের উপদেশ করা হইয়াছে বা হইতেছে, এরূপ
 তাৎপৰ্য্য হইলেই উহার মুখ্যার্থবাদতা (প্রধানের সহিত সম্পর্ক কথন) উপপন্ন
 হয় । প্রযাজ প্রভৃতি যাগাঙ্গের কথা স্বতন্ত্র । ক্রতুব অর্থাৎ যজ্ঞের উপদেশ
 হইলে (যজ্ঞে—বাগ করিবেক, এইরূপ উপদেশ হওয়ায়) তাহাতে যে ইতি-
 কৰ্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, (কি প্রকারে ক্রতু করিবেক ? এইরূপ জিজ্ঞাসা
 জন্মে), সেই আকাঙ্ক্ষার বা জিজ্ঞাসার পরিপূরণার্থ প্রযাজাদি অঙ্গের উপদেশ,
 সুতরাং তদনুগত ফলশ্রবণও অর্থবাদ । অনারভ্য অধীত অর্থাৎ অপ্রকরণ-পরি-
 পঠিত—পৰ্ণময়ী বাক্য প্রভৃতিও এরূপ । পৰ্ণময়ীত্বাদি পদার্থ ক্রিয়া নহে, সে
 অস্ত্র আশ্রয় ব্যতীত সে সকলের সহিত ফলের সম্বন্ধ ঘটনা হয় না, অর্থাৎ সে

ফলসম্বন্ধেই বকল্পতে । গোদোহনাদীনাং হি প্রকৃতাপ্ প্রণয়-
নাদ্যাশ্রয়লাভাচ্চপন্নঃ ফলবিধিঃ । তথা বৈব্ধাদীনামপি প্রকৃত-
যুপাদ্যাশ্রয়লাভাচ্চপন্নঃ ফলবিধিঃ, ন তু পৰ্ণময়ীত্বাদিষেব-
স্থিধঃ কশ্চিদাশ্রয়ঃ প্রকৃতোহস্তু । বাক্যেনৈব তু জুহ্বাদ্যা-
শ্রয়তাং বিবক্ষিত্বা ফলেহপি বিধিং বিবক্ষতো বাক্যভেদঃ
স্মৃতাং । উপাসনানাস্তু ক্রিয়াত্মকত্বাৎ বিশিষ্টবিধানোপপত্তে-
রুদ্গীথাদ্যাশ্রয়াণাং ফলবিধানং ন বিরুদ্ধ্যতে । তস্মাৎ যথা
ক্রত্বাশ্রয়ণ্যপি গোদোহনাদীনি ফলসংযোগাদনিত্যানি, এব-
মুদ্গীথাদ্যুপাসনানুগীতি দ্রষ্টব্যম্ । অত এব চ কল্পসূত্র-
কারা নৈবজ্ঞাতীয়কান্যুপাসনানি ক্রতুষু কল্পয়াৎকুরুঃ ॥৩।৩৪২॥

তীতিবছিনিয়োগভঞ্জনোক্তাসাধনাদুপাসনাং ফলমিতি সম্বন্ধঃ । তস্মাদ্ যথা ক্রত্বা-
শ্রয়ণ্যপি গোদোহনাদীনি ফলসংযোগাদনিত্যানি, এবমুদ্গীথাদ্যুপাসনানীতি দ্রষ্ট-
ব্যম্ । শেষমুক্তং ভাষ্যে । “ন চেদং ফলশ্রবণমর্থবাদমাত্রাৎ” ইতি । অর্থবাদ-
মাত্রেষেহতাস্তপরোক্ষা বৃত্তিৰ্থা, ন তথা ফলপরত্বেন তু বর্তমানাপদেশাৎ সাক্ষাৎ
ফলং প্রতীতি । অত এব প্রযাজাদিসু নার্থবাদাদ্বর্তমানোপদেশাৎ ফলকল্পনা ।
ফলপরেহে তত্ত্ব ন শক্যং প্রযাজাদীনাং পারার্থোনাফলত্বং বক্তুমর্থতি ॥৩।৩৪২ ॥

সকলকে ফলবিধি বলা যায় না । কিন্তু গোদোহন বাক্য সেরূপ নহে । গোদোহন
বাক্য প্রকরণ-পরিপঠিত ; সে জন্ত তাহা অপ্ প্রণয়নকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হয় ;
সুতরাং সে স্থলে তাহার ফলবিধির ইত্যাদি সহজেই উপপন্ন হয় । “অন্নাদ্য
কামো বৈব যুপ (বেল কাঠের যুপ) করিবেক” এ স্থলেও প্রস্তাবিত যুপ আশ্রয়-
রূপে লক্ষ্য হইতেছে; সুতরাং বৈবাদিবাক্যও ফলবিধায়ক । দেহেতু, ফলবিধায়ক,
সেই হেতু অর্থবাদ নহে । অর্থবাদ কাহাকেও বিধান করে না, কেবলমাত্র
প্রশংসা করে । প্রদর্শিত উদাহরণে যেমন প্রকরণলক্ষ আশ্রয় দৃষ্ট হয়, দেখা যায়,
পৰ্ণময়ীরাতিতে সেরূপ কোন আশ্রয় কুণ্ড নাই, অর্থাৎ তৎপ্রস্তাবে উল্লিখিত
নাই । “পৰ্ণময়ী জুহুর্ভবতি” এই বাক্যের দ্বারাই জুহুর আশ্রয়তা উন্নয়ন
করা হয়, তৎপরে ফলবিষয়ক বিধির কল্পনা করা হয় । উপাসনার সহিত
অনুষ্ঠেয় কর্মের প্রভেদ এই যে, উপাসনা অনুষ্ঠানরূপিনী নহে । যেহেতু অনুষ্ঠান-
রূপিনী নহে, সেই হেতু তাহাতে বিশিষ্টবিধান উপপন্ন হয় বলিয়াই উদ্গীথাদি
আশ্রয় বিষয়ে ফলের বিধান অবিরুদ্ধ । [তস্মাৎ...কল্পয়াৎকুরুঃ] বিচারের
উপসংহার এই, যে, যেমন গোদোহনাদি কার্য ক্রতুর আশ্রয় (অঙ্গ) হইলেও
ফলসম্বন্ধ থাকায় (কামনাবিশেষে অনুষ্ঠেয় হওয়ায়) অনিত্য, ঐচ্ছিক ; তেমনি,
উদ্গীথাদি উপাসনাও কর্মপ্রায়ে অনিত্য অর্থাৎ ঐচ্ছিক । এতৎকারণেই কল্প-
সূত্রকার ঋষিরা ঐরূপ ঐরূপ উপাসনাকে ক্রতুমধ্যে প্রবিষ্ট করান নাই ॥৩।৩৪২॥

প্রদানবদেব তদুত্তম ॥ ৩।৩।৪৩ ॥*

বাজসনেয়কে “বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগদধে” ইত্যত্রা-
ধ্যাত্মং বাগাদীনাং প্রাণঃ শ্রেষ্ঠোহবধারিতঃ, অধিদৈবমগ্নাদী-
নাং বায়ুঃ। তথা ছান্দোগ্যে “বায়ুর্কীব সন্মর্গঃ” ইত্যত্রাধিদৈব-
মগ্নাদীনাং বায়ুঃ সন্মর্গোহবধারিতঃ, “প্রাণো বাব সন্মর্গঃ” ইত্য-
ত্রাধ্যাত্মং বাগাদীনাং প্রাণঃ। তত্র সংশয়ঃ—কিং পৃথগেবেমৌ
বায়ুপ্রাণাবুপগন্তব্যৌ স্মাতাম্? অপৃথগেতি। অপৃথগিতি তাবৎ
প্রাপ্তম্, তদ্বাভেদাৎ। ন হুভিন্নে তদ্বৈ পৃথগনুচিস্তনং স্মায়াম্।
দর্শয়তি চ শ্রুতিরধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ তদ্বাভেদং “অগ্নির্কীবগ্-

তত্ত্বচ্ছূত্বার্থালোচনয়া বায়ুপ্রাণয়োঃ স্বরূপাভেদে সিদ্ধে তদধীননিরূপণতয়া
তদ্বিয়োগোপাসনাপ্যভিরা। ন চাধ্যাত্মাধিদৈবগুণভেদাভেদঃ। ন হি গুণভেদে
গুণবতো ভেদঃ। ন হুগ্নিহোত্রং জুহোতীত্বাৎপন্নস্মায়িহোত্রস্ত তত্বাদিগুণ-
ভেদাদ্ ভেদো ভবতি। উৎপত্তমানকর্মসংযুক্তো হি গুণভেদঃ কর্মণো ভেদকঃ। যথা

বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যক উপনিষদে) আছে—“আমি বলিষ,
এই ভাবিয়া বাগিজির ধারণ করিলেন।” ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে বচ-
নেন্দ্রিয়াদির মধ্যে আধ্যাত্মিক গণনায় প্রাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত
হইয়াছে, এবং আধিদৈবিক গণনায় অগ্ন্যাদির মধ্যে বায়ুকে শ্রেষ্ঠত্ব পদে
অভিষিক্ত করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও আধিদৈবিক গণনায় “বায়ুই
সন্মর্গ” ইত্যাদি ক্রমে অগ্ন্যাদির মধ্যে বায়ুর সন্মর্গত্ব এবং আধ্যাত্মিক
গণনায় বচনেন্দ্রিয়াদির মধ্যে প্রাণের সন্মর্গত্ব কথিত হইয়াছে। [তত্র...
ক্রমঃ] এখানে সংশয় হয় যে, বায়ু ও প্রাণ, এই দুই পদার্থ কি
পৃথক? অথবা অপৃথক (একই)? তাত্ত্বিক ভেদ না থাকায় প্রথিতঃ
পাওয়া যায়, অপৃথক্ অর্থাৎ একই বস্তু। তাত্ত্বিক ব্যতীত পৃথক্ জ্ঞান
করা স্মায়া নহে। শ্রুতিও অধ্যাত্ম ও অধিদৈব ক্রমে তদ্বৈর অভেদ
দেখাইয়াছেন। যথা—“অগ্নিই বাগিজির হইয়া মুখে প্রবিষ্ট আছেন।”
ইত্যাদি। অপিচ, শ্রুতি আধ্যাত্মিক প্রাণগণের (ইন্দ্রিয়দিগের) আত্মভূত

* প্রদানবৎ প্রদানপৃথক্‌ত্বমিব বায়ুপ্রাণয়োঃ পৃথক্‌ত্বং জ্ঞেয়ম্। তদুত্তমং জৈমিনিরুচ্যেতি শেষঃ।
পূর্বকালে যথা সহাবদানশ্রুতদৈবৈক্যাক্ত পুরোডাশানাং সহপ্রক্ষেপে প্রাপ্তেহপি পৃথক্‌প্র-
ক্ষেপঃ সিদ্ধান্তিতস্তথাহত্রাপীতি দ্রষ্টব্যম্।

শ্রুতিতে বায়ুর ও প্রাণের পৃথক্‌ কথন আছে, অপৃথক্‌গণনেশও আছে, তদুত্তমং সংশয়
হয়, তদুত্তম পৃথক্‌ কি অপৃথক্‌। প্রথমতঃ পাওয়া যায়, বায়ু ও প্রাণ অপৃথক্‌ অর্থাৎ একই বস্তু।
সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্বকালোক্ত পুরোডাশপ্রদান বস্তু; এতৎকালীয় বায়ু ও প্রাণের ভেদা-
ভেদোক্তিও তদ্রূপ। তাৎপর্য্য এই যে, বায়ু ও প্রাণ এক নহে, একত্ব পূর্বকারে ধ্যান করাও
বিধের নহে। ইহার নিম্নত বিবরণ ভাব্যব্যাক্যায় দেখ।

ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” ইত্যারভ্য। তথা “ত এতে সৰ্ব্ব এব
সমাঃ সৰ্ব্বৈহনন্তাঃ” ইত্যাদ্যাগ্নিকানাং প্রাণানামাধিদৈবিকীং
বিভূতিমাত্মভূতাং দর্শয়তি। তথান্যত্রাপি তত্র তত্রাধ্যাত্মম্
অধিদৈবঞ্চ বহুধা তত্ত্বাভেদদর্শনং ভবতি। কচিচ্চ “যঃ প্রাণঃ স
বায়ুঃ” ইতি বিস্পষ্টমেব বায়ুং প্রাণৈকীকরোতি। তথোদা-
হতেহপি বাজসনেয়িব্রাহ্মণে “যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ” ইত্য-
শ্মিন্নুপসংহারশ্লোকে “প্রাণা দ্বা এষ উদেতি প্রাণেহস্তমেতি”
ইতি প্রাণেনৈবোপসংহরন্মেকত্বং দর্শয়তি। “তস্মাদেকমেব
ব্রতঞ্চরেৎ প্রাণ্যচ্চৈবাপাত্ম্যচ্চ” ইতি চ প্রাণব্রতেনৈবৈকেনোপ-
সংহরন্মতদেব দ্রুঢ়য়তি। তথা ছান্দোগ্যেহপি “পরস্তান্মহাত্মান-
শ্চতুরো দেব একঃ কঃ সো জগার ভুবনশ্চ গোপ্তা” ইত্যেকমেব
সম্বৰ্গং গময়তি, ন ত্রবীত্যেক একেষাঞ্চতুর্গাং সম্বৰ্গোহপরো-
হপরেষাম্। তস্মাদপৃথক্ত্বমুপগমনশ্চেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ।

অগ্নিক-বাজিনসংযুক্তয়োঃ কর্মণোঃ, নোৎপন্নকর্মসংযুক্তঃ। অধ্যাত্মাধিদৈবোপদেশেষু
চোৎপন্নোপাসনাসংযোগঃ। তথোপক্রমোপসংহারালোচনয়া বিতৈকত্ববিনিশ্চয়াদে-
কৈব সক্রং প্রবৃত্তিরিতি পূর্বপক্ষঃ। ব্রাহ্মস্তু—সত্যং বিতৈকত্বং, তথাপি গুণ-
ভেদাৎ প্রবৃত্তিভেদঃ। সাংখ্যপ্রাতিঃকালগুণভেদাদ্ যথৈকশ্মিন্নপ্যগ্নিহোমে প্রবৃত্তি-
আদিদৈবিক ঐখর্য্য “ইহারা সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত” ইত্যাদি ক্রমে
প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুত্যন্তরেও অধ্যাত্ম অধিদৈব গণনায় নানা ভাবে বস্তু-
তত্ত্বের অভেদ (একত্ব) প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতিতে “সে প্রাণ—
সেই বায়ু” এবং ক্রমে স্পষ্টাভিধানে বায়ুর সহিত প্রাণের একত্ব বর্ণনা আছে।
উল্লিখিত বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণেও “সূর্য্য যাহা হইতে উদয় প্রাপ্ত হন” ইত্যাদি
প্রস্তাবের শেষ শ্লোকে “সূর্য্য প্রাণ হইতে উদিত ও প্রাণে অন্তর্নিহিত হন” এইরূপ
বলিয়া প্রাণমহিমাবর্ণনের উপসংহার করায় প্রাণের সহিত বায়ুর একত্ব (অভেদ)
বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। “সেই হেতু একই ব্রত অবলম্বন করিবেক। প্রাণন
করিবেক এবং অপানন করিবেক।” (প্রাণন=শ্বাস। অপানন=প্রশ্বাস)।
এই শ্রুতান্ত প্রাণ-ব্রতও ঐ একত্বকে দৃঢ় (অবিচালা) করিতেছে। ছান্দোগ্য
উপনিষদেও একের সম্বৰ্গতা (উপসংহারদ্বারা) ইহা দর্শিত হইয়াছে। যথা—অগ্নি,
সূর্য্য, জল ও জন এই চার ও বাত্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন, এই চার, চার চার আট
দেবতা একই এবং সেই একই প্রজাপতি সমুদায়কে উপসংহার প্রাপ্ত করান বা
জীর্ণ করেন। কেহই ভেদ বলেন নাই অর্থাৎ উহাদের মধ্যে ভিন্নতা নাই। ঐ

পৃথগেব বায়ুপ্রাণাবুপগন্তব্যাবিতি । কস্মাৎ ? পৃথগুপদেশাৎ ।
 আধ্যানার্থো হ্রয়মধ্যাত্মাদিদৈববিভাগোপদেশঃ, মোহসত্য-
 ধ্যানপৃথক্কে হনর্থক এব স্মাৎ । ননুক্তমপৃথগনুচিস্তনং তত্ত্বা-
 ভেদাদিতি । নৈষ দোষঃ । তত্ত্বাভেদেহপ্যবস্থাভেদাদুপদেশ-
 ভেদবশেনানুচিস্তনভেদোপপত্তেঃ । শ্লোকোপন্যাসস্ত ৮ তত্ত্বা-
 ভেদাভিপ্রায়েণাপ্যুপপদ্যমানস্ত পূর্বোদিত-ধ্যৈভেদনিরাক-
 রণসামর্থ্যাবাৎ । “স যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এব-
 মেতাসাং দেবতানাং বায়ুঃ” ইতি চোপমানোপমেয়করণাৎ ।
 এতেন ব্রতোপদেশো ব্যাখ্যাতে । “একমেব ব্রতম্” ইতি চৈবকারো
 বাগ্মদিত্বতনিবর্তনে প্রাণব্রতপ্রতিপত্ত্যর্থঃ । ভগ্নব্রতানি হি
 বাগাদীন্যুক্তানি “তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযমে” ইতি শ্রুতেঃ, ন

ভেদ এবমিহাপ্যাত্মাদিদৈবগুণভেদাদুপাসনশ্রুতকস্মাপি প্রবৃত্তিভেদ ইতি সিক্তম্ ।
 “আধ্যানার্থো হ্রয়মধ্যাত্মাদিদৈববিভাগোপদেশঃ” ইতি । অগ্নিহোত্রেণৈবধ্যানস্ত
 কৃতে দধিতণ্ডুলাদিবদয়ং পৃথগুপদেশঃ । “এতেন ব্রতোপদেশঃ” ইতি । এতেন
 তত্ত্বাভেদেন । এবকারশ্চ বাগাদিত্বতনিরাকরণার্থঃ । নন্বতশ্চৈবদেবতায়ৈ ইতি

৪০টির মধ্যে এক একের সম্বর্গ, অপর অপরের সম্বর্গ, অর্থাৎ সংহারক বা জীর্ণ
 কারক ।” অতএব, উভয়ে অপৃথক্ অর্থাৎ তদ্ব্যয়ের একত্বই গ্রাহ্য । এইরূপ
 পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় তৎপরিশোধনার্থ সূত্র বলিতোছন—প্রদানবদেব । [পৃথ-
 গেব...সংহরতি] বায়ু ও প্রাণ পৃথক্, এই পক্ষই স্বীকার্য্য । কারণ, পৃথক্ উপ-
 দেশ দৃষ্ট হয় । যখন ধ্যানের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বিভাগের উপ-
 দেশ হইয়াছে, ধ্যেয়ের অত্যন্ত এক্য থাকিলে তাদৃশ উপদেশ অবশ্যই ব্যর্থ হইবে ।
 বস্তুতঃ ভেদ না থাকিলেই অভেদ ধ্যান করা কঠব্য, এইরূপ বলিয়াছিলে,
 আপত্তি করিয়াছিলে, পরন্তু তাহা গ্রাহ্য নহে । বস্তুতঃ ভেদ থাকিলেও
 ভেদোপদেশ হইতে পারে, এবং হইলে দোষ হয় না । যখন অবস্থার ভেদ আছে,
 তখন তদনুসারী উপদেশের বলে অবশ্যই ধ্যানেরও ভেদ হইবে, না হইবে কেন ?
 যদিও শ্লোকপরিপাটী তত্ত্বাভেদ পক্ষেই সঙ্গত, তথাপি, তাহার পূর্বোদিত ধ্যৈ-
 ভেদ নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই । অর্থাৎ সে শ্লোকেও অধ্যাত্মাদি অবস্থাভেদ-
 ঘটিত ধ্যান নিষিদ্ধ হইতেছে না । “ইনি যেমন প্রাণগণের মধ্যে মধ্যম, তেমন
 দেবগণের মধ্যেও বায়ু ।” এই শ্রুতি উপমার দ্বারা ঐ অর্থেরই দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন ।
 ব্রতঘটিত কথাটিও একরূপ জানিবে । বাক্তব্রতাদির নিবৃত্তি বা নিষেধপূর্বক প্রাণ-
 ব্রত বুঝাইবার জন্য “একই ব্রত” বলা হইয়াছে । আরও দেখ, শ্রুতি বাক্ত-

বায়ুত্রতনিবৃত্ত্যর্থঃ। “অথাতো ত্রতমীমাংসা” ইতি প্রস্তুত্যা তুল্যবদ্বায়ুপ্রাণয়োঃ ভয়ত্রতত্বস্য নির্দ্ধারিতত্বাৎ। “একমেব ত্রত-
করেৎ” ইতি চোক্তা। “তেনো এতশ্চৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলো-
কতাং জয়তি” ইতি বায়ুপ্রাপ্তিং ফলং ক্রবন্ বায়ুত্রতমনিবর্তিতং
দর্শয়তি। দেবতেত্যত্র বায়ুঃ শ্রুত্যা, অপরিচ্ছিন্নাত্বত্বস্য প্রেপ্সিতত্বাৎ,
পুরস্তাৎ প্রয়োগাচ্চ “সৈষাহনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ” ইতি।
তথা “তো বা এতো দ্বৌ সম্বর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু, প্রাণঃ প্রাণেষু”
ইতি ভেদেন ব্যপদিশতি, “তে বা এতে পঞ্চান্তে পঞ্চান্তে দশ
সম্বস্তংকৃতম্” ইতি চ ভেদেনৈবোপসংহরতি। তস্মাৎ পৃথগেবো-
পগমনম্। প্রদানবৎ। যথা “ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেবাদশক-
পালমিন্দ্রিয়াধিরাজায়েন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে” ইত্যশ্রুত্যাং ত্রিপুরোডাশিন্যা-

দেবতামাত্রং শ্রুয়তে, ন তু বায়ুঃ। তৎ কথং বায়ুপ্রাপ্তির্নাই ইত্যত আহ—“দেব-
তেত্যত্র বায়ুঃ” ইতি। বায়ুঃ খলুগ্নাদীন্ সংবৃণুত ইত্যগ্নাদীনপেক্ষ্যানবচ্ছিন্নঃ,
অগ্নাদয়স্ত তেনৈবাবচ্ছিন্না ইতি সম্বর্গগুণতয়া বায়ুরনবচ্ছিন্না দেবতা।

প্রভৃতিকে ভগ্নত্রত বলিয়াছেন। যথা—“মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ
করিল।” ইত্যাদি। এ উক্তি বায়ুত্রতের নিবর্তক নহে। “অনন্তর ত্রতবিচার—”
এইরূপে প্রোক্ত প্রস্তাব আরম্ভ হইল, পরে বায়ু ও প্রাণের ত্রত তুল্য অভ্য, ইহা
নির্ধারিত হইয়াছে। “একই ত্রত আচরণ (অমুষ্ঠান) করিবেক” শ্রুতি এইরূপ বলিয়া
পরে “এই দেবতার সাযুজ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত হয়” এইরূপ বাক্যে বায়ুলোক
প্রাপ্তিরূপ ফল হওয়ার কথা বলিয়াছেন, বলিয়া বায়ুত্রতের অনিবৃত্তি দৃঢ় করিয়া-
ছেন। প্রোক্ত বাক্যস্থ উপাসনার উপাত্ত দেব বায়ু। কেননা, তাদৃশ উপাসক
বায়ুর ত্রায় অপরিচ্ছিন্নাত্বাত লাভ করিতে ইচ্ছুক এবং ঐ বাক্যের পরে বায়ু-
শব্দেরও প্রয়োগ আছে। যথা—“এই যে বায়ু, ইনিই অনন্তমিত দেবতা।”
(অন্ত = অদর্শন বা বিনাশ।) আরও দেখ, শ্রুতি “উভয়েই সম্বর্গ। দেবতার মধ্যে
বায়ু এবং প্রাণগণের মধ্যে প্রাণ (মুখ্য প্রাণ)।” এইরূপে উক্ত উভয়ের ভিন্নতা
দেখাইয়াছেন। এতদ্বিন্ন, প্রস্তাবের উপসংহার কালেও উভয়ের ভেদ বর্ণন
আছে। যথা—“এক পাঁচ ও অন্ত পাঁচ, মিলনে দশ।” [তস্মাৎ...দিত্যুক্তম্]
অতএব, প্রদানের দৃষ্টান্তে বায়ু-প্রাণের পার্থক্য জ্ঞাত হইবে।

শ্রুতি আছে—“রাজা ইন্দ্রের, ইন্দ্রিয়াধিরাজ ইন্দ্রের ও স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের
উদ্দেশে একাদশকপাল পুরোডাশ প্রদান করিবেন।” (একাদশকপাল পুরো-
ডাশ = ১১টা পাতে কৃতপাক গিষ্টক। কপাল = পাত্র। পুরোডাশ = গিষ্টকবিশেষ।)
এই শ্রুতিতে ত্রি-পুরোডাশিনী ইষ্টি (যাগ) অভিহিত হইয়াছে। এই ইষ্টিতে ঐ

মিষ্ঠ্যাং “সর্বেষামভিগময়ন্নব্যত্যাচ্ছং বষট্কারম্” ইত্যতো বচনাদিন্দ্রাভেদাচ্চ সহপ্রদানাশঙ্কয়াং রাজাদিগুণভেদাৎ যাজ্ঞানু-
বাক্যাব্যতাসবিধানাচ্চ যথাশাসমেব দেবতাপৃথক্ত্বাৎ প্রদানপৃথক্ত্বং
ভবতি, এবং তদ্বাভেদেহপ্যাধ্যৈয়াংশপৃথক্ত্বাদাধ্যানপৃথক্ত্বমিত্যর্থঃ।
তদুক্তং সঙ্কর্ষে “নানা বা দেবতা পৃথগ্জ্ঞানাৎ” ইতি [জৈঃ
সূত্রঃ]। তত্র তু দ্রব্যদেবতাভেদাৎ যাগভেদোহপি বিদ্যতে,
নৈবমিহ বিদ্যাভেদোহস্তু। উপক্রমোপসংহারাত্ম্যামধ্যাত্মাধি-
দৈবোপদেশেষ্টেকবিদ্যাবিধানপ্রতীতেঃ। বিদ্যেকোহপি ত্বধ্যাত্মাধি-

“সর্বেষামভিগময়ন্ন” ইতি। মিলিতানাং শ্রবণাবিশেষাদিন্দ্রস্ত দেবতায়
অভেদাৎ ত্রয়াণামপি পুরোডাশানাং সহপ্রদানাশঙ্কয়ামুৎপত্তিবাক্য এব রাজাধি-
রাজস্বরাজগুণভেদাৎ, যাজ্ঞানুবাক্যাব্যতাসবিধানাচ্চ যথাশাসমেব দেবতাপৃথক্ত্বাৎ
প্রদানপৃথক্ত্বং ভবতি। সহপ্রদানে হি ব্যতাসবিধানমমুপপন্নম্। ক্রমবতি
তিন্ দেবতাকে স্বাভিমুখে প্রাপ্ত হওয়ায় এবং “বষট্কারাধায দেবতার ভাগ-
স্বরূপ হবিঃ (হোনীয় দ্রব্য) গ্রহণ অথবা ঐ সমুদায় দেবতার উদ্দেশে
এক কালে হবিগ্রহণ করিবেক।” এই বাক্যে ইন্দ্রের অভেদ বা একত্ব প্রযুক্ত
সহ-প্রদান আশঙ্কা উপস্থাপিত করিয়া (জৈমিনি) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,
রাজাদি গুণ পরম্পর বিভিন্ন, সেই হেতু এবং যাজ্ঞানুবাক্য * মন্ত্রের প্রয়োগ-
বৈপরীত্য হেতু পার্থক্য (যাগীয় দেবতার পার্থক্য) নিশ্চয় হওয়ায় পাঠানুরূপ
পৃথক্ প্রদান স্বীকার্য। অর্থাৎ ইন্দ্র এক হইলেও রাজ গুণ, ইন্দ্রিয়াধিরাজ গুণ
ও স্বর্গরাজ গুণ এক নহে। যেহেতু এক নহে, সেই হেতু সেই সেই গুণের
যোগে সেই সেই ইন্দ্র ভিন্ন। যেহেতু যাগীয় দেবতা ইন্দ্র উক্ত প্রকারে বিভিন্ন,
সেই হেতু তাঁহাদের উদ্দেশে হবিগ্রহণও বিভিন্ন, সুতরাং যুগপৎ বা এককালে
হবিগ্রহণ করিবেক না। যেমন এতৎস্থলে হবিঃপ্রদানের পার্থক্য, তেমনি,
প্রস্তাবিত স্থলে প্রাণের ও বায়ুর তাত্ত্বিক অভেদ থাকিলেও ধোয় অংশে ভেদ
থাকায় ধ্যানেরও ভেদ (পার্থক্য) হইবেক। এ সিদ্ধান্ত সঙ্কর্ষকাণ্ডে অর্থাৎ
জৈমিন্যুক্ত দেবতাকাণ্ডে কথিত হইয়াছে। যথা—“নিশ্চয়ই দেবতা নানা।
কেননা, নানা বা পৃথকরূপে জ্ঞান হয় অর্থাৎ রাজাদিগুণভেদ দৃষ্টে ভিন্ন বলিয়া
প্রতীত হয়।” যদিও মধ্যাদি দ্রব্যের ও দেবতার ভেদ থাকায় যাগভেদ আছে,
তাহা থাকুক, কিন্তু এখানে তাহার অনুরূপ বিদ্যাভেদ (বিদ্যা=জ্ঞানাত্মক
উপাসনা) নাই। আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপদেশ দৃষ্ট হইলেও উপক্রম ও

* “যজ্ঞ—যাগ কর” এই কথা বলার পর যে মন্ত্র পঠিত হয়, সেই মন্ত্র যাজ্ঞা। “মন্ত্র-
ক্রম—পরে বল” এইরূপ আজ্ঞার পর যে মন্ত্র অধীত হয়, তাহা অনুবাক্য। যাজ্ঞানুবাক্য
এইরূপে ভিন্ন; কিন্তু কথিত যাগে তাহার বৈপরীত্য আছে। যাহা যাজ্ঞা, কথিত যাগে তাহাইঃ
অনুবাক্য।

দৈবভেদাৎ প্রবৃত্তিভেদো ভবতি—অগ্নিহোত্র ইব সায়াংপ্রাতঃ-
কালভেদাদিত্যভিপ্রেত্য প্রদানবদিত্যুক্তম্ ॥ ৩। ৩। ৪৩ ॥

লিঙ্গভূয়স্বাৎ তন্নি বলীয়স্তদপি ॥ ৩। ৩। ৪৪ ॥*

বাজসনেয়িনোহগ্নিরহস্তে “নৈব বা ইদমগ্রে সদাসীৎ” ইত্য-
শ্বিন্ ব্রহ্মণে মনোহধিকৃত্যাধীয়তে “ষট্‌ত্রিংশতং সহস্রাণ্যপশ্য-
দাত্বনোহগ্নীনর্কান্ মনোময়াগ্ননশ্চিতঃ” ইত্যাদি, তথৈব “বাক্-
চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ শ্রোত্রচিতঃ কশ্মচিতোহগ্নিচিতঃ” ইতি

প্রদানে ব্যত্যাসবিধিরর্থবান্। তথাবিধিশ্চৈব ক্রমশ্চ বিবক্ষিতত্বাৎ। হুগম-
মত্ৰং ॥ ৩। ৩। ৪৩ ॥

ইহ সিদ্ধান্তেনোপক্রম্য পূর্বপক্ষমিহ সিদ্ধান্তয়তি। তত্র যতপি ভূয়াংসি
সন্তি লিঙ্গানি মনশ্চিদাদীন্যং স্বাতন্ত্র্যাহচকানি, তথাপি ন তানি স্বাতন্ত্র্যেণ স্বাতন্ত্র্যং
প্রতি প্রাপকণি, প্রমাণপ্রাপিতত্ত্ব স্বাতন্ত্র্যমুপোষলয়ন্তি। ন চাত্মান্তি স্বাতন্ত্র্য-
প্রাপকং প্রমাণম্। ন চেদং সামর্থ্যালক্ষণং লিঙ্গং, যেনাশ্চ স্বাতন্ত্র্যেণ প্রাপকং
উপসংহার দ্বারা এক বিচারই বিধান হইয়াছে বলিয়া স্থির হয়। বিচার বা
উপাসনার প্রকারান্তরে এক্ষণে থাকিলেও অধ্যাত্মও অধিদৈব ভেদ থাকায় প্রবৃত্তির
ভেদ হইবেক। যেমন অগ্নিহোত্রযাগ এক, তথাপি সায়াং ও প্রাতঃ, এই দুইটা কাল-
ভেদ থাকায় অগ্নিহোত্রেরও কালিক ভেদ স্বীকৃত হয়, সেইরূপ। কলিতার্থ—
অবস্থাভেদ, দেবতাভেদ ও প্রয়োগভেদ, এই তিন অংশে দৃষ্টান্ত, সাক্ষাৎমিক
দৃষ্টান্ত নহে ॥ ৩। ৩। ৪৩ ॥

বাজসনেয়ীরা তাহাদের অগ্নিরহস্তকাণ্ডে “যষ্টির পূর্বে: এ সকল সং ছিল না,
অসং ও ছিল না,” ইত্যাদি কথার পরে মনের প্রস্তাব বা উৎপত্তি বর্ণনা
করিয়া বলিয়াছেন—“মন: আত্মসম্বন্ধীয়, পূজ্য, মনোময় ও মনশ্চিতং (মনোময় =
মনোবৃত্তিময়। মনশ্চিতং = মনের দ্বারা নিষ্পন্ন।) ছত্রিশ হাজার অগ্নি দেখিতে
পাইলেন।” এতদ্ভিন্ন, “বাক্‌চিতং, প্রাণচিতং, চক্ষুশ্চিতং, শ্রোত্রচিতং, কশ্মচিতং ও
অগ্নিচিতং” ইত্যাদি ক্রমে পৃথক্ অগ্নি পাঠ করিয়াছেন। (বাক্‌চিতং =
বাগিন্দ্রিয়-সম্পাদিত। প্রাণচিতং প্রভৃতিও প্রোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়।
কথাগুলির তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন অসংখ্য
বৃত্তিরূপ অগ্নি দেখিতে পাইলেন। সে সকল অগ্নি বাস্তব অগ্নি নহে; কিন্তু
সাম্পাদিকাগ্নি। সাম্পাদিক = ভাবনা বলে সম্পন্ন করা বা অগ্নিভাবে

* বাজব্রহ্মগোক্ত-মনশ্চিদাদিগোহুগ্নয়ঃ স্বতন্ত্রা বিভাস্তকা এব। কৃত: ? লিঙ্গভূয়স্বাৎ। হি
বতঃ তৎ লিঙ্গং প্রকরণাৎ বলীয়ো বলবৎ। তদপি লিঙ্গবলবত্ত্বমপি পূর্বকাণ্ডে জৈমিনিরনয়ে
উক্তং কথিতং জৈমিনিনেতি যোজনীয়ম্।

বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে মনশ্চিতং প্রভৃতি কতকগুলি সাম্পাদিক অগ্নি অভিহিত হইয়াছে।
সে সকল অগ্নি বাগাদি অগ্নি নহে, কিন্তু বিভাস্ত অর্থাৎ উপাসনার অগ্নি। কেননা, সেই সেই

পৃথগগ্নীনামনস্তি সাম্পাদিকান্। তেষু সংশয়ঃ। কিমেতে
মনশ্চিদাদয়ঃ ক্রিয়ানুপ্রবেশিনস্তচ্ছেষভূতাঃ? উত স্বতন্ত্রাঃ কেবল-
বিদ্যাত্মকাঃ? ইতি। তত্র প্রকরণাৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশে প্রাপ্তে
স্বাতন্ত্র্যং তাবৎ প্রতিজানীতে—লিঙ্গভূয়স্বাদিতি। ভূয়াংসি হি
লিঙ্গাত্মস্মিন্ ব্রাহ্মণে কেবলবিদ্যাত্মকত্বমেষামুপোদলয়ন্তি
দৃশ্যন্তে—“তদ্যৎ কিঞ্চেমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি,
তেষামেব সা কৃতিরिति। তান্ হৈতানেবংবিদে সর্বদা সর্বানি

ভবেৎ। তন্নি সামর্থ্যমভিধানস্ত বার্থস্ত বা স্ম্যৎ,। যথা পুষাভুতমঙ্গণমহুস্ত পুষাভু-
মঙ্গণে যথা বা পশুনা যজ্ঞেতেতি একত্বসম্বন্ধায়া অর্থস্ত সম্বন্ধোপাচ্ছেদসামর্থ্যম্। ন
চৈদমন্তস্তার্থদর্শনলক্ষণং লিঙ্গম্। তথা স্তুত্বার্থেন নাস্তি বিদ্যুদ্দেশেন, একবাক্যতয়া
বিধিপরিগ্রহঃ। তস্মাদনসতি সামর্থ্যলক্ষণে বিরোধাকর প্রকরণমপ্রত্যাহং মনশ্চিদা-
দীনং ক্রিয়াশেষতাসবগময়তি। ন চ তে হৈতে বিদ্যাচিত এবোতাবধারণশক্তিঃ

দেখা।) [তেষু...ভূয়স্বাদিতি] এখানেও সংশয়—ঐ সকল অগ্নি ক্রিয়াক্ত
অগ্নি কি-না। অর্থাৎ ঐ সকল কি বাগনিষ্পাদনার্থ কথিত অগ্নি? কিং উপা-
সনার্থ কল্পিত? প্রকরণ অনুসারে ক্রিয়াক্ত বলিয়াই প্রতীত হয়। সূত্রকার
সেই প্রতীতি নিবারণার্থ ঐ সকলের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করিয়া সূত্র বলিতে-
ছেন। স্বাতন্ত্র্য পক্ষে লিঙ্গবাহুল্য অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবোধক বহুতর চিহ্ন বিদ্যমান
থাকায় ঐ সকল অগ্নি স্বতন্ত্র, অর্থাৎ ক্রিয়াক্ত নহে। [ভূয়াংসি...প্রকর্ষণঃ]
উল্লিখিত ব্রাহ্মণে (বেদভাগে) এমন অনেক গুলি চিহ্ন আছে—যে
সকল চিহ্ন ঐ সকলের (মনশ্চিৎ প্রভৃতির) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যাক্ততা (উপা-
সনার অঙ্গভাব) বোধ করায়। “এই সকল ভূত (প্রাণী) মনে মনে যে
যৎকিঞ্চিৎ—যে কিছু—সংকল্প করে, সে যৎকিঞ্চিৎ-ই সেই সকল অগ্নির
কার্য্য বলিয়া গণ্য।” “সমুদায় ভূত অর্থাৎ সর্বপ্রাণী সর্বদা জাগ্রৎ অথবা
সুপ্ত সেইজ্ঞানীর উদ্দেশে সেই সকল অগ্নি চয়ন করে।” ইত্যাদি। এখানে
দেখ, আমি সর্বপ্রাণীর মনোবৃত্তির দ্বারা সর্বলক্ষণই অগ্নিচয়ন করিতেছি,
এই ধ্যান যখন দৃঢ় বা অবিচালা হয়, তখন, সর্বপ্রাণিকৃত যে-কিছু সংকল্প—
সমস্তই তাহার অগ্নিকার্য্য বা অগ্নিচয়ন বলিয়া গণ্য হয়। এই অর্থটী মনশ্চিৎ
প্রভৃতি অগ্নিকার্য্য বা অগ্নিচয়ন বলিয়া গণ্য হয়। এই অর্থটী মনশ্চিৎ প্রভৃতি
অগ্নির ক্রিয়াক্ততার নিষেধক এবং উপাসনাক্ততার বোধক। যাহা ক্রিয়াক্ত—
তাহা যৎকিঞ্চিৎ করণে সিদ্ধ হয় না। অপিচ, যে এবংবিৎ অর্থাৎ যে ঐরূপ
উপাসক, প্রাণিসকল সর্বদা তদুদ্দেশে তদীয় অগ্নি (মনোবৃত্তিরূপ অগ্নি) চয়ন

স্থানে বহল পরিমাণে উপাসনাক্তবোধক চিহ্ন দেখা যায়। প্রকরণ অনুসারে কর্ণের আকর্ষণ
হইলেও প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের বলবত্তা থাকায় তাহা কর্ণাক্তবোধনে সমর্থ নহে। জৈমিনি
মুনি প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের বলবত্তা বলিয়াছেন।

ভূতানি চিহ্নন্ত্যপি স্বপতে” ইতি চৈবজ্ঞাতীয়কানি । তদ্ধি লিঙ্গং
প্রকরণাঙ্ঘলীয়ঃ । তদপ্যুক্তং পূর্বস্মিন্ কাণ্ডে “শ্রুতিলিঙ্গবাক্য-
প্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষণং” ইতি
[জৈঃ সূঃ] ॥ ৩। ৩। ৪৪ ॥

পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া

মানসবৎ ॥ ৩। ৩। ৪৫ ॥*

নৈতদ্ যুক্তং—স্বতন্ত্রা এতেহ্ময়োহনন্তশেষভূতা ইতি ।

ক্রিয়ানুপ্রবেশং বারয়তি, যেন শ্রুতিবিরোধে সতি ন প্রকরণং ভবেৎ, বাহ্যসাধন-
তাপাকরণার্থবাদবধারণত্ব । ন চ বিজ্ঞয়া হৈবংবিদশ্চিতা ভবন্তীতি পুরুষসম্বন্ধ-
মাপাদয়দ্বাক্যং প্রকরণমপবাদিতুমর্হতি ॥ ৩। ৩। ৪৪ ॥

অত্বার্থদর্শনং ধ্বেষতদপি । ন চ তৎ স্বাতন্ত্র্যেণ প্রাপকমিত্যুক্তম্ । তস্মাদ্ভ-

করে, এ কথাও উপাসনাজ্ঞ অগ্নির ত্র্যোতক । যে অগ্নি ক্রিয়াজ্ঞ, সে অগ্নি
শাস্ত্রোক্ত সময়ে অনুষ্ঠেয়; সর্বদা অনুষ্ঠেয় নহে। যেমন সর্বদা অনুষ্ঠেয় নহে,
তেমনি সকলের অনুষ্ঠেয়ও নহে; সুতরাং সকলের অনুষ্ঠেয় ও সর্বদা
অনুষ্ঠেয় উক্তি থাকায় উক্তাগ্নির উপাসনাজ্ঞতা ব্যতীত ক্রিয়াজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না।
অপিচ, ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যাও উপাসনাজ্ঞতার বোধক চিহ্ন। এই সকল
লিঙ্গ বা চিহ্ন প্রকরণ অপেক্ষা বলবান্; সুতরাং এই সকলের দ্বারাই প্রকরণ-
লভ্য অর্থের বাধ হয় এবং লিঙ্গলভ্য অর্থের সুদৃঢ়া প্রতীতি হইয়া থাকে। এ
কথা পূর্বকাণ্ডেও (জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসায়ও) কথিত হইয়াছে। যথা—
শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা, এ সকলের সমবায়ে হইলে
অর্থাৎ একত্র প্রাপ্তি সম্ভব হইলে, অর্থপ্রতীতির ব্যবধান হেতু ঐ সকলের
মধ্যে পর পরটিকে দুর্বল জ্ঞানিবে; সুতরাং লিঙ্গ অপেক্ষা প্রকরণ দুর্বল, দুর্বল
বলিয়াই তল্লভ্য অর্থ-লিঙ্গলভ্য অর্থের নিকট বাধিত হয় ॥ ৩। ৩। ৪৪ ॥

[পুনর্ব্বার পূর্বপক্ষ] যাহা বলিলে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। অর্থাৎ

* পূর্ব্বস্ত “ইষ্টকাভিরগ্নিং চিন্ততে” ইত্যুক্তস্ত “স এষ দ্বিষ্টকাগ্নিঃ” ইত্যোক্তস্ত সন্নিহিতজৈ-
বাং বিকল্পঃ সঙ্কল্পমরত্বাধ্যাক্রমভেদোপদেশঃ, ক্রিয়াগ্নিবৎ সাংকল্পিকান্নয়োহপ্যঙ্গমিতি যাবৎ ।
প্রকরণাৎ অর্থবাদবাক্যস্থলিঙ্গাপেক্ষয়া বলীয়াংসঃ সাম্পাদিকা অপ্যোতে অগ্নয়ঃ ক্রিয়ানুপ্রবে-
শিন এব । মানসবদিতি দৃষ্টান্তঃ । যথা মানসোহপি গ্রহকল্পঃ প্রকরণাৎ ক্রিয়াশেষঃ এবমিহাপীতি,
মুক্তোক্ত্যর্থঃ ।

ঐ সকল মনশ্চিন্তাদি অগ্নি যে, স্বতন্ত্র, এ কথা সত্য নহে । কারণ, উহারই পূর্ব্বে ইষ্টকাগ্নির
প্রস্তাব আছে, সুতরাং ঐ উপদেশ তাহারই বিকল্প অর্থাৎ প্রকারভেদ, ইহা বিবেচনা করিতে
হইবে । যেমন মনঃকল্পিত গ্রহ অর্থাৎ সৌমরস ও তৎপাত্র প্রভৃতি সাংকল্পিক হইলেও ক্রিয়াজ্ঞ
বলিয়া গ্রাহ্য, সেইরূপ মনশ্চিৎ প্রভৃতি সাম্পাদিক অগ্নিও ক্রিয়াজ্ঞ বলিয়া গ্রাহ্য । (ভাব্য
ব্যাখ্যা দেখ) ।

পূর্ব্বস্থ ক্রিয়াময়স্থাত্মেঃ প্রকরণাৎ তদ্বিষয় এবায়ং বিকল্প-
বিশেষোপদেশঃ স্যাৎ, ন স্বতন্ত্রঃ । ননু প্রকরণাল্লিঙ্গং বলীয়ঃ,
সত্যমেব তৎ, লিঙ্গমপি ত্বেবজ্ঞাতীয়কং ন প্রকরণাৎ বলীয়ো
ভবতি । অন্ত্যর্থদর্শনং হেতুং সাম্পাদিকায়িপ্রশংসাক্রুপত্বাৎ ।
অন্ত্যর্থদর্শনকাসত্যামন্ত্যস্থাং প্রাপ্তৌ গুণবাদেনাপ্যুপপদ্যমানং
ন প্রকরণং বাধিতুমুৎসহতে । তস্মাৎ সাম্পাদিকা অপ্যেতে-
হ্গুয়ঃ প্রকরণাৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশিন এব স্যুঃ । মানসবৎ । যথা
দ্বাদশরাত্রেস্থ দশমেহহন্যবিবাক্যে পৃথিব্যা পাত্রেণ সমুদ্রেস্থ

দপি ন প্রকরণবিরোধায়ালমিতি সাম্পাদিকা অপেতে অগ্নয়ঃ প্রকরণাৎ ক্রিয়ানু-
প্রবেশিন এব মানসবৎ । দ্বাদশাহে তু ক্ষয়তে, “অনয়া ত্বা পাত্রেণ সমুদ্রং রসয়া
প্রাক্ষাপত্যং মনোগ্রহং গৃহ্যামি ইতি । তত্র সংশয়ঃ । কিং মানসং দ্বাদশাহাদহরন্তর-
মুত তন্মধ্যপাতিনো দশমস্তাহোহক্ষমিতি । তত্র বাধৈ দ্বাদশাহো মনো মানসমিতি
মানসস্থ দ্বাদশাহাদেদেন ব্যপদেশাঘাঘনসভেদবভেদেঃ । নির্দ্ধূতানি দ্বাদশাহস্ত
গতরসানি ছন্দাংসি তানি মানসেনৈবাপ্যায়স্তীতি চ দ্বাদশাহস্ত মানসেন স্তূয়মান-
ত্বাস্তেদে চ সতি স্তুতিস্বত্ব্যভাবস্তোপপত্তেঃ ।

দ্বাদশাহাদহরন্তবৎ ন তদঙ্গং, পত্নীসংযাজাস্ত্বাচ্ছাচ্ছা পত্নীঃ সংযাজ্য মানসায়

ঐ সকল অগ্নি কাহারও অঙ্গ নহে ; প্রত্যুত স্বতন্ত্র, এ কথা গ্রাহ্য নহে ; কারণ এই
যে, ঐ সকল অগ্নি পূর্ব্বকথিত ক্রিয়াময় অগ্নির প্রকরণে পঠিত ; সে জন্ত সে সকল
ক্রিয়াক্ষ অগ্নিরই বৈকল্পিক উপদেশ । যেহেতু বৈকল্পিক উপদেশ, সেই হেতু
স্বতন্ত্র বা পৃথক্ তত্ত্ব নহে । (ইষ্টকা নামে পরিভাষিত অগ্নি, তাহার চয়ন করি-
বেক, পূর্বে এইরূপ উপক্রমে ইষ্টকাগ্নিচয়নের বিধান হইয়াছে । সেই ইষ্টকাগ্নি-
চয়নের সন্নিধানে ঐরূপ বিকল্পের অর্থাৎ তাহারই সঙ্কল্পময় প্রকারের উপদেশ
দেখা যায় । অতএব, ক্রিয়াগ্নি বদ্রপ, এই সাক্ষরিক অর্থাৎ মানসিক (মানস-
ব্যাপার সম্পাদ) অগ্নিও তদ্রূপ ; সুতরাং পুনঃ পূর্ব্বপক্ষ—উক্তাগ্নি ক্রিয়াক্ষ ।)
[ননু...মুৎসহতে] যদি বল, প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের বলবত্তা আছে, এ কথা
বলা হইয়াছে, হাঁ, বলা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু কথিত প্রকারের লিঙ্গ প্রকরণ অপেক্ষা
বলবৎ নহে । (অভিপ্রায় এই যে, বিধিবাক্যস্থ লিঙ্গই বলবৎ, অর্থবাদ বাক্যস্থ
লিঙ্গ বলবৎ নহে) । যেহেতু উহা সাম্পাদিক অগ্নির প্রশংসা কারক, সেই হেতু
উহা অন্ত্যর্থ অর্থাৎ অন্তের অঙ্গ । ঐ স্থলে যদি অন্তের (ক্রিয়ার) প্রাপ্তি না
থাকিত, তাহা হইলে ঐ দর্শন বা জ্ঞান অবশ্যই গুণবাদে উপগম হইলেও প্রকরণের
বাধা জন্মাইতে পারিত না । [তস্মাৎ...ইত্যর্থঃ] অতএব, ঐ সকল অগ্নি সাম্পা-
দিক (বাহ্য সঙ্কল্প বা মানসী-চিন্তায় অগ্নিভাবে সম্পন্নীকৃত হয়, তাহা সাম্পাদিক)
হইলেও প্রকরণ বলে ক্রিয়ানুপ্রবেশী অর্থাৎ ক্রিয়াক্ষ বলিয়া গণ্য ।

সোমশ্চ প্রজাপত্যে দেবতায়ৈ গৃহমাণশ্চ গ্রহণাসাদনহবনাহ-
রণোপহ্বানভক্ষণানি মানসান্তেবান্নায়ন্তে । স চ মানসোহপি
গ্রহকল্পঃ ক্রিয়াপ্রকরণাৎ ক্রিয়াশেষ এব ভবতি, এবময়মপ্যগ্নিকল্প-
ইত্যর্থঃ ॥ ৩।৩।৪৫ ॥

অতিদেশোচ্চ ॥ ৩।৩।৪৬ ॥*

অতিদেশৈচ্চবামগীনাং ক্রিয়ানুপ্রবেশমুপোদ্বলয়তি “ষট্‌ত্রিংশৎ

প্রস্পর্শীতি চ মানসস্ত পত্নীসংযাজস্ত পরস্তাৎ শ্রুতেঃ । ত্রয়োদশাহেহপ্যবযুক্ত্য
দ্বাদশসংখ্যাসমবায়াৎ কথঞ্চিৎকৃত্যপি বৃত্ত্যা দ্বাদশাহে সংজ্ঞাবিরোধাভাবাদিতি
প্রাপ্তেহভিধীয়তে । প্রমাণান্তরেন হি ত্রয়োদশাহেহং সিন্ধে দ্বাদশাহ ইতি জঘন্তয়া
বৃত্ত্যোন্নীয়েত, ন তন্তি তাদৃশং প্রমাণান্তরম্ । ন চ ব্যাপদেশভেদোহহরন্তরত্বং
কল্পয়িতুমর্হতি । অঙ্গাদিভেদেনাপি তদুপপত্তেঃ । অত এব চ স্তব্যস্তাবকভাবস্ত-
প্যুপপত্তিঃ, দেবদত্তস্তেব দীর্ঘৈঃ কেঠৈঃ । পত্নীসংযাজাস্ততা তু যন্তোপ্যোৎসর্গিকী,
তথাপি দশমস্তাহো বিশেষবচনাৎ মানসানি গ্রহণাসাদনহবনাদীনি পত্নীসংযাজাৎ
পরাক্ধি ভবিষ্যন্তি । কিমিহ হি ন কুর্যাদ্ বচনমিতি । এষ বৈ দশমস্তাহো বিসর্গো
বন্মানসমিতি বচনাৎ দশমাহরজ্ঞতা গম্যতে, বিসর্গোহস্তোহস্তবতো ধর্মো ন স্তত্ব
ইতি দশমেহহনি মানসায় প্রস্পর্শীতি দশমস্তাহু আধারহনির্দেশাচ্চ তদঙ্গং মানসং
নাহরন্তরমিতি সিদ্ধম্ । তদহি দ্বাদশাহসম্বন্ধিনো দশমস্তাহোহঙ্গং মানসমিতি ধর্ম-
গীমাংসানুত্রকতোক্তং, দশরাত্রগস্তাপি দশমস্তাহোহঙ্গমিতি ভগবান্ ভাষ্যকারঃ
শ্রুতান্তরবলেনাহ—বথা দশরাত্রস্ত দশমেহহন্তবিবাক্য ইতি । অবিবাক্য ইতি
দশমস্তাহো নাম ॥ ৩।৩।৪৫ ॥

ক্রিয়ামধ্যে মানস উক্তি যদ্রূপ, এখানেও তদ্রূপ জানিবে । ক্রিয়াক্ষে মানস
উক্তি বথা—বেদে দ্বাদশরাত্রসাধ্য একটা খাগ অভিহিত আছে । সেই মাসের
দশম দিবসে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে পৃথিবী পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরসের গ্রহণ,
আসাদন (যণাস্থানে স্থাপন), হবন, আহরণ, উপাস্থান ও ভক্ষণ করিবার বিধান
আছে । কিন্তু সে সমস্তই মানস অর্থাৎ মনে মনে চিন্তামাত্র করিতে হয় ।
সমুদ্ররূপ সোমরস ও তাহার গ্রহণ মানস হইলেও তাহা উপাস্থানামধ্যে গণ্য নহে ;
কিন্তু ক্রিয়াপ্রকরণে উক্ত হওয়ায় ক্রিয়াক বলিয়া গণ্য । এইরূপ মনশ্চৈ প্রভৃতিও
বস্তুতঃ অগ্নি না হইলেও অগ্নিতুল্য চিন্তনীয় এবং তাহা ক্রিয়াপ্রকরণে কথিত
হওয়ায় ক্রিয়াক বলিয়া গণ্য ॥ ৩।৩।৪৫ ॥

ঐ সকল অগ্নির অতিদেশও দেখা যায় । সেই অতিদেশ (তুলনা) ক্রিয়াক

* সাদৃশ্যেণ ক্রিয়াক্রমবোধনভিদেশঃ, তন্মাদপি ক্রিয়াক্রমবসীয়েত ।

পূর্বোপদিষ্ট ইষ্টকাচিত অগ্নি ক্রিয়াক, তাহার সহিত প্রজাবিত ঐ সকল সাম্পাদিক অগ্নির
অতিদেশ অর্থাৎ তুলনা করা হইয়াছে । এই তুলনা দুটো বলা বাহির্ভে পারে, ঐ সকল (মনশ্চৈ
প্রভৃতি) অগ্নি ক্রিয়াক ।

সহস্রাণ্যগ্নয়োহর্কাস্তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্বঃ ।”
সতি হি সামান্তেহতিদেশঃ প্রবর্ততে । ততশ্চ পূর্বৈর্গেষ্ঠকাচিতেন
ক্রিয়ানুপ্রবেশিনাং গ্নিনা সাম্পাদিকানগ্নীনতিদিশন্ ক্রিয়ানুপ্রবেশ-
মবৈষাং দ্যোতয়তি ॥ ৩ । ৩ । ৪৬ ॥

বিদ্যেব তু নির্ধারণাৎ ॥ ৩ । ৩ । ৪৭ ॥*

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি । বিদ্যাত্মকা এবৈতে স্বতন্ত্রা
মনশ্চিদাদয়োহগ্নয়ঃ স্ত্যন ক্রিয়াশেষভূতাঃ । তথা হি নির্ধার-

ন হি সাম্পাদিকানাগ্নীনামিষ্টকাস্থ চিতেনাগ্নিনা কিঞ্চিদন্তি সাদৃশ্যমন্ত-
ক্রিয়ানুপ্রবেশাৎ । তন্মাদপি ন স্বতন্ত্র ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে ॥ ৩ । ৩ । ৪৬ ॥

মা ভূদন্তেষাং ক্রতিবিধ্যাদেশানামন্তার্থদর্শনানামপ্রাপ্তপ্রাপকত্বম্, এতেষু স্বাক্রত-
বিধ্যাদেশেষু “বচনানি স্বপূর্ব্বাং” ইতি ত্রায়াধিবিকল্পেত্যঃ । তথা চৈতেভ্যো যাদু-
শোহর্থঃ প্রতীয়তে, তদন্তরূপ এব স ভবতি । প্রতীয়তে চৈতেভ্যো মনশ্চিদাদীনং
সাস্ত্যত্বাংস্বাধারণঞ্চ ফলভেদসম্বন্ধশ্চ পুরুষসম্বন্ধশ্চ । ন চাস্ত গোদোহনাদিবং
ক্রত্বার্থশ্রিতত্বং, যেন পুরুষার্থস্ত কল্পপারতন্ত্র্যং ভবেৎ । ন চ বিদ্যাচিত এবৈত্য-
ধারণং বাহুসাধনাপাকরণার্থম্ । স্বভাবত এব বিদ্যায়া বাহানপেক্ষত্বসিদ্ধেঃ । তন্মাৎ
পরিণেশায়াসগ্রহবৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশশক্তাপাকরণার্থমবধারণম্ । ন চৈবমর্থত্বে

বলিয়া বুঝাইতে সমর্থ । ষট্ক্রিৎশং সহস্র অগ্নি ও অর্ক (সূর্য) তাহাদিগের
মধ্যে প্রত্যেকটা তাহাই—যাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এই ক্রতিতে ক্রিয়াক্রতার
সাদৃশ্য লইয়া অতিদেশ (তুলনা) করা হইয়াছে । সামান্তের উপদেশ থাকিলেই
বিশেষ প্রাপ্তির জন্ত অতিদেশ বাক্যের উল্লেখ হইয়া থাকে । পূর্বে যে সামান্ততঃ
ইষ্টকাগ্নির উপদেশ আছে, তাহা ক্রিয়ানুপ্রবেশী অর্থাৎ ক্রিয়াক্স, সেই ক্রিয়াক্স
দ্বারা অতিদেশ করায় ঐ সকল সাম্পাদিক অগ্নিও ক্রিয়াক্স বলিয়া প্রতীত হইতে
পারে ॥ ৩ । ৩ । ৪৬ ॥

সূত্রস্থ তু-শব্দের অর্থ উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিষেধ । অর্থাৎ ঐ পূর্ব্বপক্ষ আপতিত
বা উক্তি হইতে পারে না । কারণ এই যে, ক্রতিতে নির্ধারণ বাক্য আছে ।
সেই সকল মনশ্চিতাদি অগ্নি যে ক্রিয়াক্স নহে, প্রত্যুত স্বতন্ত্র ও উপাসনাক্স ;
ক্রতি তাহা অবধারণবাক্যে (নিশ্চয় করিয়া) বলিয়াছেন । যথা—“পূর্ব্বোক্ত

+ সিদ্ধান্তসূত্রমেতৎ । তুঃ পক্ষব্যাবর্তকঃ । নির্ধারণাৎ অবধারণাৎ মনশ্চিদাদীনং বিদ্যা-
কতা সিধ্যতি ।

ক্রতি অবধারণ বাক্যে ঐ সকলকে বিদ্যাক্স বলিয়াছেন ; সে জন্ত ঐ সকলের বিদ্যাক্সতা
নিশ্চয় হয় ।

য়তি “তে হৈতে বিদ্বাচিত এব” ইতি “বিদ্বা হৈবেত এব-
শ্বিদশ্চিত্তা ভবন্তি” ইতি চ ॥ ৩। ৩। ৪৭ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৩। ৩। ৪৮ ॥*

দৃশ্যতে চৈষাং স্বাতন্ত্র্যে লিঙ্গম্, তৎ পুরস্তাদর্শিতং “লিঙ্গ-
ভূয়স্বাৎ” [বেং সূং ৩। ৩। ৪৪] ইত্যত্র ॥ ৩। ৩। ৪৮ ॥

ননু লিঙ্গমপ্যসত্যামন্যস্তাং প্রাপ্তাবসাধকং কস্মদ্ব্যচিদর্থস্থেত্য-
পাস্থ তৎ প্রকরণসামর্থ্যাৎ ক্রিয়াশেষত্বমধ্যবসিতমিত্যত উত্তরং
পঠতি—

শ্রুত্যাদিবলীয়স্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৩। ৩। ৪৯ ॥†

নৈবং প্রকরণসামর্থ্যাৎ ক্রিয়াশেষত্বমধ্যবসায় স্বাতন্ত্র্যপক্ষে।

সম্ভবতি ত্রোতকত্বমাত্রেন নিপাতশ্রুতিঃ পীড়নীয়। তস্মাৎ শ্রুতিলিঙ্গবাক্যানি
প্রকরণমপোত্ত্ব স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনামবগময়ন্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ৩। ৩। ৪৭ ॥

[রত্নপ্রভা । শ্রুতিলিঙ্গবাক্যৈঃ প্রকরণং বাধ্যমিতি সূত্রত্রয়ার্থঃ ॥ ইতি রত্ন-
প্রভা ॥ ৩। ৩। ৪৮ ॥]

অনুবন্ধাতিদেশশ্রুত্যাदिভ্য এবমেব বিজ্ঞেয়ম্ । তে চ ভাষ্যএব স্মৃটাঃ ॥ ৩। ৩। ৪৯ ॥

অগ্নি সকল নিশ্চিতই বিদ্বাচিত ।” বিদ্বার বা উপাসনার দ্বারা একরূপ জ্ঞানীর চিত্ত
অর্থাৎ অগ্নিসম্পত্তি হয় ।” ইত্যাদি ॥ ৩। ৩। ৪৭ ॥

ঐ সকল যে ক্রিয়াক্রম নহে, প্রত্যুত স্বতন্ত্র, তদ্বশে লিঙ্গ (চিত্ত) দর্শনও আছে ।
সে সকল লিঙ্গ অর্থাৎ চিত্ত ইতঃপূর্বে “লিঙ্গভূয়স্বাৎ” সূত্রে দেখান বা বলা
হইয়াছে ॥ ৩। ৩। ৪৮ ॥

যদি কেহ বলেন, অতের (ক্রিয়ার) প্রাপ্তি থাকিলে লিঙ্গ দর্শন অসাধক হয়
অর্থাৎ কার্য্যকারী বা বোধক হয় না, বোধক না হইলেই প্রকরণের বলে ঐ সক-
লের ক্রিয়াক্রমতা নিশ্চিত হইতে পারে, তাহার প্রতি উত্তরপ্রদানার্থ বলা
হইতেছে—

একরূপ প্রকরণের বলে ঐ সকলের ক্রিয়াক্রমতা স্থির করিয়া স্বাতন্ত্র্য পক্ষ বাধিত

* তেবাং স্বাতন্ত্র্যে লিঙ্গান্তপি দৃশ্যন্তে ॥

ঐ সকলের স্বাতন্ত্র্যপক্ষে লিঙ্গদর্শনও আছে । সে সকল পূর্বে বলা হইয়াছে ।

* আদিশব্দাৎ লিঙ্গবাক্যয়োঃ সংগ্রহঃ । শ্রুতিলিঙ্গবাক্যানাং বলীয়স্বাৎ ন বাধঃ, নৈবাং
স্বাতন্ত্র্যহানিরিতি বাবৎ ।

প্রকরণ বলে ঐ সকলের স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ করিতে পার না । কারণ এই যে, শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য,
এই তিনই প্রকরণ অপেক্ষা বলবান্ ; সুতরাং উক্ত তিনের দ্বারা প্রকরণ নিজেই বাধাপ্রাপ্ত
হয় ।

বাধিতব্যঃ, ঋত্যাদিবলীয়স্তাৎ । বলীয়াংসি হি প্রকরণাৎ ঋতি-
লিঙ্গবাক্যানীতি স্থিতং ঋতিলিঙ্গসূত্রে । তানি চেহ স্নাতস্ত্যাপক্ষং
সাধয়ন্তি দৃশ্যন্তে । কথম্ ? ঋতিস্তাবৎ “তে হৈতে বিদ্বাচিত
এব” ইতি । তথা লিঙ্গং “সর্বদা সর্বাণি ভূতানি চিহ্নন্ত্যপি
স্বপতে” ইতি । তথা বাক্যমপি “বিদ্বা হৈবৈত এবম্বিদশ্চিতা
ভবন্তি” ইতি । “বিদ্বাচিত এব” ইতি হি সাবধারণেয়ং ঋতিঃ
ক্রিয়ানুপ্রবেশেহমীষামভ্যুপগম্যমানে বধিতা স্তাৎ ।

নম্ববাহুসাধনত্বাভিপ্রায়মিদমবধারণং ভবিষ্যতি । নেতুচ্যতে ।
তদভিপ্রায়তয়াং হি “বিদ্যাচিতঃ” ইতীয়াতা বিদ্যাস্বরূপ-

(বিদ্যাচিত) করিতে পার না । কেননা, ঐরূপ প্রকরণ অপেক্ষা ঋতি, লিঙ্গ,
বাক্য এই তিন প্রমাণই বলবান । প্রকরণ অপেক্ষা ঐ সকলের বল অধিক, সে
জ্ঞান প্রকরণ নিজেই ঐ সকলের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, স্বসম্পর্কিত অর্থ প্রত্যয়ন
করিতে পারে না । এ কথা পূর্বমীমাংসার ঋতিলিঙ্গাদির বলাবল নির্ণয়সূত্রে
অভিহিত হইয়াছে । সে সকলকে অর্থাৎ ঋতি, লিঙ্গ ও বাক্য, এই তিন প্রমাণকে
উদাহৃত অগ্নির স্নাতস্ত্যাপক্ষ সাধন ও ক্রিয়ানুপক্ষ নিবারণ করিতে দেখা যায় ।
[ঋতিস্তাবৎ...স্তাৎ] ঋতি যথা—“সেই এই মনশ্চিতাদি অগ্নি বিদ্বাচিত ব্যতীত
অন্য কিছু নহে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ক্রিয়াগ্নি নহে ।” লিঙ্গ যথা—“সমুদায় প্রাণী
সকল সময়ে এই অগ্নির চয়ন করে ।” (ক্রিয়ানু অগ্নি সকল সময়ে সর্বপ্রাণিকর্তৃক
চিত হয় না । এই সকল কারণে মনশ্চিতাদি অগ্নির মাত্র ধ্যানরূপতাই প্রতীত
হয়, বাহ্যরূপতা প্রতীত হয় না) । যথা—“বিদ্বার অর্থাৎ ধ্যানরূপ উপাসনার দ্বারা
ঐ সকল দ্রব্য সেই সেই উপাসককর্তৃক চিত হইয়া থাকে ।” মনশ্চিতাদি অগ্নিকে
(অগ্নি বলিয়া কথিত মনশ্চিত প্রভৃতি প্রকৃত অগ্নি নহে ; কিন্তু অগ্নিতুল্য । অগ্নি-
রূপে চিন্তনীয় বা ধোয়) । ক্রিয়ানু বলিতে গেলে “বিদ্বাচিত এব” এই ঋতি
বাধিত (অর্থ প্রকাশে অসমর্থ, সূতরাং মিথ্যা) হইবেক । এস্থলে ঋতি-শব্দের
অর্থ—সাক্ষাৎ অর্থ-প্রত্যায়ক শব্দ । বিদ্বাচিত এব, এই হই শব্দে সাক্ষাৎ বা
মুখ্যরূপে উক্ত অর্থের প্রতীতি হয়, সেই কারণেই উহা ঋতি ।

[নম্ববাহু...কল্পতে] যদি বল, ঐ অবধারণ বা ঐ ঋতি (বিদ্যাচিত এব,)
অবাহুসাধন অভিপ্রায়ে কথিত, ইহা বলা হইয়াছে । আমরা বলি, তাহা নহে ।
ঐ সকল অগ্নি অবাহুসাধন অর্থাৎ মানস বা কেবল মনে মনে ঐ সকলের অগ্নি

* মানসগ্রহের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । “পৃথিবী-পাত্রে সমুদ্র-সোমরসের পান” ইত্যাদি ।
পৃথিবীরূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরস হাপন করিয়া তাহা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা মানস অর্থাৎ
চিন্তনীয় ব্যতীত অন্য কিছু সম্ভবে না । এই চিন্তনীয় বা মানস গ্রহ বাগক্রিয়ার একটা অঙ্গ ।
এতদুপাং চিন্তনীয় অগ্নি মনশ্চিতাদিও বাগানু হইতে পারে । পূর্বপক্ষ কোটিতে এ সকল কথা
বলা হইয়াছে, দেখিয়া লও ।

সঙ্কীৰ্তনে নৈব কৃতত্বাদনর্থকমিদমবধারণং ভবেৎ । স্বরূপমেব
 হেযামবাহুসাধনত্বমিতি । অবাহুসাধনত্বেহপি মানসগ্রহবৎ
 ক্রিয়ানুপ্রবেশশঙ্কায়াং তন্নিবৃত্তিফলমবধারণমর্থবদ্ ভবিষ্যতি ।
 তথা “স্বপতে জাগ্রতে চৈবশ্বিদে সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বাণি ভূতান্তেতানগ্নীন্
 চিহ্নন্তি” ইতি সাতত্যদর্শনমেতেষাং স্বাতন্ত্র্যেণৈব কল্পতে ।
 যথা সাম্পাদিকে বাকুপ্রাণময়ে অগ্নিহোত্রে “প্রাণং তদা বাচি
 জুহোতি, বাচং তদা প্রাণে জুহোতি” ইত্যুক্ত্য উচ্যতে
 “এতে অনন্তে অমৃতে আহুতী জাগ্রচ্চ স্বপৎশ্চ সততং জুহোতি”
 ইতি, তদ্বৎ । ক্রিয়ানুপ্রবেশে তু ক্রিয়াপ্রয়োগস্থানকালত্বাৎ
 ন সাতত্যেনৈষাং প্রয়োগঃ কল্পেত । ন চেদমর্থবাদমাত্রমিতি

ধ্যান অভিপ্রায়ে অভিহিত হয় নাই । ঐ সকল অবাহু সাধন অভিপ্রায়ে অভিহিত
 হইলে “বিদ্যাচিহ্নঃ” এই পর্য্যস্ত বলিলেই সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত, “এব” পর্য্যস্ত
 বলিতে হইত না । “বিদ্যাচিহ্নঃ” এই অংশের দ্বারাই ঐ সকলের উপাসনারূপিত্ব
 বলা সিদ্ধ হয় ; সুতরাং তদুপরি কথিত অবধারণের অর্থাৎ “এব” শব্দের
 সার্থক্য থাকে না । কেননা, অবাহু-সাধনতাই ঐ সকলের স্বরূপ । ঐ অগ্নিচয়ন
 বহিঃস্থ হস্তাদির দ্বারা সাধিত হয় না, কেবলমাত্র মানস-ব্যাপারেই ঐ সকলে
 অগ্নিতাব আহিত হইয়া থাকে । ঐ সকল অগ্নি অবাহুসাধন—বাহু উপকরণে
 সাধিত হয় না ; সুতরাং কেবলমাত্র মনোব্যাপারে (ধ্যানে বা ভাবনায়) সাধিত
 হয়, সেই জন্ত মানসগ্রহের ত্রায় * ঐ সকল ক্রিয়াক্স কি-না, সে আশঙ্কা উত্থাপিত
 হইতে পারে । সেই জন্তই শ্রুতি তাদৃশ আশঙ্কার উচ্ছেদার্থ অবধারণবাচী “এব”
 শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । যদি এই তাৎপর্য্য গ্রহণ কর, তাহা হইলে আশঙ্কা
 নিবৃত্তিরূপ ফলের উৎপাদন করায় ঐ অবধারণ-শব্দের অর্থাৎ “এব” শব্দের
 সার্থক্যভঙ্গাদি হইবে কেন ? আরও দেখ, “সমুদায় প্রাণী সৰ্ব্বদাই স্তম্ভ ও জাগ্রৎ
 অবস্থায় ঐরূপ জ্ঞানীর উদ্দেশে এই সকল অগ্নি চয়ন করিতেছে ।” এতৎশ্রুতিস্থ
 যে সাতত্য শ্রবণ, এই সাতত্য শ্রবণ ক্রিয়াক্সপক্ষে সঙ্গত হয় না ; কিন্তু উপাসনা
 পক্ষ স্বীকার করিলে সঙ্গত হয় । [যথা সাম্পাদিকে...সিদ্ধিঃ] বিবেচনা কর,
 সাম্পাদিক প্রাণময় অগ্নিহোত্রের বিবরণে (আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্র হোমের
 বিধান) “সেই সময় অর্থাৎ ধ্যানকালে প্রাণকে বাক্যে এবং বাক্যকে প্রাণে
 আহুতি দেওয়া হয়” এই উক্তির পর অভিহিত হইয়াছে—“এই হুই অনন্ত ও
 অমৃত আহুতি সৰ্ব্বদাই জাগ্রৎ স্বপ্ন উভয় অবস্থায় হত হয় ।” এই উক্তি
 যজ্ঞপ, মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির উল্লেখও তদ্রূপ । ঐ সকল অগ্নিকে ও ঐ হোমকে
 ক্রিয়াপ্রবিষ্ট করিতে পার না । অর্থাৎ ক্রিয়াক্স বলিতে পার না । কেননা,
 ক্রিয়ার অন্তর্ধান অন্তকালব্যাপী, সুতরাং তদনুষ্ঠানের সাতত্য অসম্ভব । শ্রুতি

ত্ৰায়াম্ । যত্ৰ হি বিস্পষ্টো বিধায়কো লিঙ্গাদিরূপলভ্যতে, যুক্তং তত্ৰ সঙ্কীৰ্ত্তনমাত্রস্বার্থবাদত্বম্, ইহ তু বিস্পষ্টবিধাস্তরানু-পলক্ষেঃ সঙ্কীৰ্ত্তনাদেবৈবাং বিজ্ঞানানাং বিধানং কল্পনীয়ম্ । তচ্চ যথাসঙ্কীৰ্ত্তনমেব কল্পয়িতুং শক্যত ইতি সাতত্যাদর্শনাং তথাভূতমেব কল্প্যতে । ততশ্চ সামর্থ্যাদেবাং স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধিঃ । এতেন “তদযৎ কিঞ্চেমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি, তেষামেব সা কৃতিঃ” ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ । তথা বাক্যমপি “এবম্বিদে” ইতি পুরুষবিশেষসম্বন্ধমেবৈষামাচক্ষাণং ন ক্রতুসম্বন্ধং যুষ্যতে । তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যপক্ষ এব জ্যায়ানিতি ॥ ৩ । ৩ । ৪৯ ॥

অনুবন্ধাদিত্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্বং দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥ ৩ । ৩ । ৫০ ॥*

ইতশ্চ প্রকরণমুপমুদ্য স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাম্ প্রতিপত্তব্যম্,*

যখন, “সততং জুহোতি” বলিয়াছেন, তখন নিশ্চিতই উহা উপাসনা-বিশেষ, ক্রিয়ার অঙ্গবিশেষ নহে । ঐ বাক্যকে কেবলমাত্র অর্থবাদ বলাও ত্রায্য হয় না । যে স্থলে স্পষ্টরূপ বিধায়ক লিঙ্গ উপলব্ধ হয়, সেই স্থলেই কীর্ত্তনমাত্রের অর্থবাদতা বলা যুক্তিসিদ্ধ । কিন্তু উদাহৃত স্থলে বিস্পষ্ট বিধাস্তর উপলব্ধ না হওয়ায় কীর্ত্তনের (উল্লেখের) বলেই ঐ সকল বিজ্ঞানের (ধ্যানাত্মক জ্ঞানের) বিধান কল্পনা করা হয় । পরন্তু বিধানকল্পনা কীর্ত্তন দৃষ্টে কীর্ত্তনের অনুসারেই কৃত হইয়া থাকে । (যদ্রূপ কীর্ত্তন—যদ্রূপ পাঠ—তদ্রূপ বিধান কল্পনীয় ।) উদাহৃত শ্রুতিতে সাতত্যা কীর্ত্তন আছে, সূতরাং সাতত্যা রক্ষা হইতে পারে, এরূপ কল্পনা করাই বিধেয় । এতদনুসারেও প্রোক্ত অগ্নিসমূহের (মনশ্চিৎ প্রভৃতির) স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হয় । [এতেন...জ্যায়ানিতি] এই সাতত্যা শ্রুতির ব্যাখ্যার দ্বারা “প্রাপী সকল মনে মনে যে কিছু সংকল্প করে” ইত্যাদি শ্রুতিরও ব্যাখ্যা সম্পন্ন হইল । অপিচ, “যে এবম্বিৎ” এ বাক্যও পুরুষ-বিশেষের সম্বন্ধ অভিহিত হইয়াছে, যজ্ঞসম্বন্ধ অভিহিত হয় নাই । অর্থাৎ ঐ বাক্যও ক্রিয়াক্স অগ্নি কথিত হয় নাই ; কিন্তু উপাসনাক্স অগ্নিই কথিত হইয়াছে । বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত যুক্তিতে মনশ্চিৎ ও বাক্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির স্বাতন্ত্র্যপক্ষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত হয় ॥ ৩ । ৩ । ৪৯ ॥

প্রকরণ ভঙ্গ করিয়া মনশ্চিৎ প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র পক্ষে নিক্ষেপ করিবার (মনশ্চিৎ প্রভৃতিকে যজ্ঞাক্স অগ্নি না বলিয়া ধ্যানাক্স বলিবার) অত্র হেতুও

* আদি-শব্দদতিদেশাদয়ঃ । সম্পদুপাস্তো মনোবৃত্তিষ্ ক্রিয়াক্সানাম্ যোগজনমুপেক্ষকঃ । অনুবন্ধাদিত্যশ্রুতিলিঙ্গবাক্যভাঃ কারণভাঃ স্বাতন্ত্র্যমেব মনশ্চিদাদীনাম্ বিজ্ঞায়তে । প্রজ্ঞা-

যৎ ক্রিয়াবয়বান্মনআদিব্যাপারেষ্মনুবন্ধাতি “তে মনসৈবাধীযন্ত
মনসৈবাচীযন্ত মনসৈব গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাহস্তবন্ মনসাহশংসন্,
যৎ কিঞ্চিদ যজ্ঞে কৰ্ম ক্রিয়তে যৎ কিঞ্চিদ যজ্ঞীয়ং কৰ্ম
মনসৈব তেষু তন্মনোময়েষু মনশ্চিৎস্ত মনোময়মক্রিয়ত”
ইত্যাদিনা। সম্পৎফলো হুয়মনুবন্ধঃ। ন চ প্রত্যক্ষাঃ
ক্রিয়াবয়বাঃ সন্তুঃ সম্পদা লিপ্সিতব্যাঃ। ন চাত্রোদগীথাহু্য-

যদ্বক্তং পূৰ্বপক্ষিণা ক্রত্বক্বে পূৰ্বেণেষ্টকাচিতেন মনশ্চিদাদীনাং বিকল্প
ইতি, তদতুল্যকার্য্যেণ দুষয়তি “ন চ সত্যেব ক্রিয়াসম্বন্ধে” ইতি ॥ ৩। ৩। ৫০ ॥

আছে। সেই অস্ত্র হেতু এই—উক্ত স্থলে যে-কিছু ক্রিয়ার অবয়ব—যে-কিছু
অঙ্গ—সমস্তই মানস ব্যাপারের অধীন বা ধ্যানসম্পাদ্য। যথা—সেই সকল অগ্নি
মনের দ্বারাই আহিত হয়, মনের দ্বারাই চিত হয়, গ্রহ বা পাত্র মনের দ্বারাই
জ্বত হয়, এবং মনের দ্বারাই শংসিত হয়। অধিক কি বলিব, যে-কিছু যজ্ঞকৰ্ম—
যজ্ঞের উপকারক অঙ্গ, যে-কিছু যজ্ঞীয় কৰ্ম অর্থাৎ যজ্ঞরূপের নির্বাহক,
সমস্তই মনের দ্বারা—সমস্তই মনোময়। মনোময় মনশ্চিৎ প্রভৃতি বিষয়ে
মনোময়ী ক্রিয়া কৃত হইয়া থাকে।” ইত্যাদি। (ফলিতার্থ—অগ্নি, অগ্ন্যাধান,
ইষ্টকাচয়ন, যজ্ঞপাত্রের জ্বতি, হোতাকর্তৃক তাহার প্রশংসা, এ সমস্তই মনে মনে—
বাহিরে নহে। শ্রুতি বলিতেছেন—মনের এক একটা বৃত্তি লইয়া তাহাতে
যাগের বা যজ্ঞক্রিয়ার ঐ সকল অঙ্গ যথাক্রমে ভাবনা করিবেক ইত্যাদি)
[সম্পৎ...দীনাং] ঐ অনুবাদে অর্থাৎ মনোবৃত্তিতে যজ্ঞাঙ্গ-যোজনার ফল
সম্পৎ। সম্পৎ অর্থাৎ চিত্তকে তদ্ব্যবাপন্ন করা, অথবা চিত্তকে তদ্ব্যবীভূত করা।
অগ্নি, অগ্ন্যাধান, অগ্নিচয়ন, পাত্র গ্রহণ, হোতা, উদগাতা, অধ্বর্যু। তাহাদের
কর্তৃক হোম ও যজ্ঞপাত্রজ্বতি, এই সকল যজ্ঞাঙ্গ যদি প্রত্যক্ষে উপস্থিত থাকে,
তাহা হইলে, কিসের জন্ত কোন ব্যক্তি সে সকলকে সম্পদ্বাবে লাভ করিতে বা
পাইতে ইচ্ছা করে? বৃত্তিতে হইবে যে, ঐ সকল বাহিরে বা প্রত্যক্ষে নাই।
সমস্তই মনে মনে ভাবিয়া লইতে হয়। সমস্তই যখন মানস, তখন আর ঐ

স্তরপথক্ভবদিত। যথা প্রজ্ঞাস্তরাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতীনি শ্বেন শ্বেনানুবন্ধেন (নিমিত্তেন)
পূর্ণগেব কৰ্মভ্যো বিজ্ঞানান্তরেভ্যন্ত স্বতন্ত্রাণ্যেব ভবন্ত্যেবং মনশ্চিদাদিরোগীতি যোজনীয়ম্।
দৃষ্টচ পূৰ্ব্বতন্ত্ৰে—আদেষ্টি রাজহুয়প্রকরণপঠিতায়াঃ প্রকরণাদুৎকৰ্ণাঃ। তদ্বৃক্তমিতি পূৰ্ব্বকাণ্ডে।

শ্রুতি যে সম্পৎ-উপাসনার উদ্দেশে মনোবৃত্তিতে যজ্ঞাঙ্গের যোজনা করিয়াছেন, তাহা অনুবন্ধ
নামে খ্যাত। এই অনুবন্ধ এবং পূর্বোল্লিখিত অতিদেশ, শ্রুতি, বাক্য, লিঙ্গ,—এই হেতু
পঞ্চকের দ্বারাও মনশ্চিৎপ্রভৃতির স্বতন্ত্রতাই নির্ণীত হয়। অর্থাৎ সে যজ্ঞাঙ্গতা বুদ্ধি হান
পায় না। যেমন শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতি বিজ্ঞান বা উপাসনা অনুবন্ধ প্রভৃতির দ্বারা কৰ্ম ও অস্ত্র
উপাসনা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া নির্ধারিত হয়, সেইরূপ, মনশ্চিদাদিও যজ্ঞাঙ্গ হইতে সমাকৃষ্ট
হইয়া উপাসনাদে স্থাপিত ও স্বতন্ত্র বলিয়া নির্ধারিত হইবেক। আবেষ্টানামক বাগ
রাজহুয়যজ্ঞের প্রস্তাবে পঠিত হইলেও তাহার রাজহুয়াক্রতা নিবারণিত হইয়া স্বতন্ত্রতা নিশ্চয় হইতে
দেখা যায়। এ কথা পূর্বকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনি মুনি কৃত পূর্বসীমাংসা শাস্ত্রে বিবৃত আছে।

পাসনবৎ ক্রিয়ান্নসম্বন্ধাৎ তদনুপ্রবেশিত্বমাশঙ্কিতব্যং, শ্রুতি-
বৈরূপ্যাৎ । ন হত্র ক্রিয়ান্নং কিঞ্চিদাদায় তন্নিম্নদো নামাধ্য-
সিতব্যমিতি বদতি । ষট্‌ত্রিংশতন্তু সহস্রাণি মনোবৃত্তিভেদা-
নাদায় তেষ্মগ্নিঃ প্রহাদীংশ্চ কল্পয়তি, পুরুষযজ্ঞাদিবৎ । সজ্জা
চেয়ং পুরুষায়ুষস্তাহঃস্ব দৃষ্টা সতী তৎসম্বন্ধিনীষু মনোবৃত্তি-
স্বারোপ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্ । এবমনুবন্ধাৎ স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদা-
দীনাং । আদিশব্দাদতিদেশাৎপি যথাসম্ভবং যোজয়িতব্যম্ ।
তথা হি “তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূৰ্ব্বঃ” ইতি
ক্রিয়াময়স্থাপ্তে স্মাহাত্ম্যং জ্ঞানময়ানামেকৈকস্বাতীতিশব্দ-
ক্রিয়ায়ামনাদরং দর্শয়তি । নচ সত্যেব ক্রিয়াসম্বন্ধে বিকল্পঃ
পূৰ্ব্বেণোত্তরেণামিতি শক্যতে বক্তৃম্ । ন হি যেন ব্যাপারে-

সকলকে প্রকৃত যজ্ঞাঙ্গ বলিতে ক্ষমবান্ নহ । অবশ্যই মানিতে হইবে—স্বীকার
করিতে হইবে যে, ঐ সকল অগ্নি প্রকৃতাগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ অগ্নি নহে । ঐ সকল
কেবল ভাবনানিষ্পাদ্য বা উপাসনাত্মক ধ্যানসম্পাদ্য । ক্রিয়াঙ্গের সহিত সম্বন্ধ
আছে, তাই বলিয়া যে, উল্লীখাদি-উপাসনার ত্রায় মনশ্চিদাদিও ক্রিয়াঙ্গ হইবে,
তাহা হইবে না ; কেননা, শ্রুতিবৈরূপ্য আছে । (অর্থাৎ উল্লীখ-উপাসনা-
বোধক শ্রুতি একরূপ, মনশ্চিৎ প্রভৃতির অগ্নিবোধক শ্রুতি অত্ররূপ) । সেখানে
একটি ক্রিয়াঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাহাতে তন্মামক অধ্যাস (আরোপিত জ্ঞান
উৎপাদন) করিতে বলা হইয়াছে ; কিন্তু এখানে সেরূপ কোন প্রক্রিয়া বলা
হয় নাই । এখানে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র মনোবৃত্তি লইয়া তৎসমুদায়ে অগ্নিঃ ও
ও গ্রহঃ (গ্রহ = যজ্ঞপাত্র) প্রভৃতি কল্পনা করিতে বলা হইয়াছে । পুরুষ-প্রতীকে
যজ্ঞের কল্পনা যজ্ঞপ । পুরুষায়ুর সহিত দিবসসমূহের সম্বন্ধ থাকায় তৎসম্বন্ধবিশিষ্ট
মনোবৃত্তিনিচয়ে সেই সেই সংখ্যায় আরোপ করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে
হইবে । অতএব, উক্ত প্রকার অনুবন্ধে (কারণে) মনশ্চিৎ প্রভৃতির স্বতন্ত্রতা
অবশ্যত হয় এবং যজ্ঞাঙ্গতা নিবারিত হয় । [আদি...শকুবন্তি] আদি-শব্দ
প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, অনুবন্ধের ত্রায় অতিদেশ শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য,
সম্ভবানুসারে যোজনা করিবে । তদ্ব্যথা—সে সকলের এক একটি তজ্জপ,
যজ্ঞপ বা যাহা পূৰ্ব্ববর্ণিত ।” এই শ্রুতি ক্রিয়াঙ্গ অগ্নির মাহাত্ম্য জ্ঞানাক্ষ অগ্নির
(ভাবনাময় অগ্নির) এক একটির সহিত তুলিত করার ক্রিয়াবিষয়ে সে
সকলের অনাদর দেখাইয়াছেন । ক্রিয়াসম্বন্ধ আছে, তাই বলিয়া পূৰ্ব্বের
সহিত পরের বিকল্প কল্পনা করিতে পার না । কেননা, যে ব্যাপারে

গাহবনীয়ধারণাদিনা পূর্বঃ ক্রিয়ায়া উপকরোতি, তেনোত্তরে উপকর্তুং শরু বন্তি ।

যত্ন পূর্বপক্ষেহ্যতিদেশ উপোদ্বলক ইত্যুক্তং, সতি হি সামান্যেহতিদেশঃ প্রবর্তত ইতি—তদস্মৎপক্ষেহ্যগ্নি-ত্বসামান্যেনাতিদেশসম্ভবাৎ প্রত্যুক্তম্, অস্তি হি সাম্পাদিকা-নামপ্যগ্নীনামগ্নিত্বমিতি । শ্রুত্যাদীনি চ কারণানি দর্শিতানি । এবমনুবন্ধাদিভ্যঃ কারণেভ্যঃ স্বতন্ত্র্যং মন-শ্চিদাদীনং, প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্বং । যথা প্রজ্ঞান্তরাণি শাণ্ডি-ল্যবিদ্যাপ্রভৃতীনি স্বেন স্বেনানুবন্ধেনানুবধ্যমানানি পৃথগেব কর্মভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরেভ্যশ্চ স্বতন্ত্রাণি ভবন্ত্যেবমিতি । দৃষ্টশ্চা-বেষ্টেঃ রাজসূয়প্রকরণপঠিতায়াঃ প্রকরণাচুকর্ষঃ । বর্ণত্রয়ানুব-

পূর্বের উপকার হয়, সেই ব্যাপারের উত্তরের (পরবর্তীর) উপকার সাধিত হয় না । (পূর্ব = ক্রিয়াগ্নি । উত্তর = ধ্যানাগ্নি । ক্রিয়াগ্নি আহবনীয়াদি বাহুসাধন-সাধ্য ; কিন্তু ধ্যানাগ্নি কেবলমাত্র মনোবৃত্তিসাধ্য, সুতরাং সাধ্যভেদ থাকায় পূর্বোত্তরের বিকল্প অসম্ভব । ক্রিয়াগ্নি, অথবা ধ্যানাগ্নি, একরূপ হইলেই বিকল্প হয় । যেমন ঘরের দ্বারা অথবা ব্রীহির দ্বারা হোম করিলে, তাহা বিকল্প বলিয়া গণ্য হয়, সেইরূপ ।) [যত্ন...দর্শিতানি] যেহ্মলে পূর্বে সামান্য কখন থাকে, সেই স্থলেই পরে অতিদেশ করা সম্ভব হয়, এই বলিয়া পূর্বপক্ষবাদে যে বলা হইয়াছিল, অতিদেশ তাঁহাদের পক্ষে সাধক, সেই কথা লইয়া আমরাও বলি, আমাদেরই পক্ষে (সিদ্ধান্তপক্ষেই) অগ্নির সামান্ত্রের অতিদেশ সম্ভবে ; পূর্ববাদীর পক্ষে তাহা সম্ভবে না । কেননা, তাঁহারা দেখেন, ক্রিয়াজ্ঞ-সামান্য ; পবস্ত আমরা দেখাইলাম, সাধ্যভেদ থাকায় বিকল্প ও সমুচ্চয় উভয়ই অসম্ভব । এ কথা বিস্তৃত করিয়া বলা হইয়াছে । শ্রুতি, বাক্য, লিঙ্গ, এ সকল কারণও দেখান হইয়াছে । [এবমনু...মিতি] এবংরূপ অনুবন্ধাদি কারণ চতুর্ভেদে প্রোক্ত মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির স্বতন্ত্রতাই নির্ধারিত হয় । অল্প প্রজ্ঞা (জ্ঞান বা উপাসনা) যজ্ঞ পৃথক্, ইহাও তদ্রূপ পৃথক্ জানিবে । শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা, দহরবিজ্ঞা, ইত্যাদি ইত্যাদি উপাসনা প্রজ্ঞান্তর-শব্দের অভিধেয় । সে সকল যেমন স্ব স্ব অনুবন্ধের বলে কর্মসমূহ হইতে ও বিভিন্ন উপাসনা হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র, সেইরূপ এই মনশ্চিদাদি অগ্নিও ক্রিয়া, ক্রিয়াজ্ঞ ও উপাসনান্তর হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র । [দৃষ্ট...ইতি] আবেষ্টিনামক যাগ রাজসূয়প্রকরণ পঠিত,

† “রাজা (ক্রিয়) স্বর্গরাজা কামনার রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন ।” এইরূপে রাজসূয়-প্রকরণ আরম্ভ (শ্রুতিতে পঠিত) হইয়াছে । ইহারই কিয়দূরে আবেষ্টিনামক অল্প একটা যাগ কথিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণাদির্বর্ণভেদে ভিন্নরূপে তাহার অনুষ্ঠান করিবার বিধি দেখা যায় । যদি

কৃত্বাদ্রাজ্যজ্ঞাত্যচ রাজসূয়শ্চ । তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে “ক্রত্বার্থা-
য়ামিতি চেৎ, ন, বর্ণত্রয়সংযোগাৎ ॥ [জৈঃ সূঃ]” ইতি ॥ ৩৩৫০ ॥

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধমুত্থ্যবৎ ন হি

লোকাপত্তিঃ ॥ ৩৩৫১ ॥*

যদুক্তং মানসবদিতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে । ন মানস-গ্রহসামা-
ন্যাদপি মনশ্চিদাদীনাম্ ক্রিয়াশেষত্বং কল্প্যম্ । পূর্বোক্তোক্তভাঃ

অপি চ, পূর্বাপরয়োর্ভাগয়োর্বিস্তাখ্যাভ্যুদর্শনাৎ তদুপাধিপাতিনোহপি তৎ-
সামান্যাদ্বিত্যাদ্রাজ্যপ্রধানত্বমেব লক্ষ্যতে, ন কৰ্ম্মাক্ষয়মিত্যাহ সূত্রেণ ॥ ৩৩৫১ ॥

অথচ তাহার তৎপ্রকরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতা দেখা যায় । (পূর্বসীমাংসা-
শাস্ত্রে) । বর্ণত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ এবং রাজ্যজ্ঞতা এই দুই হেতুই তদুৎকর্ষের
কারণ । এ কথা প্রথমকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনিকৃত পূর্বসীমাংসায় অতিহিত
আছে । যথা—“বর্ণত্রয়সংযোগ হেতুতে আবেষ্টির রাজসূয়াস্তগততা
নাই ।” ॥ ৩৩৫১ ॥

পূর্বে যে, মানস-গ্রহের দৃষ্টান্ত দিয়াছিলে, অর্থাৎ পৃথিবীরূপ পাণ্ডে
সমুদ্ররূপ সোমরস গ্রহণাদি করিতেছি, ইত্যাদিবিধ চিন্তা বা ধ্যান করিবেক,
ব্রাহ্মণ যাগ করে, তবে নাইশ্চল্য আহুতি দিবেন, ইত্যাদি । সেই সকল পৃথক্ প্রয়োগ
বা পৃথক্ অনুষ্ঠান রাজসূয়-যজ্ঞের বহিভূত বর্ণত্রয়াশ্রুত্যাংগাবেষ্টি যাগেরই অঙ্গ । অর্থাৎ তাহা
রাজসূয়প্রকরণপঠিত হইলেও রাজসূয়ঙ্গ নহে ; তাহা বর্ণত্রয়াশ্রুত্যাংগাবেষ্টিনামক কাম্য যাগের
অন্তর্গত অঙ্গ । তৎপ্রতি কারণ এই যে, রাজসূয়যাগ রাজমাত্রকর্তৃক অশ্রুত্যাংগ, অস্তবর্ণাশ্রুত্যাংগ
নহে । এই বিষয়ের বিচার ও সিদ্ধান্ত পূর্বসীমাংসায় একাদশ অধ্যায়ে অতি বিস্তৃতরূপে
লিখিত আছে । সেই বিচার ও সিদ্ধান্ত এতৎ বিচারের ও সিদ্ধান্তের নিদর্শন । অর্থাৎ ইহাও
তাহারই অনুরূপ (সেই সিদ্ধান্তের অনুরূপ) ইহা বুঝিতে হইবেক ।

* বাদিনা উপপত্ত্যদৃষ্টান্তঃ বিঘটয়তি নেতি । ন মানসগ্রহসামান্যাদপি মনশ্চিদাদীনাম্ ক্রিয়া-
শেষত্বং কল্প্যম্ । কৃতঃ ? উপলক্ষে: স্রুত্যাভিভাঃ পূর্বোক্তোক্তভাঃ হেতুভাঃ কেবলপুরুষা-
র্থতোপলব্ধিরিতি যাবৎ । মৃত্যুবদিতি দৃষ্টান্তঃ । অগ্ন্যাদিতাপুরুষয়োঃ সমানেহপি মৃত্যুশব্দ-
প্রয়োগে ন যথা সাম্যাপত্তিরেবমিহাপি । ন হি লোকাপত্তিরিতাপি দৃষ্টান্তো ভবিতুমর্হতি ।
“অগ্নং বাব লোকে গৌতমগ্নিরজ্ঞাদিত্য এব সমিৎ” ইত্যত্র যথা সমিাদিনাসামান্যলোকান্তান্নি-
ভাবাপত্তিগ্ৰহণীতি সূত্রপদানামর্থঃ ।

মানস-সামান্তের দ্বারা (তাহাও মানস—মনোমাত্র-বিভাব্য এবং মনশ্চিদাদিও
মানস—মনোমাত্র-বিভাব্য । সূত্রঃ মানসঃ পক্ষে উভয়ই সমান ।) মনশ্চিদাদি অগ্নিকে
ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি বলিয়া নির্ধারণ করিতে পার না । কারণ এই যে, স্রুত্যাংগি এমানে ঐ
সকলের কেবল পুরুষশেষতা (পুরুষ অর্থাৎ ধ্যানকারী উপাসক । শেষ অর্থাৎ তাহার
শুণ ।) প্রতীত হয় । যেমন মৃত্যু বিশেষণ থাকায় অগ্নি-পুরুষের ও আদিত্য পুরুষের
আত্যন্তিক সাম্যবিঘটিত হয়, সেইরূপ, এখানেও অত্যন্ত সাম্য নাই বলিয়া জান । যেমন
সমিাদির সমানতা থাকিলেও এতলোকের আত্যন্তিক অগ্নি-সাম্য নাই । (ভাব্য
ব্যাখ্যা দেখ) ।

শ্রুত্যাদিভ্যো। হেতুভ্যাঃ কেবলপুরুষার্থত্বোপলব্ধেঃ। ন হি
কিঞ্চিৎ কস্মচিৎ কেনচিৎ সামান্যং ন সম্ভবতি, ন চ তাবতা
যথাস্বং বৈষম্যং নিবর্ততে। যত্ন্যবৎ। যথা “স বা এষ এব
মৃত্যুর্য এষ এতন্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ” ইতি, “অগ্নির্কেই মৃত্যুঃ”
ইতি চাগ্ন্যাদিত্যপুরুষয়োঃ সমানেহপি মৃত্যুশব্দপ্রয়োগে
নাত্যন্তসাম্যাপত্তিঃ। যথা চ “অসৌ বাব লোকোহগ্নিশ্চৈত-
মাস্তাদিত্য এব সমিৎ” ইত্যত্র ন সমিদাদিসামান্যাল্লোকস্তা-
গ্নিভাবাপত্তিস্তদ্বৎ ॥ ৩৩৫১॥

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাভ্বনু-

বন্ধঃ ॥ ৩৩৫২ ॥*

পরস্তাদপি “অয়ং বাব লোক এষোহগ্নিশ্চৈতঃ” ইত্যেত-

শ্রুটমস্ত ভাষ্যম্। অস্তি রাজহ্মঃ—রাজা স্বারাজ্যকামো রাজহ্ময়েন
এই বিধানের কথা বলিয়া তৎসঙ্গে প্রস্তাবিত মনশ্চিদাদি অগ্নির সমানতা
দেখাইয়াছিলে, এক্ষণে তাহার প্রতিবাদ বলিব। মানসগ্রহের সহিত সমানতা
আছে, তাই বলিয়া মনশ্চিৎ প্রভৃতিকে ক্রিয়াক্ষ অগ্নি বলিতে পার না।
কারণ, পূর্বোক্ত শ্রুতি, বাক্য, অনুবন্ধ ও লিঙ্গের দ্বারা ঐ অগ্নির কেবল
পুরুষার্থতাই অমৃত্যুত হয়, অর্থাৎ ঐ সকল অগ্নিভাবে উপাসকের ধ্যেয়
বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়। এমন কিছুই নাই—যাহা কোন না কোন অংশে
সমান হয় না। কেবল এক অংশে সাম্য আছে, তাই বলিয়া তাহার আত্যন্তিক
সমান হইবে না। সেক্ষপ সমানতার উল্লেখ কি কাহারো নিজ বৈষম্য বিদূরিত
করিতে পারে? তাহা পারে না। শ্রুতিতে আছে—“সেই মৃত্যু ইনি—
যিনি এতন্মণ্ডলের পুরুষ।” “অগ্নিই মৃত্যু”। এখানে দেখ, অগ্নি ও আদিত্য-
পুরুষ মৃত্যু-শব্দের প্রয়োগবিষয়ে সমান হইলেও উক্ত উভয় অত্যন্ত সমান
নহে। [যথা চ...তদ্বৎ] “হে গোতম, প্রসিদ্ধ এই লোক অগ্নি, ইহার
সমিধ্ আদিত্য।” এখানেও সমিধ্ প্রভৃতির সাম্য থাকিলেও উক্ত
লোকের যজ্ঞপ অগ্নিভাবাপত্তি হয় না, উদাহৃত স্থলেও তদ্রূপ অতিহিত
হইয়াছে জানিবে।

“চৈত অগ্নিই এই লোক” এই মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণ-বাক্যের দ্বারাও কেবল

* পরেণ চ পরস্তাদপি শব্দস্ত ব্রাহ্মণবাক্যস্ত তাদ্বিধ্যং তদ্বিধ্যং কেবলবিজ্ঞাবিধিগতমিতি
বাৰং। অস্তাবঃ—পূর্বোক্তব্রাহ্মণয়োঃ স্বতন্ত্রবিজ্ঞাবিধানাং তদ্ব্যভ্যন্ত ব্রাহ্মণতাপি স্বতন্ত্রবিজ্ঞা-
বিধিগতমিতি।

পূর্বে স্বতন্ত্রবিজ্ঞাবিধি আছে, পরেও স্বতন্ত্রবিজ্ঞার বিধান আছে, সুতরাং মধ্যবর্তী মনশ্চিদাদি
বাক্যও স্বতন্ত্র ও কেবল বিজ্ঞার কখন হইয়াছে। বিজ্ঞার অর্থাৎ উপাসনার (ভাবনার) দ্বারা

স্মিন্ অনন্তরে ব্রাহ্মণে তাদ্বিধ্যং কেবলবিদ্যাবিধিভ্যং শব্দস্ত
প্রয়োজনং লভ্যতে, ন শুদ্ধকৰ্ম্মাঙ্গবিধিভ্যম্। তত্র হি—

“বিদ্যায়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।

ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্ধাঃ সন্তপস্বিনঃ॥”

ইত্যেনে ন্নোকেন কেবলং কৰ্ম্ম নিন্দন্ বিদ্যাঞ্চ প্রশংস-
মেতদর্শয়তি। তথা পুরস্তাদপি “যদেতন্মণ্ডলং নয়তি” ইত্য-

যজেতেতি। তং প্রকৃত্যামনন্তি—অবেষ্টং নানেষ্টম্। আরোহোহষ্টকপালে
হিরণ্যং দক্ষিণেত্যেবমাদিতাং প্রকৃত্যাদীয়তে,—যদি ব্রাহ্মণো যজেত, বার্হ-
স্পত্যং মধ্যে নিধারাহতিং হর্যভিঘারয়েৎ যদি বৈশ্বো বৈশ্বদেবং, যদি রাজন্ত
ঐন্দ্রমিতি। তত্র সন্নিহতে। কিং ব্রাহ্মণাদীনাং প্রাপ্তানাং নিমিত্তার্থেন
শ্রবণম্, উত ব্রাহ্মণাদীনাময়ং যাগো বিধীয়ত ইতি। অত্র যদি প্রজাপালন-
কণ্টকোদ্ধরণাদি কৰ্ম্ম রাজ্যং, তন্ত কৰ্ত্তা রাজেতি রাজশব্দার্থঃ, ততো রাজা
রাজহুয়েন যজেতেতি রাজ্যন্ত কৰ্ত্তু রাজহুয়েহধিকারঃ। তস্মাৎ সম্ভবন্ত্য-
বিশেষেণ ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বৈশ্বা রাজ্যন্ত কৰ্ত্তার ইতি সিদ্ধম্। সৰ্ব্ব এবৈতে রাজহুয়ে
প্রাপ্তা ইতি, যদি ব্রাহ্মণো যজেতেত্যেবমাদয়ো নিমিত্তার্থাঃ শ্রুতয়ঃ। অথ তু
রাজঃ কৰ্ম্ম রাজ্যমিতি রাজকৰ্ত্তৃযোগাৎ তৎকৰ্ম্ম রাজ্যং, ততঃ কো রাজেতা-
পেক্ষারাম্, আর্যেযু তৎপ্রসিদ্ধেরভাবাৎ পিক-নেম-তামরসাদিশকার্ধাবধারণায়
য়েচ্ছপ্রসিদ্ধিরিবাক্ত্রাণাং ক্ষত্রিয়জাতৌ রাজশব্দপ্রসিদ্ধিতদবধারণকারণম্-ইতি
ক্ষত্রিয় এব রাজা—ইতি ন ব্রাহ্মণবৈশ্বয়োঃ প্রাপ্তিরিতি রাজহুয়প্রকরণং ভিষ্য
ব্রাহ্মণাদিকৰ্ত্তৃকাণি পৃথগেব কৰ্ম্মাণি প্রাপ্যন্ত ইতি ন নৈমিত্তিকানি। তত্র
কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নৈমিত্তিকানীতি—রাজ্যন্ত কৰ্ত্তা রাজেতি। অত্রাধাণ-
মাক্ত্রাণাঞ্চাবিবাদঃ। তথাহি—ব্রাহ্মণাদিষু প্রজাপালনকৰ্ত্তৃষু কনকদণ্ডাতপত্র-
শ্বেতচামরা দিলাঙ্গনেষু রাজপদমাক্ত্রাচার্ধ্যাশ্চাবিবাদং প্রযুক্তানা দৃশ্যন্তে।

বিভাগতাই লক্ষ হইতেছে, সুতরাং প্রোক্ত বাক্যে মাত্র বিভাগ অগ্নিরই
বিধান, কৰ্ম্মাঙ্গ অগ্নির বিধান নহে। ঐ স্থলে অত্র প্রকার কথাও আছে।
যথা—“যেখানে কাম সকল পরাস্ত—উপাসক উপাসনার দ্বারা সেই স্থানে
বা সেই লোকে আরোহণ করেন। দক্ষিণাদানসাধ্য বৈদিক-কৰ্ম্মকারীরা
ও অবিদ্বান্ তপস্বীরা সে স্থানে আরোহণ করিতে সমর্থ নহেন।”
শ্রুতি এই শ্লোকের দ্বারা কেবল কৰ্ম্মের অর্থাৎ জ্ঞান বা উপাসনা-শূন্ত
কৰ্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন এবং বিভাগ বা উপাসনার প্রশংসা করিয়াছেন।
সেই নিন্দা ও প্রশংসা, উভয়ের দ্বারাই মনশ্চিদাদি অগ্নির মানসস্থ
বা উপাসনাত্মকতা নির্ধারিত হইতেছে। [তথা...তথাত্মম্] তৎপরে যে
ব্রাহ্মণ বাক্য আছে, তাহাতেও বিভাগপ্রধানতা লক্ষ হয়। যথা—“এই

বহু অগ্ন্যবয়ব সম্পাদন করিতে হয়, সেই অভিপ্রারে শ্রুতি ঐ অগ্ন্যবয়বক অর্থাৎ ক্রিয়ান্নির সহিত
একত্রে উচ্চারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শ্মিন্ ব্রাহ্মণে বিদ্যাপ্রধানত্বমেব লক্ষ্যতে। “সোহব্রুতো ভবতি
যুত্ব্যর্থস্তাত্মা ভবতি” ইতি বিদ্যাফলেনৈবোপসংহারাত্ ন
কৰ্মপ্রধানতা, তৎসামান্যাদিহাপি তথাত্মম্। ভূয়াংসস্ত অগ্ন্য-
বয়বাঃ সম্পাদয়িতব্যা বিদ্যায়ামিত্যেতস্মাচ্চ কারণাদগ্নি-
নানুবধ্যতে বিদ্যা, ন কৰ্ম্মাক্ষত্বাৎ। তস্মাৎ মনশ্চিদাদীনাং
কেবলবিদ্যাত্মকত্বসিদ্ধিঃ ॥৩।৩।৫২॥

তেনাবিপ্রতিপত্তেঃ, বিপ্রতিপত্তাবপ্যার্য্যাক্ত প্রয়োগয়োর্ব-বরাহবদার্য্যপ্রসিদ্ধৈরাক্ত-
প্রসিদ্ধিতো বলীয়সীভাৎ, বলবদার্য্যপ্রসিদ্ধিবিরোধে ত্তত্ত্বম্। আয়াঃ পাণিনীয়-
প্রসিদ্ধেঃ, “বিরোধে ত্তনপেক্ষং শ্রাৎ” ইতি ত্রায়েন বাধনাৎ, তদন্তুগুণতয়া বা কথং-
চিন্নখনকুলাদিবদধাখ্যানমাত্রপরতয়া নীয়মানত্বাপ্রাজ্ঞাত্ব কৰ্ত্তা রাজ্ঞেতি সিদ্ধে-
নিমিত্তার্থাঃ শ্রুতয়ঃ। তথা চ যদি-শব্দোহপ্যাজ্ঞসঃ শ্রুদিতি প্রাপ্তম্। এবং
প্রাপ্ত উচ্যতে।

“রূপতো ন বিশেষোহস্তি হ্যার্য্যয়েচ্ছপ্রয়োগয়োঃ।

বৈদিকাষাক্যেশবাত্ত্ব বিশেষস্তত্র দশিতঃ ॥”

তদ্বিহ রাজ্ঞশব্দস্ত কৰ্ম্মযোগাষাক্য কৰ্ত্তরি প্রয়োগঃ? কৰ্ত্তৃপ্রয়োগাদ্বা কৰ্ম্মণি ইতি
বিশয়ে বৈদিকবাক্যশেষবদভিযুক্ততরত্নাত্ত্বভবতঃ পাণিনেঃ স্মৃতের্নির্নীয়তে—
প্রসিদ্ধিরাষ্ট্রাণামনাদিঃ, আদিমতী চাধ্যাণাৎ প্রসিদ্ধিঃ, গো-গব্যাদিশবৎ। ন চ
সম্ভাবিতাদিমন্তাবা প্রসিদ্ধিঃ পাণিনিম্মতিমপোত্তানাদিপ্রসিদ্ধিমানিমতীং কৰ্ত্তৃ-
স্বসহতে। গব্যাদিশবৎপ্রসিদ্ধেরনাদিভেদে ন গবাদিপদপ্রসিদ্ধেরপ্যাদিমন্তা-
পত্তেঃ। তস্মাৎ পাণিনীয়স্মৃত্যুহুমতাত্ত্বপ্রসিদ্ধিবলীয়ত্বেন ক্ষত্রিয়হজাতৌ রাজ-
শব্দে মুখ্যে তৎকৰ্ত্তব্যতজ্জাতৌ রাজশব্দো গৌঃ—ইতি ক্ষত্রিয়ত্বৈবধিকারাদ্-
রাজস্বরে তৎপ্রকরণমপোত্তাবেষ্টকৎকৰ্ণঃ। অথহ্যাহুর্যৌ যদিশব্দো ন
ত্পূৰ্ণবিধৌ সতি তমত্ৰথয়িতুমর্হতি। অত এবাহুঃ “যদিশব্দপরিত্যাগো কৃচাধ্যাহার-
কল্পন” ইতি। ইয়ঞ্চ রাজস্বয়াদধিকারাস্তরসেত্তরান্নাজ্ঞকামং যাজ্ঞয়েদিতি
নাস্তীতি কৃতা চিন্তা। এতন্নিবন্ধধিকারেহ্নাদ্যাকমস্ত ত্রৈবর্ণিকস্ত সম্ভবাৎ
প্রাপ্তেঃনিমিত্তার্থতা ব্রাহ্মণাদিশ্রবণজ্ঞেতি দুর্কারৈবেতি ॥৩।৩।৫২॥

যে মণ্ডল (হৃদয়) তাপ বর্ষণ করিতেছেন—” ইত্যাদি। “সে অমর
হয়—এই মৃত্যু যাহার আত্মা”। শ্রুতি এইরূপে বিজ্ঞাফল বর্ণনপূর্বক
প্রস্তাব সমাপ্ত করায় প্রস্তাবের কৰ্ম্মপ্রধানতা নিবারণ ও উপাসনার প্রাধান্ত
প্রদর্শন করিয়াছেন। সে প্রস্তাব ও এতৎপ্রস্তাব সমান; হুতরাং এখানেও
বিজ্ঞার বা উপাসনার প্রাধান্ত আছে। [ভূয়াং...সিদ্ধিঃ] বিজ্ঞায় অর্থাৎ উপা-
সনায় অগ্নিসম্বন্ধী বহু অবয়ব (অঙ্গ) সম্পাদন করিতে হইবে, তাবনা
করিতে হইবে—অনেক বস্তুকে অগ্নিতাবে দেখিতে হইবে—সেই কারণে
শ্রুতি বিজ্ঞাকে (উপাসনাকে) অগ্নিরূপ অমুবন্ধে নিদ্ধা করিয়াছেন।
কৰ্ম্মাক্ত বলিয়া সেরূপ অমুবন্ধ বলেন নাই। বিচারের উপসংহার এই যে,
প্রদর্শিত যুক্তিসমূহে মনশ্চিদাদি অগ্নির কেবল বিজ্ঞাক্তাই সিদ্ধ হয় ॥৩।৩।৫২॥

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাং ॥৩৩৫৩॥*

ইহ দেহব্যতিরিক্তস্বাত্মনঃ সদ্ভাবঃ সমর্থ্যতে বন্ধমোক্ষা-
ধিকারসিদ্ধয়ে । ন হুসতি দেহব্যতিরিক্ত আত্মনি পরলোক-
ফলাশেচাদনা উপপদ্যেরনু; কস্ম বা ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যেত ।
নমু শাস্ত্রপ্রমুখ এব প্রথমে পাদে শাস্ত্রফলোপভোগযোগ্যস্য
দেহব্যতিরিক্তস্বাত্মনোহস্তিত্বমুক্তম্ । সত্যমুক্তং—ভাষ্যকৃতা,
ন তু তত্রাত্মাস্তিত্বে সূত্রমস্তি । ইহ তু স্বয়মেব সূত্রকৃতা তদ-

অধিকরণতাৎপর্যমাহ—“ইহ” ইতি । সমর্থনপ্রয়োজনমাহ—“বন্ধমোক্ষ”
ইতি । অসমর্থনে বন্ধমোক্ষাধিকারভাবমাহ—“ন হুসতি” ইতি । অধস্তন-
তত্ত্বোক্তেন পৌনরুক্ত্যং চোদয়তি—“নমু” ইতি । পরিহরতি—“উক্তং
ভাষ্যকৃতা” ইতি । ন সূত্রকারেণ তত্রোক্তং, যেন পুনরুক্তং ভবেৎ, অপি তু

একগে বন্ধমোক্ষাধিকার-সিদ্ধির উদ্দেশে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব
সাধিত বা সমর্থিত হইবে । যদি দেহাতিরিক্ত আত্মা না থাকে, এই দেহই
যদি আত্মা হয়, তবে, পারলৌকিক ফলের উপদেশ উপপন্ন হয় না,
প্রত্যুত ব্যর্থ হয় । অপিচ, এই বেদান্ত-শাস্ত্র কাহার ব্রহ্মাত্মত্ব উপদেশ
করিবেন ? এই প্রত্যক্ষগোচরাবস্থিত নখর দেহের ব্রহ্মত্ব-উপদেশ উন্নত-
উপদিষ্টোপদেশের সহিত সমান বলিয়া গণ্য হয় । [নমু...প্রদর্শনায়] যদি
বল, পূর্বমীমাংসার প্রথম পাদে শাস্ত্রফল ও কর্মফল ভোগ করিবার
উপযুক্ত এতদেহে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নির্ণীত হইয়াছে, সে
কথা এখানে আবার কেন ? তদন্তরে আমাদের বলব্য এই যে, আত্ম-
মীমাংসার প্রথম পাদে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে
সত্য ; কিন্তু সে সমর্থন ভাষ্যকারীর । আত্মমীমাংসায় পারলৌকিক-
ফল-ভোগ-যোগ্য দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থক জৈমিনিকৃত
সূত্র নাই । (সেখানে সূত্র থাকিলে অবশ্যই এ সূত্রে পুনরুক্ত দোষ
উপস্থিত হইত ।) সেখানে তৎসমর্থক সূত্র না থাকায় এখানে (উত্তর-
মীমাংসায়) সূত্রকার ব্যাস স্বয়ং আক্ষেপ অর্থাৎ পূর্বপক্ষ উদ্ভাবনপূর্বক
তাদৃশ অমর আত্মার অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন । আচাৰ্য্য শবরস্বামী
(পূর্বমীমাংসার ভাষ্যকার) যে পূর্বমীমাংসার প্রথমপাদস্থ প্রমাণলক্ষণের

* একে বাদিনঃ । আত্মনো দেহাদ্ ব্যতিরেকমাহরিতি শেষঃ । সতি দেহে ভাবাং তদভাবে
চ তদভাবাদিতি চ তত্র হেতুরপত্তত্তে ।—

কোন কোন বাদী (নাটিক) আত্মাকে দেহের অনতিরিক্ত বলেন । অর্থাৎ এই চৈতন্য-
বিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলেন । দেহ বিভ্রামানেই আত্মার সদ্ভাব (আমার অস্তিত্ব), দেহের
অবিভ্রামানতার আত্মার ও অভাব—নাটিক । এই অমর ব্যতিরেক নামক বৃত্তি তাহাদের
পৌষক গ্রামণ ।

স্তিত্বমাক্ষেপপুরঃসরং প্রতিষ্ঠাপিতম্। ইত এবাক্ষ্যম্ভাচার্যেণ শবরস্বামিনা প্রমাণলক্ষণে বর্ণিতম্। অতএব চ ভগবতোপ-বর্ষণে প্রথমে তস্মৈ আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্বারঃ কৃতঃ। ইহ চেদং চোদনালক্ষণেষু পাস-নেষু বিচার্যমাণেষ্বাত্মাস্তিত্বং বিচার্যতে কৃৎস্নশাস্ত্রশেষত্ব-প্রদর্শনায়।

অপি চ, পূর্ববিস্তৃষ্টমধিকরণে প্রকরণোৎকর্ষাভ্যুপগমেন মন-

ভাষ্যকৃতা, ইত্যত্রতাস্তৈবার্হস্তাপকর্ষঃ প্রমাণলক্ষণোপযোগিতয়া তত্র কৃত ইতি। যত ইহ সূত্রকৃৎক্যতি, অত এব ভগবতোপবর্ষণোদ্বারোৎপকর্ষস্ত কৃতঃ। বিচারস্তাত্ত পূর্বোত্তরতত্ত্বশেষতামাহ—“ইহ চ” ইতি।

পূর্বাধিকরণসঙ্গতিমাহ—“অপি চ” ইতি। নব্বাত্মাস্তিত্বোপপত্তয় এবাত্মোচা-স্তাং, কিং তদাক্ষেপেণেত্যত আহ—“ আক্ষেপপূর্বিকা হি” ইতি।

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অমর আত্মার অস্তিত্ব বিচার উত্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল এই সূত্র। অর্থাৎ তিনি এই স্থান হইতে উৎকর্ষণ করতঃ সে বিচার বা সে নির্ণয় সমর্থন করিয়াছেন। শবরস্বামী যে, এই শারীরিক সূত্রের সার উৎকর্ষণ করতঃ সে বিচার লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বৃত্তিকারের বাক্য। বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষ * আত্ম মীমাংসায় “যস্তা-মুখ বজ্রমান স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়” এই বাক্যের প্রামাণ্য বিচারে বলিয়া-ছেন, স্বর্গকলভোক্তা আত্মা না থাকিলে উক্ত বাক্যের প্রামাণ্য ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি তাদৃশ আত্মার অস্তিত্ব নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক; কিন্তু এখানে (এই পূর্বমীমাংসায়) তৎসমর্থক সূত্র না থাকায় এবং শারীরকে তৎসমর্থক সূত্র থাকায় সে নির্ণয় সেই শারীরকেই করিব। উপবর্ষ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, পূর্ব মীমাংসায় ঐ বিচার করেন নাই। (ইহা-তেই বুঝা যাউতেছে যে, ভাষ্যকার শবরস্বামী এই স্থান হইতেই আকর্ষণ করতঃ প্রমাণলক্ষণ বিচারে তাদৃশ অমরাত্মার সম্ভাব বর্ণন করিয়াছেন)। এই বেদান্তশাস্ত্রেও পারলৌকিক-কল উপাসনার বিধায়ক বহু বাক্য আছে, সে সকল বাক্যও বিচার্য, সুতরাং তৎসঙ্গে অমর আত্মার অস্তিত্বও বিচার্য। এই বিচারে ইহাও প্রদর্শিত হইতেছে যে, দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কি নাই, এ বিচার-সমুদায় শাস্ত্রের অঙ্গ।

[অপিচ...মুৎপাদয়েদিতি] অব্যবহিত পূর্বে যে বিচার দর্শিত হইয়াছে, সে বিচারে প্রকরণের উৎকর্ষ স্বীকার ও মনশ্চিদাদি অধির পুরুষার্থতা অর্থাৎ

* ইনি পাণিনি মুনির পূর্বগুরু। ইনিই জৈমিনি সূত্রের ও বেদান্ত সূত্রের বৃত্তিকার। পাণিনির পূর্বে ইহার কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থও বিদ্যমান ছিল। ইহার এক খ্যাতনামা জাভা ছিলেন, তাঁহার নাম বর্ষ। প্রাচীন মগধ ইহাদের জন্মস্থান এবং অন্যান্য ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্বে ইহার জীবিত ছিলেন।

শ্চিদাদীনাং পুরুষার্থত্বং বর্ণিতম্। কোহসৌ পুরুষঃ, যদর্থ্য
এতে মনশ্চিদাদয়ঃ—ইত্যন্তাং প্রসক্তাবিদং দেহব্যতিরিক্ত-
স্বাত্মনোহস্তিত্বমুচ্যতে। তদন্তিত্বাক্ষেপার্থক্ষেদমাচ্চ সূত্রম্;
আক্ষেপপূর্ব্বিকা হি পরিহারোক্তির্বিবকিতেহর্থৈ স্মৃগানিধনন-
ন্তায়েন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎপাদয়েদিতি।

অত্রৈকে দেহমাত্রাভ্যদর্শিনো লোকায়াতিকা দেহব্যতিরিক্ত-
স্বাত্মনোহভাবং মন্যমানাঃ সমস্তব্যস্তেষু বাহ্যেষু পৃথিব্যাদিষ-
দৃষ্টমপি চৈতন্ত্যং শরীরাকারপরিণতেষু ভূতেষু স্মাদিতি
সম্ভাবয়ন্তস্তেভ্যশ্চৈতন্ত্যং মদশক্তিবদ্বিজ্ঞানং চৈতন্ত্যবিশিষ্টং কায়ঃ

আক্ষেপমাহ—“অত্রৈকে দেহমাত্রাভ্যদর্শিনঃ” ইতি। যন্তপি সমস্তব্যস্তেষু
পৃথিব্যাগ্রেজোবায়ুশ্চ ন চৈতন্ত্যং দৃষ্টং, তথাপি কায়াকারপরিণতেষু ভবিষ্যতি।
ন হি কিণাদয়ঃ সমস্তব্যস্তা ন মদনা দৃষ্টা ইতি নদিরাকারপরিণতা ন মদয়ন্তি।

উপাসক পুরুষের উপাসনার অঙ্গভাব, তাই কথাই বলা হইয়াছে। সেই কথাতাই
কথা উঠিয়াছে যে, সেই পুরুষ কে? ঐ সকল মনশ্চিদাদি অর্থ কাহার বা কীদৃক
পুরুষের বিশেষণ? এ কথা পূর্বেই উঠিয়াছিল, স্তত্রাং সে কথার
নির্ণয়ার্থ এই দেহাত্তিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিচার বলা হইল, অস্তিত্ব
বিচার করিতে গেলেই অগ্রে নাস্তিত্ব পক্ষ গ্রহণ করিতে হয়, সেই
কারণে প্রথমে এই ৫৩ সূত্রের অবতারণা। পূর্কপক্ষ উত্থাপন ও তাহার
পরিহার দেখাইয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে সে সিদ্ধান্ত স্মৃগানিধননের স্মায় *
স্থির অর্থাৎ অবিচালা হয়, কদাপি বিপরীত বুদ্ধি জন্মিতে পারে না; সেই
কারণে প্রথমে পূর্কপক্ষ সূত্র বলা হইল এবং অব্যবহিত পরেই সিদ্ধান্ত সূত্র
বলা হইবে।

[অত্রৈকে...ভাবাদিতি] আত্মবিষয়ে দেহাত্মবাদী লোকায়াতিকেরা
(চার্কাকেরা) মনে করে, দেহই আত্মা, অতিরিক্ত আত্মা নাই। পৃথক
পৃথক অথবা মিলিত বহিঃস্থ পৃথিবাদি ভূতে চৈতন্ত্যগুণ দৃষ্ট না হইলেও
মিলিত ও দেহাকারে পরিণত ভূতে তাহা দেখা যায়। তদন্ত-
সারে, শরীরাকারে পরিণত ভূতপদার্থেই চৈতন্ত্যের জন্ম সম্ভাবনা করা যায়।
তাহারা বলে, বিজ্ঞানের নাম চৈতন্ত্য, তাহা মদশক্তির স্মায় শরীরাকারে
সংহত ভূতনিচয় হইতেই উৎপন্ন হয়। তদ্বিশিষ্ট দেহই পুরুষ বা আত্মা নামে

* নাবিকেরা যখন নদীপক্ষে নৌকাযাত্রার্থ খোঁটা বা লগি প্রোথিত করে, তখন তাহারা
খোঁটাটিকে একবার উত্তোলিত করে, আবার প্রোথিত করে। সেইরূপ করিলে তাহা দৃঢ়
অর্থাৎ অবিচালা হয়, খুব পুতিয়া বসে। তাহাই “স্মৃগানিধনন স্মায়” এবং তদুত্তীর্ণে শাক্ত-
কারেরাও বিচারকে একবার না, পক্ষে—আবার হীপক্ষে স্থাপন করিয়া থাকেন, দৃঢ় করেন।

পুরুষ ইতি চাঙ্কঃ । ন স্বর্গগমনায়াপবগগমনায় বা সমর্থো দেহব্যতিরিক্ত আত্মাস্তি, যৎকৃতং চৈতন্যং দেহে স্ম্যৎ । দেহ এব তু চেতনশ্চাত্মা চেতি প্রতিজানতে, হেতুকাচক্ষতে— শরীরে ভাবাদিতি । যন্ধি যন্নিম্ সতি ভবত্যসতি চ ন ভবতি, তৎ তদ্ব্যবস্থানাধাবসীয়তে, যথাগ্নিধর্ম্মাবৌষধ্যপ্রকাশো । প্রাণ-চেষ্ঠাচৈতন্যস্বত্বাদয়শ্চাত্মব্যবস্থানাভিমতা আত্মবাদিনাম্, তেহ-প্যন্তরের দেহ উপলভ্যমানা বহিঃশচানুপলভ্যমানা অসিদ্ধে দেহ-

অহমিতি চাত্মভবে দেহ এব গৌরাদ্যাকারঃ প্রথতে—ন তু তদতিরিক্তসুদধিষ্ঠানঃ কুণ্ড ইব দধীতি । অতএবাহং স্থলো গচ্ছামীত্যাদিসমানাধিকরণোপপত্তি-রহমঃ স্থলানিতিঃ । ন জাতু দধিসমানাধিকরণানি মধুরাদীনি কুণ্ডশৈল্যাদি-করণ্যমভবন্তি সিতং মধুরং কুণ্ডমিতি । ন চাপ্রত্যক্ষমাশ্রিতমমুমানাদিতিঃ শক্যমুন্নতুম্ । ন খবপ্রত্যক্ষং প্রমাণমস্তি । উক্তং হি—

“দেশকালাদিরূপাণ্যং ভেদাভিমানস্তু শক্তিম্ ।

ভাবানামমুমানেন প্রসিক্তিরতিচলভা ॥” ইতি

যদা চ উপলব্ধিসাধ্য-নাস্তরীয়কভাবস্ত লিঙ্গস্তেয়ং গতিস্তদা কৈব কণা দৃষ্টব্যভিচারস্ত শব্দভাবার্থপক্ষে চাত্মাস্তপরোক্ষার্থগাচরায়াঃ, উপমানস্ত চ সর্বে-কদেশশাস্ত্রবিকল্পিতস্ত । সর্বসাক্ষরপ্যে তত্ত্বাৎ একদেশশাক্ষরপ্যে চাতিপ্রসঙ্গাৎ— সর্বস্ত সর্বোপোপমানাৎ । সৌত্রস্ত হেতুভাবাকৃত্য বাধ্যতঃ । চেষ্ঠা ইতি-হিতপ্রাপ্তিপরিস্কারার্থে ব্যাপারঃ । স চ শরীরধীনতয়া দৃষ্টমানঃ শরীরধর্ম্মঃ, এবং প্রাণঃ শ্বাসপ্রশ্বাসাদিরূপঃ শরীরধর্ম্ম এব । ইচ্ছাপ্রসঙ্গাদয়শ্চ যন্তপ্যাস্তরাঃ

খ্যাত । মরণের পর থাকে, স্বর্গে যায়, অথবা মুক্ত হয়, এরূপ কোন আত্মা নাই, অর্থাৎ দেহ ছাড়া বা দেহ হইতে অতিরিক্ত এমন কোন আত্মা নাই । যদি কেহ মরণের পর স্বর্গ নরক গমন করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে না হয়, দেহাধারে স্বতন্ত্র চেতনা আত্মা থাকা স্বীকার করা যাইত । অতএব এই দেহই চেতন ও আত্মা, ইহাই তাহাদের প্রতিজ্ঞা । ঐ প্রতিজ্ঞার সাধক হেতু—“শরীরে ভাবাৎ” । [সন্ধি...ক্রমঃ] যাহা যাহার বিজ্ঞমানতায় বিজ্ঞ-মান থাকে, বাহার অবিজ্ঞমানে অবিজ্ঞমান হয়, অর্থাৎ থাকে না, তাহা তাহার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে । যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নিধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত ; তেমনি, প্রাণচেষ্ঠা, চৈতন্য ও স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম বলিয়া আত্মবাদীদিগের মধ্যে বিদিত । ঐ সকল ধর্ম্ম (চৈতন্য ও স্মরণ-শক্তি প্রভৃতি) দেহেই অবস্থান করিতেছে, ইহাই প্রতীত হয়, বাহিরে উহাদের সত্তা উপগম্য হয় না । তাহা না হওয়ায় ঐ সকল দেহধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য । ঐ সকল ধর্ম্মের দেহাতিরিক্ত ধর্ম্মী (আশ্রয়) সিদ্ধ হয় না, তাহা না হওয়ায় অর্থাৎ তাহা প্রমাণপ্রমিত না হওয়ায় স্মৃত্যায় ঐ সকলকে

ব্যতিরিক্তে ধর্ম্মিণি দেহধর্ম্মা এব ভবিতুমর্হতি । তস্মাদ-
ব্যতিরেকো দেহাদাত্মন ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—॥৩৩৫৩॥

ব্যতিরেকস্তদ্ব্যভাবাবিত্তানতূপ-

লন্ধিবৎ ॥ ৩ । ৩ । ৫৪ ॥ *

ন হেতদন্তি, যদুক্তমব্যতিরেকো দেহাদাত্মন ইতি । ব্যতি-
রেক এবাস্ত্র দেহান্ত্রবিভূমর্হতি । তদ্ব্যভাবাবিত্তাৎ । যদি হি
দেহভাবে ভাবাৎ দেহধর্ম্মভ্রমাত্মধর্ম্মাণাং মন্যেত, ততো দেহ-

তথাপি শরীরাত্তিরিক্তস্তদপ্রায়ানুপলক্ষে সতি শরীরে ভাবাৎ তদন্তঃশরীরাত্মনা
এব, অতথা দৃষ্টহানাদৃষ্টকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ শরীরাত্তিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাতাবাৎ
শরীরে চ সম্ভবাৎ শরীরমেবেচ্ছাদিমদাত্ম্যেতি প্রাপ্ত উচ্যতে ॥৩৩৫৩॥

নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণমিতি ক্রবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে, কুতো ভবানুমানাদী-
নামপ্রাণামব্যবহারিতবানিতি । প্রত্যক্ষং হি লিঙ্গাদিরূপগাত্রগ্রাহি নাপ্রামা-
ণ্যমেবাং বিনিচ্ছেতুমর্হতি । ন হি ধুমজ্ঞানমিবামিল্লিয়ার্থসন্নির্কর্ষাদপ্রামাণ্য-
জ্ঞানমুদেতুমর্হতি, কিন্তু দেশকালাবস্থারূপভেদেন ব্যভিচারোৎপ্রেক্ষয়া । ন
দেহধর্ম্ম বলাই বক্তিসিদ্ধ, অথাৎ সেই গুলিই আত্মা নামের অভিধেয় ।
অতএব, আত্মা দেহ হইতে অনতিবিক্ত অর্থাৎ দেহই আত্মা, এতদতি-
রিক্ত আত্মা নাই । বাদিগণের নিকট এইরূপ পূর্ণপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ার স্বত্বকার
বলিতেছেন ॥৩৩৫৩॥

দেহ হইতে আত্মার অব্যতিরেক অর্থাৎ দেহই আত্মা—তদতিরিক্ত
আত্মা নাই, এ কথা বক্তৃাপেত নহে । দেহ হইতে আত্মার ব্যতিরেক
অর্থাৎ তাহার দেহাত্তিরিক্ততা বক্তিসিদ্ধ । বক্তি—তদ্বিশ্বমানেও তদ্বর্ণের
অভাব । দেহ আছে অথচ চৈতন্যাদি নাই, ইহাও দৃষ্ট হয় । যদি দেহের
বিশ্বমানতায় বিশ্বমান দেখিয়া আত্মধর্ম্ম গুলিকে দেহধর্ম্ম বলিয়া মনে
কর, নিশ্চয় কর, তাহা হইলে দেহের বিশ্বমানতায়ও সে সকলের

* অব্যতিরেকো দেহাদাত্মন ইতি ন বক্তবাং, কিন্তু ব্যতিরেক এব বক্তবাম্ । তত্র হেতুঃ
তদ্ব্যভাবাবিত্তাদিতি । দেহভাবেহপি হি প্রাপ্তচেষ্টাদীনাং দেহধর্ম্মাণাং অভাবাৎ মরণকালবর্ণনাং
ভেষামদেহধর্ম্মভ্রমেন সিদ্ধমিতি ত্রেষ্টবাম্ । উপলন্ধিবদিত্যুপলক্ষ্যাদানম্ । যথা ভবত্বিরূপলঙ্ঘন-
ভৌতিকবিষয়ায় ব্যতিরেকেণ ভাবোহিত্যুপপাদ্যেত, এবমাত্মাভিরপি ব্যতিরেকেণাত্মভিত্তমকী-
রিত ইতি দৃষ্টান্তপদব্যাখ্যা ।

বলিতেছিল যে, দেহই আত্মা—হেদব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মা নাই, তাহা এতিকেপযোগ্য ।
কেননা, যেগুলিকে তোমরা দেহধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ কর—বস্তুতঃ তাহার একটাও দেহধর্ম্ম নহে ।
প্রাপ্তচেষ্টার ও জ্ঞানাদির দেহধর্ম্মতা অসিদ্ধ । কেননা, দেহ সত্ত্বো হুতাবহার ঐ সকলের অভাব
দৃষ্ট হয় ; হুতরাং মানা উচিত যে, বাহ্য ঐ সকলের আশ্রয়, তাহা দেহ নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত
আত্মা । তোমরা যেমন তাহাকে (উপলঙ্ঘকে বা বিষয়ানুভবিতাকে) বিষয়াত্তিরিক্ত বলিয়া
স্বীকার কর, সেইরূপ আমরাও উপলঙ্ঘরূপ আত্মাকে সে সকল হইতে পৃথক্ বলিয়া অবধারণ
করি । (ভাব্য ব্যাখ্যা দেখ) ।

ভাবেহ্যভাবাদতৎকৰ্মত্বমেবাং কিং ন মন্তেত । দেহধৰ্মবৈলক্ষ-
ণ্যাং । যে হি দেহধৰ্মা রূপাদয়ন্তে যাবদেহং ভবন্তু, প্রাণচেষ্ঠা-

চৈত্যান্ প্রত্যক্ষস্ত ব্যাপারঃ সম্ভবতি । যথাহঃ—ন হীদমিয়তো ব্যাপারান্
কৰ্ত্তুং সমর্থং, সন্নিহিতবিষয়বলেনোৎপত্তেরবিচারকত্বাদিতি । তস্মাদগ্নিন্নিচ্ছ-
তাপি প্রমাণান্তরমভ্যুপেয়ম্ । অপি চ প্রতিপন্নং পুমাংসমপহায়াপ্রতিপন্ন-
সন্ধিদ্ধাঃ প্রেক্ষাবন্তিঃ প্রতিপাণ্ডন্তে । ন চৈষামিচ্ছাবো ভবৎপ্রত্যক্ষগোচরঃ ।
ন খবেতে গোরহাদিবং প্রত্যক্ষগোচরাঃ, কিন্তু বচনচেষ্ঠাদিলিঙ্গ্যভ্যুমেয়াঃ ।
ন চ ন লিঙ্গং প্রমাণং, যত এতে সিধ্যন্তি । ন বা পুংসামিচ্ছাবমবিজ্ঞায়
য়ং কক্ষন পুরুষং প্রতিপিপাদয়িষতোহনবদেয়বচনস্ত প্রেক্ষাবন্তা নাম । অপি
চ পশবোহপি হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারার্থিনঃ কোমলশল্যশ্রামলায়াং ভূবি প্রব-
র্ত্তন্তে, পরিহরন্তি চাশ্রামভৃগকণ্টকাকীর্ণাম্ । নাস্তিকস্ত পশোরপি পশুরিষ্টা-
নিষ্টসাধনমবিদ্বান্ । ন খবশ্লিন্নস্তমানগোচরপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিগোচরে প্রত্যক্ষ
প্রভবতি । ন চ পরপ্রত্যায়নার শব্দং প্রযুক্ত্বীত, শাকস্তাথস্তাপ্রত্যক্ষদ্বাং ।
তদেব মা নাম ভ্রমাস্তিকস্ত জ্ঞানান্তরং, অগ্নিন্নেব জ্ঞান্যাপস্থিতোহস্ত মুক্হপ্রবৃত্তি-
নিবৃত্তিবিবরূপো মহান্নরকঃ । পরাক্রান্ত্যকাত্ৰ স্থিতিঃ । অত্যন্তপরোক্ষ-
গোচরা বাস্তবানুপপত্তমানার্থপ্রভবার্থাপত্তিঃ । ভূয়ঃ সানান্ত্রযোগেন চোপমানমুপ-
পাদিতং প্রমাণলক্ষণে । তদত্রাস্ত তবং প্রমাণান্তরং প্রত্যক্ষমেবাহুপ্রত্যয়ঃ
শরীরাতিরিক্তমালম্বত ইত্যদ্বয়ব্যতিনেকাত্যামবদার্থ্যতে । যোগব্যাব্রবং স্বপ্ন-
দশায়াক্ষ শরীরাস্তরপরিগ্রহাভিমানেনহ্যত্কারাস্পদস্ত প্রতীতিজ্ঞায়মানখ-
মিতাক্রম্ । স্বরূপোজনা তু ন অব্যতিরিক্তঃ, কিন্তু ব্যতিরিক্ত আত্মা দেহাং ।
কৃতঃ, তত্ত্বাভাববিহাং । চৈতন্ত্যদির্ঘদি শরীরগুণস্ততোহনেন বিশেষগুণেন
ভবিতব্যম্ । ন তু সংখ্যাপরিমাণসংযোগাদিবং সামান্ত্রগুণঃ । তথা চ যে
ভূতবিশেষগুণান্তে যাবদভূতভাবিনো দৃষ্টাঃ ; যথা রূপাদয়ঃ । ন হস্তি সম্ভবো
ভূতঞ্চ রূপাদিরহিতক্ষেতি । তস্মাদ্ভূতবিশেষগুণ-রূপাদিবৈদৰ্ঘ্যাং ন চৈতন্ত্যং
শরীরগুণঃ । এতেনেচ্ছাদানাং শরীরবিশেষগুণত্বং প্রত্যুক্তম্ । প্রাণচেষ্ঠাদয়ো
যত্বপি দেহধৰ্ম্মা এব, তথাপি ন দেহমাত্রপ্রভবাঃ । যতাবস্থায়ামপি তৎপ্রসঙ্গাং ।
তস্মাদ্ধৰ্ম্মস্তে অধিষ্ঠানাদেহধৰ্ম্মা ভবন্তি—স দেহাতিরিক্ত আত্মা । অদৃষ্টকারণত্বেহ-
ভ্যুপগম্যমানে তত্বপি দেহাশ্রয়ত্বপত্তেরান্বয়ভ্যুপেতব্য ইতি । বৈদৰ্ঘ্যা-

অবিদ্বানতা দেখিয়া, কেনা সে গুলিকে (আত্মধৰ্ম্ম চৈতন্ত্যপ্রভৃতিকে)
দেহাভ্যর্থ বলিয়া মনে না করিবে ? নিশ্চয় করিবে ? দেহধৰ্ম্ম নহে বলিয়া স্থির না
করিবে কেন ? তাদৃশস্থলে ত দেহধৰ্ম্মের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় ? [যে হি...প্রতি-
বিধ্যতে] যত কাল দেহ—তত কাল রূপ প্রভৃতি দেহধৰ্ম্ম থাকে থাকুক, কিন্তু
প্রাণচেষ্ঠা প্রভৃতি দেহদৰ্শেও যতাবস্থায় থাকে না । (সুতরাং সে সকল ধৰ্ম্ম
প্রকৃত দেহধৰ্ম্ম কি না, তাহা অনুসন্ধান করা উচিত) । আরও দেখ, দেহধৰ্ম্ম
রূপাদি—সে সকল অজ্ঞের দৃষ্টিগোচর হয় ; কিন্তু আত্মধৰ্ম্ম চৈতন্ত্য ও স্থিতি

দয়ন্ত সত্যপি দেহে যুতাবস্থায় ন ভবন্তি । দেহধৰ্ম্মাশ্চ রূপা-
দয়ঃ পরৈরপ্যপলভ্যন্তে, ন ত্বান্নধৰ্ম্মাশ্চৈতন্যস্থত্যাদয়ঃ ।

অপি চ, সতি তাবদেহে জীবদবস্থায়ামেবাং ভাবঃ শক্যতে
নিশ্চেষ্টুং, নত্বেত্যভাবঃ । পতিতেহপি কদাচিদস্মিন্ দেহে
দেহান্তরসন্ধারেণান্নধৰ্ম্মা অনুবর্তেত । সংশয়মাত্রেণাপি পরপক্ষঃ
প্রতিষিধ্যতে । কিমান্নকক্ষ পুনরিদং চৈতন্যং মন্যতে, যন্ত ভূত-
উৎপত্তিমিচ্ছন্তীতি পরঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ । ন হি ভূতচতুষ্টয়-

স্তরমাহ—“দেহধৰ্ম্মাশ্চ” ইতি । স্বপরপ্রত্যক্ষা হি দেহধৰ্ম্মা দৃষ্টাঃ, যথা রূপাদয়ঃ ।
ইচ্ছাদয়স্ত স্বপ্রত্যক্ষা এবৈতি দেহধৰ্ম্ম-বৈদৰ্ঘ্যম্ । তস্মাদপি দেহান্তিরিক্ৰমধৰ্ম্মা
ইতি । তত্র যত্নপি চৈতন্তমপি ভূতবিশেষগুণস্তথাপি যাবদ্ভূতমন্তবর্তেত ।
ন চ নদশক্ত্যা ব্যভিচারঃ, সামর্থ্যস্ত সামান্তগুণহঃ । অপি চ নদশক্তিঃ প্রতি-
মদিরাবয়বং মেরয়াবতিষ্ঠতে, তদ্বদেহেহপি চৈতন্তং তদবয়বেষুপি মাত্রয়া
ভবেৎ । তথা চৈতন্তমিদং দেহে বহবশ্চৈতন্তেষু । ন চ বহুনাং চৈতন্যনামন্তো-
জ্ঞাতিপ্রায়ানুবিধানমন্তব্য ইতি একপাশনিবন্ধা ইব বহবো বিহঙ্গমা বিরুদ্ধ-
দিক্ক্রিয়াভিমুখাঃ সমর্থ্য অপি ন হস্তমাত্রমপি দেশমতিপতিতুন্মুংসহন্তে, এবং
শরীরমপি ন কিঞ্চিদ কন্তু মুংসহতে ।

অপি চ নান্বয়মাত্তত্ত্বধৰ্ম্মাভাবঃ শক্যো বিনিশ্চেষ্টুন্ম, না ভূতাকাশস্ত সর্বো
ধৰ্ম্মঃ সৰ্বেষধৰ্ম্মাঃ, অপি স্বয়মব্যতিরেকাভ্যাম্ । সন্নিধঃশাস্ত্র ব্যতিরেকঃ । তথা
চ ন সাধকরসময়মাত্রস্তেত্যাহ—“অপি চ সতি তাবৎ” ইতি । দুষণ্যস্তরং বিব-
ক্ষুরাঙ্গিপতি—“কিমান্নকক্ষ” ইতি । স এবৈকগ্রন্থেনাহ—“ন হি” ইতি । নাস্তিক-

প্রভৃতি, সে সকল অস্ত্রের দৃষ্টিগোচর হয় না । (এই বৈলক্ষণ্য দৃষ্টেও স্থির-
হয় যে, চৈতন্ত প্রভৃতি দেহের ধৰ্ম্ম নহে । দেহের ধৰ্ম্ম হইলে নিশ্চয়ই ঐ সকল
দেহের সঙ্গে অস্ত্রকর্ষক দৃষ্ট হইত ।

অন্ত কথা এই যে, যত কাল দেহের সম্ভাব বা বিद्यমানতা, তত কালই
জীবিতাবস্থায় ঐ সকলের সম্ভা (স্বাকা বা বিद्यমানতা) অবধাবণ করিতে পার ।
দেহের অভাবে বা অবিद्यমানতায় ঐ সকল (চৈতন্ত প্রভৃতি আত্মধৰ্ম্ম) যে
থাকে না, অভাবপ্রাপ্ত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার না । (অবশ্যই
তাহা তোমার মতে সন্নিধ । যাহা সন্নিধ—তাহা নিশ্চয়ই দেহধৰ্ম্ম নহে) ।
এতদেহের পতন হইলেও আত্মধৰ্ম্ম সকল কদাচিৎ দেহান্তরে সঞ্চারিত হইলেও
হইতে পারে । এরূপ সাংশয়িক জ্ঞানও নাস্তিকপক্ষ প্রতিষেধ করিতে সমর্থ ।
[কিমান্নকক্ষ...চৈতন্তেন] দেহান্ধবানীর প্রতি অস্ত্র জিজ্ঞাস্ত এই যে, তোমাদের
অভিমত চৈতন্ত কিমান্নক ? কিংবদন্ত ? তোমরা চৈতন্ত পদার্থকে কি মনে কর ?
তোমরা যে বল, চৈতন্ত ভূতসংঘাত হইতে জন্মে, উৎপন্ন হয়, তাহার মৰ্ম্ম কথা

ব্যতিরেকেণ লোকায়তিকাঃ কিক্ৰিৎ তত্ত্বং প্রতিযন্তি। যদ-
 নুভবনং ভূতভৌতিকানাং তচ্চৈতন্যমিতি চেৎ; তর্হি বিষয়-
 ত্বাৎ তেষাং ন তদ্ব্যবস্থামনুবীত, স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাত্। ন
 হ্যগ্নিরূপঃ সন্ স্বাত্মানং দহতি। ন হি নটঃ শিক্ষিতঃ সন্
 স্বস্কন্ধমধিরোক্যতি। ন হি ভূতভৌতিকধর্মোণ সতা চৈতন্যেন
 ভূতভৌতিকানি বিষয়ীক্রিয়েরন্। ন হি রূপাদিভিঃ স্বং রূপং
 পররূপং বা বিষয়ীক্রিয়তে, বিষয়ীক্রিয়ন্তে তু বাহ্যাদ্যাগ্নি-
 কানি ভূতভৌতিকানি চৈতন্যেন। অতশ্চ যথৈবাস্তা ভূত-

আহ—“যদনুভবনম্” ইতি। যথা হি ভূতপরিণামভেদোরূপাদিন ভূতচতুষ্টয়া-
 দর্শাস্তরম্ এবং ভূতপরিণামভেদ এব চৈতন্তং ন তু ভূতেভ্যোহর্থাস্তরং, যেন পৃথিব্যাপ-
 ত্তেজোবায়ুরিতি তত্ত্বানীতি প্রতিজ্ঞাব্যাঘাতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তম্ভবতি—চতুর্ণা-
 মেব ভূতানাং সমস্তং জগৎ পরিণামঃ, ন তস্মি তত্ত্বান্তরং, যন্ত পরিণামো রূপাদয়ো-
 হস্তদ্বা পরিণামাস্তরমিতি। অত্রোক্তাভিত্তাবদুপপত্তিভির্দেহধর্মত্বং নিরস্তম্।
 তথাপ্যাপপত্ত্যস্তরভিদিংসয়াহ “তত্ত্বতি” ইতি। ভূতধর্মী রূপাদয়ো জড়হাদিষয়া
 এব দৃষ্টা ন তু বিষয়িণঃ। ন চ কেবাধিবিষয়াণামপি বিবিধিঃ ভবিষ্যতীতি বাচ্যং,
 স্বাত্মনি বৃত্তি- (ক্রিয়া-) বিরোধাত্। ন চোপলক্ষ্যাবেষ প্রসঙ্গস্তত্র। অজ্ঞানায়ঃ
 স্বয়ম্প্রকাশত্বাভ্যুপগমাৎ। রূতোপপাদনকৈতং পুরস্তাত্। উপলক্ষিবদিতি স্বরা-
 বয়বং যোজয়তি—“যথৈবাস্তা” ইতি। উপলক্ষিগ্রাহিণ এব প্রমাণাত্ শরীরব্যাতি-
 কি? তাহা কি ভূতাত্তিরিক্ত পৃথক পদার্থ? কি রূপাদির আয় ভৌতিক ধর্ম?
 তোমরা ভূতাত্তিরিক্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব মান না, সে জন্য তোমরা ভূতসমূহের চৈতন্তকে
 ভূতাত্তিরিক্ত বস্তু বলিয়া মান্ত করিতে পার না। তোমরা বল, উহা ভূতসংঘের
 ধর্ম বা গুণ, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সে পক্ষেও অনেক বাধা আছে। তোমরা
 হয়-ত বলিবে, যাহা ভূত-ভৌতিক-পদার্থবিষয়ক অমুভব, তাহাই চৈতন্ত। এ
 কথা ঐটুকু ভাবিয়া বলিলেই ভাল হয়। ভাবিয়া দেখ, ভূত ও ভৌতিক সমস্তই
 সেই চৈতন্তপদার্থের বিষয় অর্থাৎ একান্ত বস্তু; সুতরাং তাদৃশ চৈতন্ত কোনও
 ক্রমে ভূতধর্ম হইবার যোগ্য নহে। কেননা, তাহাতে স্বাত্ম-বৃত্তি ক্রিয়া
 বিরোধরূপ বাধা দেপা যায়। অগ্নি উষ্ণ, কিন্তু সে আপনাকে দগ্ধ করে না।
 যাহা তাহার বিষয়—অধিকারগত, সে তাহাকেই দগ্ধ করে। নট যতই শিক্ষিত
 হউক, সে আপনার স্বক্ষে আরোহণ করিতে অসমর্থ। সেইরূপ, ভূত-ভৌতিক-
 সমূহের ভূত-ভৌতিক-ধর্ম চৈতন্ত ও ভূত-ভৌতিককে বিষয় (অমুভব) করিতে
 অসমর্থ। অতএব দেখা যায়, চৈতন্ত বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক, প্রত্যেক ভূত-ভৌতিক
 পদার্থকেই বিষয় করিতেছে, (অবগাহনপূর্বক প্রকাশ বা সত্যাকৃতি প্রদান
 করিতেছে)। [অতশ্চ...পশ্যেৎ] অতএব, :তোমরা যেমন ভূত-ভৌতিকবিষ-

ভৌতিকবিষয়ায়া উপলক্ষেভাবোহভ্যুপগম্যতে, এবং ব্যতিরেকোহপ্যাস্তান্তোহভ্যুপগম্যব্যঃ ।

উপলক্ষিস্বরূপমেব চ ন আত্মা ইত্যাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বং নিত্যত্বলক্ষণপলক্ষেইকরূপাৎ । ‘অহমিদমদ্রাক্ষম্’ ইতি চাবস্থান্তর-যোগেহপ্যুপলক্ষ্যেন প্রত্যভিজ্ঞানাং স্মৃত্যাদ্যুপপত্তেশ্চ । যত্তত্ত্বং শরীরে ভাবাচ্ছরীরধর্ম উপলক্ষিরিতি, তদ্বর্ণিতেন প্রকারেণ প্রত্যুক্তম্ । অপি চ, সংস্রু প্রদীপাদিবৃৎপকরণেষু উপলক্ষির্ভবতি, অসংস্রু ন ভবতি । ন চৈতাবতা প্রদীপাদিধর্ম্যং রেকোহপ্যবগম্যতে । তত্ত্বাস্ততঃ স্বয়ম্প্রকাশপ্রত্যয়েন ভূতধর্ম্যভ্যো জড়ভ্যো বৈলক্ষণ্যেন ব্যতিরেকনিশ্চয়াৎ ।

অন্ব তর্হি ব্যতিরেকোপলক্ষির্ভূতেভ্যঃ স্বতন্ত্রা, তথাপ্যাত্মনি প্রমাণাভাব ইত্যত আহ—“উপলক্ষিস্বরূপমেব চ ন আত্মা” ইতি । আত্মানন্তত্ত্বাবতপলক্ষিভেদো নানু-ভূয়ত ইতি বিষয়ভেদাদভ্যুপেয়ঃ । ন চোপলক্ষিব্যতিরেকিণাং বিষয়াণাং প্রমা-সম্ভবতীতু্যপপাদিতম্ । ন চ বিষয়ভেদগ্রাহি প্রমাণনশ্চীতি চোপপাদিতং ব্রহ্মতত্ত্ব-সমীক্ষায়ামস্মাভিঃ । একক সতি বিষয়রূপতত্ত্বেদাবাব স্মৃদুল্ভাবিতি দূরনিবৃত্তা বিষয়ভেদাচুপলক্ষিভেদ-সংকথা । তেনোপলক্ষেইকপলক্, ইমপি ন তদ্বিকং, কিং স্ববিজ্ঞাক্ষিতম্ । তত্রাবিজ্ঞাদশায়ামপ্যুপলক্ষেরভেদ ইত্যাহ—“অহমিদমদ্রাক্ষমিতি চ” ইতি । ন কেবলং তাৎকালিকভেদান্নিত্যহমতাৎকালিকনিত্যহমেবেতি তদ্ব্যর্থঃ । স্মৃত্যাদ্যুপপত্তেশ্চ । নানাশ্চে হি নান্তেনোপলক্ষেইত্যন্ত পুরুষন্ত স্মৃতিরূপপত্তত ইত্যর্থঃ । নিরাকৃতনপর্যৎ নিরাকরণান্তরায়াদ্ভবতে—“যত্তত্ত্বম্” ইতি । যো হি—

রিণী উপলক্ষির (যাহার দ্বারা ভূতভৌতিকের সত্যানিচ্ছি বা অস্তিত্ব অল্পভূত বা প্রকাশিত) হয়, তাহার ভাব অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার কর; সেইরূপ আমরাও সেই পদার্থের—সেই উপলক্ষিনামক বস্তুর ব্যতিরেক অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ততা স্বীকার করি ।

আমরা আত্মাকে উপলক্ষিরূপ বলিয়া জানি এবং উপলক্ষির বা আত্মার এক-রূপতা বা অভেদ থাকায় নিত্যতা ও দেহাতিরিক্ততা অত্রান্ত বলিয়া গণ্য করি । ‘অহমিদমদ্রাক্ষম্’—আমি [ইহা দেখিয়াছি] এইরূপ জ্ঞান—প্রত্যভিজ্ঞান অল্প অবস্থাতেও অব্যতিচরিত দৃষ্ট হয় । তৎকালে ও এতৎকালে একই উপলক্ষ্য আমি, অথবা একমাত্র আমিই উক্ত উভয়কালে তদন্তর উপলক্ষ্য । যেহেতু একই উপলক্ষ্য জিকালব্যাপী, সেই হেতু স্মৃতিপ্রভৃতি সমস্তই উপলক্ষ্য হয় । বিভিন্ন জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও অনুভবিতা হইলে নিশ্চিত স্মৃত্যাদি পদার্থ থাকিত না, লোপপ্রাপ্ত হইত । [যত্তত্ত্বং...স্বতন্ত্রম্] উপলক্ষি বা অনুভব শরীরবিজ্ঞমানে বিজ্ঞমান থাকে, শরীর বিজ্ঞমানে থাকে না, সেই জন্ত, উপলক্ষিকে শরীরের ধর্ম্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, এ কথাই খণ্ডন পূর্কোক্ত বর্ণনার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে । আরও দেখ, যদি আলোক-

এবোপলক্ষিৰ্ভবতি । এবঞ্চ সতি দেহভাবে উপলক্ষিৰ্ভবতি, সতি চ ন ভবতীতি ন দেহধৰ্ম্মো ভবিতুমৰ্হতি । উপকরণত্বমাত্রেণাপি প্রদীপাদিবৎ দেহোপযোগোপপত্তেঃ । ন চাত্যন্তং দেহ-
শ্রোপলক্ষাবুপযোগো দৃশ্যতে । নিশ্চেষ্টেইপি হ্যস্মিন্ দেহে স্বপ্নে
নানাবিধোপলক্ষিদর্শনাৎ । তস্মাদনবদ্যং দেহব্যতিরিক্ত-
স্বাত্মনোহস্তিত্বম্ ॥ ৩। ৩। ৫৪ ॥

অজ্ঞাববন্ধাস্ত ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্

॥ ৩। ৩। ৫৫ ॥

সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকীয়ং কথা । সম্প্রতি প্রকৃতামেবানুবর্তা-
মহে । “ওঁ মিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” “লোকেষু পঞ্চবিধং
সামোপাসীত” “উক্থমুক্থমিতি বৈ প্রজ্ঞা বদন্তি ।” তদিদমে-

দেহব্যাপারোপলক্ষিকরূপত্বতে, তেন দেহধর্ম ইতি মত্বতে, তঃ প্রতীদং দূষণম্ । “ন
চাত্যন্তং দেহস্ত” ইতি । প্রকৃতমুপসংহরতি—“তস্মাদনবদ্যম্” ইতি ॥৩।৩।৫৪॥

স্বরাদিভেদাৎ প্রতিবেদমুদগীথাদয়ো ভিত্ত্বন্তে, তদনুবন্ধাস্ত প্রত্যায়াঃ প্রতিশাখং
বিহিতা ভেদেন । তত্র সংশয়ঃ । কিং যস্মিন্ বেদে বহুদগীথাদয়ো বিহিতাঃ, তেনা-
প্রদ প্রদীপাদি উপস্থিত থাকে, তবেই বস্তু পলক্ষি হয়, নচেৎ হয় না, ইহা দেখিয়া
উৎসাহে (উপলক্ষিকে) কি প্রদীপাদির ধর্ম বলিবে ? না, তাহা বলিতে পার ?
যদি না পার, তবে, দেহবিদ্যমান উপলক্ষির বিদ্যমানতা ও দেহ অবিদ্যমান উপ-
লক্ষির অবিদ্যমানতা বা অভাব অবধারণ করিতেও সমর্থ নহ । দেহ প্রদীপাদির
জায় উপলক্ষির অত্যন্ত উপকরণ, এ পক্ষও উপপন্ন হয় । উপলক্ষির প্রতি
এতদেহের আত্যন্তিক উপযোগিও নাই । কারণ, এতদেহ নিশ্চেষ্ট থাকি-
লেও স্বপ্নকালে নানা প্রকার উপলক্ষি হইয়া থাকে । ইত্যাদি ইত্যাদি যুক্তি,
অন্যতঃ ও শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা দেহাতিরিক্ত স্বাত্মার অস্তিত্বপক্ষই সাধু বলিয়া
অবধারিত হয় ॥ ৩। ৩। ৫৪ ॥

প্রসঙ্গাগত কথা শেষ হইল । এক্ষণে “প্রকৃতমনুসরামঃ”—প্রকৃতের অনুসরণ
করা যাউক । “উদগীথংশ ওঁ-অক্ষরকে উপাসনা করিবেক” ইত্যাদি-ক্রমে ওঁ-
অক্ষরে প্রাণবুদ্ধি উৎপাদনপূর্বক উপাসনা করিবার শ্রোত বিধান দৃষ্ট হয় । “লোক
বিষয়ে পাঁচ প্রকার সাম-উপাসনা করিবেক ।” ইত্যাদি প্রতিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চ-

* অজ্ঞাববন্ধাঃ কণ্ঠজাবলম্বনা উপাস্তবো ন প্রতিবেদাঃ বেদে বেদে ভিদ্ভাঃ, কিঙ্কভিদ্ভাঃ
শাখাসু সর্গাধিত সত্ৰপনানামর্থঃ ।

যজ্ঞাদি কণ্ঠের উল্লীখ প্রভৃতি কতিপয় অঙ্গ অবলম্বন করিয়া যে সকল উপাসনা উপদিষ্ট
হইয়াছে, সে সকল সর্গজ সমান অর্থাৎ একই উপাসনা সেই সেই বেদের সেই সেই শাখার কথিত
হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে । (ভাষা ব্যাখ্যা দেখ) ।

‘বোক্তৃমিয়মেব পৃথিবী । অয়ং বাব লোক এষোহ্মিশ্চিতঃ’ ইত্যেবমাত্মা যে উদগীথাদিকস্মান্ধাববদ্ধাঃ প্রত্যয়াঃ প্রতিবেদং শাখাভেদেষু বিহিতাঃ, তে তচ্ছাখাগতেষ্বেবোদগীথাদিসু ভবেয়ুঃ ? অথবা সৰ্ব্বশাখাগতেষু ? ইতি বিশয়ঃ । প্রতিশাখক স্বরাদিভেদাত্মদগীথাভেদমাদায়ামুপন্যাসঃ । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? স্বশাখাগতেষ্বেবোদগীথাদিসু বিধীয়েরম্মিতি । কুতঃ ? সন্নিধানাৎ । “উদগীথমুপাসীত” ইতি হি সামান্যবিহিতানাং বিশেষাকাজ্জায়াং সন্নিবৃষ্টিভেদেব স্বশাখাগতেন বিশেষণাকাজ্জা-

মেব ভেদবিহিতাঃ প্রত্যয়াঃ ? উভাত্মভেদবিহিতানাং পুণ্যদগীথাদীনাম্ তে প্রত্যয়া ইতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । ওমিত্যক্ষরমুদগীথমুপাসীতেত্যুদগীথশ্রবণেনোদগীথসামান্যমবগম্যাহে, নির্কিংশেষত চ তদ্ব্যবস্থাপনভেদকিংশেষাকাজ্জায়াং স্বশাখাবিহিতস্ত বিশেষস্ত সন্নিধানাৎ তেনৈবাকাজ্জাবিনিবৃদ্ধেন শাখান্তরীয়মুদগীথান্তরমপেক্ষতে । ন চৈবং সন্নিধানেন প্রতিপাদ্য । যদি হি প্রতিসমর্পিতমপ্যমপবাধেত, ততঃ প্রতিং

ভেদবিশিষ্ট সাম্যে * পৃথিব্যাং বুদ্ধি আরোপিত করত উপাসনা করিবার উপদেশও আছে । প্রাগিগণ ইহাকে উক্ত—উক্ত বলে । এই যে পৃথিবী, ইহাই সেই উক্ত—” ইত্যাদি বাক্যেও উক্তাভিধেয় শব্দে পৃথিবী বুদ্ধি করিবার আদেশ আছে । (শব্দ = ইহা এক প্রকার স্তোত্র বা গান । উক্তও এক প্রকার শব্দ । ইহা যজ্ঞকালে গীত হইয়া থাকে) । “এই লোক, ইহা এই ইষ্টকাচিত অগ্নি ।” ইত্যাদি শাস্ত্রে ইষ্টকায়িতে লোক-বুদ্ধি আরোপিত করিবার (লোকজ্ঞানে ইষ্টকায়ি উপাসনা করিবার) কথা আছে । এইরূপ আরও অনেক প্রকার অর্থাত্ত্বজ্ঞান (উপাসনাবিশেষ) প্রত্যেক বেদের শাখায় শাখায় কন্ধ্যাজ্ঞ প্রতীকে উৎপাদন করিবার বিধান দৃষ্ট হয় । (উদগীথ, সামগান, উক্ত, শব্দ, এ সমস্তই যজ্ঞের অঙ্গ, এ সকল অবলম্বন করিয়া ঐরূপ ঐরূপ উপাসনার বিধান আছে) । সে সকল বিধান দৃষ্টে সংশয় হয়, ঐ সকল কন্ধ্যাজ্ঞানিত উপাসনা কি সেই সেই শাখাতেই নিবদ্ধ ? কি সমুদায় শাখায় সমানরূপে বিহিত ? প্রত্যেক বিভিন্ন শাখায় স্বরভেদ প্রভৃতি থাকায় উদগীথাদিরও ভেদ আছে, সেই ভেদ লক্ষ্য করিয়া উক্ত সংশয়ের উৎপত্তি । [কিন্তুাবৎ...ইতি] কি পাওয়া যায় ? পাওয়া যায়—উক্ত

* সামগানের হিঙ্গার, প্রভাব, উদগীথ, প্রতিহার ও নিধন,—এই পাঁচ নামে পাঁচ বিভাগ আছে । অর্থাৎ পর পর ঐ পাঁচ বিভাগ সামগানে গীত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে উদগীথ পানের অবলম্বন গ্রন্থ । প্রাণ-ভাবনার তাহার উপাসনা করার বিধান দৃষ্ট হয় । এই পৃথিবীই হিংকার, অগ্নিই প্রভাব, অন্তরীকই উদগীথ, আদিত্যই প্রতিহার এবং দিব্ নিধন, ইত্যাকার ভাবনার সাম-উপাসনা করিবার কথাও আছে ।

নিবৃত্তেন্তদন্তিলজ্ঞেনে শাখাস্তরবিহিতবিশেষোপাদানে কারণং
নাস্তি। তস্মাৎ প্রতিশাখং ব্যবস্থেতি। এবং প্রাপ্তে ত্রবীতি
“অঙ্গাববদ্ধাস্ত” ইতি।

তু-শব্দঃ পরপক্ষং ব্যাবর্তয়তি। নৈতে প্রদিবেদং স্বশাখাস্থেব
ব্যবতিষ্ঠেরনু, অপি তু সর্বশাখাস্থনুবর্তেরনু। কুতঃ। উদগী-
থাদিশ্রুত্যা বিশেষাৎ। স্বশাখাব্যবস্থায় হি উদগীথমুপাসীতেতি
সামান্যশ্রুতিরবিশেষপ্রবৃত্তা। সতী সন্নিধানবশেন বিশেষে
ব্যবস্থাপ্যমানা পীড়িতা স্মাৎ, ন চৈতন্মায়াম্। সন্নিধানাদ্ধি

পীড়য়েৎ, ন চৈতদন্তি। ন হাদগীথশ্রুতাবিহিতলক্ষিতৌ সামান্যবিশেষৌ
বাধিতৌ স্বশাখাগতয়োঃ স্বীকরণাৎ শাখাস্তরীয়াস্বীকারেহপি। যথাহঃ—

“জাতিবাক্তৌ গৃহীত্বৈহ বয়স্তু শ্রুতলক্ষিতে।

কৃষ্ণাদি যদি মুক্ষানঃ কা শ্রুতিস্তদ্ব পীড়তে॥”

এবং প্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—উদগীথশ্রুতাববদ্ধাস্থ প্রত্যয়া নানাশাখাস্থ প্রতিবেদ-
ননুবর্তেরনু। ন প্রতিশাখং ব্যবতিষ্ঠেরনু। উদগীথমিত্যাদিসামান্যশ্রুতেরবিশেষাৎ।
এতদ্বক্তৃশ্রুতবতি। যুক্তং গুরুং পটমানয়েত্যাদৌ পটশ্রুতিমবিশেষপ্রবৃত্তানপি
সন্নিধানাৎ গুরুশ্রুতির্কাদত ইতি, বিশিষ্টার্থপ্রত্যয়নপ্রযুক্তয়াৎ পদানাং
সমভিব্যাহারজাহত্থা তদনুপপদেৎ। ন চ স্বার্থনস্যরিয়দ্বা বিশিষ্টার্থপ্রত্যয়নং
পদানামিতি বিশিষ্টার্থপ্রযুক্তং স্বার্থস্বাবণং, ন স্বপ্রয়োজকমপবাদিতুম্নসহতে।

উদগীথাদি উপাসনা সেট সেই শাখায় বিহিত, সর্ব শাখায় নহে। কারণ, সন্নিধি
প্রমাণে তাহাই প্রতীত করায়। বিবেচনা কর, “উদগীথ উপাসনা করিবেক” এই
সামান্য বিধান বিশেষ বিধির আভাস্ফ জন্মায়। অর্থাৎ কোন্ উদগীথের কোণায়
কিভাবে উপাসনা করিবে? এইরূপ বিশেষাকাজ্ঞা জন্মায়। অনন্তর সেই সেই
শাখায় যে যে বিশেষ অভিহিত হইয়াছে, সেট সেট বিশেষই সন্নিহিত হয়,
প্রথমতঃ বুদ্ধিতে আইসে। বুদ্ধি হইলেই আকাজ্ঞার নিবৃত্তি হয়। স্বশাখাবিহিত
বিশেষ গ্রহণ করিবার অন্তর্যাত্ত কারণ দেখা যায় না। অতএব, শাখাতেই
ব্যবস্থা হওয়াই সম্ভব, অর্থাৎ সেট সেট উপাসনা সেট সেট শাখাতেই বিহিত, এই
পক্ষই জায। এই পূর্বপক্ষের উত্তরপক্ষ স্থাপনার্থ সূত্র বলা হইল—অঙ্গাববদ্ধাস্ত।

[তু শব্দঃ...স্মাঃ] তু-শব্দ পূর্বপক্ষের নিষেধক, অর্থাৎ প্রত্যেক বেদের
সেই সেই শাখায় সেট সেট উপাসনা পৃথকরূপে বিহিত, এ পক্ষ গ্রাহ্য নহে।
ঐ সকল উপাসনা সমুদয় শাখাতেই অনুবর্তন করে। অর্থাৎ একই উদগীথ
উপাসনা সমুদায় শাখায় কথিত, এই পক্ষই সাধু, এই সিদ্ধান্তই সংসিদ্ধাস্ত।
কেমনা, “উদগীথ” এই শব্দরূপের কোনরূপ বিশেষ বা ভেদ নাই। সর্বত্রই

প্রতিবর্তনীয়সী । সামান্যশ্রয়ঃ প্রত্যয়ো নোপপদ্যতে । তস্মাৎ স্বরাদিভেদে সত্যপুঙ্গবীথিত্বাদ্যবিশেষাৎ সৰ্ব্বশাখাগতেষ্বেবোদগী-
থাদিষ্বেবজাতীয়কাঃ প্রত্যয়াঃ স্যুঃ ॥ ৩.৩.৫৫ ॥

মন্তাদিবদ্বাহবিরোধঃ ॥ ৩.৩.৫৬ ॥ *

অথবা নৈবাত্র বিরোধ আশঙ্কিতব্যঃ—কথমন্তশাখাগতেষু-
দগাথাদিস্বন্তশাখাবিহিতাঃ প্রত্যয়া ভবেয়ুরিতি । মন্তাদিবদ-
বিরোধোপপত্তেঃ । তথা হি মন্তাণাং কর্মণাং গুণানাঞ্চ শাখা-
ন্তরোৎপন্নানামপি শাখান্তর উপসংগ্রহো দৃশ্যতে । যেসামপি
হি শাখিণাং “কুটরুরসি” ইত্যশ্মাদানমন্তো নান্নাতঃ, তেষামপ্যসৌ
বিনিয়োগো দৃশ্যতে—“কুর্কুরোহসীত্যশ্মানমাদন্তে কুটরুরসীতি

মা চ বাধি প্রয়োজকভাবেন স্বার্থস্বারণমপীতি যুক্তমবিশেষপ্রবৃত্ত্যায় অপি
ঐতরেয়কল্পিতেন বিশেষনৈবস্থাপনম্, ইহ তু উদগীপকৃতেরবিশেষণ । বিশিষ্টার্থ-
প্রত্যয়কর্তৃৎ সংক্ষেপে প্রমাণং কিঞ্চিন্মাত্রি । ন চ সন্নিদিমাত্রমপবাধিতুমর্থতি ।
ঐতিসামান্যধারণে চ সৰ্ব্ববিশেষমগামিত্যঃ ঐতরেয়কল্পিতবস্থানং পীড়িব ।
তস্মাৎ সর্বোদগীথবিসয়াঃ প্রত্যয়া ইতি ॥ ৩।৩।৫৫ ॥

বিরুদ্ধমিতি নঃ ক সম্ভবত্যয়ো যৎ প্রমাণেন নোপলভ্যতে । উপলব্ধ

সমান উদগীথ-শব্দ আছে । উক্ত উপাসনা ও উক্তাদি শব্দ উভয়ই সৰ্ব-
শাখায় সমান । সন্নিধি অমুসারে ঐ সকলকে বিশেষ অর্থে স্থাপন করিতে
গেলে অবশ্যই ঐ সকল শব্দ নিপীড়িত হইবেক । তাহা জ্ঞাত্য নহে । ঐতি
সন্নিধি অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ, এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে । অতএব,
স্বরভেদ ও প্রয়োগভেদ প্রভৃতি থাকিলেও উল্লীথ স্বরূপের ভেদ না থাকায়
সমুদায় শাখায়ই উদগীথ এক এবং একজাতীয় ॥ ৩।৩।৫৫ ॥

কেমন করিয়া এক শাখায় কথিত উদগীথ প্রভৃতিতে অন্ত শাখোক্ত
জ্ঞান সংযোজিত হইবেক, তাহা বিরুদ্ধ কি না, এ আশঙ্কা করিও না ।
মন্ত ও কর্ম, উভয়ই গুণ অর্থাৎ কর্মের অঙ্গ, এই সমুদায়ের দৃষ্টান্তে উক্ত সিদ্ধান্ত
অবিকৃত । উদাহরণ দেখ । মন্ত, কর্ম ও গুণ, এ সকল এক শাখায়
সমুৎপন্ন অর্থাৎ প্রথমোপদিষ্ট বা প্রথম পরিজাত, অতঃ সে সকল অন্ত
শাখায় গৃহীত হইতে দেখা যায় । যজুঃশাখায় “কুটরুরসি”—ইত্যাদি মন্ত
নাই, না থাকিলেও তাহা শাখান্তর হইতে গৃহীত হইয়া থাকে । মন্তটী তওল
পেষক প্রস্তর গ্রহণের মন্ত । সেই কার্যের জন্য যজুঃশাখায় তদ্বিক্রমে “কু-
-

* বধা মন্তাদিবদ্বাহবিরোধঃ বিরোধ এব নাথীত্যাৰ্থঃ ।

অথবা মন্তাদির দৃষ্টান্তের অবিরোধ অর্থাৎ বিরোধভাব হির কর । (ভাব্য ব্যাখ্যা দেখ)

বা” ইতি । যেমামপি চ সমিদাদয়ঃ প্রযাজা নান্নাতাঃ, তেষামপি তেষু গুণবিধিরান্নায়তে “ঋতবো বৈ প্রযাজাঃ সমানমত্র হোতব্যাঃ” ইতি । তথা যেমামপি “অজোহ্মীমৌমীয়ঃ” ইতি জাতি-বিশেষোপদেশো নাস্তি, তেষামপি তদ্বিশেষবিষয়ো মন্ত্রবর্ণ উপলভ্যতে “ছাগস্ত বপায়া মেদসোহ্নুক্ৰহি” ইতি । তথা বেদান্তরোংপন্নানামপি “অগ্নেৰ্কেহোত্রঃ বেরধ্বরম্” ইত্যাদি-মন্ত্রাণাং বেদান্তরে পরিগ্রহো দৃষ্টঃ । তথা বহুচপঠিতস্য সূক্তস্য “যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্” ইত্যস্য “অধ্বর্য্যবে সজনীয়ং শস্যম্” ইত্যত্র পরিগ্রহো দৃষ্টঃ । তস্মাদ্ যথা আশ্রয়াণাং কৰ্ম্মা-ঙ্গানাং সৰ্ব্বত্রানুবৃত্তিরেবমাশ্রিতানামপি প্রত্যয়ানামিত্য-বিরোধঃ ॥৩।৩।৫৬॥

মন্ত্রাদিষু শাখান্তরীয়েষু শাখান্তরীয়কৰ্ম্মসম্বন্ধিতঃ, তদ্বিহাপীতি দর্শনাদবিরোধঃ ।
এতচ্চ দর্শিতং ভাষ্যেণ সূগমেনেতি ॥ ৩। ৩। ৫৬ ॥

টোহসি—” ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে । [যেমাম...দৃষ্টঃ] মৈত্রায়ণী শাখায় প্রযাজ-নামক যাগের অন্তর্গত সমিদ্ যাগ প্রভৃতি অভিহিত হয় নাই ; না হইলেও সে সকলের অঙ্গতা (কর্তব্যতা) বোধক বিধান “তুল্যকৰ্ম্ম স্থলে ঋতু অর্থাৎ ষট্ সংখ্যক প্রযাজ হোম করিবেক, এবংক্রমে সমুদ্ভিষ্ট হইয়াছে । (সমিদ্ প্রভৃতি ৬টির যোগে প্রযাজ যাগ সম্পন্ন হয় । এখানে হেমন্ত শিশিরের ঐক্য স্থির করিয়া ঋতুশব্দ-বোধিত পঞ্চ সংখ্যার গ্রহণ হইয়াছে । অগ্নি ও সোম এতন্মামক দেবতায়ুগের উদ্দেশে ছাগ-পশু সংজ্ঞপন করিবেক, এরূপ বিম্পষ্ট উপদেশ যজুঃশাখায় নাই । যজুঃশাখায় মাত্র পশুর বিধান আছে, কিন্তু কোনজাতীয় পশু, তাহার উল্লেখ নাই । না থাকিলেও “ছাগের বপা ও মেদ সম্বন্ধে অমুজ্ঞা দাও” এই মন্ত্রের অর্থ দৃষ্টে সৰ্ব্বত্রই ছাগপশু গৃহীত হয় । “অগ্নেৰ্কেহোত্রঃ—” ইত্যাদি মন্ত্র সামবেদোৎপন্ন, সামবেদেই অভিহিত, অথচ সে সকল অত্র বেদেও (যজুর্বেদেও) গৃহীত হইতে দেখা যায় । “যিনি ভগ্নিয়াই প্রথম অর্থাৎ গুণজ্যোষ্ঠ ও বিবেকী—ইত্যাদি মন্ত্র ঋগ্বেদোৎপন্ন, অথচ সে সকল মন্ত্র অধ্বর্য্যগণ (যজুঃকৰ্ম্মকারী পুরোহিতগণ) কর্তৃক শংসিত হইয়া থাকে । (শংসন অর্থাৎ যজ্ঞদেবতাগণের স্মৃতির জন্ত মন্ত্র উচ্চারণ) । [তস্মাৎ... বিরোধঃ] অতএব যেমন একত্র শ্রুত কৰ্ম্মাঙ্গনিচয় সৰ্ব্বত্র গমন করে, তেমনি, একত্র শ্রুত প্রত্যয় বা উপাসনাও অত্রই গমন করে অর্থাৎ গৃহীত হয় । এদর্শিত দৃষ্টান্তে তাহা বিবৃদ্ধ নহে ; প্রত্যুত অবিবৃদ্ধ ॥ ৩। ৩। ৫৬ ॥

ভূমঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্বং তথা হি দর্শয়তি ॥৩৩৫৭॥*

“প্রাচীনশাল ঔপমন্তবঃ” ইত্যশ্রামাখ্যায়িকায়ঃ ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ বৈশ্বানরশ্রোপাসনং শ্রয়তে । ব্যস্তোপাসনং তাবৎ “ঔপমন্তব কং ত্বমাত্মানমুপাসেস্ব ইতি, “দিবমেব ভগবো রাজ-ম্নিতি হোবাচ । এষ বৈ স্নতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মান-মুপাসেস্ব” ইত্যাদি । তথা সমস্তোপাসনমপি “তস্য হ বা এত-শ্রাগ্ননো বৈশ্বানরস্য মৃদ্ধৈব স্নতেজাশ্চক্ষুর্বিষ্মরূপঃ প্রাণঃ

বৈশ্বানররিষ্ঠায়াং ছান্দোগ্যে কিং ব্যস্তোপাসনং সমস্তোপাসনঞ্চ ? উত সমস্তোপাসনমেব ? ইতি । তত্রদিবমেব ভগবোরাজম্নিতি হোবাচ” ইতি প্রত্যেকমুপাসনপ্রত্যে: প্রত্যেকঞ্চ ফলবদ্ব্যাহ্বানং, সমস্তোপাসনে চ ফলবৎ-শ্রুতেরুভয়থাপূপাসনম্ । ন চ যথা বৈশ্বানরীয়েষ্টৌ যদষ্টাকপালো ভবতী-তাদীনামবসুত্রবাদানং প্রত্যেকং ফলশ্রবণেহপ্যর্থবাদমাত্রং, বৈশ্বানরং দাদশকপালং নির্বপেদিত্যৈত্রব তু ফলবদ্বম্, এবমগ্রাপি ভবিতুমর্হতি । অত্র হি

উপনিষদে প্রাচীনশাল ও ঔপমন্তব প্রভৃতি কতিপয় ঋষি ও রাজর্ষি ঘটত একটা আখ্যায়িকা আছে । তাহাতে ব্যস্ত বৈশ্বানরের উপাসনা ও সমস্ত বৈশ্বানরের উপাসনা, দ্বিবিধ উপাসনাই শ্রুত হয় । (ব্যস্ত = এক এক অঙ্গের উপা-সনা । সমস্ত = সমুদয়ে বা নিখিল অবয়বে একই উপাসনা ।) ব্যস্ত উপাসনা যথা—“হে ঔপমন্তব, তুমি কোন্ আত্মাকে বৈশ্বানর ভাবনায় উপাসনা কর ? অর্থাৎ তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া জ্ঞান কর ? উপাসনা কর ?” ঔপমন্তব বলিলেন, রাজন্, ভগবন্, আমি ছালোক বৈশ্বানরের উপাসনা করি । প্রাচীনশাল বলিলেন, সূপ্রসিদ্ধ স্নতেজা (দিব্) বৈশ্বানর আত্মার অবয়ব, তুমি তাহার উপাসনা কর । অর্থাৎ তুমি বৈশ্বানর আত্মার একাংশ বা একাবয়বের মাত্র উপাসনা কর, তাহাতে সমগ্র উপাসনা সিদ্ধ হয় না । সমস্ত বা সমগ্র উপাসনা যথা—“স্নতেজা অর্থাৎ ছালোক প্রস্তাবিত বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, হৃদয় চক্ষু, বায়ু প্রাণ, হৃদয় অন্তরীক্ষ, উদধি বন্তি, পৃথিবী পদ—”

* ভূমঃ সমগ্রস্য সাক্ষপ্রধানস্ত ক্রতোবাগসোবাংস্য সমগ্রসৌব জ্যায়স্বঃ প্রাধান্যঃ জ্যেষ্ঠম্ । সমস্তোপাসনমেবাত্র বিবক্ষিতমিতি যাবৎ । হি যতঃ তথা দর্শয়তি সমগ্রসৌব জ্যায়স্বঃ বিজ্ঞাপয়তি ক্রতিরিত্তি শেষঃ ।

বৈশ্বানর-বিদ্যার (উপাসনার) পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা অভিহিত হইলেও সে সকলের প্রাধান্য নাই । সে সকল উপাসনা প্রধান উপাসনার অন্তর্গত, সুতরাং সে সকলের সহিত অন্তর্গত প্রধানের উপাসনাই বলবৎ । প্রধান যাগ যেমন কতিপয় অঙ্গবাগ সহ অন্তর্গত হয়, তেমনি, বৈশ্বানর-আত্মার উপাসনাও ঐ সকল অঙ্গীভূত উপাসনার সহিত মিলাইয়া অন্তর্গত হয় । ক্রতি তাহাই দেখাইয়াছেন অর্থাৎ সমগ্র উপাসনারই প্রাধান্য বলিয়াছেন ।

পৃথক্‌জ্ঞানী সন্দেহো বহুলো বস্তুরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ” ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহোভয়থাপ্যুপাসনং স্মৃৎ—
ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ? উত সমস্তস্যৈব? ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? প্রত্যবয়বং স্মৃতেজঃপ্রভৃতিষু উপাসন্যেতি ক্রিয়াপদশ্রবণাৎ “তব স্মৃতং প্রস্মৃতমাস্মৃতং কুলে দৃশ্যতে” ইত্যাদিকলভেদশ্রবণাক্ষ ব্যস্তান্ত্যপ্যুপাসনানি স্থ্যিরিতি প্রাপ্তম্। ততোহভিধীয়তে—

“ভূম্নঃ” পদার্থোপচয়ান্নকস্য সমস্তস্য বৈশ্বানরোপাসনস্য জ্যায়ত্ত্বং প্রাধান্যেনাস্মিন্ বাক্যে বিবক্ষিতং ভবিতুমর্হতি, ন প্রত্যেকমবয়বোপাসনমপি। ক্রতুবৎ। যথা ক্রতুর্ষু দর্শপূর্ণমাস-

ষাদশকপালং নিক্ষেপেৎ” ইতি বিধিবিভক্তিশ্রুতির্ষদষ্টাকপালো ভবতীত্যাদিষু বর্তমানাপদেশঃ। ন চ বচনানি ত্বপূর্ব্ববাদ্ ইতি বিধিকল্পনা। অবয়ুতাবাদেন স্তব্যপ্যুপপত্তেঃ। ইহ তু সমস্তে ব্যস্তে চ বর্তমানাপদেশস্তাবিশেষবাদগৃহ্যমাণ-
বিশেষতয়া উভয়ত্রাপি বিধিকল্পনায়াঃ ফলকল্পনায়াশ্চ ভেদাৎ। নিন্দায়াশ্চ সমস্তোপাসনারস্তে ব্যস্তোপাসনেহপ্যুপপত্তেঃ। শ্রামো বা স্বাহতিমভ্যবহরতীতিবৎ উভয়বিধমুপাসনম্, ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

সমস্তোপাসনম্ভেব জ্যায়ত্ত্বং ন ব্যস্তোপাসনম্। যত্বপি বর্তমানাপদেশত্ব-

ইত্যাদি। [তত্র...তত্২] আখ্যায়িকা দৃষ্টে সংশয় হয়, শ্রুতি কি ঐ সকল বাক্যে ব্যস্ত সমস্ত বিপ্রকার উপাসনারই বিধান করিয়াছেন? অথবা সমগ্র উপাসনা করিতে বলিয়াছেন? দেখা যায়, স্মৃতেজা (দিব্) ও বিশ্বরূপ (সূর্য্য) প্রভৃতি প্রত্যেক প্রত্যেকে “উপাসন—উপাসনা কর” এইরূপ ক্রিয়াপদের শ্রবণ আছে ও সেই সেই বিজ্ঞানের বা উপাসনার “তোমার বংশে সোমবাগ সম্পন্ন হইতে দেখা যায়” ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ফল বর্ণিত আছে। তদ্ব্যবহাৰ পাওয়া যায়, বুঝা যায়, ব্যস্ত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ উপাসনাই শ্রুতিবিহিত। এইরূপ প্রথম পক্ষ স্থাপিত হইতে দেখিয়া সিদ্ধাস্তপক্ষ কথনর্থ ৫৭ সূত্র বলা হইল।

সূত্রের অর্থ এই যে, ঐ বাক্যে বহুর অর্থাৎ সমস্ত বা সমগ্র উপাসনার (এক একটীর) প্রাধান্য নাই। অতিপ্রায় এই যে, ঐ সকল ঋগ্ ঋগ্ অবয়ব উপাসনা একত্রিত হইয়া প্রধানের অর্থাৎ বৈশ্বানর উপাসনার পূর্ণতা জন্মায়। ইহার উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত ক্রতু অর্থাৎ যাগ। যেমন দর্শবাগ, পূর্ণমাস যাগ, তদন্তর্গত প্রবাজ ও অমৃতবাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গবাগ, এই সমস্ত পর পর যথাবিধানে অমুষ্ঠিত হইলে এক সাক্ষোপাজ প্রধান যাগ নিপন্ন হয়, তেমনি, ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব-উপাসনা পর পর যথাবিধানে সাধিত হইয়া সম্পূর্ণ সাক্ষোপাজ বৈশ্বানর

প্রভৃতিষু সামন্ত্যেন সান্নপ্রধানপ্রয়োগ এবৈকো বিবক্ষ্যতে, ন
ব্যস্তানামপি প্রয়োগঃ প্রযাজাদীনাম্, নাপ্যেকদেশান্নযুক্তশ্চ
প্রধানশ্চ, তদ্বৎ । কুত এতৎ ? ভূমৈব জ্যায়ানিতি । তথা
হি শ্রুতিভূমৌ জ্যায়ন্তুং দর্শয়তি । একবাক্যত্বাবগমাৎ । একং
হীদং বাক্যং বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ং পৌরুষাপর্যাপর্য্যালোচনাৎ
প্রতীয়তে । তথা হি প্রাচীনশালপ্রভৃতয় উদ্ধালকাবসানাঃ ষট্
ঋষয়ো বৈশ্বানরবিদ্যায়াং পরিনিষ্ঠামপ্রতিপদ্যমানা অশ্বপতিং
কৈকেয়ং রাজানমভ্যাজগ্মুরিত্যুপক্রম্য, একৈকশ্বর্ষেকুপাস্ত্যং
দ্ব্যপ্রভৃতীনামেকৈকং শ্রাবয়িত্বা “মূর্দ্ধা হ্রেষ আত্মন ইতি হোবাচ”
ইত্যাদিনা মূর্দ্ধাদিভাবং তেষাং বিদধাতি । “মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ

মুভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টং, তথাপি পৌরুষাপর্যাপর্য্যালোচনয়া সমস্তোপাসনপরিত্তাবগমঃ ।
দংপরং হি বাক্যং, তদন্ত্যর্থঃ । তথাহি—প্রাচীনশালপ্রভৃতয়ো বৈশ্বানরবিজ্ঞা-
নির্ণয়াশ্বপতিং কৈকেয়মাজগ্মুঃ । তে চ তত্তদেকদেশোপাসনমুপপত্তবন্তঃ ।
তত্র কৈকেয়ন্তত্তুপাসননিন্দাপূর্কং তন্নিবারণেন সমস্তোপাসনমুপসংহারঃ ।

আত্মার উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে । কেহ দর্শাদি যাগেব অঙ্গ কেবল
প্রযাজ যাগ অনুষ্ঠান করে না এবং কেহ এক বা দুই অঙ্গ সহ প্রধানের
অনুষ্ঠানও কবে না, সমগ্রেব অনুষ্ঠানই করে, করিলে যাগের সমগ্রতা
বা পূর্ণতা হয় । [কুত...দর্শয়তি] এ কথা এই ভুল বলি, ভূমার অর্থাৎ
বহুর জ্যায়ন্তু আছে । শ্রুতিও বহুর বা সমষ্টির জ্যায়ন্তু (প্রাধাতু) দেখা-
ইয়াছেন । তাহা একবাক্যতার প্রভাবেই প্রতীত হয় । আখ্যায়িকাহু
সন্দর্ভসমূহের পূর্কোপর পর্যালোচনা (উপক্রম উপসংহার ও মধ্যভাগ
অনুগীলন) করিলে প্রতীত হইবে, বৈশ্বানর-বিজ্ঞা (উপাসনা) বিষয়েই
মিলিত ঐ সমুদায় একটা বাক্য । অর্থাৎ ঐ সমুদায় সন্দর্ভে একই
বৈশ্বানর-বিজ্ঞা বিহিত বা অভিহিত চইয়াছে ; সুতরাং সমস্ত মিলিয়া
তদ্বোধক একটা মহাবাক্য হইয়াছে । বিবেচনা কর,—“প্রাচীনশাল
প্রভৃতি ছয় জন ঋষি বৈশ্বানরবিজ্ঞার নিষ্ঠা অর্থাৎ ঠিক নিষ্কর্ষ বা শেষ সিদ্ধান্ত স্থির
করিতে না পারিয়া কৈকেয়বংশীয় অশ্বপতি রাজার নিকট গমন করিয়াছিলেন ।
(ইনিই তৎকালে বৈশ্বানর-বিজ্ঞায় সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন) ।”
শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া মধ্যে এক এক ঋষির স্তুতজ্ঞ অর্থাৎ
দিব্ প্রভৃতির উপাস্ততা বর্ণনা করিয়া “ইহা বৈশ্বানর আত্মার মন্তক” এবং
ক্রমে সে সকলে বৈশ্বানরের মন্তকাদিভাব বলিয়াছেন বা বিধান করিয়াছেন ।
তৎপরে তিনি “যদি না আসিতে, তবে, তোমার মন্তক বিচ্ছিন্ন হইত”

যন্মা নাগমিষ্যঃ” ইত্যাদিনা চ ব্যস্তোপাসনমপবদতি। পুনশ্চ ব্যস্তোপাসনং ব্যাবর্ত্য সমস্তোপাসনমেবানুবর্ত্য “স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বমমতি” ইতি ভূমাশ্রয়মেব ফলং দর্শয়তি। যন্তু প্রত্যেকং সূত্রেঃ প্রভৃতিষু ফলভেদশ্রবণং তদেবং সত্যঙ্গফলানি প্রধান এবাভ্যুচ্চিনোতীতি দ্রষ্টব্যম্। তথা উপাস্ব ইত্যপি প্রত্যবয়বমাখ্যাতশ্রবণং পরাতিপ্রায়ানুবাদার্থং, ন ব্যস্তোপাসনবিধানার্থম্, তস্মাৎ সমস্তোপাসনপক্ষ এব শ্রেয়ানিতি।

কেচিদ্ধত্র সমস্তোপাসনপক্ষং জ্যায়াংসং প্রতিষ্ঠাপ্য জ্যায়স্ব-
বচনাদেব কিল ব্যস্তোপাসনপক্ষমপি সূত্রকারোহনুমন্তত ইতি
তথা চৈকবাক্যতালাভায় বাক্যভেদপরিহারায় চ সমস্তোপাসনপরতৈব সন্দর্ভস্ত
লক্ষ্যতে। তস্মাদ্ধফলসকীর্জনং প্রধানস্তবনায়। সমস্তোপাসনশ্রেণেব তু
ফলবত্ত্বম্ ইতি সিদ্ধম্।

একদেশিবাখ্যানমুপভুক্ত দৃষয়তি—“কেচিদ্ধত্র” ইতি। সম্ভবতোকবাক্যেষু
বাক্যভেদস্তাত্ত্বায্যায়ঃ। নেদংশং সূত্রবাখ্যানং সমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ৫৭ ॥

এইরূপ এইরূপ বাক্যে ব্যস্ত উপাসনার অপবাদ অর্থাৎ নিন্দা কারয়াছেন।
পুনর্বার তিনি ব্যস্ত উপাসনার ব্যাবর্ত্তি অর্থাৎ নিষেধ করিয়া এবং সমগ্র
উপাসনার উল্লেখ বা অন্তর্করণ করিয়া “সেই উপাসক সমুদায় লোকে, সমুদায়
ভূতে ও সকল শরীরে অনভোক্তা হয়” ইত্যাদিবিধ সমগ্রাশ্রিত ফল (সমগ্র
উপাসনার ফল) শুনাষ্টয়া দিয়াছেন।

[যন্তু...শ্রেয়ানিতি] সূত্রেঃ (দিব্) প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ প্রতীকে ব্যস্ত
অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল কথিত আছে সত্য; পবস্ত
থাকিলেও সে সকল প্রধান (সমগ্র) উপাসনারই পোষক। অর্থাৎ সে সকলের
প্রত্যেকের পৃথক্ ফল নাই। বৈদ্বানর আত্মার প্রত্যেক অবয়ব লক্ষ্য
করিয়া “উপাস্ব—উপাসনা কর” এইরূপ উক্তি আছে সত্য; পরন্তু তাহা
বা সে উক্তি পরাতিপ্রায় অনুবাদার্থ; সূতরাং ব্যস্তোপাসনপক্ষ তর্কল
এবং সমস্তোপাসনপক্ষই প্রবল।

[কেচিদ্ধত্র...পশ্যমানস্বাং] কোন কোন ব্যাখ্যাকার এই স্থানে সমস্তো-
পাসনা-পক্ষের প্রাধান্ত বা শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিয়া, পশ্চাৎ সূত্রস্থ “জ্যায়স্বং”—শব্দ
দৃষ্টে ব্যস্তোপাসনপক্ষও সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া
গিয়াছেন। (অতিপ্রায় এই যে, সমস্তোপাসনাই প্রশস্ত, বিশিষ্ট ফলদায়ক,
কিন্তু ব্যস্তোপাসনা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট অল্পফলদায়ক)। এ ব্যাখ্যা যুক্ত ব্যাখ্যা
নহে। কারণ এই যে, যখন সমুদায় সন্দর্ভ একই বাক্য বলিয়া স্থির জানা

কল্পয়ন্তি, তদযুক্তম্ । একবাক্যাবগতো সত্যং বাক্যভেদকল্পন-
স্বাভাব্যত্বাৎ, “মূর্খা তে ব্যপতিম্যৎ” ইতি চৈবমাদিনিন্দাবচন-
বিরোধাৎ । স্পষ্টে চোপসংহারে সমস্তোপাসনাবগমে তদ-
ভাবস্ত পূর্বপক্ষে বক্তুমশক্যত্বাৎ, নৌক্ত্যন্ত চ জ্যায়ত্ত্ববচনস্ত
প্রমাণবদ্ধাভিপ্ৰায়েণাপ্যুপপদ্যমানত্বাৎ ॥ ৩ । ৩ । ৫৭ ॥

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৩ । ৩ । ৫৮ ॥*

পূর্বস্বিন্নধিকরণে সত্যামপি স্মৃতেজঃপ্রভৃতীনাং ফলভেদ-
ত্রতো সমস্তোপাসনং জ্যায় ইত্যুক্তম্ । অতঃ প্রাপ্তা বুদ্ধি-

সিদ্ধং কৃৎস্না বিজ্ঞাভেদমধস্তনং বিচারজাতমভিনির্ধারিতম্ । সম্প্রতি তু সৰ্বা-
সামীশ্বরগোচরাণাং বিজ্ঞানাং কিমভেদো ভেদো বা এবং প্রাণাদিগোচোরাবিত্তি
গেল, তখন আর তাহার এক ব্যতীত দুই অভিধেয় থাকিতে পারে না ।
বাস্তব সমস্ত এই দুই অভিধেয় প্রতিপাদন করিতে হইলে বাক্যভেদ
স্বীকার দোষ । এক বাক্য সম্ভব হইলে কেহই বাক্যভেদ বা দুই বাক্য
স্বীকার করে না, এবং করাও জাব্য নহে । বিশেষতঃ বাস্তব পক্ষে—“তোমার
মস্তক পতন হই’ত” ইত্যাদি নিন্দাশ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটনা হয় । প্রস্তাবের
উপসংহারে অর্থাৎ সমাপ্তিতে সমস্ত পক্ষই শ্রুতিভিপ্ৰেত বলিয়া প্রতীত হয় ;
সুতরাং পূর্বপক্ষে তদভাব (সমস্তপক্ষের অভাব) স্থাপনা করিতে পার না ।
সূত্রে “জ্যায়ত্ত্ব”শব্দ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য—সমস্ত-পক্ষই সমপ্রমাণ এবং
বাস্তব-পক্ষ অপ্রমাণ, এই দুই কথা বলা বা দেখান ॥ ৩ । ৩ । ৫৭ ॥

পূর্ববিচারে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিতে স্মৃতেজস্ত প্রভৃতি গুণে বৈখানর
আত্মার বাস্তব বা পৃথক্ ভাবে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন ফল অভিহিত থাকিলেও সমগ্র
উপাসনাপক্ষই জ্যেষ্ঠ বা অগ্রগণ্য । এই সিদ্ধান্ত দেখিয়া বুদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ
মনে হয়, বিভিন্ন শ্রুতিস্থ অত্যাচ্ছ উপাসনাও সমস্তপক্ষপাতী, অর্থাৎ অত্যাচ্ছ

* সৰ্ববৈদ্যাভেদেহপি শব্দাদিভেদাৎ বিদ্যায়া নানাঃ স্তাদেব । আদিশব্দাং গুণাদয়ো
গৃহ্যন্তে । যদ্যপি সৰ্বত্রৈক এবেষরো বৈদ্যাণ্ডথাপি বিদ্যা নানা বিভিন্না । অত্র শব্দভেদোহভ্যুচ্চর-
মাত্রতরোক্তঃ । বস্তুতস্ত বিদ্যানানাহে সম্যক্হেতব আদিগদোপাস্তগুণাদয় এব । যথা ছত্র-
চামরাদিগুণভেদেন রাজোপাস্তিভেদাঃ, যথা বা আহিকা-বাজিনগুণভেদেন বাগভেদস্তদ্বদিত্য-
নুসন্ধেয়ম্ ।

সৰ্বত্র একই পরমেশ্বর উপাস্ত, অথচ নানা শ্রুতিতে নানাপ্রকার উপাসনা বিহিত হইতে
দেখা যায় । তদ্ব্যবৃষ্টে সংশয় হয়, উপাসনা এক কি নানা । উপাসনা নানা হইলে উপাস্তও
নানা হইবে, এবং উপাসনা এক হইলে উপাস্তেরও একত্ব স্থির থাকিবে । পূর্ববিচারের দৃষ্টান্তে
পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, সমুদায় মিলিয়া একই উপাসনা, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে পাওয়া যায়, স্থির হয়,
উপাস্ত এক হইলেও উপাসনা নানা । কারণ এইবে, তথোধক শব্দ বিভিন্ন ; এবং গুণ ও
ফলসম্বন্ধ প্রভৃতি সমস্তই বিভিন্ন । বিধায়ক শব্দের, গুণের ও ফলের বিভিন্নতা থাকায় সৰ্বত্রই
উপাসনার বিভিন্নতা অবধারিত হয় ।

রত্নাত্মপি চ ভিন্নশ্রুতীন্যুপাসনানি সমস্তোপাশিষ্যন্ত ইতি ।
 অপি চ, নৈব বেদ্যাভেদে বিদ্যাভেদো বিজ্ঞাতুং শক্যতে ।
 বেদ্যং হি রূপং বিদ্যায়া দ্রব্যদৈবতমিব যাগস্ত । বেদ্যশ্চৈক
 এবেশ্বরঃ শ্রুতিনানাভেদপ্যবগম্যতে । “মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ”,
 “কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম,” “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ” ইত্যেবমাদিষু । তথা
 “এক এব প্রাণঃ, প্রাণো বাব সম্বর্গঃ প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ
 শ্রেষ্ঠশ্চ, প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা” ইত্যেবাদিষু বেদৈক-
 ত্বাচ্চ বিদৈকত্বং শ্রুতম্ । শ্রুতিনানাত্মমপ্যস্মিন্ পক্ষে গুণা-
 স্তরপরত্বাৎ নানর্থকম্ । তস্মাৎ স্বপরশাখাবিহিতমেকবেদ্যব্য-
 পাশ্রয়ং গুণজাতমুপসংহর্তব্যং বিদ্যাকাংশ্রয়া—ইত্যেবং প্রাপ্তে
 প্রতিপদ্যতে—নানেতি ।

বিচারয়িতব্যম্ । নহু যথা প্রত্যয়াভিধেয়ায়া অপূর্ব্ভাবনায়া আজ্ঞানতো ভেদা-
 ভাবেহপি ধাত্বর্থেন নিরূপ্যমাণত্বাৎ তন্তু চ যাগাদেভেদাৎ প্রকৃতার্থযাগাদিধাত্বার্থা-
 হুবন্ধভেদাভেদস্তদমুরক্তায়া এব তন্ত্রাঃ প্রতীয়মানত্বাৎ, এবং বিজ্ঞানামপি রূপতো
 বেদ্যশ্বেশ্বরত্বাভেদেহপি তত্ত্বং সত্যসংকল্পাদিগুণোপধান-ভেদাচ্ছিত্তাভেদ ইতি নাস্ত্য-
 ভেদাশঙ্কা । উচ্যতে । যুক্তমহুবন্ধভেদাৎ কার্য্যরূপাণামপূর্ব্ভাবনানাং ভেদ ইতি ।

উপাসনাতেও ব্যস্ত পক্ষ অগ্রাহ্য ; এবং সমস্ত-পক্ষই গ্রাহ্য । (শ্রুতিতে শাণ্ডিল্য-
 বিজ্ঞাদিরও একই নানাই কথিত হইতে দেখা যায়) । বেদের অর্থাৎ উপা-
 স্ত্রের অভেদ বা ঐক্য থাকিলে বিজ্ঞার অর্থাৎ উপাসনার ভেদ (পার্থক্য)
 জানা যায় না । অর্থাৎ তাহার নানাত্ব পক্ষ গ্রহণ করা যায় না । যেমন দ্রব্য ও
 দেবতা যাগের রূপ, তেমনি, বেদই বিজ্ঞার রূপ, পরন্তু দেখা যায়, নানা-
 প্রকার শ্রুতি থাকিলেও একই ঈশ্বর বেদ । “মনোময়, প্রাণশরীর—” “ক-ই
 ব্রহ্ম, খ-ই ব্রহ্ম—” “সত্যকাম ও সত্যসংকল্প—” ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন
 শ্রুতি আছে সত্য ; কিন্তু সর্ব্বের একমাত্র ঈশ্বরই বেদ্য । “একই প্রাণ, প্রাণ
 সম্বর্গ, প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, প্রাণই পিতা প্রাণই মাতা—” ইত্যাদি ইত্যাদি
 শ্রুতিতেও এক ঈশ্বরই বেদ (উপাস্ত্র) । যখন বেদের (উপাস্ত্রের) ঐক্য
 দেখা যায়, শ্রুতিতে শুনা যায়, তখন বিজ্ঞাও এক, বহু নহে । শ্রুতি
 নানাপ্রকার আছে সত্য ; পরন্তু, সে সমুদায়কে গুণাস্তরপর অর্থাৎ তিনি (ঈশ্বর)
 সেই সেই গুণবিশিষ্ট, এতজুপ তাৎপর্য্যে অভিহিত বলিলেই সে সকলের
 নৈরর্থক্য নিবারিত হইতে পারে । [তস্মাৎ...ভেদাৎ] প্রোক্ত কারণে
 ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, বিজ্ঞার পূর্ণতার নিমিত্ত স্ব-পর-শাখাবিহিত এক
 উপাস্ত্রের আশ্রিত যে-কিছু গুণ সমস্তই উপসংহার্য্য অর্থাৎ সকলপ্রণালী
 অবলম্বনপূর্ব্বক সেই অদ্বিতীয় উপাস্ত্রে যোজিত করা কর্তব্য । এই পূর্ব্বপক্ষের
 প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল—নানা শব্দাদিভেদাৎ ।

বেদ্যাভেদেহ্যেব্যবজ্ঞাতীয়কা বিদ্যা ভিন্না ভবিতুমর্হস্তু ।
কুতঃ ? শব্দাদিভেদাৎ । ভবতি হি শব্দভেদঃ “বেদ” “উপাসীত”
“স ক্রতুং কুব্বীত” ইত্যবমাদিঃ । শব্দভেদশ্চ কর্মভেদহেতুঃ
সমধিগতঃ পুরস্তাৎ—শব্দান্তরে কর্মভেদঃ কৃতানুবন্ধত্বাদিতি ।
আদিগ্রহণাৎ গুণাদয়োহপি যথাসম্ভবং ভেদহেতবো যোজয়িতব্যাঃ ।
ননু বেদেত্যাदिষু শব্দভেদ এবাবগম্যতে, ন যজতি ইত্যাদি-
বদর্থভেদঃ, সর্বেষামেবৈবাং মনোর্ত্ত্যর্থত্বাভেদাদর্থান্তরাসম্ভবাচ্চ,
তৎ কথং শব্দভেদাৎ বিদ্যাভেদ ইতি । নৈষ দোষঃ । মনো-

ইহ তু ব্রক্ষণঃ সিদ্ধরূপত্বাদ্গুণানামপি সত্যসঙ্কল্পবাদীনাং তদাশ্রয়াণাং সিদ্ধতয়া
সর্বত্রাভেদো বিদ্যাস্থ । ন হি বিশালবক্ষাশ্চকোরেক্ষণঃ ক্ষত্রিয়যুবা দুষ্ট্যবনধর্ম্মেত্যে-
কত্রোপদিষ্টোহতত্র সিংহাত্তো বৃষস্কন্ধঃ স এবোপদিষ্টশূন্যনশ্চকোরেক্ষণত্বাভ্যাপজ্জহাতি ।
ন খলু প্রতাপদেশং বস্ত্ত ভিত্তিতে, তস্ত সর্বত্র তাদবস্থ্যাৎ । অতাদবস্থ্যে বা
তদেব ন ভবেৎ । ন হি বস্ত্ত বিকল্যত ইতি । তস্মাদ্বেদ্যাভেদাঙ্কিতানাং ভেদ
ইতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।

ভবেদেতদেবং, যদি বস্ত্তনিষ্ঠাচ্যাপাসনবাক্যানি, কিন্তু তদ্বিষয়ামুপাসনাভাবনাং
বিদধতি । সা চ কার্যরূপা । যতপি চোপাসনভাবনা উপাসনাধীননিরূপণা, উপাসন-
কোপাস্তাধীননিরূপণম্, উপাস্ত্রক্ষেত্রাদি ব্যবস্থিতরূপং, তথাপ্যুপাসনাবিষয়ীভাবোহস্ত

যদিও বেদ্য অর্থাৎ উপাস্ত্র এক, তথাপি, ঐরূপ ঐরূপ বিদ্যা (উপাসনা) এক
নহে । কারণ, বিধায়কশব্দ ও গুণ প্রভৃতি প্রত্যেকে বিভিন্ন । [ভবতি...
যোজয়িতব্যাঃ] “যো বেদ অর্থাৎ যে জানে ।” “উপাসীত—উপাসনা করি-
বেক ।” “স ক্রতুং কুব্বীত—সে ক্রতু অর্থাৎ তদাকাবা বৃত্তি বা সঙ্কল্প ধারণ
করবেক ।” এইরূপ এইরূপ বিভিন্ন শব্দে সেই সেই বিদ্যার বিধান হওয়ায়
সেই সেই বিদ্যা প্রত্যেকে বিভিন্ন বলিয়া নিশ্চয় হয় । শব্দের ভিন্নতা যে,
কর্মভেদের হেতু, তাহা জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসায় জানা গিয়াছে । যথা—
“কৃতানুবন্ধ অর্থাৎ দাত্ত্বার্থের ভেদ থাকায় শব্দভেদ হইতে কর্মের ভেদ
অবধারিত হয় ।” (জৈমিনি সূত্র) । সূত্রস্থ আদি-শব্দ গুণেব ফলের
ভিন্নতা উন্নয়ন করিতে বলিতেছে, এবং সে সকল সম্ভব অহুসারে সংযোজন
করিলে । [ননু...দোষপত্তে] “বেদ—জানে” “উপাসীত—উপাসনা করে”
ইত্যাদিপ্রকার শব্দভেদ (বিভিন্ন উচ্চারণের শব্দ) দৃষ্ট হয় সত্য ; কিন্তু
সে সকল শব্দের “যজতি—যাগ করে” “কুহোতি—হোম করে” ইত্যাদির
স্তায় অর্থভেদ নাই । “জানে” “উপাসনা করে” প্রভৃতি সমুদায় কথার অর্থ
মনোর্ত্তি অর্থাৎ সেই সেই প্রকার জ্ঞান । জ্ঞান ভিন্ন অস্ত্র অর্থের সম্ভাবনা
নাই । যদি তাহা না থাকিল, তবে “শব্দভেদ থাকায় বিদ্যার ভেদ”
এ কথা সঙ্গত হয় কে ? এই প্রশ্নের বা এই আপত্তির প্রত্যুত্তরে বলা যায়, তাহা

বিকল্পো বা স্তাৎ ? অথবা বিকল্প এব নিয়মেনেতি । তত্র স্থিত-
ত্বাৎ তাবৎ বিদ্যাভেদস্য ন সমুচ্চয়নিয়মে কিঞ্চিৎ কারণমস্তুি ।
ননু ভিন্নানামপ্যগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদীনাং সমুচ্চয়নিয়মো দৃশ্যতে ।
নৈষ দোষঃ । নিত্যতাশ্রুতির্হি তত্র কারণং, নৈবং বিদ্যানাং
কাচিৎ নিত্যতাশ্রুতিরস্তুি । তস্মাৎ ন সমুচ্চয়নিয়মঃ, নাপি
বিকল্পনিয়মঃ, বিদ্যাস্তরাধিকৃতস্য বিদ্যাস্তরাপ্রতিষেধাৎ । পারি-
শেষ্যাৎ যাথাকাম্যমাপদ্যতে । নন্ববিশিষ্টফলত্বাদাসাং বিকল্পো

ত্বেবাং নিত্যত্বাৎ । উপাসনাস্ত কাম্যতয়া ন নিত্য্যঃ । তস্মান্নাসাং সমুচ্চয়-
নিয়মঃ । তেন সমানফলানাং দর্শপৌর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদীনামিব ন নিয়মবান্
বিকল্পঃ, ফলভূনার্থিনঃ সমুচ্চয়স্তাপি সম্ভবাদিতি পূর্বঃ পক্ষঃ ।

উপাসক কি ইচ্ছাপূর্বক ক্রমে সমুদায় গুলির অনুষ্ঠান করিবেন ? কিংবা বিকল্প
আশ্রয় করিবেন ? (হয় অমুক উপাসনা, না হয় অমুক উপাসনা, অবলম্বন
করিবেন,) অথবা বিকল্পপক্ষই নিয়ম ? (অমুক উপাসনায় অশক্ত হইলে অমুক
উপাসনাই করিবেন, এতদ্রূপ নিয়মিত বিকল্পের নাম ব্যবস্থিত বিকল্প) ।
বিচারের প্রথম কোটাতে অর্থাৎ সংশয় ভাগে কথিত প্রকার পক্ষত্রয় প্রাপ্ত হওয়া
যায় । তন্মধ্যে কারণাভাব বশতঃ সমুচ্চয়-পক্ষ (এটী ওটী সেটী—সবগুলিই
একত্রে, এতদ্রূপ পক্ষ) নিবারিত হয় । [নহ...পশ্যতে] অগ্নিহোত্র, দর্শ ও
পূর্ণমাস, এ সকল এক একটি পৃথক্ যাগ, অথচ ঐ সকলের সমুচ্চয়নিয়ম দেখা
যায়, (অর্থাৎ যে অগ্নিহোত্র করে, সে দর্শাদিও করে । দর্শ প্রভৃতি সমুদায় যাগই
তাহার কর্তব্য, সূতারং সে সমুদায়ের সমুচ্চয়ই নিয়মিত), প্রস্তাবিত উপাসনায়
সে রূপ না হয় কেন ? তদুপায়ে প্রস্তাবিত উপাসনাসমূহ ও ত সমুচ্চয় নিয়মের
অধীন হইতে পারে ? এ আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, এস্থলে অগ্নিহোত্রাদি
যাগ অদৃষ্টান্ত । ঐ সকল যাগে নিত্যতা শ্রবণ আছে (না করিলে দোষ হয়,
এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে), পরন্তু বিদ্যায় অর্থাৎ উপাসনায় সে রূপ নিত্যতা শ্রবণ
(নিত্যতাবোধক শ্রুতিবাক্য) নাই । সেই জন্যই উপাসনায় সমুচ্চয় নিয়মের
অভাব স্বীকৃত হয় । উপাসনায় বিকল্পপক্ষও নিয়মিত নহে । কারণ এই
যে, এক উপাসনায় অধিকৃত পুরুষ অত্র উপাসনা করিবেন না, এমন কোনও
নিষেধ দেখা যায় না । তাহাতেই পাওয়া যাইতেছে, উপাসনা সকল যথোচ্ছ
আচরণীয় । [নন্ববিশিষ্ট...দর্শনাং] বলিতে পার যে, ফল অবিশিষ্ট—ফলবিষয়ে

ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে, যে সকল অহংগ্রহ উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সে সকল বিকল্পাশ্রিত অর্থাৎ
সে সকলের অনুষ্ঠান বৈকল্পিক, যথোচ্ছ নহে । তৎপ্রতি কারণ,—ফলের অবিশেষত্ব অর্থাৎ
ফলের একরূপতা (ভাষ্যানুবাদ দেখ) ।

উপাসনা ত্রিবিধ বা তিন্ শ্রেণীভুক্ত । অহংগ্রহ, তটস্থ ও অঙ্গাশ্রিত । অঙ্গাশ্রিত—কর্বাদ্ব
প্রণবপ্রভৃতি অবলম্বিত । তন্মধ্যে অহংগ্রহ উপাসনা বৈকল্পিক, অঙ্গ হই শ্রেণীর উপাসনার কথা
পরে বলা হইবে ।

শ্রায্যঃ, তথা হি “মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ, কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইত্যেবমাদ্যাস্তল্যবদীশ্বরত্বপ্রাপ্তিকলা লক্ষ্যন্তে। নৈষ দোষঃ, সমানফলেষপি স্বর্গাদিসাধনেষু কর্মস্ব যথাকাম্যদর্শনাৎ। তস্মাৎ যথাকাম্যপ্রাপ্তাবুচ্যতে—

বিকল্প এবাসাং ভবিতুমর্হতি, ন সমুচ্চয়ঃ। কস্মাৎ। অবিশিষ্টফলত্বাৎ। অবিশিষ্টং হ্যাসাং ফলমুপাস্ত্রবিষয়সাক্ষাৎ-করণম্, একেন চোপাসনেন সাক্ষাৎকৃতে উপাস্ত্রবিষয়ে ঈশ্বরান্দৌ দ্বিতীয়মনর্থকম্। অপি চাসম্ভব এব সাক্ষাৎকরণস্ত সমুচ্চয়পক্ষে, চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ। সাক্ষাৎকরণসাধ্যঞ্চ বিত্বাফলং দর্শয়ন্তি

উপাসনানামুপাস্ত্রসাক্ষাৎকরণসাধ্যত্বাৎ ফলভেদস্ত, একেনোপাসনেনোপাস্ত্র-সাক্ষাৎকরণে তত এব ফলপ্রতিলাভে তু কৃতমুপাসনান্তরেণ। ন চ সাক্ষাৎকরণ-প্রাতিশয়সম্ভবস্তোপায়সহস্রৈরপি তাদবস্থাৎ। তস্মাত্রসাধ্যত্বাচ্চ ফলাবাপ্তেঃ।

কোনরূপ বিশেষ নাই—যখন প্রত্যেক অহংগ্রহ উপাসনার (“যিনি মনোময় ও প্রাণশরীর” “ক-ই ব্রহ্ম খ-ই ব্রহ্ম” ইত্যাদি উপাসনার) ফল ঈশ্বরপ্রাপ্তি, তখন নিয়মিত বিকল্প গ্রহণে দোষ কি? নিয়মিত বিকল্পই ত শ্রায্য? এ বিষয়ে আমরা বলিব, ফলসাম্য থাকিলেও সেরূপ বিকল্পের পরিত্যাগ দোষাবহ নহে। স্বর্গাদি-সাধন নানা কর্ম আছে, সে সকলের ফল সমান অর্থাৎ একই স্বর্গ সে সমুদায়ের সাধ্য; অথচ সে সমুদায় যথাকাম্য অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে অনুর্ত্তেয় হইতে দেখা যায়। [তস্মাৎ...ফলত্বাৎ] প্রদর্শিত বহু কারণে উপাসনার যথাকাম্যতা প্রাপ্ত হওয়ার তদ্ব্যবস্থাপক সূত্র—বিকল্পোবিশিষ্টফলত্বাৎ।

সেই সেই উপাসনার ফল অবিশিষ্ট; সেই কারণে বিকল্পপক্ষই যুক্ত; সমুচ্চয়পক্ষ অব্যুক্ত। [অবিশিষ্টং...মাচ্ছাঃ] প্রত্যেক অহংগ্রহ উপাসনার ফল উপাস্ত্রসাক্ষাৎকার, তাহা সেই সেই উপাসনার কোন এক উপাসনায় লব্ধ হইলেই অত্রাণ উপাসনার অপ্রয়োজন—প্রয়োজন থাকে না। সেই জন্যই বিকল্পপক্ষ বিনা চেষ্টায় উপপন্ন হয়। সমুচ্চয়পক্ষে উপাস্ত্রসাক্ষাৎকার (উপাস্ত্র=ঈশ্বরাদি, তৎসাক্ষাৎকার) অসম্ভব। হেতু এই যে, সমুচ্চয় চিত্তবিক্ষেপের কারণ ও আবিষ্টক। (সমুচ্চয়ে নানা চিত্তবৃত্তি উঠে, সূত্রাৎ তাহা বিক্ষেপ মধ্যে গণ্য ও মিথ্যাজনজন্মিত)। ঋতিও বিত্বাফলের সাক্ষাৎকারজন্যতা দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ বলিয়াছেন। যথা—“বাহার ‘অহমীশ্বরঃ’—আমিই ঈশ্বর, এতদ্বিধ সাক্ষাৎ-কার হয়, আমি ঈশ্বর কি-না এ সন্দেহ না থাকে, তাহারই ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়।” “যে জীবিত থাকিতে থাকিতে তদ্ভাবভাবিত অর্থাৎ ধ্যানের মহিমায় দেবভাব-প্রাপ্ত বা দেবত্বসাক্ষাৎকার লাভ করে, (উপাস্ত্রের সহিত অভেদ হইয়া যায়),

শ্রুতয়ঃ “যস্য স্মাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি” ইতি, “দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি” ইত্যেবমাদ্যাঃ। স্মৃতয়শ্চ “সদা তদ্ভাবভাবিতঃ” ইত্যেবমাদ্যাঃ। তস্মাদবিশিষ্টফলানাং বিদ্যানামশ্রুতমামাদায় তৎপরঃ স্মাৎ, যাবদুপাস্তবিসয়সাক্ষাৎকরণেন তৎফলপ্রাপ্তি-
রিতি ॥ ৩। ৩। ৫৯ ॥

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চিয়েরন্নবা

পূর্বহেতুভাবাৎ ॥ ৩। ৩। ৬০ ॥*

“অবিশিষ্টফলত্বাৎ” ইত্যস্য প্রত্যাধারণম্। যাস্থ পুনঃ কাম্যাস্তু বিদ্যাস্তু “স য এতমেব বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ, ন স

উপাসনাস্তরাভ্যাসে চ চিষ্টৈকাগ্রতাব্যাব্যাহতেন কশ্চিছুপাসনানিষ্পত্তেরিহ বিকল্প এব নিয়মবানিতি রাদ্ধান্তঃ ॥ ২। ৩। ৫৯ ॥

সে দেহপাতের পর দেবতাতেই লীন হয়, তদেবতাভাব প্রাপ্ত হয়।” ইত্যাদি। এ বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণও আছে। যথা—“যাহারা সর্বদা উপাস্তভাবনায় ভাবিত হইয়া তন্ন ত্যাগ করে—” ইত্যাদি। [তস্মাদবিশিষ্ট...রিতি] অতএব, যাবৎ না উপাস্ত-সাক্ষাৎকার হয়, যাবৎ না উপাস্তসাক্ষাৎকার দ্বারা তদ্ভাব-প্রাপ্তি ঘটে, তাবৎ, সমফলক কোন এক অহংগ্রহ উপাসনা অবলম্বন করিয়া ও তৎপর হইয়া থাকিবেক, মধ্যে (বিভিন্ন ধ্যানদ্বারা) তাহার বিচ্ছেদ করিবেক না ॥৩।৩।৫৯॥

অবিশিষ্ট ফল, এই হেতুবাক্যের প্রত্যাধারণের অর্থাৎ উপাসনার ধর্ম লইয়া অহংগ্রহ-উপাসনার জায় তটস্থোপাসনাও বিকল্পান্তর্ভূত, এইরূপ পূর্বপক্ষ স্থাপনান্তে তাহার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন (সূত্রকাব)। “সে কোন উপাসক এই বায়ুকে অঙ্গকল্পনায় কল্পিত দিক্‌সমূহকে বৎস বলিয়া জানে, উপাসনা করে, সে পুত্রমরণনিমিত্তক রোদন প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ সে জীবৎপুত্রতরূপ ফল প্রাপ্ত হয়।” যে উপাসক সেই পর্য্যন্ত নামব্রজের উপাসনা করে—যে পর্য্যন্ত না

* ভূ-শব্দতটস্থোপাসনাস্তহংগ্রহোপাসনাভ্যো ভিনতি। কাম্যাস্তুত্বা উপাস্তো যথাকামং সমুচ্চিয়েরন্নবেতি ন, কিন্তু পূর্বহেতুভাবাৎ বিকল্পধারণাভাবাৎ সমুচ্চিয়েরন্নবেতি যোজন।। অয়মভিসঙ্গিঃ—তটস্থোপাস্তীনাং বিকল্পেনানুষ্ঠানমূত যথাকামমুষ্ঠানমিতি সংশয়ে অহংগ্রহদৃষ্টা-
স্তেন তাসাং বৈকল্পিকত্বে প্রাপ্তে, তত্র সাক্ষাৎকারদ্বারত্বমুপাধিমুপভীয়া সিদ্ধান্তয়তি কাম্যাস্তু যথাকামমিতি।

তটস্থ উপাসনা সকল অহংগ্রহ উপাসনার দৃষ্টান্তে সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সে সকল যথাকাম বা যথেষ্ট অনুষ্ঠিত হইবেক অর্থাৎ যে-টা ইচ্ছা সেইটি অবলম্বনকরিবেক। সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান না হওয়ার কারণ এই যে, তটস্থোপাসনার বিকল্পপ্রয়োগ-হেতুর অভাব আছে। অর্থাৎ তটস্থোপাসনার ফল ও অহংগ্রহোপাসনার পূর্বোক্ত ফল এক প্রকারে আশ্রয়িত করে না। তন্মধ্যে বিশেষভাব বা পার্থক্য আছে। অহংগ্রহ উপাসনার ফলোৎপত্তি উপাস্তসাক্ষাৎকার দ্বারা হয়, তটস্থোপাসনার ফলোৎপত্তি অদৃষ্ট উৎপাদন দ্বারা হয়; হতরাং অহংগ্রহের দৃষ্টান্তে তটস্থের সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

পুত্রোদঃ রোদিতি।” “স যো নাম ব্রহ্মেভ্যুপাস্তে, যাবন্নান্নো
গতং, তত্রাস্ত কামচারো ভবতি” ইতি চৈববাদ্যাস্ত্র ক্রিয়াবদ-
দৃষ্টেনাত্মনাত্মীয়ং তত্তৎ ফলং সাধয়ন্তীষু সাক্ষাৎকরণাপেক্ষা নাস্তি,
তা যথাকামং সমুচ্চীয়েন্ন নবা সমুচ্চীয়েন্ন ? পূর্ব্বহেতুভাবাৎ—
পূর্ব্বস্থাবিশিষ্টফলত্বাদিত্যস্ত বিকল্পহেতোরভাবাৎ ॥৩৩৬০॥

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৩। ৩। ৬১ ॥*

কর্মাঙ্গেষু দুর্গীথাদিষু যে আশ্রিতাঃ প্রত্যয়া বেদত্রয়-

যানুপাসনাস্ত্র বিনোপাস্তসাক্ষাৎকরণমদৃষ্টেনৈব কাম্যসাধনং, তাসাং কাম্যদর্শ-
পৌর্ণমাসাদিবং পুরুষেচ্ছাবশেন বিকল্পসমুচ্চয়াবিত্তি সাম্প্রতম্ ॥ ৩। ৩। ৬০ ॥

তন্নির্দ্ধারণানিয়মসদৃষ্টে: পৃথগ্ব্যপ্রতিবন্ধ: ফলমিত্যত্রোপাসনাস্ত্র ফলক্রতে:
পৰ্ণময়ীত্মীয়েনার্থবাদতয়োপাসনানাং ক্রত্বর্থ্যেন সমুচ্চয়নিয়মমাশঙ্ক্য পুরুষার্থত্বৈক-
প্রয়োগবচনগ্রহণাভাবেন সমুচ্চয়নিয়মো নিরস্তঃ। ইহ তু সত্যপি পুরুষার্থত্বে
কন্মাত্রৈকপ্রয়োগবচনগ্রহণং ভবতীতি পূর্ব্বোক্তমর্থমাক্ষিপন প্রত্যবতিষ্ঠতে।
যদ্যপি হি কাম্যা এতা উপাসনাস্তথাপি ন স্বতন্ত্রা ভবিতুমর্হন্তি। তথা সতি হি
ক্রত্বর্থানাশ্রিততয়া ক্রতুপ্রয়োগাঘহিরপ্যমুখ্যং প্রয়োগ: প্রযজ্যতে। ন চ প্রয-
জ্যস্তে। তং কত্ব হেতো:। ক্রত্বর্থানাশ্রিতানামেব তাসাং তত্তৎফলোদ্দেশেন
বিধানাদিতি। এবঞ্চাশ্রয়তত্ত্বাদাশ্রিতানাং প্রয়োগবচনেনাশ্রয়াগাং সমুচ্চয়-

তাহার নামব্রহ্মপ্রাপ্তি ও তদ্বিবয়ে কামচারিত্ব লাভ হয়—” ইত্যাদি। এইরূপ
এইরূপ কাম্য উপাসনা—যে সকল উপাসনায় অদৃষ্টোৎপাদন দ্বারা সেই সেই
ফল লাভ করিতে হয়, এবং উপাস্তসাক্ষাৎকারের অপেক্ষা থাকে না—সেই সকল
উপাসনা ইচ্ছামুসারে সমুচ্চয়ে অমুঠেয়। কেননা, তাদৃশ উপাসনার বিকল্পপক্ষে
পূর্ব্বোক্ত হেতুর অভাব আছে। পূর্ব্বোক্ত উপাসনার (অহংগ্রহ উপাসনার)
ফল অবিশিষ্ট, পরন্তু ঐ সকল উপাসনার (তটস্থোপাসনার) ফল বিশিষ্ট—
প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন। ঐ সকল উপাসনায় স্তত্রাং বিকল্প-কাবণের অভাব
আছে, বিকল্প-কাবণের অভাব থাকায় সে সকল সমুচ্চয়ে অমুঠেয় ॥৩৩৬০॥

যজ্ঞের উদগীথ প্রভৃতি অঙ্গে যে সকল উপাসনা বেদত্রয়কর্ত্ত্বক বিহিত
হইয়াছে, সে সকলের সমুচ্চয় হইবে কি-না, এইরূপ সংশয় হইলে সিদ্ধান্ত

* অজাবব্রহ্মোপাভীনামনুক্রমমাহ—যথা ক্রত্বগুঠানে তদাশ্রিতাজ্ঞানাং সমুচ্চিত্ত্যাহুঠানং
তথাক্রমগুঠানে তদাশ্রিতোপাভীনাং তন্নিয়ম ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

যজ্ঞাঙ্ক উদগীথ প্রভৃতি প্রত্যেকে যে সকল উপাসনার বিধান, সে সকল আপন আপন
আশ্রয়ের অনুরূপেই অমুঠিত হয়, অর্থাৎ সে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই
উপাসনা কৃত হয়।

বিহিতাঃ, কিং তে সমুচ্চীয়েন্ন, কিংবা যথাকামং স্মারিতি
সংশয়ে যথাশ্রয়ভাব ইত্যাহ। যথৈবামাশ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়ঃ
সমুচ্য তবন্তি, এবং প্রত্যয়া অপি, আশ্রয়তন্ত্রত্বাৎ প্রত্যয়া-
নাম্ ॥ ৩। ৩। ৬১ ॥

শিষ্টেচ্চ ॥ ৩। ৩। ৬২ ॥*

যথা চাশ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়স্ত্রিষু বেদেষু শিষ্যস্তে, এবমা-

নিয়মেনাপ্রিতানামপি সমুচ্চয়নিয়মো যুক্তঃ, ইতরথা তদাপ্রিতত্বাহুপপত্তেঃ। স চ
প্রয়োগবচন উপাসনাঃ সমুচ্চয়ন্ত তত্তৎফলকামনানামবশস্তাবমাক্ষিপতি। তদভাবে
তাসাং সমুচ্চয়নিয়মভাবাৎ ইতি মহানস্ত পূর্বঃ পক্ষঃ। যাদ্বাস্তস্ত যথা বিহিতোদ্দিষ্ট-
পদার্থানুরোধী প্রয়োগবচনো ন পদার্থস্তাবানন্তথয়িতুমর্হতি, কিন্তু তদবিরোধেনাব-
তিষ্ঠতে, তত্র ক্রত্বার্থানাং নিত্যবদানানাং, তথাভাবস্ত চ সমুচ্যং নিয়মেনৈতান্
সমুচ্চিনোতু, কামাববক্তাস্ত উপাসনাঃ কামানামনিত্যত্বাৎ সমুচ্চয়েন নিষ্পত্তমর্হতি। ন
হি কামা বিধীয়ন্তে, যেন সমুচ্চীয়েন্ন, অপি তুদ্ভিষ্টন্তে। মানাস্তরাহুসারী চোদ্দেশো
ন তদ্বিরোধেনোদ্দেশমন্তথয়তি। তথা সত্যুদ্দেশাহুপপত্তেঃ। তস্মাৎ কামানাম-
নিত্যত্বতদববক্তানামুপাসনানামপানিত্যত্বম্, নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধাৎ। সত্যপি
তদাশ্রয়াণাং নিত্যত্ব ইদমেব চাশ্রয়তন্ত্রত্বমাপ্রিতানাং, যদাশ্রয়ে সত্যেব বৃন্তিন্দি-
শতি। ন তু তত্র বৃন্তিরেব নাস্তিরিতি। তদ্বিদমুচ্চ্য আশ্রয়তন্ত্রত্বাপি
হীতি ॥ ৩। ৩। ৬১ ॥

[রত্নপ্রভা। তর্হি গোদোহনস্তাপি সমুচ্চয়ঃ শ্রাদ্ধিত্যত আহ—শিষ্টেচ্চতি।
শিষ্টীঃ শাসনং বিধানমিতি যাবৎ। বিহিতত্বাবিশেষাৎ সমুচ্চয়োহঙ্গবদিত্যর্থঃ।
গোদোহনস্ত তু নাস্তুষ্ঠাননিয়মঃ, চমসস্থানে বিহিতত্বাৎ তন্নিয়মে চমসবিধিবৈষম্যাৎ।

করিবে যে, সে সকল আশ্রয়েরই অনুরূপ হইবেক, অর্থাৎ স্তোত্রাদি যেমন
যজ্ঞের অধীন বা অঙ্গ বলিয়া সমুচ্চয়ে (পর পর মিলিতভাবে সকল গুলি)
অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি, তদাপ্রিত উপাসনাগুলিও সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হই-
বেক ॥ ৩। ৩। ৬১ ॥

যজ্ঞকর্মের আশ্রয় বা অঙ্গীভূত স্তোত্রাদি যজ্ঞপে বেদত্বদ্বয়ে উপদিষ্ট,
তদাপ্রিত উপাসনা সকল ও সেইরূপেই উপদিষ্ট। ফলতঃ যজ্ঞাঙ্গ ও তদাপ্রিত
উপাসনার ঔপদেশিক বিশেষ (প্রভেদ) নাই বা দেখা যায় না। অভি-
প্রায় এই যে. গোদোহন যেমন চমস-স্থানে বিহিত, অঙ্গাপ্রিত উপাসনা

* শিষ্টীঃ শাসনং বিধানমিতি যাবৎ, বিহিতত্বাবিশেষাৎ সমুচ্চয় ইত্যর্থঃ।

বিধানের সময় থাকায় অঙ্গাস্তুষ্ঠানের স্থায় তদাপ্রিত উপাসনারও অনুষ্ঠান হইবে।

প্রিতা অপি প্রত্যয়াঃ । নোপদেশকৃতোহপি কশ্চিদিশেষোহঙ্গানাং
তদাশ্রয়াণাঞ্চ প্রত্যয়ানামিত্যর্থঃ ॥ ৩ । ৩ । ৬২ ॥

সমাহারাৎ ॥ ৩ । ৩ । ৬৩ ॥*

“হোতৃষদনাক্কেবাপি ছরুদগীতমনুসমাহরতি” ইতি চ
প্রণবোদগীতৈকত্ববিজ্ঞানমাহাত্ম্যাচ্ছদগাতা স্বকৰ্ম্মণ্যুৎপন্নং কৃতং
হোত্বাৎ কৰ্ম্মণঃ প্রতিসমাদধাতীতি ক্রবন্ বেদান্তরোদিতস্ত
প্রত্যয়স্ত বেদান্তরোদিতপদার্থসম্বন্ধসামান্যাত্ সৰ্ববেদোদিত-
প্রত্যয়োপসংহারং সূচয়তীতি লিঙ্গদর্শনম্ ৩৩৬৩৥

উপাসনানাস্ত ন কশ্চিৎচিদস্ত স্থানে বিহিতত্বমিতি সমুচ্চয়নিয়মেন বিরূধ্যত ইতি
ভাবঃ ॥ ৩ । ৩ । ৬২ ॥]

“হোতৃষদনাক্কেবাপি ছরুদগীতমনুসমাহরতি” ইতি । অপিভিন্নক্রমো ছরু-
দগীতমপীতি । বেদান্তরোদিতপ্রণবোদগীতৈকত্বপ্রত্যয়সামর্থ্যাক্কোতৃকৰ্ম্মণঃ শংসনাৎ
উদগাতা প্রতিসমাদধাতি । কিং তদিত্যত আহ ছরুদগীতমপি । বেদান্তরোদিতে
চৌদগাত্রে কৰ্ম্মণি উৎপন্নং কৃতম্ । এবং ক্রবন্ বেদান্তরোদিতস্ত প্রত্যয়শ্চেত্যাদি
যোজনীয়ম্ ॥ ৩ । ৩ । ৬৩ ॥

সকল সেক্ষেপে বিহিত নহে । অর্থাৎ অত্র কোনও কিছুই স্থানে বিহিত নহে ।
সেই অত্র অঙ্গপ্রতি উপাসনা সকল সমুচ্চয়নিয়মের বিরোধী নহে ৩৩৬২ ॥

যাহা ঋগ্বেদীদিগের প্রণব (ও), তাহাই সামবেদীদিগের উদগীত,
এবংক্রমে প্রণব ও উদগীতের ঐক্য ধ্যান করিবার বিধান ছানোগ্য ব্রাহ্মণে
দৃষ্ট হয় । সেই বিধানের ফলসম্বন্ধীয় অর্থবাদ বাক্য—হোতৃষদনাদিত্যাদি ।
বাক্যের অর্থ এই যে, উদগীত যদি উদগাতার স্বরের দোষে ছষ্ট বা অষ্ট হয়,
তাহা হইলে তাহা হোতার শংসনে (স্তোত্রে) পুনঃ সমাহিত অর্থাৎ পুনরানীত
বা অচ্ছষ্ট হইবে । এখানে দেখ, উদগাতা আপন কৰ্ম্মে কৃত অর্থাৎ অষ্ট হইলেও
তিনি হোতার প্রণবোদগীতের ঐক্য-জ্ঞান-সামর্থ্যে বা হোতার তাদৃশ কার্যে
প্রতিবিধান করিতে সমর্থ । প্রতি ঐ কথা বলায় জানা বাইতেছে যে, এক
বেদের উপদিষ্ট জ্ঞানের সহিত অত্র বেদীয় পদার্থের সামান্যতঃ সম্বন্ধ আছে,
এবং তদ্বিদর্শনে সর্ববেদোক্ত উপাসনার উপসংহার (একত্র) হইতে
পারে ॥ ৩ । ৩ । ৬৩ ॥

* সমাহারোহপি সমুচ্চয়স্থানে লিঙ্গমিত্যাহ সমাহারাদিতি । প্রভৃজীবনং নির্দোষকরণং
বা সমাহারত্বমাং ।

প্রতি—“উদগাতা ছষ্ট উদগীতের পুনরাহরণ বা দোষক্ষালন করে” এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও
অঙ্গপ্রতি উপাসনা নিবাহের সমুচ্চয়স্থান পক্ষের অনুল্লভ প্রমাণ ।

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ৩।৩।৬৪॥*

বিদ্যাগুণঞ্চ বিদ্যাশ্রয়ং সন্তমোদ্ধারং বেদত্রয়সাধারণং
 আবয়তি—“তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ততে । ওমিত্যাশ্রাবয়তো-
 মिति শংসত্যোমিত্যুদগায়তি” ইতি । ততশ্চাশ্রয়সাধারণ্যা-
 দাশ্রিতসাধারণ্যমिति লিঙ্গদর্শনমেব । অথবা গুণসাধারণ্য-
 শ্রুতেশ্চেতি । যদীমে কৰ্ম্মগুণা উদগীথাদয়ঃ সৰ্ব্বে সৰ্ব্ব-
 প্রয়োগসাধারণা ন স্যুঃ, ন স্যাৎ ততস্তদাশ্রয়াণাং প্রত্যয়ানাং
 সহভাবঃ । তে তুদগীথাদয়ঃ সৰ্ব্বাঙ্গগ্রাহিণা প্রয়োগবচনেন
 সৰ্ব্বে সৰ্ব্বপ্রয়োগসাধারণাঃ শ্রাব্যন্তে । ততশ্চাশ্রয়সহভাবাৎ
 প্রত্যয়সহভাব ইতি ॥৩।৩।৬৪ ॥

অন্ত সূত্রপ্রায়মুখেন ব্যতিরেকমুখেন চ ব্যাখ্যা । শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥৩।৩।৬৪॥

প্রণব উপাসনার আশ্রয় হইলেও শ্রুতি তাহার বেদত্রয়সাধারণতা
 বলিয়াছেন, এবং সেই জন্তই প্রণবপূর্বক বেদত্রয়োক্ত কৰ্ম্ম অস্বপ্নিত হয় ।
 বেদত্রয়োক্ত কৰ্ম্ম যে প্রণব-পূর্বক প্রবৃত্ত হয়, সে বিষয়ে শ্রুতিবাক্য এই—“হোতা
 ওম্—এই বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করে, প্রশস্তা ওম্ বলিয়া শংসন অর্থাৎ স্তুতি করে,
 উদগাতা ওম্ বলিয়া সামগান করে ।” ইত্যাদি । এতৎসন্দর্ভে ইহাই জানান
 হইয়াছে যে, উপাসনার আশ্রয়ভূত প্রণব বেদত্রয়সাধারণ ; সুতরাং তদাশ্রিত
 উপাসনাও বেদত্রয়সাধারণ । এই সাধারণ্যই সহস্রাষ্টানের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক
 হেতু । অথবা এরূপ সূত্রার্থও করিতে পার । কৰ্ম্মগুণ অর্থাৎ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের
 অঙ্গ প্রণব ও উদগীথ প্রভৃতি যদি সৰ্ব্বপ্রয়োগ-সাধারণ না হইত—সৰ্ব্বেবেদোক্ত
 সাক্ষ অহুষ্ঠানে অবস্থান না করিত, তাহা হইলে তদাশ্রিত উপাসনা-সমূহেরও
 সমুচ্চয় অর্থাৎ সহভাব থাকিত না । কিন্তু দেখা যায়, উদগীথ প্রভৃতি গমস্তই
 সৰ্ব্বপ্রয়োগসাধারণ (প্রত্যেক অহুষ্ঠানে ও প্রত্যেক অঙ্গে প্রণবের সহভাব
 আছে) । অতএব, যখন আশ্রয়ের সহভাব আছে, তখন তদাশ্রিত উপাসনারও
 সহভাব (সমুচ্চয়) না থাকিবে কেন ? ॥ ৩।৩।৬৪ ॥

* গুণস্ত যজ্ঞানোদ্ধারস্ত ধ্যেয়স্ত সাধারণ্যশ্রুতঃ বেদত্রয়সাধারণতাপ্রবণাৎ অপি তদা-
 শ্রিতধ্যানানাং সমুচ্চিহ্নাশ্রয়ঃ সম্যক্ত ইতি সূত্রার্থঃ ।

শ্রুতি গুণকে অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ উদগীথ বা প্রণবকে বেদত্রয়-সাধারণ বলিয়া গুনাইয়াছে, সুতরাং
 তদাশ্রিত ধ্যানও (ধ্যান ও উপাসনা সমানার্থক) সমুচ্চিতরূপে নির্বহনীয় ।

ন বা তৎসহভাবাশ্রতেঃ ॥৩।৩৬৫॥#

ন বেতি পক্ষব্যাবর্তনম্ । ন যথাশ্রয়ভাব আশ্রিতানাং উপাসনানাং ভবিতুমর্হতি । কৃতঃ ? তৎসহভাবাশ্রতেঃ । যথা হি ত্রিবেদবিহিতানাং স্তোত্রাদীনাং সহভাবঃ শ্রয়তে “গ্রহং বা গৃহীত্বা চমসং বোন্নীয় স্তোত্রমুপাকরতি, স্তুতমনুশংসতি, প্রস্তোতঃ সামগায় হোতরেতৎ যজ্ঞ” ইত্যাদীনাং, নৈব উপাসনানাং সহভাবশ্রুতিরস্তি । ননু প্রয়োগবচন এবাসাং সহভাবং প্রাপয়তি । নেতি ক্রমঃ । পুরুষার্থত্বাচ্চ উপাসনানাং । প্রয়োগবচনো হি ক্রত্বর্থানাং উদগীথাদ্যুপাসনানি

[রত্নপ্রভা । ফলেচ্ছায়া অনিয়মাত্মপাত্তানিয়ম এব যুক্তঃ । অঙ্গবৎ সমুচ্চয়-নিয়মে মানাভাবাৎ ইতি সিদ্ধান্তয়তি—ন বেতি । প্রয়োগবিধিঃ খলু সাক্ষ-প্রধানানুষ্ঠাননিয়ামকো ন ত্বনঙ্গানাং সংগ্রাহক ইত্যাহ—নেতি ক্রম ইতি । বিম-তোপাস্তয়ঃ ক্রতো ন সমুচ্চিত্যানুষ্ঠেয়া ভিন্নফলভাগোদোহনবাদিতি ভাবঃ ।

এত দূরে আসিয়া সূত্রকার সূত্রে “ন-বা” শব্দ দিয়া সমুচ্চয়নিয়ম পক্ষ ব্যাবৃত্ত (নিষেধ) করিলেন । অভিপ্রায়—সমুচ্চয় নিয়মের কোনও কারণ নাই । অঙ্গাশ্রিত উপাসনাসমূহ আশ্রয়ের (অঙ্গের) তায় সহানুষ্ঠেয় নহে । কারণ এই যে, উপাসনাসমূহের সহভাব শ্রুত হয় নাই অর্থাৎ ঐকান্তিক কথিত হয় নাই । বেদত্রয়বিহিত স্তোত্রাদি যজ্ঞাঙ্গ অনুষ্ঠানসম্বন্ধে যজ্ঞপ সহভাব শুনা যায়, যজ্ঞপ “গ্রহ অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ গ্রহণ ও চমস উন্নয়ন-পূর্বক স্তোত্র উপাকরণ (অনুষ্ঠানবিশেষ) করিবেক, অনন্তর স্তুত দেবতার শংসন করিবেক ।” “হে প্রস্তোতঃ, হে স্তুতিকারী ঋত্বিক্, তুমি সামগান কর । হে হোতঃ, তুমি যাগ কর অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান কর ।” ইত্যাদি বাক্যে এক সঙ্গে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান নির্বাহ করিবার বিধান শ্রুত হয়, উপাসনাসম্বন্ধে সেরূপ সহভাব শ্রুত হয় নাই । [ননু...ইত্যত্র] বলিয়াছিলো যে, প্রয়োগবাক্যের অর্থাৎ অনুষ্ঠানজ্ঞাপক বিধিবাক্যের দ্বারা ঐ সকলের সহভাব (সমুচ্চয়ানুষ্ঠেয়তা) পাওয়া যায়, আমরা বলি, তদ্বারাও তাহা পাওয়া যায় না । (প্রয়োগবাক্য সাক্ষ-প্রধান অনুষ্ঠানের নিয়ামক, পরন্তু তাহা অঙ্গ নহে, তাহার নিয়ামক বা সংগ্রাহক নহে ।) কেননা, উপাসনা যজ্ঞের অঙ্গ নহে । তাহা যজ্ঞাঙ্গ-

* এতদেব সিদ্ধান্তম্ । ন বেতি শব্দঃ পক্ষব্যাবর্তকঃ । তাসাং উপাস্তানাং সহভাবাশ্রবণাৎ নৈব সমুচ্চিত্যানুষ্ঠাননিয়ম ইতি সূত্রার্থঃ ।

শ্রুতিতে উপাসনার সহভাব নিয়ম শ্রুত হয় নাই, অর্থাৎ সকলকেই সকল উপাসনা করিতে হইবেক, এমন কোন নিয়ম শ্রুতিতে উক্ত হয় নাই । সে জন্য অঙ্গাশ্রিত উপাসনার সমুচ্চয়-নিয়ম স্বীকার আবশ্যক ।

তু ক্রত্বজ্ঞাপ্রায়্যাপি গোদোহনাদিবৎ পুরুষার্থানীত্যবোচাম
“পৃথগ্ধ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্” [বে० সূত্রাংশঃ ৩।৩।৪২] ইত্যত্র ।

অয়মেব চোপদেশাশ্রয়ো বিশেষোহঙ্গানাং তদালম্বনা-
নাং চোপাসনানাং, যদেকেষাং ক্রত্বর্থত্বমেকেষাং পুরু-
ষার্থত্বমিতি । পরঞ্চ লিঙ্গদ্বয়মকারণমুপাসনসহভাবশ্চ, শ্রুতি-
ত্বায়াভাবাৎ । ন চ প্রতিপ্রয়োগমাশ্রয়কাংশ্চৈয়াপসংহারাদা-
শ্রিতানামপি তথাত্বং বিজ্ঞাতুং শক্যতে, অতৎপ্রযুক্তত্বাদু-
পাসনানাম্ । আশ্রয়তত্ত্বাণ্যপি হ্যুপাসনানি কাম্যমাশ্রয়াভাবে

শিষ্টেষ্টেচ্ছত্বাক্তং নিরস্ততি—অয়মেবেতি । সমাহারাদৃগুণসাধারণ্যপ্রত্যেশে-
ত্বাক্তং, লিঙ্গদ্বয়মপি মানান্তরাপ্রাপ্তস্ত দ্ব্যন্তকং ন স্বয়ং সাধকং অর্থবাদস্বত্বাদিত্যাহ
—পরঞ্চোতি । গুণসাধারণ্যায় সূত্রস্ত দ্বিতীয়াং ব্যাখ্যাং দৃষ্যতি—ন চেতি ।

ষ্ঠাতা অধিকারী পুরুষের গুণ (অঙ্গ) । প্রয়োগবচন অর্থাৎ সাক্ষপ্রধান
অমুষ্ঠানজ্ঞাপক বিধিবাচ্য উদগীথাদি যজ্ঞাঙ্গের প্রাপক অর্থাৎ সংগ্রাহক
হইতে পারে, কিন্তু উপাসনার প্রাপক বা সংগ্রাহক হইতে পারে না ।
তাহার কারণ, উপাসনাসকল যজ্ঞাঙ্গের আশ্রিত হইলেও যজ্ঞাঙ্গ নহে ।
সে সকল গোদোহনাদি ক্রিয়াকলাপের হ্রাস পুরুষেরই গুণ (অঙ্গ) । এ
কথা “পৃথগ্ধ্যপ্রতিবন্ধঃ” সূত্রে বলা হইয়াছে ।

[অয়মেব...জ্ঞায়েরন] যজ্ঞের উদগীথাদি অঙ্গ ও তদলম্বনে উপাসনা, এ
সম্বন্ধে এই বিশেষ উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে, একের যজ্ঞাঙ্গতা ও অপরের
পুরুষগুণতা । (প্রণব বা উদগীথ যজ্ঞাঙ্গ । তদলম্বনিত উপাসনা যজ্ঞাঙ্গষ্ঠাতার
অঙ্গ অর্থাৎ গুণ । এ নির্ধারণ কলাহাসারে লব্ধ হয়, যজ্ঞাঙ্গের ফল যজ্ঞে,
পুরুষগুণ পুরুষে । উদগীথ যজ্ঞের উপকার করে বটে ; কিন্তু তদাশ্রিত
উপাসনা পুরুষের উপকার করে । যেহেতু উপাসনাকল পুরুষগামী, সেই
হেতু উপাসনা সকল পুরুষার্থ বা পুরুষের গুণ ; যজ্ঞের গুণ নহে ।) সেই
অন্তই অঙ্গবলবিত্ত উপাসনার সমুচ্চয়নিয়ম প্রমাণপরিণিষ্ঠিত নহে । সমাহার
ও গুণসাধারণ্য এ দুটিও সমুচ্চয়নিয়মের কারণ নহে । কেননা, উক্ত
উপাসনার সমুচ্চয় বা সহভাব বিষয়ে শ্রুতি যুক্তি কিছুই নাই । প্রতিপ্রয়োগে
বা প্রত্যেক অমুষ্ঠানে অমুষ্ঠের যজ্ঞের আশ্রিত সমুদায় অঙ্গের এক প্রয়োগে
উপসংহার (সকল গুলিরই অমুষ্ঠান) হইতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাই
বলিয়া তদাশ্রিত উপাসনাগুলিরও যে, সেইরূপ সমুচ্চয়ামুষ্ঠান হইবে, তাহা
হইবেক না । কারণ, উপাসনা সকল অতৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ যজ্ঞার্থে প্রযুক্ত নহে,
(যজ্ঞোপকারক অঙ্গ বলিয়া বিহিত হয় নাই) । অঙ্গাশ্রিত উপাসনা অঙ্গের
অধীন, অঙ্গের অভাবে (হানিতে) বরং তাহার (উপাসনার) অভাব
হইতে পারে, তথাপি, সহভাব নিয়ম হইতে পারে না ; সহভাব হওয়া

মা ভুবন,ন ত্বাশ্রয়সহভাবে সহভাবনিয়মমর্হস্তি, তৎসহভাবাশ্রিতে-
রেব। তস্মাৎ যথাকামমেবোপাসনানুষ্ঠীয়েন্ন ॥৩।৩।৬৫॥

দর্শনাৎ ॥৩।৩।৬৬॥*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ সহভাবং প্রত্যয়ানাম্ “এবম্বিদ যো বৈ ব্রহ্মা
যজ্ঞঃ যজমানঃ সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোহভিরক্ষতি” ইতি। সর্ব্ব-
প্রত্যয়োপসংহারে হি “সর্ব্বৈ সর্ব্ববিদঃ” ইতি ন বিজ্ঞানবতা
ব্রহ্মণা পরিপাল্যত্বমিতরেবাং সঙ্কীৰ্ত্ত্যেত। তস্মাৎ যথাকামমু-
পাসনানাং সমুচ্চয়ো বিকল্পো বেতি ॥৩।৩।৬৬॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছরভগবৎ-

পাদকৃতৌ তৃতীয়স্ত্রাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩।৩॥

তৎপ্রযুক্তহাভাবে তদাপ্রতিভং কথমিত্যত আহ—আশ্রয়েতি। ইদমেব তেষাং
অঙ্গাপ্রতিভং, যদঙ্গাভাবে সত্যসত্ত্বং ন হ্রস্বব্যাপকমিতি ॥ ৩।৩।৬৫ ॥]

[রত্নপ্রভা। কিঞ্চ বিদুষাং ব্রহ্মণ্যৈবাম্বুজিহ্বাং পাল্যত্ববচনার সর্ব্বোপাস্তীনাং
সহপ্রয়োগ ইত্যাহ—দর্শনাচ্ছেতি। ঋত্বোদাদিবিহিতাঙ্গলোপে ব্যাহতিহোম-
প্রায়শ্চিত্তাদিবিজ্ঞানবত্ত্বমেবংবিস্তৃত ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ ॥ ৩।৩।৬৬ ॥]

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিত্তে শারীরকভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং

তৃতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩।৩ ॥

শ্রুতি নাই। এই সকল কারণে সিদ্ধ হয়, উপাসনার সহভাব-নিয়ম ভঙ্গ
করিয়া কাম্যানুসারে সে সকলের অনুষ্ঠান কবাই প্রেরকর ॥ ৩।৩।৬৫ ॥

শ্রুতিও উপাসনাসমূহের অসহভাব দেখাইয়াছেন;—যথা—“যে ব্রহ্মা
(যজ্ঞপুরোহিতবিশেষ) এবংবিৎ—এই প্রকার জ্ঞানবান্—সে যজ্ঞ, যজমান
এবং ঋত্বিক্কে রক্ষা করে।” এখন বিবেচনা কর, যদি সর্ব্বজ্ঞানের উপ-
সংহারই শাস্ত্রসিদ্ধ হয়, তবে সকলেই সর্ব্ববিৎ; সুতরাং ব্রহ্মা বিজ্ঞানবান্
হইয়া কি করিবেন? অগ্নাত্ব ঋত্বিক্কে কি পরিপালন করিবেন? রক্ষা
করিবেন? বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে উপাসনা সকল
সমুচ্চয়ে অথবা বিকল্পে অনুষ্ঠিত হইবেক। সে সকল যে, সমুচ্চয়েই
অনুষ্ঠেয়, বিকল্পে নহে, এরূপ নিয়মের কোনওরূপ কারণ নাই। উহার
সমুচ্চয় ও বিকল্প উপাসকের ইচ্ছার অধীন।

শ্রীমৎশরকারাচার্য্যাকৃত শারীরক মীমাংসাভাষ্যের তৃতীয়াধ্যায়ের

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৩ ॥

* উপাসনানামসহভাবদর্শনাচ্ছেত্যর্থঃ।

শ্রুতিতেও দেখা যায়, অঙ্গাপ্রতি উপাসনার সহভাব নিয়ম নাই। অতঃপ্রতি, অঙ্গাপ্রতি
উপাসনা বিকল্পে ও সমুচ্চয়ে যেমন ইচ্ছা, যেমন কামনা, সেইরূপই অনুষ্ঠান করিবেক, ইহাই
বৎসিদ্ধান্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ ।



পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥৩৪১১॥*

অথেনানীমৌপনিষদমাত্মজ্ঞানং কিমধিকারিদ্বারেণ কৰ্ম-
ণ্যেবানুপ্রবিশতি, আহোমিৎ স্বতন্ত্রমেব পুরুষার্থসাধনং ভব-
তীতি মীমাংসমানঃ সিদ্ধান্তেনৈব তাবদুপক্রমতে “পুরুষার্থো-
হতঃ” ইতি । অতঃ অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাদাত্মজ্ঞানাৎ স্বত-

স্থিতং কুহৌনিষদামপবর্গাথ্যপুরুষার্থসাধনাত্মজ্ঞানপরমুপাসনানাঞ্চ তত্ত্বংপুরু-
ষার্থসাধনমমধস্তনং বিচারজাতমভিনির্কৃষ্টিতম্ । সম্প্রতি তু কিমৌপনিষদাত্মতত্ত্ব-
জ্ঞানমপবর্গসাধনতয়া পুরুষার্থমাহৌ ক্রতুপ্রয়োগাপেক্ষিতকর্তৃপ্রতিপাদকতয়া ক্রতু-
নিতি মীমাংসামহে । যদা চ ক্রতুর্থং, তদা যাবন্মাত্রং ক্রতুপ্রয়োগবিধিনাপেক্ষিতং
কর্তৃত্বমামুয়িকফলোপভোকৃৎকৃৎ । ন চৈতদনিত্যাহে ঘটতে, কৃতবিপ্রণাশাকৃতা-
ভ্যাগমগ্রসঙ্গাৎ । অতো নিত্যত্বমপি তাবন্মাত্রমুপনিষৎসু বিবক্ষিতম্ । ইতোহন্ত-
মনপেক্ষিতবিপরীতঞ্চ নৌপনিষদর্থঃ স্তাৎ । ইথা শুদ্ধহাদি । যতপি জীবাত্মবাদেন
তত্ত্ব ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরমুপনিষদামিতি মহতা প্রবন্ধেন তত্র তত্র প্রতিপাদিতং,
তথাপ্যত্র কেযাঞ্চিৎ পূৰ্বপক্ষশকাবীজানাং নিরাকরণে তদেব স্থগানিখননস্তায়েন

এই পাদে উপনিষৎপ্রসূত আত্মজ্ঞান বিচারিত হইবে । সে সম্বন্ধে
সংশয় এই যে, ঔপনিষদ আত্মজ্ঞান কি অধিকারীক্রমে কৰ্ম্মাজ ?
অর্থাৎ কৰ্ম্মকর্তার বিশেষণ হইয়া কি কৰ্ম্মের সহায়তায় ফলসাধন করে ?
কিংবা তাহা স্বতন্ত্ররূপে পুরুষার্থের সাধক হয় ? সূত্রকার এই সংশয়িত
পদার্থের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন । বেদান্ত-
বিহিত এই আত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র, সূত্ররাং কেবল তাহা হইতেই পুরুষার্থ
সিদ্ধ হয়, ইহা বাদরায়ণ আচার্য্য (মুনি) মনে করেন বা মাত্র করেন ।

* অতঃ অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাদাত্মজ্ঞানাৎ কেবলাৎ পুরুষার্থঃ সিদ্ধাভীতি শেষঃ । কৃত
এতদবগম্যতে ? শব্দাৎ প্রত্যয়ঃ । ইতি বাদরায়ণসম্বাদেণ আচার্য্য আহোতি যোজনীয়ম্ ।

বাদরায়ণের মত এই যে, কৰ্ম্মের বিনা সহায়তায় কেবলমাত্র বেদান্তবিহিত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে
পুরুষার্থ (মোক্ষ) সিদ্ধ হয়, ইহা শব্দের অর্থাৎ প্রতিব দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া যায় ।

স্ত্রাং পুরুষার্থঃ সিধ্যতীতি বাদরাগণ আচার্যো যন্ততে । কৃত
এতদবগম্যতে ? শব্দাদিত্যাহ ।

তথা হি “তরতি শোকমাত্মবিং” “স যো হ বৈ তৎ পরং ব্রহ্ম
বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” “আচার্য্যবান্
পুরুষো বেদ” “তস্ম ভাবদেব চিরং যাবন্ম বিমোক্ষোহ্থ সম্পৎস্তে”
ইতি । “য আত্মাপহতপাপু” ইতু্যপক্রম্য “স সৰ্ব্বাংশ্চ লোকা-
নাপ্নোতি সৰ্ব্বাংশ্চ কামান্, যন্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজ্ঞানতি” “আত্মা
বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইতি চোপক্রম্য “এতাবদরে খল্বমুতত্বম্”

নিশ্চলীক্ৰিয়তে, ইত্যন্তি বিচারপ্রয়োজনম্ । তত্র যত্বপি প্রোক্ষণাদিবদাত্মজ্ঞানং ন
কিঞ্চিং ক্রতুমারভ্যাধীতং, যত্বপি চ কৰ্ত্তৃগাত্ৰং নাব্যভিচারিতক্রতুসম্বন্ধঃ, কৰ্ত্তৃগাত্ৰস্ত
লৌকিকেত্বপি কৰ্ম্মস্ব দর্শনাৎ, যেন পৰ্বতাদিবদনারভ্যাধীতমপ্যব্যভিচারিতক্রতু-
সম্বন্ধং জুহুবারেণ বাক্যেনৈব ক্রত্বর্থমাপত্ততে, তথাপি যাদৃশ আত্মা কৰ্ত্তা আমুগ্মিক-
স্বর্গাদিফলভোগভাগী দেহাত্মতিরিক্তো বেদাত্তঃ প্রতিপাত্ততে, ন তাদৃশশাস্তি
লৌকিকেবু কৰ্ম্মসংযোগঃ । তেষামৈহিকফলানাং শরীরানতিরিক্তেনাপি যাদৃশ-
তাদৃশেন কৰ্ত্ত্রেপিপত্তে । আমুগ্মিকফলানাস্ত বৈদিকানাং কৰ্ম্মণাং তমন্তরেণা-
সম্বাবং তৎসম্বন্ধ এবায়মোপনিষদঃ কৰ্ত্তেতি তদব্যভিচারিং তাত্মস্বস্যরজ্জ্বস্বাদি-
বদাক্যেনৈব তজ্জ্ঞানং পৰ্বতাবং ক্রত্বদমর্থ্যমাপত্ত ইতি ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ ।
তদ্রূপম্ “দ্রব্যসংস্কারকৰ্ম্মস্ব পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্তাৎ” ইতি । উপনিষদাত্ম-
জ্ঞানসংস্কৃতো হি কৰ্ত্তা পারলৌকিকফলোপভোগযোগ্যত্বাৎ ইতি বিশ্বাবান্ শ্রদ্ধাবান্
ক্রতুপ্রয়োগাঙ্কং, নাতথা প্রোক্ষিতা ইব ব্রীহয়ঃ ক্রত্বম্মিতি । প্রিয়াদিহচিত্তস্ত চ
সংসারিণ এবাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বেন প্রতিজ্ঞাপনাৎ । অপহতপাপুত্বাদয়স্ত তদ্বিশেষণানি
তস্মৈব স্তব্যার্থম্ । ন তু তৎপরত্বমুপনিষদাম্ । তস্মাৎ ক্রত্বর্থমেবাত্মজ্ঞানং কৰ্ত্তৃ-
সংস্কারদ্বারা, ন পুনঃ পুরুষার্থম্মিতি ।

এতদুপোদলনার্থঞ্চ ব্রহ্মবিদামাচারাদিঃ শ্রুতাবগত উপপত্তন্তঃ । ন কেবলং
এ তত্ত্ব তিনি কোথায় পাইলেন ? কিসে জানিলেন ? হাঁ। শব্দের অর্থাৎ
শ্রুতির দ্বারা জানিয়াছেন ।

তথা হি...ইতি] শ্রুতি যথা—“আত্মবিং অর্থাৎ যে আপনাকে জানে, সে
শোক হইতে উত্তীর্ণ হয় ।” “যে পরব্রহ্ম জানে, সে ব্রহ্ম হয়” “ব্রহ্মজ্ঞ পরম পদ
প্রাপ্ত হয় ।” “আচার্য্যবান্ ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে ।” “তাহার সেই পর্য্যন্তই
বিলম্ব—যাবৎ না সে শরীরবিনিমুক্ত হয়, অনন্তর সে ব্রহ্মসম্পন্ন হয় ।”
ইত্যাদি । [য আত্মা...তিষ্ঠতে] শ্রুতি “যাহা আত্মা, তাহা নিশ্চাপ—”
এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া “সে সৰ্ব্বলোক প্রাপ্ত হয়, সমুদায় কামফল লাভ করে ।”
ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন । অনন্তর “যে বিচার করিয়া পূর্বোক্ত আত্মা জানে,”

ইত্যেবঞ্জাতীয়কা শ্রুতির্বিদ্যায়াঃ কেবলায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বং
শ্রীবয়তি ॥ ৩।৪।১ ॥

অথাত্র পরঃ প্রত্যবর্তিষ্ঠতে—

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাহৈত্বেষিতি
জৈমিনিঃ ॥ ৩।৪।২ ॥*

কর্তৃত্বেনাত্মানং কর্ম্মশেষত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানমপি ত্রীহিপ্ৰোক্ষ-
ণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কর্ম্মসম্বন্ধ্যেবেত্যতস্তস্মিন্নবগতপ্রয়োজন-

বাক্যাদাত্মজ্ঞানস্ত ক্রত্বর্থত্বম্, তৃতীয়াশ্রুতেশ্চ । ন ত্বেতৎ প্রকৃতোদগৌণবিজ্ঞা-
বিষয়ং, যদেব বিদায়েতি সর্বসীমাবধারণাভ্যাং প্রাপ্তেবধিগমাৎ । যথা য এব ধুম-
বান্ দেশঃ, স বহুমিমানিতি । সমদ্বারস্তবচনঞ্চ ফলারম্ভে বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সাহিত্যং
দর্শয়তি । তচ্চ যদ্যপ্যাগ্নেয়াদিবাগমষ্টকবৎ সমপ্রদানহেনাপি ভবতি, তথাপ্যুক্তয়া
যুক্ত্যা বিদ্যায়াঃ কর্ম্ম প্রত্যঙ্গভাবেনৈব নেতবাম্ । বেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মবিদ্যানা-
দুপনিষদোহপি বেদার্থ ইতি তৎজ্ঞানমপি কর্ম্মাঙ্গমিতি ॥ ৩।৪।১ ॥

[আনন্দগিরিঃ । পুরুষার্থবাদ ইত্যত্রার্থগ্রহণং তন্মুখোপাত্তং, তেন পুরুষার্থ-
বাদোহর্থবাদ ইতি দৃষ্টবাম্ । তদ্বিজ্ঞানং কর্ম্মাঙ্গকর্ত্তৃদ্বারা প্রয়োগবিধিনাদেয়ম্
আদীশমানকর্ম্মাঙ্গকর্ত্তাশ্রয়ণশাস্তিসিদ্ধিহাং যজ্ঞমানসংস্কারাঙ্গানাদিবিদ্বিতি নহা শেষত্বা-
“আত্মাই দৃষ্টব্য অর্থাৎ আপনাকে সাক্ষাৎকার করা কর্তব্য” এইরূপ বলিয়া
অবশেষে বলিয়াছেন “এই পর্য্যন্ত বা ইহাই অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ” ইত্যাদি
শ্রুতি কেবল বিজ্ঞারই অর্থাৎ কর্ম্মবিযুক্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞানেরই পুরুষার্থসাদনতা
স্বনাইয়াছেন । এই বিষয়ে অত্যাশ্র আচাৰ্য্য নিম্নোক্ত পথে প্রত্যবস্থান
করেন ॥ ৩।৪।১ ॥

আত্মাই কর্ম্মকর্ত্তা, সে জ্ঞাত্ত তিনিও কর্ম্মের অন্ততম অঙ্গ । যেহেতু আত্মা
কর্ম্মাঙ্গ, সেই হেতু তদ্বিজ্ঞানের (আত্মজ্ঞানের) ত্রীহিপ্ৰোক্ষণের দ্বায়া † বিধর
দ্বারা অর্থাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্মসম্বন্ধিতা আছে ; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানও

* শেষত্বাৎ কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ হেতোঃ কর্ত্তৃত্বেনাত্মান ইতি যোছ্যাম্ । তদ্বিজ্ঞানমপি ত্রীহিপ্ৰোক্ষ-
ণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কর্ম্মসম্বন্ধি । অতএব যথাহেনামু দ্বেয়াসংস্কারকর্ম্মত্ব ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং,
তথাস্বজ্ঞানফলশ্রুতেরপার্থবাদত্বমিতি জৈমিনিরাহ । পুরুষার্থবাদঃ কর্ত্তৃত্বত্বার্থমর্থবাদঃ ।

যে কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মের অন্ততম অঙ্গ । আত্মা কর্ম্ম করে, সে জ্ঞাত্ত আত্মাও কর্ম্মাঙ্গ ।
সুতরাং তাহার অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার বশোক্ত আত্মবিজ্ঞানও কর্ম্মের অঙ্গ । কর্ম্মাঙ্গ-আত্মজ্ঞান বিষয়ে
যে সকল ফলবাক্য আছে, সে সকল অর্থবাদ—কর্ম্মকর্ত্তা আত্মার প্রশংসাবাদ মাত্র । যজ্ঞপ
অত্যাশ্র অঙ্গ বিষয়ে অর্থবাদ বাক্য আছে, তজ্জপ এই কর্ত্তৃসংস্কারক অঙ্গও ঐ সকল অর্থবাদ
অতিহিত হইয়াছে ।

† ত্রীহি দ্বাত্তবিশেষ (আত্মদ্বাত্ত) । তাহা যজ্ঞকার্য্যে গৃহীত হয় এবং তাহাতে মন্ত্র পাঠ-
পূর্ব্বক জলপ্ৰোক্ষণ করা হয় । সেই প্ৰোক্ষণে তাহাব সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রভাবে তাহাতে

আত্মজ্ঞানে যা ফলশ্রুতিঃ, সাহর্থবাদ ইতি জৈমিনিরাচার্যো
মন্ত্যতে । যথাত্তেব দ্রব্যসংস্কারকর্মণ্যু “যস্য পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি
ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি ।” “যদাঙ্ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্ত
বৃঙ্ক্তে, যৎ প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে, বর্ষ বা এতৎ যজ্ঞস্য
ক্রিয়তে কর্ম যজমানস্য ভ্রাতৃব্যভিভূতৌ” ইত্যেবঞ্জাতীয়কা
ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ, তদ্বৎ ।

কথং পুনরস্তানারভ্যাধীতস্তাত্মজ্ঞানস্য প্রকরণাদীনামন্ত-

দিত্যেতদ্ব্যাচেষ্টে কর্তৃহেনতি । তদ্বজ্ঞানং প্রয়োগবিদিনা আদেশঃ সাধ্যফলোক্তি-
শ্রুত্বে সতি কর্মাদ্ব্যপ্রয়োগং পর্ণময়ীভাদিবদিতি প্রয়োগঃ । স্বতন্ত্রফলস্ত কথং
প্রোক্ষণাদিবৎ কর্মাদ্ব্যতেত্যাশঙ্ক্য পুরুষার্থবাদ ইত্যস্তার্থমাহ ইত্যত ইতি । বেদার্থ-
জিজ্ঞাসায়াং তত্ত্বনির্গমার্থঃ স-শ্রয়াদিপ্রতিভাসো গুরোরগ্রে শিষ্যেণ দর্শনীয়ঃ ।
গুরুণা চ তন্নিরাসেন তত্ত্বমাবিকরণীয়ম্—ইতি শিষ্টাচারং দর্শয়িতুং জৈমিনিগ্রহণং,
ন প্রতিপক্ষতয়া । শিষ্যস্ত তদযোগাৎ । ফলশ্রুতেরর্থবাদদ্বৈ সূত্রিতং দৃষ্টান্তং
ব্যাচেষ্টে—যথেন্তি । পর্ণময়ীভব্যে যজমানস্তাজ্ঞনাদিসংস্কারে প্রযাজাদিকর্মণ্যু চ
ক্রমেণ ফলশ্রুতিরাহ যন্তেত্যাদিনা । সাচ ফলশ্রুতির্ন ফলপর্য ফলবৎক্রত্বার্থাৎ, পর্ণ-
তাদেঃ ফলশেষত্বযোগাৎ, অতঃ সাহর্থবাদ এবেন্তি পর্ণময়ীভাদিকরণে সমর্থিতং,
তথাআত্মজ্ঞানেহপি ফলশ্রুতিরর্থবাদ এব স্তাদিত্যাহ—তদ্বদিতি ।

বিনিযোজকমানাভাবাৎ আত্মবিয়োহনঙ্গত্বাৎ তত্র ফলশ্রুতিরর্থবাদ ইতি
শব্দতে—কথমিতি । প্রকরণাদিনা ক্রত্বসম্বন্ধেহপি জুহুদ্বারা পর্ণময়ীভস্য বাক্যাৎ
কর্মের অত্যাগত অঙ্গের দ্বারা প্রয়োজনীয় । অঙ্গও প্রয়োজনীয়, আত্মজ্ঞানসম্বন্ধে
যে ফলশ্রবণ আছে, সে সকল অর্থবাদ, ইহা জৈমিনি মুনির মত । জৈমিনি
মুনি মানেন বা মনে করেন, যেমন অত্যাগত যজ্ঞীয় দ্রবোর সংস্কার সম্বন্ধে
“যাহার পত্রনির্মিত জুহু (হোমের হাতা) হয়, সে পাপবাক্য শুনে না অর্থাৎ
অনিন্দনীয় হয় ।” “যজমান যে অঙ্গন ধারণ করে, তাহাতে সে শত্রুর চক্ষু
আবৃত করে ।” “যাগকর্তা যে প্রযাজ অনুযাজ করে, তাহাতে তাহার যজ্ঞ
বর্ষাচ্ছাদিত করা হয় ।” “যজ্ঞে এই সকল কর্ম যজমানের শত্রুবিজয়ের কারণ ।”
এই সকল বাক্য যেমন অর্থবাদ—সুতীমাত্র, তেমন আত্মজ্ঞানসম্বন্ধীয় ফলবাক্যও
অর্থবাদ, সুতীমাত্র । (ফলের সহিত অর্থবাদ-বাক্যের সম্বন্ধ নাই, কর্মের
সহিতই তাহার সম্বন্ধ, সুতরাং তাহা কর্মের স্তাবক মাত্র । বিশদার্থ এই যে, ঐ
সকল ফলবচন প্রলোভন মাত্র ; বস্তুতঃ ঐ সকল ফল হয় না ।)

[কথং...বিজ্ঞানম্] এই স্থানে বলিতে পার, আপত্তি করিতে পার যে,
আত্মবিজ্ঞান অনারভ্য-অধীত অর্থাৎ কোন কর্মপ্রস্তাবে পঠিত নহে এবং সেজন্য

কলজনকতাপ্তি আইসে । এইরূপ আত্মাও উপনিষদ্বিহিত জ্ঞানের দ্বারা সংস্কৃত হয়, সংস্কৃত
হইয়া কর্মফল পাইবার যোগ্য হন । অতএব, যজ্ঞপ ত্রীহিপ্রোক্ষণ দ্রব্যসংস্কারক অঙ্গ, তজ্জন
আত্মবিজ্ঞানও কর্মের কর্তৃসংস্কারক অঙ্গ ।

তমেনাপি হেতুনা বিনা ক্রতুপ্রবেশ আশঙ্ক্যতে। কর্তৃত্বদ্বারেণ তদ্বিজ্ঞানস্য বাক্যাৎ ক্রতুসম্বন্ধ ইতি চেৎ, ন, বাক্যবিনিয়োগানুপপত্তেঃ। অব্যভিচারিণা হি কেনচিৎ দ্বারেণানারভ্যাধীতানামপি বাক্যানিমিত্তঃ ক্রতুসম্বন্ধোহবকল্পতে। কর্তা তু ব্যভিচারি দ্বারং লৌকিকবৈদিককর্মসাধারণ্যাৎ। তস্মান্ন তদ্বারেণাত্মজ্ঞানস্য ক্রতুসম্বন্ধসিদ্ধিরিতি। ন। ব্যতিরেক-বিজ্ঞানস্য বৈদিকেভ্যঃ কর্মভ্যোহন্যত্রানুপযোগাৎ। ন হি দেহব্যতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানং লৌকিকেষু কর্মসূপযুক্ত্যতে, সর্বথা

ক্রতুসম্বন্ধবাদাধিয়েহপি কর্তৃত্বাং বেদান্তবাক্যাৎ ক্রতুসঙ্গতিরিতি পূর্ববাদ্যাহ—কর্ত্রেতি। সিদ্ধান্তো দৃশ্যতি—নেতি। তদেব বিবৃণোতি—ব্যভিচারিণেতি। জুহুবদাত্মজ্ঞানে কর্তৃত্বব্যভিচারি দ্বারমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ত্রেতি। তস্মাৎ ব্যভিচারিষে কলমাহ তস্মাদিতি। কিং দেহতিরিক্তাত্মজ্ঞানস্য কর্মসম্বন্ধং বিনিয়োজ্যকাত্বাৎ নিরশ্বতে। কিঞ্চাপহতপাপুহাদিবেশিতাসংসার্যাগ্ন্যবিষয়োপনিষদজ্ঞানস্তু বিকল্যাগ্নং পূর্ববাদী দৃশ্যতি—নেতি। তস্মাৎ বিষয়দ্বারা তেষম্প্রবেশাৎ ন কর্মসম্বন্ধং নিষেদ্ধং শক্যমিত্যর্থঃ। লৌকিককর্মণোহপি কর্মসম্বন্ধং বৈদিককর্মসম্বন্ধং কর্তৃত্বদ্বারেণতিরিক্তজ্ঞানাপেক্ষেতি কর্তৃত্বঃ সাধারণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি। সর্বথেতি ব্যতিরেকজ্ঞানাজ্ঞানয়োঃস্বার্থঃ। তর্হি

তাহার প্রকরণ প্রভৃতি বিনিয়োজক প্রমাণ নাই। যখন বিনিয়োজক প্রমাণ নাই, তখন কি প্রকারে যজ্ঞের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইবে? আত্মাই কর্মকর্তা; তদন্তসারে তাঁহার জ্ঞানও বাক্যপ্রমাণে যজ্ঞকর্মের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে, একরূপ বলিলেও আপত্তি হইবে। কেননা, ঈদৃক স্থলে বাক্যের দ্বারা বিনিয়োগ (আত্মজ্ঞানকে যজ্ঞকার্য্যে সংযোজন করা) অনুপপন্ন (অসম্ভব)। বাক্য অব্যভিচারী কোন দ্বার বা উপলক্ষ্য প্রাপ্ত না হইলে অনারভ্যাধীত পদার্থকে যজ্ঞকার্য্যে সংযোজন করিতে পারে না। আত্মা কর্মকর্তা সত্য; কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে লোক বেদ উভয়সাধারণ; স্তত্রাৎ অব্যভিচারী অর্থাৎ তস্মাদ-নির্দিষ্ট নহেন। তিনি লৌকিক কর্মও করেন, বৈদিক কর্মও করেন। অতএব, যজ্ঞকার্য্যে আত্মার অঙ্গতাব বা সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে, তদ্বিজ্ঞানেরও কর্মের সহিত অঙ্গতাব বা সম্বন্ধ থাকিবে, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণলভ্য নহে। বাদিগণের এ আপত্তি অকিঞ্চিংকর—কিছুই নহে। কারণ, বেদোক্ত কর্ম ব্যতীত অন্ত্র ব্যতিরেক-বিজ্ঞানের অর্থাৎ দেহতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানের (দেহাদি আত্মা নহে, আত্মা বা আমি এতদতিরিক্ত, এই অতিরিক্ত জ্ঞানের) উপযোগ বা প্রয়োজন নাই। লৌকিক কার্য্যে তাদৃশ জ্ঞানের কি উপযোগ আছে? অন্নমাত্রও উপযোগ বা প্রয়োজন দেখা যায় না। ব্যতিরেকে জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, উভয় প্রকারেই দৃষ্টার্থপ্রবৃত্তি উপপন্ন হয়। (দৃষ্টার্থ—লৌকিক পদার্থ। প্রবৃত্তি=ইচ্ছা চেষ্টাদি। তাহা অতিরিক্ত জ্ঞান থাকিলেও হয়, না

দৃষ্টার্থপ্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ । বৈদিকেষু তু দেহপাতোত্তরকালফলেষু দেহব্যতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানমন্তরেণ প্রবৃত্তিনোপপদ্যতে—ইত্থাপ্যু-
জ্যতে ব্যতিরেকবিজ্ঞানম্ ।

নম্বপহতপাপুত্বাদিবিশেষণাদসংসার্যাভ্যবিসয়মোপনিষদং দর্শনং
ন প্রবৃত্ত্যঙ্গং স্তাৎ । ন । প্রিয়াদিসংসৃচিতস্ত সংসারিণ
এবাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বোপদেশাৎ । অপহতপাপুত্বাদিবিশেষণস্ত
স্বত্বার্থং ভবিষ্যতি । ননু তত্র তত্র প্রসাধিতমেতদধিকমসংসারি

বৈদিকাত্মপি কৰ্ম্মাণি কৰ্ম্মত্বাদিতরবল্ল ব্যতিরেকজ্ঞানাপেক্ষাণীত্যাশঙ্ক্যাহ—
বৈদিকেষু । কার্ম্মিধ্যাদিনিবৃত্তার্থং দেহপাতেত্যাদিবিশেষণম্ ।

দ্বিতীয়মালম্বতে নম্বিতি । অতুপযোগিত্বাৎ বিরোধিত্বাচ্চ তস্ত ন ক্রত্বঙ্গতেতি
ভাবঃ । ক্রত্বপেক্ষিতং রূপং হিহাত্মদবিবক্ষিতমিত্যাহ নেত্যাদিনা । জ্ঞানাদীনা-
মাগ্রার্থত্বেন প্রিয়মমুক্তা । আত্মা দ্রষ্টব্য ইতি বদতা জ্ঞানাদিনা ভোগ্যেন সৃচিতস্ত
সংসারিণো ভোক্তুরেব দ্রষ্টব্যমিষ্টম্ । ভোক্তৃজ্ঞানঞ্চ কৰ্ম্মহপমুক্তমতো
ভোক্তৃতিরিক্তমায়রূপং ন শ্রোতমিত্যর্থঃ । অপহতপাপুত্বাদিবিশেষণস্ত
ভোক্তব্যযুক্তবাদতিবিক্তমায়রূপমেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপহত ইতি । জন্মাদিনুত-
মারভ্য তত্র তত্রাপ্রপঞ্চব্রহ্মানুপরতা বেদান্তানামুক্তা, তৎ কথমপহতপাপুত্বাদি-
কীৰ্ত্তনস্ত স্বত্বার্থভেতি শঙ্কতে নম্বিতি । অধিকমিতি বিশেষণাদাশঙ্কিতং দ্বৈতং
বারয়তি তদেবেতি । সংসারিণোহসংসারীধ্বরূপমিতি ব্যাহতিং প্রত্যাহ

থাকিলেও হইতে পারে ।) কিন্তু অতিরিক্ত জ্ঞান ব্যতীত বৈদিক কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি
হওয়ার সম্ভাবনাও নাই । কারণ, বেদোক্ত কৰ্ম্মের ফল পারলৌকিক অর্থাৎ মর-
ণের পর হয় । যে কৰ্ম্মের ফল মরণের পর লভ্য ; ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞান ব্যতীত
তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না । অর্থাৎ কেহই সেরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক
হয় না । অতএব, বৈদিক কৰ্ম্মে ও কৰ্ম্মাঙ্গে ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞানের উপযোগ বা
প্রয়োজন আছে ।

[নম্বপহত...ভবিষ্যতি] উপনিষদে আত্মার অপাপত্ব প্রভৃতি বিশেষণ প্রদত্ত
আছে, তদ্বলে আত্মার অসংসারিত্বই প্রতীত হইবে, তাদৃশ আত্মবিজ্ঞান প্রবৃত্তির
অঙ্গ নহে । অর্থাৎ তাদৃশ আত্মজ্ঞান হইলে কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক,
প্রত্যুত নিবৃত্তিই হইতে পারে, এ কথাও বলিতে পার না । কারণ এই যে,
উপনিষদে প্রিয়াদিসংসৃচিত সংসারী আত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে ।
(প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, এ সমস্তই সুখবিশেষ । আত্মা তাহা পায় বা ভোগ করে ।
এ সকল কথা সংসারী আত্মারই বোধক ।) অপাপ প্রভৃতি কতকগুলি অসংসারী
বোধক বিশেষণ আছে সত্য ; পরন্তু সে সকল স্তুতি বা প্রশংসা ব্যতীত
অন্ত কিছুই নহে । [ননু...দার্ট্যায়] যদি বল,! অসংসারী ব্রহ্মই জগৎ-

ব্রহ্ম জগৎকারণং, তদেব সংসারিণ আত্মনঃ পারমার্থিকং স্ব-
রূপমুপনিষৎসূপদিশ্যত ইতি। সত্যং প্রসাধিতম্; তস্মৈব তু
স্মৃণানিখননবৎ ফলদ্বারেনাক্ষেপ-প্রতিসমাধানে ক্রিয়েতে দা-
র্চ্যায় ॥ ৩। ৪। ২ ॥

আচারদর্শনাৎ ॥ ৩। ৪। ৩ ॥*

“জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজ্ঞে” “যক্ষ্যমাণো
হ বৈ ভগবন্ সোহহমস্মি” ইত্যেবমাদীনি ব্রহ্মবিদামপ্যনুপরেষু
বাক্যেষু কর্মসম্বন্ধদর্শনানি ভবন্তি। যথোদালকাদীনামপি

পারমার্থিকমিতি। ঐক্যে প্রমাণং পূর্বোক্তং সূচয়তি—উপনিষৎস্থিতি।
পূর্বপক্ষাক্ষেপং সমাধেতে—সত্যমিত্যাदिনা। ফলদ্বারেনেত্যাত্মজ্ঞানং বেদান্তানং
তৎ ক্রত্বর্থেবেতি বিচারেণেত্যর্থঃ। সাধিতস্বৈবাক্ষেপসমাধিত্যাং সাধনশ্চ ফলমাহ—
দার্চ্যয়েতি ॥ ইত্যানন্দগিরিকৃত্য টীকা। ৩। ৪। ২ ॥]

[আনন্দগিরিঃ। কিঞ্চ জনকাদীনং বিভূত্যা সহ কর্ম্মাচরণদর্শনান্ন কেবলৈব
বিজ্ঞা মোক্ষহেতুরতঃ সহানুষ্ঠানং বিভূত্যাঃ স্বাতন্ত্র্যাতাবেন কর্ম্মাক্রমে লিঙ্গমিত্যাহ
আচারেতি। স্বত্রং ব্যাচষ্টে—জনকো হেতি। বিদেহানামধিপতির্জনকো
নাম রাজা বহুদক্ষিণসংজ্ঞেন যজ্ঞেনাখ্যমেধেন বা বহুদক্ষিণযুক্তেন পুরা কদাচিদীজ্ঞে
যাগং কৃতবান্। কৈকেয়শ্চ রাজ্ঞো ব্রহ্মবিদো বাক্যমাহ যক্ষ্যমাণ ইতি।
বিজ্ঞার্থিনঃ সমাগতান্ প্রাচীনশালাদীন ভগবন্ত ইতি সম্বোধ্যাহঃ যক্ষ্যমাণো-
হস্মি, ততশ্চ কতিচিৎ দিনান্তাসম্বয়মিতি রাজ্ঞোক্তবানিত্যর্থঃ। উক্তবাক্যানি
বিজ্ঞার্থানি ন কর্ম্মার্থানীত্যাহ—অনুভূতি। ইতশ্চ ব্রহ্মবিদামস্তু কর্ম্ম-

কারণ এবং সেই জগৎকারণ ব্রহ্মই এই সংসারী আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ,
ইহা প্রত্যেক উপনিষদে উপদিষ্ট, এ সকল কথা পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে
বলাই হইয়াছে, আবার সে সকল কথা কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহাই
দৃঢ় করিবার নিমিত্ত স্মৃণানিখননের দৃষ্টান্তে পুনঃ পূর্বপক্ষ ও পুনঃ সমাধান
করা হইতেছে ॥ ৩। ৪। ২ ॥

“মিথিলা দেশের রাজা জনক বহুদক্ষিণ যজ্ঞ (তন্মায়ক যজ্ঞ অথবা অখ-
মেধ) করিয়াছিলেন।” “হে মহাভাগগণ, আমি যাগদীক্ষিত হইয়াছি।”
ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রে দেখা যায়, ব্রহ্মবিৎ রাজবিরাও যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন।
ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য অনুবিধ হইলেও কর্ম্মসম্বন্ধ বোধের বাধা জন্মায় না।

* বিভূত্যা সহ কর্ম্মাচরণদর্শনান্ন কেবলৈব বিজ্ঞা মোক্ষহেতুরিতি সূত্রার্থঃ।

জ্ঞানপূর্বক কর্ম্মাচরণ (কর্ম্মানুষ্ঠান) করিতে দেখা যায়। তদ্বারা জ্ঞান যায়, কেবল জ্ঞান
মোক্ষকারণ নহে।

পুত্রানুশাসনাদিদর্শনাৎ গার্হস্থ্যসম্বন্ধোহবগম্যতে । কেবলাৎ
চেৎ জ্ঞানাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ স্মাৎ, কিমর্থমনেকায়াস-সমস্মিতানি
কৰ্ম্মাণি তে কুৰ্য্যুঃ । “অকে চেমধু বিন্দেত কিমর্থং পৰ্ব্বতং
ব্রজেৎ” ইতি স্মায়াৎ ॥ ৩ । ৪ । ৩ ॥

তচ্ছ তেঃ ॥ ৩ । ৪ । ৪ ॥*

“যদেব বিদ্যায়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীৰ্য্যবত্তরং
ভবতি” ইতি চ কৰ্ম্মশেষত্বশ্রবণাৎ বিদ্যায়া ন কেবলায়া পুরু-
ষার্থহেতুত্বম্ ॥ ৩ । ৪ । ৪ ॥

সমস্মারস্তগাৎ ॥ ৩ । ৪ । ৫ ॥†

“তং বিদ্যাকৰ্ম্মণী সমস্মারভেতে” ইতি চ বিদ্যা-কৰ্ম্মণোঃ

সঙ্গতিরিত্যাহ তথেন্দি । আদিপদেন ব্যাসযাজ্ঞবল্ক্যাদিসংগ্রহঃ । দ্বিতীয়েন
ভাৰ্য্যানুশাসনাদয়ো গৃহ্যস্তে । কৰ্ম্ম কৃতং বিহস্তিরেব কৈশ্চিদিত্যেতাবতা
বিদ্যাশক্তেরপহুবাহযোগাৎ কেবলৈব সা মুক্ত্যেহেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ কেবলা-
দিতি । অল্লায়াসমূপায়াং হিত্বা ন কোহপি মহায়াসং তমাদিয়েত, ইত্যত্র
লৌকিকতায়মাহ—অকে চেদিতি । সমীপবচনোহকশব্দঃ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩৭৭ ॥
ন কেবলং বিদ্যায়া লিঙ্গাদেব কৰ্ম্মাঙ্গত্বং, কিন্তু তৃতীয়াংশতেরপীত্যাহ
তদিতি । স্বার্থাৎ বিবৃণোতি যদেবেতি ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩ । ৪ । ৪ ॥

[আনন্দগিরিঃ । ইতো ন স্বতন্ত্রা বিদ্যা পুৰুষহেতুরিত্যাহ সমস্মারস্তগাদিতি ।

উদালক প্রভৃতি ব্রহ্মজ মহাবিগণ পুত্রের প্রতি অনুশাসন (উপদেশ) করিয়া-
ছিলেন, তাহা দেখিয়া জ্ঞানের সহিত গার্হস্থ্যের সম্বন্ধ থাকি অসম্ভব হয় ।
কেবল জ্ঞানেই পুরুষার্থ লাভ হইলে কিজ্ঞান তাঁহারা ক্রেশবহুল যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম
করিবেন ? সমীপে গধু পাইলে কে পৰ্ব্বতে যায় ? ॥ ৩ । ৪ । ৩ ॥

“যাহা বিদ্যায় (উপাসনায়) নিম্পন্ন হয়, তাহা শ্রদ্ধা ও উপনিষদের
দ্বারা (উপনিষদ = রহস্যবিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান) কৃত হইলে বীৰ্য্যবত্তর অর্থাৎ ফলাতিশয়-
জনক হয় ।” এই বাক্যে তত্ত্বজ্ঞানেব কৰ্ম্মাঙ্গতা শ্রবণ থাকায় কেবল জ্ঞানের
পুরুষার্থজনকতার অভাব নির্দ্বারিত হইতেছে ॥ ৩ । ৪ । ৪ ॥

“বিদ্যা ও কৰ্ম্ম উভয়ই সেই পরলোকপ্রাপ্ত (মৃত) জীবের অনুগমন

* তৎ কৰ্ম্মাঙ্গত্বম্, অর্থাৎ, তৃতীয়াংশতেরবোধাত ইতি যোজ্যম্ ।

জ্ঞান যে কৰ্ম্মের অন্ততম অঙ্গ, তাহা “ব্রহ্মা, উপনিষদা” ইত্যাদি বাক্যস্থিত তৃতীয়া’ বিভক্তির
দ্বারা অবধারিত হয় ।

† “সমস্মারভে” ইতি শ্রবণাৎ বিদ্যা-কৰ্ম্মাণোঃ সমুচ্চয় এব ফলারম্ভকারণং, ন তু বিদ্যায়াঃ
স্বাতন্ত্র্যমভীতি ভাষ্যঃ ।

অতি বলিয়াছেন, বিদ্যা ও কৰ্ম্ম পরস্পর সহভাবাপন্ন হইয়া ফল জন্মায়, হুতরাং বুঝা গেল,
জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যে ফলজনকতা নাই ।

ফলারন্তে সাহিত্যদর্শনাং ন স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ ॥ ৩। ৪। ৫ ॥

তদ্বতো বিধানাং ॥ ৩। ৪। ৬ ॥*

“আচার্য্যকুলাং বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কৰ্ম্মাতি-
শেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ” ইতি
চৈবজ্ঞাতীয়কা শ্রুতিঃ সমস্তবেদার্থবিজ্ঞানবতঃ কৰ্ম্মাধিকারং
দর্শয়তি। তস্মাদপি ন বিজ্ঞানস্ত স্বাতন্ত্র্যেণ ফলহেতুত্বম্।
নন্বত্রাধীত্যেত্যাধ্যয়নমাত্রং বেদস্ত শ্রুয়তে, নার্থবিজ্ঞানম্। নৈষ
দোষঃ, দৃষ্টার্থত্বাৎ। বেদাধ্যয়নমর্থাববোধপর্য্যন্তমিতি স্থি-
তম্ ॥ ৩। ৪। ৬ ॥

সূত্রং বিরূপোতি—তমিত্যাदिना। तं परलोकं ब्रह्मत्वं विद्याकर्म्मणि समगुणच्छत
इति यावत् ॥ इत्यनन्दगिरिः ॥ ३। ४। ५ ॥]

[আনন্দগিরিঃ। তদস্বাতন্ত্র্যে লিঙ্গান্তরমাহ তদ্বত ইতি। তদ্ব্যাকরোতি—
আচার্য্যোতি। তস্ত কুলং গৃহমুপনয়নং কৃহা তৎপ্রাপ্ত্যনন্তরং, গুরোঃ শুক্লধাকপং
কৰ্ম্ম বিধায়াতিশেষেণ শিষ্টেন কালেন যথাবিধানং পবিত্রপাণিব্রাহ্মণাদিবিধান-
মনতিক্রম্য বেদমধীত্যানন্তরমভিসমাবৃত্য ত্রতবিসৰ্গং কৃহা দারানাহৃত্য কুটুম্বে
গার্হস্থ্যে স্থিতঃ শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়াদ্যয়নং কুৰ্ব্বন্ কৰ্ম্মান্তরাণি চ বিহিতানি
যথাশক্তি কুৰ্ব্বাণো ব্রহ্মলোকমভিসম্পন্নত ইত্যর্থঃ। অধ্যয়নশব্দস্ত যথাশ্রুত-
মর্থং গৃহীত্বা শব্দতে নঘিতি। অধ্যয়নবিধেয়বযাতাদিবিধিবদ্ধষ্টার্থবাদার্থাববো-
ধান্তো ব্যাপারোহস্তীতি প্রথমে তস্মৈ সমর্থিতমিত্যাহ—নেত্যাदिना ॥ ইত্যা-
নন্দগিরিঃ ॥ ৩। ৪। ৬ ॥]

করে।” এই শ্রুতিতে দেখা যায়, ফলারন্তেব প্রতি অর্থাৎ পুনর্জন্মের প্রতি
জ্ঞান ও কৰ্ম্ম উভয়েরই সহভাব আছে। অর্থাৎ উভয় মিলিত হইয়াই জন্মান্তরাদি
ফল জন্মান, কেবল জ্ঞানে কিছুই করে না ॥ ৩। ৪। ৫ ॥

“গুরুকূলে অবস্থানপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া—গুরুর সমুদায় কৰ্ম্ম
(আজ্ঞাপালন) শেষ করিয়া” “সমাবর্তন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্গাপন
করিয়া—” “কুটুম্বমধ্যে বাস করতঃ পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়ন-তৎপন্ন—” এই
সকল শ্রুতি ও এই সকলের অমুরূপ অত্রান্ত শ্রুতি সৰ্ব্ববেদার্থজ্ঞানীরই কৰ্ম্মাধিকার
দেখাইতেছে, সুতরাং বুঝা যাইতেছে, বিজ্ঞানের (আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের) স্বাধীন-
ভাবে ফলপ্রদানসামর্থ্য নাই। বেদমধীত্য—বেদ অধ্যয়ন করিয়া, এখানে মাত্র
অধ্যয়ন-শব্দের উল্লেখ থাকিলেও তাহার অর্থ কেবল উচ্চারণ নহে। অর্থজ্ঞানও
অধ্যয়নের অন্তর্গত। অধ্যয়ন-শব্দ যে, উচ্চারণানন্তর অর্থবোধপর্য্যন্ত অর্থ বুঝায়,
তাহা পূর্ব্বকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৩। ৪। ৬ ॥

* কুতুম্ববেদার্থজ্ঞানিনঃ প্রতি কৰ্ম্মণো বিধানাৎ।

যে ব্যক্তি সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে ও সে সকলের অর্থ বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তির উদ্দেশেই
যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম বিহিত অর্থাৎ উপদিষ্ট। সমস্ত বেদার্থের মধ্যে উপনিষৎশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান ও নিবিষ্ট আছে।

নিয়মাচ্চ ॥ ৩।৪।৭ ॥*

“কুর্বমেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।

এবং অগ্নি নান্নথৈতোহস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥” ইতি
তথা “এতন্মৈ জরামৰ্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রং, জরয়া বা হোবা-
গ্নান্ মুচ্যতে মৃত্যুনা বা” ইত্যেবজ্ঞাতীয়কাম্মিয়মাদপি কৰ্ম্ম-
শেষত্বমেব বিদ্যায়াঃ—ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিবিধন্তে ॥৩।৪।৭ ॥

সুগমম্ । সিদ্ধান্তয়তি ॥ ৩।৪।৭ ॥

[আনন্দগিরিঃ । ইতচ্চ ন স্বতন্ত্রা বিজ্ঞা পুমৰ্থহেতুরিত্যাহ—নিয়মাচ্চেতি ।
নিয়মং বিভজ্যতে কুর্বন্নिति । ইহ দেহে শতং সমাঃ শতসংখ্যাকান্ সন্তঃসরান্ জিজী-
বিষেৎ তৎকৰ্ম্মাণি কুর্বন্নেবেতি নিয়মবিধিঃ । এবং অগ্নি নরে বৰ্ত্তমানে সত্যশুভং
কৰ্ম্ম ন লিপ্যতে । তেন ত্বং ন লিপ্যসে ইতি যাবৎ । ইতচ্চ প্রকারাদন্তথা
প্রকারান্তরং নাস্তি, যতো ন কৰ্ম্মলেপঃ স্তাদিত্যর্থঃ । নিয়মান্তরমাহ তথেন্তি ।
জরামৰ্য্যং জরামরণাবধিকম্ । তদেব বিশদয়তি জরয়েতি । শ্রুত্যাতিভিন্নাঙ্ক-
ধিয়ঃ সিদ্ধে কৰ্ম্মাঙ্গয়ে তৎফলেনৈব ফলবত্বমিত্যুপসংহৰ্ত্তুমিতীত্যুক্তম্ । পূৰ্ব্ব-
পক্ষমন্তু সিদ্ধান্তয়তি এবমিতি । ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩।৪।৭ ॥]

“কৰ্ম্ম করিবার জন্ত, শত বৎসর পর্য্যন্ত এই দেহে জীবিত থাকার ইচ্ছা
করিবেক । তুমি কথিত প্রকারে বিজ্ঞমান থাকিলেও (জীবিত থাকিলেও) কৰ্ম্মে
লিপ্ত হইবে না । এই প্রকার ব্যবস্থা ব্যতীত কৰ্ম্মলেপনিবৃত্তির অন্য উপায় নাই ।”
“এই যে সত্র অর্থাৎ যজ্ঞ—ইহার নাম অগ্নিহোত্র । ইহা জরা-মরণ পর্য্যন্ত
অমুচ্ছেদ্য, জরা আসিলে অথবা মৃত্যু হইলে ইহা আমাদিগকে ত্যাগ
করিবেক, (মধ্যে নহে) ।” এই সকল কৰ্ম্মনিয়ামক বিধানের দ্বারাও
জ্ঞানের কৰ্ম্মাঙ্গতা প্রাপ্ত হওয়া যায় । এইরূপে ২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত
যে-পূৰ্ব্বপক্ষ স্থাপিত হইল, তাহার প্রতিবিধান এইরূপ—॥ ৩।৪।৭ ॥

* নিয়মবিধিদর্শনাচ্চ ।

কৰ্ম্ম-পরায়ণ হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবেক । “যাবৎ না জরা মরণ
উপস্থিত হয়, তাবৎ অগ্নিহোত্র যাগ করিবেক” ইত্যাদি শ্রুতিতে কৰ্ম্মতৎপর থাকিবার নিয়ম কথিত
হইয়াছে । নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হয় না ; তাহাতেই বুঝা যায়, জ্ঞান কৰ্ম্মেরই অন্ততম অঙ্গ ।
(২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত পূৰ্ব্বপক্ষ) ।

অধিকোপদেশাতু বাদরায়ণশ্চৈবং তদর্শনাৎ ॥৩। ৪। ৮ ॥*

তু-শব্দাৎ পক্ষে বিপরিবর্ততে। যদুক্তং “শেষত্বাৎ পুরু-
ষার্থবাদঃ” ইতি [বে० স० ৩।৪।২], তম্বোপপদ্যতে। কস্মাৎ।
অধিকোপদেশাৎ। যদি সংসার্যোবাত্মা শারীরঃ কৰ্ত্তা ভোক্তা
চ শরীরমাত্রব্যতিরেকেণ বেদান্তেষু পদিক্তঃ স্মাৎ, তন্ততো বর্ণিতেন
প্রকারেণ ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং স্মাৎ। অধিকন্তু শারীরাদাত্মনোহ-
সংসারীশ্বরঃ কর্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিতোহপহতপাপুত্বাদি বিশেষণকঃ
পরমাত্মা। বেদান্তোনোপদিষ্টতে বেদান্তেষু। ন চ তদ্বি-

যদি শরীরান্ততিরিক্তঃ কৰ্ত্তা ভোক্তাশ্চেত্যেতন্মাত্র উপনিষদঃ পর্যাবসিতাঃ
স্মাস্তন্তঃ শ্রাদেবম্। ন যেতদতি। তাস্ত এবমুক্তজীবাত্মবাদেন তস্ত শুদ্ধবুদ্ধো-
দাসীনব্রহ্মরূপতাপ্রতিপাদনপত্রা ইতি তত্র তত্রাসংসারবাদেদিতম্। অনধিগতার্থ-
বোধনশ্বরসতা হি শব্দস্ত প্রমাণান্তরসিদ্ধাত্মবাদেন। তথা চ উপনিষাদাত্মজ্ঞানস্ত

স্বত্বস্ত তু-শব্দ প্রোক্ত পূর্বপক্ষের (উৎপাদিত আপত্তির) নিবারণক। অর্থাৎ
আত্মতত্ত্বজ্ঞান কর্ত্তার অন্ততম অঙ্গ ও তদুপলক্ষ্যে কথিত ফলবাক্য তাহার অর্থ-
বাদ, সে কথা সত্য নহে। সে কথা উপপন্ন হয় না অর্থাৎ তাহা যুক্তিযুক্ত
নহে। কেননা, অধিক উপদেশ দৃষ্ট হয়। [যদি...ইত্যত্র] বেদান্তে যদি কেবল
দেহাতিরিক্ত কৰ্ত্তা ও কর্ত্তব্যফলভোক্তা সংসারী আত্মা উপদিষ্ট হইতেন, তাহা
হইলে অবশ্যই সেই সেই ফলশ্রুতিকে কথিতপ্রকারে অর্থবাদবাক্য বলিতে
পারিতেন। কিন্তু কেবল তাহা অভিহিত হয় নাই, বেদান্তে কেবল অসংসারী
জীবব্রাহ্মণ ও বেদ্য বা বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। তদনুসারে তাহাকে
কর্ত্তৃত্বাদিসর্বধর্ম্মরহিত নিম্পাপ নিলিপ্ত উদাসীন ও পরমাত্মা বলিয়া
জানিতে হইবে। সে জ্ঞান কর্ত্তব্য হওয়া বা কর্ত্তে প্রবৃত্ত করা দূরে থাকুক,

* ‘তু’ পরপক্ষনিরাসার্থঃ। বেদান্তোক্তং পরমাত্মজ্ঞানং ন কর্ত্তব্যং, ততশ্চ তৎকালং নার্থ-
বাদঃ। হেতুর্মাহ—অধিকতি। বেদান্তেষু অধিকন্তু শারীরাদাত্মনোহসংসারীশ্বরোপদেশদর্শন
নালিতার্থঃ। এবং সতি বাদরায়ণস্ত মতমবিচাল্যন্তবতি। তদর্শনাৎ অধিকোপদেশদর্শনাৎ
স্রুতিষিতি পুরণীয়ম্। ফলিতার্থল—যঃ কৰ্ত্তা কর্ত্তব্যং, নাসৌ বেদান্তবেদাঃ, যচ্চ ব্রহ্ম তদেব
তদেষাং, ন তৎকর্ত্তব্যম্। ততশ্চ তজ্জ্ঞানস্ত কুতঃ কর্ত্তবেত্যা কুতো বা ফলশ্রুতেরর্থবাদ-
ভেতি।

বে-আত্মা বেদান্তে উপদিষ্ট, সে আত্মা কর্ত্তব্য কর্ত্তৃ-আত্মা (জীবাত্মা) হইতে অধিক অর্থাৎ
উৎকৃষ্ট। বেদান্তবেদ্য আত্মা অসংসারী ও কর্ত্তৃত্বাদিসর্বধর্ম্মরহিত। অতএব, বাদরায়ণের
মতই দৃঢ় অর্থাৎ অবিচালা। স্রুতিতেও অধিক অর্থাৎ অসংসারী ব্রহ্মাত্মার উপদেশ দেখা যায়।

জ্ঞানং কৰ্ম্মণাং প্রবর্তকং ভবতি, প্রভূত তৎ কৰ্ম্মাণ্যুচ্ছিনতীতি বক্ষ্যতি “উপমর্দক” [বে. সূ. ৩৪।১৬] ইত্যত্র । তস্মাৎ “পুরুষার্থোহতঃ শব্দাৎ” ইতি [বে.সূ. ৩৪।১] যস্মতঃ ভগবতো বাদরাগশ্চ, তত্ত্বৈব তিষ্ঠতি, ন শেষত্বপ্রভৃতিভির্হেত্বাভাসৈশ্চালয়িতুং শক্যতে । তথা হি তমধিকং শারীরাদীশ্চরমাত্মানং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ” “ভীষাম্মাদীতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ” “মহাভয়ং বজ্রমুদ্যতম্” “এতস্ম বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি” “তদৈক্ষত বহু স্মাং প্রজায়েয়েতি তন্তেজোহসৃজত” ইত্যেবমাদাঃ ।

যন্তু প্রিয়াদিসংসূচিতস্ম সংসারিণ এবাত্মনো বেদ্যতয়ানু-

ক্রতুশ্চানবিরোধিনঃ ক্রতুসম্বন্ধ এব নাস্তি, কিমঙ্গ পুনস্তদব্যভিচারঃ, ততশ্চ ক্রতুশেষতা । তথা চ নাপবর্গফলশ্রুতের্ণবাদমাত্রস্বমপি তু ফলপন্নত্বমেব ।

অতএব প্রিয়াদিসংসূচিতেন সংসারিণাত্মনোপক্রম্য তন্ত্ৰৈবাত্মনোহধিকোপদিশ্চায়াং পরমাত্মনোহত্যস্তাভেদ উপদিষ্টতে । যথা সমারোপিতস্ত ভূজগস্ত

কৰ্ম্মের উচ্ছেদই করিয়া থাকে । এ তথ্য “উপমর্দক” সূত্রে সমর্থিত হইবে । [তস্মাৎ ..মাছাঃ] অতএব, ভগবান্ বাদরাগ যে বলিয়াছেন, কেবল বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানে পুরুষার্থ (মোক) সিদ্ধ হয়, তাহা স্থিরতরই থাকিবেক, শেষত্ব প্রভৃতি হেত্বাভাস তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না । (২ হইতে ৭ পর্য্যন্ত সূত্রে যে সকল হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সকল প্রকৃত হেতু নহে । সে সকল হেত্বাভাস অর্থাৎ মাত্র দেখিতে হেতুর মত স্মৃতরাং সে সকলের দ্বারা প্রতিজ্ঞাত তৎ অব্যভিচারিতরূপে সাধিত হইতে পারে না ।) যে সকল শ্রুতি শরীরাত্মানী জীবাত্মার অধিক ঈশ্বরাত্মা বা পরমাত্মা বলিয়াছেন, সে সকল শ্রুতি এই—“সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিৎ ।” বায়ু তাঁহারই ভয়ে বহমান হয় স্বর্ঘ্যও তাঁহার ভয়ে উদ্ভিত হন । “ইনি উত্তম বজ্র অপেক্ষা অধিক ভয়হেতু ।” “গার্গি এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) অমুশাসনেই চন্দ্র-স্বর্ঘ্য বিধৃত আছে ।” “তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব । অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন ।” ইত্যাদি ।

[যন্তু...নির্গীতম্] বেদান্তে প্রিয়াদিসংসূচিত সংসারী আত্মাও বিজ্ঞের বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে সত্য ; যথা—“আত্মার অর্থাৎ আপনার প্রিয় (প্রীতি বা হৃৎ) বা ক্ষুতিপ্রদ বলিয়াই এ সমুদায় প্রিয় হয় ।” “আত্মাই ব্রহ্মব্য” যে প্রাণের

কৰ্ণণম্ “আত্মনস্ত কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবতি” “আত্মা বা অরে
দ্রষ্টব্যঃ” “যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স ত আত্মা সৰ্বাস্তরঃ” “য
এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে” ইত্যুপক্রম্য “এতস্বেব তে
ভূয়োহনুব্যাখ্যাস্থামি” ইতি চৈবমাদি, তদপি “অস্ম বা মহতো
ভূতস্ম নিঃস্মসিতমেতৎ যদ্থেদো যজুর্বেদঃ” “যোহশনায়াপিপাসে
শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যোতি পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য
স্মেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ” ইত্যেবমাদি-
ভিৰ্বাক্যশেষৈঃ সত্যামেবাহিকোপদিদিক্ষায়াং নাত্যন্তভেদাভি-
প্রায়মিত্যবিরোধঃ। পারমেশ্বরমেব হি শারীরস্য পারমার্থিকং
স্বরূপম্, উপাধিকৃতস্ত শারীরত্বং “তৎমসি” “নাহোহতোহস্তি
দ্রষ্টা” ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। সৰ্বকৈতৎ বিস্তরেণাস্মাভিঃ
পুরস্তাৎ তত্র তত্র নির্ণীতম্ ॥ ৩। ৪। ৮ ॥

রজ্জ্বরূপাদত্যস্তাভেদঃ প্রতিপাত্তে—যোহয়ং সৰ্পঃ সা রজ্জুরিতি, যথা বিজ্ঞানঃ
কৰ্ম্মাজ্ঞে দর্শনমুপগন্তমেবমকৰ্ম্মাজ্ঞে ন দর্শনমুক্তম্। তত্র কৰ্ম্মাজ্ঞদর্শনা-
নামন্ত্যাসিদ্ধিরুক্তা। কেবলবিজ্ঞানদর্শনানন্ত নান্ত্যাসিদ্ধিরসার্বত্রিকী ব্যাপ্তি-
রপ্যদসীথবিজ্ঞাপেক্ষয়া, তস্তা এব প্রকৃতত্বাৎ ন বশেষাপেক্ষয়া। যথা সৰ্পে
ব্রাহ্মণা ভোজ্যস্তামিতি নিমজ্জিতাপেক্ষয়া, তেষামেব প্রকৃতত্বাৎ ॥ ৩। ৪। ৮ ॥

যারা প্রাণবান্ অর্থাৎ জীবিত থাকা যায়, তাহা আত্মা ও সৰ্বাস্তর (সমুদায়
দৈহিক পদার্থের অভ্যন্তরে বা মূলে বিরাজমান)।” “চক্ষুতে এই যে
পুরুষ দৃষ্ট হন” ইত্যাদি, পরন্তু সে সকল বাক্যও জীবপরমাত্মার আত্যন্তিক
ভেদ অভিপ্রায়ে আশ্রিত হয় নাই। কারণ, দেহই সেই প্রস্তাবের শেষে
এই সকল বাক্যসন্দর্ভ আছে। “ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ প্রভৃতি সমস্তই এই
মহত্ত্বতের (নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের) নিঃখাসতুল্য অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি সমুদায় শাস্ত্র
ঐহা হইতে বিনা প্রবৃত্তে বহির্ভূত হইয়াছে।” “যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক
মোহ জরা মৃত্যু অতিক্রম করেন, পরম জ্যোতিঃ (ব্রহ্ম) সম্পন্ন হইয়া
দীর্ঘ পারমার্থিক রূপ প্রাপ্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ।” ইত্যাদি। ইত্যাদিবিধ
বাক্যশেষ যারা ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, শ্রুতির অধিক বলিবার ইচ্ছা
থাকায় সেই সেই স্থলে অসংসারী ব্রহ্মের উপদেশ করাই অভিপ্রেত,
তাই তিনি প্রদর্শিত শেষ বাক্যে জীবব্রহ্মের আত্যন্তিক ভেদ বলেন নাই,
সুতরাং উপাধিত আপত্তির খণ্ডন ও বিরোধভঞ্জন সুসিদ্ধ হয়। পারমেশ্বর-
রূপই শারীরাত্মার পারমার্থিক স্বরূপ; ঐহার যে, শারীরত্ব বা জীবত্ব, তাহা
উপাধিকৃত। এ কথা “তৎমসি” মহাবাক্যে ও “ইহা ছাড়া পৃথক্ দ্রষ্টা নাই—”
ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত আছে। এ সমস্তই আমরা ইতঃপূর্বে সেই সেই
স্থানে সবিস্তরে বলিয়াছি ॥ ৩। ৪। ৮ ॥

তুল্যস্তু দর্শনম্ ॥ ৩।৪।৯ ॥ *

যদুক্তমাচারদর্শনাৎ কৰ্ম্মশেষো বিদ্যেত্যত্র ক্রমঃ—তুল্য-
মাচারদর্শনমকৰ্ম্মশেষত্বেহপি বিদ্যায়াঃ। তথা হি শ্রুতিৰ্ভবতি
“এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্ধাংস আল্লখ্যময়ঃ কাবষেয়াঃ কিমৰ্থা বয়-
মধ্যেষ্যামহে কিমৰ্থা বয়ং যক্ষ্যামহে, এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূৰ্বে
বিদ্ধাংসোহগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্ৰিরে, এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা
ব্রাহ্মণাঃ পুত্রেষণায়াশ্চ বিতৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুখায়াশ্চ
ভিক্ষার্চ্যং চরন্তি” ইত্যেবঞ্জাতীয়কা। যাজ্ঞবল্ক্যাदीनामपि ब्रह्म-
विदामकर्मनिष्ठत्वं दृष्ट्वा “एतावदरे खलुमृतत्वमिति होक्तु। यাজ्ञ-

[আনন্দগিরিঃ। পরোক্তং লিঙ্গদর্শনং প্রত্যাহ—তুল্যস্বিতি। উক্তমন্ত
স্বত্রমুত্তরতেন যোজয়তি যদিত্যাदिना। ইতश्च विद्यायाः न শেষेत्येताह—
याज्ञवल्क्येति। आदिशब्देन श्रुतादयो गृह्यन्ते। कथं तेषामकर्मनिष्ठत्वं, तदाह—
एतावदिति। उभयथा लिंगदर्शने संशयमाशङ्क्य परकीयसिद्धानामन्वयसिद्धिं वक्तु-
मारभते अपि चेति। तत्र यक्ष्यमाण इत्यादिलिङ्गदर्शनश्रुत्यासिद्धिमाह
यक्ष्यमाण इति। तत्रापि विद्यायां कर्मसाहित्यमन्वया ब्रह्मविद्यायामपि त-
द्वैतसिद्धिदित्याशङ्क्याह संभवतीति। तर्हि वैश्वानरविद्याया न स्वातन्त्र्येण
फलवत्त्वं कर्माङ्गसाक्षीकारात्, तत्राह न इति। येषां ब्रह्मविदामपि कर्म

বলিয়াছিলে যে, আচার দেখা যায় অর্থাৎ জ্ঞানীদিগকেও কর্ম্মমুঠান
করিতে দেখা যায়, তৎকারণে জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া অবদত হউক, সে কথাও
প্রত্যুত্তর দিতেছি। আচারদর্শন তুল্য অর্থাৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মভাগ উভয় পক্ষেই
আচার দর্শন আছে। শ্রুতিতে যেমন জ্ঞানীর কর্ম্মমুঠান বর্ণিত আছে, তেমনি
কর্ম্মভাগও বর্ণিত আছে। কর্ম্মবর্জনবোধিকা শ্রুতি এই—‘ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা
এইরূপ বলিয়াছিলেন। আমরা কি জন্ত অধ্যয়ন করিব? কি জন্ত যজ্ঞ করিব?
পূর্ববর্তী বিশ্বানুগণ অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই। ব্রহ্মনিষ্ঠগণ আগ্নার সাক্ষাৎকার
লাভ করিয়া প্রজেক্ষা ধনেচ্ছা ও লোকেচ্ছা হইতে ব্যুথিত হইয়া অর্থাৎ
সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠতা আচরণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ
হন।’ ইত্যাদি। [যাজ্ঞবল্ক্য...ক্রমঃ] যজ্ঞবল্ক্য, শুক ও নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী
ছিলেন, অথচ কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন না। “ইহাই অমৃত (মোক্ষ) এই বলিয়া

* দর্শনমাচারদর্শনং তুল্যং কর্ম্মাকর্ম্মশেষত্বে ইতি।

শাস্ত্রে যেমন জ্ঞানীর আচারনিষ্ঠতা অর্থাৎ কর্ম্মমুঠানে রতি দেখিয়াছ, তেমনি কর্ম্মবিরতিও
দেখিতে পাইবে। অতএব, আচারদর্শনরূপ হেতু উভয় পক্ষেই তুল্য। সে জন্ত তাহা তহার
সাধক হইতে পারে না। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

বক্ষ্যঃ প্রবব্রাজ” ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। অপি চ “যক্ষ্যমাণো
হ বৈ ভগবন্তোহহমস্মি” ইত্যেতন্নিগদর্শনং বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ম্।
সম্ভবতি চ সোপাধিকায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং কৰ্ম্মসাহিত্যদর্শনং, ন
ত্বত্রাপি কৰ্ম্মান্ধত্বমস্তু প্রকরণাদ্যভাবাৎ ॥ ৩।৪।৯ ॥

যৎ পুনরুক্তং “তচ্ছ্রুতেঃ” ইতি, অত্র ক্রমঃ।

অসার্বত্রিকী ॥ ৩।৪।১০ ॥*

“যদেব বিদ্যায়া কৰোতি” ইত্যেযা শ্রুতি ন সৰ্ববিদ্যাবিষয়া,
প্রকৃতবিদ্যাভিসম্বন্ধাৎ। প্রকৃত চোদগীথবিদ্যা “ওমিত্যেত-
দক্ষরমুদগীথমুপাসীত” ইত্যত্র [ছা০] ॥ ৩।৪।১০ ॥

দৃশ্যতে, ন তত্তেবাং কৰ্ম্ম, তন্ধি চোদনালক্ষণং, তেষাংকাহংগমাভিমানাতাবে চ
চোদনাভাবাৎ কথঞ্চিদনুবর্ত্তমানমপি তদাভাসমাত্রমিতি ভাবঃ। পরোক্তাং
শ্রুতিমনুত্তত্তত্তরত্বেন সূত্রমবতারয়তি যদিতি ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩।৪।১০ ॥]

ভামতী। স্মৃগমম্ ॥ ৩।৪।১০ ॥

[আনন্দগিরিঃ। তদ্বিভজ্যতে যদেবেতি। বিদ্যাশব্দস্ত সামান্ত্রবিষয়স্ত

যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।” এই শ্রুতিতে জানী
যাজ্ঞবল্ক্যের কৰ্ম্মত্যাগের কথা শুনা যায়। “হে মহাভাগগণ, আমি এখন
যজ্ঞদীক্ষিত।” এই লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ কৈকেয় রাজার যজ্ঞদীক্ষিত
হওয়ার কথা, ইহা বৈশ্বানর-উপাসনা-বিষয়ক। যদিও সগুণব্রহ্মজ্ঞানে
কৰ্ম্মসাহিত্য পাকা অসম্ভব নহে, তথাপি তাহা প্রকরণস্থ নহে বলিয়া
সে স্থলেও কৰ্ম্মসাহিত্যের অভাব আছে। ৩।৪।৯ ॥

বলিয়াছিল যে, “উপনিষদা” এতদ্বাক্যস্থ তৃতীয়া বিভক্তির বলে উপনিষদপ্রভব
জ্ঞানের কৰ্ম্মাক্রমতা অবধারিত হইতে পারে; এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর বলিব।

তাহা সার্বত্রিক নহে। “বিদ্যাসহকারে যাহা করে—” এই শ্রুতি সৰ্ববিদ্যা-
বোধিকা নহে। কেননা, প্রস্তাবিত বিদ্যার সহিতই উহার সম্বন্ধ। উদগীথ-
জ্ঞানে ও এই এক্ষণের উপাসনা করিবেক, এই প্রস্তাবে ঐ কথা অভিহিত
হওয়ার উদগীথবিদ্যার সহিতই ঐ শ্রুতির সম্বন্ধ ॥ ৩।৪।১০ ॥

* অসার্বত্রিকী ন সৰ্ববিদ্যাবিষয়া। প্রকৃত বা উদগীথবিদ্যা, তদ্বিষয়া এব সা শ্রুতিরিত্তি
স্বার্থঃ। খবিত্তাঃ

তৃতীয়া শ্রুতি কৰ্ম্মজ্ঞের বিনিয়োগকর সত্য; পরন্তু প্রদর্শিত তৃতীয়া শ্রুতি উদগী
প্রকরণে অভিহিত; সেই কারণে তাহা সৰ্ববিদ্যার কৰ্ম্মাক্রমতা বোধিকা নহে। অর্থাৎ তদ্বারা
কেবল উদগীথজ্ঞানকেই কৰ্ম্মাক্রম বলিতে পার, অন্য জ্ঞানকে(উপাসনাকে) কৰ্ম্মাক্রম বলিতে পার না।

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ৩ । ৪ । ১১ ॥ *

যদ্যপ্যুক্তং “তং বিদ্যাকৰ্ম্মণী সমস্বারভেতে” ইত্যেতৎ সমস্বারস্তবচনমস্বাতস্ত্রে বিদ্যায়া লিঙ্গমিতি, তৎ প্রত্যাচ্যতে । বিভাগোহত্র দ্রষ্টব্যঃ । বিদ্যা অত্ৰ পুরুষঃ সমস্বারভতে, কৰ্ম্মান্য-মিতি, শতবৎ, যথা শতমাভ্যাং দীয়তামিত্যুক্তে বিভজ্য দীয়তে— পঞ্চাশদেকশ্চৈ, পঞ্চাশদপরশ্চৈ, তদ্বৎ । ন চেদং সমস্বারস্তবচনং মুমুকুবিষয়ম্ “ইতি তু কাময়মানঃ” ইতি সংসারিবিষয়ত্বোপ-সংহারাৎ । “অথাহকাময়মানঃ” ইতি চ মুমুকোঃ পৃথগুপক্রমাৎ । তত্র সংসারিবিষয়া বিদ্যা বিহিতা প্রতিষিদ্ধা চ পরিগৃহ্যতে, বিশেষাভাবাৎ, কৰ্ম্মাপি বিহিতং প্রতিষিদ্ধঞ্চ, যথাপ্রাপ্তানু-

বিশেষাকাজ্ঞস্ত প্রাকরণিকবিশেষেণ চরিতার্থত্বাদিতি হেতুমাৎ প্রকৃতেতি । আত্মদ্বিয়ন্ত্যাবশকাং প্রত্যাহ প্রকৃতা চেতি । ইত্যানন্দপিরিঃ ॥ ৩ । ৪ । ১০ ॥

অবিভাগোহপি ন দোষ ইত্যাহ—“ন চেদং সমস্বারস্তবচনম্”

বলিয়াছিল যে, জ্ঞান কৰ্ম্ম উভয়ই পরলোক গমনে উদ্যত পুরুষের অন্তর্গমন করে, মরণের পর ভোগদেহ জন্মায় বা আরম্ভ করে, এই সমস্বারস্ত বাক্য জ্ঞানের অস্বাতন্ত্র্যপক্ষের গমক, সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছি । সেই সমস্বারস্ত—দীয়মান শতসংখ্যার দৃষ্টান্তে বিভাগক্রমে উপপন্ন হয় । বিভা অর্থাৎ জ্ঞান যে-পুরুষকে যে-রূপে আরম্ভ (অন্তর্গমন) করে, কৰ্ম্ম সে পুরুষকে সে রূপে আরম্ভ (অন্তর্গমন) করে না । জ্ঞানফল একপ্রকার, কৰ্ম্মফল অন্যপ্রকার । যেমন “তুই ব্যক্তিকে শত মুদ্রা দাও” বলিলে বিভাগ প্রক্রিয়ায় এক জনকে পঞ্চাশ, অন্যজনকে পঞ্চাশ দেওয়া হয়, সেইরূপ, বিভা ও কৰ্ম্ম বিভাগপ্রণালীতেই ফলপ্রদান করে । [ন চেদং ..পঠতি] এমন বলিতে পারিবে না যে, ঐ সমস্বারস্তবাক্য মুমুকু বিষয়ে অভিহিত । অর্থাৎ ঐ উভয় মুমুকুর অন্তর্গমন করে, সংসারীর অন্তর্গমন করে না, এরূপ নহে । কারণ, শ্রুতি “এই-রূপ কামনা বা সংকল্প করে বলিয়া সংকল্পানুরূপ লোকে যায়” এইরূপে সংসারী জীবকে লক্ষ্য করিয়া প্রোক্ত প্রস্তাব শেষ করিয়াছেন । অপিচ “যে কামনা করে না, সংকল্প ত্যাগ করে—” এইরূপে মুমুকুবিষয়ক পৃথক উপক্রম (প্রস্তাব বা সন্দর্ভ) বলিয়াছেন । তন্মধ্যে যে সকল

* শতং যথা বিভজ্য দীয়তে পঞ্চাশদেকশ্চৈ পঞ্চাশদপরশ্চৈ, তথা বিভাকৰ্ম্মণী অপি বিভাগেন সমস্বারভেতে ন তু সাহিত্যেনেতি ।

শত মুদ্রাবিভাগের দৃষ্টান্তে উক্ত উভয়ের (বিদ্যাকৰ্ম্মের) বিভাগ অবধারণ করিতে হইবে ।

বাদিত্বাৎ । এবং সত্যবিভাগেনাপীদং সমস্বারস্তবচনমব-
কল্পতে ॥৩।৪।১১॥

যচোক্তং “তদ্বতো বিধানাৎ” ইতি, অত উত্তরং পঠতি—

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ৩।৪।১২ ॥*

“আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য” ইত্যত্রোধ্যয়নমাত্রস্ত্র অ্রবণা-
দধ্যয়নমাত্রবত এব কৰ্ম্মবিধিরিত্যধ্যবস্থাঃ । নম্বেবং সত্য-
বিশ্বত্বাদনধিকারঃ কৰ্ম্মস্থ প্রসজ্যেত । নৈষ দোষঃ । ন বয়মধ্য-
য়নপ্রভবং কৰ্ম্মাববোধনমধিকারকারণং বারয়ামঃ । কিং তর্হি,
ঔপনিষদমাত্রজ্ঞানং স্মাতস্ত্র্যেণৈব প্রয়োজনবৎ প্রতীয়মানং ন
কৰ্ম্মাধিকারকারণতাং প্রতিপদ্যত ইত্যেতাৎ প্রতিপাদয়ামঃ ।

ইতি । সংসারবিষয়া বিজ্ঞা বিহিতা যথোক্তাথবিজ্ঞা, প্রতিবিজ্ঞা চ যথা
সচ্ছাত্রাধিগমনলক্ষণা ॥ ৩।৪।১১ ॥

অধ্যয়নমাত্রবত এব কৰ্ম্মবিধিন্ তুপনিষদধ্যয়নবতঃ । এতদ্রূপং ভবতি ।
যদধ্যয়নমর্থাববোধপর্য্যন্তং কৰ্ম্মস্থপযুক্ত্যতে । যথা কৰ্ম্মবিধিবাক্যানাং তদ্বাত্রবত
এবাধিকারঃ কৰ্ম্মস্থ, নোপনিষদধ্যয়নবতঃ, তদধ্যয়নস্ত্র কৰ্ম্মস্থরূপযোগাদিতি ।
অধ্যয়নমাত্রবত এবৈতি মাত্রগ্রহণেনার্থজ্ঞানং বা ব্যবহিরমিতি মথানো

বিজ্ঞা সংসারগোচরা, সে সকল বিজ্ঞা অবিশেষে বিহিত ও প্রতিবিজ্ঞ ।
আর যে বিজ্ঞা সংসারগোচরা নহে, সে বিজ্ঞাবিষয়ে ঐ সমস্বারস্ত্র বাক্যের
অবিভাগ অর্থাৎ সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে ॥ ৩।৪।১১ ॥

বলিয়াছিল যে, কৰ্ম্মকেবল বেদাধ্যয়নবান্ পুরুষের জন্য বিহিত, তদনুসারেও
বৈদিকজ্ঞানের কৰ্ম্মশেষতা প্রতীত হয়, আচার্য্য বাস সে কথাও উত্তর দিতেছেন ।

“শুরুকুলে বাস করতঃ বেদ অধ্যয়ন করিয়া—” এই বাক্যে অধ্যয়ন
শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকায় নিশ্চয় হয়, যে লোক কেবলমাত্র বেদ উচ্চারণ করিতে
শিখিয়াছে—অভ্যাস করিয়াছে, সেও কৰ্ম্মকাণ্ডে অধিকারী । অর্থবোধ ব্যতীত
প্রকৃত কৰ্ম্মাধিকার হয় না সত্য; পরন্তু আমরা এমন কথা বলি না
যে, অধ্যয়নপ্রাপ্ত কৰ্ম্মবিষয়ক জ্ঞান কৰ্ম্মের অধিকার নিবারক । আমরা
ইহাই প্রতিপাদন করিব, দেখাইব, যে বেদশিরাঃ উপনিষদ্ ও তৎপ্রভব
আত্মজ্ঞানের ফল স্বতন্ত্র, এবং তাহাই কৰ্ম্মাধিকারের অপ্রয়োজক । যে এক
যজ্ঞ করিবে, সে যেমন অগ্নি যজ্ঞের জ্ঞান অপেক্ষা করে না, তেমনি,

* মাত্রশব্দেণ জ্ঞানস্ত্র ব্যবচ্ছেদঃ।

কৰ্ম্মাধিকারে জ্ঞানের প্রতীক্ষা নাই । তাহা কেবলমাত্র অধ্যয়ন-সাক্ষেপ ।

যথা চ ন ক্রত্বস্তুরজ্ঞানং ক্রত্বস্তুরাধিকারিণাপেক্ষ্যতে, এবমেতদপি দ্রষ্টব্যমিতি ॥ ৩।৪।১২ ॥

যদপ্যুক্তং “নিয়মাচ্চ” ইতি, অত্রাভিধীয়তে—

নাবিশেষাৎ ॥ ৩।৪।১৩ ॥ *

“কুর্ক্সমেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেৎ” ইত্যেবমাদিষু নিয়ম-
শ্রবণেষু ন বিচ্যুষ ইতি বিশেষোহস্তুি । অবিশেষেণ নিয়ম-
বিধানাৎ ॥ ৩।৪।১৩ ॥

স্তুতয়েহ্নুমতিৰ্বা ॥ ৩।৪।১৪ ॥†

“কুর্ক্সমেবেহ কৰ্ম্মাণি” ইত্যত্রাপরো বিশেষ আখ্যায়তে ।
যদ্যপ্যত্র প্রকরণসামর্থ্যাৎ বিদ্বানেব কুর্ক্সমিতি সম্বধ্যতে,

ভ্রান্তশ্চোদয়তি—“নষেবং সতি” ইতি । স্বাভিপ্রায়মুক্ষ্যাটয়ন্ সমাধস্তে—“ন বরম্”-
ইতি । উপনিষদধায়নাপেক্ষং মাত্রগ্রহণং নার্যবোধাপেক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ৩।৪।১২ ॥

কুর্ক্সমেবেহ কৰ্ম্মাণীতাবিচ্ছাবদ্বিবয়মিত্যর্থঃ । বিচ্ছাবদ্বিবয়স্বৈহপ্যবিরোধো-
বিচ্ছান্ত্যত্বার্থবাদিত্যাহ— ॥ ৩।৪।১৩ ॥

অপি চ, বিচ্ছাবলং প্রত্যক্ষং দর্শয়ন্তী শ্রুতিঃ কালান্তরভাবিকল-কৰ্ম্মাদ্বয়ং
বিচ্ছায়া নিরাকরোভীত্যাহ ॥ ৩।৪।১৪ ॥

যে কৰ্ম্ম করিবে, সেও উপনিষদ আত্মজ্ঞান অপেক্ষা করে না । কারণ এই
যে, অর্থ জাহুক বা না জাহুক, উপনিষদ্বক্ত মন্ত অভ্যস্ত হইলেই সে কৰ্ম্ম-
বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারে ॥ ৩।৪।১২ ॥

আর এক কথা বলিয়াছিল যে, কৰ্ম্ম করার নিয়মদেখা যায়, সে কথারও
প্রত্যুত্তর দিতেছি—

“কৰ্ম্মতৎপরা পাকিয়া শতবর্ষব্যাপী জীবন ইচ্ছা করিবেক” ইত্যাদি বাক্যে
কৰ্ম্মকরণের নিয়ম শুনা যায় সত্য ; পরন্তু সে নিয়ম জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয় সাধারণ ।
জ্ঞানীর পক্ষে কোনরূপ বিশেষ নিয়ম শ্রুত হয় নাই ॥ ৩।৪।১৩ ॥

“এতদেহে কৰ্ম্ম করিতে করিতে—” এই বাক্যের অপর এক অর্থ আছে ।
“কৰ্ম্ম কুর্ক্সম্” এই কথার সঙ্গে প্রকরণ অনুসারে বিদ্বানের সম্বন্ধ বা অস্বয়
হয় হউক, তথাপি দোষ হইবে না । অর্থাৎ জ্ঞানীও কৰ্ম্ম করিবেন, এ

* দর্শিতঃ বস্তুনিয়মবিধানং, তদবিশেষবিস্তারমিতি ।

অবিশেষে নিয়মের বিধান, স্তুতরায় জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিশেষাভাব । অর্থাৎ জ্ঞানীও কৰ্ম্ম-
তৎপরা হইবেন, এ বিশেষ ঐ বিধানে লক্ষ হয় না ।

† অথবা স্তুতয়ে বিদ্যাশ্রংশসার্থং অনুমতিঃ কৰ্ম্মানুজ্ঞানম্ ।

অথবা ঐ কৰ্ম্মানুমতি (কৰ্ম্ম করিবার আদেশ বা বিধান) বিদ্যার (জ্ঞানের বা উপাসনার)
স্তুতিনিমিত্ত অর্থাৎ ঐ কথা বিদ্যাসমিহা বলিবার জন্ত বা বিদ্যা শ্রংশসা করিবার জন্ত ।

তথাপি বিদ্যাস্ততয়ে কৰ্ম্মানুজ্ঞানমেতৎ দ্রষ্টব্যম্। “ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে” ইতি হি বক্ষ্যতি। এতদুক্তং ভবতি—যাব-
জ্জীবং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বত্যপি পুরুষে বিদুষি ন কৰ্ম্ম লেপায় ভবতি
বিদ্যাসামর্থ্যাদিতি। তদেবং বিদ্যা স্তু যতে ॥ ৩। ৪। ১৪ ॥

কামকারণে চৈকে ॥ ৩। ৪। ১৫ ॥

অপি চ, একে বিদ্বাংসঃ প্রত্যক্ষীকৃতবিদ্যাফলাঃ সমুদ্ভব-
ফলভ্যাং ফলান্তরসাধনেষু প্রযাজাদিষু প্রয়োজনাভাবং পরা-
মুশস্তি। কামকারণেতি শ্রুতির্ভবতি বাজসনেয়িনাম্ “এতদ্ধ
স্ম বৈ তৎ পূৰ্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে, কিং প্রজয়া
করিষ্যামো যেমাং নোহয়মাত্মাহয়ং লোকঃ” ইতি। অনুভবা-

কামকার ইচ্ছা ॥ ৩। ৪। ১৫ ॥

অর্থ ইটলেণ তাহা অস্বপনের প্রতিকূল হইবে না। কারণ, ঐ কৰ্ম্ম-
মুজ্ঞা (“বিদ্বান্ কৰ্ম্ম করিতে করিতে” এ কথা) জ্ঞান প্রশংসার্থ ব্যতীত
অন্য অর্থে প্রযোজিত হয় নাই। কেননা, শ্রুতি ঐ কথার অব্যবহিত
পরেই বলিয়াছেন—কোন কৰ্ম্মই বিদ্বান্ নরে লিপ্ত হয় না। কৰ্ম্ম বিদ্বান্ নরে
লিপ্ত হয় না, এই কথায় ইহাট বলা হইয়াছে যে, বিদ্বার এমনই প্রভাব
যে, যাবজ্জীবন কৰ্ম্ম করিলেও তাহা বিদ্বান্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানী) নরে সংশ্লিষ্ট
হয় না। জ্ঞানবলে সে সকল পদ্যপত্রস্ত জলের জায় নিশ্চিষ্ট হইয়া যায়।
এইরূপ জ্ঞানস্ততি করা হইয়াছে মাত্র ॥ ৩। ৪। ১৪ ॥

কোন কোন জ্ঞানী—যাহারা জ্ঞানফল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা—
সেই উপলক্ষ্যে কাম্যফলোপায় প্রযাজ প্রভৃতি যাগে প্রয়োজনাভাব
বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথাই “কাম-
কারণে” স্ত্রে বলা হইয়াছে অর্থাৎ দেখান হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যজুর্বেদীয়
বাজসনেয়ী শাখায় শ্রুতি আছে। যথা—“পূৰ্ণ পূৰ্ণ জ্ঞানীরা প্রজা কামনা
করেন নাই। (প্রজা=সন্তান। তদুপলক্ষিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম)। তাঁহারা জানিয়া-
ছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, আত্মাই আমাদের প্রত্যক্ষ লোক; স্তুরাৎ
আমরা প্রজা লইয়া কি করিব” ইত্যাদি। [অনু...শ্রুতিভূম্] অনুভবাক্রম বা
প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞানফল কৰ্ম্মফলের জায় কালান্তরভাবী নহে। জ্ঞানের অব্যবহিত

* একে স্বয়ং বিদ্বাংসঃ কামকারণে ইচ্ছাতঃ। ইচ্ছাদিসাধ্যকৰ্ম্মণ্যপাৎ ন জ্ঞানঃ
কৰ্ম্মণোহঙ্গমিতি স্থিতিঃ।

প্রত্যক্ষীকৃতবিদ্যাফল পূৰ্ণধিগণ কামনাশ্রুত বা ইচ্ছাসাধ্য কৰ্ম্ম করেন নাই।

রূঢ়মেব চ বিদ্যাফলং ন ক্রিয়াফলবৎ কালান্তরভাবীত্যসক-
দাবেদিতম্। অতোহপি ন বিদ্যায়াঃ কৰ্মশেষত্বং, নাপি তদ্বি-
ষয়ায়াঃ ফলশ্রুতেরযথার্থত্বং শক্যমাশ্রয়িতুম্ ॥ ৩। ৪। ১৫ ॥

উপমর্দঞ্চ ॥ ৩। ৪। ১৬ ॥ *

অপি চ, কৰ্ম্মাধিকারহেতোঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য সম-
স্তস্য প্রপঞ্চস্থাবিত্যাকৃতস্য বিদ্যাসামর্থ্যাৎ স্বরূপোপমর্দমাম-
নন্তি “যত্র ত্বস্য সৰ্ব্বমাত্মৈবাবুৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ
কেন কং জিহ্বেৎ” ইত্যাদিনা। বেদান্তোদিতাত্মজ্ঞানপূৰ্ব্ব-
কাস্তু কৰ্ম্মাধিকারসিদ্ধিং প্রত্যাশাসানস্য কৰ্ম্মাধিকারোচ্ছিত্তি-
রেব প্রশংস্যেত। তস্মাদপি স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ ॥ ৩। ৪। ১৬ ॥

উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥ ৩। ৪। ১৭ ॥ †

উর্দ্ধরেতঃসু চাপ্রমেসু বিদ্যা শ্রয়তে। ন চ তত্র কৰ্ম্মাঙ্গত্বং

অধিকোপদেশাদিত্যেনেনাস্থান এব শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনহাদয় উক্তাঃ। ইহ
তু সমস্তক্রিয়াকারককলবিভাগোপমর্দক্ষেতি ॥ ৩। ৪। ১৬ ॥

স্ববোধম্ ॥ ৩। ৪। ১৭ ॥

পরেই জ্ঞানফল অনুভূত হয়, এ তথ্য আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি ও প্রতিপাদন
করিয়াছি। সে জ্ঞত ও জ্ঞান কৰ্ম্মের সহচর বা অঙ্গ নহে এবং তৎসবন্ধীয়
ফলবাক্যও অর্থবাদ নহে ॥ ৩। ৪। ১৫ ॥

অন্ত হেতুও আছে। সে হেতু এই। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যাহা
যাহা কৰ্ম্মাধিকারের কারণ—অর্থাৎ ক্রিয়া ও কারক (কর্তা কৰ্ম্ম সম্প্র-
দান প্রভৃতি), সে সমুদায়ই মিথ্যাশ্রপঞ্চ বা অবিদ্যাবিজৃম্বিত। সেই
জ্ঞতই সে সকল বিদ্যার উদয়ে উপমর্দিত বা বিলীন হইয়া যায়। যথা—
“যে সময়ে জ্ঞানীর এ সমস্তই আত্মভূত হয়, সে সময়ে বা তখন কে কি দিয়া
কি দেথিবে?” ইত্যাদি। যাহারা বেদান্তোক্ত জ্ঞানের উদয়ের পরে
কৰ্ম্মাধিকারের আশা করেন, তাহাদের আশা দুরাশাই। বৈদান্তিক আত্মজ্ঞান
উদিত হইলে কৰ্ম্মাধিকার হওয়া দূরে থাকুক, তদ্বারা তাহার মূলোচ্ছেদই
হইয়া থাকে। অতএব, বিদ্যার (জ্ঞানের) স্বাতন্ত্র্যই সিদ্ধান্ত, সাহিত্যপক
সিদ্ধান্ত নহে ॥ ৩। ৪। ১৬ ॥

উর্দ্ধরেতঃ আপ্রমে (সন্ন্যাসনামক চতুর্থাপ্রমে) বিদ্যার শ্রবণ আছে।

* অশেষক্রিয়াবিভাগোপমর্দকত্বং জ্ঞানস্যোতি নাস্তবিজ্ঞানং কৰ্ম্মাঙ্গমিতি।

ঔপনিষৎ আত্মবিজ্ঞান কৰ্ম্মাঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার উদয়ে কৰ্ম্মের উপমর্দন (বিনাশ)
দেখা যায়।

† উর্দ্ধরেতঃসু চতুর্থাপ্রমেসু। শব্দে বৈদিকেসু শব্দে।

বিদ্যা উপপত্ততে, কৰ্ম্মাভাবাৎ । ন হুয়িহোত্রাদীনী বৈদিকানি কৰ্ম্মাণি তেষাং সন্তি । স্মাদেতৎ, উৰ্দ্ধরেতস আশ্রমা ন শ্রায়ন্তে বেদ ইতি, তদপি নাস্তি, তেহপি হি বৈদিকেষু শব্দেষ্ববগম্যন্তে । “ত্রয়ো ধৰ্ম্মস্কন্ধাঃ । যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা-তপ ইতু্যপাসতে” “তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে” “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” “ব্রহ্মচর্যাং দেব প্রব্রজেৎ” ইত্যেবমাদিষু । প্রতিপন্নাপ্রতিপন্নগার্হস্থ্যানামপাকৃতানপা-

[বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যে হেতুস্তরমাহ—উৰ্দ্ধরেতঃস্বিতি । বিদ্যাকৰ্ম্মণী নান্দ্রাক্ষিত্বতে, মিথো ব্যতিরেকিত্বাদুতুগমন-নৈষ্টিকব্রতবদিতি মত্বা বোজয়তি—উৰ্দ্ধেত্যাদিনা । তথাপি কথং কৰ্ম্মাঙ্গং বিদ্যায়া ব্যাসেধ্যতে, তত্রাহ ন চেতি । তেষামপি স্নানাদিকৰ্ম্মাঙ্গীভ্যাশক্যাহ নহীতি । বাধিতামুভূত্যা তৎসম্ভাবেষ্বপি বৈদিকায়িহোত্রাদ্যভাবাৎ ন ক্রব্জতা জ্ঞানস্ত্রোত্যর্থঃ । শব্দে হীতি সূত্রাবয়বব্যাপৃত্য-মাশঙ্ক্যমাহ স্মাদিতি । সূত্রাবয়বেনোত্তরমাহ তদপীতি । কৰ্ম্মানধিকৃতান্ধাদি-বিষয়ং পারিত্রাজ্যমিত্যাশক্যাহ প্রতিপন্নৈতি । ঋণাপাকরণে শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং গৃহস্থশ্রৈবাপাকৃতগ্নয়শ্রৈবোৰ্দ্ধরেতঃশক্তিমৈথুনাসমাচারোপলক্ষিতং পারিত্রাজ্যমিত্যাশক্যাহ—অপাকৃতৈতি । সাক্ষাদ্বিশ্রুতিবিরোধেহর্থবাদশ্রুতি-স্মৃত্যোর্কাধ্যতেত্যভিপ্রেত্যোক্তম্ শ্রুতীতি । শ্রুতিব্রহ্মচর্যাং দেব প্রব্রজেদি-ত্যাত্মা দর্শিতা, স্মৃতিস্ত “যশাশ্রমবিকল্পমেকে ক্রবতে যমিচ্ছৎ তমাবসেৎ” ইত্যাত্মোদাহার্যা । উৰ্দ্ধরেতঃস্বাশ্রমেষু বিদ্যায়াঃ সিন্দৌ কলিতমাহ তস্মা-

সে আশ্রমে কিরূপে বিদ্যার কৰ্ম্মাঙ্গতা স্থির রাখিবে? সে আশ্রমে ত কৰ্ম্ম নাই? সে আশ্রমে, কি অগ্নিহোত্র কি অন্ত কৰ্ম্ম কোন কৰ্ম্মই নাই । [স্মাদেতৎ...াদিষু] কৈ? বেদে ত উৰ্দ্ধরেতঃ আশ্রমের শ্রবণ নাই? (উৰ্দ্ধরেতনামক আশ্রমই নাই; সূত্রায়ং সে আশ্রমের উল্লেখ জ্ঞানের কৰ্ম্মাঙ্গতার ব্যভিচার প্রদর্শন অসিদ্ধ বা অযৌক্তিক) এ কথাও বলিতে পারে না । কারণ, উৰ্দ্ধরেতঃ আশ্রমও বৈদিক শব্দে পাওয়া যায় বা দেখা যায় । যথা—“ধৰ্ম্মস্কন্ধ তিন্—দান, অধ্যয়ন ও তপঃ ।” “যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক তপঃ উপাসনা করে ।” “যাহারা অরণ্যে তপঃশ্রদ্ধার উপাসনা করে ।” “পরিব্রাজকগণ এই লোক ইচ্ছা করিয়াই প্রব্রজ্য করেন ।” “ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইলেই পরিব্রাজক হইবেক অর্থাৎ প্রব্রজ্যাশ্রম লইবেক ।” ইত্যাদি । [শ্রুতি...ইতি] গার্হস্থ্যপ্রাপ্ত হউক বা গার্হস্থ্যপ্রাপ্ত না হউক, ঋণত্বয় অপাকৃত হউক বা অনপাকৃতই

উৰ্দ্ধরেতঃ আশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে বিদ্যাশ্রুতি দেণা যায় । যে আশ্রমে কৰ্ম্ম নাই, প্রভূত কৰ্ম্মের ত্যাগই, আছে, সেই আশ্রমেই জ্ঞানের বিধান । ইহাতেও বুঝা যায়, কৰ্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয়-সম্বন্ধ নাই । কৰ্ম্মত্যাগের আশ্রয়ীভূত চতুর্থাশ্রম (সন্ন্যাস) বেদশব্দবোধিত । (ভাব্য দেখ) ।

কৃতর্গানাঞ্চোদ্ধারিতঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্, তস্মাদপি স্বাতন্ত্র্যং
বিদ্যায়া ইতি ॥ ৩।৪।১৭ ॥

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি

॥ ৩।৪।১৮ ॥ *

“ত্রয়ো ধর্মস্বক্কাঃ” ইত্যাদয়ো যে শব্দা উদ্ধারিতসামাশ্র-
মাণাঃ সদ্ভাবায়োদাহৃত্যঃ, ন তে তৎপ্রতিপাদনায় প্রভবন্তি।
যতঃ পরামর্শমেযু শব্দেষাশ্রমান্তরাণাং জৈমিনিরাচার্যো
মন্ত্যতে, ন বিধিম্। কুতঃ। ন হত্র লিঙাদীনামন্ত্যতমশ্চোদনা-
শব্দোহস্তু। অর্থান্তরপরত্বক্কেতেমাং প্রত্যেকমুপলভ্যতে।
“ত্রয়ো ধর্মস্বক্কাঃ” ইত্যত্র তাবদ্ “যজ্ঞোহধ্যয়নং দানম্ ইতি
দিত। তস্তাঃ স্বাতন্ত্র্যে কেবল্যাঃ সিদ্ধা মুক্তিঃ কলিতেতি বক্তুমীতিত্বুক্তম্।
ইত্যানন্দগিরিঃ। ৩।৪।১৭ ॥]

সিদ্ধ উদ্ধেবেতসামাশ্রমিবে তদ্বিধানামকর্ম্মাক্রতয়াপবর্গতা স্ত্রাং। আশ্রমিবেন
[আশ্রমিভ্য মেব] ইদমাত্মার্থপরামর্শমাত্রায়া সিধ্যতি, বিধ্যভাবাৎ। স্মৃত্যচারপ্রসি-
হউক, উদ্ধারিতস্য অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব,
তদনুসারেও বিচার স্বাতন্ত্র্যাসিদ্ধি হয় ॥ ৩।৪।১৭ ॥

উদ্ধারিতঃ আশ্রম আছে, তাহা শাস্ত্রীয়, এতৎপ্রতিপাদনার্থ যে সকল
শব্দ “ধর্ম্মস্বক্কা তিন্” ইত্যাদি প্রকারে প্রদর্শিত হইল, সে সকল সে আশ্রমের
প্রতিপাদক নহে, অর্থাৎ তদ্বারা চতুর্থাশ্রমসদ্ভাব প্রতিপাদিত হয় না। কারণ,
জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, ঐ সকল শব্দে বিধি-বিভক্তি নাই।
বিধিবিভক্তি না থাকায় ঐ সকলের মাত্র পরামর্শতা অর্থাৎ মাত্র উল্লেখভাব
প্রতীত হয়, চতুর্থাশ্রম প্রতিপাদিত হয় না। ফলিতার্থ—চতুর্থাশ্রম অসিদ্ধ।
লিঙ অথবা অন্ত কোনও বিধায়ক শব্দ ঐ স্থলে দৃষ্ট হয় না এবং ঐ সকলের
প্রত্যেকের অন্ত অর্থে তাৎপর্য থাকেও প্রতীত হয়। [ত্রয়ো...ইতি] “ধর্ম্মস্বক্কা

* পরামর্শঃ অনুবাদঃ। বিধায়কঃ শব্দাশ্চোদনা। তে চ লিঙাদয়স্তদভাবোহচোদনা।
অপনাদো নিশ্চা। জৈমিনিরাচার্য্যাস্তেভু তেভু বাক্যেযু পরামর্শমনুবাদমাত্রমাত্রস্য মন্ত্যতে, ন
বিধিম্। যতঃ অচোদনা বিধায়কশব্দভাবস্তত্রৈতি শেবঃ। ন কেবলমচোদনা, অপি চাপবদতি
নিশ্চতি প্রত্যেকা শ্রুতিরাত্রমাত্রম্। উদাহতেভু বাক্যেযু লিঙাদ্যভাবাৎ পারিতোজ্যস্ত বিধেয়তা
(অনুষ্ঠেয়তা) নাতীত্যর্থঃ। তৎপরামর্শস্ত ব্রহ্মসংহতাস্ত্যর্থঃ, ন তু তদ্বিধানার্থমিতি জৈমিনেন্দ্রতম্।

উদ্ধারিতঃ শব্দিত চতুর্থাশ্রম-(সন্ন্যাসাশ্রম) প্রতিপাদক যে সকল প্রমাণ (শাস্ত্র) আহরণ
করিলে, দেখাইলে, সে সকল তাহা (চতুর্থাশ্রম সদ্ভাব) সমর্থন করিতে শক্তি নহে। কারণ,
জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, শাস্ত্রে পার্থক্য ব্যতীত আশ্রমান্তরের বিধান নাই। ধর্ম্মস্বক্কা ইত্যাদি

প্রথমঃ । তপ এব দ্বিতীয়ঃ । ব্রহ্মচার্য্যচার্য্যকুলবানী তৃতীয়ো-
হত্যস্তমাত্মানমার্চ্য্যকুলেহবসাদয়ন্, সৰ্ব্ব এতে পুণ্যলোকা
ভবন্তি” ইতি পরামর্শপূর্ব্বকমাশ্রমাগমনাত্যস্তিকফলত্বং
সঙ্কীৰ্ত্ত্য, আত্যস্তিকফলতয়া ব্রহ্মসংস্থতা স্তুয়তে “ব্রহ্ম-
সংস্থোহমৃতত্বমেতি” ইতি । ননু পরামর্শেহপ্যাশ্রমা গম্যন্ত-
এব । সত্যং গম্যন্তে, স্মৃত্যাচারাত্যাস্ত তেষাং প্রসিদ্ধির্ন

ক্লিষ্ট তেষাং প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধপ্রামাণ্যম্ । নিব্ধতি হি প্রত্যক্ষা শ্রুতি-
রাশ্রমাস্তরং ‘বীরহা বা এষ দেবানাম্’ ইত্যাদিকা । প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধে চ
স্মৃত্যাচারায়োরপ্রামাণ্যমুক্তং ‘বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্তাদসতি হুমানম্’ ইতি । তদে-
তৎ সৰ্ব্বমাহ ‘ত্রয়ো ধর্ম্মস্বক্কাঃ’ ইত্যাদিনা ‘অনধিকৃতবিষয়া বা’ ইত্যন্তেন । অঙ্ক-
পঙ্গাদয়ো হি যেষ নৈমিত্তিককর্মানধিকৃতাস্তান্ প্রত্যাশ্রমাস্তরবিধিরিতি ।

তিন্, তন্মধ্যে প্রথম স্কন্ধ যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান । (এই বাক্যে গার্হস্থ্যের পরামর্শ
অর্থাৎ উল্লেখ বা অনুসন্ধান করা হইয়াছে) । দ্বিতীয় স্কন্ধ তপশ্চরণ । (এই
বাক্যে বানপ্রস্থ্যশ্রম পরামৃষ্ট হইয়াছে) । তৃতীয় স্কন্ধ ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্যকূলে
বাস, গুরুকূলে বাস দ্বারা অপনাকে (দেহকে) অতিশয়িতরূপে অবসন্ন করা ।
(ইহাই ব্রহ্মচর্য্যশ্রমের স্মারক) । বাহারা তাহা করে, তাহারা সকলেই
পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয় ।” এই শ্রুতি আশ্রমত্রয়ের পরামর্শ (অনুবাদ বা
অনুসন্ধান) করতঃ সে সকল আশ্রমের ফলের অনিতাতা ব্যক্ত করিয়া
অবশেষে ব্রহ্মনিষ্ঠতার (ব্রহ্মজ্ঞানের) স্তুতি বা প্রশংসা করিয়াছেন ।
যথা—“ব্রহ্মনিষ্ঠ অমৃতত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত হয় ।” এখানে দেখ, স্পষ্টতঃ
আশ্রমবিধায়ক শব্দ নাই, অর্থাৎ গার্হস্থ্য ব্যতীত অত্রাশ্রমের গ্রহণ
করিলেক, এমন কোন বিধান এতদ্বাক্যে লক্ষ হইতেছে না । [নহু...বা]
যদি বল, আশ্রমবোধক শব্দের পরামর্শ অর্থাৎ উল্লেখ আছে, ঐ উল্লেখের
বলেই আশ্রমাস্তরের বিধান লক্ষ হইবেক ; পূর্ব্বোক্ত উল্লেখ ও অনুবাদ অর্থাৎ
পরামর্শনামে প্রসিদ্ধ এবং অনুবাদ পূর্ব্ববাদসাপেক্ষ ; সুতরাং অনুবাদ
বা পরামর্শ দেখিলেই প্রতীত হয়, পূর্ব্ব অত্র তাহার প্রসিদ্ধি বা বিধান আছে ।
(অতএব, পরামর্শও বিধানসিদ্ধির অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য) । তাহা সত্য
বটে ; কিন্তু সে প্রসিদ্ধি স্মৃতি ও আচার হইতে সম্প্রসৃত । কিন্তু সাক্ষ্যৎ কোন
প্রত্যক্ষা শ্রুতিকে ঐ সকল আশ্রমের বিধান করিতে দেখা যায় না । যেহেতু
আশ্রমাস্তর শ্রুতিবিহিত নহে ; সেই হেতু কেবলমাত্র স্মৃত্যাচারপ্রসিদ্ধ
আশ্রমাস্তর শ্রুতিবিরুদ্ধ, সেই হেতু সে সকল অনাদরণীয় । কিংবা যাহারা

বাক্যে লিঙ্ প্রভৃতি বিধায়ক শব্দ নাই । অপিচ, আশ্রমবাচক শব্দও নাই ; অধিকন্তু আশ্রমাস্ত-
রের অপবাদ অর্থাৎ নিন্দা আছে । ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে চতুর্থাশ্রম অবৈধ (বিধিবোধিত
নহে, হুতরাং অনুষ্ঠেয়ও নহে) ।

প্রত্যক্ষায়াঃ শ্রুতেঃ । অতশ্চ প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধে সত্য-
নাদরগীয়াস্তে ভবিষ্যন্ত্যনধিকৃতবিষয়া বা ।

ননু গার্হস্থ্যমপি সর্হৈবোদ্ধিরেতোভিঃ পরামৃষ্টং “যজ্ঞো-
হধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ” ইতি । সত্যমেবম্, তথাপি তু গৃহস্থং
প্রত্যেকাগ্নিহোত্রাদীনাং কৰ্ম্মণাং বিধানাং শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব
তদস্তিত্বম্ । তস্মাৎ স্তুত্বার্থ এবায়ং পরামর্শো ন চোদনার্থঃ ।
অপি চ, অপবদতি হি প্রত্যক্ষা শ্রুতিরাত্মশ্রমাস্তরং “বীরহা বা এষ
দেবানাং যোহগ্নিমুদ্বাসয়তে ।” “আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহত্য
প্রজাতস্ত্বং মা ব্যবচ্ছেৎসীর্নাপুত্রস্ত লোকোহস্তীতি ।” “তৎ

অপি চাপবদতি হি । ন কেবলমন্ত্রপরতয়া পরামর্শশ্রমাস্তরং ন লভ্যতে,
অপি স্বাশ্রমাস্তরনিন্দাধারেণাপবাদাদপীত্যর্থঃ ।

গ্রাদেতৎ । ভবত্বেব পরামর্শেহত্যর্থঃ । যে চেমেহরণ্য ইত্যাদিভ্যশ্রমাস্তরং
সেৎশ্রুতীত্যত আহ—“যে চেমেহরণ্যে” ইতি । অস্ত্যপি দেবপথোপদেশপরদ্বাং
নৈতৎপরত্বমিত্যর্থঃ ।

গার্হস্থ্যশ্রমের অনধিকারী—অমুপযুক্ত, তাহাদেরই জন্য অন্যান্য আশ্রম বিহিত,
(অঙ্গ ও পশু শ্রুতি—যাহারা কৰ্ম্ম করিতে অশক্ত—তাহারাই কৰ্ম্মত্যাগরূপ
সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী) ।

[ননু...চোদনার্থঃ] বলিতে পার যে, যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান, এই কথায়
গার্হস্থ্যও পরামৃষ্ট (অভিহিত) হইয়াছে এবং তাহা উদ্ধিরেতঃ—আশ্রম বাক্যেব
একাংশ, স্তুত্বাৎ উদ্ধিরেতঃ আশ্রম অপ্রামাণিক হইলে গার্হস্থ্যও অপ্রামাণিক
হইবে । ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত বাক্যে গার্হস্থ্যের
পরামর্শ (অমুবাদ) হইয়াছে সত্য ; পরন্তু গৃহস্থকর্তব্য অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মের
বিধান শ্রুতিপ্রসিদ্ধ । অর্থাৎ সে আশ্রম সাক্ষাৎ শ্রুতির (শব্দের) দ্বারা বিহিত ।
যেহেতু তাহা শ্রুতিবিহিত, সেই হেতু উদাহৃত বাক্যে তাহার পরামর্শ অর্থাৎ
অমুবাদ । এই অমুবাদ বা পরামর্শ বিধানার্থ নহে ; কিন্তু স্তুত্বার্থ (প্রশংসার্থ) ।
[অপিচ...বিধিঃ] আরও দেখ, শ্রুতি সাক্ষাৎ নিন্দার্বাচী শব্দে অস্ত্যন্য
আশ্রমের অপবাদ অর্থাৎ নিন্দা করিয়াছেন । যথা—“যে অগ্নি পরিত্যাগ
করে, সেই দেবতাদের বীর্যহস্তা হয়, অথবা সেই ব্যক্তিই দেবগণের মধ্যে
অবস্থান করতঃ বীর্যহস্তা হয় ।” “বেদদাত্তা গুরুকে তাঁহার অভিলষিত ধন
(গুরুদক্ষিণা) প্রদান করতঃ পরে সন্তান-পরম্পরার বিচ্ছেদ করিও না ।
অপুত্রের দ্বোক (স্বর্গাদি) নাই ।” “তাহাদিগের সকলকেই পশুতুল্য জানিবে ।”
ইত্যাদি । “যাহারা অরণ্যবাসী হইয়া শ্রদ্ধা ও তপঃসহকারে উপাসনা করে”
ইত্যাদি বাক্যেও আশ্রমাস্তরের উপদেশ হয় নাই । ঐ সকল বাক্যে
দেবান পথের উপদেশ হইয়াছে মাত্র ।

সর্ব্বৈ পশবো বিছুঃ” ইত্যেবমাগা। তথা “যে চেমেহরণ্যে
শ্রদ্ধাতপ ইতু্যাপাসতে। তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে”
ইতি চ দেবযানোপদেশো নাশ্রমাস্তুরোপদেশঃ।

সন্দিগ্ধশ্রমাস্তুরাভিধানঃ “তপ এব দ্বিতীয়ঃ” ইত্যেবমা-
দিষু। তথা “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি”
ইতি লোকসংস্তুবোহয়ং* ন পারিত্রাজ্যবিধিঃ। নমু “ব্রহ্মচর্য্যা-
দেব প্রব্রজেৎ” ইতি বিম্পর্কমিদং প্রত্যক্ষং পারিত্রাজ্যবিধানং
জাবালানাম্। সত্যমেবমেতৎ, অপেক্ষ্য ত্বেতাং শ্রুতিময়ং বিচার
ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩। ৪। ১৮ ॥

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥৩৪।১৯॥*

অনুষ্ঠেয়মাশ্রমাস্তুরং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে, বেদেষু

ন চাত্তপরাদপি স্মৃতভ্রামাশ্রমাস্তুরপ্রত্যয় ইত্যাহ—“সন্দিগ্ধঃ” ইতি। ন হি
তপ এব দ্বিতীয় ইত্যত্রাশ্রমাস্তুরাভিধায়ী কশিচদন্তি শব্দ ইতি। নষেতমেব
প্রব্রাজিন ইতি বচনাদাশ্রমাস্তুরং সংস্তুতীত্যত আহ—“তথা এতমেব” ইতি।
“এতদপি লোকসংস্তুবনপরম্” ইতি। অধিকরণারম্ভমাক্ষিপ্য নাস্তি প্রত্যক্ষ-
বচনমিতি কৃত্বা চিস্তেয়মিতি সমাধত্তে—“নমু ব্রহ্মচর্য্যাদেব” ইতি ॥ ৩। ৪। ১৮ ॥

ভবত্ত্বার্থঃ পরামর্শস্তথাপ্যেতস্মাদাশ্রমাস্তুরাণি প্রতীয়মানানি চ নাপা-

“তপস্শ্রুতাই দ্বিতীয়” ইত্যাদি বাক্যে আশ্রমাস্তুরের কখন হইয়াছে কি-না,
সন্দেহ। (কারণ, ঐ সকল স্থলে আশ্রমবাচক শব্দ নাই।) “পারিত্রাজ্যকগণ
এই লোক (আত্মলোক, মোক্ষ) ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা করেন।” এই স্থলে
সন্ন্যাসাশ্রমের পর্যায়ে (নামাস্তুরে) প্রব্রজ্যা-শব্দ আছে সত্য ; পরন্তু তাহাতে
বিধায়ক শব্দ (লিঙ্ বিভক্তি প্রভৃতি) না থাকায় তাহার দ্বারা পারিত্রাজ্যের
(চতুর্থাশ্রমের) বিধান সিদ্ধ হয় নাই। উহা বিধেয় বা অনুষ্ঠেয়রূপ নহে।
কেবল লোকস্বতির জন্যই উহার উল্লেখ। [নমু দ্রষ্টব্যম্] যদি বল, ব্রহ্মচর্য্য
হইতে প্রব্রজ্যা করিবেক, এই ত জাবালদিগের বিধান আছে? “প্রব্রজেৎ—
প্রব্রজ্যা করিবেক” এই ত সন্ন্যাসবিধায়ক প্রত্যক্ষা শ্রুতি আছে? ইহার প্রত্যুত্তর
—ঐ শ্রুতি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই এতৎ বিচার উপস্থাপিত করা
হইয়াছে ॥ ৩। ৪। ১৮ ॥

অন্তান্ত আশ্রমও গার্হস্থ্যের জায় অনুষ্ঠেয় (বিধেয় বা বিধানলক), ইহা

* আশ্রমাস্তুরমিতি যোক্ত্যম্। সাম্যঃ সমানত্বং পরামর্শত, তস্মাৎ। সিদ্ধান্তসূত্রেমেতৎ।
বাদরায়ণ মূনির নত এই যে, অন্ত আশ্রমও গার্হস্থ্যবৎ অনুষ্ঠেয়। কারণ এই যে, আশ্রম
সমূহের পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ সমান। উদাহৃত বাক্যে গার্হস্থ্যের অনুবাদ যজ্ঞপ, আশ্রমা-
স্তুরের অনুবাদও তজ্ঞপ, ইত্যত্রঃ পরামর্শসাম্য বলে অন্ত আশ্রমও গার্হস্থ্যের জায় অনুষ্ঠেয়
বা বিধেয়। (ভাব্যানুবাদ দেখ)।

শ্রবণাং, মিহোত্রাদীনাঞ্চাবশ্যানুষ্ঠেয়তাং তদ্বিরোধাদনধিকৃতানুষ্ঠেয়মা-
শ্রমাস্তরমিতি হীমাং মতিং নিরাকরোতি গার্হস্থ্যবদেবাশ্রমাস্তর-
মপ্যনিচ্ছত। প্রতিপত্তব্যমিতি মন্ত্যমানঃ। কৃতঃ। সাম্যশ্রুতেঃ।
সমানা হি গার্হস্থ্যনাশ্রমাস্তরস্য পরামর্শশ্রুতিদৃশ্যতে “ত্রয়ো
ধর্মস্বক্কাঃ” ইত্যাদি। যথেষ্ট শ্রুত্যস্তরবিহিতমেব গার্হস্থ্যং
পরামৃষ্টম্, এবমাশ্রমাস্তরমপীতি প্রতিপত্তব্যম্। যথা চ
শাস্ত্রাস্তরপ্রাপ্তয়োরেব নিবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃ পরামর্শ উপবীত-
বিধিপরে বাক্যে। তস্মাৎ তুল্যমনুষ্ঠেয়ত্বং গার্হস্থ্যনাশ্রমাস্তরস্য।

করণমহঁস্তি। এবং তত্ত্বপাক্রিয়েরন্ যত্নস্মান প্রতীয়েরন্, প্রতীয়মাননি
বা শ্রুত্যা বাধেরন্। ন তাবন্ প্রতীয়েন্তে। তথাহি—ত্রয়ো ধর্মস্বক্কা ইতি
স্বক্কাত্রয়ং প্রতিজ্ঞাতম্। তত্র স্বক্কাশ্রমে যত্নাশ্রমপরো ন জ্ঞাদপি তু সমূহবচনঃ,
ততো ধর্ম্যাণাং যজ্ঞাদীনাং প্রাতিষিকোৎপত্তীনাং কিমপেক্ষ্য ত্রিযং সম্বাস্ত

বাদরায়ণের (ব্যাসের) মত। তৎপ্রতি হেতু—সাম্যশ্রবণ। বেদে সমান-
রূপে আশ্রমচতুষ্টয় শ্রুত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম অবশ্যানুষ্ঠেয়,
গৃহস্থ তাহার অধিকারী, অত্র আশ্রম তাহার বিপরীত বা বিরোধী (অন্য
আশ্রমে অবশ্যানুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদির আচরণ দেখা যায় না), সুতরাং অগ্নি-
হোত্রাদি কৰ্মে অসমর্থ অঙ্ক পশু প্রভৃতির জন্যই কৰ্মবর্জিত আশ্রমাস্তরের
বিধান; অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিই অগত্যা কৰ্মবর্জিত আশ্রমের অধিকারী;
এইরূপ মতি (বুদ্ধি) সূত্রকার ব্যাস এতৎসূত্রে নিরাকৃত করিতেছেন।
সূত্রকার ভাবিয়া দেখিয়াছেন, ইচ্ছা না থাকিলেও বাদীদিগকে গার্হস্থ্যের
ন্যায় অত্রাশ্রমের বিধান স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পরামর্শ ও শ্রুতি
দুই দিকেই সমান। [সমানা...বিদ্যায়া] ধর্মস্বক্কা তিন, এই শ্রুতিতে
গৃহাশ্রম ও অন্য আশ্রম সমানরূপে পরামৃষ্ট হইয়াছে। ধর্মস্বক্কাবাক্যে
শ্রুত্যস্তরবিহিত গার্হস্থ্যের যদ্রূপ পরামর্শ (অমুবাদ), শাস্ত্রাস্তরবিহিত
অন্য আশ্রমেরও তদ্রূপ পরামর্শ (অমুবাদ) আছে, ইহা জানিবে। এক
স্থানে বিহিত বিষয় যে, অন্য স্থানে পরামৃষ্ট (অনুদিত) হয়, তাহার
উদাহরণ (দৃষ্টান্ত) আছে। যেমন উপবীতবাক্যে শাস্ত্রাস্তরপ্রাপ্ত নিবীত ও
প্রাচীনাবীত * পরামৃষ্ট (অনুদিত) হয় বা হইয়াছে, সেইরূপ উদাহৃত

* উত্তরীয় বস্ত্র মালাবৎ কণ্ঠলব্ধিত করতঃ ধারণ করিলে অথবা তদ্বারা দেহাঙ্কুরবন্ধন করিলে
নিবীত নাম প্রাপ্ত হয়। বামস্বক্কা হইতে দক্ষিণভাগে উত্তরীয় স্থাপন করিলে তাহা উপবীত এবং
দক্ষিণ স্বক্কারক করতঃ বামভাগাবলম্বী করিলে তাহা প্রাচীনাবীত নাম প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য
কাধ্যে নিবীত, পিতৃকাধ্যে প্রাচীনাবীত, তত্ত্বির কাধ্যে উপবীত। পূর্ববীমাংসার “নিবীতং
মনুষ্যাপাং” ইত্যাদি বাক্যের উদ্দেশ্য বিচারিত হইয়াছে এবং তাহাতে হির হইয়াছে যে, উপবীত
বিধানার্থই নিবীত ও প্রাচীনাবীত পরামৃষ্ট (অনুদিত) হইয়াছে।

তথা “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” ইত্যন্ত বেদানুবচনাদিভিঃ সমভিব্যাহারঃ। “যে চেমেহরণ্যে” ইত্যা-
পাসতে ইত্যন্ত চ পঞ্চাশিবিদ্যা।

যত্বে “তপ এব দ্বিতীয়ঃ” ইত্যাদিশ্রমাশ্রমাস্তরাভিধানং
সন্দিগ্ধমিতি। নৈষ দোষঃ, নিশ্চয়কারণসম্ভাবাৎ। “ত্রয়ো
ধর্মস্কন্ধাঃ” ইতি হি স্কন্ধত্রিভং প্রতিজ্ঞাতং, ন চ যজ্ঞাদয়ো
ভূয়াংসো ধর্ম্যা উৎপত্তিভিন্নাঃ সন্তোহন্যত্রোশ্রমসম্বন্ধাৎ ত্রিষে-
হন্তর্ভাবয়িতুং শক্যন্তে। তত্র যজ্ঞাদিলিপ্তো গৃহাশ্রম একো
ধর্মস্কন্ধো নির্দিষ্টঃ। ব্রহ্মচারীতি চ স্পষ্ট আশ্রমনির্দেশঃ। তপ

ব্যবস্থাপোত। এইকশ্রমোপসংগৃহীতশ্রমাণাং ত্রিষাঙ্কক্যান্নিহে ব্যবস্থা-
পয়িতুমিত্যাশ্রমত্রিষপ্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ। তত্র যজ্ঞাদিলিপ্তো গৃহাশ্রম একো ধর্ম-
স্কন্ধঃ, ব্রহ্মচারীতি দ্বিতীয়স্তপ ইতি চ। তপঃপ্রধানান্তু বানপ্রস্থশ্রমাগ্নাতো ব্রহ্ম-
সংস্থ ইতি চ পারিশেষ্যাৎ পরিব্রাজিতি বক্ষ্যতি। তস্মাদন্তপরাদপি পরামর্শ-
দাশ্রমাস্তরাণি প্রতীয়মানানি দেবতাধিকরণত্বায়েন ন শক্যন্তেহপাকর্ষম্।
ন চ প্রত্যক্ষপ্রতিবিরোধঃ, বীরহা বেত্যাদেঃ প্রতিপন্নগার্হস্থ্যং প্রমাদাদজ্ঞান-
দ্বায়িম্বাসমিতুং প্রবৃত্তং প্রতু্যপপত্তেঃ। এবঞ্চাবিরোধে সিদ্ধবৎ পরামর্শদা-
শ্রমাস্তরাণাং শাস্ত্রাস্তরসিদ্ধিং বা কল্পয়িষ্যামো যথোপবীতবিধিপরে বাক্যে

বাক্যেও আশ্রমাস্তরের পরামর্শ হইয়াছে এবং সে পরামর্শ সাধু বলিয়া গণ্য।
ফল কথা এই যে, অন্যান্য আশ্রমও গার্হস্থ্যের ন্যায় অন্তর্ভুক্ত। অপিচ,
“পরিব্রাজকগণ এই আত্মলোক লাভার্থ প্রব্রজ্য (সর্বকর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস)
করেন” এই বাক্য ও “ব্রাহ্মগণ দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, ইত্যাদির দ্বারা
ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা করেন” এই বেদান্তবচন-বাক্য একসঙ্গে পঠিত এবং
“বাহার অরণ্যে শ্রদ্ধাই তপঃস্থানীয়, এইরূপে উপাসনা করে” এই বাক্যও
পঞ্চাশিবিদ্যাবিধায়ক বাক্যের সাহিত্যে (এক সঙ্গে) অভিহিত ; (স্তত্রাৎ
তুল্যবিধান)।

[যত্বে...শ্রমাস্তরম্] বলিয়াছিল যে, “তপ এব দ্বিতীয়ঃ” এই বাক্যে
আশ্রমাস্তরের বিধান হইয়াছে কি-না সন্দেহ, বস্তুতঃ তাহা সন্দেহযুক্ত নহে।
যখন নিশ্চয়ক হেতু আছে, তখন তাহাতে সন্দেহ করা অযুক্ত। নিশ্চয়ক
হেতু থাকিলে-ঐরূপ উক্তি দোষ বহন করে না। বিবেচনা কর, “তিনটী ধর্মস্কন্ধ”
এই প্রথমোক্ত বাক্যে তিন্ সংখ্যা পরিগণিত বা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। শাস্ত্রে
যজ্ঞাদি বহু ধর্ম অভিহিত থাকায় আশ্রম-বিভাগ ব্যতীত সে সমুদায় তিনের
অন্তর্ভূত হইবার সম্ভাবনা নাই ; স্তত্রাৎ প্রতীত হইতেছে যে, যজ্ঞাদিচিহ্নিত
গৃহাশ্রম প্রথম স্কন্ধ, ব্রহ্মচর্যাশ্রম (ব্রহ্মচারী শব্দ বিম্পষ্ট আশ্রমবাচক) দ্বিতীয়

ইত্যপি কোহন্তপঃপ্রধানাদাশ্রমাদ্বর্নস্কন্ধোহভ্যুপগম্যেত। “যে চেমহরণে” ইতি চারণ্যলিঙ্গাং শ্রদ্ধাতপোভ্যামাশ্রমগৃহীতিঃ। তস্মাৎ পরামর্শেহপ্যনুষ্ঠেয়মাশ্রমান্তরম্ ॥ ৩।৪।১৯ ॥

বিধির্বা ধারণবৎ ॥ ৩।৪।২০ ॥*

বিধির্বায়মাশ্রমান্তরম্, ন পরামর্শমাত্রম্। নমু বিধিত্বা-
ভ্যুপগম একবাক্যতাপ্রতীতিরূপরূপে। প্রতীয়তে চাত্রে-

‘উপব্যয়তে দেবলক্ষ্যমেব তৎ কুরুতে’ ইত্যত্র ‘নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনা-
বীতং পিতৃণাম্’ ইতি শাস্ত্রান্তরসিদ্ধয়োনিবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃ পরামর্শ
ইতি ॥ ৩।৪।১৯।

যত্বেপি ব্রহ্মসংস্কারস্বত্বপরিপূর্ণতয়াহন্ত সন্দর্ভশ্রুতবাক্যতা গম্যতে। সম্ভবন্ত্যা-
কৈকবাক্যাতায়াং বাক্যভেদোহন্তায়াঃ, তথাপ্যাশ্রমান্তরাণাং পূর্বসিদ্ধেরভাবাৎ
পরামর্শাভ্যুপগমপত্রেপরামর্শে চ স্বত্বেরসম্ভবেন কিম্পরতয়া একবাক্যতাহন্ত,
ইতি তাৎ ভুক্ত। ধারণবৎধর্মপূর্বত্বাদিধিরেবাহন্ত। যথা—“অদন্তাৎ সমিধং
ধারণম্নত্বেবেতুপরি হি দেবেভ্যো ধারণতি” ইত্যত্র সত্যামপ্যধোধারণেনৈকবাক্য-

স্কন্ধ এবং তপো নামক অত্র একটা স্কন্ধ তাহার তৃতীয়। এই স্থানে জিজ্ঞাস্ত এই
যে, তপঃশব্দে তপস্তাপ্রধান আশ্রম ব্যতীত অত্র কিছু গ্রহণ করিতে পার না।
অত্র কোন ধর্মস্কন্ধ গ্রহণ করিবে? অবশ্যই অরণ্য-শব্দের সামর্থ্যে ও শ্রদ্ধাতপঃ-
শব্দের দ্বারা অতিরিক্ত এক আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহাই হয়,
তবে তাহা চতুর্থাশ্রম ব্যতীত অত্র কিছুই নহে। অতএব, পরামর্শ অর্থাৎ
অনুবাদ-বাক্য হইলেও তদ্বারা (ধর্মস্কন্ধশব্দটিত বাক্যের দ্বারা) গার্হস্থ্যের
তায় চতুর্থাশ্রমেরও বৈধতা অবধারিত হয়; সুতরাং উপসংহার—উত্তরাশ্রমও
গার্হস্থ্যের সহিত সমান অনুষ্ঠেয় (বিধেয় বা বিধিবোধিত) ॥ ৩।৪।১৯ ॥

অথবা ঐটাই বিধায়ক বাক্য। ঐ বাক্যই আশ্রমান্তরের কেবল উল্লেখমাত্র
হয় নাই, উহাতে বিধানও হইয়াছে। ঐ বাক্যকে বিধিবাক্য বলিয়া অস্বীকার
করিতে গেলে একবাক্যতা প্রতীতির বাধা জন্মে সত্য; (তিন ধর্মস্কন্ধের
ফল পুণ্যলোকপ্রাপ্তি, কিন্তু ব্রহ্মসংস্কার ফল মোক্ষ। এই যে, ব্রহ্মনিষ্ঠতার
প্রশংসা, এ প্রশংসার দ্বারা সমুদায় বাক্য একীকৃত হয়; হইয়া একই অর্থের
প্রতীতি জন্মায়; সুতরাং একাশ্রম্যই বিহিত বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়া যায় সত্য;)

* বেত্তাবধারণে। বিধিরেবাহং ন পরামর্শঃ। ধারণবদিতি দৃষ্টান্তঃ। একবাক্যতা-
জ্ঞানেহপি ভক্ত্যাগ্ণেনাপূর্ব্বার্বে বিধৌ দৃষ্টান্তঃ—ধারণবদিতি। ভাষ্যে চেতস্বিত্তমন্তি।

পরামর্শ পক্ষ স্বীকার করিলেও চতুর্থাশ্রমের অনুষ্ঠেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বিচার
চক্ষে দেখিতে গেলে ঐ বাক্যই তাহার বিধায়ক বলিয়া প্রতীত হইবে। পূর্ব্বমীমাংসার যেমন
উপরিধারণ বাক্য বিধি, সেইরূপ এখানেও ধর্মস্কন্ধ বাক্যে আশ্রমবিধি। দৃষ্টান্তের বিবরণ
ভাষ্য ব্যাখ্যায় পাইবেন।

কবাক্যতা—পুণ্যলোকফলাস্ত্রয়ো ধর্মসংস্থতা, ব্রহ্মসংস্থতা, ত্রুতত্ব-
ফলেতি। সত্যমেতৎ। সতীমপি ত্বেকবাক্যতাপ্রতীতিং পরি-
ত্যজ্য বিধিরেবাভ্যুপগন্তব্যঃ, অপূর্বত্বাদ্বিধ্যাস্তরশ্রাদর্শনাৎ,
বিস্পষ্টাচ্চাশ্রমাস্তরপ্রত্যয়াৎ গুণবাদকল্পনয়ৈকবাক্যত্বপ্রয়োজনা-
নুপপত্তেঃ। ধারণবৎ। যথা “অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্নুদ্রবেদু-
পরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি” ইত্যত্র সত্যামপ্যধোধারণেনৈক-
বাক্যতাপ্রতীতে বিধীয়ত এবোপরিধারণমপূর্বত্বাৎ। তথা

তাপ্রতীতে বিধীয়ত এবোপরিধারণমপূর্বত্বাৎ। যথোক্তম্ “বিদিস্ত ধারণে-
হপূর্বত্বাৎ” ইতি, তথেষাপ্যাশ্রমাস্তরপরামর্শশ্রুতির্বিধিরেবেতি কল্পাতে। সম্প্রতি
পরামর্শেহপীতরেমাশ্রমাণাং ব্রহ্মসংস্থতাসংস্বেসামর্থ্যাদেব বিধাতব্য। ন
পরন্তু সে একবাক্যতা ও ঐক্যজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া বিধিত্ব স্বীকার করাই সম্ভব।
কারণ এই যে, ঐ আশ্রমবিশেষে অপূর্ব অর্থাৎ পূর্বপ্রাপ্ত নহে। ফলিতার্থ
এই যে, তদ্বিধায়ক বিদ্যাস্তর দৃষ্ট হয় না, বিদ্যাস্তর দৃষ্ট না হওয়ায় উদাহৃত
বাক্যেই প্রোক্ত আশ্রমের বিধান অবশ্য স্বীকার্য। [বিস্পষ্টা...কল্পাতে]
যখন স্পষ্টতই আশ্রম প্রতীতি হইতেছে, তখন আর স্তুতিবাদ কল্পনা করিয়া
একবাক্য করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্বমীমাংসায় যেরূপে ধারণ-বাক্যের
বিধি স্বীকৃত হইয়াছে, এই উত্তরমীমাংসায়ও সেইরূপেই উদাহৃত বাক্যের
বিধি স্বীকৃত হইবে। একটা শ্রুতি আছে—“তাহার নীচে সমিধ স্থাপন
করিবেক। দেবতার উদ্দেশে উপরিধারণ করিবেক। এই বাক্যে “নীচে
সমিধ ধারণ” এই অংশে বিধিবিভক্তি ও উপবিধারণ অংশে পরামর্শ অর্থাৎ
অনুবাদ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; স্তুরাৎ প্রতীত হয়, প্রদর্শিত তদুভয় বাক্য এক
হইয়া একই অর্থকে অর্থাৎ অধোধারণরূপ অর্থকেই বলবৎ করিতেছে। বস্তুতঃ
তাহা নহে। একবাক্যতা প্রতীত হইলেও উপরিধারণের অপূর্বত্ব থাকায়
(অত্র বাক্যে বিহিত না হওয়ায়) ইহাই স্থিতির হয় যে, প্রোক্ত সন্দর্ভ বাক্য-
দ্বয়ে বিভক্ত। তাহার শেষ বাক্যে উপরিধারণের বিধান অর্থাৎ বিধিবিভক্তি
না থাকিলেও, “উপরি ধারয়তি—উপরে ধারণ করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগ
থাকিলেও, তাহা বিধি বলিয়া গণ্য। * এ কথা পূর্বমীমাংসায় শেষ-লক্ষণে

* মহাপিতৃবজ্র ও যুত ব্যক্তির অগ্নিহোত্র, এই দুই স্থলে ঐ বাক্য কথিত হইয়াছে। বাক্যের
অর্থ এই যে, যখন হোমীয় যুতাদি স্নক্ নামক হোমপাত্র লইয়া হোমকুণ্ডসমীপে নীত হইবে,
তখন পিতৃ হোম হইলে সেই হোমীয় যুতাদির নীচে সমিধ পাতিত করিবেক। ইহার নাম
অধোধারণ, এবং বিধায়ক লিঙ্গ বিভক্তি থাকায় এই অধোধারণ বাক্যই বিধিবাক্য। আর দৈব
(দেবতার উদ্দেশে) হোম হইলে তাহার উপরে সমিধ স্থাপন করে, এই বাক্যে যে, উপরে
সমিধ দিবার কথা আছে, তাহা উপরিধারণ। এই উপরিধারণ বিধিবিভক্তির দ্বারা অভিহিত
না হইলেও পূর্বপ্রাপ্ততা বিধায় বিধি বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ ধারয়তি শব্দের পরিবর্তে ধারণে

চোক্তং শেষলক্ষণে “বিধিস্ত্ব ধারণেহপূর্ব্বত্বাৎ” ইতি । তদ্বদিহা-
প্যাশ্রমপরামর্শপ্রতিবিধিরেবেতি কল্প্যতে ।

যদাপি পরামর্শ এবায়মাশ্রমাস্তরাণাং, তদাপি ব্রহ্মসংস্থতা
তাবৎ সংস্তবসামর্থ্যাদবশ্যবিধেয়াহু্যাপগন্তব্য । সা চ কিং
চতুষ্টীশ্রমেষু যস্য কশ্চিৎ ? আহোমিৎ পরিব্রাজকশ্চৈব ? ইতি
বিবেক্তব্যম্ । যদি চ ব্রহ্মচর্য্যাস্তেষাশ্রমেষু পরামুশ্রমানেষু
পরিব্রাজকোহপি পরামুশ্রিতঃ, ততশ্চতুধ্বীমপ্যাশ্রমাণাং পরামুশ্রিত্বা-
বিশেষাদনাশ্রমিত্বানুপপত্তেচ্চ যঃ কশ্চিচ্চতুষ্টীশ্রমেষু ব্রহ্মসংস্থো
ভবিষ্যতি । অথ ন পরামুশ্রিতঃ, ততঃ পরিশিষ্যমাণঃ পরিব্রাজেব
ব্রহ্মসংস্থ ইতি নেংস্তুতি ।

ধ্ববিধেয়ং সংস্তু যতে, তদর্থত্বাৎ সংস্তুবন্তেত্যাহ—“যদাপি” ইতি । অত্রাবাস্তুর-
বিচারমারভতে “সা চ কিং চতুষ্টী” ইতি ।

বিচারপ্রয়োজনমাহ—“যদি চ” ইতি ।” নম্ননাশ্রমোব ব্রহ্মসংস্থো ভবিষ্যতীত্যত

অথাৎ অঙ্গবিচার সূত্রে সূচ্যক্ত আছে । যথা—“পূর্ব্বপক্ষ বিদূরিত করিবে ।
করিয়া ইহাই অবধারণ করিবে যে, অপূর্ব্ব অর্থাৎ বাক্যাস্তর-প্রাপ্ত নহে বলিয়া
ধারণ-বাক্য বিধিবাক্য; অনুবাদ বাক্য নহে ।” পূর্ব্বমীমাংসার এই সূত্রে যেমন
ধারণের বিধিত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তেমনি, এই উত্তর মীমাংসাতেও আশ্রম-
প্রতির বিধিত্ব সিদ্ধান্তিত হইবে ।

[যথাপি...বৃক্তম্] ঐ বাক্য আশ্রমাস্তরের পরামর্শক হইলেও তদ্বারা
স্তুতির সামর্থ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠতার বিধান হইতে পারে । “যদ্বি স্তু যতে তৎ বিধীয়তে
—বাহার স্তুতি, তাহারই বিধান ।” এতদ্ব্যক্টে ব্রহ্মনিষ্ঠতাও বিধেয়, ইহা স্বীকৃত
হইলে, তখন বিবেচ্য হইবে যে, ব্রহ্মসংস্থা সকল আশ্রমের ? কিংবা কেবলই
পরিব্রাজকের ? যদি অত্র আশ্রমত্রয়ের সহিত পারিব্রাজ্যও পরামুশ্রিত হইয়া থাকে, তবে
অনাশ্রমিত্ব বাক্যের (“অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ” এই বাক্যের)
সার্থক্য থাকিবেক না । তাহাতে এইরূপ বিধান নিষ্পত্তি হইবে যে, আশ্রম
চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন আশ্রমী ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারিবে । আর যদি আশ্রম-
ত্রয়ের সঙ্গে পারিব্রাজ্যের পরামর্শ না হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহা যদি অপ্রাপ্ত থাকে,
তাহা হইলে এই বিধানই লক্ষ হইবে যে, পরিব্রাজক কেবলই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন ।
ফলতঃ, এই শেষ পক্ষই সঙ্গত । এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, তপঃশব্দটা বানপ্রস্থ

এইরূপ পদপ্রযুক্ত করা হয় । এ সকল কথা পূর্ব্বমীমাংসার আছে । অতএব, ব্রহ্মপ পূর্ব্ব-
মীমাংসার উপরি সমিধ ধারণের অপূর্ব্বতা দৃষ্টে পিত্রাহোন ও দৈবহোম, এই দুই বিষয়ে
অধোধারণ ও উপরিধারণ বিধেয় বলিয়া স্থির করা হয় । সে স্থলে যেমন বাক্যভেদ অর্থাৎ দুই
বাক্য স্বীকার করার দোষ হয় না, তজ্জপ, এখানেও দুই বাক্য দোষাবহ হইবেক না ।

তত্র তপঃশব্দেন বৈখানসগ্রাহিণা পরায়ুফঃ পরিত্রাড়পীতি
কেচিৎ । তদযুক্তম্ । ন হি সত্যং গতো বানপ্রস্থবিশেষণেন পরি-

আহ—“নাশ্রমিক” ইতি । তত্র পূৰ্ব্বপক্ষমাহ—“তত্র তপঃশব্দেন” ইতি । অয়মভি-
সন্ধিঃ । ন তাবদব্রক্ষসংস্থ ইতি পদং প্রত্যন্তমিতাবয়বার্থং পরিত্রাজকেহ্মকর্ণাদি-
পদবদ্রুম্ । তদাশ্রমপ্রাপ্তিমাত্রেনৈব অমৃতীভাব ইতি ন তদ্ব্যবায় ব্রক্ষজ্ঞানম-
পেক্ষতে । তথা চ নাত্তঃ পস্থা বিস্তৃত্যেহ্যন্যেতি বিরোধঃ । ন চ সম্ভবত্য-
বয়বার্থে সমুদায়শক্তিকল্পনা । তস্মাদব্রক্ষাণি সংস্থাহন্তেতি ব্রক্ষসংস্থঃ । এবং
চতুর্থাশ্রমেণু যষ্টৈব ব্রক্ষাণি নিষ্ঠত্বমাশ্রমিণঃ, স ব্রক্ষসংস্থোহমৃতত্বমেতীতি
যুক্তম্ । তত্র তাবদব্রক্ষচারিগৃহস্থৌ স্বশকাভিহিতৌ । তপঃপদেন চ তপঃ-
প্রধানতয়া তিস্কুবানপ্রস্থাবুপস্থাপিতৌ । তিস্কুরপি হি সমধিকশোচাষ্ট্রগ্রাসী
ভোজননিয়মান্তবতি বানপ্রস্থস্তপঃপ্রধানঃ । ন চ গৃহস্থাদেঃ কশ্মিণো ব্রক্ষনিষ্ঠা-
সম্ভবঃ । যদি তাবৎ কৰ্মযোগঃ কৰ্ম্মিতা, সা তিস্কোরপি কায়বান্ধনোভিরস্তি ।
অথ যে ন ব্রক্ষার্পণেন কৰ্ম্ম কুর্যন্তি, কিন্তু কামার্থিতয়া, তে
কৰ্ম্মিণঃ, তথা সতি গৃহস্থাদয়োহপি ব্রক্ষার্পণেন কৰ্ম্ম কুর্য্যাণা ন কৰ্ম্মিণঃ ।
তস্মাদব্রক্ষাণি তাৎপর্য্যং ব্রক্ষনিষ্ঠতা, ন তু কৰ্ম্মতাগঃ । প্রমাণবিরোধাত্ ।
তপসা চ স্বয়োরশ্রমস্বয়োরেকীকরণেন ত্রয় ইতি ত্রিহমুপপত্তে । এবং
ত্রয়োহপ্যাশ্রমা অব্রক্ষসংস্থঃ সম্ভবঃ পুণ্যলোকভাজো ভবন্তি, যঃ পুনরেতেষু
ব্রক্ষসংস্থঃ সোহমৃতত্বভাগিতি । ন চ যেযাং পুণ্যলোকভাগিত্বং তেষামেবা-
মৃতত্বমিতি বিরোধঃ । যথা দেবদত্তবজ্রদত্তৌ মন্দপ্রজ্ঞাবহুতাং, সম্প্রতি
তয়োৰ্বজ্রদত্তস্ত শাস্ত্রাভ্যাসাৎ পটুপ্রজ্ঞো বর্তত ইতি, তথেষাপি য এবাব্রক্ষ-
সংস্থঃ পুণ্যলোকভাজস্ত এব ব্রক্ষসংস্থা অমৃতত্বভাজ ইত্যবস্থানভেদাদবিরোধঃ ।
তথাচ ব্রক্ষসংস্থ ইতি যোগিকং পদং প্রকৃতবিষয়ং ভবিষ্যতি । যথাস্থেয়াদ্রীধ-
মুপতিষ্ঠত ইত্যত্র বিনিযুক্তাপি প্রকৃতৈবাস্থেয়ী গৃহ্যতে । ন চ বিনিযুক্তবিনি-
যোগবিরোধঃ । যদি স্থত্রাস্থেয়্যুপদিষ্টে, ততো যথা প্রতীতি তথোদ্দিষ্টেত ।
বিনিযুক্তা চ প্রতীতিৰ্ভবেদिति বিনিযুক্তবিনিযোগবিরোধঃ । ইহ তু আদ্রীধো-
পস্থানে সা বিধেয়ত্বেন বিনিযুক্ত্যে, ন তৃদ্ধিষ্টে । বিধেয়ত্বেন চ বিনিযোগে
আস্থেয়ীপদার্থাপেক্ষাৎ প্রকৃতাভিক্রমে প্রমাণাভাবাৎ তাবতা চ শাস্ত্রোপ-
পত্তেনাপ্রকৃতানাংমপি গ্রহণসম্ভবঃ । ন চ যাতব্যমতয়া ন বিনিযোগঃ । বাচ-
ন্তোমে সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং বিনিয়োগাদন্ত্রাপ্যবিনিযোগপ্রসঙ্গাৎ, তথেষাপি
প্রকৃতা এবাশ্রমা বুদ্ধিবিপরিবর্তিনঃ পরায়ুশ্চন্তে নান্নকৃতঃ পরিত্রাড়েবেতি পূৰ্ব্ব-
পক্ষঃ । রাঙ্গান্তমুপক্রমতে ।

“তদযুক্তম্ । ন হি সত্যং গতো বানপ্রস্থবিশেষণেন” ইতি । যথোপক্রান্তং

আজ্ঞমের বোধক, স্তত্রাং তপঃশব্দ থাকার পরিত্রাজক শব্দ বানপ্রস্থের বিশেষণরূপে
পরায়ুষ্ঠ হইয়াছে । যাহারা এ কথা বলেন, তাহাদের কথা যুক্তিযুক্ত নহে ।

[ন...স্ত্রায্যম্] যখন গতান্তর আছে, তখন আর কেন বানপ্রস্থবিশেষণে

ব্রাজকো গ্রহণমহিতি । যথাত্র ব্রহ্মচারিগৃহমেধিনাবসাধারণেনৈব
 স্নেন স্নেন বিশেষণেন বিশেষিতাবেবং ভিক্ষু-বৈধানসাবপীতি
 যুক্তম্ । তপশ্চাসাধারণো ধর্মো বানপ্রস্থানাং কায়ক্লেশপ্রধা-
 নত্বাতপঃশব্দস্য তত্র রূঢ়েঃ । ভিক্ষুস্তু ধর্ম ইন্দ্রিয়সংযমাদি-
 লক্ষণো নৈব তপঃশব্দেনাভিলপ্যেত । চতুর্থে ন চ প্রসিদ্ধা
 আশ্রমাস্ত্রিভেদে পরামুখ্যন্ত ইত্যন্যায়ম্ । অপি চ ব্যপদেশো
 বা ভবতি “ত্রয় এতে পুণ্যলোকভাজ একোহমৃতত্বভাক্” ইতি ।
 পৃথক্তে, চৈষ ভেদেন ব্যপদেশোহবকল্পতে । ন হেবন্তবতি—দেব-

তথৈব পরিসমাপনমুচিতম্ । যৎসম্ব্যাক্ষত্বে যে প্রসিদ্ধান্তে তৎসম্ব্যাকা
 এব কীর্ত্যন্ত ইতি চোচিতম্ । ন তু সত্যং গতাবুৎসর্গস্তাপবাদো যুক্ত্যতে ।
 অসাধারণেনৈকেকেন লক্ষণেনৈকেক আশ্রমো বক্তুমুপক্রান্ত ইতি তথৈব
 সমাপনমুচিতম্ । ন তু সাধারণাসাধারণাত্ম্যমুপক্রম সমাপ্তৌ স্নিহ্যেত । ন চ
 তপোনাম নাসাধারণং বানপ্রস্থানামিত্যত আহ—“তপশ্চাসাধারণ”ইতি । ন
 খলু পরাকাদিভিঃ কায়ক্লেশপ্রধানো যথা বানপ্রস্থন্তথা ভিক্ষুঃ সত্যপাঠগ্রাসাদি-
 নিয়মে । ন চ শৌচসম্বোধশমদমাদয়স্তপঃপক্ষে বর্তন্তে, তত্র বুদ্ধানাং তপঃ-
 প্রসিদ্ধেরসিদ্ধেঃ । অতএব বুদ্ধান্তপসোভেদেন শৌচাদীনচক্ষতে—শৌচসম্বোধ-
 তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মা ইতি । সিদ্ধসম্ব্যাক্ষভেদেষু চ সম্ব্যাক্ষরাভি-
 ধানমল্লিষ্টমিত্যাহ—“চতুর্থে ন চ” ইতি । “অপি চ ব্যপদেশো বা” ইতি । ত্রয়
 এত ইতি কিং ভিক্ষুরপি পরামুখ্যতে, কিং বা ভিক্ষুবর্জং ত্রয় এব, ন তা
 বলয় ইতি ভিক্ষুসংগ্রহে তদ্বর্জনমেতে ত্রয় ইত্যত্র কঠুং শক্যম্ । এত
 ইতি প্রকৃতানাং সাকল্যেন পরামর্শাৎ । ভিক্ষুসংগ্রহে চ ন তত্ত পুণ্যলোকত্বম-

পরিব্রাজকের গ্রহণ করিবে ? করিলে তাহা অবশ্যই অন্ত্রাঘ্য হইবে । ব্রহ্মচারী ও
 গৃহস্থ এই উভয় যেমন নিজ নিজ অসাধারণ বিশেষণে বিশেষিত, সেইরূপ, ভিক্ষু
 এবং বানপ্রস্থ ও অনন্তসাধারণ নিজ ধর্মের দ্বারাই বিশেষিত হইবে । বানপ্রস্থদ্বিগের
 নিজ অসাধারণ (নিষ্টিষ্ট বা নিয়মিত) ধর্ম তপস্তা ; তাহা (তপঃশব্দ) কায়ক্লেপ-
 প্রধান কুচ্ছাদি ধর্মেই রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ । আব ভিক্ষুর (চতুর্থীশ্রমের) অসাধারণ
 ধর্ম ইন্দ্রিয়সংযমাদি, তাহা তপঃশব্দের অভিলাপ্য নহে । অপিচ, যখন চার আশ্র-
 মই প্রসিদ্ধ, তখন তিন আশ্রমের পরামর্শ, এ কথা সম্ভবতঃ সর্ববাদীর পক্ষেই
 অসঙ্গত । [অপিচ...ভাক্] অপিচ, আশ্রম বিষয়ে ভেদব্যপদেশও দেখা যায় ।
 ভেদব্যপদেশ অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়া গণনা বা উল্লেখ । যথা—“কথিত তিন
 আশ্রম স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত করায় এবং একটা আশ্রম মোক্ষ প্রাপ্ত করায় ।” এই
 (ব্যপদেশও) ঐরূপ ভিন্ন ফলের কথনও আশ্রমের পার্থক্য বা ভিন্নত্ব পক্ষেই সঙ্গত,
 একাশ্রম ও আশ্রম ত্রিভি এই দুই পক্ষে অসঙ্গত । দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত নির্বোধ,

দত্ত-যজ্ঞদত্তৌ মন্দপ্রজ্ঞৌ বিষ্ণুমিত্রস্ত মহাপ্রজ্ঞ ইতি । তস্মাৎ পূর্বে ত্রয় আশ্রমিণঃ পুণ্যলোকভাজঃ, পরিশিষ্যমাণঃ পরিব্রাড়া-মুতত্বভাক্ ।

কথং পুনত্রক্ষসংস্থশব্দো যোগাৎ প্রবর্তমানঃ সর্বত্র সন্তবন্ পরিব্রাজক এবাবতিষ্ঠেত, রুচ্যভ্যুপগমে বাশ্রমমাত্রাদমুতত্বপ্রাপ্তেজ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গ ইতি । অত্রোচ্যতে । ব্রহ্মসংস্থ ইতি হি ব্রহ্মণি পরিসমাপ্তিরনন্তব্যাপারতারূপং তন্নিষ্ঠত্বমভিধীয়তে । তচ্চ ত্রয়্যাণামাশ্রমাণাং ন সন্তবতি, স্বাশ্রমবিহিতকর্মানুষ্ঠানে প্রত্য-

ব্রহ্মসংস্থত্বাবাস্তিকোঃ । তেন তস্য ব্রহ্মসংস্থস্ত সদা পুণ্যলোকত্বমুতত্বক্ষেতি বিরোধঃ । ত্রিষু চ ব্রহ্মসংস্থপদে যদেতি সম্বন্ধনীয়ম্ । তিক্ষৌ চ সদেতি বৈষম্যম্ । তদ্বিনমুক্তম্-পৃথক্, চ” ইতি ।

পূর্বপক্ষাভাসং স্মারয়তি—“কথং পুনত্রক্ষসংস্থশব্দো যোগাৎ” ইতি । তন্নি-রাকরোতি—“অত্রোচ্যতে” ইতি । অন্নমভিসন্ধিঃ । সত্যং যৌগিকঃ শব্দঃ সতি প্রকৃতসম্ভবে ন তদতিপত্ত্যাহপ্রকৃতে বর্তিতুমর্হতি । অসতি তু সম্ভবে না ভুং

তদুভয়ের একজন স্ববোধ, এ কথা যেমন অসঙ্গত, গৃহী ও বানপ্রস্থী, তন্মধ্যে একজন ব্রহ্মসংস্থ, এ কথা তদপেক্ষাও অসঙ্গত । দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত নির্বোধ, কিন্তু বিষ্ণুমিত্র স্ববোধ, এই কথা এবং গৃহী ও বানপ্রস্থী পুণ্যলোকভাগী এবং ব্রহ্মসংস্থ পরিব্রাজক মোক্ষভাগী, এই কথা সম্যক সঙ্গত জানিবে । শ্রোক্ত কারণে পূর্ব পূর্ব বিভিন্ন আশ্রমী পুণ্যলোকভাগী এবং অবশিষ্ট পরিব্রাজক মোক্ষভাগী ।

[কথং...নিমিত্তঃ] যদি বল, ব্রহ্মসংস্থশব্দের যোগার্থ—ব্রহ্মে সম্যক অবস্থিতি, তাহা সকল আশ্রমেই সম্ভবে । আশ্রমীমাত্রেরই যখন ব্রহ্মসংস্থ হইতে পারেন, যখন তাহা সকল আশ্রমেই সম্ভবে, তখন তাহাকে কিরূপে মাত্র পরিব্রাজকপর (পরিব্রাজক-বাচক) বলিতে পার ? যদি বল ঐ শব্দ পক্ষজাদি শব্দের জায় পরিব্রাজকে রূঢ়, তাহা বলিলেও অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ শব্দের চতুর্থাশ্রমবাচিতা স্বীকার করিলেও নিকৃতি নাই । কারণ, যদি আশ্রমমাত্রাবলম্বনে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন কি ? সার্থক্য কি ? এ কথার প্রত্যুত্তর এই যে, ব্রহ্মসংস্থশব্দের মুখ্যার্থ—ব্রহ্মে সর্বব্যাপারের পরিসমাপ্তি । অনন্তব্যাপার বা অনন্তচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচিন্তনে তৎপর হওয়া আর ব্রহ্মসংস্থ হওয়া তুল্যার্থ । তাদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠতা গার্হস্থ্যাদি আশ্রমীর অসম্ভব । অসম্ভব কেন ? তাহা বলিতেছি । গৃহস্থ্যাদি আশ্রমী নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলে পাপী হওয়ার কথা আছে । পরন্তু পরিব্রাজ্য আশ্রমে সে কথা

বায়ব্রবণাৎ। পরিব্রাজকশ্চ তু সর্বকৰ্মসন্ন্যাসাৎ প্রত্যবায়ো
ন সম্ভবত্যনুষ্ঠাননিমিত্তঃ। শমদমাদিস্ত তদীয়ো ধর্মো
ব্রহ্মসংস্থত্যা উপোদ্বলকো ন বিরোধী। ব্রহ্মনিষ্ঠত্বমেব হি
তশ্চ শমদমাদ্যপবৃংহিতং স্বাশ্রমবিহিতং কৰ্ম, যজ্ঞাদি
চেতরেষাং, তদ্ব্যতিক্রমে চ তশ্চ প্রত্যবায়ঃ। তথা চ
“ত্ৰাসো ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হি পরঃ, পরো হি ব্রহ্মা”, “তানি বা
এতানুবরাণি তপাংসি, ত্ৰাস এবাত্যরেচয়ৎ”, “বেদান্তবিজ্ঞান-
স্থানিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ” ইত্যাদ্যাঃ
শ্রুতয়ঃ। শ্রুতয়শ্চ “তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তমিষ্ঠান্তংপরায়ণাঃ”

প্রমাদপাঠ ইত্যাক্রুতে বর্তয়িতব্যঃ। দর্শিতশ্চাত্ৰাসম্ভবোহধস্তাদিত্তি। এব
ব্রহ্মসংস্থতালক্ষণো ধর্মো ভিক্ষোরসাধারণঃ, আশ্রমান্তরাণি তৎসংস্থাততৎসংস্থানি
চ ভিক্ষুস্তৎসংস্থ ইত্যেব, তৎসংস্থতা হি স্বাভাবং ব্যবচ্ছিন্তী বিরোধাৎ যন্তৎসংস্থ
এব তত্রাঙ্গসী নাত্তর। শমদমাদিস্ত তদীয় ইতি স্বাঙ্গমন্যবধায়কমিত্যর্থঃ।
ব্রহ্মসংস্থত্বমসাধারণং পরিব্রাজকধর্মঃ শ্রুতিরাদর্শয়তীত্যাহ—“তথা চ ত্ৰাসো ব্রহ্ম” ইতি।
সর্বসঙ্গপরিত্যাগো হি ত্ৰাসঃ স ব্রহ্ম। কূত ইত্যত আহ—“ব্রহ্মা হি পরঃ”।
অতঃ পরো ত্ৰাসো ব্রহ্মেতি। কিমপেক্ষ্য পরঃ সন্ন্যাস ইত্যত আহ—“তানি বা
এতানুবরাণি তপাংসি, ত্ৰাস এবাত্যরেচয়ৎ” ইতি। এতচ্চক্ৰং ভবতি—ব্রহ্ম-
নাই। পরিব্রাজক বিধিবিধানক্রমে সর্বকৰ্ম সন্ন্যাস (ত্যাগ) করিয়াছেন,
সে জন্ত পরিব্রাজকের কৰ্মাকরণজনিত প্রত্যবায় (পাপ) হয় না। [শমদমা
...প্রত্যবায়ঃ] পরিব্রাজকের ধর্ম শমদমাদি, তাহা ব্রহ্মসংস্থতার বিরোধী নহে;
প্রত্যুত পরিপোষক। শমদমাদির দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠতার বৃংহণ করাই প্রব্রজ্যাশ্রমের
কার্য এবং যজ্ঞাদি করা অপরাশ্রমের কার্য। কাষেই যজ্ঞাদি কার্য না করিলে
গৃহস্থাদি আশ্রমীর আশ্রমবিহিত কৰ্মের ত্যাগজনিত অধর্ম হয়, সন্ন্যাসীর তাহা
হয় না, বরং তাহাতে সন্ন্যাসীর স্বাশ্রমবিহিত কৰ্তব্যই করা হয়। [তথাচ
...তরতি] এ কথা শ্রুতিতে আছে, শ্রুতিতেও আছে। শ্রুতি যথা “সন্ন্যাসই
ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ)। কারণ এই বে, ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ—সর্বজীবের অতীষ্ঠ দেবতা।
যিনি পর—পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্মা। ফলিতার্থ—সন্ন্যাস পরমাত্মবিজ্ঞানের বা
পরমাত্মপ্রাপ্তির হেতু; সুতরাং তাহা ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম।” “পূর্বোক্ত সত্যাদি অবর
তপত্তা, নিরুত্তফললাভের উপায়, সন্ন্যাস সেইসকল অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।
ব্রহ্মসংস্থতার দ্বারা মুক্তি হয়; সে জন্ত তাহা মুক্তির কারণ।” “বিভুদ্ধযুক্তি
বৈরাগ্যবান্ বতির। সন্ন্যাসের সাহায্যে বেদান্তবিজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিয়া
মুক্ত হন।” ইত্যাদি। শ্রুতি যথা—“তদ্বুক্তি, তদাত্মা, তদ্রিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ—”
ইত্যাদি। উল্লিখিত শ্রুতি ও শ্রুতি ব্রহ্মসংস্থের কৰ্মত্যাগ দেখাইয়াছেন।

ইত্যাদ্যা ব্রহ্মসংস্থস্ত কৰ্ম্মাভাবং দৰ্শয়ন্তি । তস্মাৎ পরিব্রাজ-
কশ্চাশ্রমমাত্রাদমৃতত্বপ্রাপ্তেজ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গ ইত্যেষোহপি দোষো
নাবতরতি । তদেবং পরামর্শেহপীতরেয়মাশ্রমানাং পারি-
ব্রাজ্যং তাবদ্ ব্রহ্মসংস্থতালক্ষণং লভ্যত এব ।

অনপেক্ষৈব্য জাবালশ্রুতিমাশ্রমান্তরবিধায়িনীময়মাচার্য্যেণ
বিচারঃ প্রবর্তিতঃ । বিদ্যত এব ত্বাশ্রমান্তরবিধিশ্রুতিঃ প্রত্যক্ষা
“ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা
প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা”
ইতি । ন চেয়ং শ্রুতিরনধিকৃতবিষয়া শক্যা বক্তুং, অবিশেষ-
শ্রবণাৎ, পৃথগ্বিধানাচ্চানধিকৃতানাম্, “অথ পুনরেব ত্রতী বা-
হত্রতী বা স্নাতকো বাহস্নাতকো বোৎসন্নায়িরনয়িকো বা” ইত্যা-

পরতয়া সর্কষণপরিভাষালক্ষণো ভ্রাসো ব্রহ্মেতি । তথা চেদৃশং ভ্রাসলক্ষণং
ব্রহ্মসংস্থত্বং ভিক্ষুরেবাসাধারণং নেতরেয়মাশ্রমিণাম্ ।

অতএব, পরিব্রাজক, প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণনাশ্রে মোক্ষভাগী হইলে জ্ঞানের
সার্থক্য থাকে না, এ আপত্তি অবতারণিত হইতেই পারে না [তদেবং...
ইতি] এ পর্য্যন্ত যেরূপ শাস্ত্র ও যুক্তি অগ্রহণপূর্ব্ব প্রদর্শিত হইল,
তৎসমুদায়ে ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, “ধর্ম্মদ্রু তিন্—” ইত্যাদি বাক্যে অত্যাগ্র
আশ্রমের পরামর্শ অর্থাৎ অতুবাদ হইলেও তদ্বাক্যে ব্রহ্মসংস্থতালক্ষণ প্রব্রজ্যার
প্রাপ্তি আছেই ।

প্রব্রজ্যাশ্রমবিধায়িনী জাবালশ্রুতির প্রতীক্ষা না করিয়াই আচার্য্য
বেদব্যাসএই বিচার প্রবর্তিত করিয়াছেন । অর্থাৎ প্রব্রজ্যাশ্রমের বিচারলভ্যার্থ
প্রদর্শন করিয়াছেন । ফল, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সন্ন্যাসবিধায়িনী শ্রুতিও আছে ।
সন্ন্যাসবিধায়িনী সাক্ষাৎশ্রুতি এই “ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবেক ।
গার্হস্থ্যাক্তে বানপ্রস্থী হইবেক, বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) করিবেক ।
যদি ব্রহ্মচর্য্যকালেই বৈরাগ্য জন্মে, তবে ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবেক ।
অথবা গার্হস্থ্য হইতে, কিংবা বানপ্রস্থ হইতে প্রব্রজিত হইবেক ।”
[ন চেয়ং...স্বাত্মমিতি] এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, এই শ্রুতি
আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মে অক্ষম অন্ন পশু প্রভৃতিকে সন্ন্যাস করিতে বলিতেছে ।
কারণ, উক্ত শ্রুতিতে সেরূপ কোন বিশেষ উক্তি নাই । অত্র শ্রুতিতেও
সন্ন্যাসের পৃথক্ বিধান দেখা যায়, সে জন্তও উদাহৃত শ্রুতি কেবল
কৰ্ম্মাক্ষমবিধায়িনী নহে । তদুপা—“ব্রতচারী হউক, অব্রতচারী হউক, স্নাতক

দিনা, ব্রহ্মজ্ঞানপরিপাকান্ত্রাহ্য প্যারিত্রাজ্যস্ত নানধিকৃতবিষয়ত্বম্।
তচ্চ দর্শয়তি “অথ পরিত্রাভ্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ শুচির-
দ্রোহী ভৈক্ষাগো ব্রহ্মভূমায় ভবতি” ইতি। তস্মাৎ সিদ্ধা উদ্ধ-
রেতস আশ্রমাঃ, সিদ্ধাঞ্চোদ্ধরেতঃস্থ বিধানাচ্ছিন্দ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্য-
মিতি ॥ ৩। ৪। ২০ ॥

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব-

ত্বাৎ ॥ ৩। ৪। ২১ ॥*

“স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরাক্ষোহষ্টমো যত্নদগীথঃ।
“ইয়মেবগগ্নিঃ সাম।” “অয়ং বাব লোক এষোহগ্নিশ্চিতঃ।”

ব্রহ্মজ্ঞানস্ত শব্দজনিতস্ত যঃ পরিপাকঃ সাক্ষাৎকারোহপবর্ণসাধনং, তদন্ততয়া
প্যারিত্রাজ্যং বিহিতং ন অনধিকৃতং প্রতীত্যর্থঃ ॥ ৩। ৪। ২০ ॥

যত্নত্র সন্নিপান উপাসনাবিধিনাশ্চ, ততঃ প্রদেশান্তরস্থিতোহপি বিধির
হউক, বা অশ্রুতক হউক, মৃতভাৰ্য্য হউক বা অবিবাহিত হউক, প্রব্রজ্যা
করিবেক।” এই শ্রুতি ও অশ্রুতি স্পষ্টাভিধানে বলিতেছেন যে, প্যারিত্রাজ্য
ব্রহ্মজ্ঞান পরিপাকের অসাধারণ উপায়; সে জন্ত তাহা ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের জন্ত
বিহিত; পক্ষ অক্ষাদি কৰ্ম্মাক্ষমদিগের জন্ত নহে। প্যারিত্রাজ্য যে, ব্রহ্মজ্ঞানের
অঙ্গ, শ্রুতি তাহা স্পষ্টাঙ্করে বলিয়াছেন। যথা—“অনন্তর জ্ঞানী প্রব্রজ্যাগ্রহণ,
বিবৰ্ণ বস্ত্র পরিধান, মস্তকমুণ্ডন, বিস্তাদিস্পৃহা পরিত্যাগ, শুদ্ধভাবে থাকা,
পরোপকার বর্জন ও ভিক্ষার ভোজন করায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। অতএব,
উদ্ধরেতার আশ্রম শাস্ত্রসিদ্ধ এবং জ্ঞানও তদাশ্রমবিহিত বলিয়া স্বতন্ত্র অর্থাৎ
কৰ্ম্মাঙ্গ নহে ॥ ৩। ৪। ২০ ॥

“এই অষ্টম রস উদগীথ,† ইহা পূর্বোক্ত রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মার
প্রতীক বলিয়া পরম, পরাক্ষ্য অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞান উপাশ্র।” “ইহাই

* উপাদানাং উদগীথাদীনী কৰ্ম্মাঙ্গান্যুপাদায় শ্রবণাৎ “স এষ রসানাং রসতমঃ—” ইত্যাদি-
বাক্যং স্তুতিমাত্রং স্তুতিরেব ন বিধিরিতি ন মন্তব্যম্। কৃতঃ? অপরূপতাং পূর্বাশ্রাপ্রভাৎ, পূর্বত্র
বিধাভাবাদিত্যর্থঃ। বিধিঃ বিনা স্তুতিন সন্তবতীতি দ্রষ্টব্যম্।

“এই যে উদগীথ—বাহা অষ্টম রস—” ইত্যাদি বাক্য যে কেবল উদগীথের (শ্রবণের) স্তুতি
বাক্য মাত্র, তাহা নহে। উহাতে উদগীথ-উপাসনার বিধান ও হইয়াছে। পূর্বে বিধি থাকিলে উহা
তাহার ভাবক হইতে পারিত; তাহা না থাকায় আনর্থক্য পরিহারের নিমিত্ত ঐ সকল বাক্য
উপাসনাবিধি স্বীকৃত হয়।

† “এই সকল ভূতের রস অর্থাৎ সার পৃথিবী। পৃথিবীর সার জল, জলের সার ওষধি,
ওষধির সার মানুষ, মানুষের সার বাক্য, বাক্যের সার স্বক্, স্বকের সার সাম, সামের সার
উদগীথ, বাহা উদগীথ তাহাই শ্রবণ। এইরূপে উদগীথ পৃথিবী অপেক্ষা অষ্টম।

“তদিদমেবোক্তমিয়মেব পৃথিবী” [ছা. উ.] ইত্যেবজ্ঞাতীয়কাঃ
 ত্রয়ঃ কিমূলগীথাবিস্তৃত্যর্থঃ ? আহোষিছুপাসনবিধ্যর্থঃ ? ইত্য-
 শ্মিন্ সংশয়ে স্তব্যার্থা ইতি যুক্তম্। উল্লগীথাদীনি কৰ্ম্মাঙ্গান্যু-
 পাদায় শ্রবণাৎ। যথা “ইয়মেব পৃথিবী জুহুরাদিত্যঃ কূৰ্ম্মঃ
 স্বলোক আহবনীয়ঃ” ইত্যাদ্য। জুহ্বাদিস্তব্যার্থাস্তদ্বাদিত্যি চেৎ,
 নেত্যাহ—ন স্ততিমাত্রমাঙ্গাং ত্রতীনাং প্রয়োজনং যুক্তম্, অপূৰ্ব্ব-
 ত্বাৎ। বিধ্যর্থতায়াং হুপূৰ্ব্বার্থো বিহিতো ভবতি, স্তব্যর্থতায়াং
 ত্বানর্থক্যমেব স্রাৎ।

ব্যতিচরিত-তদ্বিধিসম্বন্ধেনোল্লগীথেনোপস্থাপিতঃ “স এষ রসানাং রসতমঃ” ইত্যা-
 দিনা পদসন্দর্ভেণৈকবাক্যভাবমুপগতঃ স্তব্যতে। ন হি সমভিব্যাহৃতৈরেব-
 কবাক্যতা ভবতীতি কশ্চিন্নিয়মহেতুরন্তি। অহুযঙ্গাতিদেশলঙ্কৈরপি বিধ্য-
 সমভিব্যাহৃতৈরর্থবাদৈরেকবাক্যতাত্ত্ব্যপগমাৎ। যদি তুল্লগীথমুপাসীত সামো-
 পাসীতেত্যাদিবিধিসমভিব্যাহারঃ শ্রুতঃ, তথাপি তদ্বৈব বিধেঃ স্ততিঃ, ন তূপা-
 সনবিষয়সম্পর্গপরঃ, ওমিত্যেতদক্ষরমূলগীথমিত্যনেনৈবোপাসনাবিষয়সম্পর্গাৎ—
 ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে।

ঋক্. ও অগ্নি, সাম ও এতল্লোক, উক্থ ও চিত অগ্নি (যজ্ঞার্থে আহুত
 অগ্নি), এবং ইহাই পৃথিবী।” এই সকল শ্রুতি ও এতদ্বিধ অত্রান্ত
 শ্রুতি কি উল্লগীথ (প্রণব) প্রভৃতি যজ্ঞাঙ্কের স্ততির নিমিত্ত প্রবর্তিত?
 কি উপাসনা বিধানার্থ অভিহিত? এইরূপ সংশয় হওয়াতে প্রথমতই
 পাওয়া যায়, স্ততির নিমিত্তই প্রবর্তিত। এ বিষয়ে গুণ্ডি বা কারণ এই
 যে, এই সকল উল্লগীথ অর্থাৎ প্রণব প্রভৃতি কৰ্ম্মাঙ্গ-উল্লেখে কথিত ইহে-
 যাচ্ছে। যেমন যজ্ঞবিষ্ঠামধ্যে জুহুর (আহুতি দিবার পাত্রের) স্ততির
 জন্ত “ইহাই পৃথিবী—” ইত্যাদি শ্রুতি অভিহিত, সেইরূপ এখানেও
 উল্লগীথাদির স্ততির নিমিত্ত “স এষ রসানাং রসতমঃ—” ইত্যাদি শ্রুতি
 প্রবর্তিত। সংশয়ের প্রথম কোটিতে অর্থাৎ পূর্বপক্ষে এইরূপই পাওয়া যায়;
 পরন্তু ইহার সিদ্ধান্ত অত্ররূপ। সিদ্ধান্তবাদী বলিবেন, তাহা নহে।
 [ন...শ্রুতয়ঃ] স্ততি করাই এই শ্রুতির প্রয়োজন, এরূপ বলা সঙ্গত
 নহে। কারণ, এই সকল বিষয় অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বাপ্রাপ্ত। পূর্ব্বের আর কোথাও
 ঐ সকল বলা হয় নাই—উপদিষ্ট হয় নাই। এই সকল বাক্য বিধানের নিমিত্ত
 উচ্চারিত, ইহা স্বীকার করিলে পূর্ব্বাপরিজ্ঞাত প্রণবাদি উপাসনার বিধান সিদ্ধ
 হইতে পারে। স্ততির নিমিত্ত উচ্চারিত বলিলে ঐ সকলের কোনও সার্থক্য
 থাকে না।

বিধায়কশ্চ হি শব্দশ্চ বাক্যশেষভাবঃ প্রতিপদ্যমানা
 স্তুতিরূপযুক্ত্যত ইত্যুক্তম্ “বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন
 বিধিনাং স্ত্যঃ” [মীমাংসা] ইত্যত্র। প্রদেশান্তরবিহিতানাং
 তুঙ্গীখাদীনাংমিঃ প্রদেশান্তরপঠিতাঃ স্তুতিরূপাক্যশেষভাবমপ্রতি-
 পদ্যমানানর্থিকৈব স্মাৎ। “ইয়মেব জুহুঃ” ইত্যাদি তু বিধিসম্মি-
 ধাবেবান্নাতমিতি বৈষম্যম্। তস্মাদ্বিধার্থা এবঞ্জাতীয়কাঃ
 শ্রুতয়ঃ ॥ ৩।৪।২১ ॥

ভাবশব্দচ্চ ॥ ৩।৪।২২ ॥*

“উঙ্গীখমুপাসীত সামোপাসীতাহমুক্তমস্মীতি বিদ্যাৎ”

ন ভাবদূরত্বেন কৰ্ম্মবিধিবাক্যেনৈকবাক্যতাসম্ভবঃ। প্রতীতসমভি-
 ব্যাহতীনাং বিধিনৈকবাক্যতয়া স্তুত্যর্থত্বমর্থবাদানাং রক্তপটন্তায়ৈন ভবতি।
 ন তু স্তুত্যা বিনা কাচিদহুপপত্তিকির্মেধেঃ। যথাহঃ—অন্তি তু তদিত্যতিরেকে
 পরিহার ইতি। অত এব বিধেরপেক্ষাভাবাৎ প্রবর্তনাত্মকত্বাহুপপত্তি-
 দেশাদিভিন্নার্থবাদপ্রাপ্ত্যভিধানমসমঞ্জসম্। ন হি কৰ্ম্মপেক্ষিতোপায়তায়ামব-
 গতায়াং প্রশস্ত্যপ্রত্যয়স্বাস্তি কচ্চিৎপযোগঃ। তস্মাদদূরত্বশ্চ কৰ্ম্মবিধেঃ
 স্তুতাবানর্থক্যম্, * তেনৈকবাক্যতাহুপপত্তেঃ, সন্নিহিতশ্চ তূপাসনাবিধেঃ কিং
 বিষয়সমর্পণেনোপযুক্ত্যতামুত স্তুত্যেতি বিষয়ে বিষয়সমর্পণেন যথার্থবক্তৃৎ,
 নৈবং স্তুত্যা, বহিরঙ্গত্বাৎ। অগত্যা হি সা। তস্মাদুপাসনার্থা ইতি সিদ্ধম্।

পূর্ববাক্যে যদি বিধায়ক শব্দ থাকে, তবেই পরবাক্য তাহার পোষক বা
 স্তাবক হইতে পারে। এ তথ্য পূর্বমীমাংসার “বিধির সহিত ঐক্য বা একবাক্য
 হইয়া যায় বলিয়া সে সকলের বিধিপ্রশংসার্থতা সিদ্ধ হয়” এই সূত্রে প্রদর্শিত
 আছে। উঙ্গীখ এক প্রদেশে বিহিত, অন্য প্রদেশে তাহার প্রশংসা, ইহা সঙ্গত
 হয় না। তাহাতে সে স্তুতির সাফল্য থাকে না। কি সাফল্য দেখাইবে?
 দেখাইতে পারিবে না “এই জুহু পৃথিবী—” ইত্যাদি বাক্য বিধিসম্মিধানে পঠিত,
 স্তুতরাং তাহা জুহুর স্তাবক হওয়া সঙ্গত। অতএব, জুহুস্তাবক বাক্য রসতমাদি
 বাক্যের সহিত সমান নহে, প্রত্যুত অসমান। অর্থাৎ উহা উপযুক্ত দৃষ্টান্ত
 নহে। অতএব, ঐ সকল শ্রুতি বিধির উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত অর্থাৎ উপাসনার
 বিধানই ঐ সকলের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। (বিধিবিভক্তি নাই সত্য; পরন্তু
 ফল দেখিয়া তাহার কল্পনা কর।) ৩।৪।২১ ॥

“উঙ্গীখং উপাসীত—উঙ্গীখ উপাসনা করিবেক” “সাম উপাসীত—সাম

* উপাসীতেত্যাদৌ ভাবনাসামান্ত্বাচিশব্দপ্রবণাদিত্যর্থঃ।

“উপাসীত—উপাসনা করিবেক” এইরূপ এইরূপ বিংশটি বিশেষ শ্রুতি আছে, সে গুলি
 উঙ্গীখাদি শ্রুতি নিশ্চিত উপাসনা বিধানের জন্য উচ্চারিত, উঙ্গীখস্তুতির জন্য নহে।

[ছা. উ.] ইত্যাদয়শ্চ বিম্পষ্টা বিধিশব্দাঃ শ্রয়ন্তে, তে চ স্তুতিমাত্রপ্রয়োজনতয়াং ব্যাহতোরন। তথা চ ন্যায়বিদাং স্মরণং—

“কুৰ্ঘ্যাং ক্রিয়েত কৰ্তব্যং ভবেৎ শ্রাদ্ধিতি পঞ্চমম্।

এতৎ শ্রাৎ সৰ্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥” ইতি।

লিঙাদ্যর্থো বিধিরিতি মন্যমানাস্তু এবং স্মরন্তি। প্রতিপ্রকরণঞ্চ ফলানি শ্রাব্যন্তে “আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি। এষ হেব কামাগানশ্চেষ্ঠে। কল্পন্তে হাষ্ট্মৈ লোকা উদ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ” ইত্যেবমাদীনি। তস্মাদপ্যুপাসনবিধানার্থা উদগীথাदिश्रुतयः ॥ ৩। ৪। ২২ ॥

“কুৰ্ঘ্যাং ক্রিয়েত কৰ্তব্যং ভবেৎ শ্রাদ্ধিতি পঞ্চমম্।

এতৎ শ্রাৎ সৰ্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥”

ভাবনায়াঃ খলু কৰ্তৃসমীহিতানুকূলত্বং বিধিঃ, নিষেধশ্চ কৰ্ত্তুরহিতানুকূলত্বম্। যথাহঃ—“কৰ্তব্যশ্চ সুখফলোহকৰ্তব্যো দুঃখকলঃ” ইতি। এতচ্চাস্মাভিরূপপাদিতং ন্যায়কণিকায়াম্। ক্রিয়া চ ভাবনা, তদ্বচনাশ্চ করোতাদয়ঃ, যথাহঃ—“কৃত্ত্বন্তয়ঃ ক্রিয়াসামান্যবচনাঃ” ইতি। অতএব কৃত্ত্বন্তীমুদাহৃতবান্, সামান্যোক্তৌ তদ্বিশেষাঃ পচেনিত্যাদয়োহপি গম্যন্ত ইতি। তত্র কুৰ্ঘ্যাদিত্যাক্ষিপ্তকৰ্তৃকা ভাবনা। ক্রিয়েতেতি আক্ষিপ্তকৰ্ম্মিকা ভাবনা। কৰ্তব্যমিতি তু কৰ্ম্মভূত-দ্রব্যোপসর্জনভাবনা। এবং দত্তী ভবেদগুণিনা ভবিতব্যং দত্তিনা ভূয়েতেত্যেকধাত্বার্থবিষয়া বিধূপহিতা ভাবনা উদাহার্যাঃ। ভবতিশ্চৈব জন্মনি। যথা কুলালব্যাপারাদযতো ভবতি, বীজাদঙ্কুরোভবতীতি প্রযুক্ততে। ন চ বীজাদঙ্কুরোহন্তীতি প্রযুক্ততে। তস্মাদন্তিঃ সত্ত্বায়াং ন জন্মনীতি ॥৩৪২১-২২॥

উপাসনা করিবেক” “অহং উক্থঃ অস্মি—আমি হইতেছি উক্থ, এইরূপ ভাবিবেক” ইত্যাদি স্থলে বিধিশব্দের স্পষ্ট শ্রবণও আছে। স্তুতিপঞ্চ স্বীকার করিতে গেলে সে সকলের ব্যাঘাত হইবে। ন্যায়জগণ—যাহারা লিঙাদি বোধ্য অর্থের বিধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বেদমাত্রেই এইরূপ লক্ষণাযুক্ত পদ বিধি। যথা—কুৰ্ঘ্যাং—করিবেক। ক্রিয়েত—কৃত হইবেক, কৰ্তব্য—করিতে হইবেক, ভবেৎ—জন্মিবেক, শ্রাৎ—হইবেক। অপিচ এতোক প্রকরণে ভিন্ন ভিন্ন ফল শ্রবণ আছে, তাহাতেও বিধান অল্পমিত হয়। “সে যা তাহা কাম্য সমূহের প্রাপক হয়।” “ইহা কাম্যনাকারীর কামনা পূরণ করে।” “এই উপাসকের উর্দ্ধ ও আবৃত্ত লোক লাভ হয়।” ইত্যাদি। অতএব, উদগীথাदिश्रुति উপাসনা বিধান করিতে প্রস্তুত, উদগীথের শ্রবণসা করিতে প্রস্তুত নহে। ৩। ৪। ২২ ॥

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশে- ষিতত্বাৎ ॥ ৩।৪।২৩ ॥*

“অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য হে ভার্য্যে বভূবতুশ্চৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ”, “প্রতর্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপ-জগাম”, “জ্ঞানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আম” ইত্যেবমাদিষ বেদান্তপঠিতৈষাখ্যানেষ সংশয়ঃ— কিমিমানি পারিপ্লবপ্রয়োগার্থানি, অহোশ্বিং সন্নিহিতবিদ্যাপ্র-তিপত্ত্যর্থানীতি । পারিপ্লবার্থা ইমা আখ্যানশ্রুতয়ঃ, আখ্যা-

যত্বপি উপনিষদাখ্যানানি বিদ্যাসন্নিধৌ শ্রুতানি, তথাপি “সর্কীগ্যাখ্যানানি পারিপ্লব” ইতি সর্বশ্রুত্যা নিঃশেষার্থতয়া দুর্কলস্ত সন্নিধৌকীকৃতত্বাৎ পারিপ্ল-বার্থাশ্চেবাখ্যানানি । ন চ সর্কা দাশতয়ীরহুক্রয়াং ইতি বিনিয়োগেহপি দাশ-তয়ীনাং প্রাতিষিকবিনিয়োগাত্তত্ত্ব তত্ত্ব কল্পপি যথা বিনিয়োগো ন বিরূধ্যতে, তথেষাপি সত্যপি পারিপ্লবে বিনিয়োগঃ সন্নিধানাষিষ্টাঙ্গত্বমপি ভবিষ্যতীতি

বেদান্তমধ্যে কতকগুলি আখ্যায়িকা আছে। যথা—“যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিল।” “দৈবোদাসের পুত্র প্রতর্দন ইন্দ্রের প্রিয়তম ধামে (বৈজয়ন্ত পুরে) গমন করিয়াছিলেন।” “পৌত্রায়ণ জ্ঞানশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিতেন, বহু দান করিতেন, এবং তাঁহার গৃহে বহু অন্ন পাচিত হইত অর্থাৎ তিনি বহু লোককে ভোজন করাইতেন।” ইত্যাদি। বেদান্তপঠিত এই সকল আখ্যায়িকা সম্বন্ধে সংশয় এই যে, ঐ সকল আখ্যায়িকা কি পারিপ্লব-প্রয়োগার্থ* ? কিংবা সেই সকলের সন্নিধানে যে সকল উপাসনার উপদেশ আছে, সে সকলের বোধসৌকর্য্যার্থ ? (সুখবোধার্থ ?)। সংশয়ের পর পূর্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, ঐ সকল আখ্যায়িকা-শ্রুতি পারিপ্লবের নিমিত্ত অভিহিত। কারণ, পারিপ্লবে আখ্যান-

* বেদান্তপঠিতাখ্যায়িকা পারিপ্লবার্থা ন। কৃতঃ ? বিশেষিতত্বাৎ। যানি পারিপ্লবার্থানি তানি ন সমান্তেনাভিহিতানি, কিন্তু বিশেষণ। স বিশেষ্যো বেদান্তপঠিতাখ্যানেষু নান্তি। ততশ্চ তানি ন পারিপ্লবার্থানি।

বেদান্ত মধ্যে যে সকল আখ্যায়িকা আছে, সে সকল পারিপ্লব-প্রয়োজনে অভিহিত, এরূপ অবধারণ করিতে পার না। কারণ, পারিপ্লবার্থান এ সকল আখ্যান হইতে বিশিষ্ট। অর্থাৎ পারিপ্লবে যে যে উপাখ্যান পাঠ করিতে হয়, সে সকল নামনির্দেশপূর্বক সেই সেই স্থলে কথিত হইয়াছে।

* পারিপ্লব—অর্থমেধ যজ্ঞের একটি অঙ্গ। অর্থমেধ আরম্ভ হইলে। পর কএক দিন ধরিয়া ভোত্রগান ও আখ্যায়িকা পাঠ হইতে থাকে, এবং অষ্টান্ত অনুষ্ঠানও হয়। লিখিত আছে, পারিপ্লবের প্রথম দিনে বৈবস্বত যন্ত্র উপাখ্যান, দ্বিতীয় দিবসে বৈবস্বত যন্ত্র উপাখ্যান, তৃতীয় দিবসে বরুণের ও সূর্য্যের উপাখ্যান শুনিতে ও পড়িতে হয়। পুরোহিতেরা ঐ সকল উপাখ্যান পড়েন, যজ্ঞদীক্ষিত রাজা তাহা পুত্রামাত্যপরিবৃত হইয়া শ্রবণ করেন।

নসামান্তাং, অধ্যানপ্রয়োগস্ত চ পারিপ্লবে চোদিতত্বাৎ। ততশ্চ
বিদ্যাপ্রধানত্বং বেদান্তানাং ন স্তাৎ, মন্ত্রবৎ প্রয়োগশেষত্বা-
দিতি চেৎ, ন, কস্মাৎ? বিশেষিতত্বাৎ। তথা হি “পারি-
প্লবমাচক্ষীত” ইতি হি প্রকৃত্য “মনুর্কৈবস্বতো রাজা” ইত্যে-
বমাদীনি কানিচিদেবাখ্যানানি তত্র বিশেষ্যন্তে। আখ্যান-
সামান্তাৎ চেৎ সর্বগৃহীতিঃ স্তাৎ, অনর্থকমেবেদং বিশেষণং
ভবেৎ। তস্মান্ন পারিপ্লবার্থী এতা আখ্যানশ্রুতয়ঃ ॥ ৩৪।২৩॥

বাচ্যম্। দাশতরীষু প্রাতিস্থিকানাং বিনিয়োগানাং সমুদায়বিনিয়োগস্ত চ
তুল্যবলত্বাৎ, ইহ তু সন্নিধানাৎ শ্রুতৈর্কলীয়ত্বাৎ। তস্মাৎ পারিপ্লবার্থীভেবাখ্যা-
নানীতি প্রাপ্ত উচ্যতে। নৈবামাখ্যানানাং পারিপ্লবে বিনিয়োগঃ, কিন্তু
পারিপ্লবমাচক্ষীতেভ্যুপক্রম্য যাত্নাত্তানি—মনুর্কৈবস্বতো রাজেত্যাদীনি, তেষা-
মেব তত্র বিনিয়োগঃ। তাভ্যেব হি পারিপ্লবেন বিশেষিতানি। ইতরথা পারি-
প্লবে সর্বাণ্যামাখ্যানানীত্যেতাবতৈব গতত্বাৎ পারিপ্লবমাচক্ষীতেত্যানর্থকং স্তাৎ।
আখ্যানবিশেষকত্বে ত্বর্থবৎ। তস্মাদ্বিশেষণাত্তয়োঃ সর্বশব্দস্তুদপেক্ষঃ, ন
ত্বশেষবচনঃ। যথা সর্বো ব্রাহ্মণা ভোজয়িতব্য ইত্যত্র নিমন্ত্রিতাপেক্ষঃ সর্ব-
শব্দঃ ॥ ৩।৪।২৩ ॥

পাঠ করিবার বিধান দৃষ্ট হয়, এবং উদাহৃত বাক্যসম্বন্ধও আখ্যান। পূর্বপক্ষের
ফল এই যে, বেদান্তশাস্ত্র বিদ্যাপ্রধান নহে; পরন্তু কর্মপ্রধান। মন্ত্র যেমন
কস্মাচ্ছূর্তানের অঙ্গ, তেমনি, বেদান্তপঠিত আখ্যানগুলিও কস্মাঙ্গ। (অথমেধ
যজ্ঞের অঙ্গ)। এই পূর্বপক্ষের উত্তরপক্ষে বলা যায়, বেদান্তপঠিত আখ্যান
কস্মাঙ্গ নহে (পারিপ্লবার্থ নহে)। কারণ এই যে, পারিপ্লব-পাঠ্য আখ্যানের
বৈশেষ্য আছে। অর্থাৎ যাহা পারিপ্লবে পাঠ করিতে হইবে, তাহা সে স্থলে
নামোল্লেখ কথিত আছে। [তথা হি...শ্রুতয়ঃ] শ্রুতি প্রথমতঃ সামান্তাকারে
“পারিপ্লবমাচক্ষীত—ঋত্বিক্গণ যজ্ঞদীক্ষিত রাজাকে পারিপ্লব অর্থাৎ আখ্যান
শুনাইবেন” এইরূপ বলিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহারাই বলিয়াছেন, প্রথম
দিনে “রাজা বৈবস্বত মনু—” এই উপাখ্যান, দ্বিতীয় দিনে “যম বৈবস্বত—”
এই উপাখ্যান এবং তৃতীয় দিনে “বরুণ ও আদিত্য”—ইত্যাদি উপাখ্যান
বলিবেন ও শুনিবেন। এখন বিবেচনা কর, প্রথমে সামান্তাকারে বলিয়া পশ্চাৎ
বিশেষ করিয়া বলায় তদতিরিক্ত আখ্যানের নিষেধ হইতেছে কি-না। এও
আখ্যান, সেও আখ্যান, এই ভাবে যদি আখ্যান-সামান্তের গ্রহণ কর, তাহা
হইলে আখ্যানের ঐ সকল বিশেষণ ব্যর্থ হইবে। প্রথম দিনে “রাজা বৈবস্বত
মনুর আখ্যান” এরূপ বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব, উক্ত
বিশেষণের সামর্থ্য স্থির হইতেছে যে, বেদান্তকথিত আখ্যানিকা-শ্রুতি পারিপ্লবের
অঙ্গ নহে। ৩।৪।২৩ ॥

তথাচৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ৩ । ৪ । ২৪ ॥*

অসতি চ পারিগ্গবার্থত্বে আখ্যানানাং সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতি-
পাদনোপযোগিতৈব শ্রায্যা, একবাক্যতোপবন্ধনাৎ । তথা
হি তত্র তত্র সন্নিহিতাভির্বিদ্যাভিরেকবাক্যতা দৃশ্যতে, প্ররো-
চনোপযোগাৎ প্রতিপত্তিসৌকর্য্যোপযোগাচ্চ । মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে
তাবৎ “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদ্যয়া বিদ্যৈকবাক্যতা
দৃশ্যতে । প্রাতর্দনেহপি “প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা” ইত্যাদ্যয়া,
“জ্ঞানশ্রুতিঃ” ইত্যত্রাপি “বায়ুর্কীব সন্মর্গঃ” ইত্যাদ্যয়া । যথা
চ “স আত্মনো বপামুদখিদং” ইত্যেবমাদীনাং কল্পশ্রুতিগতা-

তথা চোপনিষদাখ্যানানাং বিদ্যাসম্মিতিরপ্রতিষ্পদী বিধেয়বাক্যতা
সোহরোদীদিত্যাদীনাং বিধেয়বাক্যত্বং গম্যতীতি সিদ্ধম্ । প্রতিপত্তি-

বেদান্তপটিত আখ্যায়িকা পারিগ্গবে প্রযোজ্য নহে, অর্থাৎ পারিগ্গব-পাঠ্য
নহে, ইহা হির হওয়ার অবশ্যই সে সকলকে নিকটোক্ত জ্ঞানাদির উপকারক
বলিয়া স্বীকার করা ধার্য্য হইবে । আখ্যায়িকাস্থ সমুদায় বাক্য উপক্রমাদির
সহিত মিলিত করিয়া অর্থাৎ একবাক্য করিয়া একই অর্থ গ্রহণ করা শ্রায্য ।
সেই সেই আখ্যায়িকার নিকটে যে যে বিদ্যা অভিহিত আছে, সেই সেই বিদ্যার
সহিত সেই সেই আখ্যায়িকার একবাক্যতা দেখাও যায় । প্রত্যেক আখ্যায়িকার
প্ররোচনার ও বোধনৌকর্য্যের উপযোগ আছে । (আখ্যায়িকার দ্বারা শ্রোতার
জ্ঞানবিষয়ে রুচি হইতে পারে, এবং জ্ঞেয় তত্ত্ব সহজে বুঝা যাইতে পারে) ।
[মৈত্রেয়ী...প্রবর্ত্তম্] মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে যে, যাজ্ঞবল্ক্যের আখ্যায়িকা অভিহিত
আছে, তাহার সহিত “আত্মাই দ্রষ্টব্য” ইত্যাদি জ্ঞানোপদেশের একবাক্যতা
দেখা যায় । ইন্দ্র ও প্রতর্দনের আখ্যায়িকার সহিত “আমিই প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা”
ইত্যাদি জ্ঞানের বা উপাসনার একবাক্যতা দেখা যায় । পৌত্রায়ণ জ্ঞানশ্রুতির
আখ্যানও “বায়ুই সন্মর্গ” ইত্যাদিবিধ সন্মর্গ উপাসনার সহিত একবাক্যতাপ্রাপ্ত
হয় । যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় “তিনি হোমের নিমিত্ত আপনার বপা (বুকমাংস)
উদ্ধৃত করিয়াছিলেন” ইত্যাদিবিধ কৰ্ম্মকাণ্ডীয় উপাখ্যান-শ্রুতির নিকটস্থ বিধির
স্তাবকতা অর্থ স্বীকৃত আছে, তেমনি, এখানেও—এই উত্তরমীমাংসাতেও, আখ্যান-

* একবাক্যতাপ্রযোজকনিমিত্তপরাপরাণাং সম্বন্ধদর্শনাদিত্যর্থঃ । আখ্যায়িকা হি বিদ্যা-
রামসুরাণাং জনয়তি হুথেন চ বোধমুৎপাদয়তীতি ভাবঃ ।

সেই সেই আখ্যান নিকটাবিহিত বিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া একার্থবোধক হয়, এই কথা
বলাই, শ্রায্য । কারণ, সেই সেই আখ্যানে বিদ্যাপ্রতিপাদনের উপযোগিতা বা সামর্থ্য থাকা দৃষ্ট
হয় । আখ্যায়িকার দ্বারা উপাসনার রুচি জন্মিতে পারে এবং তাহা সহজে হৃদয়গত হইতে পারে ।

নামাখ্যানানাং সম্বিহিতবিধিস্ত্যত্বাৎ, তদ্বৎ। তস্মান্ পারি-
প্লবার্থক্যম্ ॥ ৩। ৪। ২৪ ॥

অত এব চাগ্নীক্ষনাদ্যনপেক্ষা ॥ ৩। ৪। ২৫ ॥*

“পুরুষার্থোহতঃ শব্দাৎ” [বে० সূ० ৩। ৪। ১] ইত্যেতদ্ব্যবহিত-
মপি সম্ভবাৎ “অতঃ” ইতি পরামৃশ্যতে। অত এব চ বিদ্যায়াঃ
পুরুষার্থহেতুত্বাদগ্নীক্ষনাদীশ্রমকর্মাণি বিদ্যায়া স্বার্থসিদ্ধৌ না-
পেক্ষিতব্যানীতি আত্মশ্রৈবাধিকরণশ্চ ফলমুপসংহরত্যধিকবিব-
ক্ষয়া ॥ ৩। ৪। ২৫ ॥

সৌকর্যাচ্ছেতুপাখ্যানেন হি বালা অপ্যবধীয়ন্তে, যথা তত্রাখ্যায়িকয়েতি
॥ ৩। ৪। ২৪ ॥

বিদ্যায়াঃ ক্রত্বর্থহে সতি তয়া ক্রতুপকরণায় স্বকর্গায় ক্রতুরপেক্ষিতঃ।
তদভাবে কস্তোপকারো বিদ্যয়েতি। যদা তু পুরুষার্থী, তদা নানয়া ক্রতুরপে-
ক্ষিতঃ স্বকর্যো, নিরপেক্ষায়া এব তত্ভাঃ সামর্থ্যাৎ। অগ্নীক্ষনাদিনা চাশ্রম-
কর্মাণ্যুপলক্ষ্যন্তে। যথাহঃ—অগ্নীক্ষনাদীশ্রমকর্মাণি বিদ্যায়া স্বার্থসিদ্ধৌ
নাপেক্ষিতব্যানীতি। স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষিতব্যানি, ন তু পসিদ্ধাবিতি। এত-
চ্চাধিকমুপরিষ্টাৎক্যতে। তদ্বিবক্ষয়া চৈতৎ। এতৎপ্রয়োজনঞ্চ পূর্বতন-
শ্রাদিকরণশ্চেতুক্রম্ ॥ ৩। ৪। ২৫ ॥

অধিকবিবক্ষয়েতি যদুক্তং, তদধিকমাহ—

শ্রুতির সন্নিধি প্রদীষ্ট জ্ঞানের প্ররোচকতা ও বোধসৌকর্য্য অর্থ স্বীকৃত আছে।
এই সকল কারণেই বলিতেছি, বেদান্তপঠিত আখ্যানশ্রুতির পারিপ্লবার্থতা
নাই ॥ ৩। ৪। ২৪ ॥

কতিপয় সূত্রের পূর্বে যে “পুরুষার্থোহতঃ শব্দাৎ” সূত্র আছে, এখানে সেই
সূত্রের “অতঃ” শব্দ সম্ভব বলিয়া অনুসন্ধান বা আকর্ষণ করা হইয়াছে। অতঃ
শব্দের অর্থ সেই হেতু। যেহেতু বিদ্যাই পুরুষার্থের (মোক্শের) হেতু, সেই
হেতু, সাধক অগ্নীক্ষনাদি অর্থাৎ গার্হস্থ্যবিহিত কর্ম্মকলাপ বিদ্যাফল-নিশ্চয়বিসয়ে
অনপেক্ষ। আশ্রমবিহিত কর্ম্ম না করিলেও উপাসনাক্রমে মোক্ষ লব্ধ হইতে
পারে।) একথা পূর্বে বলা হয় নাই, সুতরাং এটা অধিক কথা। এই অধিক
কথাটা বলিবার জন্তই এই ২৫শ সূত্রটা বলা হইল। ইহা পূর্বের সেই পুরুষার্থ-
বিচারেরই ফল বা উপসংহার।

* অতএব বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বাদেব অগ্নীক্ষনাদীনামাশ্রমকর্মাণাং অনপেক্ষা নিমিত্ততা-
হত্বাৎ বিদ্যাফলসিদ্ধাবিতি যোদ্ধব্যম্।

যেহেতু বিদ্যাই পুরুষার্থের হেতু, সেই হেতু বিদ্যাফলে অগ্নি ও কাষ্ঠ প্রভৃতির অর্থাৎ আশ্রম-
কর্ম্মের (যজ্ঞাদির) নিমিত্ততা বা অপেক্ষা নাই।

সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥৩৪।২৬॥*

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে। কিং বিদ্যায়া অত্যন্তমেবানপেক্ষাশ্রমকৰ্ম্মণাম্? উতাস্তি কাচিদপেক্ষেতি। তত্র অত এবামীক্ষনাদীন্তাশ্রমকৰ্ম্মাণি বিদ্যায়াঃ স্বার্থসিকৌ নাপেক্ষ্যন্তে—ইত্যেবমত্যন্তমেবানপেক্ষায়াং প্রাপ্তয়ামিদমুচ্যতে—সর্বাপেক্ষা চেতি।

অপেক্ষতে চ বিদ্যা সর্বাপ্যশ্রমকৰ্ম্মাণি—নাত্যন্তমনপেক্ষেব। ননু বিরুদ্ধমিদং বচনম্—অপেক্ষতে চাশ্রমকৰ্ম্মাণি বিদ্যা, নাপে-

যথা স্বার্থসিকৌ নাপেক্ষ্যন্ত আশ্রমকৰ্ম্মাণি, এবমুৎপত্তাবপি নাপেক্ষেরম্মিত্তি শকা শ্রাৎ। ন চ বিবিদ্যিস্তি যজ্ঞেনত্যাদিবিরোধঃ। ন হ্যেব বিধিঃ, অপি তু বৰ্ত্তমানাপদেশঃ। স চ স্তত্যাপ্যাপপত্ততে। অপি চ, চতুঃ প্রতিপত্তয়ো ব্রহ্মণি। প্রথমা তাবদুপনিষদ্বাক্যশ্রবণমাত্রান্তবতি, যাং ক্রিলাচক্ষতে শ্রবণম্-ইতি। দ্বিতীয়া মীমাংসাসহিতা তস্মাদেবোপনিষদ্বাক্যাং, যমাচক্ষতে মননম্ ইতি। তৃতীয়া চিন্তাসন্ততিময়ী, বামাচক্ষতে নিদিধ্যাসনম্ ইতি।

বিদ্যা (জ্ঞান) কি কিছুমাত্র বা কোনও অংশে আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মের প্রতীক্ষা করে না? অথবা কোন কোন অংশে কৰ্ম্মের প্রতীক্ষা করে? এই চিন্তা (বিচার) এক্ষণে উপস্থিত হইতেছে। ২৫শ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যা আশ্রমবিহিত অগ্নীক্ষনাদি (তৎসাধ্য যাগযজ্ঞাদি) কৰ্ম্ম প্রতীক্ষা করে না, সে স্বয়ং অর্থাৎ অন্তরিতপেক্ষ হইয়াই মোক্ষফল প্রদব করে, সুতরাং পাওয়া গেল, বুঝা গেল, বিদ্যা অল্পমাত্রও কৰ্ম্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে না। প্রসঙ্গক্রমে কৰ্ম্মের উক্তরূপ আত্যন্তিক অনপেক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার সংশোধনার্থ ২৬শ সূত্র বলা হইল।

২৬শ সূত্রে বলা হইতেছে যে, বিদ্যাকল মোক্ষ, তদ্বিনয়ে কৰ্ম্মের অপেক্ষা না থাকুক, বিদ্যার উপস্থিতিতে কৰ্ম্মের অপেক্ষা অর্থাৎ নিমিত্ততা নিশ্চয়ই আছে। বিদ্যা যে একবারেই কৰ্ম্মানপেক্ষ, তাহা নহে।

[ননু...ঞতে:] বলিতে পার যে, একবার বলিলে বিদ্যা আশ্রমকৰ্ম্ম প্রতীক্ষা করে না, আবার বলিতেছ, আশ্রমোক্ত সমুদায় কৰ্ম্ম প্রতীক্ষা করে, এ বিরুদ্ধ কথা বলিবার প্রয়োজন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, উহা বিরুদ্ধ নহে, এবং বলিবার

* প্রকারান্তরেণাপেক্ষাতীত্যাহ সর্কেতি। যজ্ঞাদিশ্রুতঃ যজ্ঞেন বিবিদ্যিস্তীতি শ্রবণাৎ বিদ্যায়াঃ সর্বাপেক্ষা সর্কেবামাশ্রমকৰ্ম্মণাং নিমিত্তভাবোহন্তীতি বোলনীয়ম্। অথবদিত্তি বৃষ্টান্তঃ। অথো যথা যোগ্যতাবশাৎ রথ এব ব্রজাতে, নতু লাল্লাল্যাকর্ষণে, তথাশ্রমকৰ্ম্মাণ্যপি বিদ্যাকলনিপ্পত্তয়ে নাপেক্ষ্যন্তে, কিন্তু বিনোৎপত্তাবপেক্ষ্যন্তে।

প্রকারান্তরে সমুদায় আশ্রমকৰ্ম্মের অপেক্ষাতাব আছে, অর্থাৎ জ্ঞানফল মোক্ষে আশ্রমকৰ্ম্মের উপযোগ না থাকুক, জ্ঞানের উপস্থিতিতে সে সকলের উপযোগ আছে। যেমন রথবাহনাদি কার্যেই অশ্বের অপেক্ষা বা উপযুক্ততা, লাল্লাল্যাকর্ষণাদি কার্যে নহে, সেইরূপ।

ক্ষতে চেতি । নেতি ক্রমঃ । উৎপত্তা হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং
প্রতি ন কিঞ্চিদনুদপেক্ষতে, উৎপত্তিঃ প্রতি স্বপেক্ষতে ।
কুতঃ ? যজ্ঞাদিশ্রুতঃ । তথা হি শ্রুতিঃ “তমেতং বেদানুবচ-
নেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন”
ইতি যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধনভাবং দর্শয়তি । বিবিদিষাসংঘো-
গাচ্চৈষাণুৎপত্তিসাধনভাবোহবসীয়তে । “অথ যৎ যজ্ঞ ইত্যা-
চক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ” ইত্যত্র চ বিদ্যাসাধনভূতশ্চ
ব্রহ্মচর্য্যশ্চ যজ্ঞাদিভিঃ সংস্রবাদ্ যজ্ঞাদীনামপি সাধনভাবঃ
সূচ্যতে ।

চতুর্থী সাক্ষাৎকারবতী বৃত্তিরূপা । নাস্তরীয়কং হি তত্ত্বাঃ কৈবল্যম্” ইতি ।
তত্রাণ্ডে তাবৎ প্রতিপত্তী বিদিতপদতদর্থশ্চ বিদিতবাক্যগতিগোচরত্বায়শ্চ চ
পুংস উপপত্ত্বতে এবেতি ন তত্র কৰ্ম্মাপেক্ষা । তে এব চ চিস্তাময়ীং তৃতীয়াং
প্রতিপত্তিঃ প্রসূবাত্তে ইতি ন তত্রাপি কৰ্ম্মাপেক্ষা । সা চাদরনৈরন্তর্য্যাদৌ-
কালসেবিতা সাক্ষাৎকারবতীমাধস্ত এব প্রতিপত্তিঃ চতুর্থীম্, ইতি ন তত্রাপ্যন্তি
কৰ্ম্মাপেক্ষা । তন্নাস্তরীয়কঞ্চ কৈবল্যম্, ইতি ন তত্রাপি কৰ্ম্মাপেক্ষা । তদেবং
প্রমাণতঃ প্রমেয়ত উৎপত্তৌ চ কার্য্যে চ ন জ্ঞানশ্চ কৰ্ম্মাপেক্ষেতি বীজং
শকায়াঃ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।

উৎপত্তৌ জ্ঞানশ্চ কৰ্ম্মাপেক্ষা বিদ্বতে বিবিদিষোৎপাদদ্বারা, “বিবিদিশস্তি

প্রয়োজনং আছে । বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিলে তখন তাহা ফল দিবার জন্ত অথ
কাহারও সহায়তা প্রতীক্ষা করে না, পরন্তু তাহা জন্মিতে অর্থাৎ জ্ঞানের
উৎপত্তির প্রতি কার্যের অপেক্ষা (নিমিত্তভাব) আছে । এ কথা যজ্ঞাদি-শ্রুতিও
বলিয়াছেন । [তথা হি...এবম্যত্বা] যজ্ঞশ্রুতি যথা—“ব্রাহ্মণগণ সেই এই
পরমাত্মাকে বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান, তপস্তা ও অনাশক অর্থাৎ সন্ন্যাস, এই
সকলের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন ।” এই শ্রুতি আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকে
জ্ঞানের সাধন (কাষ্ঠ ঘেমন পাকনিষ্পত্তির সাধন, উপায়, জ্ঞাননিষ্পত্তির প্রতি
যজ্ঞাদিও সেইরূপ সাধন) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । “বিবিদিশস্তি”—জ্ঞানিতে
ইচ্ছা করেন, এই বাক্যে যে বিবিদিষা (জ্ঞানেচ্ছা—জানিবার ইচ্ছা) এই একটা
কথা আছে, সেই কথাতেই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের সাধনভাব
অবধারিত হয় । “যাহা যজ্ঞ, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য” ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানসাধন
ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যজ্ঞের সমাহার (অভেদ কথন) ও স্তুতি করা হইয়াছে ।
তাহাতেও যজ্ঞাদির বিদ্যোপকারিতা প্রকারান্তরে রলা হইয়াছে । “সমুদায় বেদ
যে প্রাপনীয় বস্তু বলে, প্রতিপাদন করে, সমুদায় তপস্তা বাহাকে বলে, লক্ষ্য করে,

“সর্বৈ বেদা যৎ পদমামনস্তি, তপাংসি সৰ্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি, তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যেহ ॥”

ইত্যেবমাত্মা চ ঐতিরাশ্রমকৰ্ম্মণাং বিদ্যাসাধনভাবং
সূচয়তি । স্মৃতিরপি—

“কষায়পত্তিঃ কৰ্ম্মাণি জ্ঞানন্তু পরমা গতিঃ ।

কষায়ে কৰ্ম্মভিঃ পকে ততো জ্ঞানং প্রবর্ততে ॥”

ইত্যেবমাদ্যা । অশ্ববদিতি যোগ্যতানিদর্শনম্ । যথা যোগ্যতা-
বশেনাশ্বো ন লাঙ্গলাকর্ষণে যুজ্যতে, রথচর্য্যায়াস্তু যুজ্যতে,

যজ্ঞেন” ইতি প্রতেঃ । ন চেদং বর্তমানাপদেশত্বাৎ স্মৃতিমাত্রম্, অপূৰ্ণবাদর্থম্,
যথা “যশ্চ পৰ্ণময়ী জুহুৰ্ভবতি” ইতি পৰ্ণময়তাবিধিরপূৰ্ণত্বাৎ, ন হয়ং বর্তমানাপদেশঃ,
অনুবাদানুপপত্তেঃ । তস্মাদনুপপত্তৌ বিত্যা শমাদিবং কৰ্ম্মাণ্যপেক্ষ্যন্তে ।
তত্রাপ্যেব বিদিতি বিত্যানুপপত্ত্যপেক্ষাগাদন্তরঙ্গাণি বিত্যাংপাদে শমাদীনি বহিরঙ্গানি
কৰ্ম্মাণি বিবিদিষ্যসংযোগাৎ । তথা হাশ্রমবিহিত-নিত্যকৰ্ম্মাচরণানাকৰ্ম্মসমুৎ-
পাদস্তুতঃ পাপা বিলীয়তে । স হি তদ্বতোহনিত্যাশুচিহ্নঃখানান্নানি সংসারে
সতি নিত্যশুচিস্থপাদিলক্ষণেন বিভ্রমেণ মলিনয়তি চিত্তসত্ত্বম্, অধৰ্ম্মনিবন্ধনত্বাৎ
বিভ্রমাণাম্ । অতঃ পাপানুঃ প্রক্ষয়ে প্রত্যক্ষোপপত্তিবারাপাবরণে সতি প্রত্যক্ষো-
পপত্তিভ্যাং সংসারস্ত তাস্বিকীমনিত্যাশুচিহ্নঃখরূপতামপ্রত্যাঃ বিনিশ্চিনোতি ।
ততোহস্মিন্ননভিরতিসংজ্ঞং বৈরাগ্যমুপজায়তে । ততস্তজ্জিহ্বাসাহস্রোপাবর্ততে ।
ততো হানোপায়ং পর্য্যেযতে । পর্য্যেযমাণশ্চাত্ত্বজ্ঞানমন্তোপায় ইতি
শাস্ত্রাদাচার্য্যবচনাচ্চোপশ্রুত্যা তজ্জিজ্ঞাসত ইতি বিবিদিষোপহারমুখেনাস্ত্র-
জ্ঞানোৎপত্তাবস্তি কৰ্ম্মণামুপযোগঃ । বিবিদিষুঃ খলু যুক্ত একাগ্রতয়া শ্রবণমনেন
কর্ত্ত্বমুৎসহতে । ততোহস্ত তত্ত্বমসীতি বাক্যগ্নিকিচিকিৎস-জ্ঞানমুৎপত্ততে ।
ন চ নিকিচিকিৎসং তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থমবধারণতঃ কৰ্ম্মণ্যধিকারোহস্তি, যেন
ভাবনায়ং বা ভাবনাকার্য্যে বা সংক্ষাৎকারে কৰ্ম্মণামুপযোগঃ । এতেন
বৃত্তিরূপসংক্ষাৎকারকার্য্যোহপবর্গে কৰ্ম্মণামুপযোগো দূরনিরন্তো বেদিতব্যঃ ।

যাহা পাইবার ইচ্ছায় লোকে কঠোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই পদ
অর্থাৎ প্রাপনীয় বস্তুটা কি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা “ওম্” (প্রণব অর্থাৎ
ব্রহ্ম) । এ সকল ঐতিহ্যেও আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মের বিত্যানুপপত্তি সূচিত হইয়াছে ।
স্মৃতিও বলিয়াছেন, যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । যথা—“কৰ্ম্ম
সকল পাপপাচক অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক পাপের নাশক এবং জ্ঞানই
পরমা গতি । কৰ্ম্মের দ্বারা কষায় অর্থাৎ পাপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে (দগ্ধ
হইলে) তৎপরে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞান আশ্রয়লাভ করে বা মোক্ষফল দিতে
উন্মুখ হয় ।” [অথ...ইতি] হুত্রস্থ “অন্ববৎ” শব্দটা দৃষ্টান্তভাবে কথিত, এবং
তাহা যোগ্যতা অংশে নির্দিষ্ট । যোগ্যযোগ্য বিচার সর্বত্রই আছে । যোগ্য নহে

এবমাত্মকশ্রমাণি বিদ্যায়া ফলসিদ্ধৌ নাপেক্ষ্যন্তে, উৎপত্তৌ
ত্বপেক্ষ্যন্ত ইতি ॥ ৩।৪।২৬ ॥

শমদমাদ্ব্যপেতঃ স্মাত্তথাপি তু তদ্বিধেষুদঙ্গ-

তয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥৩।৪।২৭॥*

যদি কশ্চিন্মন্তেত, ন যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধনভাবো
ন্যায্যঃ, বিধ্যভাবাৎ। “যজ্ঞেন বিবিদ্যন্তি” ইত্যেবমাদিকা হি
শ্রুতিরনুবাদস্বরূপা বিদ্যাস্তুতিপরা, ন যজ্ঞাদিবিধিপরা। ইথং

তস্মাদ্ ষষ্ঠেব শমদমাদয়ো যাবজ্জীবমনুবর্তন্তে, এবমাত্মকশ্রমপৌত্যসমীক্ষিতা-
ভিধানং, বিদুষত্ত্বানধিকারাদিত্যুক্তম্। দৃষ্টার্থেষু তু কশ্চ স্ম প্রতিষিদ্ধবজ্জ-
মনধিকারেহ্যসক্তস্ত স্বারসিকী প্রবৃত্তিরূপপণ্ডিত এব। ন হি তত্রাষয়ব্যতিরেক-
সমধিগমনীয়কলেহস্তি বিধ্যপেক্ষা। অতশ্চ ভ্রান্ত্যা চৈল্লৌকিকং কশ্চ বৈদ্বিকঞ্চ,
তথাস্ত ত ইতি প্রলাপঃ। শমদমাদীনাং বিজ্ঞোৎপাদায়োপাত্তানামুপরিষ্টা-
বস্থাভাবাবাদনপেক্ষিতানামপানুভূতিঃ। উপপাদিতকৈতদস্মাভিঃ প্রথমমু-
ইতি নেহ পুনঃ প্রত্যয়াতে। তস্মাদ্বিবিদ্যোৎপাদদ্বারাশ্রমকশ্রমাং বিজ্ঞোৎ-
পত্তারূপযোগে ন বিজ্ঞাকার্য্য ইতি সিদ্ধম্। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ৩।৪।২৬ ॥

[জ্ঞানোৎপত্তৌ বহিরঙ্গমুক্তা। তদ্বৈবাস্তরঙ্গমুপদিশতি—শমাদীতি। তত্র
ব্যাবর্ত্যাপেক্ষামাহ। যদিতি। বিজ্ঞাস্তাবকভেদোপা সন্তব্যত্বার্থবশে বর্তমান-
তাভঙ্গেন বিধিকল্পনমযুক্তং, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ, অতঃ শব্দমাত্রলভ্যা বিজ্ঞেতি

বলিয়া লোকে অথকে লাঙ্গলাকর্ষণে নিযুক্ত করে না, কিন্তু রথচর্যাগাদি কার্য্যে
নিযুক্ত করে। সেইরূপ আশ্রমকশ্রম ও বিদ্যা-ফল মোক্ষনিপত্তির উপযোগী না
হইলেও বিজ্ঞাজ্ঞানের উপযোগী হয় ॥ ৩।৪।২৬ ॥

যদি কেহ মনে করেন বা ভাবেন, যজ্ঞাদি কশ্রমকে বিজ্ঞা-সাধন বলা ত্রায়সঙ্গত
নহে; কারণ, জ্ঞানার্থ যজ্ঞাদি কশ্রমের বিধান দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ সে বিষয়ে
বিধিশ্রুতি নাই। “যজ্ঞেন বিবিদ্যন্তি”—যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন”
এ সকল শ্রুতি অনুবাদরূপা; সুতরাং জ্ঞানের স্তুতিতে বা প্রশংসাতেই এই সকল

* ভূঃ শব্দানিয়ার্থঃ। যজ্ঞপি বিধিশ্রুতিনির্ভতি, তথাপি শমদমাদ্ব্যপেতঃ স্মাদিতি
বিধানাৎ তদ্রূপকারকভেদাশ্রমকশ্রমপাণি বিধিঃ কল্প্য ইতি নৃত্যার্থঃ।

“বিবিদ্যন্তি” পদটী বিধিবিভক্তিবৃত্ত নহে সত্য; পরন্তু বিধিবিভক্তিবৃত্ত না হইলেও তাহার
অর্থের অপূর্ণতা আছে। অপূর্ণতা থাকতেই এই বাক্যে কল্পিত বিধি স্বীকৃত হয়।
জ্ঞানার্থ শমদমাদিযুক্ত হইবেক, এইরূপ বিধান নিষ্পন্ন হয়। অপিচ, উক্ত বিধানের বলেই
আশ্রমকশ্রমের বিধান সিদ্ধ হয়। কেননা, শমদমাদির সাধন কর্ত্ত, সেইজন্য অবশ্য্যানুষ্ঠেয়
(তাব্যানুবাদ দেখ)।

মহাভাগা বিদ্যা, যৎ যজ্ঞাদিভিরেবৈতামবাপ্তুমিচ্ছন্তীতি ।
তথাপি তু শমদমাধ্যপেতঃ স্মাদ্বিদ্যার্থী, “তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো
দাস্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাভ্যন্তেবাত্মানং পশ্যতি”
ইতি বিদ্যাসাধনত্বেন শমদমাদীনাং বিধানাং বিহিতানা-
কাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ । নন্বত্রাপি শমাধ্যপেতো ভূত্বা পশ্যতীতি
বর্তমানাপদেশ উপলভ্যতে, ন বিধিঃ । নেতি ক্রমঃ । তস্মা-
দিতি প্রকৃতপ্রশংসাপরিগ্রহাদ্বিধিস্বপ্রতীতেঃ । পশ্যেদিতি চ
মাধ্যন্দিনা বিস্পষ্টমেব বিধিমধীয়তে । তস্মাদযজ্ঞাদ্যনপেক্ষা-

ভাবঃ । এবং তবাভিপ্রায়েহপি হেতুস্তরমবশ্রমমুষ্ঠেয়ং, ন শমদাত্মলভ্যা
বিবেতি, সূত্রযোজনয়া পরিহরতি—তথাপি ইতি । বিবিদিষাবাক্যতুল্যতয়া
শমাদিবাক্যস্ত নাস্তি বিধিপর্যন্তেতি শব্দে—নষিতি । যস্মাদেবমাত্মানং
বিদিত্বা পাপেন কৰ্ম্মণা ন লিপ্যতে, তস্মাদেবং বিদ্যার্থী শমাধ্যপেতো ভূত্বা
নিচরেদিতি গম্যতে বিধিরিত্যাহ—নেতীতি । বিধ্যভাবে তৎপ্রশংসাবৈঘর্য্যা-
দুক্তবিধিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । কাষপাঠে বিধিমুক্তা মাধ্যন্দিনপাঠে বিধ্যভাবশঙ্কাপি
নাস্তীত্যাহ—পশ্যেদিতি চেতি । বিধিফলমাহ তস্মাদিতি । যজ্ঞাদীনামসাধন-

শ্রুতির তাৎপর্য্য ; সূত্রায় ঐ নকল শ্রুতির দ্বারা যজ্ঞাদির বিধান নিষ্পন্ন হয় না ।
“জ্ঞান এমন উৎকৃষ্ট যে লোকে কায়ক্রেশাদিসাধ্য যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের দ্বারাও তাহা
পাইবার ইচ্ছা করে ।” এইরূপ প্রশংসা মাত্র উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্যো পাওয়া যায়
বা লব্ধ হয়, ইহা সত্য বটে ; তথাপি, অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতি না থাকিলেও,
জ্ঞানার্থী শমদমাদিযুক্ত হইবেন, এইরূপ বিধান থাকায় এবং বিহিত কৰ্ম্মের
অবশ্যানুষ্ঠেয়তা থাকায় অবাস্তর বাক্যের ভেদ স্বীকারপূর্ব্বক জ্ঞানের উদ্দেশে
যজ্ঞাদিকার্য্যের বিধান স্বীকৃত হইতে পারে । [নন্বত্রাপি...শ্রুতেরেব] যদি
বল, শমদমাদি বিষয়েও “শমদমাদিবিশিষ্ট হইয়া আত্মদর্শন করিতেছে” এইরূপ
বর্তমান প্রয়োগ আছে, বিধিপ্রয়োগ নাই, তদন্তরে আগরা বলিব, তাহা নহে ।
স্পষ্ট বিধিপ্রয়োগ না থাকিলেও তৎকাক্যের উপক্রমে “তস্মাৎ” শব্দ থাকায় তদ্বারা
প্রস্তাবিত পদার্থের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং সেই যোগ্য প্রশংসার বলেই
শমদমাদির বিধান নিষ্পন্ন হইয়াছে । (“যচ্চ স্তু যতে তদ্বিধীয়তে”—যাহার স্তুতি
বা প্রশংসা, তাহা যদি পূর্ব্বপ্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ অনুবাদাত্মক না হয়, তাহা হইলে
বৃদ্ধিতে হইবে, সেই প্রশংসার দ্বারাই তাহার বিধান হইয়াছে ।) যজুর্বেদীয়
মাধ্যন্দিনী শাখীরা “পশ্যেৎ—দর্শন করিবেক” এইরূপ বিস্পষ্ট বিধিপাঠ অধ্যয়ন
করিয়া থাকেন । অতএব, উক্ত শ্রুতিতে যেমন আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে যজ্ঞাদির
অপেক্ষা অর্থাৎ নিমিত্তভাব প্রতীত না হইলেও শমদমাদির অপেক্ষা (নিমিত্তভাব)

য়ামপি শমাদীন্তপেক্ষিতব্যানি । যজ্ঞাদীন্তপি ত্বপেক্ষিতব্যানি
যজ্ঞাদিশ্রুতেরেব ।

ননুক্তং যজ্ঞাদিভির্বিবিদ্যন্তি ইত্যত্র ন বিধিরূপলভ্যত-
ইতি । সত্যমুক্তম্ । তথাপি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ সংযোগস্ত বিধিঃ
পরিকল্প্যতে । ন হুয়ং যজ্ঞাদীনাং বিবিদ্যাসম্বন্ধঃ পূর্ব্বং
প্রাপ্তো যেনানুদ্যেত । “তস্মাৎ পুষা প্রপিষ্টভাগোহদন্তকো
হি” ইত্যেবমাদিষু চাশ্রুতবিধিকেষুপি বাক্যেষুপূর্ব্বত্বাদ্বিধিঃ
পরিকল্প্য “পৌষং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েত” ইত্যাদিবিচারঃ
প্রথমে তন্ত্রে প্রবর্তিতঃ । তথা চোক্তং “বিধির্বা ধারণবৎ”
ইত্যত্র । স্মৃতিষুপি ভগবদগীতাদ্যাস্থ অনতিসম্ভাৱ্য ফলমমুষ্টি-

ত্বশঙ্কামাপাততোহভ্যুপেত্য সাধনাস্তরাপেক্ষাক্ষোদানীং তদসাধনত্বশঙ্কাপি
ন যুক্তেত্যাহ—যজ্ঞাদীনীতি ।

উক্তং স্মারয়িত্বা পরিহরতি—নষিত্যাদিনা । সংযোগস্তাপূর্ব্ববত্বমেব
স্পষ্টয়তি—নহীতি । ইত্যপি মহাবাক্যরহস্যানুযোগ্যাপূর্ব্বার্থবিধিরবাস্তব-
বাক্যেন ক্রিয়তে, ন তত্র বাক্যভেদো দোষ ইত্যত্র পূর্ব্বত্বসম্মতিমাহ—
তস্মাদিতি । দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রুতং ‘তস্মাৎপুষা’ ইত্যাদি । তত্র পুষঃ
প্রপিষ্টদ্রব্যসম্বন্ধঃ সামাসিকঃ, ন চ পুষা দেবতা, পিষ্টভাগো দ্রব্যং দর্শপূর্ণমাসয়োঃস্তু,
তেন তদেকবাক্যতাযোগাৎ কালত্রয়াস্পষ্টদ্রব্যদেবতাসম্বন্ধস্থাবিনাভাবেন যাগ-
বিধ্যাপস্থাপকত্বং ব্যবহারসিদ্ধয়ে বিধিপদমধ্যাহৃত্য প্রকরণাত্মকর্ষণে পুষোদ্দেশেন
পিষ্টভাগঃ কৰ্ত্তব্য ইতি বিকৃতৌ সম্বন্ধঃ ‘পৌষং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েতা-
চোদনা প্রকৃতৌ’ [জৈঃ সূঃ] ইত্যত্র বিচারিত ইত্যর্থঃ । অবাস্তববাক্য-
ভেদেন সূত্ররূপাণি স্বীকৃতো বিদ্যিরিত্যাহ—তথা চেতি । স্মৃত্যনুসারেণাপ্যবাস্তব-
বাক্যস্ত বিধায়কত্বং বাচ্যমিত্যাহ—স্মৃতিষিতি । কস্মিণাং জ্ঞানোৎ-

প্রতীত হয়, তেমনি, যজ্ঞাদি শ্রুতিতেও (“যজ্ঞেন বিবিদ্যন্তি” এই বাক্যে) যজ্ঞা-
দির নিমিত্তভাব (জ্ঞানের প্রতি কারণভাব) প্রতীত হয় ।

[ননুক্তং...প্রপঞ্চিতম্) “যজ্ঞাদির দ্বারা জানিতে ইচ্ছুক হইতেছে” এইরূপ
বর্তমান প্রয়োগ আছে, “জানিবেক” এরূপ স্পষ্ট বিধিপ্রয়োগ নাই সত্য ; না
থাকিলেও যজ্ঞাদির সহিত বিবিদ্যার সম্বন্ধ পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া ঐ প্রয়োগেই
(ঐ শব্দে বা ঐ বর্তমান প্রয়োগে) বিধির কল্পনা করা হয় । (পশুতি-পাঠকে
পশ্চেৎ-পাঠে পরিণামিত করা হয়) উক্ত বাক্যে যজ্ঞাদির সহিত বিবিদ্যার যে
সম্বন্ধ বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় নাই, সে জন্ত ঐ বাক্য
অনুবাদাত্মক নহে । “যেহেতু দন্তহীন, সেই হেতু পুষা (সূর্য্যদেবতা) পিষ্টভাগী”
ইত্যাদি বাক্যে বিধি শ্রবণ না থাকিলেও অপূর্ব্বতাদৃষ্টে:বিধির পরিকল্পনা করিতে,

তানি যজ্ঞাদীনি যুমুকোজ্ঞানসাধনানি ভবন্তীতি প্রপঞ্চিতম্ ।
তস্মাদ্যজ্ঞাদীনি শমাদীনি চ যথাক্রমং সৰ্বাণ্যেবাক্রমকৰ্ম্মাণি
বিদ্যোৎপত্তাবপেক্ষিতব্যানি । তত্রাপ্যেবম্বিদিতি বিদ্যাসংযোগাৎ
প্রত্যসন্মানি বিদ্যাসাধনানি শমাদীনি, বিবিদিষাসংযোগাত্
বাহানীতরাণি যজ্ঞাদীনীতি বিবেক্তব্যম্ ॥ ৩।৪।২৭ ॥

সৰ্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে

তদর্শনাৎ ॥৩।৪।২৮॥*

প্রাণসম্বাদে ক্রয়তে ছন্দোগানাং “ন হ বা এবংবিদ কিঞ্চ-
নানম্ ভবতি” ইতি । তথা বাজসনেয়িনাং “ন হ বা অস্থানম্

পত্তিহেতুহে ঐতিশ্চুতিভায়াসিদ্ধে ফলিতমাহ তস্মাদ্ ইতি । যজ্ঞাদীনামপি
ঐতিশ্চুতিভায়েভ্যোহুত্বেষেহে শমাদীনাম্ তেভ্যোবিশেষাভাবাৎ যাবদ্বিদ্যোদয়ম-
বিশেষণোহুষ্ঠানং স্মৃতিভাষ্যাকাং—তত্রাপীতি ॥ ৩।৪।২৭ ॥ ইত্যনন্দগিরিঃ ।]

প্রাণসংবাদে সৰ্বেন্দ্রিয়প্রাণাৎ ক্রয়তে । এষ কিল বিচারবিষয়ঃ । সৰ্বানি খলু

হয়, এইরূপ একটি বিচার ও সিদ্ধান্ত পূৰ্ব্বমীমাংসার “পৌঞ্চ্য পেষণং বিকৃতৌ প্রতী-
য়েত—” ইত্যাদি সূত্রে প্রবর্তিত হইতে দেখা যায় । এ সকল কথা এতৎ
তন্ত্বেও “বিধিৰ্কা—”সূত্রে বলা হইয়াছে । ভগবদ্বীতা প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থেও
“ফলাহুসন্ধান না করিয়া যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম করিলে সে সকল যুমুকর সম্বন্ধে
জ্ঞানের উপকারক হয়” ইত্যাদি ক্রমে প্রপঞ্চিত (বিস্তৃতরূপে বর্ণিত)
হইয়াছে । [তস্মাদ্...বিবেক্তব্যম্] অতএব জ্ঞানোত্তির প্রতি সেই
সেই আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদির ও শমদমাদির নিমিত্তভাব আছে, ইহা সহজেই
বোধগম্য হয় । তন্মধ্যে শমদমাদি বিদ্যোৎপত্তির অন্তরঙ্গ সাধন ও বাহ্য যজ্ঞাদি
তাহার বহিরঙ্গ উপায় ॥ ৩।৪।২৭ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণসংবাদ সন্দর্ভে শুনা যায় “যে এইরূপ জানে

* সৰ্বান্নানুমতিশ্চ । প্রাণবিদঃ সৰ্বভক্ষাতামুজ্ঞানং স্তুত্যাংমেব । বিধায়কশক্তা-
বান্ন তৎ উপাসনাজ্ঞেন নানাদিবং বিধীয়ত ইতি ভাবঃ । প্রাণাত্যয়ে প্রাণবিনাশরূপাত্মানপি
ভক্ষ্যভক্ষ্যবিচারপরিভাগেন সৰ্বমেবান্নমদনীয়েভেনান্নানুজ্ঞায়তে, ন তু তৎ স্বহাবস্থায় ।
তদর্শনাৎ চাক্রায়ণঞ্চ যবে: কষ্টায়ামেবাবস্থায়ঃ অভক্ষ্যান্নভক্ষণদর্শনাদিতি ভাবঃ ।

অতি যে বলিয়াছেন, প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার নাই, সমস্তই তাহার অন্তর্ভুক্ত
ভক্ষ, তাহা তাহারই সার্বকালিক নহে । এ অনুমতি কেবল প্রাণসঙ্কট কালের জন্য ।
জ্ঞানী হউক, অজ্ঞানী হউক, সকলেই প্রাণসঙ্কটকালে ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার না করিয়া প্রাণধারণোপকৃত্ত
ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে পারে । এ সম্বন্ধে চাক্রায়ণ ধর্ম্মের আখ্যানই প্রমাণ । চাক্রায়ণ বিপদ-
কালে হৃৎপিণ্ডের উজ্জিষ্টার ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপশ্চাৎ পানীর পান করেন নাই ।
না করিবার কারণ, তাহা তাহার দুলভ নহে ।

জঙ্ঘং ভবতি, নানন্নং প্রতিগৃহীতং” ইতি । সৰ্ব্বমশ্বাদনীয়মেব ভবতীত্যর্থঃ । কিমিদং সৰ্ব্বান্নানুজ্ঞানং শমাদিবদ্বিদ্ভ্যাক্ষং বিধীয়তে ? উত স্তত্যর্থং সঙ্কীৰ্ত্যতে ? ইতি সংশয়ে বিধিরিতি তাবৎ প্রাপ্তম্ । তথা হি প্রবৃত্তিবিশেষকর উপদেশো ভবতি । অতঃ প্রাণবিদ্যাসম্মিধানাত্তদঙ্গত্বেনেয়ং নিয়মনিবৃত্তিরূপদিচ্ছতে । নন্থেবং সতি ভক্ষ্যভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রব্যবহাতঃ স্মৃতিঃ । নৈষ দোষঃ । সামান্ত্র-বিশেষভাবাদ্বাধোপপত্তেঃ । যথা প্রাণিহিংসাপ্রতিষেধস্ত পশু-সংজ্ঞপনবিধিনা বাধঃ, যথা চ “ন কাঞ্চন পরিহরেত্তদ ব্রতম্”

বাগাদৌত্তরজিত্য প্রাণো মুখ্য উবাচৈতানি, কিং মেহং ভবিষ্যতীতি, তানি হোচুঃ । যদিদং লোকেহম্মা চ স্তব্য আ চ শকুনিভ্যঃ সৰ্ব্বপ্রাণিনাং যদন্নং তত্ত্বান্নমিতি । তদনেন সন্ধৰ্ত্তেণ প্রাণস্ত সৰ্ব্বমন্নমিত্যুচ্চিন্তনং বিধায়াহ ঋতিঃ, ন হ বা এবংবিদঃ কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি । সৰ্ব্বং প্রাণস্তান্নমিত্যেবং বিদিতং কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি । তত্র সংশয়ঃ । কিমেতৎ সৰ্ব্বান্নানুজ্ঞানং শমাদিবদেতদ্বিদ্ভ্যাক্ষতয়া বিধীয়তে ? উত স্তত্যর্থং সঙ্কীৰ্ত্যতে ইতি । তত্র যত্নপি ভবতীতি বৰ্ত্তমানাপদেশান্ন বিধিঃ প্রতীয়তে, তথাপি যথা, যস্ত পৰ্ণময়ী জুহু-ভবতীতি বৰ্ত্তমানাপদেশাদপি পলাশময়ীত্ববিধিপ্রতিপত্তিঃ পঞ্চমলকারপত্যা, তথেষাপি প্রবৃত্তিবিশেষকরতালাভে বিধিপ্রতিপত্তিঃ । স্ততো হৃদ্বাদমাত্রং,

অর্থাৎ যে কথিত প্রকারে প্রাণোপাসক হয়, তাহার সম্বন্ধে কোনও কিছু অনন্ন হয় না । সমস্তই তাহার অন্ন (ভক্ষ্য) ।” এ কথা বাক্সনেন্দ্রীয় শাখাতেও আছে । যথা—“ইহার (এই প্রাণোপাসকের) ভক্ষিত অনন্ন নহে, ইহার গৃহীত বস্তু অনন্ন নহে ।” ফলিতার্থ—সমস্তই তাহার ভক্ষ্য । প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার নাই । [কিমিদং...দিচ্ছতে] প্রদর্শিত ঋতিষ্ম ভক্ষ্যভক্ষ্য ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া প্রাণোপাসকে সৰ্বভক্ষক হইতে উপদেশ করিয়াছেন । এতদৃষ্টে সংশয় হয়, ঐ সৰ্বভক্ষকতা কি উপাসনার অঙ্গ ? না শমদমাদি অঙ্গের উপকারক ? কিংবা উহা স্ততিমাত্র ? সংশয়ের প্রথম কোচীতে পাওয়া যায়, উহা বিধি অর্থাৎ উক্ত বাক্যে সৰ্বভক্ষ্যতা প্রাণোপাসকের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে । বিধি—প্রবৃত্তিজনক উপদেশ । উক্ত বাক্যে প্রবৃত্তিকর উপদেশ দেখা যায়, সে অস্ত্র উহা বিধি । ঐ বাক্য প্রাণোপাসনার নিকটে অভিহিত, সে অস্ত্রও উহা প্রাণোপাসনার অঙ্গ এবং ভক্ষ্যভক্ষ্য ব্যবহার নিবর্তক । [নন্থেবং...উপলভ্যতে] তোমরা হয় ত ভক্ষ্যভক্ষ্য ব্যবহার ব্যাঘাত দোষ দেখাইবে । তাহাতে আমরাও দেখাইব, তাহা দোষ নহে । বিধানের সামান্ত্র-বিশেষ দৃষ্ট তাব হইলে বিশেষের দ্বারা সামান্ত্রের বাধ হওয়া শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়সিদ্ধ ; স্তত্রায় তাহা বাধ নহে । তাহা

ইত্যেনে বামদেব্যবিদ্যাবিষয়েণ সৰ্ব্ব-জ্ঞাপরিহারবচনেন সামান্ত-
বিষয়ং গম্যাগম্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতে, এবমেনেনাপি প্রাণবিদ্যা-
বিষয়েণ সৰ্ব্বান্নভক্ষণবচনেন ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতে-
ত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

নেদং সৰ্ব্বান্নানুজ্ঞানং বিধীয়ত ইতি । ন হ ত্ব বিধায়কঃ
শব্দ উপলভ্যতে । ‘ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চনান্নং ভবতি’ ইতি
বৰ্ত্তমানাপদেশাৎ । ন চাসত্যামপি বিধিপ্রতীতো প্রবৃত্তিবিশেষ-
করত্বলোভেনৈব বিধিরভ্যুপগন্তুং শক্যতে । অপি চ, স্বাদি-
মৰ্য্যাদং প্রাণশাস্ত্রমিত্যুক্তে, দমুচ্যতে “নৈবম্বিদি কিঞ্চিদন্নং ভবতি”

ন ত্বার্থবদ্যথা বিধৌ । ভক্ষ্যাভক্ষ্যশাস্ত্রঞ্চ সামান্ততঃ প্রবৃত্তমেনে বিশেষ-
শাস্ত্রেণ বাধ্যতে, গম্যাগম্যবিবেকশাস্ত্রমিব সামান্ততঃ প্রবৃত্তং বামদেব্যবিজ্ঞান-
ভূতসমস্তজ্ঞাপরিহারশাস্ত্রেণ বিশেষবিষয়েণেতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

“অশক্তেঃ কল্পনীয়ত্বাৎ শাস্ত্রান্তরবিবোধতঃ ।

প্রাণশাস্ত্রমিদং সৰ্ব্বমিতি চিন্তনসংস্কারঃ ॥”

ন তাবৎ কোলৈককর্মণ্যাদমন্ত্রং মনুষ্যজাতিনা যুগপৎ পর্যায়েণ বা শক্য-
মন্তুম্ । ইভকরভবাদীনামন্ত্রস্ত শমীকরীবকটকবটকাষ্টাদেবেকজ্ঞাপাশক্যা-
হইয়াই থাকে । যেমন সামান্ততঃ প্রাণিহিংসানিষেধক শাস্ত্র যজ্ঞে পশুবধবিধা-
ষক বিশেষ শাস্ত্রের দ্বারা বাধিত হয়, যেমন বামদেব্য বিদ্যাধিকারে “কোনও
জীৱ পরিত্যাগ করিবে না” এই বিশেষ বিধানের দ্বারা সামান্ততঃ গম্যাগম্য-
বিভাগ শাস্ত্র বাধা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই প্রাণবিদ্যাধিকারে সৰ্ব্বান্নভক্ষণ-
বাক্যও ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রেব বাধা জন্মাইবে । এইরূপ পূৰ্ব্বপক্ষ পাওয়ার,
উপস্থিত হওয়ার, তত্ত্বত্বার্থ বলিতেছেন ।

সৰ্ব্বান্ন-ভক্ষণ উক্ত বাক্যে বিহিত হয় নাই । কারণ, উহাতে বিধায়ক
শব্দ (লিঙাদি) নাই, [ন হ বা...বিধিঃ] আছে—“ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চন
অন্নং ভবতি ।” অর্থাৎ প্রাণোপাসকের কিছুই অন্ন অর্থাৎ অভক্ষ্য হয় না
(সবই খাদ্য হয়) । এ বাক্যে বিধায়ক শব্দ নাই, কিন্তু “ভবতি—“হয়” এই
মাত্র কথা আছে । এ কথা বৰ্ত্তমানবাচী ; সুতরাং বিধি নহে । সৰ্ব্বান্ন ভক্ষণ
করিবেক, এইরূপ থাকিলে বিধি হইত । বিধায়ক শব্দ নাই, বিধিভাবের
প্রতীতিও হয় না, উহা কেবল প্রবৃত্তিবিশেষের জনক মাত্র, তাহারই লোভে
ঐ সৰ্ব্বভক্ষণবাক্যের বিধি স্বীকার (কল্পনা) সম্ভব নহে । আরও দেখ, কুঙ্কর
শকুনি, কীট, পতঙ্গ, সমস্তই ভোমার অন্ন ।” অতি প্রাণকে এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ
প্রাণোপাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন “যে এবমাত্রাকারে প্রাণের উপাসনা
করে, ধ্যান করে, তাহার কিছুই অন্ন নহে ।” এখন বিবেচনা কর, মনুষ্যদেহ

ইতি । ন চ স্বাদিমর্য্যাদমন্নং মনুষ্যদেহেনোপভোক্তুং শক্যতে, শক্যতে তু প্রাণস্থান্নমিদং সর্বমিতি বিচিস্তয়িতুম্ । তস্মাৎ প্রাণান্নবিজ্ঞানপ্রশংসার্থোহয়মর্থবাদো ন সর্বান্নানুজ্ঞানবিধিঃ ।

তদদর্শয়তি—সর্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয় ইতি । এতদুক্তং ভবতি—প্রাণাত্যয় এব হি পরস্থামাপদি সর্বমন্নমদনীয়ত্বেনাভ্যানুজ্ঞায়তে, তদদর্শনাৎ । তথা হি শ্রুতিশ্চাক্রায়ণস্য ঋষেঃ কঠায়ামবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণে প্রবৃতিং দর্শয়তি—“মটচীহতেষু কুরুষু” ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে । চাক্রায়ণঃ কিল ঋষিরাপদগত

দনত্যাং । ন চাত্র লিঙ ইব ক্ষুটতরা বিধিপ্রতিপত্তিরস্তুি । ন চ কল্পনীয়ো বিধিরপূর্ব্ভাবাত্যাং, স্ত্যাপি চ তদুপপত্তেঃ । ন চ সত্যাং গর্তৌ সামান্যতঃ প্রবৃত্তস্ত শাস্ত্রস্ত বিষয়সঙ্কোচো যুক্তঃ । তস্মাৎ সর্বং প্রাণস্থান্নমিত্যানুচিন্তন-বিধানস্বত্তিরিতি সাম্প্রতম্ ।

ধারণ কবিয়া কে বা কোন্ ব্যক্তি শৃগাল কুকুর শকুনি, কীট, পতঙ্গ সমুদায় ভক্ষণ করিতে পারে ? তাহা পারেই না, কিন্তু ঐ সমস্ত প্রাণের অন্ন, ইহা চিন্তা করিতে পারে । যাহা পারে, তাহাতেই বিধি, যাহা পারে না, তাহাতে বিধি হয় না । অশক্য বিষয়ে বিধি হয় না । অতএব, ঐ বাক্য প্রাণবিজ্ঞানের প্রশংসাকারক অর্থবাদ মাত্র, বিধি নহে । অর্থাৎ প্রাণোপাসক ঐ সব খাবেন, ঐবাক্যের এমন অভিপ্রায় নহে ।

[তদদর্শয়তি...দর্শয়তি] সূত্রকার সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন । বলিয়াছেন, প্রাণসঙ্কট কালে ভক্ষ্যভক্ষ্য বিভাগশাস্ত্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে, তাহাও দোষাবহ হইবে না । ইহাই শ্রুতির অমুজ্ঞা—অনুমতি । শ্রুতিতে এতদর্থের জ্ঞাপক একটা আখ্যায়িকাও আছে । শ্রুতি তাহাতে দেখাইয়াছেন, কষ্টকরদশায় চাক্রায়ণ ঋষির অভক্ষ্য-ভক্ষণে প্রবৃতি হইয়াছিল । [মটচী...ইতি] “মটচীদ্বারা (মটচী—পতঙ্গপাল । কেহ কেহ বলেন, শিলাগুটি ।) কুরুদেশীয় শস্ত্রসম্পদ বিনষ্ট হইলে তদদেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ।” শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া বলিয়াছেন “সেইসময় চাক্রায়ণ নামক ঋষি বিপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত তদদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিখিলা দেশের হস্তিপক-পল্লীতে আসিয়া প্রথম দিবসে অনেক হস্তিপকের অর্দ্ধভুক্ত, স্ততরাং উচ্ছিষ্ট কুৎসিত কলায় (শস্ত্র-বিশেষ) ভক্ষণ করিয়াছিলেন, পরন্তু তৎপ্রদত্ত পানীয় উচ্ছিষ্টদোষে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । পান করেন নাই । হস্তিপক পানীয় পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, “আর কিছুক্ষণ তোমার উচ্ছিষ্ট অন্ন না পাইলে ও না খাইলে বাঁচিলাম না, সেই কারণে উহা খাইয়াছিলাম । কিন্তু পানীয় আমার স্বেচ্ছালভ্য । জল এখনই অন্তত পাইব, এই জন্ত

ইত্যেন সামিখাদিতান্ কুল্মাষাংশচখাদ, অনুপানন্ত তদীয়মুচ্ছি-
ক্টদোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে। কারণধাত্রোবাচ “ন বা অজীবীবিষ্য-
মিমানখাদন্” ইতি, “কামো ম উদপানন্” ইতি চ। পুনশ্চোক্ত-
রেদ্যন্তানেব স্বপরোচ্ছিক্টপয্যুযিতান্ কুল্মাষান্ ভক্ষয়ান্ভুব
ইতি। তদেতদুচ্ছিক্টোচ্ছিক্টপয্যুযিতভক্ষণং দর্শয়ন্ত্যাঃ শ্রুতে-
রাশয়াতিশয়ো লক্ষ্যতে—প্রাণাত্যয়প্রসঙ্গে প্রাণসন্ধারণায়া-
ভক্ষ্যমপি ভক্ষয়িতব্যমিতি, স্বস্থাবস্থায়ান্ত তন্ন কর্তব্যং বিদ্যা-

শক্যে চ প্রত্নবিশেষকরতোপযুক্ত্যতে, নাশক্যবিধানহে। প্রাণাত্যয় ইতি
চাবধারণপরং প্রাণাত্যয় এব সর্বান্নত্বম্। তত্রোপাধ্যানান্ন, স্মৃতিতরবিধি-
শ্রুতেশ্চ। সুরাবর্জং বিদ্বাংসমবিদ্বাংসং প্রতি বিধানাং ন তত্ত্বজ্ঞেতি। ইত্যেন
হস্তিপকেন সামিখাদিতান্ভুক্তিতান্। স হি চাক্রায়ণো হস্তিপকোচ্ছিক্টান্
কুল্মাষান্ ভুঞ্জানো হস্তিপকেনোক্তঃ—কুল্মাষানিব মহচ্ছিক্টমুদকং কস্মান্নানুপি-
বসীতি। এবমুক্তস্তদুদকমুচ্ছিক্টদোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে। কারণং চাত্রোবাচ।
“ন বাহজীবীবিষ্যং ন জীবীবিষ্যামীতীমান্ কুল্মাষানখাদন্। কামো ম উদকপানন্”
ইতি। স্বাতন্ত্র্যাং মে উদকপানে নদীকূপতড়াগপ্রপাদিষু যথাকামং প্রাপ্নোমীতি

তোমার উচ্ছিক্ট জল পান করিলাম না।” চাক্রায়ণ উচ্ছিক্ট হস্তিপকারের
দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়া কিয়দংশ পত্নীর জন্ত লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নী
তৎপূর্বেই প্রাণরক্ষার উপযোগী অন্ন অন্ন পাইয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি
তাহা রাখিয়া দিয়াছিলেন, ভক্ষণ করেন নাই। ঋষি পূর্বেদিন অতি যৎসামান্ত
আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্ত পর দিন প্রাতে আরও অধিক
ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় পত্নীপরিরক্ষিত সেই নিজের ও পরের উচ্ছিক্ট পয্যুযিত
কলায়পাকের কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মিথিলারাজ
জনকের সভায় গমন করতঃ যথাযোগ্য আহারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।”

[তদন্তে...মাদিঃ] শ্রুতি এইরূপে চাক্রায়ণ ঋষির স্বপরোচ্ছিক্ট পয্যুযিস্ত
অন্ত্যজ্ঞানভক্ষণ বর্ণন করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রুতির অভিপ্রায়—
লোকে প্রাণসঙ্কট কালে প্রাণরক্ষার্থ অভক্ষ্য ভক্ষণ করুক ও অপের পান
করুক, কিন্তু স্বস্থাবস্থায় যেন না করে। কি প্রাণোপাসক, কি অন্ন লোক
সকলেরই স্বস্থ কালে ভক্ষ্যভক্ষ্য যোগ্যে বিচার কর্তব্য। বিচারের উপ-
সংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে “ন হ বা এববিদি কিঞ্চনান্নং ভবতি” এ
বাক্য বিধায়ক নহে, কিন্তু অর্থবাদ। অর্থাৎ প্রাণায় বিজ্ঞানের স্তাবক
সর্বভক্ষতার বিধায়ক নহে, কিন্তু প্রাণের সর্বভোজিত্য ভাবনার প্রশংসা।
(প্রাণের অভক্ষ্য নাই, প্রাণ সর্বভক্ষক, এই ভাবনার এমনি মহিমা যে,

বতাপীত্যনুপানপ্রত্যখ্যানাদ্ গম্যতে। তস্মাদর্থবাদো “ন হ বা
এবংবিদি” ইত্যেবমাদিঃ ॥ ৩।৪।২৮ ॥

অবাধাচ্চ ॥ ৩।৪।২৯ ॥*

এবঞ্চ সতি “আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ” ইত্যেবমাদি ভক্ষ্যা-
ভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রমবাধিতং ভবিষ্যতি ॥ ৩।৪।২৯ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩।৪।৩০ ॥†

অপি চ, আপদি সৰ্ব্বান্নভক্ষণমপি স্মর্য্যতে বিদুষোঃবিদুষ-
শ্চাবিশেষেণ—

নোচ্ছিষ্টোদকভাবো প্রাণাত্ময় ইতি তত্রোচ্ছিষ্টভক্ষণদোষ ইতি। মটচীহতেষু
কুক্কু বাবল্লশনায়য়া মুনির্নিরপত্রপ ইত্যেন সামিজ্ঞান্ খাদয়ামাস ॥ ৩।৪।২৮ ॥

[তত্ত্বার্থবাদেহে হেতুত্তরমাহ। অবাধাচেতি। সমাগ্রশাস্ত্রবিরোধাৎ ন
কল্যো বিশেষবিধিরিত্যুক্তং, অধুনা সামাগ্রশাস্ত্রং দর্শয়ন্ সূত্রং যোজয়তি।
এবঞ্চেতি। স্বহাবস্থায়ং ভক্ষ্যাভক্ষ্যভেদে সতীতি যাবৎ ॥ ৩।৪।২৯ ॥
ইত্যানন্দগিরিঃ।]

[আপদবস্থায়ামভক্ষ্যাভক্ষণানুজ্ঞানে স্মৃতিং সন্মাদয়তি—অপীতি। স্মৃতি-
রপি বিষয়বিরেত্যশক্যাহ—অপি চেতি। স্মরণানমবস্থায়েষুপি ন কার্য্য-
ভাবো ভাবিত হন বলিয়াই প্রাণোপাসক আপংকালে অভক্ষ্য ভক্ষণ
করিয়াও দোষভাগী হন না)।

স্বহাবস্থায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার কর্তব্য; বলিয়া অবধারিত হওয়ার ভক্ষ্যা-
ভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র বাধা বা পীড়া প্রাপ্ত হয় না; অধিকন্তু আহার শুদ্ধিতে
সত্ত্বশুদ্ধি (সত্ত্ব=বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ) এবং সত্ত্বশুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়,
এইরূপ ক্রমপরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকে। ৩৪।২৯ ॥

বিদ্বান্ হউক আর অবিদ্বান্ হউক, বিপদকালে সকলেই যদি সৰ্ব্বান্ন ভক্ষণ
করেন, করিলে দোষ হয় না। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—“যে ব্যক্তি

* ন হ বেত্যানিন্যাক্যসার্থবাদেহে তত্কাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র প্রামাণ্যমবাহতঃ ভবতীতি স্মৃত্যর্থঃ।
প্রাণসঙ্কট ব্যতীত অন্ত্র সময়ে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেক না। নিত্য শাস্ত্রানু-
যায়ী আহার করিতে থাকিলে বুদ্ধিমালিন্ত বিদূরিত হয়, বুদ্ধিমালিন্ত বিদূরিত হইলে জ্ঞানের
অধিষ্ঠান হয়; হতরং ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের সার্থক্য সংরক্ষিত হয়।

† স্মর্য্যতে স্মৃত্যনুচ্যতে। অপিচলক্ষ্যং স্মরণানমবস্থায়েষুপি ন কার্য্যং ব্রাহ্মণেনেতি
ত্রৈবাব্।

আপং কালে অভক্ষ্যভক্ষণ কতিকর নহে, এ কথা স্মৃতিতেও আছে। আছে সত্য, কিন্তু
স্মরণান ব্রাহ্মণের আপংকালেও নিষিদ্ধ। স্মৃতি শাস্ত্র ব্রাহ্মণের আপং নিরাপং উত্তরাবস্থাতেই
স্মরণান নিষেধ করিয়াছেন।

“জীবিতাত্মরূপমো যোহন্নমন্তি যতন্ততঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥” ইতি ।

তথা “মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ । সুরাপস্ত ব্রাহ্মণস্তোক্ষামাসি-
ক্ষেয়ুঃ সুরামাস্তে । সুরাপাঃ কুময়ো ভবন্ত্যভক্ষ্যভক্ষণাৎ” ইতি চ
স্মর্য্যতে বর্জ্জনমনমস্ত ॥ ৩ । ৪ । ৩০ ॥

শব্দশ্চাতোহকামকারে ॥ ৩ । ৪ । ৩১ ॥*

শব্দশ্চানমস্ত প্রতিষেধকঃ কামকারনিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ কঠানাং
সংহিতায়াং শ্রুয়তে—“তস্মাদব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ” ইতি ।

মিত্যাহ—তথেন্টি । ব্রাহ্মণো বর্জ্জয়েদিতি শেষঃ । জীবিতাত্মরূপত্যা সুরাপি
তদত্যায়ে পাতব্যোত্যাশক্যাহ—সুরাপস্তিতি । উক্ষাং সুরামিতি যোজনা ।
উক্ষামগ্নিতপ্তামিতি যাবৎ । মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তদৃষ্টেস্তৎপ্রসঙ্গেহপি সা ন
পাতব্যোত্যর্থঃ । ইতশ্চ সা সপা ন পেয়েত্যাহ—সুরাপা ইতি । তত্র হেতু-
রভক্ষ্যোতি । মজ্জমিত্যাদিস্মৃতেস্তাৎপর্য্যমাহ—বর্জ্জনমিতি ॥ ৩ । ৪ । ৩০ ॥
ইত্যানন্দগিরিঃ ।]

[স্মৃতিপ্রামাণ্যার্থং তন্মূলশ্রুতিমাহ—শব্দশ্চেন্টি । তস্মাৎ ব্রাহ্মণস্ত সুরাপস্ত
মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তদর্শনাদিতি যাবৎ । শ্রৌতনিষেধস্ত প্রকৃতোপযোগমাহ—

জীবনসঙ্কট কালে যাহার তাহার ও যে সে অন্ন ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি
পাপলিপ্ত হয় না । জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ ।” প্রাণসঙ্কট
ব্যতীত অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে না, করা নিষিদ্ধ । ইহা যেমন স্মৃতিতে উক্ত
আছে, তেমন প্রাণসঙ্কটকালেও ব্রাহ্মণ মজ্জ বর্জ্জন করিবেন, এ কথাও
অভিহিত আছে । যথা—“ব্রাহ্মণ সকল অবস্থাতেই, সুরাপান বর্জ্জন করিবেন ।
রাজা সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মুখে তপ্ত সুরা ঢালিয়া দিবেন । যাহারা সুরাপায়ী,
তাহারা কুমিচ্ছন্ন প্রাপ্ত হই, ইত্যাদি ॥ ৩ । ৪ । ৩০ ॥

কঠ-সংহিতায় অভক্ষ্য-ভক্ষণনিষেধক ও স্বেচ্ছাচার নিবর্তক শ্রুতিও
আছে । যথা—“সেহেতু মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, সেই হেতু ব্রাহ্মণ সুরাপান করি-

* কামকার ইচ্ছা, তদ্বিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ শব্দঃ শ্রুতিরপাতীতি যোজনীয়ম্ । নিষেধস্ত-
মূলীভূতা শ্রুতিরপাতীতি ভাবঃ । অতঃ স্মৃতিহিতোক্তাং কারণাৎ ন হ বেত্যাদিবাক্য-
তর্কবাদবাদিতি যাবৎ । সোহপি শ্রৌতো নিষেধ উপপন্নতরো ভবতীতি পুরণীয়ম্ ।

অভক্ষ্য-ভক্ষণের ও অপেরপানের নিষেধক শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি আছে । নিষেধক শ্রুতির-
প্রয়োজন অর্থাৎ উল্লেখ—লোকে অভক্ষ্য-ভক্ষণের অপের-পানের ইচ্ছা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করুক ।
অপিচ, প্রদর্শিত নিষেধ শ্রুতি অব্যাহত (সার্বক) হইতে পারে—যদি সর্কারভক্ষণ ব্যাক্যে
অর্থবাদতা সিদ্ধ হয় ।

সোহপি “ন হ বা এবংবিদি” ইত্যন্ত্যর্থবাদত্বাচ্চুপপন্নতরো
ভবতি। তস্মাদেবজ্ঞাতীয়কা অর্থবাদা ন বিধয় ইতি ॥৩৪।৩১॥

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্মাপি ॥ ৩।৪.৩২ ॥*

“সর্বাপেক্ষা চ” [বে.সূ.৩৪।২৬] ইত্যত্রাশ্রমকর্মাণাং
বিদ্যাসাধনত্বমবধারিতম্। ইদানীন্তু কিমমুমুকোরপ্যাশ্রম-
মাত্রনিষ্ঠস্ত বিদ্যামকাময়মানস্ত তান্ননুষ্ঠেয়ান্যতাহো নেতি
চিন্ত্যতে। তত্র “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি”
ইত্যাদিনা আশ্রমকর্মাণাং বিদ্যাসাধনত্বেন বিহিতত্বাদ্বিদ্যামনিচ্ছতঃ
ফলাস্তরং কাময়মানস্ত নিত্যান্ননুষ্ঠেয়ানি। অথ তস্তাপ্য-

সোহপীতি। ঋতিশ্রুতিসিদ্ধমর্থমুপসংহরন্ অতঃশব্দং ব্যাচষ্টে—“তস্মাদ্”
ইতি ॥ ৩।৪।৩১ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ।]

নিত্যানিত্যাশ্রমকর্মাণি। যাবজ্জীবনশ্রুতেনিত্যোহিতোপায়তয়াংবশ্যং
কর্তব্যানি। বিবিদিশস্তীতি চ বিভাসংযোগাৎ, বিভাসাশ্চাবশ্যস্তাবনিয়মাত্ত-
বাদনিত্যতা প্রাপ্নোতি। নিত্যানিত্যসংযোগশ্চৈককন্ত ন সম্ভবতি। অবশান-
বেন না।” ইত্যাদি। সেই সেই শ্রোত (ঋতুক্ত) নিষেধ “ন হ বা এব-
ংবিদি—” ইত্যাদি বাক্য অর্থবাদ হইলেই সত্যত্ব হইতে পারে। অতএব,
কথিত প্রকার বাক্য মাত্রই অর্থবাদ; কদাপি বিদি নহে ॥ ৩।৪।৩১ ॥

“সর্বাপেক্ষা চ” শ্রুত্রে আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্মের বিভাসাধনতা অর্থাৎ
জ্ঞানসাধকতা অবধারিত হইয়াছে। সম্প্রতি তদনুসারে অপর এক বিচার
উপস্থিত। যে মুমুকু নহে, বিভাকামী নহে, জ্ঞান চাহে না, অথচ কেবল
আশ্রমী, সে ব্যক্তি জ্ঞানসাধক আশ্রমকর্মের অনুষ্ঠান করিবেক কি না।
“করিবেক কি না” এইরূপ সংশয় হওয়ায় প্রথমতই পাওয়া যায়, যদি ফলাস্তরের
কামনা থাকে, তাহা হইলে জ্ঞান কামনা না থাকিলেও আশ্রমবিহিত নিত্য-
কর্ম সকল তাহার সম্বন্ধে অনুষ্ঠেয়। জ্ঞান কামনা না থাকিলেও ফলাস্তর-
কামনায় জ্ঞানসাধকরূপে বিহিত নিত্য কর্ম কর্তব্য, এরূপ বলিতে গেলে
সে সকলের বিভাসাধকতাই থাকিবেক না, প্রণষ্ট হইবেক। কারণ এই যে,
নিত্য ও অনিত্য, পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। (যাহা নিত্য, কদাচ তাহা
অনিত্য হইবার নহে, এবং যাহা অনিত্য, তাহাও নিত্য হইবার নহে। যাহা

* আশ্রমকর্মাণি অগ্নিহোত্রাদিকর্মাণি যাবজ্জীবনগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ
অনুমুকোরপ্যাশ্রমিণোহনুষ্ঠেয়ানীতি যোজন্য।

আশ্রম-বিহিত কর্মকলাপ বিদ্যোৎপত্তির সহায় হইলেও, যাহার বিভাকামী নহে, তাহা-
দেরও অনুষ্ঠেয়। হেতু এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম আশ্রমীর অবস্থানুষ্ঠেরূপেই বিহিত
হইয়াছে।

মুঠেয়ানি, ন তহেঁষাং বিদ্যাসাধনত্বং, নিত্যানিত্যসংযোগ-
বিরোধাদিত্যশ্চাং প্রাপ্তৌ পঠতি ।

আশ্রমমাত্রনিষ্ঠস্থাপ্যমুক্ষোঃ কর্তব্যান্তেব নিত্যানি কৰ্ম্মাণি,
“যাবজ্জীবনমগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ । ন হি
বচনশ্চাতিভারো নাম কশ্চিদস্তি ॥ ৩ । ৪ । ৩২ ॥

অথ যদুক্তং, নৈবং সতি বিদ্যাসাধনত্বমেবাং সাদিত্যত-
উত্তরং পঠতি—

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩ । ৪ । ৩৩ ॥*

বিদ্যাসহকারীণি চৈতানি স্ত্যঃ, বিহিতত্বাদেব “তমেতং

বশস্তাবয়োরেকত্র বিরোধাৎ । ন চ বাক্যভেদাঘাতবো বিরোধঃ শক্যোহপ-
নেতুম্ । তদ্বাদনধাবসায় এবাত্তেতি প্রাপ্তম্ । এতেনৈকত্র তুভয়দ্বৈ সংযোগ-
পৃথক্, মিত্যাক্ষিপ্তম্ । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

“সিদ্ধে হি স্ত্যাদ্বিরোধোহয়ং ন তু সাধ্যো কথঞ্চন ।

বিধ্যধীনাত্মলাভেহগ্নিন্ যথাবিধি মতা স্থিতিঃ ॥”

সিদ্ধং হি বস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মযোগেন বাধ্যতে, ন তু সাধ্যরূপম্ । যথা
যোড়শিন একত্র গ্রহণাগ্রহণে । তে হি বিধ্যধীনত্বাৎ বিকল্পেতে এব । ন
পুনঃ সিদ্ধে বিকল্পসম্ভবঃ । তদিত্যেকমেবাগ্নিহোত্রাত্ম্যং কৰ্ম্ম . যাবজ্জীবনশ্রুতি-
নিমিত্তেন যুজ্যমানং নিত্যোহিতোপাত্ত-দুরিতপ্রকল্পপ্রয়োজনমবশ্যকর্তব্যং,
বিদ্যাক্রতয়া চ বিদ্যায়াঃ কাদাচিত্তকতয়ানবশস্তাবেহপি “কাম্যো বা নৈমি-
ত্তিকো বা নিত্যমর্থং বিকৃত্য নিবিশতে” ইতি স্ত্যাত্ম্যং অনিত্যাদিকারেন
নিবিশমানমপি ন নিত্যমনিত্যয়তি, তেনাপি তৎসিদ্ধিরিতি সংযোগপৃথক্, ৩
ন নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ একত্র কার্য্যশ্চেতি সিদ্ধম্ ।

সহকারিত্বঞ্চ কৰ্ম্মণাং ন কার্য্যে বিদ্যায়াঃ, কিন্তু উপভৌ । কোহর্থঃ ? বিদ্যা-

ত্যাগ করিবার নহে, অবশ্যমুঠেয়, তাহা নিত্য এবং যাহা কামনার অভাবে
অনমুঠেয়, তাহা অনিত্য ।) এইরূপ প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে এই ৩২ সূত্র
পঠিত হইয়াছে ।

ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অমুমুক্ষু আশ্রমীও আশ্রমবিহিত নিত্যকৰ্ম্ম
সকল অনুষ্ঠান করিবেন । কারণ এই যে, শ্রুতিতে তাহা “যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র
হোম করিবেক” এবম্প্রকারে বিহিত হইতে দেখা যায় । [ন হি...পঠতি]
বচন কি না করিতে পারে? বচন সব করিতে পারে । অর্থাৎ বচনে যাহা
পাওয়া যাইবে, তাহা অম্মদাদির অনুযোজ্য নহে । বলিয়াছিল যে, বিদ্যাসাধকতা
থাকিবেক না, এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে ॥ ৩ । ৪ । ৩২ ॥

ঐ সকল কৰ্ম্ম বিদ্যার সহকারী অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে উপকারক ।

* সহকারিত্বেন তদুপেণৈবাং বিদ্যাসাধনত্বম্ ।

বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদ্যন্তি” ইত্যাদিনা। তদুক্তং
 “সৰ্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেশ্চবৎ” [বে०সূ०৩।৪।২৬] ইতি।
 ন চেদং বিদ্যাসহকারিত্ববচনমাত্ৰমকৰ্ম্মণাং প্রযাজাদিবদ্ বিদ্যা-
 ফলবিষয়ং মন্তব্যম্, অবিধিলক্ষণত্বাদ্ বিদ্যায়াঃ, অসাধ্যত্বাচ্চ বিদ্যা-
 ফলম্। বিধিলক্ষণং হি সাধনং দর্শপূর্ণমাসাদি স্বর্গফল-
 সিদ্ধাধায়িকম্। সহকারিসাধনান্তরমাকাঙ্ক্ষতে, নৈবং বিদ্যা।
 তথা চোক্তং “অতএব চাশ্রমীকৃত্যন্যদ্যনপেক্ষা” [বে०সূ०৩।৪।২৬]

সহকারীণি কৰ্ম্মাণীত্যয়মর্থঃ।—সংস্ কৰ্ম্মস্থ বিষ্টেব স্বকার্যো ব্যাপ্রিয়তে।
 যথা সঠৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দভীতি সংশ্বেব দশপুত্রেষু সৈব ভারস্ত
 বাহিকেতি। “অবিধিলক্ষণত্বাৎ” ইতি। বিহিতং হি দর্শপোর্ণমাসাত্ত্বৈয়ুজ্যতে,
 ন অবিহিতম্। গ্রাহকগ্রহণপূর্ব্বকত্বাদঙ্গভাবস্ত, বিশেষঃ গ্রাহকত্বাৎ অবিহিতে
 চ তদনুপপত্তেঃ। চতস্ৰ্যমপি চ প্রতিপত্তীনাং ব্রহ্মণি বিধানানুপপত্তেরি-
 ত্যুক্তং প্রথমমুত্রে। দ্রষ্টব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি চ বিধিস্বরূপং, ন বিধি
 রিত্যপ্যুক্তম্। উৎপত্তিং প্রতি হেতুভাবস্ত সত্ত্বত্বা বিবিদ্যিবোপজননদ্বারে-

কারণ, এই সকল ব্রহ্মবাদীরা সেই এই আত্মাকে বেদার্থানুষ্ঠানের দ্বারা
 জানিতে ইচ্ছা করেন” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত। এ নির্ণয় “সৰ্ব্বাপেক্ষা”
 শব্দে প্রদর্শিত হইয়াছে। [ন চেদং...যুক্তিঃ] আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মকলাপ
 জ্ঞানের সহকারী সত্য; পরন্তু সে সহকারিত্ব প্রযাজাদির ত্রায় জ্ঞানফল
 মোক্ষ বিষয়ে নহে। যদ্যপ প্রযাজ অনুযাজ প্রভৃতি অঙ্গযাগ প্রধান যাগের
 সাহায্য করে, অর্থাৎ স্বরূপ মাত্র নির্বাহ করে, স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের সাহায্য
 করে না, সেইরূপ আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মও চিত্তশুদ্ধিপরাঙ্গরায় মাত্র জ্ঞানের
 সাহায্য করে, কিন্তু বিজ্ঞানফল মোক্ষ উৎপাদনের সাহায্য করে না। কারণ,
 বিজ্ঞান বা জ্ঞানের ফল কৃতিসাধ্য নহে, স্মৃতরাং বিধির অধীন নহে।
 (তাহা নিত্যসিদ্ধ ও স্বত্বসাধ্য।) যাহা সাধননিষ্পাদ্য অর্থাৎ যাহা জন্মায়,
 প্রকৃতপক্ষে তাহাই বিধির যোগ্য। দর্শাদি যাগ স্বর্গের সাধন, তাহা স্বর্গ
 জন্মায়, সেই কারণে তাহা বিধিলক্ষণ অর্থাৎ তাহাতেই বিধি সম্ভব হয়।
 অতএব, যেমন বিধিযোগ্য দর্শপূর্ণমাস যাগ স্বর্গ ফল জন্মাইবার সাধন,
 তাহা যেমন অঙ্গ কৰ্ম্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে, জ্ঞান সেরূপ সাহায্য প্রতীক্ষা
 করে না। অর্থাৎ মোক্ষফল জন্মাইবার নিমিত্ত অঙ্গ কাহারও সহায়তা প্রতীক্ষা
 করে না। স্বতঃসিদ্ধ মোক্ষ জ্ঞানের অনন্তর আপনা আপনি প্রকাশিত হয়।
 এ কথা “অতএব চাশ্রমীকৃত্যন্যদ্যনপেক্ষা” শব্দে বিচারিত ও নির্ণীত হইয়াছে।
 প্রদর্শিত হেতুকূটের দ্বারা এই সিদ্ধান্তই লব্ধ হয় যে, আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মকলা-

আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মকলাপ জ্ঞানোদয়ের সহকারী কারণ, জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতি তাহার
 সাক্ষাৎ কারণত্ব নাই।

ইতি। তস্মাদ্ভূতপতিসাধনত্বং, এবৈবাং সহকারিত্ববাচো-
যুক্তিঃ। ন চাত্র নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ আশঙ্ক্যঃ, কৰ্ম্মা-
ভেদেহপি সংযোগভেদাৎ। নিত্যো হ্যেকঃ সংযোগো যাব-
জ্জীবাদিবাক্যকল্পিতঃ, ন তস্য বিজ্ঞাফলত্বম্। অনিত্যত্বপরঃ
সংযোগঃ “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি” ইত্য-
দিবাক্যকল্পিতঃ, তস্য বিজ্ঞাফলত্বম্। যথা একস্তাপি খাদিরস্য
নিত্যেন সংযোগেন ক্রত্বর্থতা, অনিত্যেন সংযোগেন পুরুষার্থতা চ,
তদ্বৎ ॥ ৩। ৪। ৩৩ ॥

তদ্যস্তাদ্ভূতপাদিতম্। অসাধ্যত্বাচ্চ বিজ্ঞাফলত্বাপবৰ্গস্ত। স্বরূপাবস্থানলক্ষণো হি
সঃ। ন চ স্বং রূপং ব্রহ্মণঃ সাধ্যং, নিত্যত্বাৎ। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ৩। ৪। ৩৩ ॥

পের সহকারিত্ব জ্ঞানের পক্ষে, জ্ঞানফল মোক্ষের পক্ষ নহে। অভিপ্রায়
এই যে, কৰ্ম্মফল চিন্তাশুদ্ধি উৎপাদন দ্বারা জ্ঞানের উপকার করে, সহায়তা
করে, তৎপরে আর কিছু করে না। [ন চাত্র ..তদ্বৎ] এই সিদ্ধান্তে বিরো-
ধের আশঙ্কা করিও না। কৰ্ম্ম একই, অথচ তাহা দ্বিরূপ—নিত্য ও অনিত্য, এ
কথা—বিরুদ্ধ এরূপ আশঙ্কা করিও না। (একই অগ্নিহোত্র যাগ অবশ্য
কর্তব্য বিধায় নিত্য, সদা অন্তর্ভূত, আবার ফলকামনায় কর্তব্য বলিয়া অনিত্যও
হয়। ফলেচ্ছা থাকিলে তৎকর্তব্য অন্তর্ভূত হয়, ফলেচ্ছা না থাকিলে পরিত্যক্ত
হয়; সুতরাং অনিত্য। নিত্যাত্মক জ্ঞানের উপকার; আর অনিত্যাত্মক জ্ঞানে
কাম্য ফল লাভ; সুতরাং বিরুদ্ধ বলা হইল, এমন মনে করিও না।) কারণ,
কৰ্ম্ম এক হইলেও সংযোগের (সম্বন্ধের) পার্থক্য আছে। তদনুসারে উক্ত
সিদ্ধান্তের বিরোধ ভঙ্গন হয়। কৰ্ম্মের নিত্যানিত্যতা নাই। কৰ্ম্ম একই,
পরন্তু তাহার সম্বন্ধ বা সংযোগ দ্বিবিধ। এক সংযোগে নিত্য, তাহা “যত কাল
জীবন, তত কাল অগ্নিহোত্র” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত এবং আর এক
সংযোগে অনিত্য, তাহা “ব্রাহ্মণগণ বেদার্থের দ্বারা আপনাকে জানিতে ইচ্ছা
করেন” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত। প্রথমোক্ত নিত্যসংযোগে বিজ্ঞা-
ফলের অভাব আছে, আর শেষোক্ত অনিত্য সংযোগে তাহার বিস্তৃমানতাই
আছে। এইরূপ সম্বন্ধভেদে একের উভয়রূপতা অবশ্যই অবিরুদ্ধ। খাদির
যুগ একই, কিন্তু যে খাদির যুগ নিত্যসম্বন্ধের দ্বারা ক্রতুর অঙ্গ বা উপকারক
হয়, আবার সেই খাদির যুগই অনিত্যসংযোগের দ্বারা পুরুষের গুণ বা
পুরুষের উপকারক মাত্র হয়। সঙ্কলিত সিদ্ধান্তও পূৰ্ব্বমীমাংসানুগত প্রোক্ত
সিদ্ধান্তের অনুরূপ ॥ ৩। ৪। ৩৩ ॥

সর্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩। ৪। ৩৪॥*

সর্বথাপ্যাশ্রমধর্মত্বপক্ষে বিদ্যাসহকারিত্বপক্ষে চ ত এবা-
গ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়াঃ। ত এবৈত্যবধারণয়ম্মাচার্য্যঃ কিং
নিবর্তয়তি? কস্মভেদাশঙ্কামিতি ক্রমঃ। যথা কুণ্ডপায়ী-
নাময়নে “মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি” ইত্যত্র নিত্যাদগ্নিহোত্রাৎ
কস্মাস্তুরমুপদিষ্টতে, নৈবমিহ কস্মভেদোহস্তীত্যর্থঃ। কুতঃ।
উভয়লিঙ্গাৎ—শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্।

যথা “মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি” ইতি প্রকরণান্তরাৎ কস্মভেদঃ, এবমিহাপি
“তমে নং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন” ইতি ক্রতুপ্রকরণমতিক্রম্য
শ্রবণাৎ প্রকরণান্তরাস্তদবুদ্ধিব্যবচ্ছেদে সতি কস্মাস্তুরমিতি প্রাপ্তে, উচ্যতে—

অগ্নিহোত্রাদি কস্ম আশ্রম-ধর্ম্মও বটে, পক্ষান্তরে জ্ঞানের সহকারী সাধনও
বটে, সুতরাং একই অগ্নিহোত্রাদি উভয়ত্র অনুষ্ঠেয়। অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্ম
বলিয়াই হউক, আর জ্ঞানোপকারক বলিয়াই হউক, সর্বপ্রকারেই অগ্নি-
হোত্রাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচার্য্য ব্যাস “তে এব—”
সেই অগ্নিহোত্রাদি কস্মই, এইরূপ সাবধারণ বাক্যে ঐ সকলের ভেদাশঙ্কা
নিবারণ করিয়াছেন। (জ্ঞানসাধন অগ্নিহোত্রাদি হয় ত আশ্রমীর নিত্য কর্তব্য
অগ্নিহোত্রাদি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্, এরূপ আশঙ্কা ঐ সাবধারণ
বাক্যের দ্বারা নিবর্তিত হইয়াছে।) কুণ্ডপায়ীদিগের অয়নগত অগ্নিহোত্র *
বেশম সর্ববিদিত নিত্য্যগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন, পৃথক্ কস্ম, এখানে
সেইরূপ ভেদ বা পার্থক্য উপদিষ্ট হয় নাট। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রাদি
কস্মই “বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন—” ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে জ্ঞানসাধনরূপে
অর্থাৎ জ্ঞানসাধন বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই
উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক বাক্য আছে।

* সর্বথাপি বিদ্যাসহকারিত্বাশ্রমধর্ম্মত্বরূপকস্বয়েহপি অগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়া এব,
কুতঃ? উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্।

জ্ঞানের সহকারী কারণ বলিয়াই হউক আর আশ্রমীর কর্তব্য বলিয়াই হউক, বৈদিক
অগ্নিহোত্রাদি কস্মের অনুষ্ঠান করিবেক। একই অগ্নিহোত্রাদি কস্ম উক্ত উভয় অধিকারীর
উক্তবিধ সন্ধা অনুসারে অনুষ্ঠেয়; ইহা অবধারিত আছে। হেতু এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতি
উভয় শাস্ত্রেই উভয়বিধ অনুষ্ঠেয়তাপক্ষে লিঙ্গদর্শন আছে। (লিঙ্গ=জাপক চিহ্ন, অথবা
বোধক বাক্য)।

* কুণ্ডপায়ী—শাখাবিশেষোক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। অয়ন=কুণ্ডপায়ীদিগের অবশ্যকর্তব্য
কর্ম্মবিশেষ। কুণ্ডপায়ীরা অয়ন-বাগ শিবীহার্য্য একটি মাসব্যাপক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।
সেই মাসব্যাপক কর্ম্মের নাম অগ্নিহোত্র। এই অগ্নিহোত্র “বাবজীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি”
এতৎকাব্যবিশিত নিত্য্যগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন বা পৃথক্। তাহা “মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি”
এতৎকাব্যের দ্বারা বিহিত।

শ্রুতিলিঙ্গং তাবৎ “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি” ইতি সিদ্ধবহুংপন্নরূপাণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিনিযুক্তে, ন জুহ্বতী-
ত্যাদিবদপূর্বমেবৈবাং রূপমুৎপাদয়তীতি । স্মৃতিলিঙ্গমপি
“অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কার্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ” ইতি বিজ্ঞাত-
কর্তব্যতাকমেব কৰ্ম্ম বিদ্যোৎপত্ত্যর্থং দর্শয়তি । “যশ্চৈতে
অষ্টাচত্বারিংশং সংস্কারাঃ” ইত্যাদ্য। চ সংস্কারপ্রসিদ্ধিকৈবদি-

সত্যপি প্রকরণান্তরে তদেব কৰ্ম্ম শ্রুতেঃ স্মৃতেঃ চ । সংযোগভেদঃ পরং, যথা-
হগ্নিহোত্রং জুহ্বাৎ স্বৰ্গকামঃ” “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহ্বাৎ” ইতি তদেবাগ্নিহোত্র-
মুভয়সংযুক্তম্ । ন হি প্রকরণান্তরং সাক্ষ্যভেদকং, কিন্তুজ্ঞাতজ্ঞাপনস্বরসো
বিধিঃ প্রকরণৈকো দ্রুততরপ্রত্যভিজ্ঞাবলেন স্বরসং জহাৎ । প্রকরণান্তরেণ
তু বিঘটিতপ্রত্যভিজ্ঞানঃ স্বরসমজহৎ কৰ্ম্ম ভিনন্তি । ইহ তু সিদ্ধবহুংপন্নরূপা-
ণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিযুক্তানো ন জুহ্বতীত্যাদিবদপূর্বমেবাং
রূপমুৎপাদয়িতুমর্হতি । ন চ তত্রাপি নৈয়মিকাগ্নিহোত্রে মাসবিধির্নাপূর্বাগ্নি-
হোত্রোৎপত্তিরিতি সাম্প্রতম্ । হোম এব সাক্ষ্যং বিধিশ্রুতেঃ । কালস্ত
চাহুপাদেয়জ্ঞাবিধেয়তাং । কালে হি কৰ্ম্ম বিধীয়তে, ন কৰ্ম্মণি কাল ইত্যং-

[শ্রুতিলিঙ্গং...ধারণম্] শ্রুতিস্থ পোষক বাক্য বা শ্রৌত চিহ্ন এই যে, শ্রুতি—
“ব্রাহ্মণগণ বেদার্থ বিচার ও যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মাকে জানিবেন” এই বলিয়া
পূর্বপরিচিত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকে আত্মবিবিদিষায় বিনিয়োগ করিয়াছেন।
অপরিচিতরূপ অর্থাৎ অজ্ঞ কোন নূতন যজ্ঞাদির স্বরূপ উপদেশ করেন নাই।
(স্মৃতাং স্থির হইতেছে যে, আশ্রমী ও জ্ঞানকামী মুমুক্শু উভয়ের অন্তর্গত
অগ্নিহোত্রাদি অভিন্ন।) স্মৃতিস্থ পোষক বাক্য বা চিহ্ন এই যে, স্মৃতি “যে
ব্যক্তি ফল অহুসঙ্কান না করিয়া কর্তব্য কৰ্ম্ম সকল অহুষ্ঠান করে” এই বলিয়া
জ্ঞাতকর্তব্যতাক কৰ্ম্মেরই জ্ঞানোৎপত্তিসহায়তা বর্ণন করিয়াছেন। (জ্ঞাত-
কর্তব্যতাক—যে সকল কৰ্ম্ম কর্তব্য বলিয়া জানা আছে, অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে বিহিত
আছে, সেই সকল কৰ্ম্ম। যে সকল কৰ্ম্মের স্বরূপ, ইতিকর্তব্যতা ও ফল
শাস্ত্রান্তরে উপদিষ্ট আছে, সেই সকল কৰ্ম্মই ফলকামনাশূন্য হইয়া অহুষ্ঠান
করিলে জ্ঞানপ্রদ হয়।) স্মৃতিতে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কৰ্ম্মকলাপের সংস্কার
নাম দেণা যায়। সেই স্মৃতিপ্রসিদ্ধ সংস্কারনামের সার্থক্যবলেও কৰ্ম্মভেদাশঙ্কা
বিদূরিত হইতে পারে। যে স্মৃতিতে বৈদিক কৰ্ম্মকলাপ সংস্কার নামে প্রসিদ্ধ
আছে, সঙ্কেতিত হইয়াছে, সে স্মৃতি এই—“তাহার এই অষ্টাচত্বারিংশং (৪৮)
সংস্কার—” ইত্যাদি। † যে এই ৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত—তাহারই জ্ঞানোৎ-
পত্তি হওয়া সুসম্ভব। (৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত এ কথার তাৎপর্য—সংস্কার বলে।

† পর্ভাধান হইতে পশ্চাতিপদপর্ভাধ্য সংস্কার কৰ্ম্ম ১৪, তৎপরে ৫ মহাবজ্র, ৭ সৌম্যজ, ৭
হবির্ভজ, ৭ পাকবজ্র, অজুত থাকিয়া সংহিতাধারণ, প্রারণ কৰ্ম্ম, জপ, উৎক্রমণ, দৈহিক

কেষু কৰ্মসু তৎসংস্কৃতস্ত বিদ্যোৎপত্তিমভিপ্রেত্য স্মৃতো ভবতি ।
তস্মাৎ সাধ্বিদমভেদাবধারণম্ ॥ ৩ । ৪ । ৩৪ ॥

অনভিতবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩ । ৪ । ৩৫ ॥*

সহকারিত্বশ্চৈবৈতদুপোদ্বলকং লিঙ্গদর্শনং । অনভিতবঞ্চ
দর্শয়তি শ্রুতিত্র্যক্ষচর্যাদিসাধনসম্পন্নস্য রাগাদিভিঃ ক্রেশৈঃ “এষ
হাত্মা ন নশতি যং ব্রহ্মচর্যোণানুবিन्दতে” ইত্যাদিনা । তস্মাদ্-
যজ্ঞাদীনাশ্রমকৰ্ম্মাণি চ ভবন্তি, বিদ্যাসহকারীণি চেতি
স্থিতম্ ॥ ৩ । ৪ । ৩৫ ॥

সর্গঃ । ইহ তু বিবিদিষ্যাৎ বিধিশ্রুতিনা যজ্ঞাদৌ । তানি তু সিদ্ধান্তেবানুগত
ইত্যেককৰ্ম্মাৎ সংযোগপৃথকত্বং সিদ্ধম্ । স্মৃতিব্রহ্মত্বাৎ । লিঙ্গদর্শনমুক্তম্ ॥ ৩ । ৪ । ৩৪ ॥

[নিত্যানি কৰ্ম্মাণি স্বতঃ পুণ্যলোকাবস্থিকলাভিণি জ্ঞানকামেনাহুষ্টিতানি
জ্ঞানার্থানীতাক্তম্ । ইদানীং ব্রহ্মচর্যাদীনামাশ্রমকৰ্ম্মণাং ক্রেশতনুকরণেন
বিজ্ঞোদয়ে হেতুতেত্যত্র লিঙ্গমাহ অনভিতবঞ্চেনি । সূত্রস্ত তাৎপর্যোক্তি-
পূৰ্ব্বকমক্ষরার্থং কথয়তি—সহকারিত্বশ্চৈতি । উভয়বিধ্যদীনমর্থমূপসংহরতি—
তস্মাদিতি । ৩ । ৪ । ৩৫ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ।]

তাহাদের চিন্তামল থাকে না, পরিমার্জিত হয়, সুতরাং তাহারা সংস্কৃত অর্থাৎ
বিশুদ্ধসত্ত্ব হয় । বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলেই জ্ঞানের আবির্ভাব হয় ।) প্রদর্শিত
প্রকারে কৰ্ম্মভেদ শঙ্কা নিবারিত হইতেছে, সে জন্ত ঐ সাধারণ প্রয়োগ
সাধু বলিয়া গণ্য ॥ ৩ । ৪ । ৩৪ ॥

যেমন প্রদর্শিত শ্রৌত লিঙ্গের দ্বারা আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মের
বিজ্ঞাসহকারিতা নিশ্চিত হয়, তেমনি, ব্রহ্মচর্যাদি কৰ্ম্মেরও বিজ্ঞাহেতুতা
অবধারণিত হয় । কারণ, শ্রুতিই দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্যাদিসাধনসম্পন্ন
পুরুষ রাগদ্বेषাদি ক্রেশে অভিভূত হয় না । ক্রেশে অভিভূত না হইলেই
নিশ্চিন্তব্রহ্মকে জ্ঞানোদয় হয় । যথা—“যে আত্মা ব্রহ্মচর্যাদির দ্বারা অল্প-
তবাক্ত হন, সেই এই আত্মা পুনঃ অদর্শনগত হন না ।” ইত্যাদি ।
অতএব, যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম আশ্রমিককর্তব্যও বটে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জ্ঞানোৎপত্তির
সাহায্যকারীও বটে ॥ ৩ । ৪ । ৩৫ ॥

কৰ্ম্ম, ভগ্নসমূহন, অহিংসকর, শ্রদ্ধা, এই ৮ । সমুদায়ে ৪৮ এবং সমস্তই শুদ্ধজনক বলিয়া
সংস্কার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত ।

* অনভিতবং রাগাদিভিঃ । দর্শয়তি শ্রুতিরিত্যি শেষঃ । ব্রহ্মচর্যাদীনামাশ্রমকৰ্ম্মণাং ক্রেশ-
তনুকরণদ্বারেন বিজ্ঞোদয়হেতুভ্যং শ্রুত্যা দর্শিতমিতি ।

শ্রুতি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি রাগাদি দোষে আক্রান্ত হন ।
অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মচর্যাদি কৰ্ম্মে রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ প্রভৃতি ক্রেশপঞ্চক ক্রীণ করে, করিয়া
জ্ঞানোদয়ের কারণ হয় ।

অন্তরা চাপি তু তদৃক্ষেঃ ॥ ৩।৪।৩৬ ॥*

বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চাত্মশ্রমপ্রতিপ-
ত্তিহীনানামন্তরালবর্তিনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোহস্তু ? কিং
বা নাস্তীতি সংশয়ে, নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তম্, আশ্রমকৰ্ম্মণাং
বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাং, আশ্রমকৰ্ম্মাসম্ভবাবৈঠেতেষাম্-ইত্যেবং প্রাপ্তে
ইদমাহ—অন্তরা চাপি তু । অনাশ্রমিত্বেনাহন্তরালে বর্ত-

[আশ্রমকৰ্ম্মণাং বিদ্যোপায়স্বৈ সত্যনাশ্রমকৰ্ম্মণাং নৈবমিতি মন্বানং প্রত্যাহ—
অন্তরেতি । অনাশ্রমিণো বিধুরাদীন্ বিষয়ীকৃত্য তেষাং কৰ্ম্মবিশ্রু-
তিনিন্দাপ্রসিদ্ধেষ্ণ সংশয়মাহ—বিধুরেতি । অত্রানাশ্রমকৰ্ম্মণামুক্তবিজ্ঞা-
হেতুত্বোক্ত্যা পাদাদিসঙ্গতিঃ । পূৰ্ব্বপক্ষে যথা বিধুরকৰ্ম্মণাং বিজ্ঞাহেতুত্বাসিদ্ধিঃ,
তথৈব আশ্রমকৰ্ম্মণামপি বিজ্ঞাহেতুত্বাসিদ্ধিঃ । সিদ্ধান্তে আশ্রমিত্বস্ত জ্যায়ত্বাৎ
কৰ্ম্মণাং তৎসিদ্ধিরিতি মন্বানঃ সংশয়মনুজ পূৰ্ব্বপক্ষমাহ—নাস্তীত্যাদিনা ।
বিবিদিষাবাক্যে যজ্ঞাদিষু প্রত্যেকং করণবিত্তিক্রিষ্টতেরাশ্রমকৰ্ম্মভাবোহপি
বর্ণমাত্রধৰ্ম্মাণাং দানাদীনাং সম্ভবাৎ বিধুরাদীনামপি বিজ্ঞাধিকারঃ স্তাদিত্যা-
শঙ্ক্য কেবলবর্ণধৰ্ম্মাণাং বিজ্ঞাসাধনস্বৈ সত্যাশ্রমকৰ্ম্মণাং বৈয়র্থ্যাদনাশ্রমিণামন-
ধিকারো বিজ্ঞায়ামিত্যাহ—আশ্রমেতি । অনাশ্রমকৰ্ম্মণাং ন বিজ্ঞাহেতুতেতি

আশ্রমকৰ্ম্ম বিজ্ঞালাভের উপায়, এতৎপ্রসঙ্গে অত্র এক সংশয় উপস্থিত
হয় । সে সংশয় এই—যে লোক কোন এক আশ্রম অশ্রয় করিতে পারে নাই,
এরূপ বিধুর-নামক অন্তরালবর্তী ব্যক্তি ও দ্রব্যহীন যৎপরোনাস্তি দরিদ্র (যাহারা
দ্রব্যভাবে আশ্রমবিহিত কার্য করিতে অসমর্থ) তাহাদের বিজ্ঞাধিকার
আছে কি নাই । পূৰ্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন আশ্রম-কৰ্ম্মই বিজ্ঞালাভের
উপায়, তখন তাহাদের অর্থাৎ তাদৃশ অনাশ্রমীর বিজ্ঞাধিকার অসম্ভাব্য ।
উত্তরপক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষ এই যে, অনাশ্রমিক্রমে অন্তরালে অবস্থান
করিলেও বিধুরদিগের বর্ণধৰ্ম্ম দানাদিতে অধিকার থাকায় এবং দরিদ্রদিগের
দেবারাধনাও জপাদি কৰ্ম্মে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিজ্ঞাধিকার সম্ভবপর
হয় । রৈক ও বাচকরী প্রভৃতি ও দরিদ্র ছিলেন, অথচ তাঁহারা শ্রুতিতে
ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত । (সমাবর্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্যাপন করিয়াছে,

* অন্তরা অন্তরালে বর্তমান ; যে বিধুর-সংজ্ঞা প্রসিদ্ধা তেষামপি বিজ্ঞায়ামধিকার ইতি পুর-
ণীয়ম্ । হেতুমাহ তদ্বিতি । শ্রুতিস্মৃতিহাসশাস্ত্রেবু রৈকপ্রভৃতীনাং বিধুরাণাং ব্রহ্মবিশ্বদর্শনাদিত্যর্থঃ ।
আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি ও ব্রহ্মচর্য্যাদি কৰ্ম্ম পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, এই
অবধারণ অনুসারে অনাশ্রমীরও বিজ্ঞাধিকার আছে কিনা তাহা বিচার্য্য হইতেছে । পূৰ্ব্বপক্ষে
নাই বলা বাইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে তাহা আছে বলাই উচিত । অনাশ্রমী বিধুর ও
নিতান্ত দরিদ্র, ইহারা আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মকরণে অক্ষম ও অনধিকারী হইলেও জ্ঞানোৎপাদন
জপাদি কৰ্ম্মের দ্বারা বিজ্ঞাধিকার আয়ত্ত করিতে পারে, ইহা পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায়
অর্থাৎ নিদর্শিত হইয়াছে ।

মানোহপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে । কুতঃ । তদৃষ্টেঃ । রৈক-
বাচরূপীপ্রভৃতীনামেবভূতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রুত্ব্যপলক্কে ॥ ৩।৪।৩৬॥

অপি চ স্মর্যতে ॥ ৩।৪।৩৭॥

সম্বর্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্মণা
মপি মহাযোগিত্বং স্মর্যত ইতিহাসে ॥ ৩।৪।৩৭॥

ননু লিঙ্গমিদং শ্রুতিস্মৃতিদর্শনমুপন্যস্তং, কা নু খলু প্রাপ্তিঃ ?
ইতি সাভিধীয়তে—

পূর্বপক্ষমনু্য সিদ্ধাস্তয়তি—এবমিতি । প্রতিজ্ঞাং ব্যাকরোতি—অনাশ্রমিভ্বেন
ইতি । উদ্ধৃষ্টেইতি ব্যাচষ্টে—রৈকেতি । ৩।৪।৩৫ ॥ ইত্যনন্দগিরিঃ ।]

[শ্রোতঃ দৃষ্টিঃ শিষ্টা । স্মার্ত্তীমপি দর্শয়তি—অপীতি । শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং
সিদ্ধে সিদ্ধাস্তেহনন্তরহত্রনিরন্তরকোত্তমাহ—নর্থিতি । জন্মান্তরকৃতাদপি কর্মণে
রৈকাদীনাং বিভাসস্তবাং বর্ণোপাধাবৃক্তাং কর্মণে বিভোত্যাশ্রুতিস্মৃত্যো-
রনিয়ামকত্বাং নিয়ামকাস্তরং বক্তব্যমিতিার্থঃ । আশ্রমধর্ম্মাভাবেহপি বর্ণধর্ম্ম-
বিশেষৈরনুগৃহীতা বিভোদেয়তীতি সূত্রেণ সমাধত্তে—সেতি ॥ ৩।৪।৩৭ ॥
ইত্যনন্দগিরিঃ ।]

অথচ বিবাহ কবিত্বা গৃহী হয় নাই কিংবা প্রব্রজ্যাদি করে নাই, একরূপ লোক
বিধুর । পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে আর দারপরিগ্রহ করে নাই ও
সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই, সেরূপ লোকও বিধুর । ইহাদিগের
বর্ণধর্ম্ম দান পূজাদিতে অধিকার থাকায়, সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের
ব্রহ্মবিজ্ঞাধিকার বিদ্যমান থাকে ॥ ৩।৪।৩৬ ॥

সম্বর্ত প্রভৃতি ঋষি নগ্নচর্যায় (নগ্নচর্য্যা = বস্ত্রত্যাগী সন্ন্যাসী) থাকিতেন,
কোনও কিছু আশ্রমকর্ম্ম করিতেন না, অথচ মহাতারতাদি ইতিহাসে ও স্মৃতিতে
লিখিত আছে, তাঁহারা মহাযোগী ছিলেন । বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শাস্ত্র
(শ্রুতি ও স্মৃতি) জ্ঞাপক মাত্র, বিধায়ক নহে । জিজ্ঞাসা করি, বিধায়ক শাস্ত্র
কৈ ? বিধায়ক শাস্ত্র ব্যতীত প্রদর্শিত স্মারক শাস্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারে
না । সূত্রকার এতৎপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন ॥ ৩।৪।৩৭ ॥

* আশ্রমকর্ম্মত্যাগিনাং সম্বর্তপ্রভৃতীনাং জ্ঞানিভূমিতি শেষঃ ।

সম্বর্ত প্রভৃতি ঋষি আশ্রম কর্ম্ম করিতেন না, অথচ তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছিলেন । এ কথা
ইতিহাসাস্ত্রক স্মৃতিতে (পুরাণাদি গ্রন্থে) উক্ত হইয়াছে ।

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩ । ৪ । ৩৮ ॥'

তেষামপি বিধুরাদীনামবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধিভিজ্জ-
পোপবাসদেবতারাদিনাদিভিধ্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়াঃ সম্ভ-
বতি । তথা চ স্মৃতিঃ—

“জপোন্মৈব তু সংসিধ্যোদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।

কুর্যাদন্যম বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥”

ইত্যসম্ভবাদাশ্রমকৰ্ম্মণোহপি জপেহধিকারং দর্শয়তি । জন্মা-
স্তরানুষ্ঠিতৈরপি চাশ্রমকৰ্ম্মভিঃ সম্ভবত্যেব বিদ্যায়া অনুগ্রহঃ ।
তথাচ স্মৃতিঃ—

“অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ।”

যদি বিজ্ঞাসহকারীগ্যাশ্রমকৰ্ম্মাণি, হস্ত ভোঃ, বিধুরাদীনামনাশ্রমিণামনধিকা-
রো বিজ্ঞায়াম্ । অভাবাৎ সহকারিণামাশ্রমকৰ্ম্মণামিতি প্রাপ্ত উচ্যতে—নাত্য-
শ্রমকৰ্ম্মাণো নৈকবিধুপবাচকবীপ্রভৃতয়ঃ । সন্তি হি তেষামনাশ্রমিণে জপোপ-
বাসদেবতারাদিনাদীন কৰ্ম্মাণি । কৰ্ম্মণাঞ্চ সহকারিত্বমুক্তম্ । আশ্রমকৰ্ম্মণামুপ-
লক্ষণত্বাদিতি ন তেষামনধিকারো বিজ্ঞান্ন । “জন্মানুস্তরানুষ্ঠিতৈরপি চ” ইতি ।
ন খলু বিজ্ঞাকার্য্যে কৰ্ম্মণামপেক্ষা, অপি তুৎপাদে । উৎপাদয়ন্তি চ বিবিদিষোপ-
হারেণ কৰ্ম্মাণি বিজ্ঞাম্ । উৎপন্নবিবিদিষাণাং পুরুষধৌরেয়াণাং বিজ্ঞসম্বৰ্ত্ত-
প্রভৃতীনাং কৃতং কৰ্ম্মভিঃ । যতপি চেহ জন্মনি কৰ্ম্মাণ্যনুষ্ঠিতানি, তথাপি
বিবিদিষাতিশয়দর্শনাৎ প্রাচি ভবেহুষ্ঠিতানি তৈরিত গম্যত ইতি । নহু

জ্ঞানের অবিরোধী কেবলমাত্র পুরুষসম্বন্ধীয় (পুরুষমাত্রকর্তব্য) জপ
উপবাস ও দেবসেবা প্রভৃতি ধৰ্ম্মবিশেষ দ্বারা বিধুর ও দরিদ্রদিগের প্রতিও
বিজ্ঞার অনুগ্রহ হইতে পারে । স্মৃতি বলিয়াছেন “ব্রাহ্মণ জপকৰ্ম্মের দ্বারাও সিদ্ধ
হন । অথ কোন আশ্রমধৰ্ম্ম করুন বা না করুন, যিনি মৈত্র, তিনিই ব্রাহ্মণ ।”
(মৈত্র—মিত্রতায় অবস্থানকারী । অহিংসক বা দয়াবান্ ।) এই স্মৃতি বিধুর
ও দরিদ্রদিগের আশ্রমকৰ্ম্ম সম্ভব না হইলেও তাহাদিগের জপাধিকার আছে
বলিয়াছেন । অথ স্মৃতিতেও আছে “বহু জন্মের পর সিদ্ধিলাভ করে, পরে

* বর্ণধৰ্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিজ্ঞায়া ইতি পুরণীয়ম্ । আশ্রমধৰ্ম্মাভাবোহপি বর্ণধৰ্ম্মৈরনুগ্রহীতা
বিজ্ঞা উদেব্যতীতি স্মৃতাভ্যুপগম্যার্থঃ ।

আশ্রম বিশেষে অনবস্থিত বিধুর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বর্ণধৰ্ম্মে রত থাকেন । আচরিত
সেই সেই ধৰ্ম্মের দ্বারা তাহাদিগের প্রতি বিজ্ঞার অনুগ্রহ (উদয়) হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ
জ্ঞানোদয়ের প্রতি বর্ণধৰ্ম্মেরও নিমিত্ততা আছে ।

ইতি জ্ঞানান্তরসংকিতানপি সংস্কারবিশেষাননুগ্রহীতৃন্ বিদ্যায়া
দর্শয়তি । দৃষ্টার্থা চ বিদ্যা প্রতিষেধাভাবমাত্রোপ্যর্থিনমধি-
করোতি শ্রবণাদিষু । তস্মাদ্বিধুরাদীনামপ্যধিকারো ন বিরূ-
ধ্যতে ॥ ৩ । ৪ । ৩৮ ॥

অতস্বিতরজ্যায়ো নিষ্কাচ ॥ ৩ । ৪ । ৩৯ ॥*

অতস্বিতরালবর্তিত্বাদিতরদাশ্রমবর্তিত্বং জ্যায়ো বিদ্যাসাধনং
শ্রুতিস্মৃতিসন্দ্বাদাং, শ্রুতিনিষ্কাচ—“তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ
পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ” ইতি । “অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেক-

যথাধীতবেদ এব ধর্মজিজ্ঞাসায়ামধিক্রিয়তে, নানধীতবেদ ইহ জন্মানি, তথেষ
জন্মতাশ্রমকর্মোৎপাদিতবিবিদিষ এব বিদ্যায়ামধিকৃতো নেতেরং, ইত্যনাশ্রমি-
ণামনধিকারো বিধুরপ্রভৃতীনামিত্যত আহ—“দৃষ্টার্থা চ” ইতি । অবিদ্যানি-
বৃত্তিক্রিয়য়া দৃষ্টোর্থঃ । স চাশ্রয়ব্যতিরেকসিদ্ধো ন নিয়মমপেক্ষত ইত্যর্থঃ ।
প্রতিষেধো বিঘাতস্তত্ত্বাভাব ইত্যর্থঃ ॥ ৩ । ৪ । ৩৮ ॥

যত্বনাশ্রমিণামপ্যধিকারো বিদ্যায়ং, কৃতং তর্হ্যশ্রমৈরতিবহলায়াসৈরি-
ত্যশঙ্ক্যাহ—

স্বপ্নেনাশ্রমিত্বমাস্ত্রয়ম্ । দৈবাৎ পুনঃ পত্নাদিবিয়োগতঃ সত্যনাশ্রমিহে
ভবেদধিকারো বিদ্যায়ামিতি শ্রুতিস্মৃতিসন্দর্ভেণ “বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন” ইত্যাদিনা
পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।” এই স্মৃতি জ্ঞানান্তরসংকিত ধর্মসংস্কারবশিষ্টদিগের
প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ বর্ণনা করিয়াছেন । বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের ফল দৃষ্ট
অর্থাৎ ঐহিক বা প্রত্যক্ষ, সুতরাং প্রতিবন্ধকের অভাব বা প্রতিবন্ধক
মোচন হইলেই বিদ্যাসাধক শ্রবণ মননাদির দ্বারা বিদ্যাধিকার জন্মে । অতএব,
বিধুর প্রভৃতির বিদ্যাধিকার অবিরুদ্ধ ॥ ৩ । ৪ । ৩৮ ॥

বিধুর অর্থাৎ অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমাবস্থান শ্রেষ্ঠ । কারণ
এই যে, আশ্রমে অবস্থিত থাকিলে আশ্রমবিহিত অনুষ্ঠান উপচিত হইতে
থাকে । তৎকারণে আশ্রমাবস্থানের জ্ঞানসাধনতা অনাশ্রমাবস্থা অপেক্ষা অস্ত-
রঙ্গ (নিকট সাধন) । আশ্রমিত্ব অনাশ্রমিত্ব উভয়ের মধ্যে যে, আশ্রমিত্বই
শ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন এবং স্মৃতিও বলিয়াছেন । অধিকন্তু স্মৃতি
অনাশ্রমির নিন্দাও করিয়াছেন । শ্রুতি যথা—“আশ্রমদগ্ধে রত থাকিলে
ক্রমে ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ ও তৈজসসম্পন্ন হয়।” স্মৃতি যথা—“দ্বিজ অর্থাৎ
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, একদিও অনাশ্রমী থাকিবেন না।” “যদি পূর্ণ এক

* অতঃ অন্তরালবর্তিত্বং অনাশ্রমিত্বং ইত্যরং অন্তঃ আশ্রমিত্বং জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠমিতি লিঙ্গাৎ
শ্রোতাৎ স্মার্ত্তাচ্চ বিজ্ঞায়তে ।

আশ্রমিত্ব অনাশ্রমিত্ব উভয়ের মধ্যে আশ্রমিত্বই শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রুতিস্মৃতির তাৎপর্যার্থ পর্যায়-
লোচনে বিজ্ঞাত হওয়া যায় ।

মপি বিজ্ঞঃ।” “সম্বৎসরমনাশ্রমী স্থিত্বা কৃচ্ছ্রমেককরেৎ”
ইতি চ স্মৃতিলিঙ্গাৎ ॥ ৩। ৪। ৩৯ ॥

তদুতস্তু তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি
নিয়মাতদ্রূপাতাবেভ্যঃ ॥ ৩। ৪। ৪০ ॥*

সম্ব্যুৎকরেতস আশ্রমা ইতি স্থাপিতম্। তাংস্তু প্রাপ্তস্তু
কথঞ্চিৎ ততঃ প্রচ্যুতিরস্তি নাস্তি বেতি সংশয়ঃ। পূর্বধর্মকর্ম-
সমুষ্ঠানচিকীর্ষয়া রাগাদিবশেন বা প্রচ্যুতোহপি স্মৃতাং, বিশেষা-
ভাবাং, ইত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে—তদুতস্তু তু প্রতিপন্নোদ্ধ-

জ্যায়ত্বাবগতেঃ, স্মৃতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চাবগম্যতে। তেনৈতি পুণ্যকৃদिति
স্মৃতিলিঙ্গম্, অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতেত্যাদি চ স্মৃতিলিঙ্গম্ ॥ ৩। ৪। ৩৯ ॥

আরোহবৎ প্রত্যবরোহোহপি কদাচিদুৎকরেতস্মাৎ স্মাদিতি মন্দাশঙ্কানিরা-
করণার্থমিদমধিকরণম্। পূর্বধর্মেষু যাগহোমাদিষু রাগতো বা গৃহহোহং
বৎসর অনাশ্রমী থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তাদ্বক কৃচ্ছ্রত
অমুষ্ঠান করিতে হইবেক” ॥ ৩। ৪। ৩৯ ॥

শাস্ত্রে যে উদ্ধেরেত আশ্রমের অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান আছে, ইহা স্থিরী-
কৃত হইয়াছে। এক্ষণে সংশয়—সে আশ্রম প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার তাহা
হইতে প্রচ্যুত হইতে পারে কি না? অর্থাৎ কিরিয়া আবার গার্হস্থ্যাদি
গ্রহণ করিতে পারে কি না? কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না থাকায় পূর্বপক্ষে
পাওয়া যায়, আর একবার পূর্বধর্মসকল (গার্হস্থ্যাদিবিহিত কর্মকলাপ)
ভালরূপে অমুষ্ঠান করিব, এইরূপ ইচ্ছা দ্বারা কিরিতেও পারে।
আবার পক্ষান্তরে দেখা যায়, দোষশ্রুতি থাকায় পুনর্গার্হস্থ্য গ্রহণ অশাস্ত্রীয়।
এইরূপ পক্ষাপক্ষ লাভ হয় বলিয়াই সূত্রকার তন্নির্ণয়ার্থ সূত্র বলিতেছেন।
সূত্রের অর্থ এই যে, তদুত—একবার সেই ভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ চতুর্থাশ্রম প্রাপ্ত
হইলে, তাহার আর অতদ্ভাব অর্থাৎ কোনও প্রকারে ইচ্ছোন্মেক হইলেও
তাহা হইতে অবরোহন (পুনর্গার্হস্থ্যাদিতে আগমন) নাই। তৎপ্রতি
হেতু—নিয়ম, অতদ্রূপতা ও অভাব। নিয়ম অর্থাৎ মরণান্ত অরণ্যবাস
প্রভৃতির নিয়ম। শাস্ত্র সেইরূপে থাকিবার নিয়ম বাধ্য দিয়াছেন। অত-

* তদুতস্তু প্রাপ্তোদ্ধেরেতোভাবস্ত অতদ্ভাবন্তঃ প্রচ্যুতিনীতীতি নিয়মাদিশাস্ত্রেভ্যো
বিজ্ঞায়তে। এতচ্চ নতং জৈমিনেরপি।

উদ্ধেরেত আশ্রম অর্থাৎ সে সন্ন্যাসনামক চতুর্থাশ্রম প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে আর অবরোহন
হয় না। অর্থাৎ সে আর নিরাশ্রমে আসিতে পারে না। ইহা জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই
অভিমত। অবরোহণ না হওয়ার জাপক নিয়মশাস্ত্র, অতদ্রূপের অর্থাৎ অবরোহণের নিবেধ-
শাস্ত্র ও শিষ্টাচার। (ভাব্যব্যাখ্যা দেখ)।

রেতোভাবস্ত ন কথঞ্চিদপ্যতদ্ভাবঃ—ন ততঃ প্রচ্যুতিঃ স্মৃৎ ।
কৃতঃ ? নিয়মাত্ত্রুপাভাবোভ্যঃ । তথা হি—“অত্যন্তমাত্মানমা-
চার্য্যকুলেহবসাদয়ন” ইতি, “অরণ্যমিয়াদিতি পদং, ততো ন
পুনরেয়াদিত্যুপনিষৎ” ইতি ।

“আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্ ।

আ বিমোক্ষাৎ শরীরস্ত সোহনুতিষ্ঠেদ্ যথাবিধি ॥”

ইতি চৈবজ্ঞাতীয়কো নিয়মঃ প্রচ্যুত্যভাবং দর্শয়তি । যথা চ
“ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ” “ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ” ইতি
চৈবমাদীন্ত্যারোহরূপাণি বচাংস্ত্যাপলভ্যন্তে, নৈবস্প্রত্যবরোহ-
রূপাণি । ন চৈবমাচারঃ শিষ্টা বিদ্যন্তে ।

যত্ন পূর্ব্বধর্ম্মস্বনুষ্ঠানচিকীর্ষয়া প্রত্যবরোহণমিতি, তদসৎ,
“শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ” ইতি স্মরণাৎ ।

পত্ন্যাদিপরিত্যক্তঃ স্মৃতিমতি । নিয়মং ব্যাচষ্টে “তথা হত্যাত্মমাত্মানম্” ইতি । অত-
ত্রুপতামবরোহতুল্যতাভাবম্ । ব্যাচষ্টে—“যথা চ ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য” ইতি ।

অভাবং শিষ্টাচারভাবম্ । বিভজ্যতে—“ন চৈবমাচারঃ শিষ্টাঃ” ইতি । অতি
রোহিতার্থমন্তঃ ॥ ৩ । ৪ । ৪০ ॥

ত্রুপতা (তত্রুপ করার নিষেধশাস্ত্র) অর্থাৎ সম্যাস ভঙ্গ করিয়া পুনর্গার্হস্থ্য
না করা । শাস্ত্র সেরূপ করার দোষ ঘোষণা করিয়াছেন । অভাব অর্থাৎ
শিষ্টাচারের অভাব । কোনও শিষ্ট ব্যক্তি সেরূপ করেন না । [তথা হি...বিদ্যন্তে]
নিয়ম যথা—“আপনাকে গুরুগৃহে অতিশয় ক্লেশসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা ক্লিষ্ট
করতঃ পরে অরণ্যে গমন করিবেক । অর্থাৎ নির্জনেসেবিত্ব-উপলব্ধিত
উদ্ধরেত আশ্রম অবলম্বন করিবেক । ইহাই শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ । তাহা হইতে
আর পুনরাগত হইবে না অর্থাৎ পুনর্গার্হস্থ্যে আসিবেক না । ইহাই উপ-
নিষৎ অর্থাৎ রহস্ত (শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ।) ” “গুরুকর্ত্ত্বক আদিষ্ট হইয়া চার
আশ্রমের কোন এক আশ্রম মরণান্ত পর্য্যন্ত বিধিবিধানক্রমে অনুষ্ঠান করি-
বেক ।” এইরূপ এইরূপ নিয়ম বা নিয়ামক শাস্ত্র উত্তরাশ্রমগ্রহীতার পূর্বাশ্রমে
ফিরিয়া আসা নাই বলিয়াছেন । অতত্রুপ অর্থাৎ আরোহন ক্রমের ত্রায়
অবরোহণক্রমের অভাব (না থাকা) দেখা যায় । “ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া
গৃহী হইবেক । অথবা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবেক ।” এই যেমন পর
পর উচ্চ আশ্রম গমনের ক্রম দেখা যায়, সেরূপ অবরোহন ক্রম কুত্রাপি বা
কোনও শাস্ত্রবাক্যে দৃষ্ট হয় না ।

অপিচ, ফিরিয়া আসা সম্বন্ধে শিষ্টাচারও নাই । কোনও শিষ্ট ব্যক্তিকে (ধর্ম্ম-
মর্ম্মজ্ঞ আন্তিক ঋষিকে) উত্তরাশ্রম গ্রহণের পর পুনর্গার্হস্থ্য করিতে দেখা যায়
নাই । [যত্ন...ধর্ম্মজ্ঞ] বলিয়াছিল যে, পূর্ব্বধর্ম্ম সকল ভালরূপে অনুষ্ঠান করিবার

আয়াচ্চ, যো হি যং প্রতিবিধীয়তে, স তস্য ধর্মঃ, ন তু যো
 যেন স্বকুষ্ঠাভুং শক্যতে, চোদনালক্ষণত্বাঙ্কর্মস্ব । ন চ রাগাদি-
 বশাৎ প্রচ্যুতিঃ, নিয়মশাস্ত্রস্য বলীয়স্তাৎ । জৈমিনেরপীত্যপি-
 শব্দেন জৈমিনি-বাদরায়ণয়োরত্র সম্প্রতিপত্তিঃ শাস্তি প্রতি-
 পত্তিদার্ঢ্যায় ॥৩।৪।৪০॥

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদ-

যোগাৎ ॥ ৩।৪।৪১ ॥*

যদি নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী প্রমাদাদবকীর্যেত, কিং তস্য

প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামীতি নৈষ্ঠিকং প্রতি প্রায়শ্চিত্তাভাবস্বরূপাৎ নৈষ্ঠিক-
 ইচ্ছায় পুনরাবর্তন ঘটতে পারে। আমরা বলি, ঘটতে পারে না। কারণ
 এই যে, স্মৃতির অনুশীলন আছে—“সর্কাস্ত্রশূন্য পরধর্ম অপেক্ষা অল্প কিছু
 দোষদৃষ্ট হইলেও স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ।” (পরধর্ম—অশ্রমের ধর্ম)। এ বিষয়ে
 যুক্তিও আছে। যুক্তি এই যে, যে যাহা ভালরূপ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ, তাহাই
 তাহার ধর্ম এমন নহে; কিন্তু যাহা বাহার জ্ঞাত বিহিত, তাহাই তাহার ধর্ম।
 ইহাই বিধিবাক্যানুমেয় কর্ম বা ধর্মলক্ষণের রহস্য। [ন চ...দার্ঢ্যায়]
 চতুর্থাশ্রমী স্বাবলম্বিত আশ্রম হইতে চ্যুত হইতে পারিত, যদি রাগের অর্থাৎ
 ঐচ্ছিক ব্যবহারের প্রাবল্য থাকিত, কিন্তু রাগপ্রাবল্যের সম্ভাবনা নাই। কারণ,
 রাগ অপেক্ষা নিয়মশাস্ত্র বলবান্ এবং তাহারই বলে রাগের থরুতা সম্বটন
 হয়। এ সিদ্ধান্ত কেবল বাদরায়ণসম্মত নহে, জৈমিনিসম্মতও বটে ॥৩।৪।৪০॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি দৈবাৎ বা অনবধানতাপ্রযুক্ত অবকীর্ণী অর্থাৎ

* আধিকারিকঃ আধিকারলক্ষণে নির্দোষঃ যং প্রায়শ্চিত্তং, তং নৈষ্ঠিকে ভবিতুং নারহিত।
 কৃতঃ? পতনানুমানাৎ, তদযোগাৎ। অপ্রতিসমাধেয়পতনস্বরূপাৎ তৎপ্রায়শ্চিত্তাযোগাদিতি যাবৎ।
 পূর্বসমীমাংসার প্রথমকাণ্ডে একটি প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, তাহা—“ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ হইলে
 গর্ভস্ত পশু বধ করিয়া তদ্বারা নৈম্লত যাগ করিবেক। এই প্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিপক্ষে
 বিহিত নহে, উপকূর্ক্সাণের প্রতি বিহিত। কারণ এই যে, উক্ত প্রায়শ্চিত্ত পশুহোমাদ্বক।
 পশুহোম অগ্ন্যাধানসাপেক্ষ, হুতরাং তাহা হ্রীগ্রহণ-সাপেক্ষ। পশুহোমের নিমিত্ত অগ্ন্যাধান
 করিতে হইলে অগ্ন্যাধানার্থ হ্রীগ্রহণ করিতে হইবেক, কিন্তু হ্রীগ্রহণ করিলে নৈষ্ঠিকের পাতিত্য
 জন্মে। সে পাতিত্যের বা সে পাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই। সেই জন্য শ্রোত্র প্রাবল্যে নৈষ্ঠিকের
 নহে : উপকূর্ক্সাণের।

উপকূর্ক্সাণ ব্রহ্মচারী হ্রীগ্রহণ ও অগ্নিগ্রহণ করিলে আদৌ পাতকী হন না—
 নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হন। অতএব, প্রায়শ্চিত্তনাশ্য নহে, এরূপ পাতক স্মৃত (স্মৃতিতে উক্ত)
 হওয়ার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারির ব্রহ্মচর্যভঙ্গজনিত দোষের নাসক প্রায়শ্চিত্তের অভাব (না থাকাই)
 হিরীকৃত হয়। কলিতার্থ এই যে, ইচ্ছাপূর্বক ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করিলে নৈষ্ঠিকের পতন ও প্রায়শ্চি-
 ত্তাভাব, কিন্তু তাহার অনিচ্ছাপূর্বক হইলে প্রায়শ্চিত্ত ও পতনাত্যাব স্বীকৃত হয়। উপকূর্ক্সাণের
 ইচ্ছানিচ্ছাকৃত দোষের পরিহার আছে।

“ব্রহ্মচার্য্যবকীর্ণী নৈঋতং গর্দভমালভেত” ইত্যেতৎ প্রায়শ্চিত্তং
স্মৃৎ ? উত নেতি । নেতু্যচ্যতে । যদপ্যধিকারলক্ষণে নির্ণীতং
প্রায়শ্চিত্তং—“অবকীর্ণিপশুশ্চ তদ্বদাখানস্তাপ্রাপ্তকালত্বাৎ”
ইতি, তদপি ন নৈষ্ঠিকস্ত ভবিতুমর্হতি । কিং কারণম্ ?—

“আরুঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যন্ত প্রচ্যবতে পুনঃ ।

প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা ॥”

ইত্যপ্রতিসমাধেয়-পতনস্মরণাৎ, ছিন্নশিরস ইব প্রতিক্রিয়ানুপ-
পত্তেঃ । উপকূর্বাণস্ত তু তাদৃকপতনস্মরণাভাবাদুপপদ্যতে
তৎ প্রায়শ্চিত্তম্ ॥ ৩ । ৪ । ৪১ ॥

গর্দভালম্বঃ প্রায়শ্চিত্তমুপকূর্বাণকং প্রতি । তস্মাচ্ছিন্নশিরস ইব পুনঃ প্রতি-
ক্রিয়াভাব ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ । সূত্রযোজনা তু—ন চাধিকারিকমধিকারলক্ষণে
প্রথমকাণ্ডে নির্ণীতমবকীর্ণিপশুশ্চ তদ্বদাখানস্তাপ্রাপ্তকালত্বাদিত্যেনে ন যৎ
প্রায়শ্চিত্তং, তন্ন নৈষ্ঠিকে ভবিতুমর্হতি । কুতঃ । আরুঢ়ো নৈষ্ঠিকমিতি স্মৃত্য
পতনশত্যানুমানাৎ তৎপ্রায়শ্চিত্তাযোগাৎ ॥ ৩ । ৪ । ৪১ ॥

ব্রহ্মব্রত বা ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে “অবকীর্ণী ব্রহ্মচারী নিঋতি
দেবতার উদ্দেশে গর্দভ পশু আলভন করিবেন” এতৎশাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত
করিতে হইবেক কিনা, তাহা এতৎসূত্রে বিচারিত হইয়াছে । বিচারের নিষ্কর্ষ এই
যে, করিতে হইবে না । যদিও অধিকারনির্ণয়-প্রকরণে কথিতপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত
অভিহিত হইয়াছে—কথিত আছে সত্য, তথাপি, সে নির্ণয় নৈষ্ঠিকের জন্ত নহে ।
কেন না, নৈষ্ঠিকের অগ্ন্যাধান নাই । অগ্ন্যাধান না থাকায় উক্ত প্রায়শ্চিত্তের
অসম্ভব । তাঁহার অগ্ন্যাধানের যথাযোগ্য কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে । শাস্ত্র
আছে, “যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে আরোহন করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে চ্যুত হয়,
এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখি না, যদ্বারা সেই আত্মঘাতী অতিপাতকী শুদ্ধ
হইতে পারে ।” এই শাস্ত্রে নৈষ্ঠিকের বিবাহকরণজনিত পাপের নাশক
প্রায়শ্চিত্ত না থাকা অভিহিত হইয়াছে । পাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত না থাকায়
তৎকর্ম্মকরণে পতিত হইতে হয়, সূতরাং অজ্ঞানকৃত স্বকৃত ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গের
জন্ত যে প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ আছে, সে প্রায়শ্চিত্ত উপকূর্বাণের পক্ষেই
বিহিত, নৈষ্ঠিকের পক্ষে নহে । যেমন শিরশ্ছেদের চিকিৎসা নাই, তেমনি,
নৈষ্ঠিকাশ্রম আশ্রয় করিয়া পশ্চাৎ তাহা ত্যাগ করিলে তাহারও প্রায়শ্চিত্ত
নাই । উপকূর্বাণের সেরূপ পাতিত্ব শুনা যায় না, সূতরাং উক্ত প্রায়শ্চিত্ত
উপকূর্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষেই বিহিত ॥ ৩ । ৪ । ৪১ ॥

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তু-

ক্তম্ ॥ ৩ । ৪ । ৪২ ॥*

অপি তু একে আচার্য্য উপপাতকমেবৈতদিতি মন্যন্তে । যনৈষ্ঠিকস্য গুরুদারাদিভ্যোহন্যত্র ব্রহ্মচর্য্যং বিশীর্ঘ্যতে, ন তন্মহাপাতকং ভবতি, গুরুতল্লাদিষু মহাপাতকেষুপরিগণনাৎ । তস্মাদুপকূর্বাণবৎ নৈষ্ঠিকস্তাপি প্রায়শ্চিত্তভাবমিচ্ছন্তি, ব্রহ্মচারিত্বাবিশেষাদবকীর্ণিত্বাবিশেষাচ্চ । অশনবৎ । যথা ব্রহ্মচারিণো মধুমাংসাশনে ব্রতলোপঃ পুনঃ সংস্কারশ্চৈবমিতি ।

শ্রুতিস্তাবৎ স্বরসতোহসঙ্কুচদ্রুত্তিব্রহ্মচারিমাভ্যন্ত নৈষ্ঠিকস্তোপকূর্বাণস্ত চাবিশেষণ প্রায়শ্চিত্তমুপদিশতি সাক্ষাৎ । প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামীতি তু স্মৃতিঃ, তস্মামপি চ সাক্ষাৎ প্রায়শ্চিত্তং ন কর্তব্যমিতি প্রায়শ্চিত্তনিষেধো গম্যতে । ন পশ্যামীতি তু দর্শনাভাবেন সোহুমাভব্যঃ । তথা চ স্মৃতিনিষেধার্থেত্যুমাভ্য তদথা শ্রুতিরুমাভব্যঃ । শ্রুতিস্ত সামান্তবিষয়া বিশেষমুপসর্পন্তী শীঘ্রপ্রবৃতি-রিতি । স্মার্তং প্রায়শ্চিত্তাদর্শনস্ত যত্নগোরবোৎপাদনার্থম্ ।

কোন কোন আচার্য্য (শাস্ত্রোপদেষ্টা) মনে করেন ও বলেন যে, তাহা (প্রমদাকৃত ব্রহ্মচর্য্যবিলোপ) উপপাতকমধ্যে গণ্য । যদি নৈষ্ঠিক ধর্মে উর্দ্ধবেত আশ্রমে) অবস্থিত ব্যক্তির গুরুপত্ন্যাди ব্যতীত অত্র জীতে ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহাতে মহাপাতক হয় না, কিন্তু উপপাতক হয় । কারণ, শাস্ত্রে তাহা মহাপাতক গণনায় পরিগণিত হয় নাই । বাহাতে বাহাতে মহাপাতক জন্মে, তাহা তাহা স্মৃতিতে পরিগণিত আছে ; পরন্তু সে গণনায় গুরুশয্যাভিগমন প্রভৃতিই গণিত হইয়াছে, কিন্তু অত্র জ্যাভিগমন গণিত হয় নাই, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, নৈষ্ঠিকের গুরুপত্নী ব্যতীত অত্র নারীতে ব্রহ্মচর্য্য অবসর হইলে মহাপাতক হয় না, উপপাতক হয় । যে হেতু উপপাতক হয়, সেই হেতু উপকূর্বাণের ছায় নৈষ্ঠিকেরও উপপাতকপ্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিতে হয় । ব্রহ্মচারিত্ব ও অবকীর্ণিত্ব (বাহার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়, সে অবকীর্ণী,) দুএতেই আছে, সুতরাং ছ-ই প্রায়শ্চিত্তার্থ । ইহার দৃষ্টান্ত অশন অর্থাৎ অভক্ষ্যভক্ষণ ও অপেয় পান । যেমন মত্তপানে মাংসভক্ষণে ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য থাকে না, নষ্ট হয়, অনন্তর তাহার পুনঃসংস্কার (প্রায়শ্চিত্ত, তৎপরে পুনরুপনয়ন) আবৃত্তি হয়, সামান্ততঃ রেতঃসেকনিবন্ধন ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইলেও সেইরূপ ব্যবস্থা জানিবে । মত্তমাংস ভক্ষণ করিলে তাহার

* উপপদঃ পূর্ব্বং যন্ত তৎপাতকম্, উপপাতকমিতি বাবৎ । নৈষ্ঠিকব্রতলোপস্যোপপাতকত্বং এব স্তবয় আহরিতি শেষঃ । 'অতএব ভাবঃ প্রায়শ্চিত্তাতিত্বম্ । অশনবদিতি দৃষ্টান্তঃ । বধা ব্রহ্মচারিণো মধুমাংসাদিভক্ষণে ব্রতলোপঃ প্রায়শ্চিত্তক, তথা । তদ্রুজমিতি জৈমিনি পূর্ব্বকাণ্ডে ।

যে হি প্রায়শ্চিত্তাভাবমিচ্ছন্তি, ন তেষাং মূলমুপলভ্যতে ।
যে তু ভাবমিচ্ছন্তি, তেষাং ব্রহ্মচার্য্যাবকীর্ণী ত্বেতদবিশেষশ্রবণং
মূলম্ । তস্মাদ্ভাবো যুক্ততরঃ । তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে—“সমা
বিপ্রতিপত্তিঃ স্মৃতাং, শাস্ত্রস্থা বা তন্নিমিত্তত্বাৎ” ইতি । প্রায়শ্চিত্তা-
ভাবস্বরূপস্তেবং সতি যদ্বগৌরবোৎপাদনার্থমিতি ব্যাখ্যাতব্যম্ ।
এবং ভিক্ষুবৈখানসয়োরপি, “বানপ্রস্থো দীক্ষাতেদে কৃচ্ছ্রং দ্বাদশ-

এতদুক্তং ভবতি । কৃত্তনির্গেজ্জৈনরপোতৈতন্ সঙ্খ্যানং কৰ্ত্তব্যমিতি । নৃত্তার্থস্ত
উপপূৰ্ণমপি পাতকং নৈষ্টিকস্তাবকৌর্গিৎ, ন মহাপাতকম্ । অপিরেবকারার্থে ।
অত একে প্রায়শ্চিত্তা ভাবমিচ্ছন্তীতি । আচার্য্যাণাং বিপ্রতিপত্তৌ বিশেষভাবাৎ

যেক্ষপ প্রায়শ্চিত্তী হয়, রেতঃসেক করিলেও সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তী হয় । [যে
হি...ব্যাখ্যাতব্যম্] ষাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত নাই বলেন, তাঁহারা নিমূল ব্যবস্থা
দেন অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত না থাকা পক্ষে কোনরূপ মূল (শ্রুতি বা শাস্ত্র)
দেখা যায় না । ষাঁহারা তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্তের ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব
আছে বলেন, তাঁহারা অমূলক বলেন না, সমূলক কথাই বলেন । “ব্রহ্ম-
চারী অবকীর্ণী অর্থাৎ ভগ্নব্রত হইলে—” এই শাস্ত্র তাঁহাদের মূল ।
অতএব, ভাবপক্ষই (প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্ব পক্ষই) অত্যন্ত শাস্ত্রসম্মত ।
এসিদ্ধান্ত পূৰ্ব্বমীমাংসার যব-বরাহাধিকরণসম্মত । পূৰ্ব্বমীমাংসার প্রথম-
ধায়ে বলা হইয়াছে যে, “প্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রতীতি সমান হইলে শাস্ত্রীয়
প্রতীতিই গ্রাহ্য । কেন না, শাস্ত্রীয় প্রতীতি ধর্ম্মের নিমিত্ত—কর্ম্মলাভের
উপায় (কারণ) ।” “প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্চ্যামি—প্রায়শ্চিত্ত দেখি না” এ
কথা যদ্বাধিক্য উৎপাদনের * অন্তই বলা হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্তাভাব সমর্থনের
জন্ত নহে । [এবং...সৰ্ত্তব্যম্] পশ্চাদুক্ত প্রমাণ অনুসারে ভিক্ষু ও বৈখানস
সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে । “ব্রতভঙ্গ অর্থাৎ অনবধানতায় ব্রহ্ম-
চর্য্য নষ্ট হইলে বানপ্রস্থ দ্বাদশরাত্রব্যাপী কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিয়া বহু

কোন কোন ঋষি বলিয়াছেন, নৈষ্টিক ব্রহ্মচারীর গুরুদ্বারা দিগমনবাচীত অন্ত স্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য্য
লোপ হইলে তজ্জনিত তাহার উপপাতক জন্মে, সেই জন্ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে । প্রমাদবশতঃ
মত্ত মাংসাদি ভক্ষণে তাহাদের ব্রতভঙ্গ ও প্রায়শ্চিত্ত থাকি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, নৈখানসুষ্ঠানের
দ্বারাও ব্রহ্মচর্য্য নাশ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে, ইহা বিদিত হইবে । জৈমিনি মুনিও
পূৰ্ব্বমীমাংসার এ কথা বলিয়াছেন । (ভাবানুবাদ দেখ) ।

* যববরাহাধিকরণ বর্ণা—এক স্থলে লিখিত আছে, যবময় চক্ৰ ও বারাহী উপানয় ।
সেখানে শ্রিয়জ্ঞ ও কৃকশকুণি গ্রহন করিতে হইবে ? কি দীর্ঘশুক শস্ত্র ও শূকর অৰ্ঘগ্রহণ
করিতে হইবে ? শ্রিয়জ্ঞ নামক ফল ও দীর্ঘশুকশস্ত্র উভয় পদার্থেই যবশুক ও বরাহশুক সংক্ৰান্ত
আছে । অথচ, কৃকশকুণি ও শূকর এই পদার্থেই যবাক্রমে যব ও বরাহ শব্দের প্রয়োগ দেখা
যায়, সুতরাং সন্দেহ হয় । পরে উক্ত শব্দের দ্বারা উক্ত অৰ্ঘ্যদ্বয় সমানরূপে প্রতীত হয়
বলিয়া পূৰ্ব্বপক্ষে বিকল্প (কৃকশকুণি ও শূকর, দুয়ের একটি) লাভ হয়, কিন্তু শূকর ও দীর্ঘশুক-
শস্ত্র অর্থেই তাহার সিদ্ধান্ত করা হয় । কারণ শাস্ত্রমূলা প্রতীতিই ধর্ম্মকারণ্যে গ্রাহ্য । শাস্ত্র

রাত্রঞ্চরিত্বা মহাকক্ষং বর্জয়েৎ। ভিক্ষুর্কান প্রস্থবৎ সোমবৃদ্ধিবর্জ্যং,
অশাস্ত্রসংস্কারশ্চ” ইত্যেবমাদিপ্রায়শ্চিত্তস্মরণমনুসর্তব্যম্ ॥৩।৪।৪২॥

বহিস্তু ভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৩।৪।৪৩॥*

যদ্যুর্দ্ধৈরৈতসাং স্বাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যবনং মহাপাতকং, যদি
বোপপাতকম্, উভয়থাপি শিষ্টৈস্তে বহিঃ কর্তব্যাঃ।

“আরুঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্যং যন্তু প্রচ্যবতে পুনঃ।

প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা ॥” ইতি

সাম্যং ভবেৎ। শাস্ত্রস্থা বা বা প্রসিদ্ধিঃ, সা গ্রাহা, শাস্ত্রমূলত্বাৎ। উপপাদিতঞ্চ
প্রায়শ্চিত্তভাবপ্রসিদ্ধেঃ শাস্ত্রমূলত্বমিতি। স্মরণমিতরং ॥৩।৪।৪২॥

যদি নৈষ্ঠিকাদৌনামস্তি প্রায়শ্চিত্তং, তৎ কিমেতৈঃ কৃতনির্ণেজ্ঞনৈঃ সম্ভবহর্জব্য-
মৃত নেতি। তত্র দোষকৃতত্বাদসম্ভবহারস্ত প্রায়শ্চিত্তেন তন্নিবর্হণাদনিবর্হণে
বা তৎকরণবৈয়র্থ্যাৎ সংব্যবহার্যা এবোতি প্রাপ্ত উচ্যতে।—

নিষিদ্ধকর্ম্মত্রুতানজত্মেনো লোকদ্বয়েৎপাশুন্ধিমাপাদয়তি বৈধম্। কস্ত-
চিদেনমো লোকদ্বয়েৎপাশুন্ধিরপনীয়তে প্রায়শ্চিত্তেরেনোনিবর্হণং কুর্বাণৈঃ,
কস্তচিত্তু পরলোকাশুন্ধিমাত্রমপনীয়তে প্রায়শ্চিত্তেরেনোনিবর্হণং কুর্বাণৈঃ,
ইহ লোকাশুন্ধিয়েনসাপাদিতা ন শক্যাহপনেতুম্। যথা স্ত্রীবালাদিঘাতিনাম্।
যথাহঃ—বিশুদ্ধানপি ধর্ম্মতো ন সম্পিবেদিতি। তথা—প্রায়শ্চিত্তেরপৈতো-

তৃণকাষ্ঠ বর্জন করিবেন। স্কৃতং ও দৈবাৎ ব্রহ্মচর্যা ব্রংশ হইলে বান-
প্রস্থের ছায় ভিক্ষুকও সোমবৃদ্ধিবর্জিত কুচ্ছুরত করিবেন এবং অশাস্ত্রোক্ত
সংস্কার করিবেন।” ইত্যাদি ॥৩।৪।৪২॥

উর্দ্ধরেত আশ্রমীরা স্বকীয় আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইলে (রেতঃসেকনিবন্ধন
ব্রতচ্যুত হইলে) মহাপাতক হউক, আর উপপাতকই হউক, প্রায়শ্চিত্ত
করুক বা নাই করুক, সাধুকর্ত্ত্বক তাঁহারা অসমাজচ্যুত হইবেন। এই
বিসয়ে শাস্ত্র ও শিষ্টাচার উভয় প্রমাণই আছে। শাস্ত্র যথা—“যে ব্যক্তি
নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম গ্রহন করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়, এমন কোন প্রায়-

জ্ঞান প্রতীতি যথা—“বখন অস্ত্রাজ ওষধি শুকাইয়া যায়, তখনও ইহার কষ্ট থাকে।” এই
শাস্ত্র বাক্যে বুঝা যায়, দীর্ঘশুক শত্রুই বধ। “বরাহ গোর পশ্চাৎ দোড়িতেছে” এই শাস্ত্রীয়
বাক্যে জানা যায়, শুকরই বরাহ। অতএব, যেমন যববরাহাদি স্থলে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ দীর্ঘশুক
শত্রু ও শুকর গৃহীত হয়, সেইরূপ, এখানেও শাস্ত্রমূল প্রতীতি অনুসারে প্রাশ্চিত্ত থাকাই
কীকথা। উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক শব্দের অর্থপ্রভেদ এইরূপ।—যে বেদব্রত (ব্রহ্মচর্যা)
উদ্‌ঘাপন করিয়া সম্প্রতি গৃহী হইয়াছে, বিবাহ করিয়াছে, ঋতু ব্যতীত অল্প কালে ঐচ্ছিক
অভিগম করে নাই, সে উপকুর্বাণ। যে বেদ পড়া শেষ হইলেও সমাবর্ত্তন (বেদব্রত
ব্রহ্মচর্যা পরিত্যাগ) না করিয়া আমরণ গুরুকুলবাসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, সে নৈষ্ঠিক।

* বহিঃ বহিষ্কার্যা সাধুভিরিতি শেবঃ।

উর্দ্ধরেতস্তু ভদ্র হইলে তাহাতে তাঁহাদের মহাপাতক হউক, আর উপপাতক হউক, যে কোন
প্রকার পাতকই হউক না কেন, কৃতপ্রাশ্চিত্ত হইলেও তাঁহারা অব্যাবাহ্য।

“আরুঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতম্।

উদ্বন্ধং কুমিদৃষ্টঞ্চ স্পর্শ্য চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥”

ইতি চৈবমাদিনিন্দাতিশয়স্মৃতিভ্যাঃ শিক্ষাচারাজ্চ। ন হি
যজ্ঞাধ্যয়নবিবাহাদীনি তৈঃ সহাচরন্তি শিক্ষাঃ ॥৩।৪।৪৩॥

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাশ্রয়েঃ ॥ ৩।৪।৪৪॥

অগ্নেযূপাসনেষু সংশয়ঃ। কিং তানিযজ্ঞমানকর্মাণ্যাহো-
স্বিদ্ধাত্মিককর্মাণি? কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্? যজ্ঞমানকর্মাণীতি।
কুতঃ? ফলশ্রুতঃ। ফলং হি শ্রুয়তে “বর্ষতি হাষ্ট্রৈ বর্ষয়তি
হ এতদেবং বিদ্বান্ বৃক্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে” ইত্যাদি।

নো যদজ্ঞানকৃতং ভবেদিতি। কামতঃ কৃতমপি। বালয়াদিস্ব কৃতনির্ণেজেনো-
হপি বচনাদব্যবহার্য ইহ লোকে জায়ত ইতি। বচনঞ্চ বালয়ান্বেচনাদি।
তস্মাৎ সর্বমবাদতম্ ॥ ৩।৪।৪৩ ॥

প্রথমেকাণ্ডে শেষলক্ষণে তথাকাম ইত্যত্রাহিক্‌সম্বন্ধে কর্মণঃ সিদ্ধে
কিং কামো যাজ্ঞমান উতাহিজ্য ইতি সংশয়্যাহিজ্যোহপি কর্মণি যাজ্ঞমান এব
কামো গুণফলেষু ইতি নির্ণীতম্, ইহ ত্বেবজ্ঞাতীয়কানি চাক্ষসস্বচ্ছানুপাসনানি কিং

শ্রুতং দেখি না, যে সেই আশ্রয় সে পাপ হইতে শুদ্ধ হয় অর্থাৎ নিষ্কৃতি পাইতে
পারে। “আরুঢ়-পতিত ব্রাহ্মণকে সমাজচ্যুত অর্থাৎ রাজার দ্বারা নির্বাসন দণ্ডে
দণ্ডিত করিবেক। উদ্বন্ধন-মৃত ও কুমিদৃষ্ট মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া চান্দ্রা-
য়ণব্রত করিবেক।” অতিশয়িত নিন্দাবোধিক এই সকল স্মৃতি প্রোক্ত অর্থের
পোষক প্রমাণ। অপিচ, সাধু লোক যে, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত একত্রে
যাগযজ্ঞ করেন না, বৈবাহিক সম্বন্ধও করেন না, সে সকল ব্যবহারও শাস্ত্রবৎ
প্রমাণ ॥ ৩।৪।৪৩ ॥

যজ্ঞাঙ্গ প্রণব প্রভৃতিতে যে সকল উপাসনা বিহিত আছে, সে সকল স্থলে
অপর একটা সংশয় হইতে পারে যে, সে সকল যজ্ঞমানেরই কর্তব্য? কি পুরোহিতের
কর্তব্য? পূর্বপক্ষে প্রতীত হয়, তাহা যজ্ঞমানেরই কর্তব্য। কারণ, যজ্ঞমানের সম্বন্ধেই
ফল শ্রবণ আছে। যথা—“যে এবশ্রকার জানে, জানিয়া বৃষ্টিতে সামপঞ্চক
উপাসনা করে, দেবতারা তাহারই সম্বন্ধে জল বর্ষণ করেন।” এখানে
দেখ, কথিত ফল স্বামিগামী অর্থাৎ যজ্ঞমানগামী বলিয়া শ্রুত হইয়াছে।

* ফলশ্রুতঃ যজ্ঞানুপাসনফলস্ত স্বামিগামিভ্রবণাৎ স্বামিনো যজ্ঞমানস্তেব তৎকর্তৃব্য-
মিত্যাশ্রয়ো মন্ততে।

যজ্ঞমান যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার ফলভাগী, সুতরাং সেসকল উপাসনা যজ্ঞমানেরই কর্তব্য, পুরো-
হিতের কর্তব্য নহে। অর্থাৎ ধ্যান বা উপাসনা যজ্ঞমানই করিবেন, পুরোহিত করিবে না, ইহা
আত্মের সুখি বলিয়াছেন।

তচ্চ স্বামিগামি ন্যায্যং, তস্য সাক্ষে প্রয়োগেহধিকৃতত্বাৎ,
অধিকৃতাধিকারত্বাচ্চৈবজ্ঞাতীয়কস্য । ফলঞ্চ কর্তব্যুপাসনানাং
শ্রুতয়ে “বর্ষব্যতীশ্চৈ য উপাস্তে” [ছাঃ উঃ] । ইত্যাদি
ননু ঋত্বিজোহপি ফলং দৃষ্টম্—“আত্মনে বা যজমানায়
বা যং কামং কাময়তে, তমাগায়তি” ইতি । ন । তস্য বাচনিক-
ত্বাৎ । তস্মাৎ স্বামিন এব ফলবৎসূপাসনেযু কর্তৃত্বমিত্যাশ্রয়ে
আচার্য্যো মন্যতে ॥ ৩ । ৪ । ৪৪ ॥

আত্বিজ্যমিত্যোড়ুলোমিস্তস্মৈ হি

পরিক্রীয়তে ॥ ৩ । ৪ । ৪৫ ॥*

নৈতদস্তি—স্বামিকর্মাণ্যুপাসনানীতি, ঋত্বিকর্মাণ্যেতানি

যাজমানাশ্চেব, উত্বিজ্যানীতি বিচার্য্যতে ইতি ন পুনরুক্তং । তত্রোপাস-
কানাং ফলশ্রবণাদনধিকারিতদনুপপত্তেব্বজমানস্ত চ কর্তৃজনিতফলোপভোগ-
ভাজোহধিকারাদৃহিজ্ঞাঞ্চ তদনুপপত্তেব্বচনাচ্চ রাজাজ্ঞাস্থানীয়াং কচিদৃহিজ্ঞাং
ফলশ্রুতেরসতি বচনে যজমানস্ত ফলবৎসূপাসনং, তস্য ফলশ্রুতেঃ । “তং হ বকো
দালভ্যো বিদাঞ্চকার” ইত্যাদেকুপাসনস্ত চ সিদ্ধবিষয়তয়া ত্রায়াপবাদসামর্থ্যা-
ভাবাদ্ যাজমানমেবোপাসনাকর্ষ্যেতি প্রাপ্ত উচ্যতে ॥ ৩ । ৪ । ৪৪ ॥

উপাখ্যানাং তাবদুপাসনমোদগাত্রমবগম্যতে । তৎ বলবতি সতি বাধকে

যজ্ঞ স্পূর্ণরূপে অমুষ্টিত হইলে অমুষ্টিতার ফললাভ হওয়া ত্রায়া । ঐ
রূপ ফলে যজমানেরই অধিকার । কেন না, যজ্ঞ যজমানের অধিকৃত কর্তব্য ।
অভিশ্রায় এটেষে, যজমানই যজ্ঞ করে ; পুরোহিত করে না । পুরোহিত কর্তা
নহেন, কর্তার নিযুক্ত মাত্র । উপাসনাকারী ফলপ্রাপ্ত হন, ইহা অজ্ঞ
শ্রুতিতেও শুনা যায় । যথা—“যে উপাসনা করে, তাহারই উদ্দেশে বর্ষণ
হয় ।” ইত্যাদি । [নহ...মন্ততে] যদি বল যে, ঋত্বিক্গামী ফলশ্রবণও
আছে । যথা—“আপনার জ্ঞাত অথবা যজমানের জ্ঞাত যে কাম্যের কামনা
করে, পুরোহিত সেই কাম্যের গান করিতেছে ।” ইত্যাদি । এ বিষয়ে
আমরা বলিব, তাহা নহে । অর্থাৎ প্রদর্শিত ফলও ঋত্বিক্গামী নহে ।
কারণ, তাহা বাচনিক—বচনপ্রতিপাদিত । এজন্ত বুঝিতে হইবে যে,
ফলার্থ যজ্ঞোপাসনাসকল স্বামীর অর্থাৎ যজমানেরই কর্তব্য । পুরো-
হিতের নহে । যজমানই সেই সকল উপাসনা করিবেন, পুরোহিত করিবেন
না । এ নির্ণয় আশ্রয়নামক আচার্য্যের অভিমত ॥ ৩ । ৪ । ৪৪ ॥

ওড়ুলোমী বলেন, তাহা নহে, অর্থাৎ সে সকল উপাসনা স্বামীর

* আত্বিজ্ঞাং ঋত্বিন্ভিরভিনিকর্তৃনীরমিত্যোড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্ততে । হি যতঃ, তস্মৈ যৎ-
ফললাভায় পরিক্রীয়তে ঋত্বিক্ যজ্ঞমানেনেতি যোজনীয়ম্ ।

স্থ্যরিত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্ততে । কিং কারণম্ ? তস্মৈ হি
সাক্ষায় কৰ্ম্মণে ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে । তৎপ্রয়োগান্তঃপাতীনী
চোদগীথাছুপাসনানি, অধিকৃতাধিকারত্বাৎ । তস্মাৎ গোদো-
হনাদিকৰ্ম্মনিয়মবদেব ঋত্বিগ্ভিনির্বিবর্তোয়ন্ । তথা চ—“তং হ
বকো দালভ্যো বিদাঞ্চকার, স হ নৈমিষীয়াণামুদগাতা বভুব”
ইত্যুদগাতৃকর্তৃকতাং বিজ্ঞানশ্চ দর্শয়তি । যত্নুক্তং কত্রাশ্রয়ং
ফলং শ্রয়ত ইতি । নৈষ দোষঃ । পরার্থত্বাদাত্তজোহন্তত্র বচ-
নাৎ ফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ ॥ ৩ । ৪ । ৪৫ ॥

হন্তথোপপাদনীয়ম্ । ন চ ঋত্বিক্ত্বক্ উপাসনে যজমানগামিতা ফলশ্রাস্তবিনী ।
তেন হি স পরিক্রীতস্তদগামিনে ফলায় বটতে । তস্মান্ন ব্যসনিতামান্বেনো-
পাখ্যানমন্তথয়িতুং যুক্তমিতি রাক্ষান্তঃ ॥ ৩ । ৪ । ৪৫ ॥

অর্থাৎ যাগকর্ত্তা যজমানের কর্তব্য নহে । সে সকল ঋত্বিকেরই অর্থাৎ যজ্ঞ
পুরোহিতেরই কর্তব্য । হেতু এই যে, ঋত্বিক্ সেই সকল কৰ্ম্মের জন্তই যজমান-
কর্তৃক ক্রীত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যজমান তাঁহাদিগকে আশ্রয়গামী যজ্ঞফল
উৎপাদনার্থ দ্রব্যের দ্বারা কিনিয়া লইয়াছেন । উদগীথা-উপাসনা যজ্ঞেরই
অন্তঃপাতী, সে জন্ত তাহা যজ্ঞনির্কাহক ঋত্বিকেরই নির্কাহ । ঋত্বিক্গণ
যজমানের নিকট যজ্ঞ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কারণে
তাঁহারা যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার অধিকারী । অতএব, যজ্ঞকাৰ্য্যের নিমিত্ত
গোদোহনাদি কৰ্ম্ম যেমন ঋত্বিক্ত্বক্ নির্কাহিত হয়, যজমান তাহা
করেন না, সেইরূপ, উদগীথা-উপাসনাও ঋত্বিক্ত্বক্ নির্কাহিত হইবেক,
যজমান তাহা করিবেন না । “দল্ভগোত্রীয় বকনামা ঋষি নৈমিষারণ্য-
বাসীদিগের যজ্ঞে উদগাতা (ঋত্বিক্বিশেষ) হইয়াছিলেন, এবং তিনিই
তাঁহা জানিয়াছিলেন অর্থাৎ উপাসনা করিয়াছিলেন ।” এই প্রতি-বিজ্ঞানে
(উপাসনায়) উদগাতারই কর্তৃত্ব দেখাইয়াছেন । আত্মের যে বলিয়াছেন,
শ্রুতি দেখাইয়াছেন, ফল যজ্ঞকর্ত্তার আশ্রিত, যজ্ঞকর্ত্তাই যজ্ঞফল পায়,
তাহা দোষাবহ নহে । অর্থাৎ তাহাও এতৎসিদ্ধান্তের প্রতিকূল নহে ।
কারণ, ঋত্বিক্ সকল পরপ্রয়োজনে নিযুক্ত ; সুতরাং বিম্পষ্ট বচন ব্যতীত
ফলের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হয় বা আছে, তাহা বলা যায় না ॥ ৩ । ৪ । ৪৫ ॥

ঔড়ুলোমি ঋনি বলেন, ফল যজমানগতই সত্য ; পরন্তু সে সকল উপাসনা ঋত্বিক্ত্বক্ই
নির্কাহিত হইবে । কারণ, যজমান সেই সেই ফললাভের নিমিত্ত ঋত্বিক্ দিগকে দ্রব্যের দ্বারা
কিনিয়া লইয়াছেন ।

শ্রুতেশ্চ ॥ ৩ । ৪ । ৪৬ ॥*

“যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাশাসতে ইতি, যজ-
মানায়েব তামাশাসত ইতি হোবাচেতি” “তস্মাদ্ধু হৈবস্বিছু-
দৃগাতা ক্রয়াৎ—কং তে, কামমাগায়ানি” [ছাঃ উঃ] ইতি
ঋত্বিকর্তৃকশ্চ বিজ্ঞানশ্চ যজমানগামি ফলং দর্শয়তি । তস্মাদ-
দ্রোপাসনানামৃত্বিকর্ম্মত্বসিদ্ধিঃ ৩ । ৪ । ৪৬ ॥

সহকার্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো

বিধ্যাদিবৎ ॥ ৩ । ৪ । ৪৭ ॥*

“তস্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নং বাল্যেন তিষ্ঠাসেং,

[ইতশ্চোপাস্তীনাং ঋত্বিকর্তৃকত্বং যজমানগামিফলত্বং চেত্যাহ—শ্রুতেশ্চেতি ।
উৎসর্গতঃ শ্রুতিলিঙ্গৈশ্চ সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । সিদ্ধে চোপা-
স্তীনামৃ ঋত্বিকর্তৃত্বে তস্মিন্কারণানিষমত্যায়েন স্বতন্ত্রফলত্বসিদ্ধিরিতি
ভাবঃ ॥ ৩ । ৪ । ৪৬ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ।]

তস্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নং নিশ্চয়েন লব্ধ্বা বাল্যেন তিষ্ঠাসেং, বাল্যঞ্চ

“ঋত্বিকগণ যজ্ঞে যে, প্রার্থনা করেন, তাহা যজমানের জন্তই করেন,
ঋষি এই কথা বলিলেন । অতএব, তদভিজ্ঞ উদগাতা যজমানকে বলি-
বেন, তোমার কোন্ কামনা গান করিব—প্রার্থনা করিব ।” এই শ্রুতি
স্পষ্টই বলিয়াছেন, দেখাইছেন, জ্ঞান বা উপাসনা ঋত্বিকেরই কর্তব্য,
কিন্তু তাহার ফল যজমানের । প্রদর্শিত কারণে স্থির হইতেছে যে, যজ্ঞাদ্ধ
উপাসনা সকল ঋত্বিকেরই কর্তব্য, যজমানের নহে ॥ ৩ । ৪ । ৪৬ ॥

বৃহদারণ্যকে আছে—“সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে

* শ্রুতেশ্চ শ্রুতিলিঙ্গাদপাদ্রোপাস্তীনাং যজমানগামিফলত্বেহপি ঋত্বিকর্তৃত্বম্ ।

শ্রুতিভাষ্যার্থের দ্বারাও নির্ণীত হয় যে, অদ্রোপাসনা সকল ঋত্বিকগণই করিবেন, যজমান
তাহা করিবেন না ।

* অন্তঃ সহকারি—সহকার্যন্তরং, তত্ত্ব বিধির্বিধানমেব মৌনদ্বারো বিদ্যাসহকারিণো
বিধানমেব মন্তব্যম্ । এতচ্চ পক্ষেণ পাক্ষিকম্ । পক্ষচ্চ ভেদদর্শনপ্রাবল্যম্ । ভেদদর্শনপ্রাবল্যে
সতি মৌনং বিধেরমিতি ভাবঃ । তৃতীয়মিতি বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষা । কস্তেনং মৌনমিতি
আহ তদ্বতো বিদ্যাবতঃ । বিদ্যাবত এব ভেদদর্শনপ্রাবল্যে মৌনং বিধীয়ত ইতি বাবৎ ।
বিধ্যাদিবাদিতি দৃষ্টান্তঃ । বিধ্যাদির্বিধিমুখ্যত্ববৎ । অন্তঃ ভামত্যাংমুসংক্ষেপম্ ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে, মৌনের কথা আছে, তাহা বিধি কি অনুবাদ । পূর্বপক্ষে পাণ্ডিত্য
যায়, বিধি নহে । পরন্তু সিদ্ধান্ত—মৌন জ্ঞানের সহকারী কারণ, অথচ তাহা পূর্বপ্রাপ্ত নহে ।
সে জ্ঞান তাহা বিধি । এই মৌন বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তৃতীয় এবং ইহা জ্ঞানান্তিশরঙ্গী ।
ইহা বিদ্যাবান্ সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত, পরন্তু তাহা অঙ্গবিধি অর্থাৎ মুখ্যবিধির অঙ্গ । পূর্ব-

পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্যাহথ মুনির্মোনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্বিদ্যা-
হথ ব্রাহ্মণঃ” ইতি বৃহদারণ্যকে শ্রু্যতে। তত্র সংশয়ঃ।
মৌনং বিধীয়তে ন বেতি। ন বিধীয়ত ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্,
বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যত্রৈব বিধেয়বসিতত্বাৎ। নহি “অথ মুনিঃ”
ইত্যত্র বিধায়িকা বিভক্তিরূপলভ্যতে। তস্মাদয়মনুবাদো
যুক্তঃ। কুতঃ প্রাপ্তিরিতি চেৎ, মুনি-পণ্ডিতশব্দয়োজ্ঞানার্থ-
ত্বাৎ “পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্যা” ইত্যত্রৈব প্রাপ্তং মৌনম্। অপি চ,
“অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্বিদ্যাহথ ব্রাহ্মণঃ” ইত্যত্র তাবদ্ ব্রাহ্মণত্বং

পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্যাহথ মুনির্মোনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্বিদ্যাহথ ব্রাহ্মণ ইতি। যত্র
হি বিধিবিভক্তিঃ শ্রু্যতে, স বিধেয়ঃ। বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যত্র চ সা শ্রু্যতে, ন
শ্রু্যতে তু মৌনে। তস্মাৎ যথা “অথ ব্রাহ্মণঃ” ইত্যেতদশ্রুয়মাণবিধিকমবিধেয়মেবং
মৌনমপি। ন চাপূর্ব্বত্বাধিধেয়ম্। তস্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্যেতি পাণ্ডি-
ত্যবিধানাদেব মৌনসিদ্ধেঃ পাণ্ডিত্যমেব মৌনমিতি। অথ বা তিদ্ধুবচনোহয়ং
মুনিশব্দঃ, তত্র দর্শনাৎ, গার্হস্থ্যমাচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থমিত্যত্র তস্তাহ-

অবস্থান করিবেন।; বাল্য ও পাণ্ডিত্য স্থিরতররূপে লাভ লব্ধ হইলে পর মুনি
হইবেন এবং মৌন ও অমৌন নিশ্চয়রূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ
(ব্রহ্মজ) হওয়া যায়। অর্থাৎ তখন ব্রহ্মসাক্ষৎকার হয়।” অধ্যয়নাদিশ্রবণ ব্রহ্ম-
বুদ্ধির নাম পণ্ডা, তদ্বিশিষ্ট সাধকই পণ্ডিত, তাহার কার্য্য—পাণ্ডিত্য অর্থাৎ
ব্রহ্মশ্রবণ। তাহা অসন্ধিগ্ধ ও অবিপর্য্যায়রূপে লাভ হইলেই পাণ্ডিত্য লাভ
হয়। বাল্য=বাল্যভাব অর্থাৎ নিত্যস্থ সারল্য—শুদ্ধবুদ্ধি। কথা গুলির
অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য এই যে, অসম্ভাবনাত্যাগরূপ মননই মৌন। সঙ্কলিতার্থ—
অগ্রে শ্রবণ, তৎপরে মনন, তৎপরে মুনি হয়। মুনি=নিরন্তর মননশীল অর্থাৎ
নিদিধ্যাসন-তৎপর। সমুদায় কথার নিদ্বন্দ্ব—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন
অবিচাল্য বা স্থিরতর হওয়ার পর ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মসাক্ষাৎ-
কারবান্ বা ব্রহ্মাহমিত্যাকার অমুভবপ্রাপ্ত। এই স্থলে সংশয়—উল্লিখিত
শ্রুতিতে—মৌনের (মননশীলতার বা নিদিধ্যাসনের) বিধান হইয়াছে
কি না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, “বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ”—বাল্যভাবে অবস্থান
করিবেক, মাত্র এই স্থানেই বিধিবিভক্তি দেখা যায়; কিন্তু মুনি-বাক্যে
বিধিবিভক্তি দেখা যায় না। মুনি-বাক্যে “অথ মুনিঃ” এই মাত্র আছে।
বিধিবিভক্তি না থাকাতোই বুঝা যাইতেছে যে, প্রোক্ত বাক্যে মৌনের
বিধান ভয় নাই; মাত্র তাহার অমুভাব হইয়াছে। অমুভাব বলাই
যুক্ত, বিধান বলা অযুক্ত। [কুতঃ...বিধিরিতি] যদি বল, প্রাপ্তি ব্যতীত
অমুভাব হয় না। মৌনের প্রাপ্তি কোথায়? কোন্ বাক্যে মৌনের বিধান

শ্রীমাংসায় যেমন নর্ণপূর্ণমাসনামক মুখ্য বাগবিধির অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যাধানাদি, এই উত্তর
শ্রীমাংসাংগেও তেমনি মুখ্য বিজ্ঞাবিধির অঙ্গীভূত বিধি মৌন। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

ন বিধীয়তে, প্রাগেব প্রাপ্তত্বাৎ । তস্মাদ্ যথা “অথ ব্রাহ্মণঃ” ইতি প্রশংসাবাদস্তথৈব “অথ মুনিঃ” ইত্যপি ভবিতুমর্হতি, সমাননির্দেশত্বাৎ । ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—সহকার্যাস্তরবিধিরিতি ।

বিজ্ঞাসহকারিণো মৌনস্ত বালাপাণ্ডিত্যবদ্বিধিরেবাশ্রয়িতব্যঃ, অপূর্বত্বাৎ । ননু পাণ্ডিত্যশব্দেনৈব মৌনস্তাবগতত্বমুক্তম্ । নৈষ দোষঃ । মুনিশব্দস্ত জ্ঞানাতিশয়ার্থত্বান্মননান্মন্যন্যিরিতি চ ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ “মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ” ইতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ । ননু মুনিশব্দ উত্তমাশ্রমবচনোহপি দৃশ্যতে ‘গার্হস্থ্যমাচার্যাকুলং মৌনং বানপ্রস্থম্’ ইত্যত্রে । ন । “বাল্মীকিতোবিহিতস্তাহয়মহুবাদঃ । তস্মাদ্ব্যাসমেবাত্র বিধীয়তে । মৌনস্ত প্রাপ্তং প্রশংসার্থমনুজাত ইতি মুক্তম্ ।

ভবেদেবং, যদি পণ্ডিতপর্যায়ো মুনিশব্দো ভবেৎ, অপি তু জ্ঞানমাত্রং পাণ্ডিত্য ইয়াছে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতে পারি, মুনিশব্দের ও পণ্ডিতশব্দের জ্ঞানবাচিতা আছে, সুতরাং “পাণ্ডিত্যং নির্বিক্ত” এই বাক্যে মৌনের বিধান বা প্রাপ্তি, প্রোক্ত বাক্যে তাহার প্রশংসাবাদ । “অথ ব্রাহ্মণঃ” এখানে যেমন ব্রাহ্মণত্বের বিধান নহে, পূর্বেই তাহার প্রাপ্তি (ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি) পূর্বে আছে, প্রাপ্ত থাকায় তাহার উল্লেখ প্রসংশাবাদমাত্র, তেমনি, “অথ মুনিঃ” এখানেও মৌনের প্রশংসাবাদ । এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে বলিতেছেন, সহকার্যাস্তরবিধিঃ ।

[বিজ্ঞা.. দর্শনাৎ] মৌন জ্ঞানের সহকারী, সে জন্ত তাহা বালাও পাণ্ডিত্যের জ্ঞায় বিহিত । অর্থাৎ বিধিতত্ত্ব না থাকিলেও অপূর্বতা বিধায় মৌনের বিধি অনুমান করিবে । (অজ্ঞ কোন বাক্যে তাহার বিধান হয় নাই, তাহা অপূর্ব । মৌনও অপূর্ব অর্থাৎ পূর্বসিদ্ধ নহে; সুতরাং ঐ বাক্যেই তাহার বিধান উক্ত করিতে হইবেক ।) বলিয়াছিল যে, পাণ্ডিত্য শব্দেই মুনিও পাওয়া যায়; তদন্তরে আমরা বলি, পাওয়া গেলেও তাহা দোষাবহ নহে । অর্থাৎ তাহাতে প্রকৃত মৌনের প্রাপ্তি হয় না (বিধান সিদ্ধ হয় না) । কারণ, মুনি-শব্দ প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানাতিশয়বাচী এবং “মননান্মনিকৃত্যতে” এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে উহার মূখ্যার্থ মনন । (এই মনন জ্ঞানের স্বতন্ত্র উপায়—শ্রবণেরই নির্দিধ্যাসনের জ্ঞায় সহকারী কারণ ।) “আমি মুনির মধ্যে ব্যাস” এইরূপ প্রয়োগও আছে । (পাণ্ডিত্যশব্দের জ্ঞানার্থতা থাকিলেও তদ্বারা বিজ্ঞা-সহকারী মৌন বা মনন লক্ষ বা সিদ্ধ হয় না ।) ননু...বিধীয়তে] যদি বল, মুনিশব্দের উত্তমাশ্রমবাচিতাও আছে, (উত্তমাশ্রম = চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস), যথা—“গার্হস্থ্য, আচার্যাকুলবাস, মৌন ও বানপ্রস্থ” প্রদর্শিত

কিমুনিপুত্রবঃ” ইত্যাদিষু ব্যভিচারদর্শনাৎ, ইতরাশ্রমসম্বন্ধা-
নাচ্চ । পারিশেষ্যাৎ তত্রোত্তমাশ্রমোপাদানং জ্ঞানপ্রধানত্বাচ্ছ-
ত্তমাশ্রমশ্চ । তস্মাদ্বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়মিদং মৌনং
জ্ঞানাতিশয়রূপং বিধীয়তে । যন্তু বাল্য এব বিধেঃ পর্য্যবসান-
মিতি, তথাপ্যপূর্ব্বত্বান্মুনিভ্যশ্চ বিধেয়ত্বমাত্মীয়তে—মুনিঃ শ্রা-
দিতি । নির্বেদনীয়ত্বনির্দেশাদপি মৌনশ্চ বাল্যপাণ্ডিত্য-
বদ্বিধেয়ত্বাশ্রয়ণম্ ।

তদ্বতো বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনঃ । কথং বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিন
ইত্যবগম্যতে ? তদধিকারাৎ “আত্মানং বিদিত্বা পুত্রাদ্যেষণাভ্যো

তাম্ । জ্ঞানাতিশয়সম্পত্তিস্তু মৌনম্, তত্রৈব তৎপ্রসিদ্ধেঃ । আশ্রমভেদে তু
তৎপ্রকৃতিগার্হস্থ্যাদিপদসম্বন্ধানাৎ । তস্মাদপূর্ব্বত্বান্মৌনশ্চ বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া
তৃতীয়মিদং মৌনং জ্ঞানাতিশয়রূপং বিধীয়তে । এবঞ্চ নির্বেদনীয়ত্বমপি বিধান
আশ্রমং শ্রাদিত্যাহ—“নির্বেদনীয়ত্বনির্দেশাৎ” ইতি ।

কস্তেদং মৌনং বিধীয়তে বিদ্যাসহকারিতয়েত্যত আহ—“তদ্বতঃ” বিদ্যাবতঃ
সন্ন্যাসিনো ভিক্ষোঃ । পৃচ্ছতি “কথম্” ইতি । বিদ্যাবত্তা প্রতীয়তে, ন
সন্ন্যাসিত্যেতৎ । উত্তরং—তদধিকারাৎ ভিক্ষোস্তদধিকারাৎ । তদ্বশ্যতি
—“আত্মানং বিদিত্বা” ইতি । হত্বাবয়বং যোজয়িতুং শক্যতে

শাস্ত্রে মৌনশব্দ আশ্রমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সত্য ; পরন্তু উহা তাহার
অসাধারণ বোধক নহে । অর্থাৎ উক্তার্থের ব্যভিচার অত্র প্রয়োগে দৃষ্ট
হয় । যথা—“মুনিপুত্রবঃ (শ্রেষ্ঠ) বান্মীকি ।” (বান্মীকি কেবলমাত্র আশ্রম-
নিষ্ঠ নহে, কিন্তু মননশীল ।) উত্তমাশ্রম জ্ঞানপ্রধান, সে অত্র মৌনশব্দে উক্ত-
মাশ্রমই গ্রাহ্য । সেই কারণে বাল্য ও পাণ্ডিত্য এই উপায়দ্বয় অপেক্ষা
মৌন তৃতীয় স্থানে পরিপাঠিত এবং জ্ঞানাতিশয়রূপ মৌন উদাহৃত-মুনি
বাক্যেই বিহিত । [যন্তু...ইতি] যদিও “বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ”—বাল্যে
অবস্থান করিবেক, এই স্থানেই বিধির পর্য্যবসান অর্থাৎ বিধিত্ব কেবল
বাল্য বিষয়েই প্রত্যক্ষ ; তথাপি, পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া মৌনও বিধেয়
(বিধির বিষয়) । এ স্থলে “মুনি হইবেক” এইরূপ অর্থের আশ্রয় লওয়াই
কর্তব্য । বিশেষতঃ মুনি-ধর্ম্মে নির্বেদনের (বৈরাগ্যের) উল্লেখ আছে,
সে কারণেও বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ত্রায় মৌনের বিধেয়তা ।

এই মৌন বিধানের (সন্ন্যাসীর) সম্বন্ধেই বিহিত । অর্থাৎ জ্ঞানীরাই
মৌন সাধনের অধিকারী । বিদ্বান্ শব্দের সন্ন্যাসী অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ এই
যে, শাস্ত্রে সন্ন্যাসীরই মৌনাদিকার উক্ত হইয়াছে । যথা—“পরাক্রান্তঃ আত্মা
জানিয়া এষণাজয় (লোক, পুত্র ও ধনাদি বিষয়েব ইচ্ছা) হইতে মুক্ত

ব্যুৎপাদ্যত্ব ভিক্ষার্চ্যং চরন্তি” ইতি। ননু সতি বিদ্যাবশ্বে
প্রাপ্নোত্যেব তত্র বিদ্যাতিশয়ঃ, কিং মৌনবিধিনা ? ইত্যত আহ—
পক্ষেণেতি। এতদুক্তং ভবতি—যস্মিন্ পক্ষে ভেদদর্শন-
প্রাবল্যম্ প্রাপ্নোতি, তস্মিন্নেব বিধিরিতি। বিদ্যাদিবৎ। যথা
“দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যেবজ্ঞাতীয়কে বিদ্যাদৌ
সহকারিত্বেনাধানাদিকমন্ত্রজাতং বিধীয়তে, এবমবিধিপ্রধা-
নেহ্যস্মিন্ বিদ্যাবাক্যে মৌনবিধিরিত্যর্থঃ ॥ ৩। ৪। ৪৭ ॥

এবং বাল্যাদিবিশিষ্টে কৈবল্যাশ্রমে ঋতিসিদ্ধে বিদ্যমানে

“ননু” ইতি। পরিহরতি—“অত আহ। পক্ষেণ” ইতি। বিদ্যা-
বানিতি ন বিদ্যাতিশয়ো বিবক্ষিতঃ, অপি তু বিজ্ঞোদয়াভ্যাসে প্রবৃত্তঃ, ন
পুনরুৎপন্নবিদ্যাতিশয়ঃ। তথা চাস্ত পক্ষে কদাচিত্তেদদর্শনাৎ বিধিসম্ভব
ইত্যর্থঃ। বিদ্যাদিবৎ বিধিসুখ্যঃ প্রধানমিতি যাবৎ। অত এব সমিদ্ধাদির্বি-
ধাস্তঃ। স হি বিধিঃ প্রধানবিধেঃ পশ্চাদিতি তত্রাহশ্রয়মাণবিধিভেদপূর্ব্বা-
দ্বিধিরাস্থেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩। ৪। ৪৭ ॥

ননু যন্তুমাস্রমো বাল্যপ্রধানঃ, কস্মাৎ পুনর্গার্হস্থ্যেনোপসংহরতীতি চোদয়তি—
“এবং বাল্যাদিবিশিষ্টে” ইতি। অত উত্তরং পঠতি—

তদৈবেক। অনন্তর ভিক্ষার্চ্যো অবস্থান করিবেক। পরে বাল্য পাণ্ডিত্য
ও মৌন অবলম্বন করিবেক। [ননু...বিত্যর্থঃ] যদি কেহ ভাবেন যে,
বিদ্যাবত্তা থাকিলে তাহার আতিশয়া সহজলভ্য; সুতরাং মৌন বিদ্যা-
নের প্রয়োজন? স্ববকার উত্তরে প্রয়োজন দেখাটবার জন্য “পক্ষেণ”
শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, যখন বা যাহাব ভেদজ্ঞান
প্রবল হয় বা থাকে, তখন বা তাহার পক্ষেই মৌনের বিধান। যেমন
যাগসম্বন্ধীয় মুখ্য বিধির অঙ্গীভূত বিধি অল্পসাধিত হয় (পূর্ব্ব-
কাণ্ডে), তেমনি, এই মৌন-বিধিও মুখ্য জ্ঞানবিধির অঙ্গীভূত। :“স্বর্গ
কামী দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবেক।” এই একটা প্রধান বিধি, ইহাই
সহকারী বা অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যাধান প্রভৃতি। সেইরূপ মুখ্য বা প্রধান
বিধি “জিজ্ঞাসিতব্য” “দ্রষ্টব্য”, এবং তাহার সহকারী বা অঙ্গবিধি মৌন
প্রভৃতি ॥ ৩। ৪। ৪৭ ॥

[এবং...পঠতি] অতএব, বাল্যাদিপ্রধান কৈবল্যাশ্রম (চতুর্থাশ্রম—সন্ন্যাস)
ঋতিপ্রসিদ্ধ। যদি কেহ বলেন, ঋতিপ্রসিদ্ধ উত্তরাশ্রম বিদ্যমানে ছান্দোগ্যে
“সমাবর্ত্তনের পর অর্থাৎ বেদব্রত ব্রহ্মচর্য্য উদ্যাপনের পর কুটুম্ব অর্থাৎ
গার্হস্থ্যে—” তত্রূপ বাক্যে গার্হস্থ্যের দ্বারা প্রস্তাবের উপসংহার করিবার
কারণ কি? গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার করায় অবশ্যই বুঝিতে হইবে, গার্হস্থ্যের

কস্মাচ্ছান্দোগ্যে গৃহিণোপসংহারঃ “অভিসমারূত্য কুটুস্বে” ইত্যত্র,
তেন হ্যপসংহরন্ তদ্বিসয়মাদরং দর্শয়তীত্যত উত্তরং পঠতি—

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥৩।৪।৪৮॥*

তু-শব্দো বিশেষণার্থঃ। কৃৎস্নভাবোহস্তু বিশিষ্যতে। বহু-
লায়াসানি হি বহুত্যাশ্রমকর্মাণি চ যথাসম্ভবমহিংসেন্দ্রিয়-
সংযমাদীনি তস্মাপি বিঘ্নন্তে। তস্মাৎ গৃহমেধিনোপসং-
হারো ন বিরূধ্যতে ॥ ৩।৪।৪৮ ॥

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৩।৪।৪৯ ॥†

যথা মৌনং গার্হস্থ্যৈক্যতাবাশ্রমো ঐতিসম্মতাবেবমিতরাবপি

ছান্দোগ্যে বহুলায়াসসাধ্যকর্মবহুলত্বাদ্ গার্হস্থ্যস্ত চাশ্রমাস্তরধর্ম্যাণাঞ্চ
কেবাঞ্চিদহিংসাধীনং সমবায়াৎ তেনোপসংহারো ন পুনস্তেন সমাপনাদি-
ত্যর্থঃ। এবং তদাশ্রমব্রয়োপত্ত্যসেন কচিৎ কদাচিদিতরাভাবশঙ্কা মন্দবুদ্ধেঃ
স্তাদিত্তি তদপাকরণার্থং সূত্রম্ ॥ ৩।৪৮ ॥

আদরাতিশয় দেখাইবার জন্তই গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার। সূত্রকার ইহার
প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন—

গৃহীর সম্বন্ধে বিশেষ আছে। সে বিশেষ কৃৎস্নভাব (কৃৎস্ন=সমুদার)
গৃহীর যে কৃৎস্নভাব আছে, তাহা দেখাইবার জন্তই ঐতি উপসংহারে
গার্হস্থ্যের কথা বলিয়াছেন। বিশদার্থ। এই যে, গৃহী বহুলায়াস-সাধ্য
সমুদায় যজ্ঞাদি কার্য করিবেন এবং অগ্ন্যাশ্রমবিহিত অহিংসা সংযমাদিও যথা-
সাধ্য অহুষ্ঠান করিবেন। গৃহীর গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম কর্তব্যই আছে;
অধিকন্তু তাহাতে আশ্রমাস্তরবিহিত অহিংসা এক্ষত্যাাদিও আছে।
এই অধিক অভিপ্রায়টুকু বলিবার জন্তই ঐতি উপসংহারকালে গৃহস্থের কথা
বলিয়াছেন ॥ ৩।৪।৪৮ ॥

যদ্রূপ মৌন ও গার্হস্থ্য এই দুই আশ্রম ঐতিসম্মত, তদ্রূপ, বানপ্রস্থ ও
শুক্রকুলবাস এই দুই আশ্রমও ঐতিসম্মত। বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী এতদ্ব্যমক

* কৃৎস্নভাবাৎ বহুলায়াসসাধ্যকর্মবহুলত্বাৎ গার্হস্থ্যস্ত তত্র চাশ্রমাস্তরধর্ম্যাণাঞ্চ কেবাঞ্চি
দহিংসাধীনং সমবায়াৎ গার্হস্থ্যেনোপসংহার ইতি যোজন্য।

গৃহস্থের প্রতিপাল্য ধর্ম বহু ও বহুলায়াসসাধ্য, তন্মধ্যে তাহাদের অগ্ন্যাশ্রম বিহিত কোন কোন
ধর্ম উপসংহৃত অর্থাৎ সংগৃহীত আছে, সেই জন্তই ছান্দোগ্য ঐতিতে প্রস্তাব শেষে গৃহস্থের উল্লেখ।

† ইত্যেবাং বানপ্রস্থব্রহ্মচারিণোঃ। বৃত্তিভেদবিবক্ষয়া বহুবচনম্।

ঐতিতে মৌনাশ্রমের স্তায় অন্যান্য আশ্রমেরও উপদেশ (বিধান) আছে।

বানপ্রস্থ-গুরুকুলবাসী । দর্শিতা হি পুরস্তাৎ শ্রুতিঃ “তপ
এব দ্বিতীয়ে ব্রহ্মচার্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ” ইত্যাদ্যা ।
তস্মাচ্চতুর্গামপ্যাশ্রমাণামুপদেশাবিশেষাৎ তুল্যবৎ বিকল্পসমু-
চ্চয়াভ্যাং প্রতিপত্তিঃ । ইতরেষামিতি দ্বয়োরাশ্রময়োর্ব্বচনং
বৃত্তিভেদাপেক্ষয়ানুষ্ঠানভেদাপেক্ষয়া বেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৩৪।৪৯॥

অনাবিক্ষুর্কব্রহ্মব্রহ্ম ৩ । ৪ । ৫০ ॥*

“তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ”
ইতি বাল্যমনুষ্ঠেয়তয়া শ্রুয়তে । তত্র বালস্য ভাবঃ কৰ্ম বা
বাল্যমিতি তদ্বিত্তে সতি, বালভাবস্য বয়োবিশেষশ্চেচ্ছয়া
সম্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ যথোপপাদ-মুক্তপুত্রীষত্বাদিবালচরিতম্ অন্ত-

বৃত্তির্কানপ্রস্থানামনেকবিধৈবেবৎ ব্রহ্মচারিণোহপীতি বৃত্তিভেদোহনুষ্ঠা-
তারো বা পুরুষা ভিত্তস্তে । তস্মাদ্বিধেহপি বহুবচনমবিকল্পম্ ॥ ৩ । ৪ । ৪৯ ॥

বাল্যেনেতি দাবদ্বালচরিতশ্রুতেঃ কামচারবাদভক্ততারাশ্রাত্যন্তবাল্যেন
আশ্রমের প্রতি “তপস দ্বিতীয় ও গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয়,” ইত্যাদ
শ্রুতিপ্রমাণ পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব, আশ্রম চতুষ্টয় বিষয়ে উপদেশের
বিশেষ না থাকায় তুল্যরূপে সে সকলের বিকল্প অথবা সমুচ্চয় পাওয়া যাইতে
পারে । (যে যে-আশ্রম ইচ্ছা করে, সে সেই আশ্রমই অবলম্বন করিতে পারে ।
অথবা পর পর সমুদায় আশ্রমও গ্রহণ করিতে পারে ।) সূত্রে যে “ইতরেষাং”
বহুবচনের প্রয়োগ আছে, বুঝিতে হইবে, তাহা বৃত্তির বা অনুষ্ঠানের ভিন্নতা
অনুসারে । বানপ্রস্থের ও ব্রহ্মচারীর বৃত্তি অন্তপ্রাশ্রমবৃত্তি হইতে ভিন্ন, এই
অভিপ্রায়েই হউক, আর অন্তপ্রাশ্রম অপেক্ষা বানপ্রস্থাদি আশ্রম দ্বয়ের অনুষ্ঠানের
গুণাধিক্য, এই অভিপ্রায়েই হউক, বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৩ । ৪ । ৪৯ ॥

“ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বালভাবে অবস্থান করিবেন” এই শ্রুতিতে
বালভাবেই অনুষ্ঠেয়তা শ্রুত হইয়াছে । তদ্বাক্যস্থ বালভাব যে, কি, তাহা
বিবেচনীয় । “বালকের ভাব বা বালকের কৰ্ম” এইরূপ অর্থে বাল্য-শব্দ
তদ্বিত্তপ্রত্যয়ে নিম্পন্ন । বালভাবরূপ বাল্য বয়োবিশেষেই প্রসিদ্ধ । সেই
বয়োবিশেষ ইচ্ছার দ্বারা আনয়ন করা যায় না ; স্মৃত্তরাং বাল্যাস্তগত যে,

* অনাবিক্ষুর্কনু আত্মানমবিধ্যাপয়নু দম্বদর্পাদিরহিতো ভবেদিতি ভাবগুচ্ছিন্নগমেব বাল্যং
বিধীয়ত ইতি শেষঃ । তত্র হেতুঃ অশ্রমাৎ । এবং কস্য বাক্যসাম্বয়ঃ সঙ্গতার্থতা সৎস্যাতি ।

ভাবগুচ্ছিন্নগমে বাল্যই “বাল্যে অবস্থান করিবেন” এতদ্বাক্যে বিহিত হইয়াছে, যথেষ্টাচারিত্ব-
রূপ বালচরিতের অনুষ্ঠান বিহিত হয় নাই । কারণ, ভাবগুচ্ছিন্নগমেই বাক্যার্থের সঙ্গতি হয় ।
যথেষ্টাচার পক্ষ নহে । অপিচ, জ্ঞানবিধির সহকারিত্বও ভাবগুচ্ছিন্ন বিধান পক্ষেই সঙ্গত হয় ।
(ভাবানুবাদ দেখ)

গতা বা ভাববিশুদ্ধির্দ্বন্দ্বদর্পপ্রোঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদিরহিততা বা বাল্যং
স্মাদিতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? কামচারবাদ-ভক্ষতা
যথোপপাদমূত্রপুরীষত্বঞ্চ প্রসিদ্ধতরং লোকে বাল্যম্—ইতি
তদগ্রহণং যুক্তম্। ননু পতিতত্বাদিদোষপ্রাপ্তে ন যুক্তং
কামচারতাদ্যাচরণম্। ন। বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনো বচনসাম-
র্থ্যাদ্দোষনিবৃত্তেঃ পশুহিংসাদিষ্মিবেত্যেবং প্রাপ্তেইভিধীয়তে—

ন। বচনস্ত গত্যন্তরসম্ভবাৎ। অবিরুদ্ধে হ্যনুশ্মিন্ বাল্য-
শব্দাভিলপ্যে লভ্যমানে ন বিধ্যন্তরব্যাঘাতকল্পনা যুক্তা। প্রধা-
নোপকারায় চাক্ষং বিধীয়তে। জ্ঞানাভ্যাসশ্চ প্রধানমিহ যতী-

প্রসিদ্ধে: শৌচাদিনিয়মবিধায়িনশ্চ সামান্যশাস্ত্রত্বানেন বিশেষশাস্ত্রেণ বাধনাৎ
সকলবালচরিতবিধানমিতি প্রাপ্তেইভিধীয়তে—

বিশ্বাস্ত্বেন বাল্যবিধানাৎ সমস্তবালচর্য্যায়াক্ষ প্রধানবিরোধপ্রসঙ্গাৎ, যৎ
অপর দুইটা ভাব আছে, সেই দু'এর অন্তর ভাবই বাল্যশব্দে গৃহীত হইতে
পারে। বালকের একটা ভাব যথেষ্টাচার—উদ্বেগহীন লীলা—বিষ্টামূত্রাদি-
জ্ঞানশূন্যতা এবং অপর ভাব—ভাবগুদ্ধি (সারল্য)—দ্বন্দ্বদর্পাদিরহিত্য—
ইন্দ্রিয়চেষ্টাবর্জিতত্ব প্রভৃতি। বয়োবিশেষ অনুষ্ঠানের অযোগ্য বলিয়া
উদাহৃত স্থলে সে অর্থ গ্রাহ্য নহে; অতএব উক্ত দ্বিবিধ বালচরিতের অন্তর
চরিতই গ্রাহ্য এবং সেই কারণেই সংশয় হয়, বাল্যশব্দে প্রথমোক্ত বালচরিত অর্থ
গ্রাহ্য? কি দ্বিতীয় বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য? অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি) কি
কামচার কামভক্ষ কামবানী ও বিষ্টামূত্রাদিভক্ষিত হইবেন? কিংবা বালকের ত্রায়
শুদ্ধভাবান্বিত ও যৌবনোচিত-ইন্দ্রিয়চেষ্টাদিরহিত হইবেন? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়,
কামচার কামভক্ষ ও বিষ্টামূত্রাদি বিষয়ে যথেষ্টচারী হইবেন। কারণ, বালকের
ঐ ভাবই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। [ননু...মাত্রীয়তে] যদি বল, তাহাতে তাকার
(সন্ন্যাসীর) পাতিত্যাদি প্রাপ্তি হইতে পারে, আমরা বলি, তাহা তাহার
হইতে পারে না। উক্ত যথেষ্টাচার শাস্ত্রবিধান-সম্মত হইলে জ্ঞানী
সন্ন্যাসীর তাহাতে পাতিত্যাদি দোষ জন্মিবে কেন? প্রত্যুত তাহাতে
তাহাদের দোষাভাবই থাকিবেক। হিংসা সামান্যতঃ নিষিদ্ধ সত্য; কিন্তু
শাস্ত্রীয় হিংসা দোষাবহ নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত; তেমনি, যথেষ্টাচার
সম্বন্ধে সামান্যতঃ নিষেধ থাকিলেও বাল্যসম্পর্কীয় যথেষ্টাচার জ্ঞানী সন্ন্যাসীর
প্রতি বিহিত হওয়ায় তাহা তাহাদের পক্ষে—গৃহস্থের শাস্ত্রীয় হিংসার
জায়ই নির্দোষ। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সূত্রকার তাহার উত্তরপক্ষ
বিস্তার করিতেছেন।

তাহা নহে, অর্থাৎ উদাহৃত বচনের যথেষ্টাচার বিধানের সামর্থ্য নাই।

নামনুষ্ঠেয়ম্ । ন চ সকলায়াঃ বলচর্য্যায়ামঙ্গীক্রিয়মাণায়াং জ্ঞানা-
ভ্যাসঃ সম্ভাব্যতে । তস্মাদান্তরো ভাববিশেষো বালস্তাহপ্রৌঢ়ে-
ন্দ্রিয়ত্বাদিরিহ বাল্যমাত্মীয়তে । তদাহ—অনাবিক্ষুর্ব্বম্নিতি ।
জ্ঞানাধ্যয়নধার্ম্মিকত্বাদিভিরাত্মানমবিখ্যাপয়ন্ দম্ভদর্পাদিরহিতো
ভবেৎ, যথা বালোহপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়তয়া ন পরেষাত্মানমাবিক্ষুর্ভু-
মীহতে, তদ্বৎ । এবং হস্ত বাক্যস্ত প্রধানোপকার্য্যার্থানুগম
উপপদ্যতে । তথা চোক্তং স্মৃতিকারৈঃ—

“যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্ ।

ন স্রবত্তং ন ছরুত্তং বেদ কশিচৎ স ব্রাহ্মণঃ ॥

গূঢ়ধর্মাশ্রিতো বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ ।

অন্ধবৎ জড়বচ্চাপি মুকবচ্চ মহীক্ষরেৎ ॥”

তদন্তু গুণমপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদি ভাববুদ্ধিরূপং, তদেব বিধীয়তে । এবং শাস্ত্রান্তরা-
বাধেনাপ্যপত্তৌ ন শাস্ত্রান্তরবানমন্তায়াং ভবিষ্যতীতি ॥ ৩।৪।৫০ ॥

যে স্থানে গত্যন্তর না থাকে, সেই স্থানেই যথাক্রমার্থ স্বীকৃত হয় ; পরন্তু এ স্থানে
গত্যন্তর আছে । যদি বাল্যশব্দের অবিরুদ্ধ অর্থ থাকে, অথবা পাওয়া যায়,
তাহা হইলে বিদ্যাস্তরের পীড়া বা বাধা জন্মান উচিত নহে । প্রধানের উপকারার্থেই
অঙ্গের বিধান, এখানেও জ্ঞানাভ্যাস প্রধান, অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাসই যতিদিগের
প্রধান অঙ্গুষ্ঠেয় । জ্ঞানীর জ্ঞান যদি সমুদায় বালচরিত স্বীকার করা হয়,
তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস সম্ভব হয় কৈ ? অতএব, তদন্তুর্ব্বর্তী ভাবসারল্য ও ইন্দ্রিয়-
চাপল্যভাব, এই দুই রকম বাল্যই সন্ন্যাসীর অঙ্গুষ্ঠেয় । [তদাহ...উপপদ্যতে]
ব্যাস এই সিদ্ধান্ত “অনাবিক্ষুর্ব্বন” সূত্রে বলিয়াছেন । সন্ন্যাসী জ্ঞান, অধ্যয়ন ও
ধার্ম্মিকতা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে প্রখ্যাত না করিয়া দম্ভদর্পাদিরহিত হইবেন ।
যেমন বালক অহুস্তির-ইন্দ্রিয়তা নিবন্ধন গুহ্যভাবে থাকে, আত্মমহিমা প্রকাশ
করিবার চেষ্টা পায় না, উত্তরাশ্রমী জ্ঞানীও সেইরূপে অবস্থিতি করিবেন ।
সেইরূপ বাল্যই বিধেয় । সেইরূপ বাল্যের বিধান হইলেই উদাহৃত বাল্য-বাক্যের
প্রধানোপকারিতা সংরক্ষিত হইতে পারে । প্রধান বিধি জ্ঞানাভ্যাস, তাহার অঙ্গ-
বিধি বাণ্য । [তথাচোক্তং...চৈবমাদি] এ কথা স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন ।
যথা—“যে আপনার কুলীনত্ব অকুলীনত্ব, পাণ্ডিত্য, অপাণ্ডিত্য সদাচারিত্ব
অসদাচারিত্ব জ্ঞাত নহে, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ । অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী
আপনার কৌলীত্বাদির অভিমান করে না, সে সকল তাহার থাকেও না,
অঙ্গুষ্ঠেয়ও নহে । জ্ঞানীরা রহস্যাবলম্বনপূর্ব্বক অজ্ঞাত চর্য্যায় বিচরণ করেন ।
ঐহাদের চর্য্য বা শীল অস্ত্রের দুর্জয়ের । ঐহারা এই পৃথিবীতে অন্ধের স্থায়,
জড়ের স্থায় ও মুকের স্থায় বিচরণ করেন, ঐহারা চকুরিজ্ঞানের বশ নহেন,

“অব্যক্তলিঙ্গোহব্যক্তচরঃ” ইতি চৈবমাদি ॥ ৩। ৪। ৫০ ॥

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদর্শনাৎ

॥ ৩। ৪। ৫১ ॥*

“সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ” ইত্যত আরভ্যোচ্চাবচং
বিদ্যাসাধনমবধারিতং তৎফলং বিদ্যা সিধ্যন্তী কিমিহৈব জন্মনি
সিধ্যতি? উত কদাচিদমুত্রোপি? ইতি চিন্ত্যতে। কিন্তুাবৎ প্রাপ্তম্?
ইহৈবেতি। কিং কারণম্? শ্রবণাদিপূর্ব্বিকা হি বিদ্যা। ন চ
কশ্চিৎ ‘অমুত্র বিদ্যা মে জায়তাম্’ ইত্যভিসন্ধায় শ্রবণাদিষু প্রব-
র্ত্ততে, সমান এব তু জন্মনি বিদ্যাজন্মাভিসন্ধায় তেষু প্রবর্ত্তমানো

সঙ্গতিমাহ—“সর্বাপেক্ষা চ” ইতি। কিং শ্রবণাদিভিরিহৈব বা জন্মনি
বিদ্যা সাধ্যতে, উতানিয়ম ইহ বাহমুত্র বেতি। যতপি কৰ্ম্মাণি যজ্ঞাদীন্তনিত-
ফলানি, তেষাঞ্চ বিদ্যোৎপাদসাধনত্বেন বিদ্যোৎপাদস্থানিয়মঃ প্রতিভাতি,
তথা চ গৰ্ভস্থস্ত বামদেবস্তাত্মপ্রতিবোধশ্রবণাৎ, “অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো
যাতি পরাং গতিম্” ইতি চ স্মরণাদামুদ্বিকত্বমপ্যবগম্যতে, তথাপি যজ্ঞাদীনীৎ
রসনেন্দ্রিয়াদির বশ্য নহেন, কৰ্ম্মেন্দ্রিয়েরও বশ্য নহেন।* তত্ত্বজ্ঞ লোক অব্যক্তলিঙ্গ
অর্থাৎ ধৰ্ম্মচিহ্নধারী হন না। তাঁহাদের আচার নিত্যস্ত হুকৌধ্য।”
ইত্যাদি ॥ ৩। ৪। ৫০ ॥

“সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ।” এই হুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত
ছোট বড় নানাপ্রকার জ্ঞানসাধন রিচারিত হইল। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে,
সেই সকল সাধনের ফল বিদ্যা (জ্ঞান), তাহা এতজন্মেই জন্মে? কি পর জন্মে
জন্মে? অর্থাৎ সাধকের সাধনফল তত্ত্বজ্ঞান এই জন্মেই হয় কি না। পূর্ব্বপক্ষে
পাওয়া যায়, এই জন্মেই হয়। কারণ এই যে, বিদ্যা সাধারণতঃ শ্রবণাদিপূর্ব্বিকা।
অর্থাৎ শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অব্যবহিত পরেই বিদ্যা বা জ্ঞান জন্মে। কোন
সাধকই পরলোকে আমার জ্ঞান হইবেক ভাবিয়া শ্রবণাদির অন্তষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়
না। বিদ্যাফল জ্ঞান কারীরীফল (কারীরী = একপ্রকার যাগ) বৃষ্টির সহিত সমান।
তাহা যেমন ঐহিক, তেমনি সাধনফল বিদ্যাও ঐহিক। (কোন কালে ঘট
জন্মিবে, তাহার স্থিরতা নাই, তেমন স্থলে কেহই কালান্তরভাবী ঘট দেখিবার জন্ত
নেত্র উন্মীলন করে না, তেমনি কোন জন্মে বা কোন দেহে তত্ত্ব জ্ঞান

* বিদ্যাজন্ম ঐহিকমপি ভবতি অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—অসতি বাধকে। অপি-সঙ্গত্যাৰ্থে।
প্রতিবন্ধকরূপেক্ষয়া বিদ্যাজন্মৈহিকমামুদ্বিকং বেতি পরমার্থঃ। তদর্শয়তি শ্রুতিরিত্তি শেষঃ।

প্রতিবন্ধ না থাকিলে এতদেহে জানোৎপত্তি হইতে পারে। প্রতিবন্ধ থাকিলে বাবৎ না
প্রতিবন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাবৎ জানোৎপত্তি হয় না; অবরুদ্ধ থাকে। সেই কারণে তাহা
জন্মান্তরেও হয়। এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিকর্ত্ত্বক দর্শিত হইয়াছে।

দৃশ্যতে । যজ্ঞাদীন্যপি শ্রবণাদিদ্বারেণৈব বিদ্যাং জনয়ন্তি, প্রমাণজন্ত্বাদ্বিদিয়ায়াঃ । তস্মাদৈহিকমেব বিদ্যাজন্মেত্যেবং প্রাপ্তে বদামঃ ।

ঐহিকং বিদ্যাজন্ম ভবত্যসতি প্রস্তুতপ্রতিবন্ধ ইতি । এত-
দুক্তং ভবতি—যদা প্রক্ৰান্তস্য বিদ্যাসাধনস্য কশ্চিৎ প্রতিবন্ধো
ন ক্রিয়তে উপস্থিতবিপাকেণ কৰ্ম্মান্তরেণ, তদেহৈব বিদ্যা
উপপদ্যতে । যদা তু খলু প্রতিবন্ধঃ ক্রিয়তে, তদাহমুত্রেতি ।
উপস্থিতবিপাকত্বঞ্চ কৰ্ম্মণো দেশকালনিমিত্তোপনিপাতাদ্ভবতি ।
যানি চৈকস্য কৰ্ম্মণো বিপাচকানি দেশকালনিমিত্তানি, ন তাত্ত্বে-
বান্যস্তাপীতি নিয়ন্তুং শক্যতে, যতো বিরুদ্ধফলান্যপি কৰ্ম্মাণি

প্রমেয়গামপ্রমাণত্বাচ্চ বর্ণাদেশে প্রমাণত্বান্তেষামেব সাক্ষাদ্বিদ্যাসাধনত্বম্ ।
যজ্ঞাদীনাং সত্ত্বত্বাদ্যধানেন বা বিদ্যোৎপাদকশ্রবণাদিলক্ষণপ্রমাণপ্রবৃত্তিবি-
ঘোপশমেন বা বিদ্যাসাধনত্বম্ । শ্রবণাদীনাং ত্বনপেক্ষণামেব বিদ্যোৎপাদ-
কত্বম্ । ন চ প্রমাণেষু প্রবর্ত্তমানাঃ প্রমাতার ঐহিকমপি চিরভাবিনং প্রমোৎ-
পাদং কাময়ন্তে, কিন্তু তাদাহিকমেব, প্রাগেব তু পারলৌকিকম্ । ন হি
কুন্তদিতৃক্ষুচক্ষুর্যৌ সমুন্মীলয়তি কালান্তরীয়ায় কুন্তদর্শনায়, কিন্তু তাদাহিকায় ।
তস্মাদৈহিক এব বিদ্যোৎপাদো নানিয়তকালঃ । অতিশ্যুভী চ পারলৌকিকং

জন্মিবে, তাহা স্থিৰ না থাকিলে দেহান্তরলভ্য জ্ঞানোদয়ের জন্ত কোনও ব্যক্তি
শ্রবণাদি করিতে প্রবৃত্ত হয় না ।) এই জন্মেই জ্ঞান হইবেক, এইরূপ
আশায়ই লোক সকল শ্রবণাদি কার্যে প্রবৃত্ত হয় । ইহা সৰ্ব্বজন বিদিত ।

যজ্ঞাদি কার্য্যও শ্রবণাদি উৎপাদনের দ্বারা জ্ঞানের জনক । (যজ্ঞাদি
করিতে করিতে বুদ্ধিশুদ্ধি হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি হইলেই শ্রবণাদিপ্রবৃত্তি হয়, অনন্তর
শ্রুতিবিষয়ের মনন ও নিদিধ্যাসন করে, তৎপরে তাহার তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় ।)
বিদ্যা বা জ্ঞান প্রমাণপ্রভব ; সে জন্ত তাহার শ্রবণপূৰ্ব্বকত্ব অব্যাহত । ফলিতার্থ—
যজ্ঞ নিজে জ্ঞান জন্মায় না ; কিন্তু শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মায় । শ্রবণের পর মনন
নিদিধ্যাসন, তৎপরে জ্ঞান । এইরূপেই যজ্ঞাদি কার্য্য জ্ঞানের উপকারী ।
সেই জন্তই বলি, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি ঐহিক অর্থাৎ ইহ জন্মেই হয় । এইরূপ
পূৰ্ব্বপক্ষ লাভ হওয়ায় তদুত্তরার্থ বলা যাইতেছে যে, যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধক না
থাকে, তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক হয়, অর্থাৎ এই জন্মেই জ্ঞানলাভ হইতে
পারে । [এতদুক্তং...সঙ্কীৰ্ত্তয়তি] পাছে কেহ ভাবেন, আশঙ্কা করেন যে, শ্রবণ,
মনন, নিদিধ্যাসন, এতভিত্তয় ঐকান্তিক সাধন কি না, তদর্থে সূত্রকার বলিতে-
ছেন—জ্ঞান-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে যদি অজ্ঞ কোন কৰ্ম্মবিপাক (পূৰ্ব্বকৃত

ভবন্তি। শাস্ত্রমপি অশ্রু কৰ্ম্মণ ইদং ফলমিত্যেতাৱতি পর্য্যবসিতং, ন দেশকালনিমিত্তবিশেষমপি সঙ্কীৰ্ত্তয়তি। সাধনবীৰ্য্যবিশেষাতু অতীন্দ্রিয়া হি কশ্চচিৎ শক্তিরাবিৰ্ভবতীতি তৎপ্রতিবন্ধা পরশ্চ তিষ্ঠতি। ন চাবিশেষেণ বিদ্যায়ামভিসন্ধিনোৎপদ্যতে, ইহামৃত্রে বা মে বিদ্যা জায়তামিত্যভিসন্ধেনিরকুশত্বাৎ।

বিদ্যোৎপাদং স্তুত্যা ক্রতে। ইখন্তুতানি নাম শ্রবণাদীভাবশ্লকফলানি, যৎ কালান্তরেহপি বিদ্যামুৎপাদয়ন্তীতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

কৰ্ম্মের ফল) উপস্থিত না হয়, অর্থাৎ ভোগসাধন কৰ্ম্মফল উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা না জন্মায়, তাহা হইলে সেই একই উদ্যমে বা একই জন্মে জ্ঞান জন্মিতে পারে। কিন্তু তৎকালে যদি কৰ্ম্মান্তর প্রবল বেগে ফলোগ্রুথ হয়, তাহা হইলে জ্ঞান সে জন্মে বা সে উদ্যমে না হইয়া পর জন্মে হইবে। কৃতকৰ্ম্মের বিপাক (ফলে পরিণত হওয়া) দেশ, কাল ও নিমিত্তবিশেষ উপস্থিত হইলেই হয়, তাহার অগ্রুথা হয় না। যে সকল দেশ, কাল ও নিমিত্ত (কারণ) এক কৰ্ম্মের বিপাচক অর্থাৎ ফলদাতা, সেই সকল কাল, দেশ, সেই নিমিত্ত সেই কালে কৰ্ম্মান্তরেরও বিপাচক হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ, কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফল নানা বা বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ। (বিরুদ্ধ বলিয়াই ভোগসাধন কৰ্ম্মফল জ্ঞানসাধন কৰ্ম্মের ফল জন্মিতে দেয় না—অবরুদ্ধ করিয়া রাখে।) শাস্ত্র “অমুক কৰ্ম্মের অমুক ফল” এইমাত্র বলেন, কিন্তু সে ফল যে কবে ও কোন্ উপলক্ষ্যে হইবে, তাহা বলেন না। তাহাতেই বুঝা যায়, কৰ্ম্মের ফলকাল অত্যন্ত দুর্জয়ে। [সাধন... হ্রাৎ] অগ্রুথ কৰ্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়, কিন্তু শ্রবণাদি কৰ্ম্ম কৰ্ম্মান্তরের প্রতিবন্ধক হয় না। কেন হয় না, তাহা বলিতেছি। সাধনের শক্তি একরূপ নহে। কোন কোন সাধনের সামর্থ্য অত্যন্ত প্রবল; তদনুসারে সাধকাত্মায় অনিৰ্ব্বাচ্য অতীন্দ্রিয় শক্তি আইসে, সেই শক্তির প্রভাবেই ক্ষুদ্রশক্তি অবরুদ্ধ থাকে, ফল দিতে পারে না। জ্ঞানার্থীরা সাধন-সামর্থ্যের অনুরূপ জ্ঞান কামনা করে, সেই জন্ত তাহাদের অভিসন্ধিও বিভিন্ন বা তরতম হয়। কেহ “এই জন্মেই জ্ঞানী হইব” ইত্যাকার উৎকট (তীব্র) সঙ্কল্প ধারণ করতঃ সাধনায় প্রবৃত্ত হয় বা থাকে, কেহ বা শিথিল ভাবে সাধনানুষ্ঠান করিতে থাকে। সুতরাং ফললাভও তাহাদের অবাধে ও বাধাক্রান্ত হয়। অভিসন্ধি সকলের সমান নহে। তাহারও বিশেষ বা ভেদ দৃষ্ট হয়। জ্ঞান, হয় এই জন্মে হইবে, না হয় জন্মান্তরে হইবে, সকলের একরূপ অভিসন্ধি (সঙ্কল্প) থাকে না। কাহারো কাহারো “এই জন্মেই জ্ঞানদর্শনলাভ করিব” এইরূপ তীব্র অভিসন্ধি থাকে।*

* বাহাদের উক্তপ্রকার তীব্র বা উৎকট অভিসন্ধি, তাহাদেরই সাধনা (শ্রবণাদি) অভিশয় তীব্র বা বীৰ্য্যবান হয় ও অতীন্দ্রিয় শক্তি জন্মায়, ইহুৎ তাহাদেরই শ্রবণাদি বাধা

শ্রবণাদিদ্বারেণাপি বিদ্যোৎপদ্যমান্য প্রতিবন্ধ-ক্ষয়োপেক্ষ-
য়েবোৎপদ্যতে । তথা চ শ্রুতিদ্বৈবৈবদ্ব্যমাত্মনো দর্শয়তি—

“শ্রবণায়াপি বহুভির্ধো ন লভ্যঃ,

শৃণুস্তোহপি বহবো যম বিদ্যাঃ ।

আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্ম লব্ধা,

আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥” ইতি ।

গর্ত্তস্থ এব চ বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবমিতি বদন্তী
জ্ঞানান্তরসন্ধিতাং সাধনাদপি জ্ঞানান্তরে বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি ।
ন হি গর্ত্তস্থশ্চৈবৈহিকং কিঞ্চিৎ সাধনং সম্ভাব্যতে । স্মৃতাষ্যপি

বত এবাত্র বিদ্যোৎপাদে শ্রবণাদিভিঃ কর্ত্তব্যে যজ্ঞাদীনাম্ কৰ্ম্মান্তরপ্রতিবন্ধ্য-
প্রতিবন্ধাত্মানয়িতফলত্বেন তদপেক্ষাণাং শ্রবণাদীনামপ্যনয়িতফলত্বং জ্ঞানমন-
পহতবিয়ানাং শ্রবণাদীনামনুৎপাদকত্বাদবিশুদ্ধসত্ত্বাঘা পুংসঃ প্রত্যনুৎপাদকত্বাৎ ।

[শ্রবণাদি...সম্ভাব্যতে] শ্রবণাদির দ্বারাই জ্ঞান জন্মে, শ্রবণাদিই জ্ঞানজন্মের
প্রতি পুঙ্কল হেতু, ইহা সত্য বটে ; পরন্তু তাহা (শ্রবণাদি) প্রতিবন্ধকরসাপেক্ষ ।
(জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধকতাব সহকারে শ্রবণাদির কারণতা অবধৃত
আছে ।) সেই কারণে প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি হয়
না । শ্রুতিও সেই কারণে বা তাহা দেখাইবার জন্য আশ্চর্য্য দ্বৈবৈবদ্ব্যমাত্মনো
বর্ণন করিয়াছেন । যথা—“যিনি শ্রবণেও বহু লোকের লভ্য নহেন অর্থাৎ
ঋষিগণ শ্রবণ নিত্যন্ত দুর্লভ ও সকলের সাধ্যাত্ত নহে, শুনিলেও ঋষিগণকে
বহু লোকে জানিতে পারে না অর্থাৎ শ্রবণফল আশ্চর্য্যজ্ঞান সকলের পক্ষে
সুলভ নহে, এই আশ্চর্য্য বক্তা (বক্তা=উপদেষ্টা) আশ্চর্য্য এবং তাঁহাকে
পায় বা লাভ করে, এরূপ লোকও আশ্চর্য্য (কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি) ।
অধিক কি বলিব, তাঁহাকে বুঝায় এমন আচার্য্যও আশ্চর্য্য (দুর্লভ) এবং
তদ্বিম্বক শাস্ত্রানুযায়ী অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে, এরূপ শিষ্য বা শ্রোতাও
আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুর্লভ ।” এতদ্বির অত্র শ্রুতি গর্ত্তস্থ বামদেবের ব্রহ্মভাব
প্রাপ্তি বর্ণন করিয়া জানাইয়াছে যে, জ্ঞানান্তরসন্ধিত সাধনার বলেও
জ্ঞানান্তরে জ্ঞানদর্শন হয় । জ্ঞানান্তরসন্ধিত সাধনসংস্কারের জ্ঞানকারণতা
অস্বীকার করিবার উপায় নাই । গর্ত্তস্থ বামদেবের ত্রৈহিক সাধন কোথায় ?
তাহার সম্ভাবনাই বা কি ? [স্মৃতা...দর্শয়তি] এ কথা স্মৃতিতেও আছে ।

বির অতিক্রম করিয়া তদেহেই জ্ঞান জন্মায় । অভিসন্ধির ও সাধনের শিথিলতা থাকিলেই
পূর্ব্বকৃত ভোগসাধক কৰ্ম্ম প্রবলতা প্রাপ্ত হয়, ইহা জ্ঞানোৎপত্তির বাধা জন্মায় । সেই
কারণে তাহাদের জ্ঞানসাধনের ফল জ্ঞানান্তর প্রতীক্ষা করে । জ্ঞানান্তর প্রতীক্ষা কি না ভোগক্ষরে
প্রতীক্ষা । ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের জ্ঞান হয় না । ভোগ শেষ এক জন্মেও
হইতে পারে, ততোধিক জন্মেও হইতে পারে । ভবন্তের তিন জন্মে ভোগক্ষর হইয়াছিল ;

“অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি” ইত্যৰ্জুনেন পূৰ্ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ “ন হি কল্যাণকং কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত, গচ্ছতি” ইত্যুক্ত। পুনস্তস্মৈ পুণ্যলোকপ্রাপ্তিং সাধুকুলে সমুত্তি-
 ষ্ণাভিধায়, অনন্তরং, “তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্ব্ব-
 দেহিকম্” ইত্যাদিনা “অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্”
 ইত্যন্তেনৈতদেব দর্শয়তি । তস্মাদৈহিকমামুশ্মিকং বা বিদ্যাজন্ম
 প্রতিবন্ধক্যাপেক্ষয়েতি স্থিতম্ ॥ ৩ । ৪ । ৫১ ॥

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধ্বতেস্তদব-
 স্থাবধ্বতেঃ ৩ । ৪ । ৫২ ॥*

যথা মুমুক্শোৰ্বিদ্যাসাধনাবলম্বিনঃ সাধনবীৰ্য্যবিশেষাৎ বিদ্যা-

তথা চ তেষাং যজ্ঞাদ্যপেক্ষাণাং তেষাঞ্চানিয়তফলত্বেন শ্রবণাদীনামপানিয়ত-
 ফলত্বং যুক্তম্, এবং শ্রুতিশ্রুতিপ্রতিবন্ধো ন স্ততিমাত্রত্বেন ব্যাখ্যেয়ো ভবিষ্যতি ।
 পুরুষাশ্চ বিদ্যার্ধিনঃ সাধনসামর্থ্যাহুসারেণ তদনুরূপমেব কাময়িষ্যন্তে ।
 তদ্বিমুক্তমতিসঙ্ক্ষেপনিরুপদ্যতি ॥ ৩ । ৪ । ৫১ ॥

যজ্ঞাদ্যপকৃতবিজ্ঞানসাধনশ্রবণাদিবীৰ্য্যবিশেষাৎ কিল তৎফলে বিদ্যায়াইম-

ভগবান্ বাসুদেব অৰ্জুনকর্তৃক “হে কৃষ্ণ, অপ্রাপ্তযোগকল যোগী মরণের
 পর কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়”? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া “হে তাত, কোনও
 পুণ্যকরং দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না” এইরূপ বলিয়া পরে তাহার পুণ্যলোক-
 প্রাপ্তি ও সাধুকুলে জন্ম হওয়া বর্ণন করিয়াছেন । তৎপর বলিয়াছেন
 “সেই জন্মে সে পূৰ্ণোপার্জিত সাধনের বলে জ্ঞানযোগ লাভ করে।”
 পুনশ্চ বলিয়াছেন “অনেকজন্মপরম্পরায় সাধনসিদ্ধ হইয়া অবশেষে সে
 পরমা গতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়।” [তস্মা...স্থিতম্] অতএব, জ্ঞানের
 উৎপত্তি ঐহিক ও আমুশ্মিক উভয় প্রকার হওয়াই সিদ্ধান্ত । প্রতিবন্ধ
 ক্ষীণ হইলে ইহ জন্মেই জ্ঞান হয়, আর প্রতিবন্ধ ক্ষয় না হইলে তাহা
 জন্মান্তরপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩ । ৪ । ৫১ ॥

জ্ঞানসাধনাবলম্বী মুমুক্শুর ফললাভ (জ্ঞানলাভ) সাধনের প্রাবল্য
 দৌৰ্ব্বল্য অনুসারে, হয়—ইহজন্মে, না হয় পরজন্মে হইয়া থাকে, এই

* মুক্তিকালে মুক্তিকালে জ্ঞানফলে অনিয়মঃ জ্ঞানবহ্নয়মাভাবঃ । জ্ঞানোৎকর্ষাপকর্ষকৃত-
 বিশোবশ্তভাবাভাব ইত্যর্থঃ । কৃতঃ? তদবস্থাবধ্বতেঃ । মুক্তেরৈকরূপ্যাবধারণাৎ শ্রুতিবিত্তি
 যোজ্যম্ । যথা বিভাক্ষপে সাধনফলে সাধনোৎকর্ষাপকর্ষকৃতঃ কালোৎকর্ষাপকর্ষকৃতো বা
 বিশেষসাব্যস্তভাবোহস্তি, ন তথা বিভাক্ষপে মোক্ষে । মুক্তেরৈকরূপ্যাৎ । মুক্তিনাম বিভা-
 বত্রোপচর্যাপচর্যভাতি নিবন্ধঃ ।

লক্ষণে ফলে ঐহিকামুদ্রিকফলত্বকৃতো বিশেষপ্রতিনিয়মো দৃষ্টঃ, এবং মুক্তিলক্ষণেইপ্যৎকর্ষাপকর্ষকৃতঃ কশ্চিদ্বিশেষপ্রতিনিয়মঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবং মুক্তিফলানিয়ম ইতি। ন খলু মুক্তি-ফলে কশ্চিদেবভূতো বিশেষপ্রতিনিয়ম আশঙ্কিতব্যঃ? কৃতঃ। তদবস্থািবধ্বতেঃ। মুক্ত্যবস্থা হি সর্ববেদান্তেষ্টেকরূপৈবাব-ধাৰ্য্যতে। ব্রহ্মৈব হি মুক্ত্যবস্থা। ন চ ব্রহ্মণোহনেকাকার-যোগোহন্ত্যেকলিঙ্গত্বাবধারণাৎ “অস্থূলমনু” “স ত্রয় নেতি নেত্যাশ্চা” “যত্র নাত্যৎ পশ্চতি” “ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ”

হিকামুদ্রিকত্বলক্ষণ উৎকর্ষো দর্শিতঃ। তথা চ যথা সাধনোৎকর্ষনিকর্ষাভ্যাং তৎফলন্ত বিদ্যায়া উৎকর্ষনিকর্ষাবেৎ বিদ্যাফলস্তাপি মুক্তেরূৎকর্ষনিকর্ষো সম্ভাব্যোতে। ন চ মুক্তাবৈহিকামুদ্রিকত্বলক্ষণো বিশেষ উপপত্ততে, ব্রহ্মোপা-সনাপরিপাকলক্জন্মনি বিজ্ঞায়াঃ জীবতো মুক্তেরবশস্তাবনিয়মাৎ সত্যপ্যার-কবিপাককর্ষাপ্রকরে। তন্মামুক্তাবেব রূপতো নিকর্ষাপকর্ষো স্তাতাম্। অপি চ, সপ্তধানাং বিজ্ঞানামুৎকর্ষনিকর্ষাভ্যাং তৎফলানামুৎকর্ষনিকর্ষো দৃষ্টাবিতি মুক্তেরপি বিদ্যাফলত্বাক্রপতশ্চোৎকর্ষনিকর্ষো স্তাতামিতি প্রাপ্ত-

যেমন বিশেষ অর্থাৎ নির্দিষ্ট নিয়ম দেখাইলে, এমনি, জ্ঞানফল মুক্তি বিষয়েও উৎকর্ষাপকর্ষকৃত কোনরূপ বিশেষ নিয়ম আছে কি নাই, তাহা বলিবার জ্ঞাত এই ১২ সূত্র অবতারিত হইল। জ্ঞানফল মুক্তিতে ঐরূপ বিশিষ্ট নিয়ম থাকার আশঙ্কা করিও না। কারণ, শ্রুতিতে মাত্র সেই একই অবস্থার অবধারণ আছে। সর্বত্র মোক্ষাবস্থা একরূপ, তাহার তারতম্য নাই, ইহা সমুদায় বেদান্তে অবধৃত আছে। মুক্ত্যবস্থা অস্ত কিছু নহে, ব্রহ্মই মুক্ত্যবস্থা। ব্রহ্ম অনেকাকার নহেন, (তিনি একই প্রকার), সেই জ্ঞাত মুক্তিও একাকার, অনেকাকার নহে। শ্রুতিতে ব্রহ্মের একই স্বরূপ অবধারণিত হইয়াছে। যথা—“তিনি স্থূল নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন, ক্ষুদ্রও নহেন।” “তিনি ইহা নহেন, তাহা নহেন” ইত্যাদি ক্রমে সর্বনিষেধের সীমাস্বরূপ আত্মা। “বাহাতে ভেদ দর্শন নাই” “পরোবর্তী এ সমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত।” “এই যে আত্মা,

বলা হইল যে, সাধনের ফল বিজ্ঞা। তাহা সাধনের তারতম্যে বিশেষ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে উদিত হয়। তদুপাঙ্গে বিজ্ঞাফল মোক্ষেরও বিজ্ঞার উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে বিশেষ হওয়ার আশঙ্কা হইতে পারে। সূত্রকার সে আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন, সিদ্ধান্ত করিতেছেন, বিজ্ঞাফল মোক্ষ সর্বত্র একরূপ, তাহার তারতম্য, উপচয় অপচয় বা উৎকর্ষ অপকর্ষ নাই। তাহার কোনরূপ বিশেষ ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ হওয়ার নিয়ম জ্ঞানে, জ্ঞানফল মোক্ষে নহে। সূত্রে শেষ পদের দ্বিকল্পি অর্থায় সমাপ্তির দ্যোতক।

“ইদং সর্বং যদয়মাত্মা” “স এষ মহানজ আত্মাহজরোহমরোহ-
মৃতোহভয়ো ব্রহ্ম” “যত্র ত্বশ্চ সর্বমাত্মৈবাত্মং, তৎ কেন কম্প-
শ্যেৎ” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ।

অপি চ, বিদ্যাসাধনং স্ববীৰ্য্যবিশেষাৎ স্বফল এব বিদ্যায়াং
কচ্ছিদতিশয়মাসঞ্জয়েৎ, ন বিদ্যাফলে মুক্তৌ। তদ্ব্যসাধ্যং
নিত্যসিদ্ধস্বভাবভূতমেব বিদ্যায়াধিগম্যত ইত্যসকৃদবাদিস্থ। ন চ
তস্মামপ্যুৎকর্ষাত্মকোহতিশয় উপপদ্যতে, নিকৃষ্টায়া বিদ্যাভা-
ভাবাৎ। উৎকৃষ্টেব বিদ্যা ভবতি। তস্মাৎ তস্মাৎ চিরাচিরোৎ-
পত্তিস্বরূপো বিশেষো ভবেৎ, ন তু মুক্তৌ কচ্ছিদতিশয়সম্ভবো-
হস্তি। বিদ্যাভেদাভাবাদপি তৎফলভেদনিয়মাভাবঃ, কর্মফলবৎ।
ন হি মুক্তিসাধনভূতয়া বিদ্যায়াঃ কর্মণামিব ভেদোহস্তি।
সগুণাস্তু তু বিদ্যাস্তু “মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ” ইত্যাদ্যাস্তু গুণাবা-
উচ্যতে—মুক্তেষু তত্রৈকরূপাত্মকপপত্তেষ্চ। সাধ্যাং হি সাধনবিশেষা-
বিশেষবদ্ভবতি। ন চ মুক্তিব্রহ্মণো নিত্যস্বরূপাবস্থানলক্ষণা নিত্যা সত্যী
সাধ্যা ভবিতুমর্হতি। ন চ সবাসননিঃশেষক্লেশকর্মাশয়প্রাক্করো বিদ্যাভ্য-
বিশেষবান্, যেন তদ্বিশেষায়োকো বিশেষবান্ ভবেৎ।

ন চ সাবশেষক্লেশাদিপ্রাক্করো মোক্ষায় কল্পতে। ন চ চিরাচিরোৎপাদাত্ম-
ইনিই এ সমুদায়। “সেই এই মহান্ অজ (জন্মাদিরহিত—নিত্যসিদ্ধ)
আত্মা অজর অমর অমৃত (মুক্ত) অভয় ব্রহ্ম।” “এই সমস্ত যখন সাধকের
আত্মা হয়, তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?” ইত্যাদি।

[অপিচ...বাদিস্থ] আরও দেখ, জ্ঞানসাধন শ্রবণাদি ঔৎকট্য অমূল্যকৌট্য
বা প্রবল-দুর্কলতা অনুসারে জ্ঞানের আতিশয্য (তারতম্য বা উপচয়পচয়)
জন্মায়, কিন্তু জ্ঞানফল মুক্তির আতিশয্য জন্মাইতে পারে না। কারণ মুক্তি
আত্মার স্বরূপভূত, নিত্যসিদ্ধ, স্তত্রাং তাহা সাধনসাধ্য নহে। তাহা একরূপ।
তাদৃশী স্বরূপভূতা মুক্তি বিদ্যার (জ্ঞানের) দ্বারাই লক্ষ হয়, এ কথা অনেকবার
বলা হইয়াছে। [ন চ...ভেদোহস্তি] মুক্তিতে উৎকর্ষাপকর্ষরূপ আতিশয্য
সম্ভবই হয় না। যাহা যাহা নিকৃষ্টা, তাহা তাহা বিদ্যা নহে। কিন্তু যাহা
উৎকৃষ্টা, তাহাই বিদ্যা, স্তত্রাং বিদ্যারই শীঘ্রোৎপত্তি ও বিলম্বোৎপত্তিরূপ
বিশেষ ঘটনা হইয়া থাকে। সে বিশেষ মুক্তিতে নাই, থাকা অসম্ভব।
বিশেষতঃ বেদ্য এক বলিয়া বিদ্যার ভেদ নাই। ভেদ না থাকায় তাহার
ফলেরও ভেদনিয়ম নাই। কর্ম নানা। সেই কারণে তাহার ফলও নানা।
কিন্তু মুক্তিসাধন বিদ্যা কর্মের জ্ঞান নানা নহে। সেই কারণে তাহার ফল
মুক্তিও নানা নহে। [সগুণাস্তু...দ্যোতয়তি] “তিনি মনোময় প্রাণশরীর”

পোদ্ধাপবশাং ভেদোপপত্তৌ * সত্যায়ুপদ্যতে যথাস্বং ফল-
ভেদনিয়মঃ, কৰ্মফলবৎ । তথা চ লিঙ্গদর্শনং “তং যথা যথো-
পাসতে তদেব ভবতি” ইতি, নৈবং নিগুণায়াং বিদ্যায়াং, গুণা-
ভাবাৎ । তথা চ স্মৃতিঃ “ন হি গতিরধিকাস্তি কশ্চচিৎ সতি
হি গুণে প্রবদন্ত্যতুল্যতাম্” ইতি । তদবস্থাবধূতেস্তদবস্থাব-
ধূতেরিতি পদাভ্যাসোহধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ৩ । ৪ । ৫২ ॥

ইতি শ্রীশারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-

পাদকৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ৩ । ৪ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

পাদাবস্তুরেণ বিদ্যায়ামপি রূপতো ভেদঃ কশ্চিৎফলক্যাতে, তস্তা অপ্যেকরপত্বেন
শ্রুতেঃ । সগুণায়ান্ত বিদ্যায়াস্তত্তদগুণাবাপোদ্ধাপাত্যাং তৎকার্য্যস্ত ফলশ্রো-
কধনিকরৌ যজ্ঞোতে । ন চাত্ৰ বিদ্যাত্বং সামান্ততোদৃষ্টবতি । আগমতৎ-
প্রভবযুক্তিবাধিত্বেন কালাত্যরোপদিষ্টত্বাৎ । তস্যাং তস্তা মুক্ত্যবস্থায়
ঐকরূপ্যাবধূতেষু ক্লিলক্ষণস্ত ফলশ্রাবিশেষো যুক্ত ইতি ॥ ৩ । ৪ । ৫২ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিত্তে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে

ভামত্যাং তৃতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ । ৩ । ৪ ॥

অধ্যায়শ্চ তৃতীয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ইত্যাদি ইত্যাদি সগুণা বিদ্যায় (উপাসনায়) গুণের আবাব উদ্ভাপ
(কোন এক গুণের ত্যাগ ও কোন এক গুণের গ্রহণ) আছে, সেই
কারণে সগুণবিদ্যায় ভেদসম্ভব হয় । ভেদসম্ভব হওয়ায় ভেদ অনুসারে সে
সকলের ফলের কৰ্মফলের ত্রায় ভেদনিয়ম (ভিন্নতার অবশ্যস্তাব) ঘটে
বা সম্ভব হয় । এ কথা “র্তাহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে, তাহার
নিকট তিনি সেই প্রকারই হন ।” ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত আছে ।
কিন্তু নিগুণ বিদ্যায় (নিগুণজ্ঞানে) গুণের অভাব থাকায় ভেদের অভাব
অবধারিত । সেই কারণে অভেদজ্ঞানের পরভাবী মোক্ষফলে ভেদ বা
অভিশয় (তারতম্য) থাকে না । এ কথা স্মৃতিতেও আছে । যথা—“কোন
নিগুণ-জ্ঞানীর অধিক গতি নাই । (অধিক গতি = ফলভেদ ।) কারণ
এই যে, যদি গুণ থাকে, তবেই গুণ অনুসারে গুণীর অতুল্যতা অর্থাৎ
ভেদ হয় ।” স্বত্বে যে, দুইবার “তদবস্থাবধূতেঃ” বলা হইয়াছে, তাহা
অধ্যায়-সমাপ্তির পরিচায়ক ॥ ৩ । ৪ । ৫২ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

